INDEX

———

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE GOVERNMENT OF UNION TERRITORIES ACT : 1963.

The 25th March, 1971.

The House met in the Assembly Chamber, Agartala at 11 A. M. on Thursday the 25th March, 1971.

PRESENT

Shri Manindra Lal Bhowmik, Speaker, the Chief Minister, three Ministers, Deputy Speaker, Dy. minister and 23 Members.

QUESTIONS

Mr. Speaker :—To-day in the List of Business are the following questions to be answered by the Ministers concerned—Short Notice Question. Shri Naresh Ch. Roy.

Shri Naresh Ch. Roy :—Short Notice Question No. 173.

Shri S. L. Singh :—Mr. Speaker, Sir, Short Notice Question No. 173,

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে ১-৩-১৯৭১ইং লোকসভার M. P. নির্বাচনের ভোটার লিষ্টে অসংখ্য ভুল-ত্রুটি থাকার জন্য ত্রিপুরায় এক বিরাট সংখ্যক ভোটার তাঁহাদের ভোটাধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন ; এবং

২। ইহা যদি সত্য হইয়া থাকে, তবে ইহার কারণ কি ?

উত্তর

১ ইহা সত্য নহে। বৃহৎ কার্যে৷ অনবধানতা বশতঃ কিছু ভুল-ত্রুটি থাকা স্বাভাবিক এবং এই ভুল-ত্রুটির জন্য কিছু সংখ্যক ভোটারের অসুবিধা হইয়া থাকিতে পারে।

২। প্রযোজ্য নহে।

শ্রীনরেশচন্দ্র রায় :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এই ভোটার লিষ্ট সংশোধন করার দায়িত্ব কার উপর ছিল ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—ত্রিপুরা গভর্ণমেন্টের উপর ছিল।

শ্রীনরেশচন্দ্র রায় :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে, এই যে ভুল হয়েছে ভোটার লিষ্টে সেজন্য ত্রিপুরা গভর্ণমেন্ট কৈফিয়ৎ তলব করবেন কি না।

শ্রীএস, এল, সিংহ :—ইলেকশন কমিশনার আছেন, উনি করতে পারেন। তাদের কতগুলি প্রফরমা আছে সেই প্রফরমা অনুসারে যদি পরে তাহলে তারা কৈফিয়ৎ তলব করতে পারেন।

শ্রীযতীন্দ্রকুমার মজুমদার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে এই যে ভুল রয়ে গেছে সেগুলি কি রিভিশন করা হবে অতি সত্বর আগামী ইলেকশনের আগে ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—রিভিশন নিশ্চয়ই করা হবে।

শ্রীযতীন্দ্রকুমার মজুমদার :—রিভিশন যদি করা হয় তবে সেগুলি কি ইনটেনসিভ রিভিশন না সামারি রিভিশন ? কি ধরণের রিভিশন করা হবে ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—ইট ডিপেণ্ডস্ অন ত্রি স্পেসিফিক কেসেস সাবমিটেড টু আস অ্যাণ্ড আফটার থরো এনকোয়ারী উই শ্যাল টেক অ্যাক্শান।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন ভোটার লিষ্ট সংশোধনের সময়ে গাঁও প্রধানের সঙ্গে আলোচনা করে তাদের সহযোগিতা নেওয়া হয় কি না ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—ভোটার লিষ্ট বের করার জন্য গাঁও সভার পরামর্শ নেওয়া হয়ে থাকে সাধারণত।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন এই ভোটার লিষ্ট সংশোধনের সময়ে গাঁও সভার প্রধানদের সহযোগিতা না নিয়েই এই ভোটার লিষ্ট বের করা হয়েছে এবং এই কারণেই ভোটার লিষ্টে এত ভুল হয়েছে।

শ্রী এস, এল, সিংহ :—এর মধ্যে গাঁওসভার সেক্রেটারী যারা থাকে তারা সেই ভোটার লিষ্টগুলিকে দেখে যে ইনক্লুশন ঠিকমত হয়েছে কিনা এবং সেইভাবেই ভোটার লিষ্টে ইনক্লুশান হয়েছে।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে এই ভোটার লিষ্ট হল যার মধ্যে অসংখ্য ভুল ভ্রান্তি হয়েছে তার জন্য দায়ী কে ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বলেছি যে ত্রিপুরা সরকার দায়ী।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—যে কর্ম্মচারী এরজন্য দায়ী তার বিরুদ্ধে শাস্তি দেবার জন্য কি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এনকোয়ারী করবেন ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—স্পেসিফিক কেস দিলে এনকোয়ারী করা হবে।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, জনপথ পত্রিকায় যে ৬ই চৈত্র পাবলিশ হয়েছে তা দেখেছেন কি ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—কেবল পত্রিকার উপর নির্ভর করলেই সেটা করা চলে না। যদি স্পেসিফিক কেস দেওয়া যায় তাহলে আমরা করতে পারি। পত্রিকায় যে জিনিষ বের হয় সেটা আমরা কন্সার্ণিং অফিসারের মতামতের জন্য পাঠিয়ে দিই।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই যে ভোটার তালিকায় ভ্রান্তি হল সেজন্য কতগুলি স্পেসিফিক কেস দেওয়া হয়েছে পত্রিকায়। কনসার্ণড ক্লার্ক এবং কর্ম্মচারীর দরুণ এই সমস্ত ভুল হয়েছে এবং তা সংশোধন না করার জন্য তারা ভোটার হওয়া থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

শ্রীএস, এল, সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেই বলছি যে পেপারে যাহাই উঠে তাহাই আমরা এনকোয়ারী করতে পারি না। আমরা কনসার্ণিং অফিসারের কমেণ্টস্ পেলে পরে এনকোয়ারী করতে পারি সেজন্য যদি স্পেসিফিক কেস পাই তাহলে এনকোয়ারী করতে পারি।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—আমি বলছি যে এই পেপারটার মধ্যে অসংখ্য ভুল আছে বলে স্পেসিফিক কেস দেওয়া আছে।

শ্রীএস, এল, সিংহ :—আমি আগেই বলেছি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে পেপারের উপর কিছু করা হয় না। কন্সার্ণিং যে অফিসার থাকে তার কাছে এটা পাঠিয়ে দিয়ে তার অপিনিয়ন নিয়ে কাজ করা হয়।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, যে সমস্ত কর্ম্মচারী এই সমস্ত দোষ ত্রুটি করেছেন তাদের উপর কি পেনালটি ইমপোজ করবেন ?

শ্রীএস, এল, সিংহ : আইনানুগ ব্যবস্থা অবলম্বণ করা হবে।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—পিপলস রিপ্রেজেনটেটিভ অ্যাক্টে আছে যে যদি কোন লোক এই ভোটার লিষ্টে দুস্কার্য্য করে তারজন্য ৫০০ টাকা জরিমানা হতে পারে।

শ্রীএস, এল, সিংহ :—আইনানুগ ব্যবস্থা অবলম্বণ করা যেতে পারে।

শ্রীএরসাদ আলী : মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে, এই ভোটার লিষ্ট ছাপানোর জন্য টেণ্ডার কে পেয়েছিল ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :—মাননীয় সদস্য (ডেপুটি স্পীকার) জনপথ পত্রিকায় যে কয়টা বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন সেই কয়টা স্পেসিফিক। অতঃপর এটা মেনশান করার পর মাননীয় মন্ত্রী নিজেও বলেছেন যে এই বিষয়ে ভুল-ত্রুটি হয়েছে। তাহলে—

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিং :—বক্তৃতা দিচ্ছেন স্যার। উই ওয়াণ্ট স্পেসিফিক কোয়েশ্চান।

মিঃ স্পীকার :—হী ইজ পুটিং কোয়েশ্চান।

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :—ধৈর্য্য ধরে শুনুন। সবকিছু জেনে তারপর এইসব বলবেন। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে, এরমধ্যে ভুল আছে এবং মনোরঞ্জন বাবু যে পত্রিকার কথা বলেছেন যে, অনেকগুলি স্পেসিফিক কেস সেখানে দেওয়া আছে। তিনি একজন উপযুক্ত অফিসার দিয়ে সেটা এনকোয়ারী করবেন কি না এবং রেসপনসিবিলিটি তিনি ফিক্স-আপ করবেন কি না?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেই বলেছি পেপারে যেটা বের হয়েছে সেটা সম্বন্ধে কনসার্ণিং অফিসারের মতামত নিয়ে এবং স্পেসিফিক কেস দিলে সেটা করা যায়। আর বলেছেন যে অসংখ্য ভুল-ত্রুটি আছে। সেই সমস্ত দেখে তারপর সেটা করা যাবে। বিফোর দ্যাট উই ক্যান নট ডু ইট।

শ্রীতড়িৎমোহন দাসগুপ্ত :—কত সংখ্যক ভুল-ত্রুটি আছে সেটা এনকোয়ারী করবেন কি না? মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় নিজেই বলেছেন যে এই ভুলের জন্য দায়ী হচ্ছেন ত্রিপুরা সরকার। সেই ভুলত্রুটিকে ভবিষ্যতে সংশোধনের জন্য এইরকম কোন কমিটি করবেন কি না কেন ভুল হয়েছে সেটা বের করবার জন্য।

শ্রীএস, এল, সিংহ :—আমি আগেই বলেছি স্পেসিফিক কেস দিলে করব।

শ্রীরসাদ আলী চৌধুরী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এটা কি সত্য যে, এই ভোটার লিষ্ট ছাপানোর জন্য ভাগ্যলক্ষ্মী প্রেসকে দেওয়া হয়েছিল এবং তারা ঠিক সময়ের মধ্যে ছাপিয়ে না দিতে পারার জন্য সেগুলিকে আবার অন্যান্য প্রেসেও দেওয়া হয়েছিল তাড়াতাড়ি ছাপিয়ে দেওয়ার জন্য এবং সেজন্যই এই ভোটার লিষ্টে এতসব ভুল হয়েছে।

শ্রীএস, এল, সিংহ :—এটা ঠিক নহে।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিং :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, ছাপানোর ভুলের জন্যই হোক বা অন্য প্রকার ভুলের জন্যই হউক, এই ভোটার লিষ্টে অনেক ভুল হয়ে গেছে। এখন এই ভুল সংশোধন করবার জন্য আমাদের ৫।১০ পয়সা দণ্ড দিতে হচ্ছে, সেটা মুকুব করবার কোন প্রস্তাব আছে কি না জানাবেন কি?

শ্রীএস. এল. সিং :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে নিয়ম আছে, সেই অনুসারেই আমাদের কাজ করতে হবে, নিয়মের বাইরে কোন প্রকার কাজ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

শ্রীরাজকুমার কমজিৎ সিংহ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়. ভুল করবে কর্ম্মচারীরা আর দোষী হব আমরা, এটা কেমন কথা? কাজেই এটাকে রিভিশন করার কোন বন্দোবস্ত করা হচ্ছে কি না জানাবেন কি?

শ্রীএস. এল, সিংহ :—স্যার, সেটা তো আমি আগেই বলেছি।

শ্রীনরেশ রায় :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এই যে অসংখ্য ভুল হল ভোটার লিষ্টে, তারজন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছ থেকে কোন তথ্য সরকারের কাছে দেওয়া হয়েছে কি না ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—তথ্য মানে, আই হেড ডিসকাশন এ্যাবাউট দীস।

শ্রীনরেশ রায় :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এই ব্যাপারে সরকার কোন রিপ্রেজেনটেশান পেয়েছেন কিনা ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :— নট, সো ফার।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে এই ভোটার লিষ্টে গোলমাল হওয়ার জন্য কোন স্পেসিফিক কমপ্লেইন সরকার পেয়েছেন কিনা ?

Shri S. L. Singh :— So far I did not receive any complain about this.

Mr. Speaker :— Shri Promode Rn. Dasgupta.

Shri P. R. Das Gupta—Starred Question No. 59.

Shri S. L. Singh :— Starred Question No. 59, Sir.

Question

1. Whether the Govt. has got any proposal to construct a road from Kalyanpur to Maharani via Gilatali under Khowai Sub-Division ?

Answer.

1. Due to paucity of funds it is not possible to take up this work now.

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এই যে স্কীমটা করা হয়েছিল, তাতে কত টাকা স্যাংশান করা হয়েছিল ?

Shri S. L. Singh :— Estimated cost was Rs. 10,200/- for road and construction of some bridges. the estimated cost was Rs. 49,200/-.

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এই যে ঘিলাতলী বাজার, এটা কল্যাণপুরের মধ্যে সবচাইতে জনবহুল অঞ্চল ?

Shri S. L. Singh :— Yes, this is known to all.

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এই যে ঘিলাতলী, সেখানে একটা বড় বাজার আছে এবং সেখানে নদী থাকার দরুন এবং কোন রাস্তা না থাকার দরুন সেই বাজারের সংগে যোগাযোগে জনসাধারনের অনেক অসুবিধা হয় ?

Shri S. L. Singh :— Yes, this is also a fact.

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এমন এ্যাসুরেন্স দিবেন কিনা, যাতে করে এই বছরের মধ্যে সেই রাস্তাটার কাজে হাত দেওয়া হবে ?

Shri S. L. ingh :— I have already told that due to paucity of fund this is not included in the 4th five year plan. So, it is not possible for me give any assurance here.

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, জানাবেন কি যে ফোর্থ প্লেনে যদি কোন টাকা উদ্বৃত্ত থাকে, তাহলে তা দিয়ে এই রাস্তাটার কাজ করা হবে।

Shri S. L. Singh :— If it is possible, then we shall try our utmost.

Mr. Speaker :— Shri Aghore Deb Barma.

Shri Aghore Deb Barma :— Starred Question No. 83.

Shri S. L. Singh :— Starred Question No- 83, Sir.

প্রশ্ন

ক) গত আর্থিক বৎসরে বিশালগড় ব্লক এলাকায় মোট কতটি Seasonai (সাময়িক) বাঁধ দেওয়া হয়েছে (স্থানের নাম সহ), এবং

খ) উপরোক্ত বাঁধগুলি বাবদ মোট কত টাকা ব্যয় হয়েছে এবং মোট কত একর জমি বরো চাষে আনা হয়েছে ?

উত্তর

ক) ১৩টি সাময়িক বাঁধ নিম্নলিখিত স্থানে দেওয়া হয়েছিল।

১) লক্ষ্মণদল ছড়া, জাম্পাইজলা।
২) দরকৈ ছড়া ,,
৩) পাতিরাই ছড়া, উজান টাকারজলা।
৪) পৈরাইছড়া, টাকারজলা।
৫) রাঙ্গাপানিয়া নদী, রাঙ্গাপানিয়া
৬) সোনাই নদী, পাণ্ডবপুর।
৭) বিজয় নদী, বড়জলা।
৮) রাঙ্গাপানিয়া নদী, প্রমোদ নগর।
৯) সোনাই নদী, পশ্চিম দুর্গাপুর।
১০) নাগিছড়া, মলয়নগর।
১১) রাঙ্গাপানিয়া নদী, মণ্ডব কিল্লা।
১২) ঘনিয়ামারা ছড়া, দুর্গানগর।
১৩) লারুমা ছড়া, কলকলিয়া।

খ) ১৬,২৮৭ টাকা ৪৫৫ একর ।

Mr. Speaker :—Shri Monoranjan Nath.

Shri Monoranjan Nath :—Starred Question No. 87.

Shri S. L. Singh .—Starred Question No. 87, Sir.

প্রশ্ন

(১) ধর্মনগর সাবডিভিসনে তিলথৈ আনন্দবাজার রাস্তার জন্য বর্তমান আর্থিক বৎসরে (১৯৭০-৭১) ৭০,০০০ (সত্তর হাজার টাকা) খরচের হিসাব বাজেটে ধরা আছে, উক্ত টাকা খরচ হবে কি ?

(২) উক্ত রাস্তার কয়েকটি S. P. T. Bridge construction করার জন্য দীর্ঘদিন পূর্ব্বে কণ্ট্রাক্ট দেওয়া সত্ত্বেও কাজ আরম্ভ না হওয়ার কারণ কি ?

(৩) ১৯৬৭ইং জুন মাসে বিধান সভার ২২ তারিখের অধিবেশনের ২১৬নং প্রশ্নের উত্তরে উল্লেখ আছে যে, পরবর্তী মার্চ্চ মাস এর মধ্যে ঐ রাস্তার কাজ সম্পূর্ণ হবে, কিন্তু দীর্ঘদিনের পর কাজ আরম্ভ না হওয়ার কারণ কি ?

উত্তর

(১) না।

(২ এবং ৩) কাজের জন্য প্রয়োজনীয় জায়গা পাওয়া যায় নাই।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই বছরের বাজেটে যে ৭০ হাজার টাকা ধরা হয়েছে, এই টাকাটা খরচ করা হবে কিনা, সেটা তো আমি জানতে পারলাম না ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—সেটা তো আমি বলেছি যে—as the land in question was not available the money could not be spent.

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, যে এস, পি, টি, ব্রিজের জন্য কণ্ট্রাক্ট দেওয়া হয়েছে, সেটার কাজ আরম্ভ না হওয়ার কারণ কি এবং এস, পি, টি, ব্রীজের জন্য তো কোন ল্যাণ্ডের প্রশ্ন আসে না ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :— এস, পি, টি, ব্রীজের জন্য ল্যাণ্ডের কোয়েশ্চান আছে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কারণ উই ক্যান নট কনষ্ট্রাক্টএ ব্রীজ অন দি ল্যাণ্ড অব আদারস।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, যে ছড়ার উপর ব্রীজ হবে সেখানে ল্যাণ্ড এ্যাকুইজিশানের প্রশ্ন নাই, ছড়াগুলি গভর্ণমেন্ট এর খাস আছে ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ছড়াগুলি খাস থাকতে পারে, ল্যাণ্ডের কোয়েশ্চান যদি সেটেল্ড না হয়, হাউ ক্যান উই কনষ্ট্রাক্ট দি ব্রীজ ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, যে যে ছড়াতে বাধ দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে সেই সমস্ত জায়গার মধ্যে জায়গা দেবার জন্য জনসাধারণ প্রস্তুত আছে, জায়গা সম্বন্ধে কোন ডিসপিউট নাই এবং একজিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার এবং কণ্ট্রাকটার সেই জায়গাতে যায় নাই এটা ঠিক কি না ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় যতক্ষণ না ল্যাণ্ড একুইজিশান হচ্ছে ততক্ষণ অন্যের বাড়ীতে আমি একটা দালান তুলে দিতে পারিনা, তাহলে সমস্ত টাকাটাই নষ্ট হয়ে যাবে।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে উত্তরে বলেছেন রি-কন্‌ট্রাকশান, রিকনট্রাকশান না হওয়ার কারণটা কি। রোড যেখানে আগে থেকে আছে, সেখানে ল্যাণ্ডের কি প্রশ্ন আসল, এই টাকাটা খরচ না করার কারণ কি ?

Shri S. L. Singh :— Road and bridge is to be dealt together. Not only the bridge—reconstruction and repairing of road—তার জন্য এই টাকা প্রভাইড করা হয়েছে। যেখানে রোডই হয় নাই সেখানে আমরা কি করে ব্রীজ তৈরী করব ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, পাবলিক থেকে একটা রিজল্যুশান করে জায়গা দিতে তাদের কোন আপত্তি নেই, একজিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ারকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে কিনা পাচ ছয় মাস আগে ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :—এই বিষয়ে আমার জানা নাই। তবে মুখে বললে হবেনা, সেটা রেজিষ্টার্ড ডীড করে দিতে হবে।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, যে জায়গাতে ১৯৬৭ইং জুন মাসের প্রশ্নের উত্তরে উল্লেখ আছে নেকষ্ট ইয়ারে কাজ কম্‌প্লিট করা হবে, যদি পাবলিক জায়গা না দিয়ে থাকে তাহলে ল্যাণ্ড এ্যাকুইজিশনের ব্যবস্থা করা হলনা কেন ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি আগেই বলেছি যে ল্যাণ্ড ডোনেট করার কথা ছিল।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে বলছেন যে এই রাস্তাটার জন্য ১ লক্ষ ২১ হাজার টাকা ধরা হয়েছে। পি, ডবল্যু, ডি থেকে যখন এষ্টিমেট করা হয়, সেই এষ্টিমেটে তাদের একটা টোকেন হউক বা যাহাই হউক একটা প্রভিশন থাকে। আজকে এই হোল পোরশানের মধ্যে কতটা পোরশান ডোনেট করার কথা ছিল এবং কতটা পোরশান এ্যাকুইজিশানের প্রশ্ন ছিল, সেই বিষয়ে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বিস্তারিত জানাতে পারেন কি ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :— কোয়েশ্চান নাম্বার ৬৬।

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৬৬ স্যার।

QUESTION

1. The step taken by the Govt. for protection of the embankment of the Khowai River at Durganagar and Second Ghat under Khowai P. S. from the errosion ?

ANSWER

2. No protection work at Second ghat appears necessary. The necessity for protection work at Durganagar is under examination.

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি দুর্গানগর ইরোশানের দরুণ জায়গা ভেঙ্গে পাকিস্তান চলে যাচ্ছে।

শ্রীএস, এল, সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আগেই বলা হয়েছে—No protection work at Second ghat appears necessary. The necessity for protection work at Durganagar is under examination.

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার প্রশ্ন হল দুর্গানগর নদীতে ভেঙ্গে অপর পাড়ে ছড়া হচ্ছে কিনা ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—আই ডিম্যাণ্ড নোটিশ স্যার।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ইরোশানকে প্রটেকশান দেবার জন্য কোন রকম হানা দুর্গানগরে দেওয়া হয়েছে কি না ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেই বলেছি ইট ইজ আণ্ডার এগজামিনেশান।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় জানাবেন কি যে এপাড়ে নদী ভেঙ্গে যে পরিমাণ ছড়া ওপাড়ে পড়েছে সেটা ভারতের অধিকারে আছে কিনা ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ সার।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :—এই বিষয়ে তদন্ত করে দেখবেন কি না ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—আই ডিম্যাণ্ড নোটিশ।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—তদন্ত করবেন কি না, এতেও ডিম্যাণ্ড নোটিস, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আমি বলছি নদী ভেঙ্গে ওপাড়ে ছড়া পড়েছে, It is a statement of the Member of the House. সে ছড়ায় ভারতের লোক যেতে পারে না, সেই বিষয়ে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, তদন্ত করে দেখবেন কি না ?

Shri S. L. Singh :—Whether it is our land or not—it is under dispute, so, I can not give any assurance about this.

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, একজন মেম্বার যদি হাউসে একটা ষ্টেটমেণ্ট দেয় যে হ্যাঁ একটা জায়গা ভেঙ্গে অপর পাড়ে ছড়া পড়েছে এবং সেই ছড়াতে ভারতবাসী যেতে পারে না, আমার জানা নাই এটার উপর কোন হাউস সন্দেহ প্রকাশ করে কি না, সেজন্যই আমি দাবী করছি তদন্ত করে দেখবেন কিনা ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :—আমি আগেই বলেছি ইট ইজ আণ্ডার এগজামিনেশান। যখনই একটা ছড়া পড়ে তখন সেটা কর্তৃপক্ষ সেটা দেখেন. সেখানে ডিসপিউট যদি এ্যারাইজ করে—We draw the attention of the authority concerned. It is now under examination.

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে একটা ভাইট্যাল কোয়েশ্চান ইনভল্‌ভড—তিনি বলেছেন হানা দেওয়া হবে কি না, এটা হচ্ছে এগজামিনেশানের বিষয়, আরেকটা বিষয় উনি বলেছেন যে একটা পোরশান ভেঙ্গে পাকিস্তান চলে গেছে, এই জিনিষটা অনুসন্ধান করে দেখবেন কিনা? কাজেই সেটা খোঁজ করে দেখব, এইরকম এ্যাশুরেন্স হাউসে পেতে পারে কিনা, এইটুকু এ্যাশুরেন্স মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় দিতে পারেন কি না।

Shri S L. Singh :—I can not give any assurance to the House about this.

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের প্রশ্নটা খুবই সোজা।

Shri S. L. Singh :—Border area is not under my jurisdiction.

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বর্ডার সিকিউরিটি সেটা হচ্ছে একটা জিনিষ, বর্ডার যদি নদী ভেঙ্গে আমার জায়গা যদি অন্যত্র চলে যায়, সেটা খোঁজ করে দেখবেন কিনা। সিকিউরিটির কথা আমি বলছিনা, সিকিউরিটি লেফটেনেন্ট গভর্ণরের আণ্ডারে সেটা আমাদের জানা আছে।

Shri S. L. Singh :—Mr. Speaker Sir, I have already given my statement on the floor of the House.

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, জমি যদি ভেঙ্গে অপর পাড়ে চলে যায় সেটা আমাদের ত্রিপুরা সরকার আণ্ডার দি লীডারশিপ অব চীফ মিনিষ্টার শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ, দেখবার কিছু নেই।

Shri S. L. Singh :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি একথা বলি নাই—I should draw the attention of the proper authority.

Mr. Speaker—Shri Promode Ranjan Das Gupta.

Shri Promode Rn. Dasgupta :—Question No. 71.

Shri S. L. Singh :—Question No. 71 Sir.

QUESTION

1. Whether the works of the following Diversion Schemes (Plan) and Drainage Scheme (Plan) sanctioned under Major Head "95" for 1970-71 have been completed :—

   1) Barkathalia Diversion Scheme.

   2) Akhalia Diversion Scheme.

   3) Drainage Scheme of Fakirmura satdubia under Mohanpur Block and

2. If not, the reason therefor.

ANSWER

1. (I) Though Administrative approval and expenditure sanction was accorded on the basis of Preliminary estimates the technical features are being reviewed on the basis of comment from Govt. of India, Ministry of Food & Agriculture. The technical sanction will be issued if found to be remunerative.

(II & III) Works are not sanctioned and hence not taken up.

2. Does not arise.

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, জানাবেন কি যে ১৯৭০-৭১ সালে এমন কি ৭১-৭২ সালে তিনটারই প্রভিশন ধরা হয়েছে ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, হোয়াট ইজ নোন, আই হ্যাভ টোল্ড। আমি বলেছি ওয়ার্কস আর নট স্যাংশনড অ্যাণ্ড হেন্স নট টেকেন আপ।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :—আমার প্রশ্ন হচ্ছে ড্রেনেজ স্কীমে কোন টাকা ধরা হয়েছে কিনা ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—ওয়ার্কস আর নট স্যাংশাণ্ড, অ্যাডমিনিসট্রেটিভ স্যাংশান টেকনিক্যাল স্যাংশন অল দিজ আর নীডেড। সো দিজ আর নট ডান।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :—অ্যাডমিনিসট্রেটিভ অ্যাপ্রোভ্যাল দেওয়া হয়েছে ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—নো। টেকনিক্যাল স্যাংশন আসলে পরে, তারপর।

Mr. Speaker :—Shri Monoranjan Nath.

Shri Monoranjan Nath :—Question No. 90.

S S. L. Singh ;—Mr. Speaker, Sir, question No. 9.

প্রশ্ন

ক) কৈলাসহর সাবডিভিসনে পুলিয়া, ভাগ্যপুর, ধনবিলাস দেবীপুর ও জগন্নাথপুর মাঠে কি পরিমাণ উৎলা (Marshy land) আছে ;

খ) ইহা কি সত্য উক্ত এলাকায় প্রচুর উৎলা জমি reclamation এবং drainage করার জন্য স্থানীয় জনসাধারণ এবং ঐ এলাকার নির্বাচিত প্রতিনিধি সরকারের নিকট আবেদন করা সত্বেও কাজ হইতেছে না ;

গ) ইহা কি সত্য, ঐ সমস্ত উৎলা জমি Reclamation and drainage করার জন্য Agriculture department Minor Irrigation Deptt.কে লিখা সত্বেও কাজ হইতেছে না ?

উত্তর

১) তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে ।

শ্রীতড়িতমোহন দাশগুপ্ত :—স্যার, সিমিলার একটা কোয়েশ্চানের উত্তর আজকে হয়েছে। কাজেই এটা ইনফরমেশান আণ্ডার কালেকশনের কোন অর্থ আমি বুঝলাম না ।

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ইট ইজ নট সিমিলার কোয়েশ্চান। প্রশ্ন আসলে তথ্য সংগ্রহের জন্য পাঠানো হয়। তথ্য পাওয়া গেলে উত্তর দেওয়া হয়।

Mr. Speaker :—There are Calling Attention given notice of by Shri Benode Behari Das and Shri Jatindra Kr. Majumder on 22. 3. 71 on—'Out-break of fire at Maharajganja Bazar at about 1-30 A. M. on 21. 3. 71.' and by Shri Aghore Deb Barma on 22. 3. 71.

I would now call on the Hon'ble Minister-in-charge to make a statement on the 'Out-break of fire at Maharajganja bazar at about 1-30 A.M. on 21. 3. 71'.

Shri S. L. Singh :—An accidental fire broke out at Maharajgunge Bazar on 22. 3. 71 at 2-10 A. M. The cause of fire has not yet been ascertained. Twelve businessmen and two other persons sustained loss due to the fire accident. The total loss sustained has been estimated at Rs. 4,32,950/-. Necessary instructions have been issued to the District Magistrate & Collector for advancing loan to the eligible fire victims.

The procedure of sanction of loan to the fire victims is as under :—

1) The amount of loan to be given in each case will be 50% of loss subject to the maximum of Rs. 5,000/- in each case. Where amount proposed exceed Rs. 5,000/- payment beyond Rs. 5,000/- should be made after the Govt, of India's approval is received :

2) The loan will be repayable in sixth equal monthly instalments of principal together with interest due on the outstanding principal from time to time after a moratorium period of 6 months.

3) The loan will carry interest @8% per annum provided that if the instalment of principal and/or interest are paid punctually on the due dates the rate of interest shall be reduced to Rs. 5½% per annum ;

4) The loan will be given subject to the production of two solvent sureties.

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :— পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন স্যার। ৫০০০ টাকা পর্যন্ত লোন দেওয়া হবে বলেছেন। যদি ক্ষতির পরিমাণ বেশী হয় অর্থাৎ ফিফ্টি পারসেন্ট যদি ৫০০০ টাকার বেশী হয় তাহলে তারা সেটা প্রপার সিকিউরিটি অন ল্যাণ্ড বা অন্যান্য কিছু দিয়ে প্রসিডিউর মত দিতে পারলে তারা সেই পরিমাণ লোন পাবে কিনা ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :— আমি আগেই বলেছি যে অ্যাভাব ফাইভ থাউজেণ্ড হলে পরে ইণ্ডিয়া গভর্ণমেন্টের কাছে যেতে হবে।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :— অন পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন। দেখা যাচ্ছে যে বিভিন্ন জায়গায় এইভাবে অগ্নিসংযোগ হচ্ছে, এখনও পর্যন্ত অগ্নিসংযোগের কারণ জানা যায় নি। এছাড়াও ত্রিপুরার বিভিন্ন বিদ্যালয়ে এবং বাজারে অগ্নিসংযোগ হচ্ছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে ত্রিপুরা সরকার একটা কমিটি করে এই সমস্ত কাজকে অনুসন্ধান করে একে ভবিষ্যতের জন্য বন্ধ করা যায় কিনা বা কিভাবে অগ্নিযোগ বন্ধ করা যায় সমস্তটা বিষয়কে দেখার জন্য একটা কমিশন অব এনকোয়ারী বা হাই পাওয়ার কমিটি মারফত এইটা দেখতে রাজী আছেন কিনা।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিং :— দিস্ ইজ নট পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন স্যার।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :— দিস্ ইজ পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন স্যার। যখন কলিং এটেনশান আসে তখন বক্তৃতা দিতে হয়। কাজেই এই যে একটা বিষয়, অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটছে, কিছুদিন আগেও একটা প্রশ্ন এসেছিল হাউসে. মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়েরা সেই সম্বন্ধে উত্তর দিতে পারেন নি। যাতে এই ধরণের একটা এনকোয়ারীর মাধ্যমে এটা বন্ধ হতে পারে সেই সম্বন্ধে সরকার চিন্তা করছেন কিনা সেটা আমি জানতে চাই।

শ্রী এস, এল, সিংহ :— যদি কোথাও আগুন লাগে, তাহলে সরকার থেকে ক্রিমিন্যাল প্রসিডিউর অনুসারে পুলিশ ইনকোয়ারী করা হয়ে থাকে। সেখানে কি ভাবে আগুন লাগলো এবং কেউ আগুন লাগালো কিনা, এসবও ইনকোয়েরী করা হয়ে থাকে। এবং সেইমত এই যে আগুন লাগার ঘটনাগুলি ঘটলো, সেগুলির ইনকোয়েরী অলরেডী আরম্ভ হয়ে গেছে। এর পর আবার নূতন করে ইনকোয়েরী করার যে কথা মাননীয় সদস্য এখানে বলছেন, সেটা কেন বলছেন, আমি বুঝে উঠতে পারছি না।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :— তাহলে এই যে আগরতলা মহারাজগঞ্জ বাজারে আগুন লাগালো এবং অন্যান্য জায়গায় যে সব আগুন লাগার ঘটনা ঘটেছে, সেগুলির ইনকোয়েরী করা হচ্ছে বলে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বললেন, তার ফল কি হল, সেটা আমাদের জানাবেন কি ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :— ইট হ্যাজ নট ইয়েট রিপোর্টেড।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :— সেজন্যই আমার বক্তব্য হচ্ছে, এর আগেও যে সব আগুন লাগার ঘটনা ঘটেছে সেগুলি সম্পর্কে সরকার থেকে বলা হয়েছে যে সেগুলির ইন্কোয়েরী করা হচ্ছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত সেগুলির একটার ও রিপোর্ট পাওয়া যায় নি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে যেখানে সরকার থেকে বলা হচ্ছে যে এই আগুন লাগার ঘটনার জন্য প্রায় ৪॥ লক্ষ টাকার মানুষের ধন সম্পত্তি নষ্ট হয়ে গেছে, অথচ ওদের যে সাহায্য দেওয়া হচ্ছে, সেটা কোন ক্ষেত্রেই ৪ থেকে ৫ হাজার টাকার বেশী হচ্ছে না, এই রকম যে একটা ভাইট্যাল পয়েন্ট তার সম্পর্কে উনি বলেছেন যে কারণগুলি ফাইণ্ড আউট করা যাচ্ছে না। তাহলে সেখানে দেখা যাচ্ছে এইসব ক্রিমিন্যাল প্রসিডিউর অনুসারে বের করা যাচ্ছে না। কাজেই এগুলি যাতে বের করা যায়, সেজন্য সরকার অন্য কোন ইম্প্রুভড মেসিনারী ইউজ করার কথা বিবেচনা করবেন কিনা, সেটাই আমরা জানতে চাইছি ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের এ্যাকসজিষ্টিং যে সব মেসিনারী আছে, সেগুলি ফেইল করেনি। তার কারণ হল গত ২২ তারিখে আগুন লেগেছিল, আর আজকে হচ্ছে মাত্র ২৫ তারিখ, কাজেই এর মধ্যে কেন আগুন লাগলো সেটা বের করা সব ক্ষেত্রে সম্ভব হয় না। তারপরে উনি বলেছেন যে আমি নাকি বলেছি ৪/৫ হাজার টাকার বেশী সাহায্য দেওয়া সম্ভব নয়। স্যার, আমি কিন্তু একথা বলিনি, আমি বলেছি যে ৫ হাজার টাকার বেশী সাহায্য দিতে হলে, ভারত সরকারের অনুমোদন লাগবে। তাই আমি বলব উনি যেটা বলছেন, সেটা সত্য নয়। যেখানে আগুন লাগবে, সেটা সম্পর্কে সরকার থেকে অবশ্যই ইনকোয়েরী করা হবে এবং এই ধরণের ইন্কোয়েরী চলছে। তারপরে সেখানে ইন্কোয়েরী করে যদি কাউকে দোষী পাওয়া যায়, তাহলে তার বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে একর্ডিং টু রুলস। অতএব উনি যে বলছেন, কোন কিছুই হচ্ছে না, তাতে উনি ফ্যাক্টকে ডিনাই করছেন।

Mr. Speaker :— Next, I would call on Hon'ble Minister in-charge to make a statement on—"Fire accident of Bodhjung Higher Secondary School on 20.3.71,"

Shri Sachindra Lal Singh :— Hon'ble Speaker Sir, regarding calling attention to matters of Bodhjung Higher Secondary School on 20.3.71. There was no fire accident in Budhjung H. S. School (Boys or Girls) on 20.3.71 as mentioned in the calling attention notice. However, there were fire

accidents in Budhjung H. S. School (Girls) on 18.3.71 and Budhjung H. S. School (Boys) on 21.3.71. Necessary particulars are funnished below :

A. (i) Name of the premises where fire broke out :—
Budhjung H. S. School (Girls).

(ii) Date of fire accident —18.3.71 at 3.30 P. M.

(iii) Cause of fire —From a spirit of the laboratory.

(iv) Loss of properties —1 laboratory bottle —Rs. 10/-
—2 Spirit —Rs. 10/-

Rs 20/-

The fire spread out from a Spirit Lamp on the Laboratory table. One Science teacher namely Mr. Flabian Joshep Quish got serious wounds in both the hands. He was admitted to the Hospital. One student namely Smt. Anjali Saha of Class XI also got some wounds in her right hand.

B. (i) Name of the premises where fire broke out : Budhjung H. S. School (Boys).

(ii) Date of fire accident : 21.3.71 at 8.15 to 8.30 A M.

(iii) Loss of properties :
1. Tarja roof hut measuring 28' × 10'—Rs. 3,000/-
2. Part of cycle stand & one window of Campus Hall Rs. 500/-
3. Sanitory & other equipments Rs 2,000/-

Rs. 5,500/-

(iv) Cause of fire : Not known.

The hut in question with articles stored inside belonged to the PWD and it was under the in-charge of the S. D. O. (PWD), Central III Sub-Division.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, যে সমস্ত কারণে এই সব ফায়ার এ্যাক্সিডেন্টগুলি হল, তার সঙ্গে জড়িত এমন কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে কিনা, জানাবেন কি ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, প্রথম কেসটা সম্পর্কে বলা হয়েছে যে সেটা একটা লেবরটরী এ্যাকসিডেন্ট। কাজেই এই ব্যাপারে কাউকে গ্রেপ্তার করার কোন কারণ আছে বলে আমি মনে করি না।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই যে আগুন লাগাবার যে একটা ঝোঁক বর্ত্তমানে চলছে, তাতে করে যে সাধারণ মানুষ এবং সরকারের ধন সম্পত্তির নষ্ট হচ্ছে, সেগুলিকে প্রটেক্শান দেওয়ার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে কিনা জানাবেন কি ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :— স্কুল কলেজগুলির প্রটেকশান হচ্ছে এবং সেখানে যে সব শিক্ষক, ছাত্রছাত্রী এবং ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকগণ রয়েছেন, তাদের সহযোগীতায় আমরা এসব বন্ধ করতে পারব বলে আশা করছি। আর বাজার সম্পর্কে আমাদের পিপলস্ কো-অপারেশান অবশ্যই দরকার এবং সেই অনুসারে আমরা সেটা পাব বলে আশা করছি।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :— স্যার, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলছেন স্কুল কলেজগুলি প্রটেকশানের ব্যবস্থা করা হবে যদি সেই সব স্কুল কলেজের টিচার্স, এবং ছাত্রছাত্রীর অভি-ভাবকদের সহযোগীতা পাওয়া যায়। কিন্তু রাত্রির বেলায় তো আর স্কুল কলেজগুলিতে ছেলে মেয়েরা থাকে না, সেখানে হয়তো বড়জোর একজন পাহারাদার থাকে। কাজেই আমাদের সাধারণ কমন সেন্সে বলে সেখানে রাত্রির পাহারা দেওয়ার ব্যবস্থাটাকে বড় করা দরকার। স্যার, আজকে কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় যে এক সঙ্গে ৭টি জায়গাতে আগুন লাগানো হল এবং সেই আগুন নিবানোর জন্য একই সংগে ফায়ার ব্রিগেডের কল আসলো, তাতে কি হবে ? ফায়ার ব্রিগেড কি ঐ ৭টা জায়গাতে এক সংগে আগুন নিবানোর জন্য যেতে পারবে ? তা তারা পারবে না, আমাদের আগরতলাতে বর্ত্তমানে যে ব্যবস্থা আছে, তাতে তারা বড়জোর ২ জায়গাতে যেতে পারবে। ফলে বাকী যে ৫টা জায়গা রইল, সেগুলির সব সম্পত্তি আগুন পুড়ে নষ্ট হয়ে যাবে, এভাবে আজকে আমাদের সাধারণ মানুষের এবং সরকারের অনেক ধন সম্পত্তি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। কাজেই এর পরিপ্রেক্ষিতে ত্রিপুরা সরকার এইসব প্রতিষ্ঠানগুলি এবং বাজারগুলি পাহারা দেওয়ার জন্য বিশেষ কোন ব্যবস্থা বিবেচনা করে দেখবেন কিনা, সেটাই আমরা জানতে চাইছি ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :— স্যার, মাননীয় সদস্য বলছেন যে রাত্রিতেই অধিকাংশ হচ্ছে, একথা ঠিক নয়। রাত্রে ছাড়া দিনের বেলাও হচ্ছে।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :— দিনের বেলায় হয়তো হচ্ছে, কিন্তু রাত্রির বেলায় পাহারা দেওয়ার প্রয়োজনটা অনেক বেশী, এই কথাটাই আমি বলেছি।

শ্রী এস, এল, সিংহ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে মাননীয় সদস্য আমার বলার সময়ে ভীষণভাবে ইন্টারফেয়ার করেন। তারপরে আমি আমার ষ্টেটমেন্টের মধ্যে উল্লেখ করেছিলাম যে স্কুল কলেজগুলিতে নাইটগার্ডের ব্যবস্থা আছে আর বাজারগুলি দেখার জন্য পুলিশ থাকে। অতএব জনসাধারণের সাহায্য ও সহযোগীতা আমরা সব সময়ে পাব, এই আশা আমাদের আছে এবং এরই মধ্য দিয়ে আমরা সেটাকে সংরক্ষিত করতে চেষ্টা করে যাব।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, অন পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে কথাটা বলেছেন, অর্থাৎ আগুন লাগানোর যে একটা প্রবণতা এক শ্রেণীর মানুষের মধ্যে হয়ে উঠেছে, এতে শুধু স্কুল টিচারদের উপর দায়িত্ব দেওয়াটা যথেষ্ট নয়। আমার মতে স্কুল টীচার, ছাত্র এবং ছাত্রদের অভিভাবকদের সহযোগিতায় মিটিং করে যাতে এই প্রবণতা থেকে রক্ষা পাওয়া যায়, সেইরকম একটা উদ্যোগ সরকার থেকে নেওয়া হয়েছে কিনা ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :—প্রত্যেক অভিভাবকদের নিয়ে বাৎসরিক একটা মিলন সবসময়ই হয় সেটা হেড মাষ্টার করে থাকেন। তবে মাননীয় সভ্যরা যদি সেই দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখেন এবং সেইভাবে গার্জিয়ানকে এবং ষ্টুডেন্টসকে নিয়ে এক সাথে মিলতে পারেন, সহযোগিতা করতে পারেন আলাপ আলোচনা করে তাহলে পরে অনেকাংশে সেটা কমবে এবং সেই যে পায়াস উইশ সেটা আরজেন্টলী নীডেড টু স্টপ অল দীজ নুইসেন্স এ্যাকটিভিটীজ। সে জন্য আমি বলছি যে শুধুমাত্র মিলিটারী এবং পুলিশ দিয়ে সেটাকে বন্ধ করা যাবেনা, জনসাধারণের সহযোগিতা চাই।

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :—অন দি পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশন—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকের ঘটনাগুলি খুব স্পেসিফিক, কয়েকটি পর পর ঘটে গেছে, ত্রিপুরায় কতকগুলি স্কুলে আগুন লাগছে, ত্রিপুরার বাজার—আগরতলার বাজার, উদয়পুরের বাজার—এসমস্ত বাজারে আগুন লেগে পুড়ে গেছে। এখানে বলা হয়েছে কো-অপারেশনের কথা। কিন্তু একটা মেম্বার প্রশ্ন করে জানতে পারছেন না যে হোয়াট ইজ দি কজ অব ফায়ার, হোয়েদার ইট ইজ এ্যাকসিডেন্টাল অব নট, এই প্রশ্নের উত্তর পাচ্ছেন না, যদি সেটা গভর্ণমেন্ট ফাইণ্ড আউট করতে পারেন যে এটা এক্সিডেন্টাল তাহলে জনসাধারণের মধ্যে প্রপাগাণ্ডা মেশিনারী দিয়ে, লিটেরারী সিনেমা স্লাইডের মাধ্যমে জনমতকে শিক্ষিত করতে পারেন,—দিস ইজ এ ফার্ম কো-অপারেশান। যদি দেখা যায় মিক্রয়েন্ট দ্বারা এই সমস্ত কাজ হচ্ছে, তাহলে তাকেও দমন করতে হবে এবং কি ধরণের মিক্রয়েন্ট তা দেখতে হবে। যদি কজ অব ফায়ার জানা যায় তাহলে—উই আর ভেরী ইগার টু কো-অপারেট, বাট হাউ এণ্ড ফর হুইচ—যদি আমরা তার কারণ না জানতে পারি তাহলে কি করে আমরা সহযোগিতা করব ? পুলিশের একটা রেসপনসিবিলিটী আছে, ক্রিমিন্যাল ল' আছে, কজ অব দি ফায়ার ডিটেক্ট করার জন্য কিন্তু এই হাউসে বার বার আমরা প্রশ্ন করে আসছি, তার কারণ আমরা জানতে পারি নাই। আজকে পিপলস সম্পত্তি নষ্ট হচ্ছে, সরকারের সম্পত্তি নষ্ট হচ্ছে, গভর্ণমেন্টের যে প্রিলিমিনারী রেসপনসিবিলিটী তার কারণ ফাইণ্ড আউট করা সেটাও বের করতে পারছে না যদি দেখা যায় পাহাড়া যারা দিচ্ছে তাদের সংখ্যা কম, তার জন্যই এইসব ঘটনাগুলি ঘটছে, তাহলে পাহাড়ার সংখ্যা বাড়িয়ে দেওয়া হউক, এই জিনিষগুলি গভীরভাবে আজকে চিন্তা করা উচিত। যদি দেখা যায় তাদের—পাহাড়াদারদের ক্ষমতা বাড়ানো দরকার। শুধুমাত্র পায়াস উইশের কথা বলে দায়িত্বকে বাদ দেওয়া যাবেননা। আজকে যে ঘটনাগুলি ঘটে গেল

Next Business of the House is general discussion on the Budget Estimates for 1971—72. Before the general discussion begins I would very much like the Hon'ble Members to give me their names who will participate in the discussion.

I would call on Shri Abhiram Deb Barma to take part in the discussion of the Budget estimates for 1971—72. Hon'ble Member you are allowed only 15 minutes.

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা:—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গত ১৯শে মার্চ এই হাউসে মাননীয় অর্থমন্ত্রী ১৯৭১—৭২ সনের যে বাজেট বক্তৃতা করেছেন এই বাজেট বক্তৃতা গতানুগতিক এবং হতাশাব্যঞ্জক। ত্রিপুরার যে বর্ত্তমান সমস্যা এই সমস্যার গভীরতা সম্পর্কে তিনি ত্রিপুরা বাসীর কাছে কোন আশার চিত্র তুলে ধরতে পারেননি। এই ক্ষেত্রে তিনি সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছেন তার বাজেট ভাষণের মধ্যে। তিনি এই বাজেট ভাষণে বলেছেন ত্রিপুরার যে খাদ্য, এই খাদ্য সমস্যাকে সমাধান করার জন্য কৃষি ক্ষেত্রে অত্যন্ত জোর দিয়েছেন, এই কথা তিনি বলেছেন এবং ত্রিপুরার খাদ্য সমস্যাকে সমাধান করার জন্য সরকার যে ষ্টকের ব্যবস্থা করেছেন তা বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন যে সরকার ধান প্রতি কুইন্টাল ৫৬·২৫ পয়সা এবং চাউল প্রতি কুইন্টাল ৫৩·২৫ পয়সা দরে ক্রয় করেছেন এবং এইবার উৎসাহজনক খাদ্য পরিস্থিতি দেখছেন। আমরা খাদ্য সমস্যা সম্পর্কে কি দেখব? দেখব গত ১৫ দিনের মধ্যে ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে যে চাউল তার দর বৃদ্ধি হচ্ছে। এই বৃদ্ধিকে প্রতিরোধ করার জন্য মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহাশয় তার বাজেট ভাষণে বলেছেন যে ত্রিপুরা রাজ্যে ৩০০টা রেশন সপ দিয়েছেন। আরও দেওয়ার জন্য তিনি প্রস্তুত আছেন। আমরা বলেছি এই রেশন সপ আগরতলা শহর এবং শহরতলীর মধ্যেই দেওয়া হচ্ছে। এখানে সারা বছরের জন্য রেশন দেওয়া হয়। কিন্তু গ্রামাঞ্চলে যে রেশন সপ আছে সেইগুলিতে কিভাবে রেশন দেওয়া হয়? সেই রেশন সপগুলি জনসাধারণের সারা বছরের অভাব পূরণ করতে পারে কিনা তা বলেন নি। তিনি আরও বলেছেন রেশন সপের মাধ্যমে ত্রিপুরার খাদ্যমূল্য প্রতিরোধ করার জন্য ডাল এবং তেল যথেষ্ট দিচ্ছেন। আমি মাননীয় অর্থমন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করতে চাই যে রেশন সপ আছে তার মাধ্যমে যে ডাল এবং তেল দেওয়া হচ্ছে সেগুলি ত্রিপুরা রাজ্যে শতকরা কতজনের ভাগ্যে জোটে তিনি সেই কথা বলতে পারেন নি। বলার মত সাহস মাননীয় অর্থমন্ত্রীর নাই। আমরা জানি এই ডাল এবং তেল সমানভাবে জনসাধারণকে দেওয়া হয়। কিন্তু পেছনের দরজা দিয়ে চোরাকারবারীর হাতে এইগুলির অনেক অংশ চলে যায়। আর গ্রামের মধ্যে দেখতে পাই ডাল তেলের দর বৃদ্ধির সুযোগ নিয়ে যারা ষ্টকিষ্ট তারা কিভাবে মুনাফা লুঠছেন, সেই সম্পর্কে মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয় কোন কিছু তুলে ধরতে পারেন নি। যদি তুলে ধরেন তাহলে নির্ব্বাচনের সময়ে যারা রুলিং পার্টি'কে টাকা যোগায় তাদের স্বার্থের উপর আঘাত পড়ে। সেজন্য অতি কৌশলে তিনি এটা অ্যাভয়েড করার চেষ্টা করছেন। কাজেই আমরা দেখেছি এই ডাল তেল শুধু আগরতলা শহরেই কিছু কিছু দেওয়া হয়। গ্রামাঞ্চলে দেওয়া হয় বলে তিনি বলতে

পারেন না। আমরা আর কি দেখি? এই যে কৃষির ক্ষেত্রে ত্রিপুরা খাদ্য স্বয়ং সম্পূর্ণ হতে গেলে ত্রিপুরাতে কৃষকদের একমাত্র সমস্যা হচ্ছে জমির সমস্যা। এই জমির সমস্যা কিভাবে মেটানো যায়, ত্রিপুরার ভূমিহীন কৃষককে কিভাবে ভূমি দেওয়া যায় এই সম্পর্কে তার বাজেট বক্তৃতায় কোন কিছু উল্লেখ করেন নি।...

আজকে চা বাগানগুলির মধ্যে যে বাড়তি জমি আছে, সেগুলি সংগ্রহ করে আমাদের যে সব ভূমিহীন কৃষক আছে, তাদের মধ্যে বিলি বন্টন করবার কোন কথাই তাঁর বাজেট বক্তৃতায় উল্লেখ করেন নি। সে কথা তারা বলতে পারেন না, তার কারণ হল আজকে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং মাননীয় অর্থ মন্ত্রী চা বাগানের নাম করে যে জমি রেখেছেন, সেগুলি বিক্রী করে দিয়ে নিজেদের টাকার অঙ্ক বাড়িয়ে নিচ্ছেন এবং সেজন্যই তিনি এটার সম্পর্কে কিছুই বলতে পারেন না। কাজেই এই অবস্থায় ত্রিপুরা রাজ্যের ভূমিহীন কৃষক এবং জুমিয়া কৃষকদের মধ্যে জমি বিলি করার কোন কথা, তার বাজেট বক্তৃতার মধ্যে উল্লেখ করতে পারেন না যদিও এই রকম জমি ত্রিপুরার মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে রয়ে গেছে। কিন্তু তা সত্বেও তিনি এখানে বড়াই করে বলেছেন যে মধ্যবর্তী নির্বাচন যেটা হয়ে গেল তার ভিতর দিয়ে ত্রিপুরার জনসাধারণ সমাজবাদের রায় দিয়েছেন। তাই আমি উনাকে জিজ্ঞাস করতে চাই যেখানে চাবাগানগুলি রয়েছে, তার মধ্যে যে বাড়তি জমিগুলি রয়েছে, সেগুলি তারা বেনামিতে দখল রাখবে, অথচ সেগুলিকে রক্ষা করে ঐ ভূমিহীন কৃষকদের হাতে তুলে দিবেন না, এটাই কি তাদের সমাজবাদ? আর এদিকে দরিদ্র ভূমিহীন কৃষক এবং জুমিয়া কৃষকেরা জমির অভাবে তাদের প্রয়োজনীয় ফসল না করতে পেরে দিনের পর দিন অনাহারে কাটাবে, অথচ তারা এই বাজেট বক্তৃতায় কৃষি বিপ্লবের রঙ্গিন স্বপ্ন তুলে ধরতে চেষ্টা করছেন, ত্রিপুরাবাসীর মধ্যে, এটা অত্যন্ত লজ্জাকর। তাই আমি মনে করি যে এটা ত্রিপুরার জনসাধারণকে একটা ফাঁকি দেওয়ার ব্যবস্থা ছাড়া আর কিছুই নয়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে আর একটা অবস্থা আছে, সেটা হল বেকার সমস্যা। এটা আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের একটা বিরাট সমস্যা, এই বেকার সমস্যার সমাধানের কোন পথ বা ব্যবস্থা তিনি তার বাজেট বক্তৃতার মধ্যে তুলে ধরতে পারেন নি। তিনি শুধু তাদের প্রতি উপদেশ দিয়েছেন এবং নিজের পাণ্ডিত্ব জাহির করার চেষ্টা করতে চেয়েছেন, তিনি এখানে বলেছেন যে শিক্ষিত বেকারদের পূর্ত বিভাগের মাধ্যমে কন্ট্রাক্টরী দেওয়ার চেষ্টা করবেন। কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করতে চাই, ঠিকাদারীর জগতে আজকে তাদের কয়েকজন রাঘববোয়াল সম্রাট ঠিকাদার ছাড়া, আর এমন কয়জন আছে যারা এই ঠিকাদারী ব্যবসায় প্রবেশ করতে পারবেন? নিশ্চয় সেখানে তেমন কেউ নেই। সেখানে যে সব ছোট ছোট ঠিকাদার আছেন, তারা সেখানে কোন উপায়ে প্রবেশ করতে পারবেন না, এই ধারণা আমার আছে। আজকে আমাদের যে সব বেকার যুবক আছে, তাদের ব্যবসা করার কোন উপায় নেই তাদের এমন কোন পুঁজি নেই যে তারা ঐসব রাঘববোয়ালদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ঠিকাদারী করতে পারেন। অথচ তাদের জন্য কোন কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে এই সরকার

সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছেন। এই প্রসঙ্গে আমি এখানে মাত্র একটা রাঘব বোয়ালের কথা উল্লেখ করতে চাই। সেটা হল তেলিয়ামুড়ার সারদা রায়, যার মূলধন ছিল মাত্র ১০ হাজার টাকা, আজকে সে লাখ লাখ টাকার মালিক হয়ে গেছেন। কেন হয়েছেন? কিভাবে হয়েছেন এবং কিভাবেই বা এই টাকার পাহাড় সৃষ্টি করেছেন, সেটা কার না জানা আছে। খার খোয়াই, কমলপুর এবং অমরপুর এই তিনটি সাবডিভিশানে রেশন সপ থেকে আরম্ভ করে সব রকমের ব্যবসা আছে। সেখানে অন্য কারো পক্ষে প্রবেশ করার কোন পথ নেই। আর এই হতভাগ্য বেকারেরা তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তাদের বাঁচার পথ করে নিবে, এটা কোন দিনই সম্ভব হতে পারে না। আজকে আমরা সেখানে তার কি অবস্থা দেখছি? দেখছি যে সে সব অঞ্চলে একচেটিয়া ব্যবসা করে যাচ্ছে এবং অন্য যারা ছোট ছোট দোকানদার বা ব্যবসায়ী আছে, তাদের পক্ষে মূলধনের অভাব হেতু সেখানে তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কিছুই করতে পারছে না।

তারপরে আমাদের যদি শিল্প গড়ে তুলতে হয়, তাহলে প্রথমে আমাদের যেটা বিশেষভাবে প্রয়োজন, সেটা হল যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করা এবং এই যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি সাধন করতে হলে আমাদের আগে রেলপথে রাজ্যের বিভিন্ন অংশের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে হবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই বিষয়ে পরিস্কার করে কোন কিছু বলতে পারেন নি। আজকে যদি ত্রিপুরাতে রেলওয়ের কোন ব্যবস্থা না থাকে তাহলে এখানে কোন প্রকার শিল্পই গড়ে উঠতে পারবে না এবং তাতে করে ত্রিপুরার জনসাধারণের মধ্যে যে বিরাট আকারের বেকার সমস্যা আছে, তারও কোন সমাধান করা সম্ভব হবে না। বা ত্রিপুরাকে শিল্পের দিক দিয়ে উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার আর কোন ব্যবস্থাই থাকবে না। কাজেই এই ব্যাপারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের বাজেট বক্তৃতাতে কোন কিছুর উল্লেখ না থাকাটা অত্যন্ত লজ্জাকর ব্যাপার। আজকে ত্রিপুরাতে আমাদের কৃষকেরা যে সব জিনিষ উৎপাদন করছেন তারা সেগুলির উপযুক্ত দাম পাচ্ছেন না। পাচ্ছেন না এই কারণে যে যোগাযোগের ব্যবস্থা না থাকার দরুণ ত্রিপুরার কোন জিনিষই বাহিরে পাঠানো সম্ভব হচ্ছে না। আজকে আমাদের কৃষকদের অনেক সস্তা দরে তাদের উৎপাদিত জিনিষ পত্র বিক্রী করতে বাধ্য হচ্ছে, আর তা যদি তারা না করতে পারত তাহলে তাদের পরিপোষণ করা সম্ভব হত না। অথচ তাদের প্রয়োজনীয় যেসব জিনিষ কিনতে হচ্ছে, সেজন্য তাদের অনেক বেশী দাম দিতে হচ্ছে। তাইতো আমাদের কৃষকদের আজকে অনাহারে, অর্দ্ধাহারে দিন কাটাতে হচ্ছে, আর এটাই হল আজকে তাদের বাস্তব চিত্র। এর থেকে ধরে নিতে পারেন, আজকে এর চেয়ে বর্ব্বরতা ও অপদার্থতার পরিচয় আর কি হতে পারে।

তারপরে আছে আসাম থেকে বিদ্যুৎ আনার পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনা অনুসারে আমাদের ত্রিপুরাতে যে বিদ্যুৎ আনা হবে, তার জন্য এই পর্যন্ত ৪০ লক্ষ টাকা খরচ হয়ে গেছে। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত সেই বিদ্যুৎ আসার কোন সম্ভাবনাই আমরা দেখতে পারছি না। তারপরে

আছে ডম্বুর পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনাকে কার্য্যে রূপায়িত করে ত্রিপুরা রাজ্যের অনেক উন্নতি করা হবে বলে অনেক কথাই আমরা গত কয়েক বছর ধরে শুনে আসছি এবং সেজন্য অনেক টাকা পয়সাও খরচ করা হয়ে গেছে, কিন্তু সেটার কি হল ? সেটা আজও আতুর ঘরে পড়ে আছে। কাজেই এই ডম্বুর পরিকল্পনার মাধ্যমে ত্রিপুরার জনসাধারণের অতি সত্বর উন্নতির কোন সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। তারপরে যেটা দেখছি, সেটা হল ত্রিপুরার জনস্বাস্থ্য। আজকে এদিকে যদি তাকাই তাহলে আমরা কি দেখব ? আমরা দেখব যে ত্রিপুরার ১৬ লক্ষ মানুষের স্বাস্থ্য সম্পর্কে সরকারের কোন স্পষ্ট নীতি নেই এবং তারা এদিক দিয়ে কোন ব্যবস্থাই এখন পর্য্যন্ত করে উঠতে পারে নি। ত্রিপুরাতে যে সব দুর্গম অঞ্চল রয়েছে, সেখানে ডিসপেন্সারী এবং হাসপাতাল করে জনসাধারণের স্বাস্থ্য রক্ষা করা সম্ভব হয়ে উঠেনি। যেমন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে রাইমা শর্মা যে এলাকাটা আছে, তার মধ্যে অন্ততঃ ১২ থেকে ১৫ হাজার লোক বসবাস করে অথচ সেখানে আজ পর্য্যন্ত ডিসপেন্সারী বা হাসপাতাল গড়ে উঠেনি। সেখানকার জনসাধারণ আজকে তাদের রোগ চিকিৎসার ক্ষেত্র থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। তবে আমরা একটা জিনিষ লক্ষ্য করছি, সেটা হল এই সমস্ত সুযোগ সুবিধা মাত্র কয়েকটা বিশেষ অঞ্চলে সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। তারপরে আমাদের কৃষকদের খাস জমি বন্দোবস্ত দেওয়ার ব্যাপারে কি দেখতে পাচ্ছি ? আজকে দেখতে পাচ্ছি যে ডম্বুর এলাকায় যে সব কৃষক গত ৪০/৫০ বছর ধরে সেখানকার জমিগুলি দখল করে তাদের প্রয়োজনীয় ফসল ফলাত. তাদেরকে সেই সব জমি থেকে উচ্ছেদ করা হচ্ছে, বে-আইনী দখলদার বলে। আজ পর্য্যন্ত তাদেরকে সেই সব জমিগুলির দখল দেওয়ার ব্যাপারে বা তাদের নামে সেগুলি নামজারী করার ব্যাপারে কোন ব্যবস্থাই সরকার গ্রহণ করছেন না। কিছু দিন পরে যখন ডম্বুর প্রকল্পের জন্য বাঁধ দেওয়া হবে, তখন ঐসব কৃষকদের জমিগুলি জলের নীচে চলে যাবে।

যদিও ডিসপেন্সারী রয়েছে, সেই সমস্ত জায়গায় কম্পাউণ্ডার বা ডাক্তারের ব্যবস্থা নাই। তারপর এই যে কৃষকদের খাস জমি বন্দোবস্ত দেওয়ার ব্যাপারে আমরা দেখি যে রাইমা সরমাতে যারা আজকে ৪০/৫০ বৎসর ধরে সেখানে জমি দখল করে আছে, তাদের নামে বন্দোবস্ত দেওয়া বা তাদের নামজারী করার ব্যবস্থা হয় নাই। এই যে তারা আজকে এই সমস্ত জমিতে ৪০/৫০ বৎসর ধরে আবাদ করে ফসল উৎপাদন করে তাদের জীবন যাপন করছে, তারা আজকে পর্য্যন্ত বে-আইনি দখলদার হিসাবেই পরিচিত, ফলে তারা সরকার থেকে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে যে সাহায্য সে কোন রকম সাহায্য সহায়তা তারা পাবেনা। গত ৪০/৫০ বৎসরের মধ্যে তাদের জমিগুলি নামজারী করা হলনা। তাদের নামে রেকর্ড করা হলনা, ফলে তারা আজকে সরকার থেকে কৃষি ঋণ ইত্যাদি যে সরকারী সাহায্য তা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এই যে অবস্থা, এই অবস্থা যদি আজকে মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহাশয় এই হাউসে তুলে ধরতেন তাহলে আমরা বুঝতাম ত্রিপুরার জনসাধারণ, ত্রিপুরার কৃষক ভূমিহীন মানুষের জন্য কিছুটা চেষ্টা করছেন, এদের কিছুটা আশার আলো নিতে চেষ্টা করছেন।

Mr. Speaker :— Now I would request the Hon'ble Member to finish his speech.

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—তারপর মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যোগাযোগ ব্যবস্থার দিকে আমরা কি দেখি, সরকারী কোন ট্রান্সপোর্টের ব্যবস্থা নাই। আজকে এ. এ, রোডের উপর দিয়ে একটা জীপ করে ১৫ থেকে ২০ জন প্যাসেঞ্জার উঠে এবং ট্রাকের ব্যবস্থা ছাড়া আর কোন চলা ফেরার ব্যবস্থা নাই। পুলিশের কি ব্যবস্থা দেখি, তাদের একটা উপরি পাওনার—উপরি রোজগারের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে। তারা খাতা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে রাস্তার উপরে, ওভারলোড হলে পরে তারা কিছু পয়সা পায় এবং এই ওভারলোডের নাম করে পুলিশের একটা উপরি রোজগারের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে, এই যে একটা অবস্থা, তার অবসান হওয়া দরকার। কারণ আজকে ত্রিপুরার মানুষ জেগে উঠেছে, কাজেই তাদের উপর যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে জুলুম, নির্য্যাতন, তাদেরকে বঞ্চিত করার কৌশল, তার উপযুক্ত জবাব তারা দেবে।

মিঃ স্পীকার :— অনারেবল মেম্বার ইউর টাইম ইজ ওভার।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাকে আরও কয়েক মিনিট সময় দিতে হবে।

মিঃ স্পীকার :— দুই মিনিটের মধ্যে আপনি শেষ করুন।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :— আমি চেষ্টা করব।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে শিক্ষাক্ষেত্রে যে সমস্যা, তার দিকে তাকিয়ে দেখতে হবে। গ্রামাঞ্চলে, বিশেষ করে উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় আমরা দেখি যে একটা স্কুলে চার পাঁচজনের বেশী ছাত্র হয় না। কারণ তাদের স্কুলে যাওয়ার মত অবস্থা নাই। গ্রামের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা তাদের স্কুলে যাওয়ার আগে, তাদের কুমির পাতা বা বনের আলু ইত্যাদি সংগ্রহ করতে যেতে হয়। আমি অর্থমন্ত্রীকে চ্যালেঞ্জ দিচ্ছি তিনি আজকে এখানে যে প্রাথমিক শিক্ষার কথা বড়াই করে বলতে চেষ্টা করছেন, তিনি গ্রামে গ্রামে ঘুরে দেখুন গ্রামের অবস্থা কি, গ্রামের ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া শিখতে পারছে কি না, কেন পারছেনা তার কারণ কি, কেন তারা আজকে স্কুলে যাচ্ছে না, তার কারণ অনুসন্ধান করে দেখতে হবে। আজকে তা না করে যদি বলা হয় আমরা শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যাবস্থা নিয়েছি, তাদের যদি ঘরে খাওয়ার ব্যবস্থা না থাকে তাহলে তারা সে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবে না এবং এই শিক্ষা সর্ব্বসম্মত শিক্ষা হিসাবে স্বীকৃতি পাবে না। যদি তাদের খাওয়ার ব্যবস্থা ইত্যাদি করে তাদের স্কুল কলেজের ব্যবস্থা করে দেওয়া যায়, তাহলেই ত্রিপুরার শিক্ষা ক্ষেত্রে অগ্রসর হবে এবং সর্ব্বসম্মত শিক্ষা হিসাবে স্বীকৃতি পাবে। আজকে আমরা আরও কি দেখছি যে কলেজের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছেনা, স্কুলের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে না, শত শত ছাত্র আজকে কলেজে ভর্ত্তি হতে না পেরে, তাদের পড়া সেখানেই বন্ধ করতে বাধ্য হচ্ছে। আজকে ত্রিপুরার ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখার আগ্রহ আছে কিন্তু কেন আজকে গ্রামাঞ্চলগুলিতে

ছাত্র হচ্ছে না, কেন তারা লেখাপড়ার সুযোগ নিতে পারছেন, আজকে মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর যদি সাহস থাকত, তিনি তদন্তের ব্যবস্থা করতেন তাহলে বুঝতাম যে ত্রিপুরার ছেলে-মেয়েদের শিক্ষা দেবার আগ্রহ তাদের আছে। কিন্তু আজকে ত্রিপুরার বাস্তব চিত্র হচ্ছে এই, এই অবস্থার অবসান—অবলুপ্তি ঘটাতে না পারলে ত্রিপুরার কি শিক্ষা ক্ষেত্রে, কি কৃষির ক্ষেত্রে কোন ক্ষেত্রেই অগ্রসর হওয়া যাবে না।

আরেকটা ব সমস্যা হল কর্ম্মচারীদের বিক্ষোভ। কেন তাদের এই বিক্ষোভ, কেন তারা এই আন্দোলন করছে, করছে বাঁচার তাগিদে একদিকে তাদের বাঁচার তাগিদ অপরদিকে সরকারের জুলুম, এই অবস্থার ভিতর দিয়ে কোন কর্ম্মচারী নীরবে বসে থাকতে পারে না। প্রতিকারের জন্য তারা আন্দোলন করবে। আমরা কি দেখি একদিকে জিনিষপত্রের দাম দিনের পর দিন ব -ছে, তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তারা বাঁচতে পারছে না, আজকে মাননীয় অর্থমন্ত্রী এই যে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের দাম যেভাবে দিনের পর দিন বাড়ছে, তাকে প্রতিরোধ করা, একটা অবস্থার মধ্যে ধরে রাখার জন্য তার বক্তৃতার মধ্যে কোন উল্লেখ পর্য্যন্ত করেন নাই এটাই হচ্ছে সবচেয়ে বিস্ময়ের কারণ। একদিকে জিনিষপত্রের দাম বাড়ছে অপরদিকে আমরা দেখছি যে এই যে একটা বেতনের অসামঞ্জস্য—যেখানে কর্মচারীরা পশ্চিম বংগের হারে বেতন পাওয়ার জন্য সুপারিশ করা হয়েছে, সেইক্ষেত্রে তাদের সেটা দেওয়া হচ্ছে না, এই হচ্ছে একটা অসন্তোষ। আরেকটা অসন্তোস হচ্ছে যে বেশীর ভাগ কর্ম্মচারীই স্থায়ী কর্মচারী হিসাবে স্বীকৃতির অভাব। আরেকটা সমস্যা হচ্ছে বদলীর অব্যবস্থা। আজকে মন্ত্রীদের আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু বান্ধব যদি হয়, তাহলে তারা সুবিধামত স্থানগুলিতে বদলি হওয়ার সুযোগ সুবিধা পাবে। আমি একটা ঘটনা জানি। আজকে রাইমা সরমা অঞ্চলে মণছুরাই জুনিয়র বেসিক স্কুলে কয়েকজন শিক্ষক আছে। আজকে ছয় বৎসর যাবৎ তারা সেখানে আছেন, তাদের বদলীর কিছু করা হচ্ছে না। এবং ডিপার্টমেন্টের কাছে বহু আবেদন নিবেদন তাবা করেছেন, তাদেব বদলীর কোন ব্যবস্থা হয় নাই। এই যে অবস্থা, এই অবস্থা যদি চলতে থাকে তাহলে কোন কর্ম্মচারী সেটা স্বীকার করে নিতে পারে না। তার সমাধানের একমাত্র পথ হচ্ছে তাদের বেতনের সুবিন্যাস করা এবং পশ্চিমবংগের হারে নিয়ে যাওয়া। যেসব দুর্নীতি রয়েছে, সেগুলি তদন্ত করে দূর করার ব্যবস্থা করা, এই যদি না হয়, তাদের বিক্ষোভ দমন করা যাবে না, এই বিক্ষোভ বাড়তে থাকবে এবং এই বিক্ষোভ এর আগুনে সরকারকে জ্বলে পুড়ে মরতে হবে। মাননীয় অর্থমন্ত্রী প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে তাদেরকে পশ্চিমবংগের হারে বেতনের পুনর্বিন্যাস করা হবে। ৩১।১।৬১ ই তিনি বলেছেন ১৯৫৯ ইং সালের জুলাই মাস থেকে এই যে বেতনের হার, সেইভাবে পুনর্বিন্যাসের বিবেচনা করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে সুপারিশ করেছেন। ১২।৫।৬৬ তারিখে তারা ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়ের কাছে সুপারিশ করেছেন, কিন্তু আজও সেটা কার্য্যকরী করা হচ্ছে না, আজও সরকার কোন ব্যবস্থা নিচ্ছেননা। যেথানে কেন্দ্রীয় সরকারের সার্কুলার রয়েছে,প্রতিশ্রুতি রয়েছে, সেখানে আজও এই ত্রিপুরা সরকার কর্ম্মচারীদের বেতন বিন্যাস করছেন না। মাননীয়

অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা বিক্ষোভের আরেকটি কারণ দেখছি যে আজকে ওভার টাইমের বেলায় শতকরা ৫০ ভাগ দেওয়ার সুযোগ থেকে কোন কোন কর্মচারীকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। এইভাবে কর্মচারীদের উপর অন্যায়, অবিচার করা হচ্ছে, সেটার প্রতিকারের জন্য যদি ত্রিপুরা সরকার অগ্রসর না হন, তাহলে পরে এই যে কর্মচারীদের বিক্ষোভ সেটা দমন করা যাবে না মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি একথা বলতে চাই, আজকে বেকার সমস্যা, ভূমিহীন কৃষকের সমস্যা, জুমিয়ার সমস্যা, এই সমস্ত সমস্যার মূলে রয়েছে অব্যাহত গতিতে উদ্বাস্তু আগমণ। এই উদ্বাস্তু আগমণের ক্ষেত্রে সরকার কিভাবে, এদের প্রতি অবহেলা, খামখেয়ালী করছে সেটা দেখা দরকার। প্রতিদিন পূর্ব্ব পাকিস্তান থেকে উদ্বাস্তু আগমন হচ্ছে। এটা রেকর্ড করার প্রয়োজন মনে করেন না। এই সমস্যাগুলির কোন খবর নাই।

মিঃ স্পীকার :— ইউর টাইম ইজ ওভার।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :— আমি এক মিনিটের মধ্যে শেষ করছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, উদ্বাস্তু সমস্যার সমাধান যদি না করতে পারেন সরকার, তাহলে ত্রিপুরার উন্নতি হবেনা। এইজন্য কেন্দ্রীয় সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করার দরকার যাতে এই উদ্বাস্তুদের সুষ্ঠু পুনর্বাসন হয়। তা না হলে যদি রুলিং পার্টি মনে করে থাকেন যে আমরা যেভাবে চলছি সেইভাবে চললেই হবে তাহলে এই চলার পথে পড়বে কাঁটা। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীযতীন্দ্রকুমার মজুমদার।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের মাননীয় অর্থ মন্ত্রী এই বিধানসভায় যে বাজেট ভাষন রেখেছেন তাকে আমি অভিনন্দন জানাই। এই বাজেট ভাষনের মধ্যে ত্রিপুরা রাজ্যের ১৯৭১-৭২ সালে কি কি প্রকল্প নেওয়া হচ্ছে, কি কি ডিসপেনসারী করা হচ্ছে, খাদ্যের কথা, বেকার সমস্যা সমাধানের কথা এবং ডম্বুর হাইডেল প্রজেক্ট সম্পর্কে বিভিন্ন বিষয়ের আলোকপাত করা হয়েছে এবং তার মধ্যে দেখতে পাচ্ছি ত্রিপুরার ভবিষ্যৎ। যদি বাজেটের টাকা খরচ করে উন্নয়নমূলক কাজগুলি ঠিক ঠিক ভাবে রূপায়িত হয় তাহলে ত্রিপুরার অনেক সমস্যার সমাধান হবে বলে আমরা ভাবছি এবং চিন্তা করে দেখছি। কাজেই মাননীয় অর্থ মন্ত্রী যে বাজেট ভাষণ রেখেছেন সেটাকে আমি স্বাগত অভিনন্দন জানাই। মাননীয় সদস্য অভিরাম দেববর্মা এই বাজেট ভাষণের নানা দিক আলোচনা করেছেন, তাকে আমি অনুরোধ করব যে তিনি যেন আমার কথাগুলি হৃদয়ঙ্গম করেন এবং শুনে যান। যে লোক এই হাউসে উপস্থিত নাই সেই লোকটা সম্পর্কে এখানে বলা মানে বাজীমাত করার চেষ্টা। তিনি তেলিয়ামুড়ার সারদা রায় সম্পর্কে বলেছেন। বাজেট ভাষণের মধ্যে সারদা রায়ের কি সম্পর্ক আছে? আসল কথা হচ্ছে মাননীয় সদস্যের পার্টি গত ইলেকশনের সময় সারদা রায়ের কাছে ৫০০০ টাকা দাবী করেছিলেন।

কিন্তু তিনি দিতে রাজী হন নি। তারা তাতে খুব অসন্তুষ্ট হন এবং তাকে নানারকম ভয় দেখান। তিনি তাতে বলেন যে তোমাদের ধমকানিতে আমি ভয় পাই না। তারি জন্য তিনি আজকে সারদা রায়ের উপর অসংখ্য কথা বলছেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যার সম্পর্কে বলা হচ্ছে তার কারেক্টার অ্যাসেসিনেশন করা কোন সদস্যের উচিত কিনা সেটা চিন্তা করে দেখবেন। ব্যক্তিগতভাবে কারো চরিত্র সম্পর্কে সমালোচনা করা এখানে উচিত নয় বলেই আমি মনে করি। তারপর কথা হচ্ছে মাননীয় অভিরাম বাবু বলেছেন বাজেট ভাষণে খাদ্যদ্রব্য সম্পর্কে কৃষকদের সুবিধা সুযোগ সম্পর্কে কিছুই উল্লেখ নাই। তাকে আমি বাজেট ভাষণটা ভাল করে পড়ে দেখতে বলছি।

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় সদস্যরা বক্তৃতা দিবেন বাজেট ভাষণের উপর। সেটা তারাও শুনেছেন মাননীয় অর্থমন্ত্রী যখন ভাষণ দিয়েছেন। কাজেই তিনি পড়েন নি যে বলেছেন মাননীয় সদস্য এর কোন ভিত্তি নাই। সুতরাং আমি বলব এটা পার্সোন্যাল এটাক। এই ধরণের অ্যাটাক করার কোন কনভেনশন নাই হাউসের মধ্যে। এখানে ডাইরেক্ট অ্যাটাক করা যুক্তিযুক্ত নয়। ইট ইজ ভেরী ব্যাড।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বলেছি, যদি তিনি না পড়ে থাকেন তাহলে আমার কাছ থেকে নিয়ে পড়তে পারেন।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য বলেছেন যে তিনি যদি ভাল করে না পড়ে থাকেন তাহলে আমার কাছ থেকে নিয়ে পড়তে পারেন। এটা অ্যাসপারসান নয়।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার—থ্যাংক ইউ স্যার। মাননীয় সদস্য রেশন শপ সম্পর্কে বলেছেন। বাস্তবিক ত্রিপুরার মানুষ অধিকাংশই ভূমিহীন জুমিয়া। এরা গরীব মানুষ, এরা কারা? যাদের কোন আয় নাই। কাজেই তাদের রেশন শপের দরকার। যাদের জমি নাই, তাদের জন্য রেশন শপের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং তার পরিমাণ বাড়ানো এবং সময়ে চাল দেওয়া দরকার। এটা আমি স্বীকার করি। কিন্তু সেই কথা বলতে গিয়ে যদি বলা হয় শুধু শহর আর শহরতলীতে রেশন দেওয়ার ব্যবস্থা আছে সারা বছর, আর অন্য কোথাও সেই ব্যবস্থা নাই তাহলে সেটা আমি সমর্থন করতে পারি না। মাননীয় সদস্য অভিরামবাবুকে আমি জিজ্ঞাসা করি তার বাড়ীর কাছে কয়টা রেশন শপ আছে? সেখানে আমরা দেখছি সারা বছর রেশন দেওয়া হয় এবং আমি আশা করি মাননীয় সদস্য নিশ্চয়ই এটা অস্বীকার করবেন না।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি এমন কোন কথা বলি নাই যে শুধু শহরেই রেশন শপ দেওয়া হচ্ছে, গ্রামাঞ্চলে দেওয়া হচ্ছে না। আমি শুধু বলেছি যে শহরাঞ্চলে সারা বছর দেওয়া হয় আর গ্রামাঞ্চলে সারা বছর দেওয়া হচ্ছে না।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, গ্রামাঞ্চলেও সারা বছর দেওয়া হয় এটা আমার জানা আছে। তার বাড়ীর কাছে যে রেশন শপটা আছে চম্পকনগরে সেখানে দেওয়া হচ্ছে কিনা। আমি জানি সেখানে দেওয়া হচ্ছে (নয়েজ)। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তার পর কথা হচ্ছে তিনি বলেছেন, তার কথার প্রতি উত্তর আমি বেশী দিতে চাই না। বেশী কথা বলে আমার মূল বাজেট সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে সময় হারাতে চাই না। আর একটা কথা তাকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। তিনি মনে করেছেন যে আমি জানি না। তিনি বলেছেন ডুম্বুরনগরে আর রাইমাতে ডিসপেনসারী নাই। ডুম্বুরনগরে ডিসপেনসারী তাকে গিয়ে দেখে আসতে বলছি। সেখানে ডিসপেনসারীর কণ্ট্রাকশনের কাজ প্রায় শেষ হয়ে গেছে একটু বাকা আছে। রাইমাতে ডিসপেনসারী আছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তাকে মনে করতে বলি যে মাননীয় অঘোর দেববর্ম্মা মহোদয় প্রশ্ন করেছিলেন কয়েকদিন আগে যে রাইমাতে যে ডিসপেনসারী আছে সেখানে ডাক্তার আছে কিনা ? ডিসপেনসারী না থাকলে ডাক্তারের প্রশ্ন কি করে আসে ? কাজেই ডিসপেনসারী আছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই শিল্পের মধ্যে আছে, তাঁত শিল্প, এর কথাও আমাদের চিন্তা করতে হবে। এই প্রসঙ্গে আমি এখানে একটা কথা বলছি, সেটা হল, এই আগরতলা শহরে ত্রিপুরা সরকারের যে একটা সেলস্ এ্যাম্পোরিয়াম আছে, সেটা দুইবার, পর পর পুড়ে গিয়েছে বা লুঠতরাজ করে সেটার মধ্যে যেসব মালপত্র ছিল, সেগুলি নিয়ে গেছে। আমার কথা হল এই সেলস্ এম্পোরিয়ামে যে সব মালপত্র ছিল, সেগুলি কাদের ? সেগুলি হল আমাদের ত্রিপুরার গরীব যে সব তাঁত শিল্পী আছে, তাদের। তাদের সম্পত্তি তো ত্রিপুরার জনসাধারণেরই সম্পত্তি। কিন্তু সেগুলির মধ্যেও দুইবার আগুন লাগানো হয়েছিল। এই ব্যাপারে আমি একটা প্রশ্ন হাউসের সামনেই রেখেছিলাম, সেটা হল এই গরীব তাঁত শিল্পীদের যে আর্থিক নষ্ট হল সেজন্য কারা দায়ী এবং তাদের যে আর্থিক ক্ষতি হয়েছে, সেটা সরকার পূরণ করে দেবেন কিনা ? আর সরকার যদি ক্যাস না দিতে পারেন, তাহলে তো তাদেরকে কাইণ্ডস দিয়ে দিতে পারেন, কিন্তু দুঃখের বিষয়, সেটা আজ পর্য্যন্ত করা হল না। বাহিরে থেকে যেটা আসবে, সেটা আসুক, আমরা তো সেটাকে ওয়েলকাম করব। কিন্তু আমাদের আপাততঃ যেটা আছে, সেটা যাতে নষ্ট না হয় সেদিকে তো আমাদের নজর দেওয়া উচিত। কাজেই আমি এই বিষয়েও মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তার পরে আছে, এডুকেশান। এই খাতে এবারও যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে, সেজন্য আমি আমাদের মাননীয় অর্থ মন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাই। আলাদা ভাবে টাকা ধরা আছে, কিন্তু তার পরিমাণ যেটা দেখছি সেটা হল মাত্র ৪ হাজার টাকা। কাজেই দেখা যাচ্ছে, সেখানে তেমন কোন বরাদ্দ ধরা হয়নি। সেজন্য আমি বলছি এই যে মাত্র ২৫ হাজার টাকা ধরা হল ওয়েষ্ট ত্রিপুরার জন্য, এটা অত্যন্ত কম হয়েছে বলে আমার মনে হচ্ছে, আর সেজন্য আমি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, যাতে এদিক দিয়ে তিনি একটু দৃষ্টি রাখেন।

আর একটা কথা মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেটাও অত্যন্ত আনন্দের বিষয়। আমাদের যে আসাম-আগরতলা রোডটা আছে, এটা ভারত সরকার আমাদের দাবী অনুসারে জাতীয় সড়ক হিসাবে গ্রহণ করেছেন। আর এই রাস্তাটির জন্য আগে আমাদের যে ২॥ কোটি টাকা, এটা ঠিক আমার মনে নেই, খরচ হত, এখন সেটা আমাদের খরচ করতে হবে না। কাজেই আমাদের এই যে টাকাটা বাঁচলো তা দিয়ে আমাদের ষ্টেট বাজেটে যেসব রাস্তাঘাট করা দরকার সেগুলি আমরা করতে পারব। তবে এই টাকাগুলি ঠিক ঠিক ভাবে খরচ হবে কিনা বা হতে পারে কিনা, যার জন্য আমি একটু আগে উল্লেখ করেছিলাম মাত্র ২৫ হাজার টাকা। যেখানে আমাদের আসাম-আগরতলা রোডের মধ্যে যে একটা বিরাট টাকা খরচ হত, সেটা এখন খরচ না হওয়া সত্ত্বেও এত কম টাকা কেন ধরা হয়েছে, সেটা আমি বুঝতে পারছি না। আমি আশা করব, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, যখন উত্তর দিতে উঠবেন, তখন দয়া করে আমার এই বিষয়টা সম্বন্ধে কিছু আলোকপাত করবেন, যাতে করে আমার মনে যে সন্দেহ হয়েছে, সেটা দূরীভূত হয়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তারপরের কথা হচ্ছে, ইণ্ডাষ্ট্রি। এই শিল্পের ক্ষেত্রে যদি আমরা উন্নতি লাভ না করতে পারি, তাহলে আমাদের যে বিরাট ম্যান-পাওয়ার আছে, আমরা সেটাকে কোন মতেই কাজে লাগাতে পারব না। তবে উনারা যে বলছেন, কিছুই হচ্ছে না, এটা আমি মেনে নিতে পারি না। কিন্তু এটা যাতে আরও তাড়াতাড়ি হয়, আরও সুন্দরভাবে হয়, সেজন্য আমাদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার। আমাদের ত্রিপুরাতে যে বড় বড় শিল্প বলতে কিছুই নেই, তবে আমাদের যদি শিল্প গড়ে তুলতে হয়, তাহলে আমাদের এগ্রো বায়োস শিল্প গড়ে তুলতে হবে এবং এজন্যই আমাদের মাননীয় উপরাজ্যপাল মহোদয়, তাঁর ভাষণের মধ্যে কিছু শিল্পের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন যে ত্রিপুরাতে গ্লাস ফ্যাক্টরী, স্পান মিল, জুট মিল এ্যাণ্ড পেপার মিল ইত্যাদি হওয়ার সম্ভাবনা আছে, কাজেই আজকে এটা আমাদের কাছে একটা আনন্দের বিষয়, সুখের বিষয়। কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের যেসব ছোট এবং মাঝারী ধরণের শিল্প আছে. যেমন ধরুণ হস্ত শিল্প। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি মূল বাজেট সম্পর্কে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতে গিয়ে এখানে কয়েকটি কথা বলতে চাই। সেটা হল আজকে এই বাজেটে যে টাকার অংক রাখা হয়েছে, তাতে দেখছি যে এটা গতবারের চাইতে কিছু বেশী রাখা হয়েছে, সেজন্য আমরা অত্যন্ত আনন্দিত এবং সুখীও বটে। কিন্তু কথা হচ্ছে আমাদের বিভিন্ন খাতে যে টাকাটা ধরা হয়েছে, তার মধ্যে এক জায়গাতে আমি দেখতে পাচ্ছি, ডিমাণ্ড নাম্বার টুয়েন্টি টুতে কমিউনিটি ডেভেলাপমেন্ট এ্যাক্সটেনসান সার্ভিস এ্যাণ্ড লোকেল ডেভেলাপমেন্ট ওয়ার্কস, যে যখন আমাদের ত্রিপুরাতে তিনটা জিলা ছিল না, একটা মাত্র জিলা ছিল, তখন আমাদের কমিউনিকেশানের খাতে ছিল ৭৮ হাজার টাকা. এটা আমরা ১৯৭০-৭১ সালের বাজেটে দেখছি। আর এবার যখন ৩টি ডিষ্ট্রিক্ট হল, তখন এই এ্যামাউন্টাকে আলাদা আলাদা ভাবে ধরা হয়েছে। সেখানে একটা জায়গাতে যেমন আছে পোষ্ট ষ্টেজ টু ব্লক, যেগুলি ইন্টেন্সিভ ব্লক সেগুলির কামউনিকেশান, ইরিগেশান, রিক্লেমেশান, হেলথ এ্যাণ্ড সেনিটারী প্রভৃতি খাতে যে পরিমাণ টাকা রাখা হয়েছে, সেটা একটার থেকে অন্যটার অনেক ডিফারেন্স রয়েছে। যেমন

দেখা যাচ্ছে ওয়েষ্ট ত্রিপুরার জন্য ২৫ হাজার টাকা, সাউথ ত্রিপুরার জন্য ৩২ হাজার ৫ শত টাকা আর নর্থ ত্রিপুরার জন্য ৬০ হাজার টাকা ধরা হয়েছে। আমি এখন যেটা বল্লাম, এটা হল টাকার বরাদ্দের পরিমাণ বিভিন্ন জেলাওয়ারী। কিন্তু কি ভাবে এটা ধরা হল, আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না। ওয়েষ্টের জন্য রাখা হল মাত্র ২৫ হাজার টাকা আর নর্থের জন্য রাখা হল ৬০ হাজার টাকা, এতটা পার্থক্যের কারণ যে কি? সে যাহউক আমার মনে যেটা লাগছে, সেটা হল হয়তো এর কোথাও একটা ভুল রয়ে গেছে। কাজেই এর জন্য কারা দায়ী এবং ওয়েষ্ট ত্রিপুরাতে প্লেনের টাকা হচ্ছে মাত্র ২৫ হাজার টাকা আর সাউথের জন্য আছে ৩২ হাজার ৫ শত টাকা। কিন্তু ওয়েষ্ট ত্রিপুরার জন্য কমিউনিকেশানের খাতে এই যে টাকাটা ধরা হল, তা দিয়ে কত মাইল রাস্তা করা হবে? এই যে প্রপোজ্যালটা এটা কি ব্লক থেকে আসল, না ডিষ্ট্রীক লেভেল থেকে আসল, না কি তারা এদিকে লক্ষ্য রাখেন নি, না এর জন্য কোন প্রপার এষ্টিমেট হয়নি, না মাঠে, ঘাটে, গ্রামে গঞ্জে ঘুরে ঘুরে তারা কি এমন জায়গা দেখেননি যে সেখানে রাস্তা করতে হবে না, আমার যা মনে হয়, তারা এটার জন্য প্রপার এষ্টিমেট করতে পারেন নি। আর সেজন্যই টাকার অংকে এই ধরণের ডিফারেন্স দেখা যাচ্ছে। এখানে পোষ্ট ষ্টেজ টু ব্লক ছাড়া অন্যান্য ব্লক যেমন টি, ডি, ব্লক, ইন্টেনসিভ ব্লক এবং পোষ্ট ষ্টেজ ওয়ান ব্লক ইত্যাদি রয়ে গেছে, এবং সেই সমস্ত ব্লকের মধ্যেও আলাদা প্রাইমারী স্কুল সম্পর্কে আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে কয়েকটি গঠনমূলক সাজেশন রাখছি। প্রাইমারী স্কুল বেসিকস্কুল বা সিনিয়র বেসিকস্কুল, এগুলির কন্ট্রাকশান যে হচ্ছে, সেগুলি কিভাবে হচ্ছে সেগুলি হচ্ছে টেণ্ডার কল করা হয়—ইনস্পেক্টার অব স্কুল টেণ্ডার কল করে লোয়েষ্ট টেণ্ডার বেসীসে সেটা দেওয়া হয়। কিন্তু সেখানে কত পারসেন্ট লোয়েষ্ট হলে পরে সেটা দেওয়া যায়—যেমন টোটেল এষ্টিমেট থেকে ৪০ পারসেন্ট লেস ঐ রকম কিছু বলা থাকলে ভাল হয়। কারণ অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে তারা হয়তো লোয়েষ্ট টেণ্ডার দিয়ে ৫০ টাকা বা ৬০ টাকা সিকিউরিটি দিয়ে কাজটা হাতে নিলেন, কিন্তু কাজটা সে করতে পারল না, তার সেই সিকিউরিটি মানী ফরফিটেড হয়ে যায়, এর পর অবস্থা কি দাঁড়ায় আবার টেণ্ডার কল করতে হয়, তা না হলে এই বছরের জন্য কাজটা বাতিল হয়ে যায়, এই যে অসুবিধা এই অসুবিধাটা দূরীভূত করার জন্য কি প্রচেষ্টা নেওয়া যায়, সেইদিকে আমি মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। কাজেই মাঝামাঝি ধরণের আইন রেখে কন্ট্রাকশান 'এর কাজটা যাতে সত্যিকারের হয় এবং স্কুল যাতে হয়, সকলে যাতে বেনিফিটেড হতে পারে, যদি ছোট ছোট রিপেয়ারিং'এর কাজগুলি গ্রামের—লোক্যাল ম্যান দিয়ে যারা এইসব কাজ করতে পারে, তাদের দিয়েও করানো যায়, শিক্ষা বিভাগ থেকে যাতে এই প্রচেষ্টা নেওয়া হয় তার জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমরা আগেও বলেছিলাম যে এডুকেশান ডিপার্টমেন্টের নিজস্ব ওভারশিয়ার না থাকায়, নিজস্ব ইঞ্জিনীয়ার না থাকায় সেই কাজগুলি দেরী হয়, তার জন্য আমি এই অনুরোধ রাখছি যে কাজগুলি যাতে তাড়াতাড়ি করা যায় এবং দেখাশোনা করা হয়, তার জন্য চেষ্টা করার জন্য মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর দৃষ্টি আমি এদিকে আকর্ষণ করছি।

আর হেলথ সম্পর্কে আমি বলছি, ডিসপেন্সারী কয়টি হবে, তার সংখ্যা কয়টি বৃদ্ধি করা হবে কোন হাসপাতালে কত সংখ্যক শয্যা বৃদ্ধি করা হবে বাজেট ভাষণে তার উল্লেখ রয়েছে।

কিন্তু কোথাও কিছু হচ্ছে না, একথা ঠিক নয়, হচ্ছে ঠিকই কিন্তু কিভাবে দেওয়া হচ্ছে আমি সেই সম্পর্কে কয়েকটি কথা উল্লেখ করছি। গ্রামে গ্রামে ডিসপেনসারী সম্বন্ধে আমি বলব যে প্রতিটি গ্রামে একসংগে ডিসপেনসারী দেওয়া সুবিধা হচ্ছে না, কিন্তু যে পাঁচটা বা ১৫টি ডিসপেনসারী হবে, সেগুলি যাতে ঠিক ঠিকভাবে প্রায়রিটি বেসীসে দেওয়া হয়, তারজন্য মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মাধ্যমে আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমাদের জিরানিয়ায় একটা প্রাইমারী হেলথ সেণ্টার আছে, আর পুরান আগরতলায় একটি ডিসপেন-সারী এছাড়া জিরানিয়া ব্লকে আর কোন ডিসপেনসারী নাই। জিরানিয়া ব্লকে প্রায় ৮৫ হাজার লোকের বাস। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি প্রাক্তন স্বাস্থ্য মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই, আমি তার কাছে বলেছিলাম আমার এখানে একটা ডিসপেনসারী দিন, কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা, কিছুই হল না। পূর্ব্বে একটা মবাইল ডিসপেনসারী থেকে রাণীরবাজার প্রভৃতি মধ্যবর্ত্তী এলাকায় যারা চিকিৎসার সুযোগ সুবিধা পাচ্ছেনা টাকা পয়সা দিয়ে ঔষধ কিনে খেতে পারেনা, তাদের ঔষধপত্র দেওয়া হত, কিন্তু সেটাও বন্ধ হয়ে যায় যার ফলে তারা যে সুযোগ সুবিধাটা পেত, সেটা থেকে তারা বঞ্চিত হচ্ছে। আমি কতবার যে লিখেছি—প্রাক্তন মন্ত্রীর কাছে লিখেছি, কিন্তু তিনি শুনলেন না। কাজেই আমাদের সেটা দেখতে হবে এবং প্রায়রিটি বেসীসে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে সেটা দিতে হবে। কারও দ্বারা বায়াসড হয়ে, লাল টুপি মাথায় দিয়ে হৈ চৈ করলাম আমাদের দাবী মানতে হবে, আর সেখানে একটা ডিসপেনসারী দেওয়া হবে, তার আমি ঘোর বিরোধী কিন্তু যেখানে দরকার সেখানে প্রায়রিটি বেসিসে দিতে হবে। আমার সময় শেষ হয়ে এসেছে। তাই আমি এই যে মাননীয় অর্থমন্ত্রী হাউসের সামনে বাজেট ভাষণ রেখেছেন, তাকে স্বাগত জানিয়ে, সেই সমস্ত কাজ যাতে ত্বরান্বিতভাবে রূপায়িত হয়, সুন্দর এবং সুষ্ঠুভাবে—ত্রিপুরার জনসাধারণের স্বার্থে আসে তার প্রতি লক্ষ্য রাখার জন্য মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

Mr. Speaker : —The House stands adjourned till 2 P. M.

মিঃ স্পীকার—শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র দাস :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে বাজেট পেশ করেছেন সেই বাজেট আমরা সর্ব্বান্তকরণে সমর্থন করছি। ত্রিপুরার সার্বিক উন্নয়নের জন্য সবদিক থেকে বিচার বিবেচনা করে এই বাজেট তৈরী করা হয়েছে, সেজন্য আমি এই বাজেটকে অভিনন্দন জানাই এবং সমর্থন করছি। তবে এই সাধারণ আলোচনায় অংশ গ্রহণ করে শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা, আমাদের বিরোধী পক্ষের সদস্য যে বক্তব্য রেখেছেন তার উপর আমি বক্তব্য রাখছি। উনি বলেছেন চাউলের দর বেড়ে চলেছে। সেই খবর আমরাও জানি। কিন্তু মফঃস্বল শহরগুলিতে চাউলের দর যথেষ্ট কমই আছে বলা যায়। যতটুকু বেড়েছে আমি বলব

যে সেটা খুব সাংঘাতিক নয়। কারণ কৃষকেরা যে ৫ টাকা রোজে শ্রমিক দিয়ে কাজ করাচ্ছে সেই হিসাবে চাউলের দর বেশী হয়েছে তা বলা যায় না। আমি বলব চাউলের দর আরও বাড়া উচিত। কারণ তাদের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র যে দাম দিয়ে কিনতে হয় তার তুলনায় চাউলের দর কমই বলা চলে। কারণ আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে কৃষকই লোকসংখ্যার শতকরা ৮০ ভাগ। চাউলের দর যদি বাড়ে তবে তাদের অর্থ নৈতিক দিক দিয়ে ভালই হবে। আগরতলা শহরে চাউলের দর বেড়েছে সেটা আমি জানি। কিন্তু সেটা বাড়তে বাড়তে এমন হয় নাই যে সেই বাড়ার জন্য সাংঘাতিক আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। তবে তারা বিরোধী পক্ষের লোক কিছু বলতে হবে তাই তারা বলছেন।

আবার তিনি খুব গালভরা কথা বলেছেন উদ্বাস্তুদের জন্য। মাননীয় সদস্য এখানে নাই। সেজন্য আমি বলতে চাইছিলাম না। কিন্তু আমার কথা হল পঞ্চম তপশীল কাদের দাবী? এটা কাদের তরফ থেকে উঠেছে। পঞ্চম তপশীল দাবীটা কি? এই যাদের দাবী তারা বলছেন উদ্বাস্তুদের কথা। মাননীয় সদস্য একদিকে বলবেন উদ্বাস্তুদের কথা আর একদিকে বলবেন পঞ্চম তপশীলের কথা। লেফটেন্যান্ট গভর্ণরের ভাষণের উপর বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন যে গভর্ণরের ভাষণের মধ্যে ট্রাইবেল রিজার্ভের কথা নাই। তাহলে সেই পাল্টা কথা আসে যে ট্রাইবেল রিজার্ভের কথা যদি বলা হয় তাহলে উদ্বাস্তুদের কথা বাদ দিতে হয়। উদ্বাস্তুদের জন্য আমি জানি যে বাজেটে প্রভিশন আছে এবং উদ্বাস্তু আগমনের ফলে ত্রিপুরায় বাস্তবিকই সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। কাজেই সরকার, যারা উদ্বাস্তু আসেন তাদের জন্য সমস্ত সুবিধা করে দিয়েছেন। কাজেই উদ্বাস্তুদের জন্য কোন কিছু নাই সেটা বলা ঠিক নয়। তারা উদ্বাস্তুদের কথাও বলেন এবং পঞ্চম তপশীলের কথাও বলেন। সেখানে তাদের প্রশাসনিক দায়িত্ব দেওয়ার কথা। তারা এক মুখে দুই কথা বলছেন এবং এক কালে উদ্বাস্তু যাতে না আসতে পারে সেজন্য তারা কমিউনিস্ট পার্টির লোকেরা বিরোধিতা করেছিলেন এবং রাইমা শর্মার উদ্বাস্তু পুনর্বাসন বিলম্বিত করেছিল তাদেরই দল। তারাই এখন কুম্ভীরাশ্রু ফেলছেন। আবার বলছেন সারদা রায়ের কাছে চাঁদা আদায়ের কথা। সেটা কমিউনিষ্ট পার্টির লোকেরা যে না করে তা নয়। একদিন চাঁদা আদায়ের নামে পাহাড়ে পাহাড়ে কমিউনিস্ট পার্টির লোকেরা লোকজনকে চোখ বেঁধে রাখত। মহকুমা ভিত্তি তারা চাঁদা আদায় করত। ধর্ম্মনগর থেকে হয়ত ১০ লক্ষ টাকা দিতে হত, কমলপুর থেকেও এইরকম দিতে হত। কিন্তু এখন লোক বুঝতে পেরেছে কমিউনিস্ট পার্টির দৌরাত্ম পাহাড়ে কন্দরে আর বেশী নেই। তারা এখন চোখ বেঁধে লোককে নিয়ে যাচ্ছে এবং মুক্তি পণ চাচ্ছে। কিন্তু এখন তাদের আর লুকাবার স্থান নাই। এখন দৌরাত্ম অনেকটা কমেছে। এটা ঠিক। জ্যোতি বসু যখন ক্ষমতায় ছিল তখন দেখা গিয়েছিল যে তিনিও বিড়লার পেছন পেছন ঘুরছেন। অন্যেরা যখন এই কথাটা বলত তখন তিনি বলতেন এই নিয়ে বেশী বাড়াবাড়ি করবে না। করলে সমুচিত শিক্ষা দেব। কাজেই তারা যে করেন না এমন নয়।

আর শিক্ষা সম্বন্ধে সমালোচনা করতে গিয়ে স্পেসিফিক কিছু নজীর দিতে পারে নাই। ত্রিপুরার শিক্ষা সম্বন্ধে উনি যা বলছেন তা ঠিক নয়। আমাদের পার্শ্ববর্তী রাজ্য আসাম আছে। সেখানে পাহাড়ে, পর্বতে গ্রামে সেই শিক্ষা ব্যবস্থা চালু নাই। তবে আজকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যে বহ্নুৎসব করছে তারা কারা এই বিষয়ে তিনি আলোকপাত করেন নাই, বলতে সাহস করেন নাই। এর মধ্যে কাদের ইংগিত আছে? যারা সরকার পরিচালনা করে তারা দোষত্রুটি মুক্ত তা আমরা বলি না। কিন্তু আজকে যে বহ্নুৎসব করছে, স্কুল পোড়াচ্ছে, সেই সম্বন্ধে তিনি আলোকপাত করেন নাই। কাজেই এর মধ্যে একটা কিছু আছে। এই সম্বন্ধে মাননীয় অভিরাম বাবু একটা মন্তব্যও রাখেন নি। তার বক্তব্য কর্মচারীরা বিক্ষোব্ধ এবং আগে তারা কর্মচারীদের গালাগালি করতেন। কংগ্রেসীদের যেমন গালিগালাজ করতেন তেমনি কর্মচারীদেরও গালিগালাজ করতেন। এবার একটা শুভ লক্ষণ এবার তারা কর্মচারীদের গালিগালাজ করেন নাই। এদ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে ... ... সরকারের কাজকর্ম ভালভাবেই চলছে। কর্মচারীরা পে-স্কেলের জন্য আন্দোলন করেছেন তা সত্য। সরকার কর্মচারীদের দাবী-দাওয়া জানানোর অধিকারকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। এই স্বীকৃতি দিয়েছেন বলেই তারা আন্দোলন করতে পারছে। কর্মচারীদের দিক থেকে কোন দোষ-ত্রুটি পান নাই এমন কথা উনারা বলেন নাই। কর্মচারীদের কাছ থেকে ভাল কাজই পাচ্ছেন মনে হয়। কাজেই ওনাদের বক্তৃতা থেকে প্রমাণিত হয় আমরা ভাল কর্মচারী নিয়োগ করতে পেরেছি।

বলা হয়েছে যে ডম্বুর হাইড্রেল প্রজেক্টে এখনও আতঙ্ক রয়েছে। দুস্কৃতকারীরা যখন আক্রমণ করেছিল তখন এসেব সৃষ্টি হয়েছিল কিন্তু এখন আর আতঙ্কের কারণ নাই। এখন কাজকর্ম স্বাভাবিক হয়েছে। কর্মচারীরাও স্বাভাবিকভাবে কাজ করে যাচ্ছে। আশা করা যাচ্ছে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করা যাবে। কাজেই এই বাজেট বক্তৃতা করতে গিয়ে বিরোধী সদস্যরা যা বলেছেন তা যুক্তিতে টিকে না। উনারা উনাদের চিরাচরিত নিয়মানুযায়ী বক্তৃতা করেছেন। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker :—Sri Rajkumar Kamaljit Singh.

Shri Rajkumar Kamaljit Singh :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে আমাদের এই হাউসে ১৯৭১-৭২ সনের বাজেট আলোচনা হচ্ছে। এই বাজেটকে আমি সমর্থন জানাচ্ছি। যে বাজেট ত্রিপুরা রাজ্যের ১৮ লক্ষ লোকের সার্বিক উন্নতির দিকে লক্ষ্য রেখে তৈরী করা হয়েছে। কি অবস্থায় আমরা আছি। আমাদের আয় কত তার পরিপ্রেক্ষিতে এই বাজেট রচনা করা হয়েছে। ভারতের মধ্যে ত্রিপুরার ভৌগলিক পরিবেশ ভিন্নরকম যেমন আমাদের originally লোক সংখ্যা ছিল ৫ লক্ষ এখন হয়েছে ১৮ লক্ষ এবং লোকসংখ্যার ভিত্তিতেই আমাদের পরিকল্পনা এবং বাজেট রচিত হয়। কিন্তু ত্রিপুরায় এমন একটা অবস্থা যে আজ যেখানে ১৫ লক্ষ লোকসংখ্যা কালই আমরা দেখব সেখানে সাড়ে পনের লক্ষ। এই যে ৫০ হাজার লোকসংখ্যা বৃদ্ধি হল সেটা আমাদের পরিকল্পনার বাহিরে। পাকিস্তানের সঙ্গে আমাদের

ত্রিপুরার ভৌগলিক যে অবস্থান তারজন্য আমাদের প্রকৃত লোকসংখ্যা নির্দ্ধারণ করা সম্ভব নয়। সেইদিকে লক্ষ্য রেখে আমাদের বাজেট তৈরী করতে হয়।

এই সমস্তের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের মাননীয় লেঃ গভর্ণর এর অর্থমন্ত্রী ত্রিপুরার যে চিত্র তুলে ধরেছেন সেজন্যই আমি এই বাজেটকে সর্বান্তকরণে সমর্থন জানাচ্ছি। একটা বিষয়ে আমি হাউসের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই—মাননীয় বিরোধী সদস্যরা গতানুগতিক একই কথা বলে থাকেন। কিন্তু ভূতের মুখে রাম নামের মত আজকে বাজেট আলোচনায় ওনাদের মুখে শুনলাম রিফিউজিদের Re-settlement সম্বন্ধে আজকে মাঠে ময়দানে তাদের বক্তৃতায় আমরা একথা শুনতে পাই যে Tribal ভূমিহীনদের re-settlement দিতে হবে। অথচ এখানে আবার উনারা রিফিউজী দরদী হয়ে বক্তৃতা দিচ্ছেন। কাজেই আজকে হাউসে বক্তৃতা করতে গিয়ে উনারা যাহা বললেন, গতানুগতিকভাবে বিরোধিতা করতে হবে তাই উনারা করছেন। ত্রিপুরার বর্তমান অবস্থায় আর্থিক সঙ্গতির দিকে লক্ষ্য রেখে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি হবে কিভাবে উন্নতির দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন। সেটা উনাদের বক্তব্যে আমি দেখতে পাচ্ছি না। বাজেট সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে একটি বিষয়ে আমি মাননীয় অর্থমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। সেটা হচ্ছে এই গত বৎসর দেখা যায় আমাদের বাজেটে ত্রিপুরার source of imcome ছিল দেড় কোটি টাকা, আর এবার তাতে দেখতে পাচ্ছি এক কোটি আশি লক্ষ টাকা। অর্থাৎ আমাদের source of income দেখা যায় দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

Education সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে আমি বলব ত্রিপুরায় শিক্ষার দিক দিয়ে দিন দিনই অগ্রসর হচ্ছে। আমাদের সরকার এ বিষয়ে যথেষ্ট সচেষ্ট। আগে যেখানে স্কুলই ছিল না সেখানে আজকে হাইস্কুল প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছি। তবে একটা কথা হল un-employment problemটা দিন দিনই বৃদ্ধি পাচ্ছে। কাজেই বর্তমান এই problem এর পরিপ্রেক্ষিতে education systemকে কি করা যায় তা আমাদের ভাবা দরকার। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলছি যেমন গ্রামের ছেলেদের শুধু পুথিগত বিদ্যা না শিখিয়ে Agriculture basis স্কুল স্থাপন করে কৃষির পদ্ধতিও শিক্ষা করানো প্রয়োজন। সেইদিকে বিবেচনা করার জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তবে আমরা দেখতে পাচ্ছি ত্রিপুরার কোন কোন Higher secondary স্কুলে Agriculture Scheme টাকে include করে agriculture subject নিয়ে যাতে ছেলেরা পাশ করতে পারে তার ব্যবস্থা নিয়েছেন। আমরা দেখতে পাচ্ছি ত্রিপুরার প্রতিটি গ্রামে গ্রামে Higher Secondary স্কুল প্রতিষ্ঠা হচ্ছে। আমি এইমাত্র জানতে পেরেছি যে আরও তিনটি Higher Secondary স্কুল হবে। এবং বর্তমান চতুর্থ পরিকল্পনায় আরও ১০।১৫টি Higher Secondary স্কুল স্থাপন করা হবে। কাজেই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে Education systemটাকে আমরা more expansive করে যাচ্ছি। সঙ্গে সঙ্গে simultaniously educated un-employment problem টাও ধীরে ধীরে বেড়ে যাচ্ছে। কাজেই plan way তে শিক্ষিত যুবকদের যদি আমরা কাজে নিয়োগ করার scope সৃষ্টি করতে পারি এবং সেভাবে education channel টাকে চালু করতে

পারি তাহলে পরবর্ত্তী যুবকদের সেই channel অনুযায়ী নিয়োগ করতে পারব। এই বিষয়ে আমি মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

Forest সম্পর্কে বলতে গিয়ে মাননীয় বিরোধী দলের সদস্য অভিরাম বাবু বলেছেন যে, forest কে রক্ষা করতে গিয়ে forest এর ভিতরে landless people যারা আছে তাদেরকে forest আইন অনুযায়ী বিতাড়িত করা হচ্ছে। আমাদের বাজেটে যে ১ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা আয় ধরা আছে তারমধ্যে মেজর ইনকামই হল ফরেষ্ট থেকে। ল্যাণ্ডলেস পিপলদের যে বিতাড়ন করা হয়ে থাকে তারজন্য practically আমরা দুঃখিত। যদি surplus land পাওয়া যায় তবে তাদেরকে ঐ ল্যাণ্ড এ পুনর্ব্বাসন দেওয়া উচিত। আগে জুমিয়ারা পুনর্বাসনের জন্য মাত্র ৩০০ টাকা করে পেত কিন্তু আজকে জুমিয়া এবং অন্যান্য landlessদের ১৯১০ টাকা করে দেওয়া হয় কোন রকম Category না করে। অতএব landless এবং জুমিয়াদের better facility দেওয়া হয়না বলে যে অভিযোগ করা হয়েছে সেটা অবান্তর এবং অবাস্তব। সরকারী কর্মচারীদের Pay anomaly সম্বন্ধে উনারা একটা প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন বাহবা নেওয়ার জন্য। আজকে Houseএ এই anomaly সম্পর্কে অনেক discussion হয়েছে। 1959 এ originally যে anomaly ছিল তা 1961এ আমাদের ত্রিপুরা সরকার গ্রহণ করেছেন। 1970-71 এ Supplementary grant এ আমরা দেখতে পাই Interim relief, increase of pay ইত্যাদি বাবত বহু টাকা খরচ করা হয়েছে। যেহেতু আমাদের ত্রিপুরা রাজ্য union Territory সেই হেতু আমাদের Govt. of Indiaর উপর নির্ভর করতে হয়। মাননীয় অর্থ-মন্ত্রী Statement দিয়েছেন যে Govt. of India থেকে একটি ban আসাতে anomalies গুলি remove করা যাচ্ছে না। আর একটি বিষয়ে শিক্ষা বিভাগকে ধন্যবাদ না জানিয়ে পারছি না। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের ছেলেরা Sports এর দিক দিয়ে খুব ভাল ফল দেখিয়েছেন এবং তা শিক্ষা বিভাগের মাধ্যমেই হয়েছে। আমাদের ত্রিপুরার ছেলেরা জিমনাষ্টিক এবং অন্যান্য খেলায় ত্রিপুরার নাম রেখেছে এবং সুনাম রক্ষা করতে পেরেছে। তারজন্য ত্রিপুরার ছেলেদের আমরা ধন্যবাদ জানাই। আমি আশা করবো এই opportunity গ্রহণ করে সমগ্র পৃথিবীতে ত্রিপুরার নাম ছড়াতে তারা সচেষ্ট হবে। এবং তাদেরে অনুরোধ করবো তারা যেন এই opportunity গ্রহণ করে পৃথিবীতে ত্রিপুরার সুনাম অর্জ্জন করতে পারে। তাদেরে আমি অনুরোধ করবো অন্যলোকের প্ররোচনায় প্ররোচিত হয়ে বা লোভ বশতঃ যেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি পুড়িয়ে না ফেলে বা ধ্বংস না করে। তারা যেন ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্ত না হয়ে গঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করে।

Industry সম্পর্কে আমি বলতে গিয়ে আমি বলব ত্রিপুরা রাজ্যে যে সমস্ত চা-বাগান আছে এতে বিরাট সংখ্যক শ্রমিক কর্ম্মচারী নিয়োজিত আছে। চা-বাগানের শ্রমিকরা পরিশ্রম করে আমাদের চা বাগানগুলিতে চা উৎপাদন করে যে Foriegn Exchange earn করছে, সেদিকে যদি আমরা লক্ষ্য করি তাহলে দেখতে পাব সেখানে কতিপয় মহাজন তাদের নিজেদের

স্বার্থের দিকে লক্ষ্য দেওয়ার ফলে চা-ইণ্ডাষ্ট্রীগুলি deteriorationএর দিকে যাচ্ছে। তাই আজকে আমাদের ভাবা দরকার আমরা Industry গড়ে তোলার জন্য চেষ্টা করছি, আমাদের un-employment problems solution এর দিকে দৃষ্টি রেখে। তাই আমি বলব এই চা Industryগুলিকে যাতে protection দেওয়া হয় সেদিকে লক্ষ্য দেওয়া উচিত।

Hon'ble Speaker Sir, Educated un-employedদের better employment দেওয়ার জন্য আমাদের সরকার যেভাবে পরিকল্পনা রেখেছেন তা রূপায়ণের দিকে আস্তে আস্তে এগিয়ে যাচ্ছেন। আমাদের Central Govt. যে ১ কোটি বা দেড় কোটি টাকার marginal এবং Sub-marginal scheme মঞ্জুর করেছেন তা Properly implement করার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রীমহোদয়গণের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

Agriculture সম্পর্কে আমাদের সরকার Development wayতে Agriculture schemeকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য বিশেষভাবে সচেষ্ট। আমি জানতে পেরেছি আমাদের ত্রিপুরা সরকার Agriculture এর জন্য কয়েকটি Tractor আনয়ন করেছেন। তবে প্রয়োজনের তুলনায় সেই tractor কম। সেই সঙ্গে আমি বলব যে tractor গুলি চালাবার জন্য আমাদের কৃষকদের Training এর প্রয়োজন। কাজেই সেই facility তাদেরে দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ করব।

আর একটি কথা হল আমরা যত plan বা Scheme করিনা কেন যদি সেগুলো though examine না করা হয় তাহলে সরকারের যত সদিচ্ছা থাকুক না কেন সেগুলো properly utilise আমরা করতে পারবনা। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের economic development এর জন্য farmers, craftsmen যারা আছেন তাদের যাতে Cooperative এর মাধ্যমে help করা যায় সেজন্য আমি মাননীয় মন্ত্রীমণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এখানকার rural people Cooperative এর মাধ্যমে economic development করতে পারেন। Hon'ble Speaker Sir, আমরা বলে থাকি Production এবং Social welfare activities একটা আর একটা সঙ্গে আমাদের সমাজ জীবনে অঙ্গাঅঙ্গীভাবে জড়িত। আমাদের সরকার Agriculture বাজেটে Lift Irrigation এর জন্য Scheme নিয়েছেন। Agriculture এর Development করতে হলে Power এর প্রয়োজন আবার Industryর বেলায়ও পাওয়ারের প্রয়োজন। মাননীয় Lt. Governorএর Finance Minister এর Budget Speech পড়লে দেখা যায় যে আমাদের Electricity Scheme এ কিছু গলদ ধরা পড়েছে। এই গলদের জন্যই আমাদের সমস্ত Development Activitiesএর উপরে একটা ব্যাঘাত হয়েছে। যদিও আমাদের সরকার সেদিকে নজর রেখেছেন, তথাপি আমি বলব যেখানে আমাদের জীবন মরণের সমস্যা সেখানে সামান্য গলদের জন্য যে সমস্ত রাজ্যের Development Activities ব্যাহত হচ্ছে সেদিকে নজর রাখার জন্য অনুরোধ করব। যদি কোন staff বা Engineer এর দোষ ত্রুটির জন্য গলদের সৃষ্টি হয়ে থাকে, আমি বলব এই বিষয়ে একটা প্রপার ইনকোয়ারী করে

যাদের জন্য গলদ সৃষ্টি হয়ে কাজ ব্যাহত হচ্ছে তাদেরে শাস্তি দিলে অন্যেরা সতর্ক হবে এবং ভবিষ্যতে আর এই রকম হবেনা। এটা সামান্য ব্যাপার নয়। পাওয়ারের উপর ত্রিপুরা রাজ্যের এন্টায়ার ডেভল্যাপমেন্ট নির্ভর করছে। যারজন্য আমাদের ডম্বুর প্রজেক্ট থাকা সত্বেও আসাম থেকে বেশী রেইটে পাওয়ার আনছি। এই অবস্থায় যদি কোন লোকের বা staff এর দোষ ত্রুটির জন্য এই ডেভল্যাপমেন্ট বানচাল হয় তাহলে তাদেরকে শাস্তি দিয়ে আমাদের ডেভ-ল্যাপমেন্টকে অব্যাহত রাখতে হবে আমি সরকারের নিকট ই আবেদন করব।

ত্রিপুরার ক্র্যাপ্টস প্রডাক্ট এবং তাঁত প্রডাক্ট বিক্রী করার জন্য আমরা দিল্লীতে ষ্টল খুলেছি। এবং একজিবিশন করেছি। কিন্তু যে উৎসের থেকে এই জিনিষগুলি আসবে অর্থাৎ আর্টিষ্ট যারা এই জিনিষ তৈরী করে তারা ইণ্ডাষ্ট্রী ডিপার্ট-মেন্টের ফরমেলিটির জন্য এগিয়ে যেতে পারছে না এবং কাজ করতে পারছে না। গত দুই তিন বৎসর যাবৎ আমাদের ত্রিপুরায় সেলস এম্পরিয়ামে ফায়ার ইন্সিডেন্ট হয়ে গেল। যে সব জিনিষ পত্র নষ্ট হল তা সব পার্টির অর্থাৎ সমস্ত উইভার এবং ক্র্যাপ্টসম্যানদের প্রপার্টি। তাদেরে সরকার কোন সাহায্য দেন নাই তাদেরে ২ হাজার টাকা লোন দেওয়া হয়েছিল। তারা জিনিষপত্র তৈরী করে এখানে দিয়ে যেতেন এবং তা বিক্রী করে তা থেকে লোনের টাকা কেটে রাখা হত। কিন্তু পোড়া যাওয়ার ফলে তাদের সমস্ত ক্যাপিটেল নষ্ট হয়ে গেল। এই পোড়ার পর তারা যখন পুনরায় টাকা সাহায্য চাইল তখন সরকার বলল তোমাদের পূর্বেই দুই হাজার টাকা লোন দেওয়া হয়েছিল। এইসব ফরমেলিটির জন্য কাজ ব্যাহত হচ্ছে। বাহিরে মার্কেটের সুযোগ বৃদ্ধি পেলেও তাদের আর্থিক দুরবস্থার জন্য সরকারের সদিচ্ছা সফল হয় নাই। কাজেই শিল্পীদের আর্থিক দিকেও সরকারের নজর রাখতে হবে যাতে বিভিন্ন ফরমেলিটির জন্য তাদের উৎপাদন ব্যহত না হয়।

আর একটা পয়েন্ট স্যার, আমরা এডুকেটেড আন এমপ্লয়েডদেরে ক্র্যাপট উইভিং প্রভৃতি বিষয়ে ট্রেনিং দিচ্ছি এবং কাজের জন্য টাকা দিচ্ছি। এটা খুব ভাল। কিন্তু একটা কথা হল যারা জাত শিল্পী, এইসব ফরমেলিটির জন্য তাদের প্রতিভা নষ্ট হয়ে যায়। তাদের প্রতিভার অধিকতর বিকাশের জন্য তারা এই ট্রেনিং নিতে পারে না কারণ ট্রেনিং এর জন্য যে শিক্ষাগত যোগ্যতার দরকার তা হয়ত তাদের নাই। তার ফলে তারা সাহায্যও পায় না। কাজেই আজকে এইসব জাত শিল্পীদের প্রতিভার বিকাশের জন্য ট্রেনিং এবং বৃত্তির ব্যবস্থা করা একান্ত দরকার।

মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা বাস্তব সত্য, অপ্রিয় সত্য কথা হতে পারে, আমরা জন স্বাস্থ্যের জন্য মানুষের চিকিৎসার জন্য বৎসরের পর বৎসর ডিসপেনসারী দিচ্ছি কিন্তু দুঃখের বিষয় অনেক ডিসপেনসারীতে ডাক্তার নাই। ডাক্তারের অভাবে কম্পাউণ্ডার দিয়ে ডিসপেন্সারী চালাতে হয়। এই বৎসরও ৫টা ডিসপেনসারী খোলার জন্য পরিকল্পনা করা হয়েছে। এই

থেকে প্রাণিত হয় যে সরকারের সদিচ্ছা আছে জনসাধারণকে চিকিৎসার অধিকতর সুযোগ দেওয়া। পাঁচশালা পরিকল্পনাতে ৩০টা ডিসপেনসারী করার পরিকল্পনা আছে এবং প্রাইমারী হেলথ সেন্টার গুলিতে অধিকতর বেড দেওয়ার পরিকল্পনাও আছে। কিন্তু আমার মনে হয় ডাক্তারের অভাবে এইসব পরিকল্পনা ব্যাহত হতে পারে। আর একটা দুঃখের বিষয় এখানকার যে সমস্ত স্পেশালিষ্ট ডাক্তার, যাদের কাজ থেকে আমরা সাহায্য পেয়ে আসছি তাদেরকে ত্রিপুরা সরকারকে না জানিয়ে অন্যত্র ট্রেন্সফার করে নিয়ে যাচ্ছে। সেই জায়গায় এমন সব ডাক্তার এসেছে যারা নাকি এই মাত্র পাশ করে বেরিয়ে এসেছে। যেহেতু আমাদের ইউনিয়ন টেরিটরি কাজেই ত্রিপুরার কপালে যা আছে বলে ছেড়ে দিচ্ছে। যার ফলে আমাদের অনেক ডাক্তার ডিসসেটিস্ফাইড হয়ে গেছে আর অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে সিনিয়ারিটি ডিঙ্গিয়ে প্রমোশন দেওয়া হচ্ছে। যেমন দেখা গেছে আমাদের E. N. T. ডিপার্টমেন্টের ও ডাক্তারকে সিনিয়ারিটি বেসিসে স্পেসিয়েলিষ্ট হিসাবে এখন পর্য্যন্ত প্রমোশন দেওয়া হয় নি। আর একজন হলো ডাক্তার বসাক গাইনোকোলাজিষ্ট ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে তিনি এই বিষয়ে সিনিয়র মোষ্ট ডাক্তার অথচ তার জায়গায় জুনিয়ার মোষ্ট অন্য একজনকে ত্রিপুরা রাজ্যে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই প্রথম ত্রিপুরা সরকার ভারত সরকারের কাজের বিরুদ্ধে প্রটেষ্ট করায় আমি ত্রিপুরা সরকারকে ধন্যবাদ জানাই। আমাদের ইউনিয়ন টেরিটরি বলে ভারত সরকার একতরফাভাবে তাদের ইচ্ছামত সবকিছু আমাদের উপর চাপিয়ে দিচ্ছেন। আমি আশা করব, আমাদের ইচ্ছামত কাজ করার সুযোগ দেওয়ার জন্য ভারত সরকারের নিকট দাবি জানাবে।

Hon'ble Speaker Sir, এপলাইড নিউট্রেসন প্রোগ্রামের উদ্দেশ্য হল Proper ডাইয়েট দিয়ে আমাদের ছেলেমেয়েদের সুস্বাস্থ্য গঠনে সাহায্য করা কিন্তু একটা জিনিষ লক্ষ্য করছি এণ্টায়ার মেসিনারীটা সরকারের উপর নির্ভর করছে। গ্রামের লোক এবং বিভিন্ন লোকাল বডির সক্রিয় সহযোগিতায় এই প্রোগ্রামের সার্থক রূপায়ণ সম্ভব। সবশেষে, আমরা সামগ্রিক ভাবে যদি দেখতে যাই তবে আমরা এই দেখতে পাচ্ছি সেনট্রাল গভর্ণমেন্টের একজন আণ্ডার সেক্রেটারীর উপর আমাদের সমস্ত রাজ্যেই নির্ভর করছে। এবং বাজেটে ইম্প্লিমেটেশন ও আমরা দেখতে পাচ্ছি। বছরের শেষে কয়েক লক্ষ টাকা আন ইউটিলাইজড থেকে যাবে আমরা এত কষ্ট করে সেনট্রাল গভর্ণমেন্ট থেকে টাকা বরাদ্দ করাচ্ছি। কিন্তু বাজেট ইমপ্লিমেন-টেশানে, প্রপারলি ইউটিলাইজড় করাব মেশিনারীর চাবি কাঠি ও সেনট্রাল গভর্ণমেন্টের হাতে রেখে দিয়েছে। চাবিকাঠি তাদের হাতে রেখে দিয়ে সেনট্রাল গভর্ণমেন্ট আমাদের বল্লেন— তোমাদের ৪০ কোটি টাকা দেওয়া হল এবছর তোমরা খরচ কর কিন্তু যখনি খরচের মঞ্জুরী চাওয়া হয় তখন তারা বলে মঞ্জুরী দেওয়া হবে না। পরের বৎসরে আবার বলবেন তোমাদের টাকা দেওয়া হল খরচ করতে পারলে না। অতএব ত্রিপুরা সরকার কিছুই করতে পারল না।

মাননীয় স্পীকার স্যার আমাদের ডম্বুর প্রোজেক্টের কাজ সুরু হয়েছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি সমস্ত ডেপুটেশনিস্ট ভারতের আনাচে কানাচে যত জুনিয়ার মোষ্ট ইঞ্জিনীয়ার কিংবা এস, ডি, ও'দের এখানে কাজের জন্য পাঠিয়ে দিলেন—আমাদের ডম্বুর Project কনসট্রাকসনের সময় দেখা গেল কি তাদের টেকনিক্যাল ডিফিকালটির জন্য আমাদের কয়েকজন লেবারও মারা গেল এবং তারজন্য ক্ষতিপূরণও দিতে হয়েছে কিন্তু এটা মূল কথা নয়। মূল কথা হচ্ছে আমাদের প্রোডাকসন, কনষ্ট্রাকসনের ও ডেভলাপমেন্টের হেম্পার হচ্ছে এবং ডিলে হচ্ছে।

তারজন্যই আমরা এই হাউসে দাবী করেছিলাম যে এই ত্রিপুরা রাজ্যে প্রত্যেকটি বিষয়ে নিজস্ব তত্বাবধানে এবং ক্ষমতাবলে কাজ করার জন্য ত্রিপুরা রাজ্যকে পূর্ণ রাজ্যের ক্ষমতা দেওয়া হউক। এবং গত Parliament session এ আমাদের মাননীয় প্রধান মন্ত্রী লোকসভায় declaration দিয়েছেন যে ত্রিপুরা এবং মণিপুরকে অতি সত্বর পূর্ণ রাজ্যের মর্য্যাদা দেওয়া হবে। যতদিন পর্য্যন্ত আমরা ক্ষমতা না পাচ্ছি ততদিন পর্য্যন্ত India Govt. কোটি কোটি টাকা দিলেও আমাদের ত্রিপুরা উন্নয়ন অনেক ক্ষেত্রে আমরা ঠিক ঠিক মত করতে পারছি না। একদিকে Employment, Education system. Agriculture ইত্যাদি উন্নয়নমূলক কাজে আমরা বাধা পাচ্ছি। কাজেই যতদিন পর্য্যন্ত আমরা পূর্ণরাজ্যের মর্য্যাদা না পাই, আমাদের শত ইচ্ছা থাকলেও উন্নয়নের কাজে ধাপে ধাপে বাধা পাব। মাননীয় স্পীকার স্যার মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে বাজেট এখানে পেশ করেছেন তাকে সমর্থন করে এবং বিরোধী পক্ষের সদস্যদের Cut motion এর বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker :—I call on Hon'ble Member Shri Naresh Roy.

Shri Naresh Roy :—মাননীয় স্পীকার স্যার, হাউসের সামনে মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে বাজেট পেশ করেছেন আমি সেটা সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করছি। একটি কথা অতি সত্য যে ত্রিপুরার লোক সংখ্যা যেখানে মাত্র ৪ লক্ষ ছিল স্বাধীনতার পরে সেই লোক সংখ্যা বেড়ে ১৮ লক্ষ হয়ে গেছে। এমন কোন দেশের নজীর আছে কিনা আমি জানিনা যে একটা দেশের লোক সংখ্যা চতুর্গুণ এই কয়েক বৎসরে হয়ে যায়। এই সমস্ত বহিরাগত লোকদের পুনর্ব্বাসন, আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতির ভার গ্রহণ করলেন আমাদের ত্রিপুরা সরকার। ত্রিপুরা সরকার আমরা দেখতে পাই ত্রিপুরাতে refugeeদের পুনর্ব্বাসনের সুযোগ সুবিধা করে দিয়েছেন। ভারতের অন্য কোন রাজ্যে এমন সুযোগ সুবিধা দিয়েছেন বলে আমার জানা নাই। ত্রিপুরার প্রথম কথাই হল refugee সমস্যাকে সমাধান করতেই হবে। refugee সমস্যাকে সমাধান করার জন্য ত্রিপুরা সরকার কেন এগিয়ে আসলেন তার মূলে যথেষ্ট কথা ছিল সেই কথাগুলো হল এই—ভারতবর্ষের স্বাধীনতার প্রাক্কালে জাতীয় নেতৃবৃন্দরা জনসাধারণকে এই প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে দেশ বিভাগের ফলে পাকিস্তান থেকে যে সমস্ত উদ্বাস্তু ভারতে আসবে তাদের সুষ্ঠু পুনর্ব্বাসন আমরা দেব। সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করার জন্য ত্রিপুরার নেতৃবৃন্দ চেষ্টা করলেন

প্রত্যেকটি উদ্বাস্তুর সমস্যা সমাধান করার জন্য। সেজন্য আমরা দেখতে পাই ত্রিপুরার প্রতিটি স্থানে উদ্বাস্তুরা ভরে গেছে। উদ্বাস্তু গ্রাম হয়েছে, উদ্বাস্তু কলোনী হয়েছে। সারা ত্রিপুরায় survey settlement করে উদ্বাস্তুদের দেবার জন্য উপযুক্ত জমি বের করা হয়েছে। উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। হয়ত পরিকল্পনা করতে গিয়ে কিংবা সেটা implementation করতে গিয়ে কিছু ভুল ত্রুটি থাকতে পারে কর্মচারীদের সেটা অনস্বীকার্য্য। কিন্তু ত্রিপুরা সরকার উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্য প্রচেষ্টা চালিয়েছেন এবং যে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল এবং যেভাবে সেটাকে রূপায়ণ করেছিল সেটাকে challange করবার উপায় নাই। যদি কেউ challange করতে আসেন তাহলে আমি বলব যে তারা তাদের নিজেদের স্বার্থকে রক্ষা করবার জন্য এবং বিভ্রান্তি করবার জন্য এই চেলেঞ্জ করতে চান। উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের সময় ত্রিপুরা রাজ্যে মারামারি এবং কাটাকাটি আরম্ভ হয়েছিল বলে আমরা শুনেছি। যারা নাকি Communist Party তে ছিল তারা উদ্বাস্তুদের এই দেশ থেকে বিতাড়িত করার জন্য, তাদের স্বার্থকে বিঘ্নিত করার জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা নিয়ে তাদের বাড়ীতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে, খুন করেছে। এই ত্রিপুরায় যারা উদ্বাস্তুদের একদিন ধ্বংস করতে চেয়েছিল তারাই আজ উদ্বাস্তু দরদী হয়ে কথা বলছেন। কাজেই এই বলাকে আমরা ন্যায্য বলা বলে গ্রহণ করতে পারি না। কাজেই উনারা যত কথাই বলুক না কেন ত্রিপুরা রাজ্যের লোকেরা তাদের কথা বিশ্বাস করবেনা।

পুনর্বাসনের সময় আমরা দেখতে পেয়েছি যে যে পেশায় ছিল তাকে সেই ভাবে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে। তাই গ্রামে গেলে দেখতে পাই প্রত্যেকটি পরিবারকে ৫ কাণি করে জমি দেওরা হয়েছে। এবং এই জমি যাতে সংস্কার করে ভালভাবে কৃষি করতে পারে তারজন্য টাকা এবং হালের গরু কিনবার জন্য অর্থ দেওয়া হয়েছে। তারা যাতে গৃহ নির্মাণ করতে পারে তার জন্য তাদের টাকা দেওয়া হয়েছে। সুতরাং এ কথা আমরা বলতে পারিনা যে কৃষক এবং উদ্বাস্তু ভাইদের সরকার সাহায্য করে নাই। সরকার তাঁতী, স্বর্ণশিল্পী এবং অন্যান্য যে যেই পেশা নিয়ে থাকতে চায় তাদের সেইভাবে ঋণ দিয়ে ব্যবসা করার জন্য সাহায্য করেছেন। কোন কোন ক্ষেত্রে হয়ত তাদের এই ব্যবসা এবং তাঁত শিল্প ব্যর্থ হয়েছে। সেজন্য যারা সমাজদ্রোহী, যারা চায়না দেশের উন্নতি হউক, যারা চায়না মানুষ শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করুক, তারাই দায়ী।

তারই ফলে আমাদের ত্রিপুরাতে অনেক তাঁত শিল্প নষ্ট হয়ে গিয়েছে। কিন্তু তাঁতী সম্প্রদায় গৌরবের সহিত বলতে পারেন যে সমস্ত তাঁতযন্ত্র আমরা পাকিস্তানে ফেলে দিয়ে এসেছিলাম তা সব কিছুই আমরা আবার এখানে পেয়েছি এবং আমদের নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছি। যদিও তাঁতিরা সব কিছু পেয়েছেন এবং কাজও ঠিক ঠিক ভাবে করেছেন তথাপি দুঃখের বিষয় যে তাদের উৎপাদিত দ্রব্য যোগাযোগ ব্যবস্থা না থাকায় এবং উপযুক্ত বাজার না থাকায় তারা তাদের কাজ ঠিকভাবে চালিয়ে যেতে পারছেন না। সেই জন্য তাঁতিদের ত্রিপুরা সরকারের নিকট আবেদন ছিল এবং এখনও আছে তাছাড়া আমরাও তাদের

পক্ষ হয়ে আবেদন করব যে এই তাঁতী সম্প্রদায়কে রক্ষা করার জন্য এবং তাদের কাজের প্রসার যাতে লাভ করতে পারে সেইজন্য তাদের উৎসাহিত করে তাদের জীবিকাকে আরো শক্তিশালী করে তুলেন সেইজন্য তাদের পক্ষ নিয়ে আমি এই হাউসের নিকট আবেদন রাখছি। আরেক শ্রেণীর মানুষ যারা চির ব্যবসায়ী, পাকিস্তান থেকে আসার পর এখানে ব্যবসা দ্বারা তারা যথেষ্ট উন্নতি করেছে। বরঞ্চ বলা চলে অনেক ছোট ছোট ব্যবসায়ী পাকিস্তানে পুঁজির অভাবে ব্যবসা করতে পারত না, তারা এখানে আসার পর বিভিন্ন সাহায্য নিয়ে, সরকারী ঋণ নিয়ে ব্যবসা ক্ষেত্রে যথেষ্ট প্রসার লাভ করেছে এবং তা করার পরে বর্ত্তমান আর্থিক সঙ্গতিকে রক্ষা করতে পেরেছেন। ছোট রাজ্য হিসাবে এবং তিন দিক পাকিস্তান দ্বারা বেষ্টিত ত্রিপুরা, ব্যবসার পক্ষে একটা ভাল ক্ষেত্র নয়। একটি মাত্র পথ আছে সেই পথে যাতায়াতের ভাল সুযোগ সুবিধা না থাকার জন্য ব্যবসা ঠিক ঠিক ভাবে প্রসার লাভ করতে পারছে না অত্যন্ত সুখের বিষয় যে আসাম-আগরতলা রাস্তাটি সংস্কারের জন্য সরকার লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে যাতায়াতের এবং ব্যবসায়ের পথ সুগম করে দিয়েছেন। সেই জন্যই ত্রিপুরার বাহির থেকে যে সমস্ত মাল আমরা সহজে পেতাম না সেটা এই রাস্তার মাধ্যমে পেয়ে আমরা ত্রিপুরার জনসাধারণকে রক্ষা করতে পেরেছি। আরো সুখের বিষয় যে এই বৎসর শুনতে পেলাম এই যে আসাম আগরতলা রোড সেটা সংস্কারের সম্পূর্ণ ভার সেনট্রাল গভর্ণমেণ্ট নিয়েছেন। তাছাড়া আরো রাস্তা ঘাট তৈরী করে যাতে ব্যবসা বাণিজ্যের দ্বারা ত্রিপুরার উন্নতি হতে পারে সেই দিক দিয়ে সেনট্রাল গভর্ণমেণ্ট সচেষ্ট হবেন। মহারাজের আমলে ত্রিপুরার রাস্তাঘাটের যে অবস্থা ছিল তা যদি ত্রিপুরা সরকার সংস্কার না করতেন তা হলে আজকে লক্ আউটের দিনে এই ত্রিপুরার জনসাধারণ না খেতে পেয়ে অনাহারে, অর্দ্ধাহারে মৃত্যু মুখে পতিত হইতেন। এই কথা কি বলতে পারেন ত্রিপুরা সরকার যোগাযোগের ব্যবস্থা করে দিয়ে ত্রিপুরাকে বাঁচার পথ পরিষ্কার করে দেন নাই ? যদি কেউ বলেন তবে তারা মিথ্যুক, তারা অসত্য কথা বলে থাকেন। এই সমস্ত অসত্য কথা না বলে সত্যকে প্রথমে স্বীকার করে যাতে নাকি সত্যের প্রশংসা করা হয় এবং সত্যের যেটুকু প্রশংসা পাওয়ার যোগ্য সেটুকু দেওয়া হয় সেই দিকে লক্ষ্য রেখে যেন প্রতিবেশী সমস্ত মানুষের নিকট এবং রাজ্যের সমস্ত জনসাধারণের নিকট সত্য প্রকাশ করেন। বিভিন্ন দিক দিয়ে যদি আমরা লক্ষ্য করি তবে দেখতে পাব যে ত্রিপুরা ধাপে ধাপে উন্নতির পথে এগিয়ে চলছে। Independence periodএ ত্রিপুরার শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল অতি নগণ্য। এমন কি ত্রিপুরার অভ্যন্তরে কতকগুলি জায়গায় শিক্ষা কি জিনিষ তা জানতই না। অন্ধকারাচ্ছন্ন দেশ বলেই গণ্য করা যেত। একটি মাত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল তার সাহায্যে আগরতলা সহর অঞ্চলের কিছু সংখ্যক লোক শিক্ষা লাভ করতে পেরেছেন। কিন্তু এই শিক্ষাই যথেষ্ট শিক্ষা নয়। ত্রিপুরার শতকরা ২ বা তিন জন শিক্ষিত ছিল কিনা সন্দেহ আছে। কিন্তু স্বাধীনতা লাভের পর ত্রিপুরার প্রতিটি গ্রামে গ্রামে একটি করে স্কুল দেখতে পাওয়া যায়। কাজেই এমন কথা কেউ বলতে পারবে না যে আমরা অন্ধকারাচ্ছন্ন দেশে বাস করছি। এটা ধ্রুব সত্য যে ত্রিপুরা সরকার শিক্ষার যে ব্যবস্থা বা প্রসার করেছেন

তা ভারতের আর কোন রাজ্যে ততটুকু প্রসার লাভ করতে পারে নাই। প্রত্যেকটি সন্তানকে শিক্ষিত করার যে সুযোগ ত্রিপুরা সরকার দিয়েছে তাহা যদি কেহ স্বীকার না করে তবে আমি বলব সত্যের অপলাপ করা হচ্ছে। প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানে প্রত্যেকটি ছেলে মেয়ে কোন না কোন উপায়ে Free educationএর সুযোগ পেয়েছে। এমন কি কলেজেও শতকরা ১০টি ছেলে বেতন দিয়ে পড়াশুনা করছে না। ত্রিপুরা সরকার কেন এই ব্যবস্থা করল? শিক্ষা বিভাগ জানতে পারল এ রাজ্যে প্রায় প্রত্যেক লোকই পাকিস্তান থেকে আগত, তারা উদ্বাস্তু, তাদের আর্থিক অবস্থা খুবই খারাপ, তাদের বেতন দিয়ে স্কুল কলেজে পড়াবার কোন সঙ্গতি নাই। তাই ত্রিপুরা সরকার অবৈতনিক শিক্ষার ব্যবস্থা করে দিলেন। সেদিক দিয়ে কেউ একথা স্বীকার করতে পারবে না যে আমার ছেলে বেতন দিয়ে পড়ে, রুলিং পার্টিই হোক অপজিশন পার্টিই হোক কেউ একথা বলতে পারবে না যে ত্রিপুরার ছেলেদের লেখাপড়া শিখতে টাকা খরচ করতে হয়। শুধু বেতন ফ্রি কেন—আমি অনেক জায়গায় দেখতে পাই যে তাদের জন্য পোষাক এবং খাওয়াদাওয়ারও ব্যবস্থা আছে। বালোয়ারী স্কুলগুলিতে মধ্যাহ্ন টিফিনেরও ব্যবস্থা দেখতে পাই। তাহলে শিক্ষার ক্ষেত্রে দেখতে পাই ত্রিপুরা সরকারের প্রচেষ্ট ভারতবর্ষের কোন রাজ্য থেকেই কম নয়। শুধু ত্রিপুরায় কেন ত্রিপুরার বাইরেও যদি কোন ছেলে পড়তে যায়, তাহলে সেই ছেলেকে সমস্ত খরচ পত্র দিয়ে বাইরে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়। সিডিউল কাষ্ট এবং সিডিউল ট্রাইব হলে ত আর কোন কথাই নেই। তবে তাকে খাওয়া দাওয়া পোষাক পরিচ্ছদ সব কিছু ব্যবস্থা করে বাইরে পাঠানো হয়। কাজেই শিক্ষার অব্যবস্থা বলে যে কোন কোন পার্টির লোক জনসমক্ষে বলে থাকেন সেটা সত্য কথা নয়। এই ভাবে অসত্যের বেসাতি করে মানুষের মনে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করলে, এই বিভ্রান্তি হয়ত একদিন তাদের উপরই পড়বে যার দরুন তাদেরকে নিজেদেরই নাজেহাল হতে হবে এবং হতে চলেছেও। মানুষ এখন হুঁসিয়ার, মানুষ জানে কোনটা সত্য, কোনটা মিথ্যা, এখন শুধু বক্তৃতার ফুল ঝুড়ি দিয়ে কেউ কাউকে আর ভোলাতে পারে না। বাস্তবের সঙ্গে যদি যোগা-যোগ না থাকে তাহলে মানুষ কাউকেই কেউ প্রশ্রয় দিবে না। সেই জন্যই বাস্তবকে রক্ষা করবার জন্য, বাস্তব কথাটাকে তারা জানতে পেরেছে বলেই ত্রিপুরার মানুষ আজ দেখিয়ে দিয়েছে যে, না—আমরা বাস্তব সত্যকে ভুলতে পারি নাই। সেটার প্রমাণও আমরা পেয়েছি, শিক্ষার দিক দিয়ে যে সমস্ত খরচ পত্র হয়। বিশেষ করে স্কুলের বিভিন্ন ইনসট্রুমেন্ট বা শিক্ষকের বেতনের জন্য, সেদিক দিয়ে যদি আমরা লক্ষ্য রাখি তাহলে দেখতে পাব ত্রিপুরাতে যে আয় হয় সেই আয়ের দ্বারা এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের ষ্টাফেরও খরচ পত্র হয় না। সেটা আমরা কোথা থেকে পেয়ে থাকি? সেই জন্য ত্রিপুরা সরকার যথেষ্ট চেষ্টা করেন। বছরের পর বছর বাজেট করে সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টকে অনুরোধ করে, প্রেসার দিয়ে সেংসন আনেন। ত্রিপুরায় আয়ের তুলনায় লোক সংখ্যা বেশী। এবং এমন কোন প্রোডাকসন ত্রিপুরাতে গ্রো করে নাই যা দিয়ে ত্রিপুরার ১৮ লক্ষ লোককে তার নিজের প্রোডাকসন দিয়ে বাঁচিয়ে রাখতে পারে।

ত্রিপুরার লক্ষ লক্ষ ছাত্রকে শিক্ষা দিয়ে মানুষ করে তুলার জন্যই সেন্ট্রাল গভর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করে প্রেসার দিয়ে, বাজেট পাশ করা হয়। এত সব চেষ্টা করাই কি ত্রিপুরায় সরকারের অপরাধ? ত্রিপুরা সরকার কেন এ ধরণের সাপ্লিমেণ্টারী বাজেট করেন? প্রকৃত মানুষ গঠন করার জন্যই অর্থের প্রয়োজন হয় সুতরাং সাপ্লিমেণ্টারি বাজেট হোক আর যাহাই হোক সেই প্রয়োজনে আমরা কাজ করবই। তাহলে দেখতে পাই যে শিক্ষার ক্ষেত্রে ত্রিপুরা সরকারের চেষ্টা কোন অংশেই কম নয়। শুধু শিক্ষা কেন স্বাস্থ্যের দিক দিয়েও ত্রিপুরার দিকে দিকে স্বাস্থ্যের যে ব্যবস্থা চলেছে সেজন্য আমরা গর্ব বোধ করতে পারি। আমি যখন ছোট ছিলাম তখন মাঝে মাঝে পাকিস্থান থেকে ত্রিপুরা রাজ্যে আসতাম—তখন দেখতে পেতাম কোন কোন মানুষের গলায় এক হাত কি আধা হাতের মত লম্বা তাবিজ, পেটটি হাঁড়ির মত। জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম যে এখানে ম্যালেরিয়ার খুব প্রাদুর্ভাব তাই তাহারা এ সব ব্যবহার করত। স্বাধীনতার পর পাকিস্থান ছেড়ে যখন এখানে আসলাম তখন আর এসব দেখতে পাই নাই। তাহলে আমরা কি করে অস্বীকার করব যে ত্রিপুরা সরকার এখানে স্বাস্থ্যের উন্নতির প্রকল্পের সদব্যবহার করতে পারেন নাই। আমরা দেখতে পাই যে প্রত্যেকটা ব্লকের মধ্যে অন্তত কয়েকটা করে ডিসপেন্সারি দেওয়া হয়েছে। এই সমস্ত dispensary-তে Free ঔষধ দেওয়া হয় এবং চিকিৎসা করা হয়। আগে প্রসুতিদের জন্য বাড়ীতে ধাই রাখা হতো। তাহারা ঠিক ঠিকমত সন্তান প্রসব করাতে পারত না। তার ফলে প্রায় ক্ষেত্রেই সন্তান মারা যেত। কিন্তু বর্তমানে হাসপাতাল হওয়াতে জনসাধারণের মনে আত্মচেতনা জাগল। তাই তাহারা বাড়ীতে ধাই না রেখে নিকটবর্তী হাসপাতালে সুচিকিৎসার জন্য নিয়ে আসে। হাসপাতালে ডাক্তারগণ সুচিকিৎসা করে সুষ্ঠুভাবে যাতে সন্তান প্রসব হয় তার ব্যবস্থা করেন। যখন dispensary গুলিতে জায়গার সঙ্কুলান হয় না বা রোগীর আরো বেশী সুচিকিৎসার প্রয়োজন মনে করেন তখন তারাই আগরতলা হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করে দেন। তাহলে আমরা কি দেখতে পাই? আমরা দেখতে পাই যে সন্তান রক্ষা করা থেকে আরম্ভ করে প্রসুতি রক্ষা করা পর্য্যন্তও ত্রিপুরা সরকারের সুষ্ঠু ব্যবস্থা রয়ে গেছে। কাজেই আমরা কি করে প্রতিটি ধাপে ধাপে বলি যে আমাদের জন্য ত্রিপুরা সরকার কিছুই করে নাই। কাজেই আমরা কি করে বলি যে সুচিকিৎসার দ্বারা মানুষকে রক্ষা করার ব্যাপারে ত্রিপুরা সরকারের কোন ক্ষমতা নাই। শিক্ষা দিয়ে উপযুক্ত করে গড়ে তোলার ক্ষমতা ত্রিপুরা সরকারের নাই। আজ যদি বাইরের কোন লোক এখানে থাকত তাহলে প্রকৃত সত্যটা তারা উপলব্ধি করতে পারত। আমি নিজে অনেক জায়গায় গিয়েছি এবং শুনতে পেয়েছি যে ত্রিপুরার জি, বি, হাসপাতালে চিকিৎসার যে সুব্যবস্থা রয়েছে সেরূপ ব্যবস্থা ভারতের আর কোন রাজ্যেই নাই; এ সব কথা কার কাছে শুনেছি? ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে আগত, যারা ত্রিপুরাতে বসবাস করছে, বা কোন কারণে ত্রিপুরাতে এসেছিল এবং কোন রোগ যন্ত্রনায় জি, বি, হাসপাতালে গিয়েছিল তাদের মুখ থেকে শুনা কথা। বলে ভাই—এ্যাইসা হাসপাতাল হাম কভি নেহি দেখা হ্যায়। তাহলে আমরা বলতে পারি ত্রিপুরা

চিকিৎসার ক্ষেত্রে ভারতের অন্যান্য রাজ্য থেকে উল্লেখযোগ্য স্থান গ্রহণ করেছে। শুধু জি, বি, হাসপাতাল নয়। এ ছাড়া আরও একটি হাসপাতাল আমরা দেখতে পাই ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হাসপাতাল। এটা অবশ্য মহারাজার আমল থেকেই প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু আকারে খুব ছোট ছিল। একটা মাত্র দালান ছিল। এখানে প্রসুতি থেকে আরম্ভ করে যক্ষা রোগী পর্য্যন্ত একটা ঘরে রাখা হ'ত। সেখানে রোগ আরোগ্য হওয়া দুরের কথা বরং বিভিন্ন প্রকারের রোগের সৃষ্টি হ'ত। এই হাসপাতালকে সম্প্রসারিত করে বিভিন্ন প্রকারের রোগীকে ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় রাখার সুষ্ঠু ব্যবস্থা করা হয়েছে। রোগীর সেবা সুশ্রুষার জন্য সর্ব্বক্ষণ নার্সের ব্যবস্থা করা হয়েছে। প্রত্যেকটি রোগীকে দেখার জন্য এক ঘণ্টা অন্তর অন্তর ডাক্তারে ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং সমস্ত ডাক্তারই M. B. B. S. এবং তারও উপরি যোগ্যতা সম্পন্ন। যে হাসপাতাল বা ডিসপেন্সারী আছে সেগুলোতে দেওয়া হয়েছে উপযুক্ত ডাক্তার। অসুস্থ রোগী সেখানে আসে চিকিৎসার জন্যে। অবশ্য মৃত্যু যার অনিবার্য তাকে ডাক্তার কেন কেউই রক্ষা করতে পারবে না। কারণ man is mortal—মানুষকে একদিন মরতেই হবে। মৃত্যুকে কেউ রোধ করতে পারবেনা এটা সত্যি কথা কিন্তু অসুস্থ লোক রোগ যন্ত্রণায় কেন মরবে? সেই Challange গ্রহণ করেছে আজ ত্রিপুরা সরকার। সেই জন্যেই আজ প্রত্যেকটি পঞ্চায়েতে ও গ্রামের কাছাকাছি স্থানে ডিসপেন্সারী করা হয়েছে। সেইভাবে ডিসপেন্সারীতে প্রচুর রোগী চিকিৎসার জন্য যাচ্ছে। ত্রিপুরার সর্ব্বত্র আজ চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত আছে। যে যাই বলুক বা বর্ত্তমান সরকারকে নাজেহাল করার চেষ্টা করুক না কেন একথা অনস্বীকার্য যে চিকিৎসার সুব্যবস্থা ত্রিপুরা সরকার করেছেন। তবে একথা আমি অস্বীকার করিনা যে, চাহিদা অনুযায়ী হাসপাতাল ও ডিসপেন্সারী আমরা খুলতে পারিনি। চাহিদা জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে বাড়বেই। যদি আজ ত্রিপুরার লোকসংখ্যা ধীরে ধীরে স্বাভাবিক গতিতে বাড়তো তাহলে তার চাহিদানুযায়ী ডিসপেন্সারীও দেওয়া যেতো। কিন্তু ত্রিপুরার জনসংখ্যা রিফিউজি আগমনের ফলে এত বৃদ্ধি পেয়েছে এবং পাচ্ছে যে, যেখানে ৪ লক্ষ লোক ছিল সেখানে পরের বছরেই হয়ে যাচ্ছে ৮ লক্ষ এবং তার পরের বছর ১৬ লক্ষ। কাজেই এই অস্বাভাবিক লোক বৃদ্ধি অনুযায়ী ডিসপেনসারী গড়ে তোলা সম্ভব নয়। তবুও ত্রিপুরা সরকার তার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন যাতে ত্রিপুরার একটি লোকও চিকিৎসার অভাবে মারা না যায়। তাই প্রতিটি জায়গায় গড়ে উঠেছে হাসপাতাল ও ডিসপেন্সারী আর্ত্ত ও রোগীর চিকিৎসার জন্য। ত্রিপুরা সরকার কেন্দ্রীয় সরকারকেও জানিয়ে দিয়েছেন যে চিকিৎসার ব্যবস্থা আরও প্রসারিত করতে হবে। কারণ ত্রিপুরা পর্ব্বত সঙ্কুল জায়গা এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে রোগ বিস্তারের সম্ভাবনা আছে। তাকে প্রতিরোধ করার জন্য চাই আরও ডিসপেন্সারী। এই দাবী ত্রিপুরা সরকার ভারত সরকারের নিকট করে আসছেন। প্রয়োজন অনুসারে মানুষকে জিজ্ঞেস করে কোন জায়গায় ডিসপেন্সারী হলে ভাল হবে, সেইভাবে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। এ পর্যন্ত যতগুলো ডিসপেন্সারী বা হাসপাতাল হয়েছে সেটা অস্বীকার করার উপায় নেই। সেটা বাস্তব তাকে একদল সমাজদ্রোহী অপপ্রচারের দ্বারা অস্বীকার করতে চায়। শুধু

মানুষের চিকিৎসা কেন, পশু চিকিৎসাও অনেক বিস্তৃতি লাভ করেছে এবং বহু জায়গায় ডিসপেনসারী খোলা হয়েছে। পূর্বে প্রতি বছর বহু গরু রোগাক্রান্ত হয়ে মারা যেতো। দেশীয় কাজ ঔষধ দিয়ে তারা আন্দাজের উপর রোগ নির্ণয় না করেই চিকিৎসা করতো। ফলে বহু গরু মারা যেতো। কিন্তু আজ রোগ নির্ণয় করে বিজ্ঞানসম্মত ভাবে ঔষধ বিতরণ ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। গরুকে রক্ষা করার সর্বপ্রকার ব্যবস্থা সরকার গ্রহণ করেছেন। পূর্বে ত্রিপুরার জনগণের এই আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি সম্বন্ধে ধারণাই ছিল না। কৃত্রিম প্রজনন সম্বন্ধেও এখানকার লোকের কোন ধারণাই ছিলনা। আর আজ সরকার কৃত্রিম প্রজনন কেন্দ্র ত্রিপুরার স্থানে স্থানে খুলেছেন। কৃষকেরা এর ফলে আজ উন্নত ধরণের বলিষ্ঠ গাই বাছুর পাচ্ছে। এক পোয়া দেড় পোয়া দুধ দিতো দেশী গাই। সে স্থলে রাশিয়া, রাজস্থান, উত্তর প্রদেশ ও পাঞ্জাব ইত্যাদি স্থান থেকে উন্নত ধরণের গো-জাতির বীজ এখানে বিতরণ করা হচ্ছে এবং দেশী গাভীর সংমিশ্রণে বলিষ্ঠ বাছুর পাওয়া যাচ্ছে। ত্রিপুরার প্রায় সর্বত্রই তাই আজ দেখা যায় উন্নত ধরণের অনেক গরু, অনেকের ঘরে আজ উন্নত জাতের দুগ্ধবতী গাভী আছে। কাজেই আজ মানুষকে রক্ষা করার জন্য ত্রিপুরা সরকার যেমন চেষ্টা করছেন তেমনি গো-জাতিকে রক্ষা করার জন্যেও প্রচেষ্টা চলছে। কিছু সংখ্যক স্বার্থান্বেষী ত্রিপুরার জনগণকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছেন। কিন্তু বাস্তব যা, যা সত্য তা প্রকাশিত হবেই। তাদের অপ প্রচারে কেউ বিভ্রান্ত হবে না। সেই সভ্যতা আছে বলেই মানুষ এবং গরুর ক্ষেত্রে চিকিৎসার প্রসার আমরা দেখতি পাচ্ছি। শুধু চিকিৎসা এবং শিক্ষা নয় আরও বিভিন্ন দিক দিয়াও ত্রিপুরার উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। কৃষির ক্ষেত্রেও ভারত সরকারের সহায়তায় ত্রিপুরা যে উন্নতি করেছে এটাও আগের চেয়ে কোন অংশে কম নয়। ত্রিপুরার যারা আদিবাসী এবং পুরাতন বাসিন্দা তারা বলতে পারেন যে ত্রিপুরা কৃষি ক্ষেত্রে কতটুকু উন্নতি লাভ করতে পেরেছে। statistics এর মাধ্যমে যদি হিসাব করি তাহলে আমরা দেখতে পাব ত্রিপুরা আগের চেয়ে বর্তমানে অনেক বেশী ধান উৎপাদন করিতেছে। এটি কেউ অস্বীকার করিতে পারিবে না। অনেক অন্নভোগী লোক যারা বলেন কৃষির জন্য ত্রিপুরা সরকার কিছুই করেন। নাই তারা কি অস্বীকার করতে পারবে যে বাবা দাদার আমলে যা উৎপাদন হত, তার চেয়ে বর্তমানে অনেক বেশী উৎপাদন হইতেছে? সেটা তারা কি অস্বীকার করতে পারবেন? যদি অস্বীকার করার সাহস থাকে তবে দুটো statistics পাশাপাশি রাখুক, তারা এটা দেখিয়ে দিক যে আগের থেকে ফসল কমে যাচ্ছে, এ কথা তারা বলতে পারবেনা, সত্যকে নিয়ে challange করবার সাহস তাদের নাই। মানুষকে ভাওতা দিয়ে, ভুল তথ্য মানুষের নিকট পরিবেশন করে, তাদের বিপথে চালিত করবার জন্য তারা এ কথাগুলো বলছে। এটা ছাড়া ভাল প্রচেষ্টা তারা করছেনা, সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করবার প্রচেষ্টা তারা করে নাই। সেজন্য সত্যকে ঢাকা দেবার চেষ্টা তারা করছেন। হয়ত তারা বলতে পারবেন যেভাবে মানুষ বেড়েছে সেই সকল মানুষের সারা বৎসরের খাওয়ার মত অন্নের সংস্থান কি আমরা করতে পেরেছি? তাহলে আমি তাদেরকে

বলব ত্রিপুরার জমি কি আগের থেকে বৃদ্ধি হয়েছে? জমি তো বাড়ে নাই। যেভাবে লোক বৃদ্ধি হচ্ছে সে হারে জমি বাড়ে নাই। কাজেই আমি বলব, বলার আগে তাদের চিন্তা করা উচিত, যে আমি কোথায় আছি এবং আমার প্রচেষ্টা কি হবে। আমি কি সত্যের অপলাপ করছি, নাকি কোন অসত্যকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করছি। কোন সমালোচনা করার আগে তাদের ভাবতে হবে যে তিনি কি এই দেশের মানুষ, নাকি আমদানি করা কোন দেশের মানুষ, আমি কি আমার বুদ্ধি দিয়ে চলি, নাকি আমদানী করা কোন দেশের কথা বলি। আমদানি করা কোন বুদ্ধি এদেশে প্রতিষ্ঠিত হবে না এবং এদেশের মানুষ গ্রহণ করবে বাস্তব সত্যকে, এজন্যই তারা হল সত্যের সন্ধানী। কৃষি ক্ষেত্রে আমরা কি দেখি! আমরা দেখি কৃষকরা যাতে বৎসরের খোরাক পেতে পারে তার জন্য সরকার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আমরা সমস্ত মানুষের সারা বৎসরের খোরাকীর ব্যবস্থা করতে পারছিনা। কেন পারছিনা? এই "কেন" এর যদি বিশ্লেষণ করি তাহলে দেখতে পাই আমরা হয়ত এ বৎসর হিসাব করে দেখি যে এত লক্ষ টন খাদ্য ত্রিপুরাতে উৎপাদন করব, এত পরিমাণ জমি আবাদ করব। কিন্তু পরবর্তী বৎসরে দেখা গেল তার থেকে ২ | ৩ লক্ষ লোক বৃদ্ধি পেয়েছে। কাজেই এই পরিকল্পনার সাথে খাপ খাওয়ানো যাচ্ছেনা। সেজন্য মাঝে মাঝে Supplementary budget করে এই সমস্যাটাকে সমাধান করা হয়। এই সুযোগ নিয়ে যারা প্রতিক্রিয়াশীল লোক তারা মানুষের সর্বনাশ করার জন্য ব্যস্ত। মানুষকে অনাহারে রাখবার জন্য ব্যস্ত। এখানে যারা উদ্বাস্তু হয়ে আসছে তাদের সরকার রক্ষা করতে পারবেনা, এ হল তাদের বক্তব্য। তারা যে কোন ধরণের এবং কোন দেশের, আমি তা বুঝতে পারিনা। তাই আমি বলব পদে পদে বাধা না দিয়ে মানুষকে রক্ষা করবার জন্য ত্রিপুরা সরকার যে Policy করছেন সেই Policyকে গ্রহণ করবার জন্য আপনারা এগিয়ে আসুন। মানুষকে ধ্বংস করার পদ্ধতি পরিত্যাগ করুন। নতুবা একদিন এই ধ্বংস আপনাদের উপরেই এসে পড়বে। এই জন্যই বলছি ত্রিপুরা সরকারের অধিক ফলনের যে প্রচেষ্টা সেই প্রচেষ্টাকে গ্রহন করুন। কিছুক্ষণ আগে মাননীয় একজন সদস্য বলেছেন যে উৎলা landকে ভাল জমিতে পরিণত করার চেষ্টা নিয়াছিলেন Marshy land কে ভাল জমিতে রূপান্তরিত করার প্রচেষ্টা সরকার নিয়েছেন। আপনাদের এই budget অধিবেশন তো আজ কয়েক দিন যাবত চলল। কিন্তু মাননীয় সদস্যরা তো এই উৎলা জমি সংস্কারের কোন কথা বললেন না। আমি বলব আপনাদের সরকার কৃষি উৎপাদনের জন্য যে প্রচেষ্টা নিয়েছেন তাকে সমর্থন করার জন্য আপনারাও এগিয়ে আসুন। যদি আপনারা এগিয়ে না আসেন এবং এভাবে বাধার সৃষ্টি করেন তাহলে আপনারা সমাজের কাছে হবেন পাপী, সমাজদ্রোহী এবং নগন্য। আজ ২।৩ বৎসর যাবত দেখতে পাই ত্রিপুরায় সমাজদ্রোহীদের অত্যাচার দিন দিন বাড়ছে। তারা স্কুলগৃহে, বাজারে, মানুষের বাড়ীতে আগুন ধরিয়ে দেয় এবং অন্যান্য ধ্বংসাত্মক কাজ করে। তারা কারা এবং তারা কোথায় আছে? তারা ত্রিপুরাতেই আছে। চিনি, চিনি মনে হয়, চিনিতে না পারি। দেখে যে মনে হয় চিনি, কিন্তু বলতে পারি না। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হল পবিত্র প্রতিষ্ঠান। এই পবিত্র

প্রতিষ্ঠান থেকে মানুষ তৈরী হবে, শিক্ষিত হয়ে উঠবে। কিন্তু এই পবিত্র প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংস করার প্রচেষ্টা কি ধরণের মানুষের হতে পারে আমি তাহা বুঝে উঠতে পারি না। কাজেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো যাতে এভাবে ধ্বংস করা না হয় তার জন্য আমি সবাইর নিকট আবেদন রাখব। শুধু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যে ধ্বংস করা হচ্ছে তা নয়। রাস্তাঘাটের পুলের মধ্যে আগুন লাগিয়ে দেয় যোগাযোগ ব্যবস্থায় বিভিন্ন করবার জন্য। এর কি উদ্দেশ্য থাকতে পারে? যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হলে তারা কি মনে করে যে বৈদেশিক শক্তি এখানে বিমান আক্রমন করতে পারবে? কিছুদিন পূর্বে পাকিস্তান সরকার আমাদের একটা বিমান ছিনতাই করে আটকে রেখেছিল। তার ফলে ভারত সরকার আমাদের আকাশ সীমা দিয়ে পাক বিমানের চলাচল নিষিদ্ধ করে দিলেন। কাজেই পাক বিমান আমাদের দেশের আকাশ সীমা দিয়ে চলার সুযোগ নিয়ে বোমা ফেলার সুযোগ আর পাবেনা। সুতরাং এই দুরভিসন্ধি মুলক কাজ না করে যাতে সমৃদ্ধিশালী ত্রিপুরা গঠন হয় তারজন্য তারা যেন এগিয়ে আসেন এই আমি অনুরোধ করছি। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি ইত্যাদি বিষয়ে কিছু কিছু করে আমি আমার বক্তব্য পেশ করেছি। কাজেই হাউসের কাছে আমার এই অনুরোধ মাননীয় সদস্যরা যেন এই সমাজদ্রোহীদের হাত হতে ত্রিপুরা বাসীদের রক্ষা করার জন্য সজাগ থাকেন। মন্ত্রী মহোদয়ের নিকট অনুরোধ সরকার যেন ব্যবস্থা গ্রহণ করেন যাতে যারা সমাজদ্রোহী মানুষ তাদের যেন ধরা হয় এবং তাদের ধরে এমনভাবে শাস্তি দেওয়া হয় যেন ভবিষ্যতে এই ধরণের সমাজদ্রোহী কাজ ত্রিপুরাতে না ঘটে। প্রতিটি মানুষ তাদের ধাওতাবাজিতে না ভুলেন। এই বলে আমি বাজেটের সমর্থনে আমার বক্তব্য রেখে এখানে শেষ করছি।

Mr. Deputy Speaker :— Now I call on Hon'ble Member Shri Rabindra Chandra Deb Rankhal.

Shri Rabindra Ch. Deb Rankhal :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় অর্থমন্ত্রী ১৯৭১-৭২ সালের যে বাজেট এই হাউসে পেশ করেছেন তাহা আমি সর্ব্বান্তকরণে সমর্থন জানাচ্ছি। ত্রিপুরায় কৃষির উন্নতির জন্য, যোগাযোগ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, প্রভৃতিখাতে এই বাজেটে যেভাবে ব্যয় বরাদ্দ ধার্য্য করা হয়েছে তার জন্য আমি মাননীয় অর্থমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এই বাজেট আলোচনা করতে গিয়ে বিরোধী দলের মাননীয় সদস্যরা যেভাবে ভাষণ দিয়েছেন, আমি তার বিরোধীতা করছি। আমার মনে হয় উনারা জেনেও জানেন না এবং দেখেও দেখেন না। মনে হয় ত্রিপুরাকে যতই অনুন্নত করা যায় ততই তাদের লাভ। মাননীয় সদস্য অঘোর দেববর্ম্মা মহাশয় রাইমা শর্ম্মা এবং গণ্ডাছড়া এলাকার কথা বলতে গিয়ে বলেছেন তথায় চিকিৎসার সুযোগ সুবিধা নাই। কিন্তু আমি বলব বহু আগেই রাইমা শর্ম্মাতে এবং গণ্ডাছড়াতে ডাক্তারখানা করা হয়েছে এবং ঔষধ পত্রের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তবে রাইমা শর্ম্মাতে কয়েক বৎসর যাবত ডাক্তার নাই, একথা আমি বহু আগে কর্তৃপক্ষকে অবগত করিয়েছি। গণ্ডাছড়াতে ডাক্তার আছে। সেটাকে P. H. C. করার জন্য পরিকল্পনা আছে বলে আমি জেনেছি।

এটা যাতে বর্তমান বৎসরের বাজেট থেকে কার্য্যকরী করা হয় তার জন্য আমি মাননীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রীকে অনুরোধ জানাচ্ছি। উনারা বলেছেন ত্রিপুরাতে কিছুই উন্নতি হয়নি। আমি বলব গণ্ডাছড়াতে আগে কি ছিল আর এখন কিরূপ উন্নতি হয়েছে। উনারা দেখে ও যদি না দেখার ভান করেন তবে আমার বলার কিছুই নাই। তবে রাস্তাঘাট করার আরও বাকী আছে, এটা আমিও স্বীকার করি। ত্রিপুরার অনুন্নত জায়গায় এখনও যোগাযোগের অসুবিধা এটা ঠিক। কাজেই ঐ সকল দুরভিগম্য স্থানগুলিতে যাতে যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি যোগাযোগের ব্যবস্থা করা হয় তারজন্য আমি পূর্ত্তবিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীকে অনুরোধ করেছি। বিরোধী দলের সদস্যরা পাহাড়ে গেলে 5th Scheduleএর কথা বলেন, আবার বাঙ্গালীর নিকট আসলে বলেন পুনর্ব্বাসনের কথা। কাজেই সবাইর নিকট তারা দু রকম নীতি নিয়ে কথা বলছেন। একটা প্রবাদ আছে। চোরকে বলে চুরি করতে, গৃহস্থকে বলে সজাগ থাকতে। এটা হল তাদের নীতি। একথা প্রমাণস্বরূপ আমি বলছি—গণ্ডাছড়াতে রিফুইজিদের একটা Camp করার জন্য যখন যাওয়া হল তখন তারা বাধার সৃষ্টি করেছিল একটা রিফুইজী কলোনী আগুন দিয়ে পুড়িয়া দিল এবং সেখানকার একটি পুল ভেঙ্গে দিল যাতে বাহিরের সাথে যোগাযোগের সুবিধা না থাকে। এভাবে ত্রিপুরাতে যাতে বিশেষ উন্নতি না হয় এবং একটা বিরোধ সৃষ্টি করে রাখতে পারে তার জন্য তাঁরা সব সময় চেষ্টা করছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, ত্রিপুরাতে দুর্গম অঞ্চলে যাতে যানবাহন চলাচল, শিক্ষা বিস্তার, জনস্বাস্থ্যের উন্নতি হয় সেজন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করে এবং এই বাজেট সমর্থন করে এখানেই আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Deputy Speaker ;—Discussion will be resumed on 26th March, 1971. The House is adjourned till Friday, the 26th March, 1971.

———

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE GOVERNMENT OF UNION TERRITORIES ACT, 1963.

26th March, 1971.

The House met in the Assembly Chamber, Agartala at 11 A. M. on Friday, the 26th March, 1971.

PRESENT

Shri Manindra Lal Bhowmick, Speaker in the Chair, the Chief Minister, 3 Ministers, the Deputy Speaker, the Deputy Minister and 23 members.

QUESTIONS

Mr. Speaker :— To-day, in the list of business are the following questions to be answered by the Ministers concerned. Short Notice Question – Shri Naresh Roy.

Shri Naresh Roy :— Short Notice Question No. 183.

Shri Sachindra Lal Singh :— Mr. Speaker Sir, Short Notice Question No. 183.

প্রশ্ন

১। ৭-৩-৭১ইং লোকসভার নির্বাচনে অনেকাংশে পোলিং বুথগুলি পরিবর্ত্তন করার কারণ কি ;

২। ইহা কি সত্য যে এই পরিবর্ত্তন দ্বারা ভোটারগণকে যথেষ্ট হয়রান করা হইয়াছে এবং অনেক ভোটারই ভোটদানে বঞ্চিত হইয়াছেন ?

উত্তর

১। প্রত্যেক নির্বাচনের সময় ভোটার তালিকার পুনর্বিন্যাস হেতু ও নির্বাচন আয়োগের (Election Commisson এর) নির্দ্দেশানুযায়ী ভোট স্থানের অবস্থান (পোলিং বুথ) নির্দ্ধারিত হয়।

২। ভোটস্থান কখনও স্থায়ীভাবে নির্দ্ধারিত হয় না। কাজেই পরিবর্ত্তন দ্বারা হয়রানের প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীনরেশ রায় :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে ভোট পাওয়ার উদ্দেশ্যে এই সব ভোট কেন্দ্রগুলির পরিবর্ত্তন করা হয়েছিল এবং এই নির্বাচনের সময়ে সেই সুযোগ পাওয়া গিয়েছিল কিনা ?

শ্রী এস. এল. সিংহ :— অনেক ক্ষেত্রে অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছিল, এটা আমাদের জানা আছে।

শ্রীনরেশ রায় :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে সব অসুবিধার কথা এখানে বল্লেন, সেই অসুবিধাগুলি কি কি জানাবেন কি ?

শ্রী এস, এল সিংহ :— প্রথম যে অসুবিধাটা, সেটা হল একটা কেন্দ্র অন্য আর একটার থেকে ২/৩ মাইল দূরে পড়ে গেছে। আবার কোন কোন জায়গায় ডাবল ভোটারও হয়েছে। আবার কোন ভোটারের নাম যে কেন্দ্র থাকার কথা সেই কেন্দ্র না থেকে অন্য কেন্দ্রে আছে, তাতে করে ডাবল ভোটার হওয়ার সম্ভাবনা বেশী। কিন্তু তাহলে কি হবে, আমরা তো ভোটারের হাতে কালি দিয়ে দেই, এটাকে পরিবর্ত্তন করা সম্ভব নয়। আবার কতগুলি হয়েছে ফেমিলীর সিরিয়েল নাম্বার হাউস অনুসারে ঠিক হয়নি, অর্থাৎ ফেমিলী-ওয়াইজ হয়নি। একই ফেমিলীর একজনকে যেতে হয়েছে এক কেন্দ্রে আর অন্য জনকে যেতে হয়েছে আর এক কেন্দ্রে। এই ধরণের কতগুলি এ্যানামলিজ পাওয়া গেছে।

শ্রীবিনয় ভূষণ ব্যানার্জী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে ভোটের সেন্টার সাধারণতঃ কতটুকু দূরে দূরে হওয়া উচিত ? যাতে করে ভোটারদের সুবিধা হতে পারে।

শ্রী এস, এল, সিংহ :— জেনারেলী ৩ কিলো মিটার।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলতে পারেন কি যে সব ভোটের কেন্দ্রগুলি তিন কিলোমিটারের মধ্যে হয়েছে কিনা ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :— সেটা তো আগেই বলেছি যে কোন কোনগুলি হয়েছে, আর কোন কোনগুলি হয়নি।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন এই যে পুরানো বুথগুলি নূতনভাবে পরিবর্ত্তন করা হল, সেজন্য যে লিষ্ট করা হয়েছিল সেটা নির্বাচনের কয়দিন আগে প্রকাশ করা হয়েছিল ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :— আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন এই পরিবর্ত্তিত লিষ্ট অনেক দেরী করে প্রকাশ করা হয়েছিল, যার জন্য ভোটারেরা তাদের ভোট ঠিক মত দিতে পারেনি ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই ব্যাপারে প্রত্যেক পার্টিকেই ডাকা হয়েছিল এবং তাদের কথা মত সেটা করা হয়েছিল।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে এই সব ভোট কেন্দ্রগুলি পরিবর্ত্তন করার জন্য অন্য যে সব পার্টি ছিল, তাদেরকে জানানো হয়েছিল কিনা ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :— হ্যাঁ, তাদেরকে জানানো হয়েছিল।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, পার্টিগুলিকে নিয়ে এই ব্যাপারে যে মিটিং করা হয়েছিল বলছেন, সেটা কবে ডাকা হয়েছিল ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :— আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীবিনয় ভূষণ ব্যানার্জী :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এই ভোটার লিষ্টে অনেক মৃত ব্যক্তির নামও আছে, যেটা থাকার জন্য অনেক অসুবিধা হয়েছিল ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ স্যার।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিংহ :—এই যে দোষ ত্রুটি ডিফারেন্ট ওয়েতে হল, সেটা কি কারণে হল এনকোয়ারী করবেন কি ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—আমরা নিশ্চয়ই দেখব।

শ্রীরাজমার কমলজিং সিংহ :—কার দোষে এবং কি কারণে এটা হল, এবং যার জন্য এই দোষ ত্রুটিগুলি হল, সেগুলি এনকোয়ারী করে দেখা হবে কিনা এবং শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে কি না ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—যদি ইন্টেনশনালী করে থাকে তাহলে নিশ্চয়ই গর্হিত অপরাধ করেছেন। কিন্তু সো ফার মাই নোলেজ গোজ যারা ইলেক্টর‍্যাল অফিসার এবং যারা ভোটার লিস্ট করেন এবং যারা প্রেসে দেন তারা সকলেই সরকারী কর্মচারী, তাদের উপর আমরা নির্ভর করি, যদি ইচ্ছা করে কেউ কিছু করে থাকে স্পেসিফিক প্রমাণ যদি কতকগুলি দিতে পারেন তাহলে নিশ্চয়ই আমরা দেখব। উই শুড এনকোয়ের এ্যাবাউট দিজ।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—যেহেতু এবারকার নির্ব্বাচনে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি গোচরে অনেকগুলি ভুল ভ্রান্তির বিষয় আনা হয়েছে, উনিও স্বীকার করেছেন যে দোষত্রুটি হয়েছে, সেই হেতু আগামী নির্ব্বাচনে যাতে এই ধরণের ভুল ভ্রান্তি কি পুলিং সেন্টারের ব্যাপারে বা নাম-এর লিষ্টের বিষয়ে না হয়, তার জন্য এখন কোন পরিকল্পনা নিয়ে সেগুলি করা যায় কি না, হোল ভোটার লিষ্টটা রিভিউ করে সিষ্টিমেটিক্যালী কাজ করে এবং জনসাধারণের সহযোগিতা নেওয়ার পরিকল্পনা আছে কি না এবং যদি না থাকে, সরকার সেটা বিবেচনা করবেন কিনা ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি আগেই বলেছি আমরা রিভিউ করার চিন্তা করছি এবং যখন রিভিউ করব, নিশ্চয়ই সমস্ত পার্টির কো-অপারেশান চাইব এবং জনসাধারণের কো-অপারেশন চাইব।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৬০।

শ্রীএস, এল, সিংহ :—কোয়েশ্চান নাম্বার ৬০ স্যার।

QUESTION.

1. Whether the Govt. has any scheme for the improvment of Maharajganj Bazar (Puran Bazar) Market in Khowai Town ; and
2. If so, the present position of that scheme ?

ANSWER.

1. Yes.
2. Estimates for improvment of the Bazar have been prepared and fund amounting to Rs. 1,26,900·00 has been sanctioned.

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাসগুপ্ত :—এই যে ১ লক্ষ ২৬ হাজার ৯ শত টাকার এষ্টিমেট, সেটা কোন বছর করা হয়েছে ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—আই ডিম্যাণ্ড নোটিশ।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—এই যে এষ্টিমেট করা হয়েছে সেই এষ্টিমেটকে রূপদান করার জন্য টারগেট ডেট আছে কি না এবং কোন সময়ের মধ্যে এটা কার্যে রূপদান করা হবে এবং আগামী বছরের মধ্যে কাজ হওয়ার কোন প্রস্তাব সরকারের আছে কিনা এবং সরকারের যথেষ্ট ফাণ্ড আছে কি না ?

Shri S. L. Singh :—The improvment of the market covers construction of sheds for stalls, construction of drainage and development of sites. The work has been taken up.

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, এই পর্যন্ত কি কি কাজ করা হয়েছে ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—আই ডিম্যাণ্ড নোটিশ।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, এই পর্যন্ত কত টাকা ব্যয় হয়েছে ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :—আই ডিম্যাণ্ড নোটিশ স্যার।

Mr. Speaker :—Shri Aghore Deb Barma.

Shri Aghore Deb Barma :—Question No. 76

Shri S. L. Singh :—Question No. 76 Sir.

প্রশ্ন

১। গত বৎসর (১৯৭০-৭১) চড়িলাম বাজার অগ্নিদগ্ধ হওয়ার পর বাজারের বাজার ভিটির মালিকগণ Fire Victims লোন পাওয়ার জন্য রাজ্য সরকারের কাছে দরখাস্ত করিয়াছিলেন কি না ;

২। যদি তাহাদের দরখাস্ত রাজ্য সরকার পেয়ে থাকেন ইহার মূলে দরখাস্তকারীদের নামে Fire Victim লোন মঞ্জুর হয়েছে কি না ?

৩। তা হয়ে না থাকলে কারণ ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। না।

৩। ঋণ পাওয়ার যোগ্য ব্যক্তিকে ঋণ দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, চড়িলাম বাজারের অগ্নিদগ্ধ হয়ে যারা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন, তাদের জন্য যে ফায়ার ভিকটিম লোন মঞ্জুর করা হয়ে থাকে, তার পরিমাণ কত এবং জনপ্রতি কত টাকা করে মঞ্জুর করা হয়েছে ?

Shri S. L. Singh :—The loss sustained due to the fire accident was estimated at about Rs. 3,95,000/-. Considering the distressed condition of the fire victim Rs. 2,500/- was paid to them @ Rs. 50/- per family as gratuitious relief. The procedure of sanction of loan to the fire victims is that the amount of loan to be given in each will be 50% of loss subject to the maximum of Rs. 5,000/- in each case.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন ফায়ার ভিকটিম লোন কতজনকে দেওয়া হয়েছে এবং কখন দেওয়া হয়েছে ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেই বলেছি যে, দরখাস্ত না হলে পরে সেটা পাওয়া যায় না, দরখাস্ত যদি হয়ে থাকে সেই অনুসারে যোগ্য ব্যক্তিকে দেওয়া হয়ে থাকে।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ১ নং প্রশ্নোত্তরে বলেছেন হ্যাঁ দরখাস্ত পাওয়া গিয়াছে, তাহলে কতটা দরখাস্ত পাওয়া গেছে ? তারপর বলা হয়েছে যে দেওয়ার আদেশ দেওয়া হয়েছে, এই দুইটি কথা থেকে বুঝা যায় দরখাস্ত করেছেন। কতজনের দরখাস্ত পড়েছে এবং কতজনকে দেওয়ার আদেশ দেওয়া হয়েছে এবং কত টাকা করে রিকমাণ্ড করা হয়েছে, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, দুই নম্বর কোয়েশ্চানের উত্তরে বলা হয়েছে না', আর এক নম্বর কোয়েশ্চানের উত্তরে বলা হয়েছে 'হ্যাঁ'।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাসগুপ্ত :—আর তিন নম্বর কোয়েশ্চানের উত্তর না পাওয়ার কারণ কি বলা হয়েছে ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—যোগ্য ব্যক্তিকে ঋণ দেওয়ার নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—কতজন দরখাস্ত করেছে, তারমধ্যে কতজন যোগ্য ব্যক্তি এবং তারা কারা তাদের নাম জানাবেন কি ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ স্যার।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই কোয়েশ্চনটা অত্যন্ত রিলিভেণ্ট কোয়েশ্চান, তারজন্য সেপারেট কোয়েশ্চান হতে পারে না। আমি মনে করি এই কোয়েশ্চানের রিপলাইটা সাবসিকোয়েণ্ট ডেটে এই ফ্লোর অব দি হাউসে জানিয়ে দেওয়া হউক অথবা মেম্বার কনসারণ্‌কে রিটন কমিউনিকেট করা হউক।

শ্রী এস, এল, সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ডিমাণ্ড নোটিশ ফরমে যে লিগ্যালিটি আছে, সেই অনুসারেই ডিমাণ্ড নোটিশ চাওযা হয়েছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পাবেন, যোগ্য ব্যক্তি হিসাবে কতজনকে বিবেচনা করা হয়েছে ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ স্যাব।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় কি বলতে পারেন, যোগ্য ব্যক্তির ক্রাইটারীয়া কি ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—যোগ্য ব্যক্তির ক্রাইটারীয়া যোগ্য ব্যক্তি স্যার।

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :—ইট ইজ এ ম্যাটার অব রিগ্রেট স্যার। এক বৎসর আগে আগুন লেগেছে, এক বৎসর পর্যন্ত ঋণ পায় নাই, তারপর বলা হচ্ছে দেওয়া হবে......

Mr. Speaker :— Hon'ble Member you are delivering lecture, I can not allow any debate on the question.

Shri Taritmohan Dasgupta :—This reply should be given.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তিনি যে সমস্ত উত্তর এই প্রশ্নে দিলেন—আমাদের রুলসে আছে যে ক্লীয়ার এবং ক্যাটাগরীক্যাল আনসার দিতে হবে, কিন্তু তিনি এখানে এভয়েড করার চেষ্টা করছেন। কাজেই এই প্রশ্ন করার কি জাষ্টিফিকেশান আছে ? আমি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের সাহায্য চাইছি এই বিষয়ে যাতে আমরা ক্লীয়ার এবং ক্যাটাগরীক্যাল রিপ্লাই পেতে পারি।

Shri S. L. Singh :—I have given clear reply to the question

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তিনি যে সমস্ত উত্তর এই প্রশ্ন প্রসঙ্গে দিলেন, আমাদের রুলসের মধ্যে আছে আমাদের প্রশ্নের উত্তর ক্যাটাগরীক্যাল এবং ক্লীয়ার কাট করে দিতে হয়। কিন্তু তিনি অ্যাভয়েড করতে চান এবং আমি আশা করি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এই ব্যাপারে সাহায্য করবেন যাতে আমরা ক্লীয়ার এবং ক্যাটাগরিক্যাল উত্তর পাই।

শ্রীএস, এল, সিংহ :—I have given clear cut reply.

Mr. Speaker :—Hon'ble Minister says that he was given clear cut reply to all your questions.

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—আমরা যখন ডিসপুট দেব তখন আপনি লক্ষ্য করবেন স্যার, উত্তরটা ক্লীয়ার কাট কিনা ?

Mr. Speaker :—But he has asked for notice. In that case how can I ask him for reply ?

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :— ইফ আই অ্যাম নট মিস্‌টেকেন, আমরা অনেক সময় দেখেছি যে ফরম্যাল রিপ্লাইটা তিনি এইভাবে অ্যাভয়েড করতে চান। তখন আপনিই বুঝতে পারেন রিপ্লাইটা কি।

Mr. Speaker :— That is true. I may help you. Shri Aghore Deb Barma.

Shri Aghore Deb Barma :—Question No. 77.

Shri S, L. Singh :— Mr. Speaker, Sir, question No. 77.

QUESTION

১। সদর দক্ষিণ অঞ্চলে চড়িলাম বাজার পুরাতন জায়গা থেকে স্থানান্তরিত হওয়া সম্পর্কে রাজ্য সরকারের প্রসাশনিক কর্তৃপক্ষ অবগত আছেন কি ?

২। যদি রাজ্য সরকার অবগত থাকে চড়িলাম বাজার কমিটি কিংবা স্থানীয় ব্যবসায়ীদের পক্ষ থেকে কোন রকম দরখাস্ত পেয়েছেন কিনা ;

৩। পেয়ে থাকলে দরখাস্তের বক্তব্যগুলি কি, এবং রাজ্য সরকারের বক্তব্য কি ?

ANSWER

১। হ্যাঁ।

২। হ্যাঁ।

৩। চড়িলাম বাজারের স্থায়ী দোকানদার হইতে এই মর্ম্মে এক দরখাস্ত পাওয়া গিয়াছে যে বিগত ৫ | ৫ | ৭০ইং তারিখে অগ্নিকাণ্ডের ফলে তাহারা প্রভূত আর্থিক সংকটের সম্মুখীন হইয়াছে ও অত্যন্ত কষ্টে তাহারা তাহাদের দোকান পুনর্নির্ম্মাণ করিতেছে এবং এই অবস্থায় যদি চান্দিয়ানা মহাল স্থানান্তরিত হয় তবে বর্ত্তমান বাজার নষ্ট হইয়া যাইবে ও ভবিষ্যতে তাহাদের প্রাপ্য টাকা আদায়ের সুযোগ নষ্ট হইবে। দরখাস্তের বিষয়গুলি সরকারের পরীক্ষাধীনে আছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে একটা বাজার চড়িলাম বাজারের গত ১৯৭০-৭১ সালে ইজারা মহালের টাকা কত ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন একটা বাজার চালু অবস্থায় থাকলে কোন বাজার সরকারী পারমিশন ব্যতীত স্থানান্তরিত হতে পারে কিনা ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—এমন কোন আইন নাই যে—আমি নিজে একটা বাজার করতে পারি। বাজার করে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষন করে বাজার পেতে পারি।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তিনি বলেছেন যে আইন নাই। একটা বাজার ইজারা মহাল আছে, গভর্ণমেণ্ট একটা ইনকাম পাচ্ছে। সেই অবস্থায় পাশে এই বাজারটা ভেঙ্গে অন্যত্র বাজার করতে পারে কিনা আমি সেই প্রশ্ন করেছি।

শ্রী এস, এল সিংহ :—বাজার ভেঙ্গে অন্যত্র বাজার করা হয়েছে। কথা হল খাস ল্যাণ্ডে আমি বাজার করব এবং সেজন্য অনুমতি দেওয়া হোক। সরকার বলেছেন দিস ইজ আণ্ডার কনসিডারেশন।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা:—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন গত ১৯৭০ সালে ইজারা মহালের যে টাকা ছিল সেই টাকা গভর্ণমেন্ট পেয়েছেন কিনা ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রী অঘোরদেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন ঐ বাজারটা অন্যত্র শিফট করার ফলে গভর্ণমেন্টের যে টাকাটা পাওয়ার কথা সেই টাকাটা পায় নাই ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

Mr. Speaker :—There is one Unstarred Question to-day. The Minister may lay on the Table of the House reply of the Unstarred Question.

CALLING ATTENTION.

Mr. Speaker :— I have received Calling Attention Notices from the following members · (1) Shri Jatindra Kumar Majumder and (2) Shri Rajkumar Kamaljit Singh on the subject—"গত ২৩শে মার্চ ১৯৭১ ইং রাত্রিতে খোয়াই মহকুমার উত্তর ঘিলাতলীর কংগ্রেস কর্মী শ্রীসুরেন্দ্র দেববর্ম্মাকে ঘরের দরজা ভেঙ্গে মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রের দ্বারা আঘাত করা সম্পর্কে"।

"ত্রিদলীয় চুক্তি অনুসারে গত ২৪শে মার্চ আগরতলাতে নিরীহ দিনমজুরদের ন্যায্য মুল্যের দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে মহাজনদের দ্বারা দলবদ্ধ আক্রমণ সম্পর্কে"। I have given consent to the motions of Shri Majumner and Shri Singh. I would request the Hon'ble Minister in-charge of the department to make a statement. If the Hon'ble Minister is not in a position to make a statement to-day he will kindly give me a date when the Calling Attention Notices will be shown on the order paper for a statement.

শ্রী এস, এল, সিংহ :—"ত্রিদলীয় চুক্তি অনুসারে গত ২৪'শ মার্চ্চ আগরতলাতে নিরীহ দিনমজুরদের ন্যায্য মূল্যের দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে মহাজনদের দ্বারা দলবদ্ধ আক্রমণ সম্পর্কে" statement may be given on 29th March, 1971 and

"গত ২৩শে মার্চ্চ ১৯৭১ ইং রাত্রিতে খোয়াই মহকুমার উত্তর ঘিলাতলীয় কংগ্রেস কর্মী শ্রীসুরেন্দ্র দেববর্ম্মাকে ঘরের দরজা ভেঙ্গে মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রের দ্বারা আঘাত করা সম্পর্কে" Statement may be given on 31st March, 1971.

Mr. Speaker—Hon'ble Members, in all 16 nomination papers have been received by the Secretary for election to the Public Accounts Committee and Committee on Estimates, 8 candidates for each of the Committees. Names of the Candidates are as follows. All the nomination papers are found to be in order on scrutiny.

FOR PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

1. Shri Abhiram Deb Barma.
2. Shri Aghore Deb Barma.
3. Shri Abdul Wazid.
4. Shri Upendra Kr. Roy.
5. Shri Suresh Ch. Choudhury.
6. Shri Ershad Ali Choudhury.
7. Shri Kshitish Ch. Das.
8. Shri Rajkumar Kamaljit Singh.

FOR COMMITTEE ON ESTIMATES

1. Shri Bidya Ch. Deb Barma.
2. Shri Bajuban Riyan.
3. Shri Monomohan Deb Barma.
4. Shri Debendra Kishore Choudhury.
5. Shri Nishi Kanta Sarkar.
6. Shri Benoy Bhushan Banerjee.
7. Shri Rabindra Ch. Deb Rankhal.
8. Shri Sunil Ch. Dutta.

Mr. Speaker :—I have an anouncement to make in regard to the motion passed by the House on 18.3.71 adopting the 11th Report of Committee on Privileges. In this connection I will take necessary step to summon Shri Bhupendra Ch. Dutta Bhowmik, the editor, Dainik Sangbad to the bar of the House to carry out the sentence pronounced upon him by the House.

GENERAL DISCUSSION ON BUDGET

Mr. Speaker :—Next Business to-day is the General discussion on Budget Estimates for 1971-72. It is continuing I would now call on Hon'ble Member Shri Promode Rn. Dasgupta to start discussion

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত ঃ—মাননীয় স্পীকার স্যার, প্রথমতঃ এত বাজেট নিয়ে আলোচনা করার পূর্বে গতকল্য আপনার অনুরোধ সত্বেও আমি যে পার্টিসিপেট করতে পারিনি সেজন্য আমি অত্যন্ত দুঃখিত। সেই কারণে আমাদের ৫টা পর্যান্ত যে টাইম লিমিট ছিল, তার পূর্বেই এই বাজেট ডিসকাশনকে থামিয়ে দিতে হয়েছিল, সেজন্য আমি দুঃখিত তবে আজকে এই বাজেট নিয়ে আলোচনা করার যে প্রথম সুযোগ আপনি আমাকে দিয়েছেন, আমি সেজন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাই।

স্যার এই যে ১৯৭১—৭২ সালের বাজেট, এটা হল মেড ইন দিল্লী। * * * এটাকে কেন তিনি এই হাউসে এনেছেন? এনেছেন এই কারণে, আমরা যারা এই হাউসের মেম্বার আছি তারা যেন এটাকে সাটিফাইড করিয়ে দেই, সেজন্য এটাকে হাউসের সামনে আনা হয়েছে। অতএব যেটা মেড ইন দিল্লী, তার ইন ভেরিয়াস কম্পজিশান, অল আর ম্যানুফেকচাড বাই দিল্লী অথারিটি। * * * তাহলে আমাকে একটু ক্ল্যারিফাই করতে দিন, স্যার।

Shri S. L. Singh :—Point of order Sir, my point of order is this, "whenever there is a ruling of the speaker, whether he can clarify the ruling of the speaker? That I want to know.

Mr. Speaker :—No, that cannot be done.

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—স্যার আপনি আমাকে মাপ করবেন। আমি এই কথা বলেছি, উনি বোধ হয় জানেন না, যদিও আমরা চাইনা যে স্পীকারের রুলিং এর এগেইনষ্টে এখানে কোন সাবষ্টিউট মোশন আনা হউক।

---

* * * Expunged as ordered by the chair.

শ্রী এস এস সিংহ :—স্পীকার স্যার, I drew your attention on the point that whenever there is a ruling of the speaker, whether he can speak anything about that ruling ?

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাসগুপ্ত :—আমি স্পীকারকে একটা অনুরোধ করেছি, সেটা আবার জাজ করবেন স্পীকার নয়, চীফ মিনিষ্টার। স্পীকার স্যার, আমি এই হাউসের সামনে এই বাজেট সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে প্রথমতঃ এই কথাটুকু বললাম এবং আপনি সেটা বিবেচনা করে দেখবেন যে আমার কথাটা সত্য কি না ; এই বাজেট আলোচনা করতে গিয়ে, প্রথমেই যে কথাটা সব সময়ে উঠে থাকে, সেটা হল, আমাদের ত্রিপুরা হল একটা ইউনিয়ন টেরিটরি, আমাদের নিজস্ব কোন আয় নেই, অমাদের সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের উপর নির্ভর করতে হয় এবং সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট আমাদের যা দেন তার উপরই আমাদের নির্ভর করতে হয় এবং এর পর আর কোন কথা বলাটা ঠিক নয়। স্যার, আমি একজন ভারতবাসী, আর এই যে আমাদের ইউনিয়ন টেরিটরী অব ত্রিপুরা এটা হল তার একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ, সেই জায়গাতে যে কনষ্টিটিউশান আমাদের ডাইরেকটিভ প্রিন্সিপালস অব ষ্টেট পলিসি দিয়েছে, সেটা হচ্ছে পার্ট ফোর অব দি কনষ্টিটিউশান, সেখানে লেখা আছে আর্টিক্যাল থার্টি এইটে—

"The State shall strive to promote the welfare of the people by securing and protecting as affectively as it may a social order in which justice, social, economic and political, shall inform all the institutions of the national life."

অতএব সারা ভারতবর্ষের যে সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট, যে ষ্টেট অব ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ন তার কর্তব্য হচ্ছে যে সমস্ত ষ্টেটস তার অংশ হবে, তাকে জাষ্টিস দেওয়া, তার সোস্যাল ডেভেলাপমেন্ট তার রাজনৈতিক চিন্তাধারা, তার অর্থ নৈতিক উন্নতি প্রভৃতি সমস্ত দায় দায়িত্ব তাকে অবশ্যই পালন করতে হবে, আর সেই ষ্টেটের যে রাষ্ট্রপতি হয়েছেন, তিনি হচ্ছেন আমাদের মাননীয় শ্রীগিরি। অতএব যারা বলেন, তারা আমাদের দয়া দাক্ষিণ্য করছেন, সেটা ঠিক নয়। ইট ইজ আওয়ার ইনহেরেন্ট রাইট ডিরাইভড ফ্রম দি কনষ্টিটিউশান। অতএব মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি যেটা এখানে বলেছিলাম, সেদিকে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তারপরে আমি যে কথাটা এখানে বলতে চেয়েছিলাম, সেটা হল আমাদের এই বাজেটটা নিয়ে আলোচনা করতে হবে, তখন আমাদের প্রথমেই দেখতে হবে, গত বছরের বাজেটে আমাদের যে ডিমাণ্ড গুলি ধরা হয়েছিল, সেগুলির আমরা কি পরিমাণে খরচ করতে পেরেছি, অথবা সেগুলি সম্পূর্ণ-ভাবে করতে পেরেছি কি না ? এই কথা বলার কারণ আমার ফিনান্স মিনিষ্টার চিন্তা করে দেখবেন, কাজেই আমি এই বিষয়ে বেশী কিছু বলতে চাইনা, স্যার। তবে একটু একটু টাচ করে যাই। এই বছরের যে বাজেট আর গতবারের যে বাজেট ,সে বাজেট পেজ বাই পেজ আমরা যেটা পেয়েছি, এ্যাপ্রপ্রিয়েশান এ্যাকাউন্ট ১৯৬৮—৬৯ সালের, তা দিয়ে আমি প্রমাণ করে দিতে চাই যে এই বাজেট আমাদের বর্তমান ত্রিপুরার বাস্তব অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে হয়নি এবং সেজন্য বাজেটের মধ্যে যে সেভিংস আছে, তা থেকে বুঝা যাবে। দীস

বাজেট ইজ দি ডিক্লেশান অব দি আণ্ডার সেক্রেটারী অব দি গভঃ অব ইণ্ডিয়া, যেটা হচ্ছে অত্যন্ত আন রিয়েলিষ্টিক। মাননীয় স্পীকার স্যার, এই যে এ্যাপ্রপ্রিয়েশান এ্যাকাউন্টস ১৯৬৮—৬৯ তার ৩৪ নং পেজে আছে গ্রেণ্ট নাম্বার ৩৯। সেখানে আমরা দেখেছি ক্যাপিটেল আউট-লে অন ইনডাষ্ট্রিজ ইকনমিক ডেভেলাপমেন্ট, তাতে ৭ লক্ষ ২০ হাজার টাকা ধরা ছিল, আর সেখানে সেভিংস হয়েছে ৬ লক্ষ ৯৫ হাজার টাকা। এর থেকে আমরা বুঝতে পারি যে বাজেট করা হয়েছিল, সেটা কত আন-রিয়েলিষ্টিক স্পীকার স্যার, তারপরে ৩৫ নং পেজে আছে ডিমাণ্ড নং ৪১—ক্যাপিটেল আউট-লে অন ইলেকট্রিসিটি স্কীম, এখানে যে টাকা ধরা হয়েছিল, টোটাল গ্রেট সাপ্লীমেন্টারী সহ, সেটা হচ্ছে ২ কোটি ৬৮ লক্ষ ৫৮ হাজার টাকা, তার মধ্যে সেভিংস হয়েছে ১৯ লক্ষ ২৫ হাজার ৯৮৮ টাকা। একটা ছোট্ট পরিকল্পনা এর মধ্যেও যদি এইটুকু সেভিংস হয় তাহলে আমাদের পরিকল্পনাগুলি কিভাবে রূপায়িত হবে, সেটা আপনারা সবাই বুঝতে পারছেন। মাননীয় স্পীকার স্যার, তারপরে আছে ৩১ নং পেজে গ্রেণ্ট নাম্বার ৩৪, ২৮ নং পেজে আছে গ্রেণ্ট নাম্বার ২৭, ২৫, নং পেজে আছে গ্রেণ্ট নাম্বার ২৬, ১৯ নং পেজে আছে গ্রেণ্ট নাম্বার ২০। সেটা হচ্ছে আমাদের ইনডাষ্ট্রীজ ইণ্ডাষ্ট্রীতে আমরা দেখছি ৩১ লক্ষ ৯৪ হাজার টাকা ওরিজিন্যাল গ্রাণ্ট ছিল তার সাথে—যে জায়গাতে আমরা বার বার সমালোচনা করেছি, সেখানে ৩ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা সাপলিমেন্টারী গ্রাণ্ট চাওয়া হল, তার সেভিংস হচ্ছে ৬ লক্ষ ৮৭ হাজার ১৩৫ টাকা। সাপলিমেণ্টারী গ্রাণ্ট নেওয়ার কি জাসটিফিকেশান? তার কারণ বাজেট আনরিয়েলিসটিক বাজেট, তার কথাই আমি হাউসের সামনে রাখছি। তারপর স্যার বাজেট ডিসকাশনে আসতে গিয়ে আমি বাজেট'এর আয়-ব্যয়ের সাইডে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে আমাদের বাজেটের উপর নন-প্ল্যানে ব্যয় হচ্ছে ২৫ কোটি ৬৮ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা আর প্ল্যান বাজেটে ব্যয় হচ্ছে ৩৮ কোটি ৭ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের আয় যে হয়েছে, সেই আয় দাঁড়িয়েছে ১ কোটি ৮৫ লক্ষ ৮১ হাজার টাকা। মাননীয় স্পীকার স্যার আজকে এই সম্বন্ধে বলতে গিয়ে প্রথমতঃ আমার বক্তব্য রাখব রিসীট সাইডের দুই একটি বিষয়ের উপর। সেটা হচ্ছে প্রথমতঃ আমার বক্তব্য রাখছি ল্যাণ্ড রেভিন্যুর উপর। ল্যাণ্ড রেভিন্যুতে আমার বক্তব্য রাখছি এই জন্য যে আজকে আমাদের হাউসে কতকগুলি প্রশ্ন প্রস্তাব মারফত তুলে ধরা হয়েছিল সেটা হচ্ছে রেমিশন অব আউটষ্টেণ্ডিং ল্যাণ্ড রেভিন্যু, আরেকটা হচ্ছে তিন একর পর্যন্ত ল্যাণ্ড রেভিন্যু রেমিশন দেওয়া। মাননীয় স্পীকার স্যার আমরা জানি যে সার্ভে অপারেশন টাইমে যে ছয় বছর, ফাইনাল ডিক্লেরেশান না হওয়া পর্যন্ত ল্যাণ্ড রেভিন্যু উইদ হোল্ড রাখা হয়েছিল। সেই অর্ডার দিয়েছিল ডিষ্ট্রিক্ট মেজিষ্ট্রেট এবং তারপর সেই ল্যাণ্ড রেভিন্যু বিরাট পরিমানে জমে যায়, তার পরিমাণ বাড়তেই থাকে। কিন্তু কৃষকরা যখন তাদের খাজনা দিতে যায়, তহশীল তাদের বিদায় করে দেয় এই বলে যে আমরা খাজনা নিতে পারিনা কারণ উপরের আদেশ আছে। মাননীয় স্পীকার স্যার আজকে একটা গরীব কৃষকের যখন খাজনা জমে যায়, তারপর তাদের কাছে খাজনা দেওয়ার প্রস্তাব আসে তখন সে খাজনা দিতে পারেনা তারপর তার জমি সংশিত এবং নিলাম হয়ে যায়। আজকে

গণতন্ত্র ও সমাজবাদের কথা আমরা বলি এটা সত্য কথা, ডেভলাপিং কান্ট্রিগুলির খোঁজখবর যদি নেওয়া যায়, যেমন জাপান। আমি এখানে রাশিয়ার মত উন্নতিশীল দেশের কথা বলবনা। বলবনা এই জন্য যে কেপিটালিষ্ট কান্ট্রি জাপান, ল্যাণ্ড রেভিন্যু সেখানে অন ইনকাম বেসিসে নির্দ্ধারিত হয়। কিন্তু আমাদের ত্রিপুরায় নেট ল্যাণ্ডের উপর ল্যাণ্ড রেভিন্যু ধার্য হচ্ছে। জমি এককানি সম্বল যার আছে তার যা ল্যাণ্ড রেভিন্যুযার ১০০ বিঘা জমি আছে তারও একই পরিমাণ ল্যাণ্ড রেভিন্যু, এই নীতি অন্য দেশে নাই। তাই আমি বলছি প্রথমতঃ আমাদের গরীব কৃষকের উপর এই যে ছয় সাত বছরের খাজনার বোঝা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, সেই বোঝা মুকুব করে দেওয়া হউক। হ্যাঁ, একটা কথা উঠতে পারে, ফাইনান্স মিনিষ্টার যিনি, ইনকাম সাইডটা তার নজরএ বেশী এবং সেটা অস্বাভাবিক নয়। তিনি যদি আয় বাড়াতে পারেন তাতে তাঁর ক্রেডিট। কিন্তু তার জন্য গরীব কৃষকের পেট চিরে বাড়ানোটা পথ নয়, আয় বাড়ানোর পথ হচ্ছে ইণ্ডাষ্ট্রি স্থাপন, একসাইজ ডিউটিজ মারফত সেখানে আমরা আয় বাড়াতে পারি। যদি তাই করতে পারি তাহলে প্রকৃত দেশের আয় বাড়বে নতুবা বাড়বে না। এই কৃষকের খাজনার মধ্যে দিয়ে আয় কোনদিন বাড়ে না। তাই আমি বক্তব্যে একথা রাখতে চাই যে বিজ্ঞানসম্মত নীতিতে আয় বাড়ানোর কথা অর্থনীতিবিদগণ বলেছে। আর কোন ট্যাক্স—ইনডাইরেক্ট ট্যাক্স এবং ডাইরেক্ট ট্যাক্স কোথায় কিভাবে আয় বাড়ে উইদাউট টাচিং দি পুওরার সেকশান সেটা হচ্ছে গণতন্ত্র এবং সমাজবাদের নীতি। সেই দিকে বলতে গিয়ে আমি বলছি এই যে কৃষক, খাজনা মুকুব করে দিলে তারা যদি এই খাজনার চিন্তা থেকে নিশ্চিন্ত থাকতে পারে তাহলে তারা হাল গরু নিয়ে মাঠে যাওয়ার সুযোগ সুবিধা পায়, তাহলেই দেশের সমৃদ্ধি বাড়বে এবং আয় বাড়বে। মাননীয় স্পীকার স্যার তারপর এই রেভিন্যু ইনকাম কত বলতে গিয়ে আরেকটা কথা আমি বলছি তিন ষ্টাণ্ডার্ড একর পর্যন্ত খাজনা মুকুব করে দেওয়া হউক। মাননীয় স্পীকার স্যার, এই হাউসে প্রায় দেড় বছর আগে ইউনানিমাসলি একটা প্রস্তাব পাশ হয়েছিল। কিন্তু প্রস্তাব বিল এনে যে কার্যকরী করতে হয়, আজ পর্যন্ত সেই বিল আনা হয়নি। মাননীয় স্পীকার স্যার, একটা কথা হচ্ছে যে কতকগুলি রিজলুশান আছে রিকমান্ডিং রিজলুশান এবং আরেকটি হচ্ছে স্টেটিউটরী। স্টেটিউটরী কাকে বলে—সেটা হল যদি কোন রুল বা এ্যাক্টকে পরিবর্ত্তন বা পরিবর্দ্ধন করে কোন প্রস্তাব আনা হয়, সেটা হচ্ছে স্টেটিউটরী রিজলুশান। এখানে যে রিজলুশান এনেছিলাম সেটা হচ্ছে স্টেটিউটরী রিজলুশান। এই স্টেটিউটরী রিজলুশান সম্পর্কে নির্দেশ আছে যে এটাকে কার্যকরী করা। যত সত্বর সম্ভব টু রেসপেক্ট দি ওপিনিয়ন অব দি হাউস। মাননীয় স্পীকার স্যার, বড়ই দুঃখের কথা আজ পর্যন্ত এই থ্রি স্টাণ্ডার্ড একর পর্যন্ত খাজনা মুকুব করার বিল হাউসে আনা হয় নাই। যদিও আমরা কৃষকদের অনেক কথা শুনাই, ভাল ভাল কথা শুনাই, কিন্তু কার্যতঃ আমরা তাকে যে খাজনা মুক্ত করব, কৃষক তা থেকে মুক্তি পাবে, গরীব কৃষক কাজের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যেতে পারে, কৃষক নিশ্চিন্ত মনে ফসল উৎপাদন করতে পারবে সেটা আমরা করি নাই।

মিঃ স্পীকার স্যার, এর পর আমি চলে যাচ্ছি আমার একস্পেণ্ডিচারের মধ্যে। মিঃ স্পীকার আমি প্রথমত ডিমাণ্ড নাম্বার ৯— জেনারেল এ্যাডমিনিষ্ট্রেশান'এর, ডাইরেক্টরেট

ওয়েলফেয়ার ফর সিডুল্ড কাষ্ট এবং সিড্যুল্‌ ট্রাইব সম্বন্ধে দুই একটি কথা হাউসের সামনে বলতে চাই বাজেটে যে টাকা রাখা হয় তার পরিপ্রেক্ষিতে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে ২৩ বছর হয়েছে আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি এবং চার চারটি প্ল্যান শেষ হয়ে যাচ্ছে। আমরা এই ল্যাণ্ডলেস এবং জুমিয়াদের সেটেলমেন্টের ব্যাপারে আমরা কতটুকু অগ্রসর হতে পেরেছি ? কতকগুলি ডাটা হাউসের সামনে রাখছি তাতেই বুঝা যাবে। ১৫ হাজার ভূমিহীন জুমিয়া এখনও সেটেলমেন্ট পায় নাই। তারপর ল্যাণ্ডলেস সিড্যুল ট্রাইব যে আনসেটেল্ড অবস্থায় রয়েছে তার সংখ্যা প্রায় ৫ হাজার, ফারদার দেখা যাচ্ছে যাদের সেটেলমেন্ট দেওয়া হয়েছিল, তাদের মধ্যে ২০ পারসেন্ট ডেজারটার, তারাও আজ আনসেটেল্ড অবস্থায় আছে। আমরা ৫৯টি কলোনি করেছি তার মধ্যে ৮ হাজার ৪৩টি পরিবারকে সেটেলমেন্ট দিয়েছি তারমধ্যে ১,১২৪টি ফেমিলি ডেজারটার এবং এরপর আমরা দেখছি কতকগুলি কলোনী হয়েছে— এই রিপোর্ট গভর্ণমেন্ট রিপোর্ট, আমার রিপোর্ট নয়।

এরপর আমরা দেখছি যে কতগুলি কলোনী যেমন করা হয়েছে। সেটা আমার রিপোর্ট নয় এবং এরপর আমি বলতে চাই যে ৫৯টা কলোনীর মধ্যে শিকারীবাড়ী কলোনী কমলপুর এবং বিশ্রামগঞ্জ—এইসব কলোনীর কোন একজিসটেনস নাই। এইসব বেশীরভাগ ফেলুর হয়েছে, যদিও এই রিপোর্টে আসেনি তাই আমি বলব সিডিউল্ড কাষ্ট এবং সিডিউলড ট্রাইবের জন্য যে আমরা প্রতি বছর টাকা রাখছ তা আমরা খরচ করতে পারি না এব তার মধ্যে অনেক ওয়েস্টেজ হয়েছে এবং সেই যে ষ্টেটমেন্ট সেটা হচ্ছে -

মিঃ স্পীকার :—অনারেবল মেম্বার ইউ হ্যাভ গট টেন মিনিটস এট ইওর ডিস-পোজের।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—একটু টাইম চাই স্যার, না হলেই কিছুই যে বলা হয়নি।

মিঃ স্পীকার : আই উড রিকোয়েস্ট ইউ টু সাম আপ ইওর স্পীচ।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—সাম আপই করব। বলবার অনেক ছিল। মাননীয় স্পীকার স্যার, যখন সময় খুব কম তখন একটা একটা করে বলে যাচ্ছি। এডুকেশনই প্রথম ধরছি। ১৪ নম্বর ডিমাণ্ডে আমি এই কথা বলতে চাইছি যে এডুকেশন সম্বন্ধে একটা ওয়েস্টেজ অ্যাণ্ড স্টেগনেনসি এবং সেই কথাটা সম্বন্ধে আমি হাউসের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। ক্লাস ওয়ানে ৬৮-৬৯ সালে যে ছাত্র ছিল—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি সমালোচনা করছি কনস্ট্রাকটিভ সাইডে। আমরা দেখছি যে ৫৭,৬৫২ জন ছাত্র ছিল ক্লাশ ওয়ানে। কিন্তু ক্লাশ ফাইভে এসে তার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৭,৪৪০ এ। তারপর সিক্সে এসে হল ১৫,২৬০। তারপর যখন নাইনে গেল তার সংখ্যা দাঁড়ালো ৭,৪১৮। অতএব আমরা যে শিক্ষা দিচ্ছি, এই শিক্ষায় ফিফটি পারসেন্ট অব ষ্টুডেন্ট স্কুল ছেড়ে চলে যাচ্ছে। তারপর ফাইভ থেকে যখন সিক্সে আসল তখন টুয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট চলে যাচ্ছে। এই হচ্ছে শিক্ষার অবস্থা।' শিক্ষা সম্বন্ধে আমরা অনেক কথা বলেছি। কিন্তু বাস্তব চিত্র কি হচ্ছে। সেটা হচ্ছে আমাদের ছেলেরা প্রথম অবস্থা

থেকেই কমছে বাড়ছে না। দ্বিতীয়ত আমি বলছি সিনিয়ার বেসিক স্কুল সম্বন্ধে। সেখানে বলতে গিয়ে সবকিছু ডাটা দিয়ে বলব। প্রথমতঃ হচ্ছে সিনিয়ার বেসিক স্কীম হ্যাজ টোটালী ফেলড ইন ত্রিপুরা। এই সম্বন্ধে ডিটেল আমার কাটমোশানে বলব। তবে দুই চারটা কথা আমি এই প্রসঙ্গে বলছি যে আমাদের মাননীয় শিক্ষা মন্ত্রীর চিন্তা করবার জন্য যে কত পারসেনটস গেটিং ক্র্যাফটস ট্রেনিং ফেসিলিটিজ। সদরে দেখা যাচ্ছে উইভিং ২৫·৭ পারসেন্ট ছেলে এবং গার্লস পাচ্ছে ১৫·৪ পারসেন্ট। খোয়াইয়ে নিল। ধর্মনগরে ১৩·৫ পারসেন্ট আর গার্লস হচ্ছে ১৩·৪ পারসেন্ট। সোনামুড়ায় নিল, অমরপুরে নিল। তারপর কার্পেণ্টারীতে সদরে হচ্ছে ১৮·৪ বয়েজ এবং ধর্মনগরে হচ্ছে ২··৪ পারসেন্ট। খোয়াইযে নিল, সোনামুড়া অমরপুরে নিল। তারপর কেন্ অ্যাণ্ড ব্যাম্বু ৬·৭ পারসেন্ট সদরে এবং মেয়ে হচ্ছে ১২·২ পারসেন্ট, খোয়াইয়ে নিল, ধর্মনগরে নিল। সোনামুড়া হচ্ছে ৫·৩ ছেলে এবং ১৫·৬ মেয়ে। তারপর বুক বাইণ্ডিংএ ধর্মনগরে হচ্ছে ৫·৩ এবং ৩·৬ আর সব জায়গায় নিল। স্পিনিং এবং টেলারিংএ আমরা দেখছি সদরে গার্ল হচ্ছে ১৪·৯ আর ধর্মনগরে ছেলে হচ্ছে ৮·৮ এবং ১২·৩ হচ্ছে গার্ল। এই হচ্ছে সিনিয়ার বেসিক ক্র্যাফটস ট্রেনিংএর অবস্থা। এটা স্যার আমার রিপোর্ট নয়। আমি তৈরী করি নাই। এটা হচ্ছে ইভালুয়েশান কমিটির রিপোর্ট। সেই কমিটির মারফতে এই সত্য বেরিয়ে এসেছে। ক্র্যাফট ট্রেনিং টোটালী ফেলুয়র হয়েছে ত্রিপুরায়। তারপর ব্ল্যাকস্মিথ যেটা ছেলেদের অ্যাপটিটিউড বলে বলা হয়েছে সেই ব্ল্যাকস্মিতির এবং মেটালিংএর কোন সংস্থান এখানে নাই। আমাদের মাননীয় ফিনান্স মিনিস্টার এডুকেশন সম্বন্ধে তার স্পীচে রেখেছেন যে আমাদের ছেলেরা, এই হীরালাল দাস ফার্ষ্ট হয়েছে, ইত্যাদি। কিন্তু আমাদের ত্রিপুরায় একটা স্টেডিয়াম নাই। স্টেডিয়ামের যখন কথা উঠেছিল তখন স্টেবল ফিল্ডে একটা স্টেডিয়াম করার জন্য ১২-৮-৭০ তারিখে এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট কাকে সেটা নিতে বলেছিল? এস্টিমেট কমিটির রিপোর্ট থেকে আমি এটা পেয়েছি স্যার। আজ পর্য্যন্ত কোন ফারদার প্রগ্রেস নাই। তার কারণ কি? সেটা হচ্ছে আমাদের প্রশ্ন। তারপর নাম্বার অব স্কীম ইন ইনএকসেসিবল এরিয়া ইট ইজ দি কনফেশান অব দি ডিরেক্টর অব এডুকেশন যে হিল এরিয়াতে মাস্টাররা যেতে চায় না। অনেক মাস্টাররা চলে আসে। কিন্তু আমি বলছি কেন তারা যাবে। সেটা হচ্ছে দুইটা দৃষ্টি ভংগী। একটা হচ্ছে ট্রাইবেল ছেলেরা যারা অ্যাকাস্টম তাদের আরও রিক্রুট করে হিল সেকশানে দেওয়া এবং তার জন্য হিল অ্যালাউনস বলে তাদের আলাদা অ্যালাউনস দিয়ে তাদের সেই দিকে অ্যালুর করা দরকার। নতুবা আমাদের ইনএকসেসিবল এরিয়ার ছেলেদের কি শিক্ষা হচ্ছে তার যদি সার্ভে নেওয়া যায় তাহলে দেখা যাবে সবচেয়ে ডিসাপয়েন্টিং। তারা বলেছেন শিক্ষায় দীক্ষায় আমরা অনেক উন্নতি করেছি এবং স্বাধীনতার পূর্বে যা ছিল তার চাইতে অনেক বেশী। কিন্তু ডাটা কিরকম বলে ৬১ ইং সনের সেনসাসে রয়েছে ২২ পারসেন্ট এবং ট্রাইবেল হচ্ছে ১০ পারসেন্ট এবং ৫১ ইং

সনের সেনসাসে দিচ্ছে ১৫ পারসেন্ট। মনলী ৭ পারসেন্ট দশ বছরে আমরা এগিয়ে নিয়েছি এবং তাদিগকে আমরা অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি নাই।

মিঃ স্পীকার, স্যার, তারপর আমার বক্তব্য রাখব কো-অপারেটিভ সম্বন্ধে। কো-অপারেটিভ সম্বন্ধে আমি দুই চারটা কথা বলছি। সেটা হচ্ছে যে প্রথম বলব এই যে কো-অপারেটিভ অ্যাক্ট ১৯২৫ ইং এর, সেটাকে যদি অ্যামেণ্ড না করা হয় তাহলে ত্রিপুরার কো-অপারেটিভ মুভমেন্ট সাকসেসফুল হবে না। আমরা যে রিপোর্ট পেয়েছি সেই রিপোর্টে আমরা দেখছি যে অ্যাপেক্স কো-অপারেটিভ, প্রাইমারী মার্কেটিং কো-অপারেটিভ লার্জ সাইজ কো-অপারেটিভ সোসাইটি। অন্যান্য কো-অপারেটিভ সম্বন্ধে আমি বেশী বলব না, যার মধ্যে গভর্ণমেন্ট রিপ্রেজেনটিটিভ আছে, সেইসব কো-অপারেটিভএর অবস্থা হচ্ছে কি? সেই সব কো-অপারেটিভের মধে আউট অব প্রাইমারী এবং অ্যাপেকস এবং লার্জ স্কেল কো-অপারেটিভ-গুলি ২৫ টি রানিং অন লস। ৪৬টার মধ্যে ২৫টাই রানিং অন লস এবং একটা ডিফাঙ্কট্ যার মধ্যে গভর্ণমেন্ট রিপ্রেজেনটিটিভ আছে। তারপর একটা কো-অপারেটিভ সোসাইটি করা হয়েছিল, অটো রিক্সা, টেম্পো কো-অপারেটিভ লিমিটেড। ৫০,০০০ টাকা অ্যাডভান্স্ নিয়েছিল সেই সোসাইটি। সেই সোসাইটিরও হদিশ নাই, সেই টাকারও হদিস নাই। এই অবস্থা চলছে। তারপর আমরা দেখছি যে ১৬টি কো-অপারেটিভ সোসাইটি অন লিকুইডিশান যার মধ্যে গভর্ণমেন্ট রিপ্রেজেনটেটিভ ইনভলভ। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ১০৪টি কো-অপারেটিভ সোসাইটি ৫ বছর যাবত অডিট হয় নি। এই হচ্ছে ত্রিপুরার কো-অপারেটিভের চেহারা। তারপর কো-অপারেটিভের ডিমাণ্ড আমাদের সামনে এসেছে। তারপর পি, ডব্লিউ, ডি, সম্পর্কে বলতে গিয়ে, আমি এখানে কয়েকটা কথা বলছি। টোটাল লেঙথ অব দি রোড, স্যার, আমরা থার্ড প্লেন দিয়ে ফোর্থ প্লেনের কথা চিন্তা করব। আমাদের থার্ড প্লেনে টারগেট ছিল ৯ শত কিলোমিটার রোডের, কিন্তু আমরা সেই জায়গায় মাত্র কমপ্লিট করতে পেরেছি ৭ শত কিলোমিটার, যদিও আমরা এরজন্য যে এ্যামাউন্টটা বরাদ্দ ছিল, সেটার সবটাই খরচ করে ফেলেছি। স্পীকার স্যার, তারপর আমি ডম্বুর সম্পর্কে ২/৪টা কথা বলছি। কারণ আমরা এই ডম্বুর প্রকল্প সম্পর্কে অনেক আশা ভরসার কথা, আমাদের ডায়াস সাহেবের বক্তৃতায় এবং ফিনান্স মিনিষ্টারের বক্তৃতায় ফুটে উঠেছে, তাতে মনে হচ্ছে, আমরা যেন এটা এক্ষুণি পেয়ে যাব। কিন্তু অবস্থাটা কি? যেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এ্যাকস্কেভেশান অব পাওয়ার চেন্নাল এর কাজ এই পর্য্যন্ত সিক্সটি পার্চ্চেন্ট হয়েছে, আর কনক্রিট লেফট টানিং ওয়েজের কাজ হয়েছে এই পর্য্যন্ত ফাইভ পাসেন্ট, আর সমস্তটাই বাকী রয়েছে, তারপরে ডামের আর্থ এ্যাকসকেভেশান হয়েছে মাত্র ৪৫ পাসেন্ট। তারপরে আমরা দেখেছি ফোর ভেন

আর্থ এ্যাকসকেভেশান হয়েছে সেভেণ্টি এইট পয়েনট থ্রি পারসেনট। সুইচ ওয়ার্ক এ্যাকসকেভেশান কমপিলট হয়েছে মাত্র, আর সমস্তই বাকী রয়েছে। ফরটি পারসেনট মেটা-রিয়েলস্ এই পর্যান্ত এসেছে। এই হচ্ছে আমাদের ডম্বুর পরিকল্পনার অবস্থা। স্যার এভাবে যদি চলতে থাকে তাহলে এই পরিকল্পনা ১৯৭২ সনে তো দূরে থাকুক ১৯৭৪-৭৫ সনে শেষ হবে কি না, তাতে আমাদের সন্দেহ আছে। কাজেই এই পরিকল্পনাকে ত্রিপুরাতে রূপায়িত করা হবে না। স্পীকার স্যার, তারপরে আমি আমাদের ইণ্ডাষ্ট্রী সম্পর্কে দুই চারটি কথা বলছি। আমরা ইণ্ডাষ্ট্রীর মধ্যে দেখতে পাচ্ছি পাওয়ার লুম এই বাজেটের মধ্যে আছে, সেখানে ২৪টি পাওয়ার লুম ১৯৬৬-৬৭ সনে কেনা হয়েছে ১ লক্ষ ৫১ হাজার টাকা দিয়ে, সেগুলি এখন উদয়পুর ইণ্ডাষ্ট্রীয়েল এষ্টেটে ঘুমিয়ে রাখা হয়েছে। এখন সেগুলি নাকি আউট মডেল হয়ে গেছে এবং এগুলি কোন কাজেই আসবে না। আমি জানি আমাদের বন্ধুবর নিশি বাবু সেদিকে আছেন, আমি এও আশা করব তিনি আমার এই কথাটা স্বীকার করবেন। কারণ, এটা অপজিশানের কথা নয়, এটা হচ্ছে একটা কনষ্ট্রাকটিভ কথা। আর তারজন্য আমরা ষ্টাফদের পেমেণ্ট করছি বছরে ৬ হাজার টাকা। মাননীয় স্পীকার স্যার, ক্যালেণ্ডারিং সাইজিং প্লেন্টের জন্য যেখানে আমাদের পাওয়ার লুমই হয় নি, তার পক্ষেই আমরা খরচ করে ফেলেছি ৪ লক্ষ ৩৬ হাজার টাকা, ডিসেম্বর মাসে কিনে এনে। তারপরে আমাদের উইভার্স কো-অপারেটিভের ইতিহাস যদি দেখি, তাহলে দেখব সেখানেও এর সম্পর্কে অনেক কিছু বলা হয়ে থাকে, আমরা সেই উইভার্স কো-অপারেটিভকে ১৯৫৫ সাল থেকে ১৯৬৮ইং সাল পর্যান্ত ৪ লক্ষ ৩২ হাজার টাকা দিয়েছি। আজকে কিন্তু সেগুলির কোন এ্যাকজিসটেন্স নেই। মাননীয় স্পীকার স্যার, তারপরে হচ্ছে ত্রিপুরা স্মল স্কেল ইণ্ডাষ্ট্রিজ করপোরেশান লিঃ, সেখানে ক্যানিং এর ফ্যাক্টরী আছে এবং এরজন্য প্রতি বছর ডাইরেক্টরেট থেকে টাকা দেওয়া হচ্ছে, অথচ সেটা কোথায় আছে বা হবে তার কোন হদিশ পাওয়া যাচ্ছে না। তাই আমাদের সন্দেহ হচ্ছে, এরজন্য যে টাকাগুলি ধরা আছে, সেগুলি অন্যভাবে হয়তো চলে যাচ্ছে। স্পীকার স্যার, আমি আমাদের এগ্রিকালচারের উপর কয়েকটি কথা বলে, আমার বক্তব্য শেষ করব। এই এগ্রিকালচারে আমাদের বহু টাকা ধরা আছে। আজকে এর সম্পর্কেও বহু কথা বলা হয়ে থাকে যে আমরা নাকি গ্রীন রিভলিউশান আনছি। এই গ্রীন রিভলিউশানের জন্য বহু টাকা বাজেটে ধরা হয়েছে। কিছু কিছু প্রডাকশান বেড়েছে এখানে দেখানো হয়েছে, সেটা হল ২৭ হাজার মেট্রিক টন। আজকে কেন আমাদের প্রডাকশান বেড়েছে? তার কারণ হল আমরা দেখছি গত দুই বছর যাবত প্রকৃতি এবং ওয়েদার ভাল থাকার জন্য এটা সম্ভব হয়েছে, কিন্তু এর মধ্যে সরকারী কোন অবদান আছে বলে আমাদের অন্ততঃ জানা নেই। স্যার, এটা কিন্তু আমার কথা নয়, এটা হচ্ছে সরকারী রিপোর্ট আর তারই মধ্য দিয়ে এই সত্য কথাটা বেড়িয়ে এসেছে। এই যে টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে প্লেন ওয়ার্কের জন্য—যেমন ধরুন জুট প্রডাকশান, প্লেন্ট প্রডাকশান সার্ভে ইন ত্রিপুরা, সয়েল সার্ভে ল্যাণ্ড ইউজড প্লেনিং, ইন্টিগ্রেটেড স্কীম ফর সয়েল এ্যাণ্ড ওয়াটার কণজার্ভেশান, এর মধ্যে নাইনটি টু পারসেণ্ট খরচ

হয়ে গেছে, কিন্তু আমাদের এসিভমেণ্ট হয়েছে কি? এসিভমেণ্ট হয়েছে মাত্র টুয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট। স্যার, আমাদের এগ্রিকালচারের কি ডিপ্লোরেবল চেহারা? তারপরে আছে পাম্পিং সেট। এটা আমি রিপোর্ট থেকে বলছি স্যার, আর এই রিপোর্ট হচ্ছে গভর্ণমেন্টের রিপোর্ট। সেখানে যে পরিমাণ পাম্পিং সেট দেওয়া হয়েছিল, তার শতকরা সিক্সটি পারসেন্ট ডেমেজ হয়ে গেছে। এটাও আমার রিপোর্ট নয় স্যার, এটা হচ্ছে ব্লকের রিপোর্ট, এবং সেখান থেকে বেরিয়ে আসছে। তারপর পাওয়ার টিলার, ট্রাক্টার ইত্যাদি, এইরকম অনেক সুন্দর সুন্দর কথা আছে, স্যার। কিন্তু কার্য্যতঃ আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি সেটা হল ঐ পাওয়ার টিলার আর টিল করছে না, সেগুলি আজকে আধমরা হয়ে পড়ে আছে স্যার। তাই আমি বলছি, স্যার, এই দিয়ে আমাদের রিভলিউশান আনা যাবে না। প্রকৃতি আমাদের যেভাবে ছিল বলেই কিছু কিছু প্রডাকশান বেড়েছে, কিন্তু যা হচ্ছে, তার মধ্য দিয়ে গ্রীন রিভলিউশান কিছুতেই আসতে পারে না, এটাই আমার ধারণা। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আমার শেষ বক্তব্য একটা নামকরা জিনিষের উপর রেখে শেষ করব। সেটা হচ্ছে হোলসেল কনজুমার্স কো-অপারেটিভ সোসাইটি। স্যার, এটা করা হয়েছিল পাকিস্তানের এগ্রেশানের সময়ে, যখন আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের দাম না বাড়তে পারে, সেজন্য। কিন্তু এই যে বাফার ষ্টক, এতে যে মাল—যেমন মাষ্টার ওয়েল, পালস সীডস ইত্যাদি আরও অনেক, সেগুলি এই ষ্টক থেকে হোলসেল কনজুমার্স কো-অপারেটিভগুলির মধ্যে বিলি করে দিয়ে বাজার দরের একটা স্থিতাবস্থা বজায় রাখা হত। কিন্তু এই হোলসেল কনজুমার্স কো-অপারেটিভগুলি কি করছে? তার অনেকগুলি ইতিহাস আছে। সেখানে নিয়ম আছে এগুলি সার্ভিস কো-অরারেটিভ, ভিলেজ কো-অপারেটিভগুলির মাধ্যমে এইসব মালপত্র বিলি করে দিয়ে, জনসাধারণকে মহাজনদের শোষণের হাত থেকে রক্ষা করা, কিন্তু তারা কি করে চলেছে, তার একটা সংক্ষিপ্ত হিসাব, আমি এখানে দেওয়ার চেষ্টা করছি। যেমন ১ লক্ষ ৯ হাজার ১১৬ টাকার মাস্টার ওয়েল, ৪০১ টাকা পার কুইন্টাল হিসাবে কিনে, সেগুলিকে এইসব কো-অপারেটিভের কাছে দেওয়া হল। আর ব্যবসায়ীদের কত টাকায় দেওয়া হল, জানেন স্যার, আসল কথা কি নাম হচ্ছে কো-অপারেটিভ, আর তার কাজ হচ্ছে ব্যবসায়ীকে তেল বিক্রি করা। তারা ব্যবসায়ীদের কাছে ১ লক্ষ ১৪ হাজার ৭১৯ টাকার তেল বিক্রি করেছে ৪১২ টাকা থেকে ৪২০ টাকা পার কুইনটল হিসাবে দাম নিয়ে। স্যার, আমরা এখানে অনেক লাভ করেছি, সত্য, কিন্তু যারা আমাদের আলটিমেট কনজ্যুমার্স অর্থাৎ আমাদের জনসাধারণ, তাদের কোন উপকার আমরা করতে পারি নি। তার কারণ হচ্ছে এই ট্রেডার্স'রা তাদের কাছ থেকে অনেক বেশী আদায় করে নিয়েছে। স্যার, আমি এর বেশী আর কিছু চাই না, তবে পরিশেষে আমাদের ফিনান্স মিনিষ্টার যেটা দিল্লী থেকে আমদানী করেছেন, সেটার সম্পর্কে বলতে গিয়ে আমি যেসব বক্তব্য এখানে রাখলাম সেটা এই সভাতে আমরা যারা আছি, তারা যেন একটা নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিচার করে দেখি যে এইরকম করে আমরা কি সমাজবাদের দিকে এগুচ্ছি।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে ১৯৭১-৭২ সালের ত্রিপুরার বাজেট ফিনান্স মিনিষ্টার হাউসের সামনে এনেছেন, তাকে আমি সমর্থন করছি ; সমর্থন করতে গিয়ে আমার দুই একটি সাজেশান রাখব এবং এই বাজেটাকে মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্য যে মাথাভারী বাজেট বলেছেন কিন্তু আমি সেটা সমর্থন করতে পারছি না। উনি ভাল বক্তা, বিধান সভার নিয়ম কানুন উনি জানেন, লেখাপড়া শিখেছেন। এই বাজেট'এর মধ্যে প্রত্যেক হেডে প্ল্যান এবং নন-প্ল্যানে টাকা ধরা আছে এবং সঠিকভাবে লেখা আছে। মাননীয় ফিনান্স মিনিষ্টার তাঁর ভাষণে কি কি পরিকল্পনায় কি টাকা ধরা আছে বলেছেন, বইতেও লিখা আছে কিন্তু উনি বলেছেন আমদানী করেছেন সেক্রেটারীর মাধ্যমে। উনার এই কথা সমর্থন করা যায় না। এটা ত্রিপুরার বাজেট, প্রত্যেক বৎসরই হয়, দিন দিন আমরা এই বাজেট নিয়ে এগিয়ে চলেছি, আর যে না বাড়ছে তা নয়। বাজেটের টাকা ব্যয় করি, ঠিক ঠিক ভাবে সময়মত যদি ব্যয় হয়, আমার মনে হয় ত্রিপুরার উন্নয়ন আরও একটু অগ্রগতি হতে পারত। আমি কেন একথা বলছি কোন কোন দপ্তরে আমি দেখি যে বছরের শেষে বেশী টাকা রয়ে যায়, সময় মত ব্যয় হয় না, কিন্তু মার্চ মাস যখন আসে হঠাৎ করে প্রত্যেক ডিস-ট্রিক্ট এবং সাবডিভিসনে প্রত্যেক হেডে কিছু টাকা ব্যয় করে, সেটা করতে গিয়ে তাড়াহুড়া করে ব্যয় হয়ে যায় কিছু অপব্যয় তাতে হয়, ঠিকঠিক ভাবে ব্যয় হয় না। কাজেই কেন এই দেরী হয়, সেই কথাটাই আজকে আমি আমার বাজেট বক্তৃতায় রাখছি। কারণ হচ্ছে এই সেক্রেটারী থেকে ঐ সেক্রেটারী ডেভলাপমেন্ট কমিশনার তারপর চীফ সেক্রেটারী ইত্যাদি করতে করতে ছয় নয় মাস একটা ফাইল পড়ে থাকে আমি এই বিষয়ে আলোচনা করেছি। আমাকে হয়তো বলা হয় যে ফাইল আমি পাঠিয়ে দিয়েছি কিন্তু সেই ফাইলের আর কোন খোঁজ পাওয়া যায় না। কোথায় যেয়ে ফাইল পড়ে আছে, তার কোন খবর নাই, নয় মাসেও একটা স্যাংশন হয়ে আসে না। যখন জলের অভাব পরে এ্যাগ্রিকালচারে, টিউবওয়েল বা রিংওয়েল সেখানে দেওয়া দরকার। কিন্তু কোথায় দিয়ে যে ফাইল ডেভলাপমেন্ট কমিশনারের কাছে যেয়ে পড়ে থাকল তার খোঁজ পাওয়া যায় না। তাই আমি মাননায় অধ্যক্ষ মহোদয়ের দৃষ্টি এইদিকে আকর্ষণ করছি যে স্কীমটা করা হল সেটা যাতে ঠিকঠিক ভাবে সময়মত করতে পারে সেইদিকে নজর দেওয়া উচিত বলে আমি মনে করি। আমি আরও দুই একটি ডিপার্টমেন্ট সম্বন্ধে বলব। যেমন পূর্ত্ত বিভাগ, অনেক টাকা ধরা হয়, এই সম্পর্কে অনেক কথাও বলা হয়। কাজ হচ্ছে না তাও নয়। কাজ হচ্ছে। অনেক দুরূহ কাজ হচ্ছে পাহাড়পর্ব্বত অঞ্চলেও রাস্তাঘাট হচ্ছে। কিন্তু তারা কি কানা না অন্ধ আমি বুঝি না। আমার উদয়পুরে আজকে ২২।২৩ বৎসর হতে চলল একটা রাস্তাঘাটও হয় নাই। আজকে গ্রামীণ উন্নয়নের কথা বলি, সবুজ বিপ্লবের কথা বলি, কিন্তু আজকে রাস্তাঘাট, কমিউনিকেশনের যদি ব্যবস্থা না থাকে সেগুলি হবে না। আমার উদয়পুর সাবডিভিশনে কি হয়েছে সেই সম্পর্কেই আমি এখানে বলতে চাই। একটা রাস্তা ও আজ পর্য্যন্ত করা হয় নাই। যেমন বড়পাথারি এটার জন্য আমরা জানলাম স্কীম করা হয়েছে, টাকা পয়সাও খরচ হয়েছে, কিন্তু এখনও সেটা

হয় নাই। উত্তর মহারাণী থেকে গর্জি ভায়া হাতীপাড়া ইত্যাদি আদিবাসী অঞ্চল, যেখানে পাট বিক্রি হয় উদয়পুরে ৩০টাকা মণ, তাদের বাধ্য হয়ে ২০।২২ টাকা মণ দরে বিক্রি করতে হয়। কিন্তু পূর্ত্ত বিভাগ এই রাস্তার জন্য পাঁচবার এষ্টীমেট করেছে, চার চারটা ইউনিট ট্রান্সফার হয়ে গেছে, এষ্টিমেট পাঠিয়ে রিভাইজড এষ্টিমেট করে, নকসা তৈরী করা, ইত্যাদি করে টাকা খরচ হয়েছে, বক্তৃতায়ও আমরা জানলাম যে রাস্তা সেখানে হয়ে গেছে, কিন্তু পরন্ত যখন আমি সেখানে গেলাম, জানতে পারলাম সেখানে রাস্তার জন্য বাজেটে কোন টাকাই নাই। এ হেন অবস্থায় পূর্ত্তবিভাগকে আমি এইজন্যই কানা বলেছি। যেমন রাজেন্দ্রনগর—উদয়পুর থেকে বাহাওরবাড়ী ১৯।২০ মাইল। আমি চিল্লাইতে চিল্লাইতে কিছু কিছু টাকা সেখানে খরচ করেছে, কিন্তু এটার কোন পাত্তা নাই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, অনেকগুলি মানুষ রাস্তা রাস্তা করে মরে গেছে, যেমন কৈরালা রিয়াং, তার দাবী ছিল সেখানে রাস্তা হবে, সে গাড়ী করে যাতে যাতায়াত করতে পারে কিন্তু সেই লোকটা মরে গেছে, তার চিকিৎসাও করতে পারে নাই, সে বুড়ো মানুষ তাকে কি করে এই ১৯।২০ মাইল রাস্তা অতিক্রম করে আনবে কাজেই এটা খুবই দুঃখের কথা, অতি দুঃখের থেকে বলছি। পূর্ত্তবিভাগ কোন সার্ভে করে নাই। অনেক গর্ভবতী প্রসূতি সেখান থেকে আনতে আনতে মারা যায়, সেখানে কর্মচারী পর্য্যন্ত যেতে চায় না, কারণ ১৯।২০ মাইল হেঁটে যাবে কি করে। রাস্তা অনেক হচ্ছে। এবারও বাজেটে আড়াই কোটি টাকা এ, এ, রোডের জন্য ধরা হয়েছে, কিন্তু ধরা হলে কি হবে উদয়পুরের ভাগ্যে জুটবে কি না আমি জানিনা। তবে আমি দাবী রাখছি উদয়পুরের এই তিনটি রাস্তার জন্য—কাকড়াবন টু খোপতলি টু তলিয়ামুড়া, গর্জি টু মহারাণী, রাজনগর টু রাজেন্দ্রনগর বাহাওরবাড়ী পর্য্যন্ত, জামজুরী টু গংগাছড়া। মাননীয় চীফ মিনিষ্টারের কাছে কত চিঠি, কত অনুরোধ আমি করেছি, উনিও বলেছেন হাঁ আমি দেখব। কিন্তু বড় কষ্টের থেকে বলছি, আমার নোটিশও পরে গেছে, জানিনা এবার এগুলি হবে কি না? আমি এখানে একটা গল্প বলছি, গংগাধর নামে একজন ভদ্রলোক, কৃষকশ্রেণীর লোক, তিনি তামাক খাইতেন খুব বেশী। কেষ্ট বলে তার একটা লোক ছিল সেই তাকে তামাক ভরে দিত, এবং ঠিক ঠিক মত সেটা করে দিত বলে তিনি তাকে খুব ভালবাসতেন, অন্যান্য কর্ম্মচারীরা বলত বেটা কেবল কেষ্ট কেষ্ট করে এতে তাদের মনে খুব একটা দুঃখ ছিল। একদিন কেষ্ট মারা গেল, তারপর তামাক খেয়ে তিনি আর আরাম পাননা, কোনদিন হয়তো টিক্কা নিভে যায়, তামাক ভাল লাগেনা, তার মনে খুবই কষ্ট হয়, তাদের গালাগালি করে।

তহশীলের ভার আমাকে দিয়েছে। আমার সাথে আরও ৫।৭ জন আছে। হরিবাবুর তালুকে। তখন মনিব বললে তুই আমার একটা উপকার করবি কেষ্টা, তোর তো অনেক উপকার আমি করেছি। কেষ্টা বললে হুজুর আপনি যা বলবেন আমি তাই করব। মনিব বললে তাহলে আমার যখন সময় হবে তখন অন্ততঃ ছয় মাস বছর দিন আগে থাকতে আমাকে একটা খবর দিবি। লোকের অনেক কাজ করব বলে রেখেছি। স্কুল, হাসপাতাল ইত্যাদি। গ্রামের মোড়ল তো। তাড়াতাড়ি ঠিক শেষ করে যেতে পারব না, সেজন্য বছর দিন আগে

থাকতেই একটা খবর দিবি বাজেট বক্তৃতা দিয়ে এইগুলি আমার আদায় করতে হবে। তখন একদিন কেষ্টা এসে হাজির। বলল এবার চলুন। মোড়ল বলেন, তোকে আমি বলেছিলাম আমার সময় হওয়ার অনেক আগে থাকতে জানাতে। কেষ্টা বলল হুজুর অনেক সময় দেওয়া হয়েছে। তখন মোড়ল রওয়ানা হল। বলল তুই আমার একটা উপকার কর। তোকে তো যমরাজা অনেক ভালবাসে। তুই আমাকে তোদের যমরাজের কাছে নিয়ে চল। কেষ্টা তখন যমরাজাকে বলল যে হুজুর একজন মানুষ এসেছে, সে আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়। কিন্তু যমরাজা রাজী হল না। অনেক বলার পর বললেন, ঠিক আছে নিয়ে আয়। যমরাজার কাছে গিয়ে মোড়ল বলল হুজুর আমার একটা নালিশ আছে। আমাদের ভারতবর্ষে সংবিধান আছে তার অনেক পরিবর্ত্তন সংশোধন হয়। তার মধ্যে বিচারের জন্য অনেক কোর্ট আছে। জজ কোর্ট আছে, তার উপর হাই কোর্ট আছে, তার উপর আছে সুপ্রীম কোর্ট। তারা কোর্টে হাজির হওয়ার জন্য আগে থেকেই সমন দেয়। কিন্তু আপনার বিচারে তো কোন সমন পেলাম না যমরাজা তখন দণ্ড হাতে বলেছিলেন। ঠিক আপনার মত মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়—

শ্রীতড়িত মোহন দাসগুপ্ত :—স্যার এটা অ্যাস্পারসান হচ্ছে।

মিঃ স্পীকার :—হাঁ ইজ সাংটিং এন একজাম্পল।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :—তখন যমরাজা চিত্রগুপ্তকে ডাকলেন। চিত্রগুপ্ত বললো সমন তো দেওয়া হয়েছে স্যার। মোড়ল বলেন, না স্যার একটা সমনও দেওয়া হয় নাই। চিত্রগুপ্ত তখন বলল, সমন একটা নয়, তিনটা দেওয়া হয়েছে। মোড়ল বললেন, না হুজুর আমি তো পাইনি। তখন চিত্রগুপ্ত বললেন যে আপনার দাঁত পড়েছে? হাঁ পড়েছে। চুল পেকেছে? হাঁ পেকেছে। শরীরের চামড়া ঢিলা হয়েছে? মোড়ল বললে, হাঁ, তাও হয়েছে। তখন চিত্রগুপ্ত বললে, তাহলে আপনি নোটিশ পান নি বলছেন কেন? কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আপনার মাধ্যমে আমি অনুরোধ করব পূর্ত্ত বিভাগের মন্ত্রীকে যাতে উদয়পুরবাসীর সামান্যতম দাবী পূরণ করা হয়। তারা যে এষ্টিমেট করেছেন মহারাণীর রাস্তার জন্য এত টাকা লাগে না। আমি কথা দিতে পারি যে রাস্তার জন্য কোন কমপেনসেশান দিতে হবে না। টি, টি, সি, এর আমল থেকে এই রাস্তা দাঁত ভাঙার মত পড়ে আছে। এক বছরের কাজ দশ বছরেও হল না। এইগুলি হওয়া দরকার। প্রত্যেক সাবডিভিশনে অন্ততঃ গ্রামের সঙ্গে একটা যোগাযোগের রাস্তা থাকা দরকার। মাঝে মাঝে দেখি চিঠিপত্র যায়, অমুক রাস্তা ঠিক করতে হবে। কিন্তু পরে আর সেগুলি হয় না।

এরপর আসছি ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার সম্পর্কে, সিডিউলড কাস্ট, সিডিউলড ট্রাইব সম্পর্কে। সিডিউলড ট্রাইব বা সিডিউলড কাষ্টের জন্য কিছু টাকাও বাজেটে ধরা থাকে। কিন্তু কাজের বেলায় কিছুই হয় না। গ্রামের লোকের জন্য হাউসিং লোনের একটা টাকা ধরা থাকে জানি। কিন্তু আমি বলব আমার সাবডিভিশনে সিডিউলড কাষ্ট বা হরিজন আজ

পাঁচ বছর ধরে কোন লোন পায়নি। তবে কিছু কিছু ট্রাইবেলরা পায়। কিন্তু আমি বলছি এই তারতম্যটা কেন দূর হচ্ছে না? সাবডিভিশনওয়াইজ যে টাকা আছে সেই টাকা সাবডিভিশনওয়াইজ যারা পাওয়ার যোগ্য তাদের দিতে বাধা কি। গরীবদের এই টাকা কেন দেওয়া হয় না। সরকারী কর্মচারিরা অবশ্য যাতায়াতে খরচ পায়, ঔষধপত্রের দাম পায়। কিন্তু তাদের বেলা এইসব কিছু দেওয়া হয় না। দেওয়া হয় না এই কথা আমি স্বীকার করি না। কোথাও কোথাও দেওয়া হয়। কিন্তু সাবডিভিশনে তো পায়ই না। আমি প্রস্তাব রাখছি এবং সাজেশান দিচ্ছি যে সিডিউলড কাস্ট হোক সিডিউলড ট্রাইব হোক প্রত্যেক সাবডিভিশনে যাতে দেওয়া হয়। তার জন্য যারা গরীব আছে তাদের না দেওয়ার ক্ষেত্রেও আমি কোন কারণ দেখতে পাই না। তাছাড়া ল্যাণ্ডলেস যে একটা আছে তাদের উপর কেন অনাচার হচ্ছে আমি জানি না। আর বর্ণ হিন্দুদের কেন দেওয়া হবে না। এই যে তারতম্যটা এটা কেন? ব্রাহ্মণ যারা তারা সবাই কি বড়লোক? তাদের মধ্যে কি গরীব নাই? তারা জিজ্ঞাসা করে আমরা কোথায় আছি? আমরাও কি ভোট দিয়ে সরকার গঠন করিনি। তাহলে আমরা কেন সুবিধা সুযোগ থেকে বঞ্চিত হব? এদের মধ্যে কি ভূমিহীন নাই? আছে। তারা বলে বর্ণহিন্দু হয়ে কি ঠেকলাম? বর্ণহিন্দুদের বেলায় কিছুই রাখা হয় না। তাই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি মাননীয় মন্ত্রীমণ্ডলীকে অনুরোধ করব যে তাদের যেন আমাদের গরীবের পর্য্যায়ে ফেলা হয় এবং তারাও তো ভারতবর্ষের নাগরিক, তারাও তো সরকার গঠন করে। সেই দিকে আমি মাননীয় মন্ত্রীমণ্ডলীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আর এক দিক দিয়ে আমি বলব। সেটা হচ্ছে শিক্ষা বিভাগ। এটাতে অনেক আলোচনা হয়েছে। এই যে একটা এম্‌প্লয়মেণ্ট এক্‌চেঞ্জ আছে তার থেকে যে মার্কশীট ইত্যাদির উপর নির্ভর করে চাকরী দেওয়া হয় এর পরিবর্তন করা উচিত। পরিবর্তন হচ্ছে না এমন নয়। তবে একটা শহরের মধ্যে রেখে একটা কেলেঙ্কারী সৃষ্টি হয়েছে। এই এম্‌প্লয়মেণ্ট একচেঞ্জে কি দেখা যায়? দেখা যায় যে সকাল ৮টা থেকে সন্ধ্যা বাতি জ্বালানো পর্য্যন্ত এক একটা ছেলে দাঁড়িয়ে থাকে শহরের এম্‌প্লয়মেণ্ট একচেঞ্জে। বাইরের ছেলেরা এসে এখানে টিকতে পারে না। কাজেই গ্রামের ছেলেদের জন্য একটা কিছু করা দরকার। তাই আমি বলছিলাম যে এখন তিনটা ডিষ্ট্রিক্ট হয়েছে। এই তিন ডিষ্ট্রিক্টে তিনটা অফিস খুলে দেওয়া হউক। আমরা তো হামেশাই দেখতে পাচ্ছি, কর্মচারীরা কি কাজ করছে? কাজেই এই তিন ডিষ্ট্রিক্টে যদি তিনটা অফিস খোলা হয়, তাহলে না হয় আর কিছু কর্মচারীর সংখ্যা বেড়ে যাবে, তাতে করে আমাদের কিছু লোক যেমন চাকুরী পাবে এবং চাকুরী পেয়ে তাদের পরিবার পরিজনকে ভরণ পোষণ করতে পারবে, তেমনি ঐ ডিষ্ট্রিক্টগুলিতে যে সব বেকার আছে,তারা তাদের চাকুরী পাওয়ার জন্য সেগুলিতে সহজে এবং কম খরচে আসা যাওয়া করতে পারবে। ফলে তাদের শহরে এসে যে হয়রানি হতে হত, সেটার থেকে তারা রেহাই পাবে। তারপরে উদয়পুরে একটা কলেজ হওয়ার কথা, কিন্তু সেটা এখন হবে বলে আমার মনে হচ্ছে না। অন্ততঃ আমি জীবিত থাকা কালে হবে না, এটা নিশ্চিত। তবে আমাদের গ্রামাঞ্চলেও আজকাল ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বেড়ে চলেছে, কিন্তু তাহলে কি হবে?

গ্রামাঞ্চলে যে সব স্কুল আছে, সেগুলিতে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা অনুসারে খুবই নগণ্য। আর একটা জিনিষ আমি দেখতে পাচ্ছি সেটা হল, কোন কোন স্কুলে যদি ১০০ কিম্বা ২০০ ছাত্রছাত্রী থাকে, তাহলে সেখানে মাষ্টার থাকে মাত্র ৩ জন, আবার এর মধ্যে দুইজনই মেয়ে মাষ্টার। আর শহরাঞ্চলে যে সব স্কুল আছে, সেগুলিতে মাষ্টারের কোন অভাব নেই, সেখানে প্রয়োজনের তুলনায় অনেক আছে, মনে হয় যেন মাষ্টার মাষ্টারনিদের কোন অভাব নেই। এত যে রাস্তায় বেরুলে হামেশাই দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু আমি বলি গ্রামের ছেলেমেয়েদের কি লেখা পড়ার কোন দরকার নেই? যদি দরকার থাকতো, তাহলে নিশ্চয় সরকার সেখানে যে পরিমাণ ছাত্রছাত্রী আছে, সেই পরিমাণে মাষ্টার দিতেন। কিন্তু যা দেখছি, এদিকে সরকারের তেমন কোন নজর নাই। অথচ আমি আজ কয়েক বছর ধরে এই সব কথা এই হাউসে বলে আসছি, কিন্তু আমার কথার উপর কোন দৃষ্টি দেওয়া হচ্ছে না। তারপরে মাষ্টারদের ট্রেন্সফার নিয়ে অনেক কিছু চলছে। আমার জানা মতে কয়েকজন আছেন, তারা আমাদের দুর্গম অঞ্চলগুলিতে গত ১০।১২ বছর ধরে শিক্ষকতার কাজে নিযুক্ত আছেন, তাদের কিন্তু একবারের জন্যও শহরে কোন জায়গাতে ট্রেন্সফার করা হচ্ছে না। আমার জানা মত একজনের কথা এখানে অন্ততঃ বলতে পারি, সেটা হল তহুতে একজন আছেন প্রায় ৭ বছর হবে, তার আর কোন বদলী হচ্ছে না। আমি তার এই কেসটা নিয়ে একবার মন্ত্রী মহোদয়ের সংগে দেখা করেছি এবং বলেছি যে তার বাবা বৃদ্ধ হয়েছে কোন কাজকর্ম করতে পারে না, হয়তো কিছু দিনের মধ্যেই সে মরে যাবে, কাজেই তাকে একবার অন্ততঃ তার বাবা যেখানে থাকে তার আশে পাশে কোথাও ট্রেন্সফার করা হউক। কিন্তু কে কার কথা শুনে? আমাকে বলা হল, দেখছি এবং দেখব। অথচ এখন পর্য্যন্ত তার ট্রেন্সফারের কিছুই করা হচ্ছে না। তারপরে আর একজন আছেন কালীকুমার চৌধুরী পাড়া স্কুলে, সেও গত ১২/১৩ বছর ধরে শিক্ষকতা করছেন, কিন্তু তাকে একবারের জন্যও শহরের কোথাও ট্রেন্সফার করা হল না। তাই আমি বলছিলাম যে সব শিক্ষকরা দুর্গম অঞ্চলে আছেন, তাদের অন্ততঃ মাঝে মাঝে শহর বা শহরতলী স্কুলগুলিতে বদলী করা দরকার। কিন্তু সেটা না হয়ে যারা শহরে শিক্ষকতা করছেন, তারা তাদের জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত এই শহরে বাস করার সুযোগ পাচ্ছে, আর যারা পাহাড় অঞ্চলে আছেন, তারা আজীবন ধরে সেখানে পড়ে আছেন। তাই আমার বক্তব্য হল, এই ট্রেন্সফারের ব্যাপারে সরকারের একটা সুষ্ঠু নীতি গ্রহণ করা দরকার, যাতে দুর্গম অঞ্চলের শিক্ষকেরা এই সব সুযোগ পেতে পারেন।

তারপরে আছে ফরেষ্ট, এই ফরেষ্ট ত্রিপুরা রাজ্যের অনেক উন্নতি করেছে এবং ভবিষ্যতে আরও করবে। আমরা কিন্তু ফরেষ্টকে খারাপ বলতে পারি না, কেন না এই ফরেষ্টের দরকার মানুষের কাছে যথেষ্ট আছে। আমি জানি আমার উদয়পুরে কড়ই, শাল, চামল ইত্যাদি অনেক মূল্যবান গাছগাছড়া আছে এবং সেগুলি থেকে সরকার বেশ একটা রেভিনিউ পাচ্ছে। আমি এও জানি যে আমার উদয়পুরে অনেক রিজার্ভ আছে, সেগুলিতে গাছের কোন অভাব নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও সেখানে আরও বেশী অঞ্চলকে এই রিজার্ভের অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে। কেন

এটা করা হচ্ছে, আমি বুঝে উঠতে পারছি না। ত্রিপুরায় অন্যান্য যে সব মহকুমা আছে, সেখানে যে সব বড় বড় টিলা বা পাহাড় আছে, সেগুলিতে এই বাগান করা যায় না। করা যায়, কিন্তু উদয়পুর সাব-ডিভিশনে যে রকম ভাবে রিজার্ভ করে নিয়ে বাগান করা হচ্ছে, তাতে আমার মনে হয় যে কয়েক বছরের মধ্যে সেখানে আর লোকজন বসবাস করতে পারবে না। অনেক জায়গায় দেখেছি, যে মানুষের বাড়ীঘরের কাছে এই রিজার্ভ করা হচ্ছে এবং তার ফলে সেখানকার মানুষ তাদের বাড়ী ঘর থেকে বের হতে পারছে না। যদি তারা তা করে তাহলে তাকে ঐ রিজার্ভের মধ্য দিয়েই চলতে হবে। কাজেই আমি সরকারের কাছে অনুরোধ রাখব, তারা যেন আমার উদয়পুর মহকুমাতে আর নূতন করে রিজার্ভ এলাকা না বাড়ান।

এই রিজার্ভ থাকার দরুণ, রিজার্ভ এলাকার নিকটবর্তী যে সব লোক বসবাস করে, তাদের বাধ্য হয়ে দৈনন্দিন এর প্রয়োজনে রিজার্ভের মধ্যে ঢুকতে হয়। তাছাড়া সেইসব অঞ্চলে যে সব গরীব লোক আছেন, তারা ঐ রিজার্ভ থেকে লাকড়ী ছন ইত্যাদি সংগ্রহ করে বাজারে এনে বিক্রি করে তাদের পরিবারের ভরণপোষণ করতে হয়। এভাবে তারা তাদের দিন কাটাচ্ছে। কিন্তু একটা বিষয়ের দিকে দৃষ্টি দিয়ে বলছি, সেটা হল, এই যে গরীব লোক বা তাদের ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা যখন লাকড়া, ছন নেওয়ার জন্য বনে ঢুকে এবং সেগুলি সংগ্রহ করে যখন বাড়ীর দিকে রওনা হয় বা বাজারে বিক্রি করার জন্য নিয়ে চলে, তখন ঐ ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্টের লোকেরা তাদেরকে নিয়ে টানা হেচড়া শুরু করে দেয়। আজকে টিনের দাম অনেক, তাদের পক্ষে এই টিন কিনে, নিজেদের ঘরবাড়ী তৈরী করা সম্ভব নয়। কিন্তু আমি নিজে চোখে দেখেছি যদি একটা পিছা ঐ বন থেকে কেউ নিতে চায়, তাহলে ফরেষ্টের লোকেরা যদি কোন রকমে টের পায়, তাহলে তাকে নিয়েও টানা হেচড়া করে। আমি কিন্তু মাশুলের জন্য কোন আপত্তি এখানে করছি না। মাশুল যদি সরকার পায়, তাহলে সরকারের আয় বৃদ্ধি হবে এবং মাশুল সরকার পাউক, এটা আমি চাই। কিন্তু তাদেরকে নিয়ে এভাবে টানা হেচড়া করাটা আমার কাছে ভাল লাগে না, স্যার, সেজন্য আমাকে বলতে হচ্ছে স্যার, গরীবের বুঝি কে নেই। কাজেই তাদেরকে এভাবে টানা হেচড়া করে কষ্ট দেওয়াটা উচিত নয় বলে আমি মনে করি। আর ফরেষ্টের মধ্যে জুমিয়া পুনর্ব্বাসন দেওয়া হয়েছে। আমি একটা জিনিষ এখানে বলতে চাই, ফরেষ্টের মধ্যে জুমিয়া পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে আমরা পুর্ব্বেই তার প্রতি-বাদ করেছিলাম যে ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেণ্ট থেকে টাকা দিচ্ছে আর খরচ করছে ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্ট, এর প্রতিবাদ আমরা করেছি। শেষ পর্যন্ত এখন দেখা যাচ্ছে যে দুই তিন শত টাকা তাদের দেওয়া হয়েছে, আর বাকী টাকা তারা পাচ্ছে না। তখন জুমিয়াদের মনের অবস্থাটা কি একবার চিন্তা করুন। ৫০০ টাকা করে তাদের পাওয়ার কথা, সেই জায়গায় বেশীরভাগ জুমিয়াই ২০০/৩০০ টাকা করে পেয়েছে, আর বাকী টাকা পাচ্ছে না, ফরেষ্টকে জিজ্ঞাসা করলে বলে আমরা কি করব টাকা না দিলে। তাই আমি বলছি এই সমস্ত জুমিয়া-দের যেন সেকেণ্ড ইনস্টলমেণ্ট এ বৎসর দেওয়া হয়।

এ্যাগ্রিকালচার সম্বন্ধে মাননীয় সদস্যরা বিরূপ সমালোচনা করেছেন। আমি বলব যে সবুজ বিপ্লব দেশে এসেছে. উনারাও বলেছেন, আমিও বলি, তা না হলে আজকে রেশনের চাউল নেওয়ার জন্য, কার্ডের যে মারামারি ছড়াছড়ি আজকে নাই। এই সবুজ বিপ্লবকে সফল করার জন্য বাঁধ থেকে সুরু করে বীজ, সার আমরা বিলি করছি. দিনের পর দিন উৎপাদন বাড়াচ্ছি এবং কৃষক এতে উৎসাহীত হচ্ছে, যতই উৎসাহিত হচ্ছে, যত ডিম্যাণ্ড বাড়ছে, সেই অনুসারে আমাদের জমি দিতে হবে। কিন্তু এখানে আমি একটা কথা বলব, আমার সাব-ডিভিশনে আমি দেখেছি যে কৃষকরা ভাড়া করে ট্রাক্টার নিচ্ছে এবং তারা বলছে যে আমরা ট্রাক্টার নেব, আমাদের ট্রাক্টার নাই। কিন্তু এখানে আমি দেখছি যে ৩ হরস্ পাওয়ার ট্রাক্টার যেগুলি আছে, সেগুলি অতি অল্প সময়েই অকেজো হয়ে যায়, কাজেই ঐ সব ট্রাকটার কৃষকদের যাতে না দেওয়া হয়, পাঁচ হরস্ পাওয়ার যে সমস্ত ট্রাক্টার আছে সেগুলি সাপ্লাই করা হউক। আর তিন হরস্ পাওয়ার সম্পর্কে কোম্পানীর সংগে আমাদের একটা কণ্ডিশন থাকা দরকার যে এক বৎসরের মধ্যে যদি খারাপ হয় তাহলে রিটার্ণ নিতে হবে। তা না হলে এই মেশিন নিয়ে কৃষকদের সর্ব্বনাশ হয়ে যাবে, তারা জায়গা জমি বন্দক দিয়ে এই মেশিন কেনে, কাজেই তাদের যাতে সেই সব মেশিন না দেওয়া হয় তার জন্য আমি অনুরোধ রাখছি। আরেক দিকে আমি সীজন্যাল বাঁধের কথা বলছি, প্রত্যেক সাবডিভিশনে লাখ দুই লাখ টাকা খরচ করে কিছু কিছু কাজ হচ্ছে। কিন্তু বি. ডি. ও টেকনিক্যাল ম্যান নয়, কৃষক তাদের অভিজ্ঞতা থেকে বলল, সেটাও তারা গ্রহণ করে না। ফলে একটা বাঁধ হয়তো করল, কিন্তু উপর-তলায় বাঁধ করলে নীচের তলার লোক জল পায় না, এই নিয়ে মামলা মকদ্দমা নানা গোল-মালের সৃষ্টি হয়। প্রত্যেক সাবডিভিশনেই এই সীজন্যাল বাঁধগুলি যাতে পুংখানুপুংখভাবে পরীক্ষা করে সময় মত যদি না দেওয়া হয়, জলের অভাবে ফসল নষ্ট হয়ে যায়, এই ক্ষেত্রে সবুজ বিপ্লব সার্থক হবে না। কাজেই সময় মত সীজন্যাল বাঁধগুলি দিতে হবে।

মাইনর ইরিগেশান সম্বন্ধে আমি বলব যে কাজ তারা করে, কিন্তু এত বিলম্বিত কাজ হলে আমাদের ক্ষতির কারণ হয়। যেমন মাইনর ইরিগেশনে আমি দেখেছি এবার পূর্ত্ত বিভাগে যে লম্বা বাজেট এই বাজেটে উদয়পুরের জন্য একটিও নাই। আমি জানি মহারাণীর মধ্যে ট্রাইবেল এলাকায় দুইটি স্কীম তৈরী করতে বোধ হয় টি, এ, ডি, এ, প্রায় সাত আট শত টাকা ব্যয় হয়েছে। নাছরাছড়া থেকে তাহচুনছড়া সেখানে ১২ মাইল এরীয়াতে রিয়ান, জমাতিয়া আদি-বাসী অঞ্চল। আমাকে বলা হয়েছে যে ডুম্বুর প্রজেক্টের সাথে এটার কাজ হবে, ভাল কথা। কিন্তু দুইটি ডিজেল ইঞ্জিন দিয়ে যদি জলটাকে কণ্ট্রোল করা যেত, তাহলে সেখানকার ফসল রক্ষা করা যেত। কাজেই আমি বলব মাইনর ইরিগেশন থেকে সুরু করে সমস্ত সুযোগ সুবিধা সরকার থেকে দেওয়া হয়। কারণ কেন আমি বলছি, আজকে কৃষক জেগেছে, উৎসাহের সঙ্গে কাজ করে, কাজেই তাদের প্রয়োজনে যেটা যেন সরকার দেয়. সেটা তাড়াতাড়ি দিলে আমার মনে হয় সবুজ বিপ্লব, খাদ্যের অভাব আমরা মোকাবিলা করতে পারব। এ্যাগ্রিকালচারের স্টাফ সম্পর্কে আমি আরেকটা কথা বলব। স্টাফের বেতন সম্পর্কে যেটা করা হয়, একটা জিনিষ

আমরা দেখছি যে তাদের বেতন ব্লকের মাধ্যমে দেয়, কিন্তু এতে তাদের একটা অসন্তোষ আছে। কাজেই আমি বলব যে ব্লকের স্টাফ হলে ব্লক থেকে বেতন পাবে, আর এ্যাগ্রিকাল-চারের স্টাফ হলে এ্যাগ্রিকালচার সেটা করবে এই সাজেশন আমি এখানে রাখছি।

পূর্ত বিভাগ যে সমস্ত কাজ করেছে যেমন গোমতীর কাজ শালগড়া, তারপর শুকসাগর-জলা প্রত্যেকটি কাজ সুন্দর কাজ হয়েছে এবং সেগুলি প্রসংশনীয়। এইরকম ফুলকুমারীতে যদি নালা কেটে দেওয়া হয় এবং জল পাস করে দেওয়া হয়, তাহলে শুকসাগর জলায় তিনটি ফসল হবে ভুল নাই। এবার সেখানে কৃষকের বহু ক্ষতি হয়েছে, এদিকে আমি মাননীয় মিনিষ্টারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আপনি বক্তব্য সংক্ষেপ করুন।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :—তারপর ধ্বজনগর এই টাকা খরচ করে সরকার পাওয়ারলুম কিনেছে। আমার মনে হয় ত্রিপুরা রাজ্যে পাওয়ারলুম ন চলার কোন কারণ নাই। এই রকম একটা সুন্দর জিনিষ, একটা স্কীম করা হয়েছে, আমি এই সম্পর্কে ইণ্ডাষ্ট্রী ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে আলাপ করেছি। সেখানে একটা ট্রেনিং সেন্টার করেছে। সেখানে ট্রেনিং দিয়ে লোকেদের কো-অপারেটিভের মাধ্যমে কাজের সুযোগ সুবিধা দেওয়ার জন্য। কিন্তু কো-অপারেটিভ করার জন্য কেউ আগ্রহী হচ্ছে না। কিন্তু আমি বলব যে দুই চারটি পাওয়ারলুমে কিছু সংখ্যক লোকের কাজ দেওয়া যেত, তাহলে তারা এই বিল্ডিংএর কাজ করতে পারত একটা পাওয়ারলুমে চার পাঁচটি লোক কাজ করে যেতে পারত। অনেক ইঞ্জিন এবং মেশিন সেই মিল থেকে বিক্রী করে ফেলেছে, ইণ্ডাষ্ট্রী ডিপার্টমেন্ট এই বিষয়ে কিছুই জানে না। আমার উদয়পুরে এত লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে এটা করা হয়েছে, আমার মনে হয় স্কীমে কোন গোলমাল আছে। এই জিনিষটাকে প্রচার করতে হবে এটা যদি না করা হয় তাহলে যেখানে ক্যালেণ্ডার মেশিন আসছে, পাওয়ারলুম চালু করলে ত্রিপুরা রাজ্যে অনেক তাঁতী কাজ করে যেতে পারত। ত্রিপুরার বস্ত্র শিল্পের উন্নতি হত। আমি মোটামুটি সেরে আসছি, আর বেশী কিছু বলবনা।

তারপর স্বাস্থ্য বিভাগ। একটা নাম শুনলেই বলে অনেক কিছু দিয়েছি। উদয়পুর একটা সাবডিভিশন, তাতে লোকসংখ্যা অনেক বেড়েছে। অন্যান্য সাবডিভিশনেও লোক বাড়ছে। কাজেই ডিসপেন্সারীও বাড়ানো উচিত। রাস্তায় একটা অ্যাকসিডেন্ট হলে হাসপাতালে তাকে নিয়ে যাওয়া দরকার। উদয়পুরে একটা হাসপাতাল আছে, সেখানে একটা এক্স্-রে মেশিন আছে। খুব ভাল এক্স্-রে মেশিন। কিন্তু এক্স্-রে প্লেট নাই। ডাক্তার সবে ধন নীলমণি দুইজন। একজন ছুটিতে গেলে আর একজন কিছুতেই সামলাতে পারে না। তারপর যেখানে রোগীর সংখ্যা বাড়ছে সেখানে নার্সের সংখ্যাও বাড়ানো উচিত। যেখানে ৩০ জন নার্সের দরকার সেখানে আছে মাত্র ৪।৫ জন। এতে হয় কি। রোগীর ঔষধ, খাদ্য ইত্যাদি ঠিক মত দেওয়া হয় না। রোগীর খাদ্য যেটা তাদের ন্যায্য অধিকার সেটাও নগদ পয়সায় কিনে আনতে হয়। রোগীর খাদ্য নিয়ে টেণ্ডার কল হয়। টেণ্ডার অ্যাক্সেপ্ট করে বসে

থাকে। কিন্তু খাদ্য ঠিকমত সাপ্লাই করা হয় না। উদয়পুরে তিনটি নির্বাচন কেন্দ্র আছে। শালগড়া একটি, উদয়পুর একটি ও রাজেন্দ্রনগরে একটি। তারা বলেই খালাস যে উদয়পুরে তো একটি হাসপাতাল আছে। একটি আছে নোয়াবাড়ীতে, আর আমি বলেছিলাম মহারাণীতে একটি দিতে। মহারানীর ১৮।১৯ মাইলের ভিতরে কোন ডিসপেন্সারী নাই। শালগড়াতে দুইটি আছে। এর কোন মিল নেই। তাই সার্ভে করে করতে হয় স্যার। আর পানীয় জলের কথা কি বলব? রিংওয়েল টিউবওয়েল সম্বন্ধে অনেক বলেছি। বলে লাভ নাই। তবে এটা গরীবের জল। শহরে যারা থাকে তারা টিপ দিলেই জল পড়ে। কিন্তু গ্রামে তো তাদের স্নানের জন্য জলের প্রয়োজন, খাওয়ার জন্যই প্রয়োজন। তাদের তো ব্যবস্থা করতে হয়। টিউবওয়েল আজ বসানো হলে দুইদিন পরে দেখা যায় যে সেগুলি অকেজো হয়ে গেছে। এটার মধ্যে গোলমাল আছে স্যার। এই সম্বন্ধে যে কেলেংকারী আছে সেটা উঠিয়ে দেওয়া হোক স্যার। যাই হোক আমাকে আর সময় দিচ্ছেন না মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়। কাজেই এই বাজেটকে আমি স্বাগত জানিয়ে আনন্দভাবে গ্রহণ করি যাতে এই বাজেট দ্বারা ভূমিহীনদের, গরীবদের উপকার হয়, জুমিয়াদের উপকার হয়, তাদের কল্যাণে যাতে লাগে। গরীব কি চায়? তারা টি,এ, ডি,এ, চায় না। তারা যেগুলি চায় খুব বেশী নয়। তারা আইনত যা পায় তার জন্য তাদের মোড়লের কাছে যেতে হয়। এই না করে অন্তত: সংস্থাগুলির উপর একটি তদারকী কমিটি করা হোক। তারা একটা দরখাস্ত করলে কোন উত্তর পায় না। তারা জানে না তাদের দরখাস্তের কি হল তাদের দরখাস্তগুলি আটকিয়ে থাকে। এইগুলি নড়ে না স্যার। যাই হোক আমি আর বলব না। এই বলেই আমি এখানে বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীবিনয়ভূষণ ব্যানার্জী টু স্টার্ট ইওর স্পীচ।

শ্রীবিনয় ভূষণ ব্যানার্জী :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, মাননীয় অর্থমন্ত্রী ১৯৭১-৭২ সালের যে বাজেট এই হাউসে পেশ করেছেন, আমি তা সমর্থন করছি। সমর্থন করে কয়েকটা কথা আমি না বলে পারছি না। আমাদের অর্থমন্ত্রী যে বাজেট ত্রিপুরার জন্য রচনা করেছেন এবং দিল্লী থেকে অনুমোদন করে এনেছেন সেটা আমাদের রাজ্যের জনতার দিকে লক্ষ্য রেখেই করে-ছেন এবং সেই জনতার প্রতিনিধি হিসাবে আমি আমার বক্তব্য এই বাজেটের উপর সাধারণভাবে রাখবার চেষ্টা করব। মাননীয় স্পীকার, স্যার, বিভিন্ন বক্তা এই বাজেটের সমালোচনা করেছেন। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে বাজেটের সমালোচনা ন্যায়সঙ্গত এবং তার প্রয়োজন আছে এবং গণতান্ত্রিক দেশে এর মূল্য অনেক। তাই বিরোধী দলের যে সমালোচনা, সেই সমালোচনাকে আমি অভিনন্দন জানাব। কিন্তু সাথে সাথে এই কথাও বলব যে তাদের যে চিন্তাধারা সেই চিন্তাধারা যদি জাতির জন্য গণতান্ত্রিকভাবে সমালোচনা করেন তাহলে ঠিকই হত। কিন্তু তারা যে চিন্তাধারা নিয়ে বাজেটের সমালোচনা করেছেন সেটা জাতির জন্য কতটুকু কাজে লাগবে তা চিন্তা করতে বলব। জনসাধারণের প্রতি লক্ষ্য রেখে, জাতির প্রতি দরদ দেখিয়ে তারা অনেক কথা বলেন। এইসব কথার মধ্যে যে কিছু সত্য থাকে না তা নয়, আছে। কিন্তু রাজনৈতিক

উদ্দেশ্য এবং দলীয় স্বার্থ রক্ষা করার জন্য সমালোচনা বেশী করা হয় এবং তার পরিচয়েই এখানে অনেক বেশী। মাননীয় সদস্যেরা অর্থমন্ত্রীকে আক্রমণ করেছেন। তাই আমি অনুরোধ রাখব যে জনতার প্রতি লক্ষ্য রেখে যেন তারা বাজেটে সমালোচনা করেন। সেই কথা নিয়েই আমি আমার বক্তব্য এখানে পেশ করছি।

মাননীয় স্পীকার স্যার, এই ক্ষুদ্র ত্রিপুরা ভারতবর্ষের একপ্রান্তে অবস্থিত এবং এর অধিকাংশ লোকই উদ্বাস্তু, শ্রমিক এবং আদিবাসী মানুষ। আমরা এই বাজেট আলোচনা করতে গিয়ে দেখব যে এই জায়গার অধিকাংশ লোক কি অবস্থার মধ্যে আছে। তারই পরিপ্রেক্ষিতে বাজেট রচনা আমরা কতটুকু করতে পেরেছি। এই ক্ষুদ্র ত্রিপুরা বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত। ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গার তুলনায় এর সমস্যা অনেক বেশী। সেই দিকে লক্ষ্য রেখে আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের উপর নির্ভর না করে পারি না।

Mr. Speaker :—The House stands adjourned till 2 P. M. to-day. The member speaking will have the floor.

Shri Benoy Bhusan Banerjee :—

মাননীয় স্পীকার মহোদয়, যে বাজেট এখানে উত্থাপন করা হয়েছে তাতে ত্রিপুরার অর্থ মন্ত্রীর বিশেষ কোন হাত নাই কারণ এই বাজেট রচনা হয় দিল্লীতে। আমরা তার প্রতি সমর্থন জানাই। ত্রিপুরার অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এই বাজেটে কতটুকু কি আছে সেই দিকে আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। ত্রিপুরার জনসমষ্টি ক্রমশঃ বাড়ছে। ত্রিপুরা পাকিস্তান সংলগ্ন হওয়ার দরুণ উদ্বাস্তু আগমন অব্যাহত থাকবে। এখানে শিল্প নেই। কোন রকম ব্যবসার সুযোগও নেই—এই হল ত্রিপুরার অবস্থা। ত্রিপুরার অধিকাংশ মানুষ কৃষির উপর নির্ভরশীল ত্রিপুরাতে কৃষি, এবং বনই প্রধান। একমাত্র কৃষি এবং বন সম্পদের উপর নির্ভর করে এই ত্রিপুরাতে শিল্প গড়ে উঠতে পারে। এই পরিপ্রেক্ষিতে এই বাজেটে যে টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে সেটা আমি বেশী বলে মনে করি না। গ্রাম ভিত্তিক কৃষকদের উন্নতির উপর নির্ভর করবে ত্রিপুরার উন্নতি। তাদের বাহুতে বল এবং বুকে যদি ভরসা জাগে তাহলেই আমরা দেখব এই ত্রিপুরাকে তারা গড়ে তুলতে অগ্রসর হয়েছে এবং ত্রিপুরা অর্থনৈতিক দিক দিয়ে শক্তিশালী হচ্ছে।

কাজেই তারা পেছনে পড়ে থাকলে এই ত্রিপুরার উন্নতি সম্ভব নয়—সেই দিকে লক্ষ্য রেখে কৃষি সম্পর্কে আমি কয়েকটি কথা বলব। ধর্মনগরের কৃষির উন্নতির জন্য বার বার এই বাজেট ভাষণে এবং তার পরবর্ত্তী কালেও, মাইনর ইরিগেশন স্কীম ফ্লাড কন্ট্রোল এরজন্য আমরা আবেদন নিবেদন করেছিলাম। ত্রিপুরার সামগ্রীক উন্নতি এবং ত্রিপুরাকে খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণ করার দিকে লক্ষ্য রেখে আমরা এই দাবী করেছি। জনতার প্রয়োজনে বাজেট রচনা হয়। আমি অত্যন্ত দুঃখিত এবং ব্যথিত যে, যে অধিকাংশ জনতা, যাদের সুখ স্বাচ্ছন্দে এবং শক্তি সামর্থের উপরে ত্রিপুরার অর্থনৈতিক বুনিয়াদ গড়ে উঠবে তাদের কথা চিন্তা করা হয় নাই।

আর একটা বিষয়, বাজেটে ফ্লাড কন্ট্রোল, ড্রেনেজ এবং রাস্তাঘাট করার যে সব স্কীম থাকে তাও কার্য্য ক্ষেত্রে ঠিক ঠিক ভাবে রূপায়িত হয় না। আমরা জনতার প্রতিনিধি। বাজেট উত্থাপনের পর আমরা জনসাধারণকে বলি এই এই কাজ আমরা এইবার করব। কিন্তু জনতার কাছে আমরা কথা রক্ষা করতে পারি না। কেন? যে পরিকল্পনা নিয়ে আমরা বাজেট রচনা করি তা রূপায়িত হবার বাধা কোথায়? কাদের জন্য, কাদের কারসাজিতে এই বাধার সৃষ্টি হয় তা খুঁজে বের করা দরকার।

যদি কৃষি ক্ষেত্রে উন্নতি না আনতে পারি, যদি কৃষকদের মনে ভরসা জোগাতে না পারি, যদি এই বাজেট ত্রিপুরার গ্রামীন মানুষের মনে কোন আশা না জাগাতে পারি তবে কি ভাবে ত্রিপুরার উন্নতি সম্ভব হবে আমি বুঝতে পারি না। আমরা দেখছি—ত্রিপুরাতে যারা শিক্ষিত—যারা সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে দাবী জানাতে পারে তারাই আদায় করতে পারে। আর যারা মূক, যারা সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে চেষ্টা করতে পারেনা, যারা নিজেদের জীবিকা নিয়ে সারাদিন কর্ম্মব্যস্ত থাকে এবং রাত্রে ক্লান্ত শরীরে নিদ্রা মগ্ন হয় এবং ভোর হলেই পুনরায় ক্ষেত খামারে কাজ শুরু করে তাদের প্রতি আমরা কতটুকু দায়িত্ব পালন করেছি এটাই লক্ষ্য করতে আমি বলব।

যে জনতার উন্নতির জন্য গরীবি হটানোর জন্য আমাদের যে চেষ্টা, আমাদের যে পরিকল্পনা তা কতটুকু আমরা রূপায়িত করতে পারব তার দিকে লক্ষ্য রাখতে আমি বলব। আমাদের যে চিন্তা, আমাদের যে কর্ম, আমরা যা বলি জনতার কাছে তাকে আমরা ঠিক ঠিক ভাবে রূপায়িত করতে না পারলে তাহলে সেই জনতা আমাদের উপর তাদের বিশ্বাস আস্থা হারিয়ে ফেলবে। আমরা বাজেটে অনেক কিছু প্রভিশন করতে পারি, ত্রুটি বিচ্যুতি অনেক কিছু থাকতে পারে কিন্তু আমাদের পরিকল্পনা যেন ঠিক ঠিক ভাবে রূপায়িত করতে পারি এই কথাই আমি মাননীয় স্পীকারের মাধ্যমে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং অর্থমন্ত্রীর নিকট অনুরোধ রাখব।

মাননীয় স্পীকার স্যার, ধর্ম্মনগরে চেষ্ট ক্লীনিক করার কথা মাননীয় অর্থমন্ত্রী তার বাজেট ভাষণে বার বার বলেছেন কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় তা আজও হয় নাই। আমি দেখেছি জনতার কি অভাব। আমি এখানে একটা ঘটনার কথা বলতে পারি। আমি একদিন একটি গ্রামে গিয়ে দেখলাম একটি পরিবারের স্বামী স্ত্রী সবাই যক্ষ্মা রোগে আক্রান্ত, কিন্তু দারিদ্রে তারা এমনি জর্জ্জরিত যে তাদের দুবেলা খাওয়া জুটে না, কোন রকমে আগরতলায় এসে পরীক্ষা করাবার সুযোগও নেই। কিন্তু এই যে Back front ধর্ম্মনগর সেখানে Chest Clinic করবার জন্য আমরা বার বার দাবী করেছি বার বার আমরা এই houseএ question এনেছি। কিন্তু এখনো এটি করার কোন ব্যবস্থা হয় নি এবং কেন হয় না তাও বুঝতে পারি না। এই যে দীনহীন জনতা যারা এভাবে রোগে আক্রান্ত এবং যে জনতার অর্থে আমরা পুষ্ট সেই জনগণের এই দুঃখ দুর্দ্দশা দূর করার জন্য আমরা মাননীয় স্পীকারের মাধ্যমে মন্ত্রী মণ্ডলীর কাছে অনুরোধ

রাখব যাতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়। আর আমরা সাধারণ গ্রামীন জীবনের কি অবস্থা দেখতে পাই। দেখতে পাই যে গ্রামের স্কুল ঘর ভেঙ্গে পড়ে। মেরামত হয় না। বাজেটে টাকা ধরা থাকে কিন্তু তা খরচ হয়না। সারা বর্ষার সময়ে জলে ভিজে স্কুলে আসে তাদের কি অপরাধ? আমরা জানি ত্রিপুরা সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের উপর নির্ভরশীল। তথাপি যে টাকা আছে সে টাকা উপযুক্ত ভাবে ব্যয় করা দরকার। কিন্তু কোন ব্যয় করা হয় না এটাই আমার দুঃখ এবং বেদনা। আমারা দেখি সাধারণ গ্রামীন জীবনের রাস্তাঘাট হয়না। তা কেন হয় না? বাজেটে লাখ লাখ টাকা ধরা থাকে কিন্তু খরচ হয় না। আমি দেখেছি বর্ষা আসলে পরে সামান্য বৃষ্টিতে রাস্তাঘাট ডুবে যায়। এ ধারে পিতা থাকে দাঁড়িয়ে, ওধারে পুত্র থাকে স্কুলে। পিতা মনে করে পুত্র কিভাবে পার হবে। পুত্র মনে করে ছুটির পর কিভাবে সে বাড়ী ফিরবে। এই অবস্থায় জনতার পরিক্রমা লব্ধ অর্থে ফ্যানের নীচে, লাইটের নীচে খুব ভাল জামা কাপড় পরে movement করি। ঐ লাখ লাখ টাকায় কি সামান্য একটা স্কুল ঘর, রাস্তা এবং পানীয় জলের ব্যবস্থা হতে পারে না? কোন ভারতবর্ষ, কারা সংখ্যায় অধিক, এই কৃষক জনতাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। আমরা যারা সমাজের cream বলে দাবী করি, আমরা শিক্ষা দীক্ষায় উন্নত হয়ে আমরা যদি শুধু আমাদের স্বার্থই দেখি তাহলে এই অসংখ্য জনতার অভিশাপ অচিরেই আমাদের গ্রাস করবে। তাই পুঙ্খানুপুঙ্খ সমালোচনা করে আমি কয়েকটি উদাহরণ এখানে তুলে ধরছি। তাই আমি মাননীয় স্পীকার মহোদয়ের মাধ্যমে মন্ত্রী মহোদয়ের নিকট যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন করার জন্য আবেদন রাখছি। আমি দেখেছি মন্ত্রী মহোদয়ের নির্দ্দেশ থাকা সত্বেও অফিসগুলিতে কোন কাজ হয় না। আমি একটা ঘটনার কথা বলছি। ধর্ম্মনগরের একটি গ্রামের রাস্তা যে রাস্তার উপর দিয়ে গ্রামের সম্পদ আমরা বয়ে নিয়ে আসব বাজারে সে রাস্তার দুরবস্থার কথা। যেখানে রাস্তা নেই সেখানে মাথায় করে বয়ে বয়ে নিয়ে যেতে হয় বাজারে। কিন্তু কতটুকু সে মাথায় করে বয়ে নিয়ে যেতে পারে? তার ফসলের ন্যায্য দাম সে পায় না যেগোযোগের ব্যবস্থার অভাবে। এই রাস্তা তৈরী করার জন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের নিকট তাগিদ দেওয়ার পর দেখা গেল যে এই রাস্তার জন্য যেখানে ১০/২০ হাজার টাকা হলেই চলে সেখানে Estimate করা হ'ল ৮০ হাজার, ১ লাখ বা দেড় লাখ টাকার। এই Estimate এখান থেকে ওখানে যেতে যেতে তিন বৎসর কেটে গেল। আমারও terms শেষ হয়ে এল। যে জনতার ভোটে, জনতার কাজের প্রয়োজনে এখানে এসেছি সেই কর্ত্তব্যবোধের উপলব্ধি করে এই House এ এসে বার বার আবেদন করেও, এই যে গরীব জনতা তাদের দিকে চেয়ে বলেছি, তার পরিণতি দেখে মনে হয় কাকে দোষ দেব, কাকে বলব। মন্ত্রী পরিষদ বার বার তাগিদ দিয়েছে এই রাস্তা কর, তবুও তা কার্য্যে রূপায়িত হয় না। কোথায় যাব। আর একদিকে দেখি কর্মচারীরা বার বার আন্দোলন করছেন বেতন বৃদ্ধির দাবীতে। এই যে মধ্যবিত্ত শ্রেণী তাদের কাছে গেলে পরে আমরা কি ব্যবহার পাই? অফিসে, কাচারীতে গেলে আমরা দেখি এই যে কৃষক শ্রমিক তাদের প্রতি কি ব্যবহার করছে। আমি বার বার বলি তাদের একমাত্র

আশ্রয় এই Assembly, M. L. Aরা এবং মন্ত্রী পরিষদ। কাজেই তাদের কাছেই আমি তাদের দাবী বার বার তুলে ধরেছি। ভারতবর্ষের এই যে দরিদ্র জনতা, যদি আমরা ভারতকে গড়তে চাই, ত্রিপুরাকে গড়তে চাই, ত্রিপুরার অর্থনৈতিক বুনিয়াদ শক্ত করতে চাই, যদি সবুজ বিপ্লব আনতে চাই তাহলে তাদের পরিশ্রমেই গড়ে উঠবে ত্রিপুরার অর্থনৈতিক বুনিয়াদ। ত্রিপুরার শিল্প প্রচেষ্টা তখনই স্বার্থক হবে যখন কৃষিতে উৎপাদন বাড়বে। গ্রামে যে সমস্ত কৃষক মজুর আছে এবং যারা বেকার বসে থাকে তাদেরকে শ্রম দেওয়ার ব্যবস্থা যদি আমরা করতে পারি তাহলেই ত্রিপুরা গড়ে উঠবে। বাজেট রচনা করে কতগুলি লোকের উপর দায়িত্ব দিলেই চলবেনা। সেই দয়িত্ব পালন করবার জন্য যদি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী পুরাপুরি না থাকে তাহলে এই যে অসহায় জনতা কোথায় থাকবে। আমি জানি তাদের ব্যথা। তারা আন্দোলন করতে পারে না। কারণ তাদের আন্দোলন করার সময় নাই। তারা একদিন আন্দোলন করলেই না খেয়ে মরে যাবে। কারণ তারা দৈনিক কাজ করে তাদের ছেলেমেয়ের মুখে অন্ন যোগায়। তাই তাদের আন্দোলন দানা বাঁধতে পারে না। যদি কখনো Strike হয় তখন আমরা কি দেখি? একটি সাধারণ মুচি আমাকে একদিন বলল যে বাবু আপনাদের জুতোর কাজ করে দৈনিক যা পাই তাই দিয়ে সংসার চালাই, আজ আমার কাজ বন্ধ, কি খাওয়াব পরিবারের লোকদের। কিন্তু আপনাদের তো বেতন বন্ধ হবে না। আপনারা তো সবই পাবেন। আমি কোথায় যাব; এই হ'ল সাধারণ লোকের কথা। কাজেই আমরা যারা জাতির cream বলে দাবী করি তাদের কর্মক্ষমতার উপরই তারা নির্ভর করবে। রাজ-নৈতিক সুবিধাবাদী মন নিয়ে দেশকে গড়া যাবে না। আমি অনেক জায়গায় Tribal পুনর্বাসনে দেখেছি Tribal এর লোক যারা তারা অতি সরল এবং অতি অল্পতেই তারা তুষ্ট। আমাদের মত এত প্রাচুর্য্যের প্রয়োজন তাদের পড়ে না। কিন্তু কি দেখেছি? ত্রিপুরায় যখন বাঙ্গালী উদ্বাস্তু পাকিস্তান থেকে আসতে আরম্ভ করল সেই দিন এই যে কেরাণী তাদের দরদী তাদের সমাজের লোক যারা তারা সেই দিন চিন্তা করত ত্রিপুরায় এই যে ব্যাপকভাবে উদ্বাস্তুর আগমন তার পরবর্ত্তী stage এ যদি তাদের পুনর্ব্বাসন ঠিকভাবে না হয়, পরবর্ত্তীকালে আমারই সমাজের লোক তারা অসহায় অবস্থায়। সেইদিন তাদের সেইভাবে পরিচালনা করা দরকার ছিল, সেই চিন্তার দ্বারা তাদের শক্তিশালী করা যেতো। আমরা তা করি নাই। আমরা কি করেছি আমরা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে এই সব সাধারণ লোকদের ব্যবহার করছি। তাদের ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিয়ে আমি আমার উচ্চাসন প্রতিষ্ঠিত করেছি। এই হচ্ছে ট্রাইবেল আন্দোলনের প্রাথমিক পটভূমিকা। তাই আমি অনুরোধ করবো যে স্বসমাজের নামে যে কোন সম্প্রদায় যদি এমনিভাবে খেলা খেলি, তাহলে ভুল হবে। আমি মনে করি ত্রিপুরায় এই যে ট্রাইবেল উপজাতি আছে তাদের যদি উপকার করতে হয়, তাদের যদি আমাদের সমান উন্নতি র সঙ্গে না আনা হয় ত্রিপুরার সামগ্রিক উন্নতি সম্ভব নয়। এবং তাদের এই যে সরল মন, তারা যে কার্য্যক্ষম, তাদের সেই ক্ষমতাকে যদি আমরা দেশের কাজে ঠিক ঠিক ভাবে পরিচালিত করতে পারি এবং যদি আমরা সবাই মিলে সেই

কাজে সাহায্য করি তাহলে ত্রিপুরার আদিবাসী সমস্যার এবং আমাদের ত্রিপুরার সামগ্রিক কল্যাণ সাধনের চিন্তায় সাহায্য করা হবে। আমি আমার ধর্ম্মনগরের কয়েকটি কথা বলব। মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি বলি যে একথা সত্য, ত্রিপুরা অনেক উন্নত হয়েছে। কিন্তু সেদিন ত্রিপুরায় ৬ লক্ষ লোক ছিল, আর আজ ত্রিপুরায় ১৮ লক্ষ লোক। এবং এই প্রাকৃতিক দুর্য্যোগের ক্ষতিগ্রস্ত ত্রিপুরার উন্নতিতে আমরা সন্তুষ্ট নই উন্নতি ও পরিবর্ত্তন, এই বিবর্ত্তনের মাঝে চিরদিনই একের পর এক ভাষাগত উন্নতি হবে। তাতে আমি বিশেষ গৌরব করতে চাই না। কিন্তু একথা সত্য যে ত্রিপুরা অনেক উন্নতি হয়েছে এবং উন্নতি অব্যাহত আছে। তাই আমি বলি বর্ত্তমান পরিস্থিতি এবং লোক সংখ্যার ভিত্তিক উন্নতি আরো ত্বরান্বিত হওয়া দরকার আমি শিক্ষা বিভাগের সম্বন্ধে আর বেশী কিছু বলতে চাইনা। ত্রিপুরার শিক্ষা বিস্তার সম্পর্কে এই রাজ্যের সকলেই অবগত আছেন। ত্রিপুরার যে শিক্ষার প্রসার লাভ করেছে তার সাথে সাথে উচ্চ শিক্ষার কামনা প্রত্যেকেরই আছে। সেই ভিত্তিতে ধর্ম্মনগরে যেরূপ শিক্ষিতের হার সেই তুলনায় সেখানে কলেজ চাওয়া তো স্বাভাবিক এবং সেই কলেজের জন্য মাননীয় স্পীকারের মাধ্যমে মন্ত্রী মহোদয়ের নিকট দাবী রাখছি। উচ্চমাধ্যমিক স্কুলের অভাবে ধর্ম্মনগরে দেখা যাচ্ছে ৮/৯ মাইল দূর থেকে ছাত্ররা এসে ধর্মনগর শহরের স্কুলে শিক্ষা লাভ করছে। তাই আমি মন্ত্রী মহোদয়ের নিকট অনুরোধ রাখছি যাতে ধর্ম্মনগরে আরো উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। হাসপাতাল সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলব ধর্ম্মনগরে অনতি বিলম্বে একটি Chest clinic প্রয়োজন। যদিও জানি ধর্ম্মনগর টি, বি, হাসপাতালের জন্য চল্লিশ হাজার টাকা বাজেটে ধরা হয়েছে কিন্তু হাসপাতাল খোলার কোন লক্ষণ দেখছিনা। আজ উদয়পুরে একটা Chest clinic খোলা হচ্ছে। তাই আমি বলব আগরতলা থেকে উদয়পুরের দূরত্ব কি আগরতলা থেকে ধর্ম্মনগরের চেয়ে বেশী এবং ধর্ম্মনগর এক প্রান্তে অবস্থিত। তাই ধর্ম্মনগর থেকে আগরতলা হাসপাতালে রোগী আনা কি সম্ভব। সিডিউল্ড ট্রাইব, সিডিউল কাষ্ট এবং ধর্ম্মনগরের সাধারণ অধিবাসীদের মধ্যেও যথেষ্ট টি, বি রোগী দেখা যায়, তাই আমি এইগুলি সার্ভে করে দেখার জন্য পূর্বেই বলেছিলাম এবং গত বৎসরের লেঃ গভর্ণরের ভাষণে এবং স্বাস্থ্য মন্ত্রীর ভাষণে শুনেছিলাম ও বাজেটেও দেখেছিলাম যে ধর্ম্মনগরে একটি টি, বি, হাসপাতাল খোলা হবে। সেই অনুযায়ী আমি জনসাধারণের নিকট প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম যে তোমাদের জন্য টি, বি, হাসপাতালের ব্যবস্থা এই বৎসরেই করে দেব। কিন্তু আজ দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে এক বৎসর অতিক্রান্ত হয়ে গেল ধর্ম্মনগরে কোন্ টি, বি, হাসপাতাল তৈরীর কোন লক্ষণ দেখা গেল না। এ বৎসরের বাজেটেও সে সম্পর্কে কোন কিছু উল্লেখ করা হল না। কুকুরে কামড়ালে যে ঔষধ ব্যবহার করা হয় তাহা রিফ্রেজেটারে রাখতে হয়। কিন্তু ধর্ম্মনগর হাসপাতালে তাহা নাই। সাধারণ একটি মিষ্টির দোকানেও একটি রিফ্রেজেটার থাকে কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ প্রায় চার পাঁচ বৎসর যাবৎ বলেও ধর্ম্মনগর হাসপাতালে তার কোন ব্যবস্থাই করতে পারলামনা। তাই বলছি কয়েক বৎসরেও কি গভর্ণমেন্টের সম্ভব হল না যে ঐ হাসপাতালে একটি রিফ্রেজেটারে

ব্যবস্থা করা হউক। মাননীয় মহোদয়দের বলার পরও তার কোন সুবিধা হইতেছে না। আমি বুঝতে পারছি না এর জন্য টাকার কোথায় অভাব যার জন্য এটা কিনা হইতেছেনা। আমরা জনগণের প্রতিনিধি হয়ে এই হাউসের সম্মুখে আসি। তাই আমরা জনগণের অভাব অভিযোগের কথা নিয়ে এই হাউসে আসি এবং প্রশ্ন করি। এখানে যদি আমরা তার কোন প্রতিকার না পাই তবে আমরা কোথায় গিয়ে দাড়াব এব কি বলব।

আমি ধর্মনগরের Industry সম্পর্কে বলব। আমি জানি Industry ব্যাপারে ধর্মনগর একটি ভাল জায়গা। ত্রিপুরাতে ধর্মনগর কি কারণে ভাল জায়গা বলা তার কারণ ধর্মনগরের নিকট আসাম সংলগ্ন কয়েকটি বাজার আছে তাছাড়া ধর্মনগরে একটি রেল ষ্টেশনও আছে। স জন্য আমি বার বার এখানে Industry র জন্য এই হাউসের নিকট আবেদন করেছিলাম এবং এই খাতে বাজেটে কিছু টাকাও ধরা হয়েছিল এবং Industry র জায়গায় Acquisition করে গেজেট নটিফিকেশান করেছিল অনেক আগেই। যেটা আমরা প্রয়োজন বোধ করলাম যে গড়ে তুলব এবং যেটা আমরা বুঝে নিলাম সেটা গড়তে যদি দেরী হয় তালে সেটা কি পেছনে পড়ে যায় না? তাই সবপ্রকার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও সেই অঞ্চলে কেন গড়ে উঠল না Industrial Estate? ধর্মনগরে শিল্প গড়ে উঠার অনেক সুযোগ আছে। আপনারা গিয়ে দেখুন তা সত্যি কি না। যদি সত্যি হয় তাহলে আমি মাননীয় স্পীকারের মাধ্যমে আবেদন রাখব মাননীয় মন্ত্রীর নিকট যেন সেখানে Industrial Estate গড়ে তোলা হয়। আর একটি কথা হল flood Protection এবং drainage scheme এর যে সমস্ত কাজ তারজন্য বার বার tender call করা হয়েছে। কিন্তু কাজ হয়নি, কারণ Contractor মিলেনি। কিন্তু Cantractor না মিললে কি দেশের অগ্রগতি রুদ্ধ হয়ে যাবে? সেই কাজ department এর মাধ্যমে করা হতে পারে। কাজেই আমি আবেদন রাখব যদি সেই কাজে কোন contractor না পাওয়া যায়—তাহলে department এর tbrough তে সেই কাজ করা হউক। আমি বার বার ধর্মনগর market সম্বন্ধে বলেছি টাকা sanction হয়েছে, তথাপি তার কাজ আরম্ভ হচ্ছে না। কেন তার কাজ আরম্ভ হচ্ছে না আমি তা জানি না। এমনিভাবে রাস্তাঘাট পানীয় জলের অবস্থা, কৃষিক্ষেত্রের উন্নতিজনক কাজের অবস্থা বিলম্বিত হচ্ছে। টাকা আছে, তথাপি সেই টাকা খরচ হবে না, কাজ হবে না। এই অবস্থা থেকে যাতে আমরা মুক্ত হতে পারি তার জন্য আমি মাননীয় স্পীকারের কাছে অনুরোধ করব মন্ত্রীমণ্ডলীর নিকট যে বাজেট আমরা রচনা করি যেন তার প্রতি লক্ষ্য রেখে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মাধ্যমে দেশকে অগ্রগতির দিকে নিয়ে যাব। সেই সমস্ত কাজের বাধার কারণ যারা হবে তাদের প্রতি যেন বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয় এবং দেশের জনসাধারণের আশা আকাঙ্খাকে পূরণ করার জন্য আমরা যেন যারা কৃষক, শ্রমিক, জ্ঞানী, গুণী আছি সবাই যেন সত্যিকারের পথের সন্ধান দেই এবং দেশকে গড়ে তুলি। এই আবেদন রেখেই আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করলাম।

Mr. Speaker :— Shri Aghore Deb Barma.

Shri Aghore Deb Barma :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয় এই বিধান সভার মধ্যে ১৯৭১-৭২ সনের বাজেট পেশ করেছেন। এই বাজেট পেশ করতে গিয়ে তিনি যে সমস্ত বক্তৃতা করেছেন সেই বক্তৃতা শুনলে মনে হয় তিনি যেন সমস্ত ত্রিপুরার সমস্যা সমাধান করে ফেলবেন। উনার বক্তৃতা এবং main budget বইটা যদি consult করে দেখি তাহলে কি দেখতে পাই? আমরা দেখতে পাই যেন old wine in new bottle. অর্থাৎ বাজেট টা হল গতানুগতিক, বছর বছর যেভাবে বাজেট তৈরী হয় ঠিক সেই ধরণের একটি বাজেট, এতে নূতনত্ব কিছু নাই। এক কথায় এই বাজেটকে বলা যায় মাথা ভারী বাজেট, আমলাতান্ত্রিক বাজেট। কেন আমি এই কথাগুলো বলছি? তার কারণ হল আমাদের বিধানসভায় যে বাজেট পেশ করা হয় তাহা ত্রিপুরার প্রত্যেক Head of department এটা করে থাকেন, তারপর এটাকে দিল্লী পাঠানো হয়। দিল্লীর কর্তৃপক্ষ এটাকে আরও একটু কাটছাট করে আমাদের এখানে পাঠিয়ে দেন। আবার এখানকার মন্ত্রী পরিষদ এটাকে বিচার বিবেচনা করে Central Govt. এর approved নিয়ে এসে এখানে পেশ করা হয়। কাজেই এখানকার মন্ত্রীমণ্ডলীর এই বাজেট করার ব্যাপারে কি অবদান আছে তাহা এই বাজেট পড়লেই পরিস্কার বুঝা যায়। সমগ্র বাজেট অধ্যয়ন করলে দেখা যায় office staff এর ব্যয় বরাদ্দ ইত্যাদির জন্যই বেশীর ভাগ আছে। ত্রিপুরায় লক্ষ লক্ষ যারা জনসাধারণ অর্থাৎ যারা গরীব কৃষক, মজদুর তাদের জন্য ব্যয় বরাদ্দ কতটুকু আছে এটা যদি দেখা যায় তাহলে দেখা যাবে এদিক দিয়ে টাকার অঙ্ক খুবই কম রাখা হয়েছে। অথচ উনাদের বক্তৃতায় মধ্যে কেবল দেখাতে পাই সমাজতন্ত্রের বুলি। এই হল অবস্থা। একটা কথা তিনি বলেছেন যে ত্রিপুরাকে পূর্ণ রাজ্যের মর্য্যাদা দিবার জন্য প্রধান মন্ত্রী যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন লোক সভার সেই প্রতিশ্রুতির পরি-প্রেক্ষিতে ত্রিপুরা রাজ্যের মন্ত্রী পরিষদের দায়দায়িত্ব অনেক বেড়েছে। বিশেষ করে আর্থিক সম্পদ সুবিবেচনার সঙ্গে কাজে লাগিয়ে সম্পদ আরও বৃদ্ধি করতে হবে। আর এই সঙ্গে আত্মনিয়োগ করতে হবে কঠোর পরিশ্রম। এই সঙ্গে তিনি আরও একটি কথা বলছেন যে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে ক্রমবর্দ্ধমান বেকারত্ব। আর শিক্ষা ক্ষেত্রে দেখা দিয়েছে সামগ্রিক আদর্শহীনতার কথা। এই আদর্শহীনতার কথা বলে তিনি দায়িত্ব এড়িয়ে গেছেন। কিন্তু একটি কথা হচ্ছে আজকে যুবক শ্রেণীর মধ্যে এবং শিশুদের মধ্যে যে রূপটি দেখা যাচ্ছে সেটার মূলীভূত কারণ খোজে বের করার যে দায়িত্ব আছে সে সম্বন্ধে তিনি কিছু বলছেন না। যেমন "যত দোষ নন্দ ঘোষ" এই কথা বলে তাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিলেই যেন দায়িত্বটি খালাস হয়ে যায়। কিন্তু যে ভাবে বছরের পর বছর বেকার সমস্যা ধাপে ধাপে বাড়ছে, সেই বেকার সমস্যা সমাধানের একটা সুষ্ঠু পথ সরকারের তরফ থেকে খোঁজে বের করবার বিশেষ প্রয়াস দেখা যাচ্ছে না। কোন অবস্থাতেই সরকার সমস্যা সমাধানের কোন নির্দেশ দিতে পারছেন না। আমি জানি দেশের যুবক যারা ১৯৬৩-৬৪ সালে B. A., B. Com ইত্যাদি পাশ করেছে তারাও চাকুরী পাচ্ছে না। যদিও সরকারীভাবে Employment Office আছে এবং সেখান থেকে নাম অন্যান্য Deptt. এ পাঠানো হয়। কিন্তু

এমন অনেক আছেন যাদের নাম এ পর্য্যন্ত Interview এর জন্য কোন Deptt. পাঠানো হয় নাই। আবার হয়তো খুব পীড়াপীড়ি করলে সেখান থেকে নাম পাঠানো হয়। কিন্তু শুধু নাম পাঠালেই তো হবে না খুটির জোর না থাকলে চাকুরী হয় না। কিন্তু এই যে যুবক যারা দেশের ভবিষ্যৎ তারা দেশের জন্য সমস্ত কিছু আত্মনিয়োগ করতে পারে, সব রকমের পরিশ্রম করতে পারে কিন্তু এই ব্যাপারে সরকারের তরফ থেকে সেই তৎপরতা কোথায়। তারা যে তাদের কঠোর পরিশ্রম ও আত্মনিয়োগ করবে সেই জায়গা কোথায়। কাজেই আজ দেশের যুবকদের মধ্যে যে একটা উন্মাদনাই হউক যে একটা frustration দেখা দিয়েছে তার জন্য তো তাদেরকে দায়ী করলে চলবে না। আজকে তাদের ভূত, ভবিষ্যৎ বলতে কিছুই নেই। যেখানে যায় সেখানে তাদের চাকুরী নেই।

দেশকে আমরা যদি ঠিক ঠিক ভাবে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই তাহা হলে বেকারদের কর্ম্মসংস্থান আমাদের করতেই হবে। সেই দিক দিয়ে নির্দিষ্ট কিছু নাই ভাসাভাসা কিছু বলেই ওনার দায়ীত্ব খালাস করেন। আর যত দোষ নন্দ ঘোষ এই প্রবাদ বাক্যের ন্যায় সব দোষ তাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হয় এই বলে যে উচ্ছৃংখল, আদর্শ-হীন ইত্যাদি ইত্যাদি।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, প্রতিদিনই শুনি স্কুল পুড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। কয়েকদিন পূর্ব্বে প্রাচ্যভারতী স্কুল সম্পূর্ণ পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। আজকে ও শুনেছি চম্পকনগর স্কুল নাকি পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে তার জন্য কারা দায়ী? আমি বলব যারা সরকার পরিচালনা করেন যারা রাষ্ট্র পরিচালনা করেন তারা দেশের যুব শক্তিকে কাজ দিতে পারছেন না তাদেরে ঠিক পথে পরিচালনা করতে পারছেন না। তারজন্য তারা অন্যদিকে ডাইভার্ট হচ্ছে। এর জন্য মূলতঃ দায়ী এই দায়ীত্বহীন সরকার। কাজেই এই সমস্তটা পুনরায় এখানে তুলে ধরা দরকার। ওনার ভাসা ভাসা ভাবে কিছু উল্লেখ করেছেন। কিন্তু মৌলিকভাবে কিছু নির্দ্দেশ করতে পারে নাই—পথের নিশানা দিতে পারে নাই যে এইভাবে আমরা অগ্রসর হব, এইভাবে আমরা এই সমস্যার সমাধান করব। সেই রকম কোন পরিকল্পনা দিতে পারে নাই। তিনি এখানে বলেছেন কর্ম্মভিত্তিক পরিকল্পনা সম্পর্কে সাধারণ নির্দ্দেশত আছে। কিন্তু আমি একথাটার উপর সবচেয়ে গুরুত্ব দিতে চাই যে সম্পদ সৃষ্টির সঙ্গে সামঞ্জস্য না রেখে কর্ম্মের সংস্থান করতে গেলে তার ফল হবে মারাত্মক। যে কথাটা আমি বলতে চাই যেমন ত্রিপুরা ছিল একটা ডিষ্ট্রীক্ট এখন হয়ে গেল তিনটা ডিষ্ট্রীক এতে ষ্টাফ বাড়বেই স্বাভাবিক কথা এবং বিভিন্ন ভাবে সরকারী চাকুরীর সংখ্যা বাড়ানো হচ্ছে। কিন্তু এতে ত সম্পদ সৃষ্টি হচ্ছে না। সামগ্রিক ভাবে দেশের সমস্ত বেকার-দেরে সরকারী কাজে নিয়োগ করা সম্ভব নয়। তিনি বলেছেন কঠোর পরিশ্রম ব্যতীত অধিক-তর সম্পদ সৃষ্টি করার কোন উপায় নাই। যাদের আয়ই নাই তাদের সম্পদ সৃষ্টি করার সুযোগ কোথায়। এখানে বলা হয়েছে, শিক্ষক অভিভাবক প্রশাসক এবং ছাত্রদের সম্মিলিত প্রয়াসে সমস্যার সমাধান খুজে বার করতে হবে। ভাল কথা কিন্তু কে ইনিসিয়েটিভ নিবেন? আজকে সরকারী স্কুল পুড়ে জনসাধারণের সম্পদই নষ্ট করা হচ্ছে। সাধারণ মানুষ নিশ্চয়ই এটা চান

না। ছাত্রদের মধ্যেও অধিকাংশই এটা সমর্থন করেনা। মুষ্টিমেয় কিছু হয়ত সমর্থন করিতে পারে। এই ক্ষতিকে ঠেকাবার জন্য সরকারের জনসাধারণের সঙ্গে সহযোগিতা করা উচিত। কিন্তু সেটা না করে বক্তৃতা দিয়েই খালাস।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ... ...

Mr. Speaker :—আপনার আর মাত্র পাঁচ মিনিট সময় দেওয়া হল।

Shri Aghore Deb Barma :—এইভাবে আমার বক্তৃতাটা দেওয়ার সময় মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় যদি ইন্টারভেন করেন, ডিষ্ট্রাভ করেন তাহলে কথা বলা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। আমি কিছুক্ষণ আগেই ... ...

Mr. Speaker :—Hon'ble Member, Speak to me, আমি আপনাকে ইন্টারভেন করছি না।

Shri Aghore Deb Barma :—আমি যখন চুপচাপ বসেছিলাম আদারস মেম্বাররা যখন কথা বলছিলেন মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় তখন চুপচাপ বসে কেবল শুনছিলেন। কিন্তু আমার কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই সময় শেষ। আমি ত মাত্র আরম্ভ করেছি আমার অনেক কিছু বলার আছে। মাননীয় সদস্য নিশি বাবু ঘন্টা খানেক বক্তৃতা দিয়েছেন, মাননীয় স্পীকার কিছুই বলেন নাই চুপচাপ ছিলেন। মাননীয় স্পীকার যদি এই ভাবে করেন তাহলে পরে ... ...

Mr. Speaker :—আপনি কয় ঘন্টা বক্তৃতা করতে চান। শুনুন আমি আপনাকে বলছি এ ছাড়াও আমাদের আরো Items of business আছে। আমি আপনাকে সোমবারে বলতে দিব।

Shri Aghore Deb Barma :—আমি বসে পড়ব স্যার।

Mr. Speaker :—পাঁচ মিনিট সময় দিব আর। I shall start other business at 2-45 P. M.

Shri Aghore Deb Barma :—এই পাঁচ মিনিট পর কি আমি বাজেট বক্তৃতা দিতে পারবনা ?

Mr. Speaker :—পরে বলতে পারবেন।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে বিদ্যুৎ উন্নয়ন সম্পর্কে তিনি বলেছেন দেশের উন্নতি অগ্রগতি যদি করতে হয়, এক নম্বর হচ্ছে কমিউনিকেশান, পাওয়ার ইত্যাদি। কাজেই এছাড়া উন্নতি অগ্রগতির কথা চিন্তা করা অবান্তর, অবাস্তব। টি, টি, সি, যখন ছিল তখনো আমরা শুনেছি যে ওমিয়াম থেকে পাওয়ার আনা হচ্ছে। এটা অবশ্য কার্যকরী হতে চলছে। বহুদিন ধরে শুনছি ডম্বুর হাইড্রো ইলেকট্রীকও কার্য্যকরী হচ্ছে। ১৯৭০ সনে এটা শেষ হবার কথা। কিন্তু ১৯৭১ সন ও শেষ হতে চলছে। আমি বলি এটা একটা আনুষ্ঠানিক। একটা জিনিষ যদি production করতে হয় তবে তার খরচের কথা চিন্তা

করব না ? ঐ ওমিয়াম থেকে ১৫,০০০ কিলোয়াট বিদ্যুত শক্তি আসবে, তারপরে production হবে, আর ডম্বুর থেকে আর ১৫,০০০ কিলোয়াট আসবে। এটার খরচের scheme আমি করব না। এদিকে কোন নজর নাই। যখন হয় তখন হবে। তাহলে কি হবে বিভিন্ন জায়গায় Industry হবে, এই হবে, সেই হবে ইত্যাদি বলা হচ্ছে। যদি হয়ও আমি বলি এতে Loss হবে। একটা কোন কিছু Production করার সাথে সাথে সেটা যাতে proper utilise হয় তার ব্যবস্থা করা দরকার। কাজেই আমি এটাকে বলব uneconomic spent. অথচ সেদিকে আজ পর্যান্ত কোন নজর দেওয়া হয়নি। একদিন আমি আমাদের প্রাক্তন, P. E.কে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, আপনার ডম্বুর হাইড্রো ইলেকট্রীক প্রজেক্টের কাজ হাতে নেওয়ার আগে প্লন তৈরী করলেন না কেন। কারণ এই প্লেনের জন্য অনেক কাজ কর্ম্ম আটকিয়ে থাকে। তখন তিনি বললেন না করা হয়েছে। কাওমারা ঘাট থেকে চেলাগাঙ দিয়া একটা রাস্তা করেছেন। কিন্তু সোজা পথে করলে হত ১১ মাইল, সেটাকে ঘুরাইয়া করা হয়েছে ২৪ মাইল। তাও আধামাঠা করে ফেলে রেখেছেন। ফলে কি হল এদিকে কাজ শুরু হল, কিন্তু বর্ষাকাল যখন আসে তখন সমস্ত মালপত্র এদিকে আটক থাকে। তখন ওখানে যে সমস্ত staff বা officerরা আছেন তারা বসে বসে শুধু তাস খেলেন আর কোন কাজই হয় না। seasonal work যা থাকে তাই করে আর বাদ বাকী সময় শুধু বসে থাকে। এবার ইলেকশান উপলক্ষে আমি রাইমা থেকে নুতন বাজার এই রাস্তা দিয়া আমি হেঁটে আসছিলাম, দেখলাম সেখানে বাঁধের কাজ শুরু হয়ে গেছে।

Mr. Speaker :—আপনি আর কতক্ষণ সময় নিবেন ?

Shri Aghore Deb Barma :—মাননীয় অধ্যক্ষ, আপনি যতক্ষণ দেন ততক্ষণই আমি নেব। আপনার উপর ত কিছু বলার নাই। আমাকে আগামী সোমবার পর্য্যন্ত বলতে দিতে হবে।

Mr. Speaker :—তবে আপনি এখানে থামুন না কেন ?

Shri Aghore Deb Barma :—যদি আপনি বলেন তবে থামব। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমাদের দুইটা প্রাইভেট মেম্বারস রিজলিউশান আছে আমার ও প্রমোদ বাবুর।

Mr. Speaker :—আপনি যদি রিজলিউশান মুভ না করেন তাহলে আমি সময় দিতে পারি।

Shri Aghore Deb Barma :—মুভ নিশ্চয়ই করব। মুভ না করার ত কথাই উঠেনা।

Mr. Speaker :—তা হলে সময় পাবেন না।

Shri Aghore Deb Barma :—তাহলে এই কথা বলেই আমি ... ...

Shri Promode Ranjan Das Gupta :—দুইটা রিজলিউশান আছে। এখনত তিনটা। এক ঘন্টা করে দিলে হবে।

Mr. Speaker :— প্রত্যেক রিজলিউশান এক ঘন্টা করে দিলে চলবে ?

Shri Promode Rn. Dasgupta :— চলবে।

Mr. Speaker :— Thats right. বলুন।

Shri Aghore Dev Barma :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, নুতন বাজার ব্রীজের এবং কাউমারা ব্রীজের কথা যা আমি আগেই বলছিলাম তা এই ব্রীজ দুইটার কাজ ডম্বুরের কাজে হাত দেওয়ার আগেই করা উচিৎ ছিল। কিন্তু সরকার তা করে নাই। এখন বাঁধের কাজ আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। বাঁধের ফলে জল ফুলে উঠবে কিন্তু এই জল পাস হওয়ার ব্যবস্থাত করা হয় নাই। অর্থাৎ প্রথম যে কাজটা করা দরকার তা করবেন না। এইভাবে সমস্ত কাজেই ত্রুটি বিচ্যুতি হচ্ছে। আমি তখন জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে রাইমা সরমা অঞ্চলে যে সমস্ত বাঁধ হচ্ছে তাতে পাকিস্তানের জল যাইতে পারে এমন কোন সম্ভাবনা আছে কিনা। কারণ যেদিকে ঢালু সেইদিকে জল যাবে। তখন আমাকে বলা হয়েছিল এমন কোন সম্ভাবনা নাই। যাহা হউক আমরা পুন: দেখছি। সেখানে নুতন করে সার্ভে করা হল তাতে দেখা গেল আমার আশঙ্কাই ঠিক অনেক বাঁধে জল ধরে রাখতে পারে না। কাজেই যে কাজটা আগে করা দরকার তা আগে করা হয় না। এইভাবে ভুলের ফলে আমাদের ক্ষতি হচ্ছে। এবং এই গতানুগতিকতার ফলে আগামী ১৯৭৭ সালে ডম্বুরের কাজ আদৌ শেষ হবে কিনা আমার সন্দেহ আছে। ১৯৭৭ এটা থেকে পাওয়ার পাওয়া যাবে কি না খুব সন্দেহ আছে। আন-ইকনমিক প্ল্যান—যে কথাটা আমি বলেছি তা অতি সত্য। যদি আমরা ডেভলাপমেন্টের কথা এবং ইণ্ডাস্ট্রীর কথা চিন্তা করি তাহলে প্রথম যে কাজটার দরকার তা হল কমুনিকেশন। রেল লাইন হওয়া একান্ত দরকার। রেল লাইন এক্সটেনশান এর জন্য প্রিলিমিনারী সার্ভে হয়ে গিয়েছে সত্য কিন্তু কাজটা আগামী দশ বৎসরেও হবে কি না বলা মুস্কিল। অর্থমন্ত্রী এখানে বলেছেন যে বর্ত্তমানে আসাম—আগরতলা যে রোড আছে এটা মেনটেন করার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের। এটার সমস্ত ব্যয়ভার কেন্দ্রীয় সরকার বহন করবেন তিনি এই কথাই বুঝাতে চেয়েছেন যে আসাম—আগরতলা যে রাস্তাটা আছে এটাই ত্রিপুরার ইণ্ডাষ্ট্রী গড়ে তোলার পক্ষে যেন যথেষ্ট। কিন্তু আমি মনে করি—যদি ত্রিপুরায় রেল লাইন না হয়, আসাম--আগরতলা রোড বর্ত্তমানে যে অবস্থায় আছে তেমান থাকে, (এটার উন্নতি করলেও আর কত হবে) তাহলে প্রচুর পাওয়ার প্রডাকশান হলেও ত্রিপুরায় বড় ইণ্ডাষ্ট্রী গড়ে উঠা সম্ভব হবে না। এই কম্যুনিকেশনের ডিফিক্যালটির জন্য সব সম্ভাবনা নষ্ট হয়ে যাবে। মানুষের কাছে বলা হয় যে গোমতীর কাজ শেষ হয়ে গেলে সমস্ত সমাধান হয়ে যাবে। এবং আন এমপ্লয়েড় যারা আছে তাদেরও কাজের সংস্থান হয়ে যাবে। কিন্তু এটা ঠিক নয়, এটাতো তারা বলেই। এদিক দিয়ে যেমন পাওয়ারের দরকার তেমনি কমিউনিকেশানেরও দরকার। আমাদের প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা একের পর এক শেষ হয়ে গেল। বহু কোটি কোটি টাকা খরচ করা হয়েছে। কিন্তু আজ আমরা দেখি ত্রিপুরার যে সমস্ত রাস্তা-ঘাটের দরকার এবং তার তুলনায় টাকা খরচ হয়েছে। কিন্তু কিছুই উন্নতি হয় নাই। এখনও

আমরা অনেক পেছনে পড়ে আছি। কিছুই হয় নাই তা বলি না। কিন্তু যাহা হয়েছে তাহা যথেষ্ট নয় এবং আমাদের অগ্রগতি এবং উন্নতির পক্ষে ইহা কিছুই নয়। কাজেই সেইদিক দিয়া আজকে রাজ্য সরকারের এবং আমাদের সকলেরই যাতে আগরতলা পর্য্যন্ত রেল লাইন করা যায় সেদিকে নজর দেওয়া দরকার। কিন্তু সেইদিকে ত্রিপুরা মিনিষ্টারদের কোন জোরদার বক্তৃতা শোনা যায় না। ত্রিপুরা সরকার কৃষি উৎপাদনের কথা জোর দিয়ে বলেছেন যে ত্রিপুরা কৃষি প্রধান দেশ কিন্তু কেপিটেল আউটলে এবং কেপিটেল ইনভেষ্টমেন্ট হউক, কৃষিবিভাগের হাতে যে টাকা রাখা হয়েছে তাতে দেখা যায় অফিসার কাম এষ্টাব্লিসমেন্ট বাবতেই বেশী। যে টাকা খরচ করলে কৃষকদের উপকার হতে পারে এবং প্রোডাকসন করতে পারে এইসব ব্যাপারে সরকার কিছু করেছে কিনা তা আমার সন্দেহ হয়। গত Financial year এ অনেক pump দেওয়া হয়েছে সেটা আমি জানি এবং তাতে যে কিছু উপকারও যে না হয়েছে তা নয়, কিছু ফসল যে উৎপাদন না হয়েছে তা নয়। কিন্তু জনসাধারণ উৎযোগী বলিয়া—এদিকে খয়েরপুর এলাকায় একটি বিরাট অংশে জল ছিল। সেখান থেকে জল নিয়ে তারা বরোধান রোপন করেছিল কিন্তু অনেক দিন বৃষ্টি না হওয়ায় কৃষকরা আকাশের দিকে হা, হা করে তাকিয়ে থাকে। জলসেচের কোন সুবিধা না থাকায় মাঠ শুকিয়ে যায় এবং প্রচুর ফসল নষ্ট হয়। এই অবস্থা ত্রিপুরার প্রায় সর্ব্বত্রই। এর পরও কৃষকরা নিজেরা উদ্যোগী হয়ে যা করে তা যথেষ্টই করে। যেটা আজ বিশেষ দরকার সেটা যদি সরকার প্রয়োজন মনে করতেন তাহলে এই বাবতে আরো বেশী ব্যয় বরাদ্দ রাখতেন। যদি সত্যিকারের কৃষির উন্নতি করতে হয় তবে গরীব কৃষক আছেন তাদের হাতে কৃষির যাবতীয় জিনিষপত্র, বীজ সময়মত সস্তায় পৌঁছে দিতে হবে এবং ঋণ—সময়মত পাওয়ার ব্যবস্থা করে দিতে হবে। আজকাল ব্যাঙ্ক থেকে যে কৃষিঋণ কৃষকদের দেওয়া হয় তার সব রকম দূর করে যাতে সহজ পন্থায় তারা ঐ ঋণ পেতে পারে তার ব্যবস্থা করে দিতে হবে। ঐ সমস্ত চিন্তা মাননীয় মন্ত্রীদের আছে কি? আইন থাকলেই ত হয় না, আইন ত অনেকই আছে। যেমন উপজাতি গরীব যারা তাদের জন্য প্রত্যেক বৎসরই একটা provision রাখা হয়—লামসাম একটা গ্রেণ্ট থাকে। কিন্তু ঐ টাকাটা নানান আইনের ফেকরার জন্য তা খরচ হয় না। তারা জানেন যে কৃষকদের এটা দেওয়া দরকার। কিন্তু সে। লোক দেখানো! কিছু বললেই বলেন আমরা তাদের জন্য বরাদ্দ রেখেছি, কিন্তু এই কথা বলাইত যথেষ্ট নয়। কিভাবে সহজ পন্থায় তারা টাকাটা পেতে পারেন এবং কৃষিকাজে ব্যবহার করতে পারেন সে দিকে তাঁদের কোন নজরই নেই। কাজেই ঐ যে সমস্ত আইন আছে তার যদি আমুল পরিবর্তন না করা হয় তাহলে এই যে sub-Bank গুলি খোলা হচ্ছে তাতে গরীব কৃষকের কোন উপকারই হবে না। এবং ঐ যে তথাকথিত সবুজ বিপ্লব তা শেষ পর্য্যন্ত অফিসার দিয়েই করাতে হবে।

Mr. Speaker :— মাননীয় সদস্য, বক্তব্য সংক্ষেপ করুন। কতক্ষণ সময় লাগবে আপনার।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :— আমি চেষ্টা করব। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় তারপর হচ্ছে Industry. T. T. C. এর আমল থেকেই আমরা শুনে আসছি যে সরকারী প্রচেস্টায়

উনারা অনেক Industries ত্রিপুরায় করবেন। কুমারঘাট, ধ্বজনগর এবং অরুন্ধতীনগরে একটি করে Industrial Estate করা হয়েছে; এগুলি সম্পর্কে মাননীয় সদস্য প্রমোদবাবু ঘটনা উদ্ধৃতি করে মেসিন ইত্যাদির কথাও বলেছেন। অরুন্ধতীনগরে বহু মেসিন পরিত্যক্ত অবস্থা পড়ে আছে সেগুলি কোন কাজেই লাগছে না। আজ যদি শুধু বক্তৃতাই দেওয়া হয় যে আমরা Industry করব এবং বহু লাখ লাখ টাকা খরচ করে মেসিন পত্র কিনে যদি ফেলে রাখা হয় তা হলে এই কথা বলার কোন যৌক্তিকতা থাকে না। আমরা বহুদিন থেকে শুনে আসছি যে কুমারঘাটে নাকি Paper mill হবে. Jute mill হবে, কিন্তু কার্য্যত কোন কিছুই হয় নি।

এখানের কর্ম্মচারীদের বহুদিনের একটা পুরানো দাবী আছে, সেটা হল Pay Scales এর anomolies দূর করার সেটা দরকার। এই কথা Ministries ও যে স্বীকার করেন না তা নয়। স্বীকার করেছেন বলেই ত Pay Scale revised করেছেন। নীতিগতভাবে যখন স্বীকার করেছেন তখন anomalies ও দূর করা দরকার। উনারা এটা দূর করতে গিয়ে কি করেছেন তার দু একটা নজির আমি দিচ্ছি Superintendent এর Pay Scale ছিল ২২৫-৪৭৫ plus ৬০ টাকা Special pay এবং Asstt, (sel. gr.) ২২৫-৪৭৫ টাকা আর Reporter ২০০—৪০০ টাকা ও ২০ টাকা Spl. pay, Stenographer ২০০—৪০০ টাকা, L. D. Clerk ১২৫—২০০। উনারা কি করলেন উনারা revised করলেন। anomolies টা দূর করার কথা কিন্তু করতে গিয়ে কি করলেন Assistant দের Scale করলেন ২২৫—৪৭৫ টাকা কিন্তু অন্যগুলা করলেন না। ফলে anomolies দূর করতে গিয়ে আরও anomolies সৃষ্টি করলেন। যারা কম বেতন পেতেন তাদের এক পক্ষ কিছু বেশী বেতন পেল আর অন্যান্যদের কিছুই হলনা। তাতে কর্মচারীদের মধ্যে বিক্ষোভ আরও দানা বেঁধে উঠল। এই সমস্ত ন্যায্য দাবী আদায়ের জন্য তারা যদি আন্দোলন করেন, তাহলে তার জন্য তারা দায়ী নন, দায়ী সরকার। ইচ্ছা করে সরকার পক্ষ এই সমস্ত গোলমালের সৃষ্টি করছেন। Education সম্বন্ধে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমার কিছু বলার আছে। শিক্ষকদের বেতনের হার সম্বন্ধে কিছু বলা দরকার। ত্রিপুরার মতে শিক্ষকদের scale ১২৫-৩-১৪০-৪-১৫৬-EB-৪-২০০ এতে তাদের Total Emolument হয় ২৭৩ টাকা আর পশ্চিম বঙ্গের হারে সব মিলিয়ে হয় ২৭১.৪০ পয়সা আর দিল্লীর Scale যদি এখানে inplemant করা হয় তাহলে হয় ২৮৯.৭৭ পয়সা। Central Scale এ তারা বেশী পায় এবং সেই হিসাবে A. T. T. A. দাবী করছেন। আমাদের Central scale করা হউক। আমরা আরো অনেক বলার আছে। তবে এই কয়েকটি আমি নজির হিসাবে এখানে রাখছি। মাননীয় অর্থমন্ত্রী তিনি নিজেই বলেছিলেন যে compare করে যেটা বেশী সেটাই দেওয়া হবে। কিন্তু শিক্ষকদের বেলায় সে compare তিনি করলেন না কেন? এবং শিক্ষকদের জন্য Central pay scale চালু করলেন না কেন?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—উনি বক্তৃতা প্রসঙ্গে Central pay scale সম্বন্ধে যে কথাগুলা বলছেন, সেকথা আমি বলি নাই। আমি বলেছিলাম Central pap seale যদি চালু হয় তাহলে Teacher এবং class IV staff লাভবান হবেন। হবেন না একথা বলি নাই।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—এটাই যদি উনি মনে করে থাকেন তবে সেটা কেন আজ পর্য্যন্ত করা হল না সেটাই আমার প্রশ্ন। যেহেতু শিক্ষকরাও এটা চান সেহেতু এটা করা উচিত আমি বলব।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—Speaker মহোদয় আমি একথাও বলছিলাম যে individual for a group of Employees Central Pay Scale আনা যাবে না। যদি Central Pay Scale আনতে হয় তবে সকলের জন্যই আনতে হবে। তিনি যেটা বলছেন সেটা বে-আইনী কথা বলছেন। কারণ যখন কোন একটা Pay Scale চালু করা হয় তখন for whole set এক pattern এ করা হয়। class IV এর জন্য Central pattern, Class III র জন্য Madrass pattern, Class I র জন্য Assam pattern এটা হয় না।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মানীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তিনি তো বাড়তি কথা বলছেন। আমি তো একথা বলি নাই। আমার কথার মধ্যে তো একপ নাই যে এটা বাদ দিয়ে ওট কর, ওটা বাদ দিয়ে এটা কর।

(Interruption)

না না আমি একথা বলি নাই। ভুল বুঝেছেন। আমি বলেছি আমাদের শিক্ষকরা সেণ্ট্রাল স্কেলের জন্য আন্দোলন করছে। গতবার বাজেটে এটা কনসিডারেশনে ছিল। এটা দিতে সরকারের কি আপত্তি আছে। কাজেই এখানে বে-আইনীর ত কোন প্রশ্নই উঠে না।

Mr. Speaker :—Hon'ble member you have taken forty minutes.

Shri Aghore Deb Barma :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আরও বলতে চাই।

Mr. Speaker :—আপনি কি যতক্ষন খুশী ইচ্ছামত বলতে চান? তাহলে অন্যেরা কি বলবে না? You are depriving others.

Shri Aghore Deb Barma :—আমি অত্যন্ত দুঃখিত মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, অন্যেরা যখন বক্তৃতা দিচ্ছিলেন তখন ত মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় কোন কথাই বলেন নাই।

Mr. Speaker :—No. No. আমি চুপ করে থাকিনি। আপনি কথাটা বিকৃত ভাবে বলছেন।

Shri Aghore Deb Barma :—না না বিকৃত নয়। আমি সীটে বসা। আমি seriously observe করছিলাম।

Shri Krishnadas Bhattacharjee :—Point of order. তিনি বিকৃতভাবে কথা বলেই সময় নষ্ট করছেন। কাজেই এই বিকৃতভাবে কথা বলা বন্ধ করা প্রয়োজন। মাননীয়অধ্যক্ষ মহোদয় তিনি পূর্ব্বে একটা কথা বলেছিলেন that should be expunged from the proceedings কারণ হল আসাম আগরতলা রোড কেন্দ্রীয় সরকার টেক-আপ করেছেন—তার দ্বারা আমি নাকি বুঝাতে চেয়েছি যেহেতু আসাম-আগরতলা রোড কেন্দ্রীয় সরকার টেক আপ করেছেন—তাই এই রোড দিয়ে ত্রিপুরার ডেভলাপমেন্ট সম্পূর্ণ হয়ে যাবে আর কিছুর দরকার না। অথচ আমার বক্তৃতায় সেটা নই।

Mr. Speaker :—মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয় আপনার উত্তরে আপনি এই কথাগুলি বলতে পারেন।

Shri Aghore Deb Barma :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি যতদূর সম্ভব short করার চেষ্টা করছি। যতদূর তাড়াতাড়ি সম্ভব।

Noise

Shri Aghore Deb Barma :—আর transfer এবং promotion সম্পর্কে কিছু কথা বলা দরকার। আমি খুব সংক্ষেপে বলব।

Mr. Speaker :—আপনি মোটেই সংক্ষেপ করছেন না।

Shri Aghore Deb Barma :—অনিল দেববর্মা হোম গার্ড এর ইন্সপেক্টার অব পুলিস—

শ্রীঅজিত চক্রবর্ত্তী, মিঃ ধনি, শ্রীঅনিল ভট্টাচার্জী, এবং ঈশান চক্রবর্ত্তী এবং আরও একজন আছেন এই পাঁচ জন অনিল দেববর্মার জুনিয়র। ইদানিং অনিল দেববর্মাকে সুপারসিয়েট করে এই চার পাঁচ জনকে ডি, এস, পি, করে দেওয়া হল। অনিল দেববর্ম্মকে প্রমোশন দেওয়া হল না। এই রকম অনেক আছে আমি একটা মাত্র ঘটনা বললাম।

Transfer সম্পর্কিত এইরকম বহু ঘটনা আছে। বহু কর্ম্মচারী রাইমা, শর্ম্মা, বুলংবাসায় ইত্যাদি জায়গায় অনেক বৎসর যাবৎ পড়ে আছে। তাদের transfer করা হয় না। স্বভাবতই কর্ম্মচারীদের মধ্যে বিক্ষোভ হতে পারে। আজকে সামগ্রিকভাবে কর্ম্মচারীদের মধ্যে যে অসন্তোষ সৃষ্টি হয়েছে তার জন্য মূলত সরকারী ব্যবস্থাপনাই দায়ী। প্রমোশন, ট্রেন্সফারের কোন বিষয়ে সরকার কোন সুষ্ঠু নীতি অনুসরণ করেন না। তাদের ইচ্ছামতই তারা প্রশাসন চালন করেন। ধনঞ্জয় সরকারী পাড়া মাংবুর প্রাইমারী স্কুলে মাষ্টারের এপয়েন্টমেণ্ট দেওয়া হয়েছিল। তিনি যথারীতি বেতনও নিচ্ছেন কিন্তু তিন বৎসরের মধ্যে তিনি স্কুলে চেহারাও দেখান নাই। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যদি দয়া করে নোট করেন তাহলে পরে খোঁজ নিয়ে দেখতে পারেন। আর একটা কথা হল কুসুম রোয়াজাপাড়া এখানে দুই বৎসর ধরে মাষ্টারই নাই। আর উত্তর পাইক কদমপুর এখানেও তিন বৎসর ধরে মাষ্টার নাই। তারপর গোপী সর্দ্দার পাড়া এখানেও একই অবস্থা, অনিল ভৌমিক এখানকার মাষ্টার তিনি স্কুলে যানই না। এই অবস্থাটা আজকে চিন্তা করে দেখা দরকার।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, উপজাতিদের অগ্রগতি উন্নতির জন্য তাদের চোখে ঘুম নাই।

Mr. Speaker :—আপনি আর একটু জোরে বলুন। আপনার কথা শুনা যায় না।

Shri Aghore Deb Barma :—উপজাতিদের বর্ডিং ইত্যাদি অনেক রকম ষ্টাইপেণ্ড দেওয়া হয় কিন্তু যারা হায়ার সেকেণ্ডারী পাশ করে মেডিকেল কলেজে পড়তে যান তাদের কত করে

ষ্টাইপেণ্ড দেওয়া হয়—মাত্র মাসিক ৪০৲ টাকা। আর জেনারেল ছাত্রদের ৬০৲ টাকা করে দেওয়া হয়। উমাকান্ত স্কুলের বোর্ডিংয়ে যারা থাকে তাদেরই তো মাসে ৪৫ টাকা করে দেওয়া হয়। আর বাইরে যারা পড়তে যায় তাদের দেওয়া হয় ঐ ৪০ টাকা। আনুসাঙ্গিক কিছু আছে কিন্তু সব যায়গায় তা লাগে না।

Shri Krishnadas Bhattacharjee :—Point of order আসল rate টাকে বিকৃত করছেন।

Noise

Shri Aghore Deb Barma :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মাধ্যমে আমি House এর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই—যারা বাইরে M.B.B.S. পড়ছে তারা ৭৫ টাকা করে পায়। আর General তারা ১১০ টাকা করে পায়। ছাত্ররা আমাদের নিকট আসে বলেই বলছি। আনুসাঙ্গি-কের কথা বলছিলাম—Stipend—only stipend Pre-Medical ৪০ টাকা। M. B. B S. ৭৫ টাকা। আপনি দয়া করে খোঁজখবর নিয়ে দেখুন। যাক্ আমার মূল বক্তব্য হচ্ছে যে সব ছাত্ররা Boarding এ আছে, দিন দিন সমস্ত জিনিষপত্রের যেভাবে দাম বাড়ছে তাতে আজকের দিনে চলতে পারে না। তাছাড়া গ্রামাঞ্চলে যেভাবে দিন দিন অভাব এবং অর্থসঙ্কট চলছে তাতে যদি তাদের সাহায্য করতে হয় তাহলে এই ৪৫ টাকা আজকের দিনে যথেষ্ট নয়। কাজেই এই ৪৫ টাকা করে যেখানে stipend দেওয়া হচ্ছে সেখানে অন্তত পক্ষে ৬০ টাকা করে দেওয়া হউক। আর Pre-Medicalএ Stipend আরো বাড়ানো দরকার বলে আমি মনে করি। মন্ত্রী মহোদয় হয়ত বলতে পারেন আরো আছে। কি আছে—stipend বাবত ৪০ টাকা আর বই কিনা বাবত কিছু টাকা। অনেক Medical College আছে বেতন ফি, বই কিনতে হয় না। যেখানে বই কিনতে হয় সেখানে বই কিনা বাবত বিল করতে পারে। আর যেখানে এই সমস্ত Medical College এর মধ্যে অনেকগুলি College আছে যেখানে free, বেতন free, বই কিনতে হয় না। যেখানে বই কিনতে হয় সেখানে বই বাবত তারা বইয়ের দাম পায়। যেখানে বই পাওয়া যায় না সেখানে tuition ফি এর টাকাই সম্বল অন্য কিছু পাওয়ার উপায় নাই। উনারা বলার সময় অনেক কিছুই বলে থাকেন কিন্তু জিনিষটা তলিয়ে দেখেন না যে কি আছে। উনারা মনে করেন আমি না জেনেই এই সমস্ত কথা বলছি। আমি Education Deptt. থেকে file এনে সব কিছু দেখে এইসব কথা বলছি।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এই যে সব ব্যাপার সমাজবাদের কথা বলা হয় এখানে কিন্তু "মুখ চিনে মুগের ডাল" আমি যে একজন Deb Barma র কথা বললাম সে Most Senior তাকে ডিঙ্গিয়ে Most Junior কে promotion দেওয়া হল। কিন্তু এই যে অন্যায় পক্ষ-পাতিত্ব করা হল সেকি Tribal বলেই করা হল না কি? আর পৌর প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে এখনও যে অনেক কিছু কবার বাকী আছে সে সম্বন্ধে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ও মন্ত্রী মহোদয়রাও বিশেষ অবগত আছেন। গোলবাজার

এবং শিবনগরের মধ্যপাড়ার ডোবার জল পূর্ব্বে গোলবাজারের পাশে একটি খালের মধ্য দিয়া নির্গত হইত এখন ঐ সমস্ত এলাকায় জল জমে থাকে এবং নিষ্কাষণের জন্য এই পর্য্যন্ত কোন ড্রেনের ব্যবস্থা পৌর সংস্থা থেকে করা হয় নাই। তারজন্য অনেকবারই সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কোন কার্য্যকরী ব্যবস্থা গৃহীত হয় নাই। তারজন্য আবার প্রত্যেক সময় ব্যয় বরাদ্দও ধরা হয়। তারপর বনমালীপুরের কথা, সেটা আমার পাড়া বলে নয়। আপনারা সবাই জানেন বর্ষার সময় সেখানে রাস্তার উপর জল জমে থাকে রাস্তায় হেটে যাওয়া অত্যন্ত মুস্কিল হয়। অথচ সেই জল নিষ্কাষণের জন্য এখনও কোন ড্রেনের ব্যবস্থা করা হয় নাই। সুতরাং এই সমস্ত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ রাখছি যাতে ঐ সমস্ত এলাকায় জল নিষ্কাষণের প্রয়োজনীয় ড্রেনের ব্যবস্থা যেন যথাসম্ভব শীঘ্র করা হয়।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় Medical Reimbursement সম্বন্ধে আমি আরও একটি কথা বলতে চাই কিন্তু রাখা না রাখা উনাদের ইচ্ছা। এই জিনিষটি যেন একটা ব্যবসা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমি সবার সম্বন্ধে একথা বলতে চাই না। এখানে এমন দেখা যায় যে, এইজন্য এজেন্ট আছে তাকে দিতে হয় শতকরা পাঁচ টাকা আর ডাক্তারকে দিতে হয় পঁয়ত্রিশ টাকা সুতরাং আমার মনে হয় এটা এরূপভাবে না করে একটা Lumpsum যদি প্রতি মাসে Medical expense বাবত কর্ম্মচারীদের দেওয়া হয় তাহলেই ভাল হয়। কারণ তাতে এই Medical Reimbursement এ যে দুর্নীতি হয় সেটা আর হয়তো হবে না এবং এতে যে সমস্ত কর্ম্মচারীর আয় কম তাদের কিছু বেশী পাওয়ার ব্যবস্থা করা, তদুপরি Medical Reimbursement করতে গেলে যে দুর্গতি ও দায় দরবারের সম্মুখীন হতে হয় সেটা থেকেও তারা রেহাই পাবে।

(Interruption)

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার নিজের ইন্টারেষ্ট-এর জন্য বলছি না, আমি সামগ্রিক ইন্টারেষ্টের জন্য বলছি।

আমি জনস্বাস্থ্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে একটি ঘটনার কথা বলছি। তিনজন কুষ্ঠরোগ-গ্রস্থ মহিলা, চিন্তামণি ত্রিপুরা, সন্ধ্যাবালা ত্রিপুরা, লক্ষ্মীবালা ত্রিপুরা তাদের মারা যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। আমাদের এখানে কুষ্ঠরোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে অথচ এই সমস্ত কুষ্ঠ-রোগগ্রস্থ মহিলাদের চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা হচ্ছে না। তারা টাকা পয়সা খরচ করে চিকিৎসা করতে অক্ষম। এই সমস্ত কুষ্ঠরোগীদের বাড়ীতে কেহ যেতে চায় না এবং তাদের কাজকর্ম্ম কেহ করতে চায় না। এইভাবে অনাহারে উপবাসে তাদের মরার উপক্রম হয়েছে। তাদের একটা কিছু সাহায্য দেওয়ার নিতান্ত দরকার। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন রাখবো যাতে তাদেরকে সাহায্য করার ব্যবস্থা করা হয়। আর অনুন্নত সম্প্রদায় ও উপ-জাতিদের সম্বন্ধে তো অনেক কথাই বলা যায়। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়রা কতকগুলি মামুলি কথা বলে তাদের দায় দায়িত্ব এড়িয়ে যান। ত্রিপুরার মধ্যে সর্ব্বভারতীয় ভিত্তিতে National Integration এর কথা বলা হয়ে থাকে কিন্তু কার্য্যতঃ আমরা বিশেষ কিছু দেখতে

পাই না। এখানে মাইনরিটি ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সংস্কৃতির কথা বলা হয় কিন্তু কার্য্যতঃ আমরা কি দেখি? মাইনরিটি মুসলিম সম্প্রদায়ের যে কবরস্থান সেটাও রক্ষা করার ব্যবস্থা হয় না। শুধু মুসলমানদের কবরস্থানের কথা নয় যেমন হাওড়া নদীর নিকট দেববর্মাদের যে একটা শ্মশানথলা আছে গাঙের ঘাটে সেটার অবস্থাও একইরূপ। কাজেই এই ছোটখাটো জিনিষ থেকেই উৎপত্তি হয় মানুষের discontent, সেটা রক্ষা করার দায় দায়িত্ব গ্রহণ করা উনাদের উচিত কিন্তু আজ তা কিছুই করা হচ্ছে না। কাজেই আমি মনে করি যে যারা মাইনরিটি বা Linguistic Minority তাদের প্রতি নজর দেওয়া অত্যন্ত দরকার। আমি আরও একটি কথা বলতে চাই এখানকার যারা মণিপুরী তারা মহারাজার আমলের Back ward Community. কিন্তু তারা স্কুল কলেজের কোন সুযোগ সুবিধা পায় না। Comparatively যদি আমি তুলনা করি তবে যেমন লস্কর কমিউনিটি, গভর্ণমেন্টের সার্কুলার লিষ্ট অব সিডিউল কাষ্ট এণ্ড ট্রাইবস এ যেমন রিয়াং, জমাতিয়া, নোয়াতিয়া ইত্যাদির সঙ্গে ইন্‌ক্লোডিং লস্কর কমিউনিটি দেওয়া হয়েছে। কাজেই লস্কর কমিউনিটি হইতে মণিপুরী কমিউনিটি কি এডভ্যান্স অর্থনৈতিক দিক দিয়া বা শিক্ষার দিক দিয়া? তারা হল Linguistic Minority, অনুন্নত এবং পশ্চাৎপদ। কাজেই আজকে তাদেরকে কিছুটা সুযোগ সুবিধা দেওয়া দরকার। এবং এই সরকারের সেদিক দিয়া নজর দেওয়া দরকার কারণ আমি দেখেছি কার্য্যতঃ তাদের জন্য কিছুই করা হচ্ছে না।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এক সময় আমি জানি চড়িলাম বাজারের পাশে আরও একটি বাজার সপ্তাহে দুইবার বসার জন্য জনসাধারণ চেষ্টা করছিল তখন এখানের জোনাল এস, ডি, ও, ছিলেন কে, পি, চক্রবর্তী উনি সেটা বন্ধ করে দিলেন। কিন্তু এখন কি হল? যদি পাশাপাশি নতুন একটি বাজার করতে হয় তাহলে সরকারের পারমিশান নেওয়ার দরকার হয়, এটা হল সাধারণ নিয়ম। অতি দুঃখের সহিত বলছি, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর পৃষ্ঠপোষকতায় অন্য একজন জোতদারের জায়গায় চান্দিয়ানা বাজার বসানো হল। কিন্তু আমার প্রশ্ন হল সরকার আইন রক্ষা করবে। কিন্তু যারা হর্ত্তাকর্ত্তা-বিধাতা তারা যদি আইন লঙ্ঘন করেন।

Shri S. L. Singh :—Point of order Sir, this is objectionable remark পৃষ্ঠপোষকতা। He would not able to do anything that পৃষ্ঠপোষকতা।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—ঐ বাজারটা যখন ওপেনিং করা হয়, তখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তার প্রধান অতিথির ভাষণে বলেছেন, পুরাতন জায়গায় যদি অসুবিধা মনে করে জনগণ তাহলে নতুন জায়গায় বাজারটি হউক, এতে আমার কোন আপত্তি নাই। অথচ তিনি কিছুই না করে ব্যাপারটা ঝুলিয়ে রেখেছেন। এই যে অবস্থা এটা অরাজকতা ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে।

ইন্দ্রনগরে একটা আই, টি, আই, আছে। সেখানে যারা ছাত্র আছে প্রথমদিকে তাদের ষ্টাইপেণ্ড দেওয়া হয়েছিল। হঠাৎ ষ্টাইপেণ্ড বন্ধ হয়ে গেলো। কোন কারণ না দেখিয়েই ছাত্রদের ষ্টাইপেণ্ড বন্ধ করে দেওয়া হয়।

বারো-চৌদ্দ বৎসর সরকারী চাকুরী করার পরেও অনেকের সার্ভিস রেগুলার করা হয় নাই। এরকম বহু ঘটনা আছে। মাননীয় অর্থমন্ত্রী তার বক্তৃতার মাধ্যমে যা বলেছেন বাস্তবের সাথে তার কোন যোগাযোগ নাই। কাজেই এই বাজেট একটা গতানুগতিক বা আমলাতান্ত্রিক বাজেট ছাড়া আর কিছুই নয়। এই বাজেট দ্বারা সামগ্রিক সমস্যার কতটুকু সমাধান হবে তা বলা কঠিন।

Mr. Speaker—আজকে আমাদের রিজলিউশন আছে ২টি। কিন্তু তার জন্য সময় আছে মাত্র আড়াই ঘণ্টা। কিন্তু অনেক সময় মাননীয় সদস্য নিয়েছেন। এক ঘণ্টার মধ্যে যদি মাননীয় সদস্য শেষ করতে পারেন তাহলে আমি আরও আধ ঘণ্টা for resolution দিতে পারি।

Shri S. L. Singh—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি অনুরোধ করব যে আমাদের resolution motion বা discus ion এর একটা time limit থাকা দরকার। একজন বলবেন আমি আধ ঘণ্টা বলবো আর একজন বলবেন তিনি তিন ঘণ্টা বলবেন, তাহলে বলার তো শেষ সীমা থাকবে না। অতএব একটা লিমিট থাকা দরকার।

Mr. Speaker :—যদি মাননীয় সদস্যরা টাইম লিমিট অবজারভ না করেন তাহলে আমি কি করবো, হাউস আমাকে এ সম্বন্ধে ইনস্ট্রাকশন দিতে পারে।

Mr. Speaker :—মাননীয় সদস্য প্রস্তাব করেছেন এই ব্যাপারে স্পীকার যেন তার discreation use করেন।

Mr. Speaker :—Mrs. Renu Chakraborty, আপনি আধ ঘণ্টার মধ্যে বক্তব্য শেষ করবেন।

Mrs. Renu Chakraborty :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় অর্থমন্ত্রী ১৯৭১-৭২ সালের যে ব্যয় বরাদ্দ এখানে রেখেছেন আমি তা পূর্ণ সমর্থন করছি এবং আমি তাকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। আজকে এই বাজেট আলোচনায় আমি কোন Constituency বা এলাকার সুযোগ সুবিধা নিয়ে আলোচনা করবো না। আজকে এই বাজেটের যে লক্ষ্য সেই লক্ষ্য নিয়ে আমি আলোচনা করব। মাননীয় দাশগুপ্ত মহাশয় তার আলোচনায় বলেছিলেন যে এই বাজেট দিল্লীর বাজেট। এই ইউনিয়ন টেরেটোরীর ক্ষমতা সীমিত এবং বাজেট তৈরী করার ক্ষমতা নাই কেন্দ্রের অনুমতি ছাড়া। আপনারা জানেন যে এই সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট রাজ্যের মর্য্যাদা দাবী করেছে।

কেন্দ্রীয় সাহায্য ছাড়া আমাদের নিজেদের রাজ্যের আয়ের উপর নির্ভর করে আমরা বাজেট রচনা করতে পারি না। আমাদের যে রাইট আছে সেটা কেন্দ্রীয় সরকার খুব সহানুভূতির সঙ্গেই বিবেচনা করেছেন। আমাদের যে পূর্ণ রাজ্যের দাবী, সেটাও কেন্দ্রীয় সরকারের বিবেচনাধীন। এ সম্বন্ধে একটা আলোচনা চলছে এবং আশা করা যায় আগামী পার্লামেন্টের অধিবেশনে কেন্দ্রীয় সরকার একটা সিদ্ধান্ত নেবেন। কিন্তু আমি মন্ত্রী মহোদয়দের অনুরোধ

জানাব, যে ত্রিপুরার এই যে দাবী সেটা বহুদিনের দাবী. হিমাচলকে যেভাবে পূর্ণ রাজ্যের মর্য্যাদা দেওয়া হয়েছে ঠিক সেইভাবে ত্রিপুরা ও মণিপুরকেও পূর্ণ রাজ্যের মর্য্যাদা দেওয়া হবে বলে আমি আশা করি। ত্রিপুরা পূর্ণরাজ্যের মর্য্যাদা পেলে এই বিধানসভা এবং মন্ত্রীমণ্ডলী স্বাধীনভাবে তাদের মতামত ব্যক্ত করতে পারবেন এবং ত্রিপুরা রাজ্যের চাহিদা পূরণের ব্যবস্থাও করতে পারবেন। কিন্তু আমাদের দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য সম্বন্ধেও সচেতন হতে হবে। কারণ আমাদের আর্থিক উন্নতির ও সঙ্গতির দিকে বিশেষ নজর দিতে হবে। মাননীয় সদস্য বলেছিলেন যে আমাদের খাজনা মকুব করা প্রয়োজন। জনসাধারণের দুঃখ দুর্দ্দশার কথা চিন্তা করে ১৯৬৫-৬৬, ১৯৬৬-৬৭ এবং ৬৮-৬৯ সালের খাজনা মকুব করে দেওয়া হয়েছে। তা ছাড়াও তিন বৎসরের খাজনা সম্পূর্ণ মকুব করা যায় কিনা সে সম্বন্ধেও সরকার সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করছেন। সুতরাং আমাদের আয়ের দিক ও সব দিক লক্ষ্য করে চিন্তা করতে হবে যাতে আমরা আর্থিক সম্পদ বৃদ্ধি করতে পারি। মাননীয় অর্থমন্ত্রীর দারিদ্রের বিরুদ্ধে লড়াই করার দৃষ্টি ভঙ্গী নিয়ে বাজেট রচনা করেছেন। সুসম বণ্টন ও ধনী দারিদ্রের বৈষম্য দূর করণের একটা নতুন দৃষ্টিভঙ্গী আমরা বাজেটে দেখতে পাই। বেকার সমস্যা দূরীকরণ, ভূমিহীনদের ভূমিদান ও উপজাতিদের মঙ্গলের প্রচেষ্টা এই বাজেটে করা হয়েছে। কিন্তু বিরোধী পক্ষের সদস্যরা বলেছেন যে অর্থমন্ত্রীর বাজেট ভাষণের সাথে বাস্তবের কোন সামঞ্জস্য নাই। কিন্তু আমি দেখছি যে প্রত্যেকটি ব্যয় বরাদ্দের সাথে বাস্তবের সামঞ্জস্য রয়েছে। কিন্তু পরিকল্পনা থাকলেই চলে না—তা সুষ্ঠুভাবে রূপায়ণ নির্ভর করে জনগণের সংযোগিতা ও কঠোর পরিশ্রমের উপর।

বিদ্যুতের ব্যাপারে আমি বলব যে আসামের উমিয়াম থেকে বিদ্যুৎ আনার প্রচেষ্টা চলছে কিন্তু এখনও তা আনা সম্ভব হয় নাই। ডম্বুর হাইডেল প্রজেক্ট থেকেও এখনও বিদ্যুৎ উৎপাদন আরম্ভ হয় নাই। সরকার ওদিকে নজর রেখেছেন। যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্বন্ধে আমি বলব যে, আসাম—আগরতলা রাস্তাকে জাতীয় সড়ক হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে। এবং তা রক্ষার দায়িত্ব সরকার গ্রহণ করেছেন। আভ্যন্তরীণ যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি ও রক্ষা করার জন্যও সরকার সচেষ্ট। Indian Air Lines Corpn. Lock out ঘোষণার ফলে আকাশ পথে আমাদের যোগাযোগ ব্যহত হয়েছে এবং অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়ে দৈনিক পত্রিকা ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি না পাওয়াতে আমাদের বিরাট অসুবিধা হচ্ছে। এখানকার যে সব ব্যবসায়ীরা ভারতের অন্যান্য স্থানের সাথে যুগসূত্রে আছে তারা যাতায়াতের জন্য যথেষ্ট সময় এবং অর্থের এবং খরচের জন্য তাদের বিশেষ অসুবিধা সৃষ্টি হয়ে পড়ছে এই অসুবিধার যাতে অতি শীঘ্র সুরাহা হয় তার জন্য আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে একটা ব্যবস্থা করব। তারপর ত্রিপুরাতে কৃষি উৎপাদনের বৃদ্ধির ব্যাপারে দেখতে পাওয়া গিয়াছে কারণ ত্রিপুরার প্রায় শতকরা ৭৫% জন লোকই কৃষিজীবি। এই কৃষকদের আর্থিক উন্নতির

জন্যে তাদের যে কৃষি পণ্য আছে সেগুলির মূল্য বৃদ্ধি সাধন একান্ত প্রয়োজন। অবশ্য সরকার নদীতে বাঁধের ব্যবস্থা জলসেচের ব্যবস্থা, কৃষি ঋণের বা সারের ব্যবস্থা করেছেন। কিন্তু সরকার যে জল সেচের ব্যবস্থা করেছেন তাহা প্রয়োজনের তুলনায় পর্যাপ্ত নয়। তাহা দ্বারা কৃষকের চাহিদার তুলনায় যথেষ্ট নয়। আমি আশা করব সরকার এই চাহিদা মেটানোর জন্য সচেষ্ট হবেন। অবশ্য সরকারে কৃষি ঋণ এবং সার দেওয়ার ফলে উৎপাদন ক্ষমতা পূর্ব্বের তুলনায় বর্তমানে অনেকগুণ বেড়ে গিয়েছে। কিন্তু বর্তমানে আমাদের ত্রিপুরাতে যে লোক সংখ্যা এবং প্রতিদিন পাকিস্তান থেকে আগত যে সব শরণার্থী আসছে সেই তুলনায় এই উৎপাদন মোটেই যথেষ্ট নয় এবং আমাদের প্রকৃত চাহিদাও মিটে না। সেই জন্য আমরা খাদ্যের দিক দিয়ে এখনও স্বয়ং সম্পূর্ণ হতে পারি নাই এবং আমাদেব খাদ্য বাইর ত্রিপুরা থেকে আমদানী করতে হয়। আমাদের সরকার ত্রিপুরার জনসাধারণের জন্য ন্যায্য মূল্যের দোকান খুলে দিয়েছেন যাতে করে ত্রিপুরার গরীব জনসাধারণগণ তাদের খাদ্যদ্রব্য ন্যায্য মূল্যে পাইতে পারে সেইজন্য সুবিধা করে দিয়েছেন। কৃষকদের যখন কোন চাষবাদ থাকে না তারা যখন অলসভাবে জীবনযাপন করে সেই সময়টুকু কাজে লাগাইবার জন্য আর্থিক উন্নতির জন্য সরকার একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। সেটা অত্যন্ত আনন্দের বিষয়। যখন তাদের কোন কৃষি উৎপাদন না থাকে তখন তাদের শিল্পের দিকে মনোনিবেশ করা একান্ত প্রয়োজন। সেদিকে ত্রিপুরা সরকারের একটি বিশেষ নজর রয়েছে। তাছাড়া কৃষকগণ যাহাতে তাদের উদ্বৃত্ত শষ্য উপযুক্ত মূল্যে বিক্রী করতে পারে তার জন্য সরকার একটি প্রকল্প গ্রহণ করেছে সেটা খুবই উল্লেখযোগ্য এবং সুখের বিষয়। তাই যদি আমরা দেখতে পাই যে সরকার কৃষকদের প্রতি সহানুভূতিশীল এবং নানাহ পরিকল্পনার মাধ্যমে কৃষকদের আর্থিক উন্নতির জন্য সর্ব্বদা সচেষ্ট সেটা খুবই আনন্দের বিষয় কিন্তু আজ আমি ত্রিপুরাতে মৎস্য চাষের কথা না বলে পারছিনা। এই মৎস্য চাষের কথা বহু বারই বলা হইয়াছে তথাপি আজ পর্য্যন্ত ত্রিপুরাতে মৎস্য চাষে আমরা সার্থকতা অর্জন করতে পারছি না তার ফলে মৎস্যের চাহিদা যা বাজারে মৎস্যের মূল্য কমাইতে পারছি না। বেসরকারীভাবে পাকিস্তান থেকে যদি মাছ না আসে তবে আমরা দেখতে পাই ত্রিপুরাবাসীদের মাছের জন্য দুর্ভোগ ভোগতে হয়। তাই আমি বলব মন্ত্রীমহোদয় যেন মৎস্য চাষের উপর কিছুটা নজর দেন এবং মৎস্যের চাহিদা মিটাইতে সচেষ্ট হন।

শিক্ষার উপর বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। মাননীয় সদস্য শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত বলেছেন যে শিক্ষার ক্ষেত্রে ছাত্রের সংখ্যা ক্রমশঃ কম হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু আমি দেখতে পাই প্রতি বৎসরই শিক্ষার জন্য স্কুল কলেজের সংখ্যা এবং ছাত্র সংখ্যা বাড়ছে।

Shri P. R. Dasgupta :—Point of order Sir, শিক্ষাক্ষেত্রে ছাত্র সংখ্যা কমে যাচ্ছে একথা আমি বলি নাই। আমি যে Particular দিয়েছি সেটাতে শিক্ষাক্ষেত্রে ছাত্র সংখ্যা কমছে একথা ছিল না, উনি আমার কথাটা ঠিক ভাবে বুঝে উঠতে পারছেন না।

আমার কথাটা ছিল। ক্লাশ I, II, III, IV, V ক্রমে ক্রমে কিভাবে ছাত্র সংখ্যা কমতে থাকে মানে কিভাবে ছাত্র স্কুলে যাচ্ছে না সেটারই একটা statement আমি দিয়েছি।

Shri S. L. Singh :—It is another statamen given by her in this regard.

Speaker :—মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলছেন আপনি একটি statement দিয়েছিলেন, তিনি এই সম্পর্কে আর একটি statement দিচ্ছেন।

Shri P. R. Dasgupta :—মাননীয় সদস্য অঘোর বাবু Point of orderএ বলেছেন আমাদের বিবৃতিকে বিকৃত করা হচ্ছে। আমি ঠিক সেই ভিত্তিতেই আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। কাজেই আমার এটা Point of order হয় কিনা সেটা আপনার বিবেচ্য বিষয়।

Shri S. L. Singh :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি পূর্বেই Point of orderএর মাঝে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম অঘোর বাবু সম্পর্কে। তারপর অঘোর বাবুর পরেই আবার প্রমোদ বাবু অনুসরণ করছেন।

Smt. Renu Chakraborty :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি যদি ১৯৭০-৭১ সালের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণের দিকে তাকাই তবে দেখতে পাব এই সালে ২০০টি নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয় স্থাপন করা হইয়াছে। আবার ১৯৭১-৭২ সালে আরো ২০০টি নিম্ন বুনিয়াদি বিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হইয়াছে। যদি প্রকৃতপক্ষে ছাত্রসংখ্যা কমেই যায় তবে কেন কিসের জন্য এতগুলি বিদ্যালয় প্রতি বৎসর খোলা হচ্ছে এবং প্রত্যেকটি স্কুলেই ছাত্রসংখ্যায় পূর্ণ আছে। আমাদের ত্রিপুরাতে শিক্ষা বিস্তারের জন্য সরকারের যথেষ্ট দৃষ্টী আছে এবং ত্রিপুরার ন্যায় ভারতের আর কোথাও সরকার পরিচালিত স্কুল বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দেখতে পাওয়া যায় না। প্রত্যেকটি স্কুলের বা কলেজের ছাত্রছাত্রীগণকে যথেষ্ট সুযোগ সুবিধা দেওয়া হইতেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, প্রত্যেকটি স্কুল-কলেজেই দিন দিন উচ্ছৃঙ্খলতা বৃদ্ধি পাইতেছে। রাজ্যের সমাজদ্রোহী এবং কয়েকটী রাজনৈতিক দল এই ছাত্রগণকে তাদের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করিতেছে। তারা তাদের স্কুল-কলেজগুলিকে ভাঙ্গিয়া পুড়াইয়া মূল্যবান সম্পদগুলি নষ্ট করিয়া দিতেছে। ছাত্রসমাজকে সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষেপাইয়া দিয়া তাদের সাময়িক রাজনৈতিক লাভ হইতে পারে। কিন্তু শিক্ষার ক্ষেত্রে উচ্ছৃঙ্খলতা বাড়াইয়া দিয়া এই ছাত্রসমাজকে ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ থেকে সরাইয়া দেওয়া বা তাদের জীবনটাকে নষ্ট করিয়া দেওয়ার কথা কি উনারা চিন্তা করেছেন। ভবিষ্যৎ জাতীর যে অমূল্য সম্পদ সেগুলি রাজনৈতিক প্রয়োজনায় নষ্ট করা ঠিক কিনা উনারা ভেবে দেখেছেন কি ?

Mr. Speaker :—Hon'ble Members should not disturb a member while speaking.

Smt. Renu Chakraborty :—এই ছাত্রসমাজ জাতীর ভবিষ্যৎ এবং অমূল্য সম্পদ। এই ছাত্র সমাজের যদি কোন ন্যায্য দাবী থাকে তা সরকার অবশ্যই মানতে চেষ্টা করবেন এবং

করছেনও। কিন্তু উচ্ছৃঙ্খলতার দ্বারা জাতি এবং ছাত্রদের কোন উপকারই হয় না বরং অশেষ ক্ষতি হয়। কাজেই এই উচ্ছৃঙ্খলতা বন্ধ করার জন্য সমাজের প্রত্যেক স্তরের লোককে এগিয়ে আসতে হবে। মাননীয় অঘোর দেববর্মা বলেছিলেন—কারা এগিয়ে আসবেন। হু উইল টেক দি ইনিসিয়েটিভ? আমি বলব—জনপ্রতিনিধিদের প্রথম এগিয়ে আসতে হবে। জনপ্রতিনিধিরা ইনিসিয়েটিভ নিবেন। প্রত্যেকে যার যার এলাকায় ইনিসিয়েটিভ নিয়ে কাজ করবেন এবং সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করবেন। আমি মনে করি জনপ্রতিনিধিদের এটা মরেল ডিউটিও এবং জনপ্রতিনিধিরা শিক্ষক অভিভাবক সকলকে নিয়ে সমবেত ভাবে ছাত্রদেরে বুঝাতে হবে। আমি আশা করি সাহসের সঙ্গে অগ্রসর হতে পারলে এই সম্মিলিত প্রচেষ্টা কখনও বিফল হবে না। কাজেই আমাদের সাহসের সঙ্গে অগ্রসর হতে হবে।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের আর একটি বিরাট সমস্যা হল বেকার সমস্যা। শিক্ষা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে এই বেকার সমস্যা আরও বিরাট আকার ধারণ করবে। শুধু ত্রিপুরার নয়, পাকিস্তান থেকেও বহু শিক্ষিত যুবক এখানে এসে বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি করে এই সমস্যাকে আরও তীব্র করে তুলবে। কিন্তু প্রয়োজন অনুযায়ী আমরা কর্ম্ম সংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করতে পারি না। ত্রিপুরার ভৌগলিক অসুবিধা, যোগাযোগের অসুবিধা এবং অনেক ক্ষেত্রে কাঁচা মালের অভাবের জন্য শিল্পেও আমরা বিশেষ উন্নতি করতে পারি নাই। এবং ইচ্ছা থাকলেও আমরা এখানে বড় বড় শিল্প গড়ে তুলতে পারি নাই। সেই জন্য আমরা ছোট ছোট শিল্পের উপর জোর দিয়েছি যদিও আমরা আশানুরূপ অগ্রসর হতে পারি নাই। কিন্তু বেকার যুবকরা অধিকাংশই চাকুরীর প্রতি আগ্রহশীল তাদেরও এই দৃষ্টিভঙ্গী বদলাতে হবে। যারা গরীব, যারা দুঃস্থ, যাদের পরিবারে কেউ চাকুরী করেনা সরকার অবশ্য তাদের পরিবারের শিক্ষিত যুবকদের চাকুরী দেওয়ার চেষ্টা করছেন। কিন্তু সরকারী চাকুরীর অনুপাতে যদি উৎপাদনের ব্যবস্থা না থাকে তাহলে শুধু সরকারী চাকুরী দিয়ে সমাজের অর্থনৈতিক ভারসাম্য রক্ষা করা যাবেনা। কাজেই তাদের ক্রমশঃ ব্যবসার দিকে ঝুঁকিয়ে দেওয়া দরকার। আমাদের কয়েকটী পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা শেষ হওয়া সত্বেও আমরা বেকার সমস্যার সমাধান করতে পারি নাই।

(A Voice)

Mr. Speaker :—Hon'ble Member you should not address in this way.

Smt. Renu Chakraborty :— কাজেই নানাবিধ পরিকল্পনার মাধ্যমে সরকার বেকারদিগকে ব্যবসার প্রতি উৎসাহিত করছেন। তাদিগকে বিভিন্ন প্রকার ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা করছেন এবং নানাবিধ সুযোগ সুবিধা দেওয়া সত্বেও আমরা আশানুরূপ সাড়া পাই নাই। কাজেই তাদের ব্যবসার প্রতি উৎসাহিত হওয়া উচিত এবং তারা অগ্রসর হলে সরকারের সহযোগিতা অবশ্যই পাবেন। আমাদের নিরাশ হলে চলবে না। আমাদের সামনে তিনটা বৃহৎ পরিকল্পনা রয়েছে—একটা ডম্বুর পরিকল্পনা। এটা সার্থক রূপায়ণ হলে আমরা অনেকদূর অগ্রসর হতে পারব। তারপর হল ধর্মনগর থেকে সাব্রুম পর্যন্ত রেল লাইন। মাননীয় একজন সদস্য বলেছেন যে অর্থমন্ত্রী নাকি তার ভাষণে রেল লাইন সম্পর্কে কিছুই বলেন নাই। কিন্তু

আমরা উপরাজ্যপালের বক্তৃতায় দেখতে পাই যে এদিকে আমাদের সরকার বিশেষ সচেষ্ট এবং কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট তারা সেই দাবীও পেশ করেছেন। এটা হলে আমাদের শিল্পের উন্নতির সুযোগ হবে এবং কর্মসংস্থানও অনেক বৃদ্ধি পাবে। তৃতীয় হল—তৈল ও প্রাকৃতিক গ্যাস ক মশন যে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন তা সুফল হলে আমরা অনেক কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারব। সেই জন্য এই পরিকল্পনাগুলি সম্পর্কে সরকার বিশেষ সচেষ্ট বলে আমার জানা আছে। তাছাড়াও গ্রামীণ উন্নতির জন্য যে কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে সেগুলি যদি রূপায়িত হয় তাহলে গ্রামের উন্নতি হবে এবং গ্রামে যারা বেকার তাদের কর্ম সংস্থান হবে। আজকে ত্রিপুরাতে আর একটি সমস্যা তা হল জলের সমস্যা—যেখানেই যাওয়া যায় সেখানেই শুনি টিউবওয়েল নেই, রিংওয়েল নেই, জল নাই, রিপেয়ার নাই, টিউবওয়েল করা হউক, রিংওয়েল করা হউক ইত্যাদি ইত্যাদি। জলের চাহিদা একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ জিনিষ। জলকে আমরা জীবন বলিয়াও অভিহিত করিয়া থাকি। সুতরাং জনসাধারণ যখন জলের চরম অসুবিধা ভোগ করে তখন তাদের চিন্তা করার অবসর থাকে না যে কোন কর্মচারী বা অফিসারের গাফিলতির জন্য জলের এই চরম অসুবিধা হইতেছে। তখন তাদের সমস্ত বিক্ষোভ যে সরকার চালান তার উপরই পড়ে। কাজেই আমি আমাদের মন্ত্রীমণ্ডলীকে অনুরোধ করব যে এই অসুবিধা কি করে দূর করা যায় তার জন্য বিশেষ একটা সমীক্ষা করে পরিকল্পনা নেওয়া প্রয়োজন বলে আমি মনে করি।

তারপর স্বাস্থ্য ও চিকিৎসার দিকে যদি আমরা তাকাই তাহলে দেখতে পাই যে এদিকে ত্রিপুরার যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে

(Interruption)

প্রতি বৎসরই আমাদের হাসপাতালগুলির শয্যা সংখ্যা বৃদ্ধি হচ্ছে, নতুন নতুন ডিসপেন্সারী স্থাপন করা হচ্ছে এবং প্রাথমিক হেলথ সেন্টার ও নানা জায়গায় স্থাপন করা হচ্ছে। কিন্তু মাননীয় সদস্যের আলোচনায় আমরা দেখতে পাই নানা জায়গায় ডাক্তার ও কম্পাউণ্ডারের বিশেষ অভাব পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু আমরা বাজেটে দেখতে পাই যেভাবে সরকার হাসপাতালের শয্যা বৃদ্ধি করছেন, ডিসপেন্সারী করছেন সেভাবে ডাক্তার ও কম্পাউণ্ডারেরও নিয়োগের ব্যবস্থা করছেন। ত্রিপুরাতে কোন মেডিক্যাল কলেজ নাই, ত্রিপুরায় ছাত্রদের জন্য বাহিরের মেডিক্যাল কলেজগুলিতে সীমিত সংখ্যক সিটের ব্যবস্থা রয়েছে। আমরা প্রতি বৎসরই দেখতে পাই যে উৎসাহী ছেলেরা সিটের জন্য অনেক সংখ্যায় আবেদন করেন। কিন্তু সিটের সংখ্যা সীমিত থাকায় আমরা তাদের সবার জন্য ব্যবস্থা করতে পারি না। তারা নিরুৎসাহ হয়ে ফিরে যায় এবং যে বিষয়ে তাদের আগ্রহ নাই সে বিষয়ে তারা পড়তে বাধ্য হন। ঠিক তার জন্যই আমি ত্রিপুরা সরকারকে অনুরোধ করব—হয় ত্রিপুরায় মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন করুন, না হয় যাতে বাহিরের কলেজগুলিতে সিটের সংখ্যা যাতে বর্দ্ধিত করা যায় সে বিষয়ে চেষ্টা করুন। তাছাড়া ত্রিপুরায় কম্পাউণ্ডারী শিখার জন্য একটা চেষ্টা চলছিল কিন্তু সেটা কি টেকনিক্যাল অসুবিধার জন্য আজ পর্যন্ত করা হয়নি তা আমি জানি না। সেই জন্য

আমি মাননীয় মন্ত্রীদের অনুরোধ করব যে যাতে কম্পাউণ্ডারী শিক্ষার ন্য তাড়াতাড়ি এখানে চেষ্টা করা হয় সে জন্য আমি অনুরোধ করছি যাতে আমরা আমাদের এই ক্রমবর্দ্ধমান চাহিদা মিটাতে সক্ষম হই। তাছাড়া এম্বুলেন্সের কথা বলা হচ্ছিল। ত্রিপুরায় বর্ত্তমানে যে এম্বুলেন্স আছে এবং আগেও যতগুলি ছিল সেগুলি সময়ে রক্ষিত হয় না। এবং সেগুলি অকেজো হয়ে পড়ে থাকে। সুতরাং জনসাধারণের যে চাহিদা সেটা মেটাতে সক্ষম হয় না। এম্বুলেন্সের সংখ্যা বাড়ালেই কেবল চলবে না। রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করা দরকার। বাজেটে চিকিৎসা ক্ষেত্রে যে টাকা রাখা হয় তাহার দুইটাই দিক আছে যথা Administration এবং Technical side। যখন বাজেট করা হয় তখন কোন খাতে বেশী ব্যয় বরাদ্দ হয় সেইদিকে আমাদের নজর রাখা দরকার। তখন আমাদের চিন্তা করা দরকার কোথায় অপারেশন থিয়েটারের দরকার, কোন সাজসরঞ্জামের দরকার এবং কোন ঔষধ বিশেষ দরকার এবং Administrative sideও কিভাবে সুষ্ঠুভাবে হাসপাতাল, ডিসপেন্সারী এবং প্রাইমারী হেলথ সেন্টার পরিচালনা করা যায় সেদিকে সমবেতভাবে Administrative এবং Technical উভয় সাইডের অফিসারের এক সঙ্গে বসে বাজেট তৈরী করলে আমার মনে হয় সবচেয়ে ভাল ফল হবে। এর ফলে যন্ত্রপাতির দিক দিয়ে যেমন সুবিধা হবে অপর দিকে রোগীদেরও অনেক উপকার হবে এবং চিকিৎসার সুব্যবস্থা হবে।

Mr. Speaker :—Hon'ble Member, আপনার পাঁচ মিনিট সময় আছে।

Smti Renu Chakraborty :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয় পাঁচ মিনিটের মধ্যে আমার বক্তৃতা শেষ হবেনা। সুতরাং আমাকে আরও সময় দেওয়া হউক।

Mr. Speaker :—আপনি যদি আপনার বক্তব্য শেষ করতে না পারেন তবে আপনাকে সোমবার দিন সময় দেব।

শ্রীমতী রেণু চক্রবর্ত্তী :—আমাদের এখানে একটা বিরাট সমস্যা আছে সেটা হল সরকারী কর্ম্মচারীদের মধ্যে ক্রমাগত বিক্ষোভ। দেশের উন্নতির জন্য এবং পরিকল্পনাকে সুষ্ঠুভাবে রূপায়নের জন্য সমস্ত সরকারী কর্ম্মচারীদের যেমন অংশ গ্রহণ করা দরকার, তাদের যেমন দক্ষতা, আন্তরিকতা ও কঠিন পরিশ্রম করা দরকার— সরকম জনসাধারণেরও দরকার সেবামূলক মনোভাব নিয়ে আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করা। কিন্তু আমরা দেখতে পাই সেইদিকে সরকারী কর্ম্মচারীদের মধ্যে একটা বিরাট অসন্তোষ ও কর্ম্মবিমুখতা। সেটা আজকে কেন ও কি কারণে হয়েছে। মানুষ হিসাবে কেউ কোন খারাপ নয়। প্রত্যেকের মধ্যেই স্বাধীন সত্তাও সৃষ্টির কতকগুলি গুণ রয়ে গেছে। যে যে কাজে দক্ষ তাকে সে কাজে ঠিকমত Utilise করা। সুতরাং আমাদের তাদের ভিতরে যেতে হবে, তাদের অসন্তোষের কারণ কি? যদিও রাজনৈতিক কারণে অনেক সময় তারা বিপথগামী হয় এবং অনেক সময় কর্ত্তব্যে ত্রুটি ঘটে এবং অনেকদিকে তারা ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু তাহলেও

আমি বলব যে সমস্ত ডিপার্টমেন্টের কর্ম্মচারীদের ভিতর যখন আমরা এরকম অসন্তোষ দেখতে পাই। সেটা আজ কেন হচ্ছে আজ তা চিন্তা করার প্রয়োজন আছে এবং কি করে ইহা দূর করা যায় সেটার জন্য চেষ্টা করা দরকার। এই অসন্তুষ্টির কারণ কি, সত্যিকারের গলদ কোথায় আছে তারজন্য অন্ততঃ আমাদের কোন একটা Sub-Committee করে সমস্ত ডিপার্টমেন্টের বিচার নিরপেক্ষভাবে করে দেখতে হবে যে কি কারণে, কি anomalies এর জন্য বা সত্যিকারের কোন দাবী দাওয়া আছে কিনা সে বিচার বিবেচনা করার জন্য যদি সরকার বিশেষ কোন একটি কমিটি গঠন করেন এবং সেই কমিটি যদি নিরপেক্ষভাবে সমস্ত ডিপার্টমেন্টের কর্ম্মচারীদের সঙ্গে মিশে আলাপ আলোচনা করে তাদের দাবীগুলো কি করে দূর করা সম্ভব এবং আদৌ সম্ভব কিনা এবং যুক্তিসংগত কিনা সেগুলি বিচার বিবেচনা করলে পরে আমার মনে হয় যে আমরা অনেকটা সফলকাম হতে পারব। আর একটি কথা হল সরকার যখন আন্তরিকতা ও সহানুভূতি দেখাবেন তখন সরকারী কর্ম্মচারীদেরও তাদের দায়িত্বও কর্তব্য সম্বন্ধে বিশেষ সচেতন হতে হবে এবং এর ব্যতিক্রম ঘটলে সরকারের স্বার্থে জনসাধারণের স্বার্থে কঠোর ব্যবস্থা নিশ্চয়ই রাখতে হবে। আইন শৃংখলা বজায় রাখার জন্য এবং উৎপাদন ব্যবস্থা সম্পর্কে সুন্দরভাবে পরিচালনার জন্য। কিন্তু আমাদের দেশের যে কতকগুলি প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি আমাদের গণতান্ত্রিক সমাজবাদ প্রতিষ্ঠা করার যে লক্ষ্য সেটাকে বিঘ্নিত করার জন্য নানারকম ভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু আজকে আমরা দেখতে পাই গণতান্ত্রিক সমাজবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য ভারতে আপামর জনসাধারণ গত নির্ব্বাচনে কেন্দ্রীয় সরকারকে আরো বেশী শক্তিশালী করেছেন। সুতরাং জনসাধারণের সহযোগিতা দ্বারাই সমস্ত সমস্যার সমাধান সম্ভব হয়। সেইজন্যই আমি আবার অনুরোধ করব যে সরকারের পরিকল্পনা রূপায়ণের যে সম্ভাবনা সেটাতে আমাদের সবাকেরই সহযোগিতা করতে হবে। তাহলেই সার্থক হবে। যেভাবে সমস্ত ভারতবাসী রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জ্জনের জন্য কুইট ইণ্ডিয়া আন্দোলন করে চ্যালেঞ্জ করেছিল এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জ্জন করেছিল ঠিক সেই রকম ভাবে উদ্যম এবং সংহতি নিয়ে এবং আইন শৃঙ্খলা বজায় রেখে শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাবে সরকারের পরিকল্পনাগুলি রূপায়ণের জন্য অগ্রসর হলে ত্রিপুরার বিভিন্ন অসুবিধাগুলি দূর হবে এবং ত্রিপুরাকে আমরা প্রগতির পথে নিয়ে যেতে সক্ষম হব। কিন্তু উচ্ছৃঙ্খলতার দ্বারা সম্পদ ধ্বংস করে স্কুল কলেজগুলি পুড়ে দিয়ে বাজারগুলি পুড়ে ধ্বংস করে, ধর্ম্মঘট দ্বারা উৎপাদন বন্ধ করে উন্নতি কোনমতে সম্ভব নয়। এতে দেশের স্বাধীনতা বিপন্ন হবে। দেশের শান্তি শৃঙ্খলা বিঘ্নিত করে কোন সমস্যার সমাধান হবে না। এরজন্য আমাদের সরকারের কঠোর মনোভাব নেওয়া দরকার। মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে বাজেট পেশ করেছেন তা আমি সর্ব্বান্তকরণে সমর্থন করছি এবং আশা করি সদস্যগণ এই বাজেট সার্থকভাবে রূপায়ণের জন্য সহযোগিতা করবেন।

Mr. Speaker :—Discussion on Budget Estimates to be resumed on the 29th March, 1971 so we are passing on to next item. Next item—I have got an announcement to make in the House. This is for information of the members

that a number of Candidates for P. A. C & Committee on Estimates after withdrawal are equal to the number of vacancies to those committees. There will be no necessity of election. I shall announce formation of the Committees to-morrow.

Next item in the list of business is Private Member's Resolution. I call on Shri Aghore Deb Barma to move his resolution that—"এই বিধানসভা প্রস্তাব করিতেছে যে গণ্ডাছড়া থেকে অমরপুর পর্যন্ত অতি সত্বর মোটর চলাচল উপযোগী রাস্তা করা হউক।"

Shri Aghore Deb Barma :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার এই প্রস্তাবটা পড়ে শুনাচ্ছি—"এই বিধানসভা প্রস্তাব করিতেছে যে গণ্ডাছড়া থেকে অমরপুর পর্যন্ত অতি সত্বর মটর চলাচল উপযোগী রাস্তা করা হউক।" মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এই প্রস্তাবটা আমি কেন এনেছি তা আমি সংক্ষেপে বলছি। রাইমা-শরমা ত্রিপুরার মধ্যে হয়েও যেন একটা আলাদা রাজ্য। কাঞ্চনপুরের আম্বাসা থেকে গণ্ডাছড়া পর্য্যন্ত যে রাস্তাটা করা হয়েছে সেটা অতি দুর্গম রাস্তা। রাইমা-শরমা এবং গণ্ডাছড়া পর্য্যন্ত এই অঞ্চলটি অমরপুর সাব-ডিভিশনের অন্তর্গত। কাজেই ইহার কোর্ট কাছারী সরকারী অফিস সব কিছু অমরপুর টাউনে। মামলা মকর্দ্দমা আইন কানুন সব কিছুর জন্য অমরপুর টাউনে আসতে হয়। কিন্তু আজ পর্য্যন্ত এই অঞ্চলের সংগে অমরপুরের মোটর যোগাযোগ ব্যবস্থা হল না। যদিও আম্বাসা থেকে বগাফা পর্যন্ত ট্র্যানের একটি রাস্তার কাজ ১৯৬৬ সাল থেকে আরম্ভ করা হয়েছে কিন্তু এখন পর্যন্ত সেই রাস্তার কাজ শেষ হয় নাই। যদি এই রাস্তাটা সম্পূর্ণ হত তাহলেও এই রাস্তা দিয়েও অন্তত: যোগাযোগের একটা ব্যবস্থা করা যেত। কাজেই আজকে সামগ্রিক ভাবে গণ্ডাছড়া, নুলংবাসা রাইমা এই সমস্ত এলাকার মানুষকে প্রতিদিনই, ব্যবসা বাণিজ্য মামলা মকর্দ্দমা, কোর্ট কাছারী ইত্যাদির জন্য অমরপুর সহরে আসা যাওয়া করতে হয়। কাজেই এই অঞ্চলের জনসাধারণ অত্যন্ত অসুবিধার মধ্যে আছেন। সেই দিকে দৃষ্টি রেখেই আমি এই প্রস্তাবটা এনেছি যাতে এই পাণ্ডব বর্জ্জিত রাইমা-শরমা, গণ্ডাছড়া থেকে অমরপুর পর্য্যন্ত স্বাভাবিক ভাবে জনসাধারন চলাফেরা করতে পারেন এবং সহজভাবে জিনিষপত্র আনা নেওয়া যেতে পারে তারজন্য গণ্ডাছড়া থেকে অমরপুর পর্য্যন্ত একটা মটর চলাচলোপযোগী রাস্তা করা হউক এই হচ্ছে আমার প্রস্তাব।

Mr. Dy. Speaker .—Now I call on Shri Bidya Ch. Deb Barma.

শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে হাউসের সামনে মাননীয় সদস্য অঘোর বাবু যে প্রস্তাব রেখেছেন তা আমি সমর্থন করছি। এই গণ্ডাছড়া অতি দুর্গম এলাকা। অমরপুর থেকে এই এলাকায় হেঁটে যেতে হয় পাহাড়ের মধ্য দিয়ে এবং অনেক সময় লাগে। বিশেষ করে কিছু দিন আগে মিজোরা যখন ডম্বুর প্রজেক্ট আক্রমণ করে এর আগে থেকে এই সমস্ত বর্ডার এলাকাগুলিতে নানারকম ভাবে অনেক জায়গায় মিজোরা দৌরাত্ম্যামি করে ঘরবাড়ী জ্বালাতে থাকে। কাজেই এই সব এলাকায় যাতে অতি সত্বর

আমাদের ফৌজ যেতে পারে তার ব্যবস্থা করা দরকার। ডম্বুর আক্রমণের আগে কালাবরা এবং চুড়ামনবাজারে ব্রীজ না থাকার ফলে আমরা ডম্বুরটাকে রক্ষা করতে পারি নাই। যদি রাস্তাটা না হয় তাহলে ভবিষ্যতে এই রকম অবস্থায় আমাদের ফৌজ সত্বর সেখানে যেতে পারবে না। এই দিকে লক্ষ্য রেখেই মাননীয় সদস্য এই প্রস্তাবটা এনেছেন। এই প্রস্তাবটা খুব ভাল প্রস্তাব। আমাদের বর্ডার রক্ষার জন্য এই রাস্তাটি অতি প্রয়োজনীয়। তাই আমি এই প্রস্তাবটি সমর্থন না করে পারছি না। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Dy. Speaker :—Now I call on Hon'ble member Sri Promode Rn. Das Gupta.

Shri Promode Ranjan Das Gupta :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি এই প্রস্তাবটার সমর্থনে দুই তিনটি কথা বলছি। একটা হচ্ছে গণ্ডাছড়াটা বর্ডারের অতি নিকটবর্তী এবং দ্বিতীয়তঃ এই জায়গাটা ট্রাইবেল অধ্যুষিত এবং তৃতীয় হচ্ছে এটা ইন্‌এক্সেসেবল এরিয়া। মাননীয় স্পীকার মহোদয় আমাদের বাজেটে যে রাস্তার প্রভিশন করা হয় এবং সেণ্ট্রাল থেকে যে প্রভিশান করে তার মধ্যে একটা পারসেন্টেজ ইন্‌এক্সিসিবল এর বর্ডার এলাকার জন্য রাখা হয় এবং ধরা হয়। সেই দিকদিয়ে আমি মনে করি এই গণ্ডাছড়া জায়গাটা যেখানে একবার মিজো এটাক্ হয়ে গিয়েছে সেখানে অতি সত্বর রাস্তা করা দরকার বর্ডার এলাকার কথা চিন্তা করা হউক বা ট্রাইবেলদের সুখ সুবিধার কথা চিন্তা করা হউক এবং তৃতীয় ইনএক্সিসিবল এলাকা বলে সহরের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করার জন্য এই তিনটি কারণে রাস্তাটা এখুনি হওয়া দরকার। কাজেই মটর চলাচলোপযোগী এই রাস্তাটি করার জন্য আমি দাবী জানাচ্ছি এবং এই প্রস্তাবটিকে সমর্থন করছি।

Mr. Dy. Speaker :—I call on Shri Abhiram Deb Barma.

Shri Abhiram Deb Barma :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই হাউসের সামনে মাননীয় অঘোর বাবু গণ্ডাছড়া থেকে অমরপুর পর্যন্ত মটরচলাচল উপযোগী রাস্তা করার জন্য যে প্রস্তাব এনেছেন তা আমি সমর্থন করি। এই গণ্ডাছড়া এবং অমরপুর, যদিও গণ্ডাছড়া এলাকা অমরপুর বিভাগের অন্তর্গত কিন্তু এটা অমরপুর সহর থেকে একেবারে বিচ্ছিন্ন, অমরপুরের সঙ্গে এটার কোন যোগাযোগ নেই বললে চলে। যদিও একটা যোগাযোগ আছে আবাসা হয়ে তাও কমলপুরের সঙ্গে। কিন্তু সরাসরি ভাবে গণ্ডাছড়া এবং রাইমা-শরমা এলাকার সঙ্গে অমরপুরের কোন যোগাযোগ নাই। এখানে বিরাট বাধা হল আঠারমুড়া। এই আঠারমুড়া অতিক্রম না করলে অমরপুরের সংগে যোগাযোগ করা কোনমতেই সম্ভব নয়। আজকে আমরা দেখেছি সেখানে কিছু রাস্তা কাটা হচ্ছে সেটা ন্যাশানেল হাই ওয়ে তাও অর্দ্ধেক সম্পূর্ণ হয় নাই। এবং গণ্ডাছড়া থেকে একটা ছোট রাস্তা করা হচ্ছে তাও পুরাপুরিভাবে করা হচ্ছে না। আজকে গণ্ডাছড়া এলাকার জনসাধারণের উন্নতির দিকে যদি লক্ষ্য করতে হয় তাহলে এই রাস্তা অতি সত্বর হওয়া দরকার। তাছড়া রাইমা শরমা এলাকা বর্ডার থেকে বেশী দূরে নয়, উপর্যুপরি

সেখানে মিজো এবং সেংক্রাকদের উৎপাত চলছে। গত কিছুদিন আগেও সেখানে মিজোরা আক্রমণ করেছিল। এবং অনেক ধান, চাউল, পাট এবং টাকা পয়সা লুট করে নিয়ে যায়। কিন্তু তখন সেই সমস্ত গ্রামের মানুষদিগকে রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। কাজেই এই মিজো এবং সেংক্রাকদের হাত থেকে এই অঞ্চলের অধিবাসীদিগকে রক্ষা করার জন্যও এই রাস্তা অতি সত্বর হওয়া দরকার। যদি যোগাযোগ ব্যবস্থা থাকে তাহলে তাদেরে রক্ষা করা সম্ভব। এবং তাদেরও সব সময়ে ভয়ে ভয়ে থাকতে হবে। ভগীরথ পাড়া নামে একটা পাড়া আছে সেখানকার অধিবাসীরা মিজোদের ভয়ে অন্যত্র সরে যেতে বাধ্য হচ্ছে। একদিকে মিজো আক্রমন অপরদিকে আমাদের পুলিশ বাবুরা তাদের উপর প্রেশার সৃষ্টি করে। এই হচ্ছে প্রকৃত অবস্থা। কাজেই এদেরে রক্ষা করতে হলে অমরপুর থেকে গণ্ডাছড়া পর্য্যন্ত যে রাস্তা তা অতি সত্বর হওয়া দরকার। এবং আশা করি সরকার অনতিবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। এই বলে আমি এই প্রস্তাবের সমর্থনে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Dy. Speaker :—Now I call on Hon'ble member Shri Monomohan Deb Barma.

Shri Monomohan Deb Barma :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য অঘোর বাবু যে প্রস্তাবটা আজকে এনেছেন তা আমি সমর্থন করি। ঐ অঞ্চলে যে সব অধিবাসী আছে তাদেরে রক্ষার কথা চিন্তা করতে গেলে প্রথমে দরকার যোগাযোগ ব্যবস্থার। সেই যোগাযোগ ব্যবস্থা যদি না থাকে তাহলে আমরা যে কোন জরুরি অবস্থার সম্মুখীন হতে পারবনা। যদি রাস্তা থাকে, যোগাযোগ ব্যবস্থা ভাল হয় তাহলে জরুরী অবস্থায় আমরা তার প্রতিরোধ করতে পারব এবং তাদের ধনসম্পত্তিও রক্ষা করতে পারব এবং নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে পারব। সেই জন্য আমি এই প্রস্তাব সমর্থন করছি। এবং এই প্রস্তাবের সমর্থনে আমি আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

Mr. Dy. Speaker :—I call on Hon'ble Chief Minister.

Shri S. L. Singh .—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে যে প্রস্তাব উত্থাপিত হয়েছে তাহল গণ্ডাছড়া থেকে অমরপুর পর্য্যন্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা করা। তারা হয়ত অবগত নয় যে সেখানে শুধু ট্রাইবেল নয় নন্-ট্রাইবেল ও আছে। বুলংবাসা গণ্ডাছড়া প্রভৃতি অঞ্চলে অনেক রিফিউজিও আছে। এটা দুর্গম অঞ্চল আমরা জানি এবং সেইজন্যই আম্বাসা থেকে বগাফা ভায়া গঙ্গাবাড়ী হয়ে অমরপুর পর্য্যন্ত রাস্তার কাজ শুরু হয়েছে। ষ্টেজ বাই ষ্টেজ আমরা সেই রাস্তার কাজ করে যাচ্ছি। তারা এই সত্যটাকে সম্পূর্ণ গোপন রেখেছেন। এই রাস্তাটা ৮০ কিঃ মিঃ। যোগাযোগ ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করার জন্য যে প্রস্তাব মাননীয় সদস্য উত্থাপন করেছেন তা বাস্তব সত্যকে গোপন করতেই চেয়েছেন। তারা কি মনে করেন ফুটল্যাণ্ড থেকে ষ্টেজ বাই ষ্টেজ সেই রাস্তা একদিনে করা সম্ভব। এটা সম্পূর্ণ অসম্ভব। তারা হয়ত সেখানে প্রতিশ্রুতি দিয়ে এসেছেন যে তাদের কেণ্ডিডেট পাশ হলে কালকেই রাস্তা করে দিবেন। কারণ তাদের উর্বর মস্তিষ্ক শূন্যে রাস্তা তৈয়ারী করতে পারে। যে রাস্তাটার কাজ

আমরা করে চলছি তারা আর্থ কাটিং হয়ে গিয়েছে এখন স্থানে স্থানে S P T ব্রীজ তৈরী করে তাকে সংযোগ করে দেওয়ার কাজ চলবে। এবং সেই অনুসারে অর্থের বরাদ্দও রাখা হয়েছে। অতএব আমি এই প্রস্তাব নিন্দা করছি এইজন্য যে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন রাখার জন্য আম্বাসা বগাফা ভায়া গঙ্গাবাড়ী হয়ে অমরপুর পর্য্যন্ত রাস্তার কাজ হয়নি বলে যা বলা হয়েছে তা সত্য নয়। এই রাস্তার কাজ শেষ হলে পরে অমরপুরে আরও অনেক রাস্তা আছে যেমন অমরপুর থেকে তেলিয়ামুড়া, অমরপুর থেকে উদয়পুর পর্য্যন্ত রাস্তা আছে এবং কমলপুরের সাথে তার যোগাযোগ করে বিলোনীয়া পর্য্যন্ত যোগাযোগ করা হচ্ছে এবং এটাই হচ্ছে সেনট্রাল প্লেইস অব ত্রিপুরা। অতএব এই প্লেইসের বিরাট গুরুত্ব আছে। অনেকদিন থেকেই এইদিকে দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে এবং এই জায়গাকে উন্নত করার চেষ্টা চলছে। এই জায়গার গুরুত্ব দেখেই অন্য জায়গা থেকে সেখানে অনেক বেশী রাস্তা করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। কাজেই এই প্রস্তাবের বর্ত্তমানে আর কোন আবশ্যকতা নেই বলে বিরোধীতা করছি।

Mr. Dy. Speaker :— I would call on Hon'ble Member Shri Aghore Deb Barma.

Shri Aghore Deb Barma :— মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমার এই প্রস্তাবের উত্তর দিতে গিয়ে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন যে এই রাস্তার কোন আবশ্যকতা নেই। তিনি বলেছেন আমরা নাকি আম্বাসা—বগাফা রাস্তার কথা গোপন করে গিয়েছি। এই কথা ঠিক নয়। আম্বাসা টু বগাফা যে রাস্তা তা প্ল্যান ওয়ার্ক, সেই রাস্তার কাজ বহুদিন যাবৎ চলছে। এই কথা আমি উল্লেখ করেছি। আমার বক্তব্য হচ্ছে শান্তির বাজার টু বগাফা রাস্তার কাজ কাইমারা ঘাট পর্য্যন্ত প্রায় কমপ্লিট হওয়ার পথে। দক্ষিণ মহারাণী পর্য্যন্ত সেই রাস্তা দিয়ে শান্তিরবাজার বা বগাফা থেকে যাওয়া যায়। এটা হল আম্বাসা টু বগাফা রোড। কিন্তু আমার বক্তব্য হচ্ছে গণ্ডাছড়া, রাইমা-শরমা বিরাট একটা এলাকা। এই এলাকার মানুষকে কোর্ট কাছারি, অফিস আদালত প্রভৃতি কাজের জন্য প্রতিদিন অমরপুর আঠারমুড়া ডিঙ্গাইয়া ১৬।১৭ মাইল হেঁটে তাদেরে আসতে হয় যেতে হয়। আমার নিজেরও এই অভিজ্ঞতা হয়েছে। যদি আম্বাসা—বগাফা এই প্ল্যানের রাস্তাটির কাজ প্রথমে এইদিক থেকে শুরু হত তা হলে হয়ত এই প্রস্তাব উত্থাপন করার প্রয়োজন হত না। কিন্তু এতদিন পরে তারা কাজ শুরু করল, তাও শান্তির বাজার—বগাফা থেকে শুরু করে চেলাগাং পর্য্যন্ত করল এবং এখন পর্য্যন্ত সম্পুর্ণ যোগাযোগ ব্যবস্থা হয় নাই। এটা হল পাণ্ডব বর্জিত দেশ। সেখানে যেতে হলে দুর্গম পথে হেঁটে যেতে হয়। আম্বাসা থেকে গণ্ডাছড়া পর্য্যন্ত যে রাস্তাটা গেছে এখনও সন্ধ্যার পরে সেই রাস্তায় গাড়ী চলতে পারে না—যে কোন মুহূর্ত্তে হাতী সামনে পড়তে পারে। মোটর গাড়ী দিনদুপুরে যায়, সন্ধ্যার পরে যায় না। এই অবস্থার প্রতিকারের

জন্যই এই রাস্তার কাজ অতিসত্বর হওয়া দরকার। আজকে অমরপুর টাউনের সঙ্গে বিলোনীয়ার যোগাযোগ আছে এটা পরে করলেও চলত। কিন্তু যেটা আগে শুরু করা দরকার তা তারা করেন নাই। কতবৎসর পরে যে হবে তা বলা মুস্কিল। এই প্ল্যান ওয়ার্ক যেভাবে চলছে, এইভাবে যদি চলতে থাকে তাহলে আগামী ১০ বৎসরেও এই রাস্তার কাজ শেষ হবে কিনা সন্দেহ আছে কাজেই এই রাস্তার উপর যাতে গুরুত্ব দেওয়া হয় এবং অতিসত্বর করা হয়, তার জন্যই আমি এই প্রস্তাব এখানে উত্থাপন করেছি। তা না হলে এই অবস্থা চলতেই থাকবে। রাইমা সরমা এলাকাতেও আজকে Tribal, Non-Tribal অনেক লোক আছে। সেখানে গেলে মনে হয় যেন এটা একটা আলাদা রাজ্য। ত্রিপুরা রাজ্যের সঙ্গে এটার কোন সম্পর্কই নেই। কাজেই সেখানে যোগাযোগ ব্যবস্থা যাতে অতিসত্বর করা হয় তার জন্যই আমি এই প্রস্তাব রাখছি। আমার প্রস্তাবের গুরুত্ব যথেষ্ট আছে। অতএব আমি আমার প্রস্তাবের পক্ষে ঠিক করব।

Mr. Dy Speaker :— The discussion is over. Now I am Putting the Resolution to vote. The question before the House is the Resolution moved by Shri Aghore Deb Barma that এই বিধান সভা প্রস্তাব করিতেছে যে গণ্ডাছড়া থেকে অমরপুর পর্য্যন্ত অতিসত্বর মোটর চলাচল উপযোগী রাস্তা করা হউক।

As many as are of that opinion will Please say 'Ayes'

Voices --'Ayes'

As many as are of contrary opinion will Please say 'Noes'

Voices—'Noes'

I think 'Noes' have it, 'Noes' have it 'Noes' have it The Resolution is Lost.

There is another Resolution of Shri Promode Ranjan Das Gupta, I would call on Shri Dasgupta to move his resolution that this House requests the Govt. to introduce necessary Legislation before 1st January, 1972 making Provision for remission of revenue upto three standard acres of land possessed by the peasants of Tripura in compliance with the resolution passed in the Assembly.

Shri P. R. Dasgupta :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি হাউসে আমার প্রস্তাবটি move করছি। "This House requests the Government to introduce necessary Legislation before 1st January 1972 making provision for remission of revenue upto three standard acres of land possessed by the peasants of Tripura in compliance with the Resolution passed in the Assembly." মাননীয়

স্পীকার, স্যার, আমার এ প্রস্তাবটা এভাবে আনার কারণ হচ্ছে, এই হাউসে দেড় বৎসর পূর্বে আমরা এই প্রস্তাবটা পাশ করেছিলাম, কিন্তু আজকে সেই প্রস্তাবটার প্রতি লক্ষ্য রেখে এখন পর্য্যন্ত এই হাউসে কোন রকম Bill আনা হয় নি। আমি Budget speech এর discussion এ এটার উপর আমার বক্তব্য রেখেছি, তাই আমি বিস্তারিত আলোচনায় যাবনা। শুধু আমি বলছি এ জন্য যে কোন Resolution যদি হাউস গ্রহণ করেন তাহলে খুব তাড়াতাড়ি এটাকে কার্য্যে রূপায়িত করা যাবে। গরীব কৃষক যারা তাদের 3 Standard acres of land এর land revenue remission এর প্রস্তাবটা হাউসের সবাই গ্রহণ করেছেন। কিন্তু কার্য্যে সেটা রূপান্তরিত না হওয়ায় আমি আমার প্রস্তাবটিতে তারিখ বেঁধে দিয়ে বসেছি 1st January, 1972. বলেছি এ জন্য যে Governor's speech যদি পড়া যায় সেখানে দেখা যায় যে ত্রিপুরার Land revenue and Land Reforms Bill এনেছেন। তার মধ্যে ভাল কথা আছে। কিন্তু এই বিলের মধ্যে এই legislation টাকে অন্তর্ভূক্ত করা হয় নি। এবং এই legislation এবৎসর আর এই হাউসে আসছে না। তাই আমার এই প্রস্তাবের উপর দীর্ঘ বক্তৃতা দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা নেই এ জন্য যে হাউসে এর আগেও এই প্রস্তাবটা পাশ হয়েছে। শুধু 1st January, 1972 এর মধ্যে Legislation করার জন্যই আমি প্রস্তাব রাখছি কারণ Governor এর speech এ আমি দেখেছি যে এটাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি। আমি আমার প্রস্তাবের উপর আর অতিরিক্ত না বলে, প্রস্তাবটি হাউসের সামনে রেখে এখানেই বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Deputy Speaker :— Here is an amendment given notice of by Shri Abhiram Deb Barma, M.L.A. that before "revenue" in the 3rd line add "arrea" and after "Revenue" in the third line add the following after deleting sentence begining three standard acres etc" to the end of it.

"Upto 1970-71 for all land and making revenue free all land upto three standard acres." I would call on Shri Abhiram Deb Barma to move his amendment.

Shri Abhiram Deb Barma :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় হাউসের সামনে মাননীয় সদস্য শ্রীপ্রমোদ বাবু যে প্রস্তাবটা এনেছেন আমি সেই প্রস্তাবের সাথে যে amendment টা এনেছি সেটা হচ্ছে before "revenue" in the 3rd line add "arrear" and after ' Revenue" in the third line add the following, alter deleting sentence begining from ''upto three standerd acres etc" to the end of it.

"Upto 1970-71 for all land revenue free all land and making upto three standard acres". This House refues the Government to introduce necessary Legislation before 1st January 1972, making provision for remission of arrear revenue upto 1970-71, for all land, and making revenue free all land upto 3 standard acres.

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় এই three standard acres জমির খাজনা মকুব করার প্রস্তাব এই বিধানসভায় গত দেড় বৎসর আগে এসেছিল এবং হাউস সর্ব্বসম্মত ক্রমে এই প্রস্তাব পাশ করেছিলেন। কিন্তু এই প্রস্তাব আজও কার্য্যকরী হল না। এই দিক দিয়ে মাননীয় সদস্য প্রমোদ বাবু এই প্রস্তাবের গুরুত্ব দিয়েছেন যে ত্রিপুরা রাজ্যের গরীব কৃষকদের খাজনা মকুব করার জন্য এবং তাদেরকে বিশেষ সুযোগ সুবিধা দেওয়ার জন্য। কিন্তু আজও আমরা দেখছি গরীব এবং মাঝারী কৃষকদের খাজনা জমছে ও দিতে পারছে না। তাদের নামে নিলাম ক্রোকের নোটিশ সরকার থেকে ছাড়া হচ্ছে। বর্ত্তমান সময়ে কৃষকদের হাতে টাকা পয়সা থাকেনা এমনকি বীজ ধান কেনার মত পয়সাও তাদের হাতে নাই। হালের বলদ থাকেনা। এমনি সময়ে সরকার থেকে নিলাম ক্রোকের নোটিশ তাদের উপর ছাড়া হচ্ছে। কাজেই আজ আমরা দেখছি যে কৃষক খাদ্য ফলাবে, ১৮ লক্ষ লোকের মুখে অন্ন তুলে দিবে, ঠিক সেই সময়ে তাদের হাতে টাকা থাকে না। তাদের মহাজনের ঘরে হাজির হতে হয়। এই সময়ে তাদেরকে মহাজনের হাত থেকে রক্ষা করার পরিবর্ত্তে নিলাম ক্রোক ইত্যাদির নোটিশ সরকার দিচ্ছেন। এতে তাদের সর্বনাশ ছাড়া আর কিছুই হচ্ছে না। কাজেই মাননীয় সদস্য যে প্রস্তাব এনেছেন তার সঙ্গে আমি এই amendment এনেছি এ কারণে একদিকে three standard acres জমির খাজনা নিষ্কর করার যে প্রস্তাব এই বিধানসভায় এসেছিল এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে বকেয়া খাজনা ১৯৭০-৭১ সাল পর্য্যন্ত মকুব করা দরকার।
এই বলে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

Mr. Dy. Speaker :—Now I would call on Hon'ble Member Shri Aghore Deb Barma.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় মাননীয় সদস্য শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত যে প্রস্তাব আজ হাউসে এনেছেন এবং তার উপর যে সংশোধনী প্রস্তাব মাননীয় সদস্য অভিরাম দেববর্ম্মা মহাশয় এনেছেন, Amended formএ এই প্রস্তাবটির আমি সমর্থন জানাচ্ছি। কারণ এই প্রস্তাবটি আমরা এই বিধান সভায় পাশ করেছিলাম। এখনও সেটা কার্য্যকরী হচ্ছে না। তাছাড়া আরেকটি লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে যে ইদানিং ভারতের রাষ্ট্রপতি যুগ্ম সভার মধ্যে ঘোষণা করেছেন এবং যে পথের নির্দ্দেশ দিয়েছেন, যে আগামী দিনে কেন্দ্রীয় সরকার ভূমি সংস্কার সম্পর্কে একটি বলিষ্ঠ নীতি গ্রহণ করবেন। কাজেই এই দিক দিয়ে আমি আশা করবো এখানে যারা Ruling Partyর সদস্যরা আছেন তারা আজকে সর্বসম্মতিক্রমে এই প্রস্তাব হাউসে পাশ করবেন। আজকে বহু দিন থেকে ত্রিপুরায় Survey & Settlement operation হয়ে আসছে কিন্তু এখন পর্য্যন্ত কোন তৌজী posting হয় না, খাজনাও ধার্য্য হয় না। এটা বৎসরের পর বৎসর ঝুলানো অবস্থায় আছে। কাজেই আজ একসঙ্গে যদি সব বকেয়া খাজনা দিতে বলা হয় তাহলে বেশীর ভাগ জনসাধারণের পক্ষে তা দেওয়া সম্ভব হবে না।

জন্য জমির মালিকরা দায়ী নহে। কাজেই সবদিক চিন্তা করে জনসাধারণের উপর বকেয়া খাজনা আদায়ের জন্য জোর জবরদস্তি না করে ঐ বকেয়া খাজনা মকুব করে দেওয়াই বাঞ্ছনীয় বলে আমি মনে করি। অতএব 3 standard একর জমির খাজনা মকুব করার জন্য এখানে যে প্রস্তাব এসেছে আমি সেটা সর্ব্বান্তকরণে সমর্থন করছি। ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে ভূমি সংস্কারের জন্য যে নীতি আছে এটা তার সঙ্গেও সঙ্গতিপূর্ণ। অতএব আমি আশা করব House এই প্রস্তাবটা সমর্থন করবেন।

Mr. Dy. Speaker :—Now I call on Hon'ble member Shri Sunil Ch. Dutta.

Shri Sunil Ch. Dutta :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, হাউসের সামনে যে প্রস্তাবটা আনা হয়েছে আমি সেই প্রস্তাবটা সমর্থন করতে পারলাম না। সমর্থন করতে পারলাম না এই কারণে যে আইনতঃ কতগুলি বাধা এই সম্পর্কে আছে, তাহা আশা করি বিরোধী দলের মাননীয় সদস্যরাও নিশ্চয়ই জানেন। Union Territory Act, 1963তে একটা ধারা আছে, সেটাতে বলা হয়েছে, আমাদের বাজেটে যে ঘাটতি সেটার জন্য যদি কোন আইন করতে হয় তাহলে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি নিতে হবে। যে ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের অর্থ যোগাচ্ছেন সেই ক্ষেত্রে আমরা যদি three standard acre of land এর খাজনা মকুব করতে চাই তাহলে কতটি জোতে কত বৎসরের কত টাকা খাজনা মকুব হয় তাহা to the pie হিসাব করে কেন্দ্রীয় সরকারকে জানাতে হবে। শুধু জানালেই চলবে না সেই টাকা এই রাজ্য থেকে আদায় করতে পারব কিনা বা কেন্দ্রীয় সরকার ভরতুকী দিবেন কিনা সেটাও দেখতে হবে। আমরা যদি কোন কর ধার্য্য করে সেই টাকা আদায় করতে না পারি তাহলে আমাদের একমাত্র উপায় হবে কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক সাহায্যের উপর। কাজেই কেন্দ্রীয় সরকার আইন করেই সেটা তাদের হাতে রেখেছেন। ঘাটতি বাজেট থেকে আরও ঘাটতি বের হলে সেটা নির্ভর করবে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদনের উপর। আমাদের হাউস এই সম্পর্কে একটি প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করেছেন এটা সত্যি কথা। এবং এই সম্পর্কে যাতে হাউসে একটা বিল উত্থাপন করা যায় তারজন্য কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে লিখালিখি চলছে। কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যে সেটা final রূপ নিতে পারবে কিনা সেটা সন্দেহের ব্যাপার। কাজেই কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি না পাওয়া পর্য্যন্ত এই অবস্থায় আমি এই প্রস্তাব সমর্থন করতে পারছি না।

Mr. Dy. Speaker :—Now I would call on Hon'ble member Shri Debendra Kishore Choudhury.

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে মাননীয় সদস্য সুনীল বাবু এই প্রস্তাব সম্বন্ধে যা বললেন দেড় বৎসর পূর্ব্বে উনার সুর ছিল অন্য রকম। তখনও তিনি জানতেন যে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট থেকে এই বিল পাশ করে আনতে হয়। তিনি চেয়ারের গুনে এক সময় এখানে বসেন আবার এক সময় ওখানে বসেন। একবার

জানেন, আবার যান, সাথে সাথে সুরও পাল্টান। তা না হলে উনি জানেন যে প্রত্যেক বিলই কেন্দ্রীয় সরকার থেকে পাশ করে আনতে হয়। এটা নূতন নিয়ম নয়।

(Interruption)

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, হাউসের সব সদস্যরাই জানেন যে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে বিল পাশ করে আনতে হয়। এটা নূতন করে বলতে হয় না। এই বিধান সভাতেই এই বিলটা পাশ হয়েছিল।

(Interruption)

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এটা জেনেই আমরা ঐ Resolutionটা পাশ করে নিয়েছিলাম। এই রকম আমরা আরও বহু বিল এই হাউসে পাশ করেছিলাম। যেমন ভূমিহীনদের ভূমি দেওয়ার জন্য Committee form করা, ছাত্র, কর্মচারীদের অসন্তোষ কিভাবে মিটবে তারজন্য কমিটি গঠন করা ইত্যাদি। আমরা জানি সরকার নিজেদের জন্য যা প্রয়োজন তাই করেন, জনসাধারণের জন্য যাহা প্রয়োজন সেটাতে যখন উনাদের স্বার্থ আসবে তখন করা হবে। কাজেই আমার কথা হল জনসাধারণের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে আমরা যে প্রস্তাবগুলি পাশ করেছি সেগুলো যাতে কাজে রূপান্তরিত করা হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা দরকার। কাজেই আমরা আবার সরকারের কাছে আমাদের বক্তব্য রাখছি যে প্রস্তাব আগে পাশ হয়েছিল সেই প্রস্তাবকে ভিত্তি করে যেন এই সম্পর্কে একটা বিল ১৯৭২ সালের জানুয়ারীর ভিতরে কার্য্যকরী করতে পারি। মাননীয় সদস্য প্রমোদ বাবু যে প্রস্তাব এনেছেন এবং অভিরাম বাবু যে সংশোধনী প্রস্তাব এনেছেন তার সমর্থনে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Deputy Speaker—Now I call on Hon'ble Member, Sri Bidya Ch. Deb Barma.

Sri Bidya Ch. Deb Barma—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এই যে একটা প্রস্তাব আজ হাউসে এসেছে এটা আমাদের House এর গৃহীত প্রস্তাব, এটা পূর্বে পাশ হয়ে গেছে। কিন্তু এটাকে আজ পর্য্যন্ত কার্য্যকরী করা হচ্ছে না। তাই মাননীয় সদস্য আজ এই প্রাস্তবটা পুনঃরায় হাউসে এনেছেন। আমরা দেখেছি, যে প্রস্তাবটা আমাদের হাউসে পাশ হয়ে যায় প্রত্যেকটা Sub-Division office এ তার উল্টাটা গিয়ে পৌঁছে। Three standard acres of land এর মালিকের খাজনা রহিত করবার জন্য প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে এই হাউসে পাশ হয়েছিল এবং সবাই সেটা গ্রহণ করেছিলেন। বাস্তব সমাজতন্ত্র যদি গঠন করতে হয়, এই- অনগ্রসর দেশকে উন্নত করতে হয় তাহলে এ জাতীয় প্রস্তাবেরই প্রয়োজন, সে দিকে লক্ষ্য রেখেই এই প্রস্তাবটা তখন পাশ করা হয়েছিল। কাজেই এর পরিপ্রেক্ষিতে মাননীয় সদস্য প্রমোদ বাবু আজ হাউসে যে প্রস্তাবটা এনেছেন এবং এর উপর যে amendment টা এসেছে তার সমর্থনে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Deputy Speaker—Now I would call on Hon'ble member Sri Monomohan Deb Barma.

Sri Manomohan Deb Barma—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা পূর্বেই three Standard acres of land পর্য্যন্ত যাদের জমি আছে তাদের খাজনা মকুবের জন্য একটা প্রস্তাব এই বিধান সভায় পাশ করে নিয়েছিলাম। কিন্তু দুঃখের বিষয় সেই প্রস্তাব আজ পর্য্যন্ত কার্য্যকরী না হওয়ার দরুণ আজ আবার এই সম্পর্কে একটি Resolution এই হাউসে আনতে হয়েছে। আমরা ৩ বৎসর পূর্ব্বে যে প্রস্তাব পাশ করেছি তার কথা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে চারি দিকে ছড়িয়ে গিয়েছে এবং জনসাধারণ সবাই জেনেছে যে আমাদের খাজনা মকুব হচ্ছে। কিন্তু আজ নূতন করে একটা Resolution এনে সরকার পক্ষকে পুরাতন প্রস্তাবের কথা মনে করে দিতে হয়েছে যে এই বিলটা House-এ আনা হয় নি, সেটা আনা দরকার, কাজেই এটা খুবই দুঃখের বিষয়। যদি এই রকম একটি বিল হাউসে আনা যেত তাহলে বলতে পারতাম যে আমরা গরীব জনসাধারণের উপকারে কিছু কাজ করেছি। আজকে এই হাউসে যেসব কথা উঠেছে তাতে আমার মনে হয় যে কতগুলো technical অসুবিধা দেখিয়ে সরকার সেটাকে আটকিয়ে দিতে যাচ্ছেন। ১৯৬৩ সালের Union Territory Act এর ধারা উল্লেখ করে উনারা বলেছেন যে এটা করা সম্ভব নয়, কারণ ঘাটতি আরও বাড়াতে হলে কেন্দ্রের অনুমোদন প্রয়োজন হবে। কিন্তু কেন্দ্রের অনুমোদন যদি আমরা না পাই তাহলে আমরা দেশের গরীব জনসাধারণের কিভাবে উপকার করব? কাজেই আমার মনে আজ এই সন্দেহ হচ্ছে যে দেশের গরীব কৃষক বা জনসাধারণের উপকার করার সদিচ্ছা সরকারের নেই। সেজন্য আজকে আবার নূতন করে এই বিলটা আনতে হয়েছে। এটা খুবই লজ্জার কথা বলে আমি মনে করি। কাজেই আমি amended এই resolution টাকে সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Deputy Speaker—Now I would call on Hon'ble Member Sri Jatindra Kr. Majumder.

Sri Jatindra Kr. Majumder—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে যে প্রস্তাবটা House এ আনা হয়েছে এটা সম্পর্কে বলার এমন বেশী কিছু নেই। কারণ মাননীয় সদস্য যিনি প্রস্তাবটা উৎথাপন করেছেন তিনিই বলেছেন যে দেড় বৎসর আগে এই হাউসেই এই প্রস্তাবটা এসেছিল এবং হাউস সেটা গ্রহণ করেছেন। কাজেই আমি এ কথাই বলতে চাই যে হাউসের সেটা Govt. of India'র অনুমোদন নিয়ে implementation করতে কিছু বিলম্ব হতে পারে। কারণ আমরা যখন ১৩৭৩, ১৩৭৪ এবং ১৩৭৫ সনের খাজনা Govt. of India'র অনুমোদন নিয়ে মকুব করেছি এবং সেটা implementation ও হয়েছে। কাজেই এই যে প্রস্তাব আনা হয়েছে সেটার যৌক্তিকতা নেই, এ জন্য যে Govt. ইচ্ছা করলে আমাদের House এর পাশ করা ঐ প্রস্তাব অনুযায়ী Govt. of India'র অনুমোদন নিয়ে 3 Srandard acres of land এর খাজনা মকুব করতে পারেন। কাজেই তার জন্য আজ আবার এ জাতীয় প্রস্তাব হাউসে

আনার কোন প্রয়োজয়নীতা আছে বলে আমি মনে করি না। দ্বিতীয়তঃ কথা হচ্ছে মাননীয় সদস্য শ্রীঅভিরাম বাবু যে amendment এনেছেন প্রস্তাবের উপর সেটা আমি কিছুতেই স্বীকার করতে পারি না। এই জন্যই স্বীকার করতে পারি না। কারণ উনারাই উনাদের বক্তব্যে আজ বলেছিলেন যে বড় বড় জোতদারের জমির খাজনার হার যত গরীব কৃষকদের জমির খাজানার হারও তত। কাজেই বড় জোতদার এবং গরীব কৃষকদের মধ্যে খাজনার ব্যাপারে পার্থক্য নেই বলেছেন। ধনীরা এক কানি জমির জন্য যত খাজনা দিবেন গরীব কৃষকরাও এক কানি জমির জন্য তত খাজনা দিবেন। কাজেই এই যে amendment for all এনেছেন অর্থাৎ ত্রিপুরা রাজ্যে ১৭ দ্রোন জমির যিনি মালিক তার তিন একর পর্য্যন্ত খাজনা ১৯৭০-১৯৭১ সন পর্যান্ত মকুব হয়ে যাক। অর্থাৎ ধনী এবং গরীবের পার্থক্য কিছুই রইল না। গরীব গরীবই থাকবে, ধনী আরও ধনী হউক, এটা তাদের চিন্তার মধ্যে আছে।

দেশের কাজেই এটাকে আমি মোটেই সমর্থন করতে পারি না। এর মধ্যে সমাজবাদের কোন চিহ্ন নাই, এর মধ্যে গণতান্ত্রিক কাঠামোর কোন চিহ্ন নাই, গরীবি হটাও-র কোন চিহ্ন নাই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি তাই এ দিক দিয়ে বেশী কিছু বলছি না। মাননীয় সদস্য মনমোহন বাবু যাহা বলেছেন তা তিনি তাঁর দরদী মন নিয়েই বলেছেন। যারা গরীব তাদের দিকে বাস্তবিকই আমাদের লক্ষ্য দেওয়া দরকার। তিনি অবশ্য প্রস্তাবটি সমর্থন করেছেন। সমর্থন করতে গিয়ে তিনি একটি কথা বলেছেন যে গরীবদের জন্য কিছুই করা হয়নি, সেটা আমি স্বীকার করতে পারি না। কারণ গরীবদের জন্য যদি কিছুই না করা হয়ে থাকে তাহলে Three Standard acre জমি যাদের আছে তাদের খাজনা মকুব করার প্রস্তাবটা House-এ কিভাবে পাশ করা হয়েছিল? এই House-ই তো সেটা পাশ করেছে। কাজেই কিছু করা হয়নি—এ কথা আমি স্বীকার করি না। আমরা এ কথার প্রতিবাদ করি। আর একটা কথা হচ্ছে যে প্রমোদবাবু একই টেবিলে বসে প্রস্তাবটি সমর্থন করেছেন এমেণ্ডমেন্ট আকারে যে প্রস্তাবটি এসেছে সেটি। সুতরাং এই যে তাদের মধ্যে ডিফারেন্স অফ ওপিনিয়ান—সে বিষয়ে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে মন্তব্য করব যে এক সারিতে, একই বেঞ্চিতে বসে একই সুরে কথা বলেন না, কাজেই এই যে প্রস্তাব এটার বিরোধীতা করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Deputy Speaker—I would call on Hon'ble Member Shri Ershad Ali Choudhury টু মিনিটস অনলি।

Sri Ershad Ali Choudhury—মাননীয় স্পীকার স্যার মাননীয় সদস্য যে প্রস্তাব এনেছেন এবং তার সংশোধনী প্রস্তাবটিকে আমরা সমর্থন করি। তবে বার বার বলা হচ্ছে যে এই প্রস্তাব House-এ আনা হয়েছিল এবং ইহা পাশ হয়েছিল, এটা আমরা জানি। আমাদের মাননীয় সুরেশ বাবু যে প্রস্তাবটা এনেছিলেন তাতে যে এরিয়ার কথা বলা হয়েছিল সেটা বেরেন এরিয়া। এটার ইনকামও কম সুতরাং তাড়াহুড়া করে এ বিষয়ে কিছু করা ঠিক নয়। লোকসভায় আমাদের ফুল ফ্লেজেড ষ্টেট করার প্রস্তাব আছে। এবং এটা হলে আমাদের হাতে ক্ষমতা আসবে তখন আমরা বিচার বিবেচনা করে এরকম প্রস্তাব কার্যে রূপান্বিত করতে পারব। ডেলিগেটেড লেজিসলেসন কমিটি আছে সেখানে এরকম বিলগুলি

পরীক্ষা নীরিক্ষার জন্য পাঠান হয়। আমাদের মাননীয় ডেপুটি স্পীকার এই কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন। অবশ্য গতবারে এই কমিটির মিটিং হয় নাই। আমাদের প্রস্তাবে তিন বৎসরের জমির খাজনা মকুব করার ব্যবস্থা আছে। মাননীয় মনমোহন বাবু যে প্রস্তাব এনেছিলেন তাহা কার্য্যকরী করার ব্যবস্থা হয়েছে। সুতরাং মাননীয় সদস্যদের কাছে আমার বক্তব্য হল পুর্ণ রাজ্যের ক্ষমতা পেলেই আমরা এরকম প্রস্তাব কার্য্যে রূপায়িত করার সুযোগ পাব। এই প্রস্তাব ১৯৭২ সনের জানুয়ারীর মধ্যে পাশ করতে হবে এটা আমি সমর্থন করি না।

Mr. Deputy Speaker —Hon'ble Chief Minister.

Shri S. L. Singh :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় প্রস্তাবটির উত্থাপক এবং প্রস্তাব সমর্থনকারী দু'জনেই আমার মনে হয় রাজনীতির উদ্দেশ্য নিয়েই এই বিল এনেছেন। ১৯৭২ এর নির্ব্বাচন সামনে তাই এই প্রস্তাব এসেছে রাজন্য পন্থী থকে এবং অপরদিকে সি. পি, আই এবং সি, পি, এম, থেকে। তারা একটা সুনির্দিষ্ট তারিখের কথা বলেছেন—কারণ তারা জানে ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্টের সেঙ্কসনের দরকার আছে। এবং এটা আমরা পাস করতে পারব কিন্তু তারা একটা নির্দিষ্ট সময় সীমা ধার্য্য করেছেন এটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য মূলক কারণ তারা জানে এই সময়ের মধ্যে আমরা এটাকে সাপোর্ট করতে পারব না। তখন তাহারা বাহিরে গিয়ে বলতে পারবে যে এই বিল হাউসে আনা হয়েছিল কিন্তু তারা সাপোর্ট করেন নি। এই উদ্দেশ্যেই তারা এই প্রস্তাব এনেছে। কোন ফিনানসিয়াল ইণ্ডিকেশান ইনভলাভ হলে অর্থাৎ যদি কোন ডিফিসিট হয় এবং ইনকাম কম হওয়ার দরুণ এরকম ফিনানসিয়াল ব্যাপারে ইণ্ডিকেশান আছে এ রকম বিল আনতে হলে ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্টের কাছে রেফার করতে হবে। উই হেভ অলরেডি রেফারড্ টু দি গভর্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া। সেটাত তারা জানে। জেনেও তারা এই সমস্ত করছেন—কারণ তারা জানে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যদি ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্টের এপ্রোভেল না পাই তাহলে তাদের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পাস করতে পারব না। সুতরাং তারা এটা করছেন নাম করার জন্য, হিরো হওয়ার জন্য। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য। যে হেতো তারা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার এইভাবে প্রস্তাব এনেছেন আমি তার বিরোধীতা করছি।

Mr. Dy Speaker :— নাউ আই কল অন শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাসগুপ্ত।

Shri P. R. Das Gupta— মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি আমার এমেণ্ডমেণ্টকে সমর্থন করছি এবং এটার উপরই বক্তব্য রেখেছি।

Noise

মূল বক্তব্যের সমর্থনেই আমি এমেণ্ডমেণ্ট সমর্থন করছি। This House requested the government to introduce necessary Lagislation before 1st January 1972 making provision for remision of Revenue upto 70-71 for all

lands upto three standards acrers এই প্রস্তাবকে সমর্থন করে আমি বলছি স্যার প্রথমে আমার কথা হচ্ছে যে আমাদের খাজনার পরিমাণ হচ্ছে পয়ত্রিশ লক্ষ টাকা। এবং আমাদের যদি কোন বিল পাস করতে হয় সেটি সেনট্রাল গভর্ণমেন্টের অনুমোদন লাগে। আমরা প্রায় দেড় বছর পূর্বে এই প্রস্তাব পাস করেছি। কিন্তু এখন পর্য্যন্ত তার বিল পাস করে সেনট্রাল গভর্ণমেন্টের কাছে এখনও সেঙ্কসনের জন্য পাঠানো হয়নি ফর কনসিডারেশন। এই নিয়ে যে লুকুচুরি হচ্ছে সেটা যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য তা সত্যি নয়। মাঠে ময়দানে, চিলড্রেন পার্কে সেটা নিয়ে বক্তৃতা দেওয়া হয় আর এই হাউসের মধ্যে এই তিন একর টিলা জমি সম্বন্ধে যে বিল আনা হল বলা হয় ইহা পাস করা যায় না এবং পাস করা চলবে না। এটা হচ্ছে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণদিত। মাননীয় স্পীকার স্যার আমাদের এই প্রস্তাব সম্বন্ধে বলতে গিয়ে মাননীয় সদস্য বলেছেন যে যেহেতু প্রস্তাব পাস হয়ে গিয়েছে সুতরাং সেনট্রাল গভর্ণমেন্টের সেঙ্কসন হলেই এটাকে আইনে পরিণত করতে পারে না। দুর্ভাগ্যের বিষয় এরকম একজন এম, এল এর মুখ থেকে একথা শুনতে হল। কোন রিজলিউসন পাশ করার পর সেটাকে লেজিসলেসনের রূপ দিয়ে হাউসএ এনে পাশ করিয়ে এাক্টে পরিণত করতে হয়। এই যে ল্যাণ্ড রেভিনিউ রিফর্মস এক্‌টে 1960 তাকে এমেণ্ডমেণ্ড করে রূপদান করতে হয়। মাননীয় স্পীকার স্যার সেনট্রাল গভর্ণমেন্টের অনুমোদন নিতে হয় সেটা আমি আমার বক্তব্যের মধ্যে আগেই বলেছি। অনেকে কানের মধ্যে টিপা দেন কিনা তাই হয়ত শুনেন না। মাননীয় এরসাদ আলী সাহেব বলেছেন প্রস্তাব ত আছেই। প্রস্তাবটি ত রেখেই দিয়েছি। সুতরাং কৃষকের খাজনা মুকুব হোক আর না হোক, মহাজনের নিকট যখন খাতক আসে তখন মহাজন বলে হে খাতক ভগবান তোমার প্রতি বিরূপ, অতএব তোমার দুরদৃষ্টের জন্য আমি কি কর্ব্ব। আমি ত প্রস্তাব হাউসে রেখে দিয়েছি, সুতরাং আমার দায়িত্ব শেষ, এই চিন্তাধারা দিয়ে যদি উনি বিচার করতে চান সেটাকি কৃষকগণ মেনে নিবে। তারপর খাজনার কথা আমি যাহা আমার বক্তব্যের মধ্যে রেখেছি যথা এক কানিতে যে খাজনা ১০/৫০ বা ১০০ কানিতে সে খাজনা হইতে পারেনা। Incomeএর ভিত্তিতে খাজনা হওয়া দরকার। আজকে সমস্ত সভ্য জগতে Income ভিত্তিক খাজনা ধার্য্য করা হয়। মাননীয় স্পীকার স্যার, রাজন্য ভাতা বিলোপ আমরা স্বীকার করি। কিন্তু একথা ভুললে চলবেনা যে জম্মু ও কাশ্মীরের রাজা উনার অঙ্গে বসে আছেন। রাজা দীনেশ সিংএর সঙ্গে তিনি কোলাকুলি করেন। কাজেই রাজন্য ভাতা বিলোপ দিয়ে নয় দৃষ্টীভঙ্গি নিয়ে বিচার করতে হবে। আজ সমস্ত কিছুই দৃষ্টি ভঙ্গি নিয়ে বিচার করতে হবে। যারা এ নিয়ে বিচার করেনা তারা সমাজের নিকট পরিত্যাজ্য। সুতরাং দৃষ্টিভঙ্গিই হচ্ছে বড় জিনিষ। আজকে বিচার করে দেখতে হবে কে Dictator আর কে সমাজতান্ত্রিক, কে শোষনকারী, কে হারমাদ। মানুষকে ধোকা দেওয়ার জন্য এই বিধান সভায় এসে সব প্রস্তাবকে নাকচ করে দিয়ে বাহিরে ধোকা দেওয়া হচ্ছে জাল যার জল তার, এই বলে উদয়পুরে বক্তৃতা দেওয়া হয় আর যখন জাল ফেলা হয় তখন পুলিশ

এসে ধরে নিয়ে যায়। এই হচ্ছে মুখ্যমন্ত্রীর জনদরদীতার নমুনা। এই জন্যই এই প্রস্তাবের যে সংশোধনী এসেছে তাকে আমি সমর্থন করছি। আর মানুষকে ধোকা দেওয়ার দিন যে চলে যাচ্ছে তার জন্য আমি সাবধান করছি।

Mr. Dy. Speaker :—Now I am putting the Amendment to vote. The question before the House is the Amendment moved by Shri Abhiram Deb Barma that before 'Revenue' in the third line add 'arrear' and after 'Revenue' in the third line add the following after deleting sentence begining from 'upto three standard Acres etc.' to the end of it.

'Upto 1970-71 for all land and making Revenue free all land upto three standard Acres.

As many as are of that opinion will please say 'AYES'

Voices—AYES.

As many as are of contrary opinion will please say 'NOES'

Voices—'NOES'.

I think NOES have it, NOES have it, NOES have it. The amendment is lost.

Now I am putting main resolution to vote.

The question before the House is the resolution moved by Shri Promode Ranjan Das Gupta.

This House requested the Govt. to introduce necessary legislation before 1st January, 1972 making provision for remission of revenue upto three standard acres of land possessed by the peasants of Tripura in compliance with the resolution passed in the Assembly.

As many as are of that opinion will please say 'AYES'.

Voices—'AYES'

As many as are of contrary opinion will please say 'NOES'

Voices—'NOES'

I think 'NOES' have it, 'NOES' have it, 'NOES' have it. The amendment is lost.

The House stands adjourned till 11 A. M. on Monday the 29th March, 1971.

Paper's laid on the table

Un Starred Question No. 63

By Shri Promode Ranjan Das Gupta.

QUESTION

1. Total Khas land recorded by the Survey & Settlement Deptt. upto date.

2. Total khas land has been given settlement to the landless peasants upto date (showing Scheduled Tribe, Scheduled Castes & General separately).

ANSWER.

1. and 2. Materials are under collection.

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE GOVERNMENT OF UNION TERRITORIES ACT, 1963.

The 29th March, 1971.

The House met in the Assembly Chamber, Agartala at 11 A. M. on Monday, the 29th March, 1971.

PRESENT

Shri Manindra Lal Bhowmick, Speaker in the Chair, the Chief Minister, three Ministers, the Deputy Speaker, the Deputy Minister and 23 Members.

QUESTIONS

Mr. Speaker :—To-day, in the list of business are the following questions to be answered by the Ministers concerned. Short Notice Question – Shri Sunil Chandra Dutta.

Shri Sunil Chandra Dutta :—Short Notice Question No. 219.

Shri S. L. Singh :—Short Notice Question No. 219 Sir.

QUESTION.

(a) What is the amount that has been surrendered under the Low Income and Middle Group Housing Schemes during the current year ;

(b) What is the reasons for such surrender ; and

(c) What is the number of applicant for having loan under the two schemes ?

ANSWERS

(a) Amount surrendered :—

1) Low Income Group Housing Scheme— Rs. 35,600/-

2) Middle Income Group Housing Scheme— Rs. 1,27,500/-

(b) There was no new applicant for loan under Middle Income Group Housing Scheme. There was also no applicant eligible for having loan assistance under the Low Income Group Housing Scheme. So the amount was surrender.

(c) There was no applicant for having loan under Middle Income Group Housing Scheme. Under the Low Income Group Housing Scheme there were 69 (sixtynine) applicants.

Shri S. L. Singh :—Under the Low Income Group Housing Scheme there were 69 applicatns. Out of those 69 applicants 38 cases were enquired and the rest could not be traced out. Of the 38 cases only one case was found to be apparently eligible for having the assistance under the Scheme. On further examination, however, this case was found to be not readily eligible for having the assistance and as such, it was felt desirable that we should not entertain any new case during the current financial year.

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :—এই যে নিম্ন আয়ের ৬৯টি পিটিশান পাওয়া গেল, তার মধ্যে ৩৪টি ইনকোয়ারী করা হল, আর বাকীগুলি সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে সেগুলির ট্রেস আউট করা গেল না, এর অর্থ কি ? আমি যা বুঝি যারা এই ঋণের জন্য আবেদন করেছিল, তারা সকলেই ত্রিপুরাবাসী, এবং তাদের পিটিশানের মধ্যে এই ত্রিপুরা রাজ্যের ঠিকানা ছিল, অথচ বলা হয়েছে সেগুলি ট্রেস আউট করা গেল না। কাজেই মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এটার জন্য একটা তদন্ত করে দেখবেন কি, কেন তারা ঋণ পেল না।

শ্রীএস, এল, সিংহ :—স্যার, কেন পাওয়া গেল না, এটা বলা মুসকিল।

শ্রীক্ষিতিশ দাস :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই যে আবেদন পত্রগুলি দেওয়া হল, তার জন্য কোন পত্র পত্রিকায় এ্যাডভারটাইজমেণ্ট করা হয়েছিল কিনা, জানাবেন কি ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ, স্যার।

শ্রীসুরেশ চন্দ্র চৌধুরী :—যে ৩৮ জনের ট্রেস পাওয়া গেল না বলে বললেন, তারা কি শহরের না গ্রামের, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলতে পারেন কি ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :– আই হ্যাভ নো ইনফরমেশান এবাউট দিস জাষ্ট নাউ, সো, আই ডিমাণ্ড নোটিশ ফর দিস।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিং :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, ইহা কি সত্য যে এই লোনের দরখাস্ত করবার জন্য যে ফরমের প্রয়োজন, সেগুলি আগরতলা শহর ছাড়া অন্য কোথাও পাওয়া যায় না ?

Shri S. L. Singh :— If the form is available or not, that is not known to me.

শ্রীরাজ কুমার কমলজিৎ সিং :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, ইহা কি সত্য যে এই ফরম পাওয়া যায় না বলে, মফঃস্বলের যারা দরখাস্ত করতে চান, তারা দরখাস্ত করতে পারেন না ?

Shri S. L. Singh :—It may be so, but I am to enquire about it.

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আমার প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন যে লো ইনকাম গ্রুপের হাউসিং স্কীমে যে কতজন দরখাস্ত করেছিল, তাদের মধ্যে ৩৮ জনের কেস সম্পর্কে ইনকোয়ারী করা হয়েছিল এবং এই ৩৮ জনের মধ্যে মাত্র ১ জন

এই লোন পাওয়ার জন্য প্রথম বারের মত বিবেচিত হয়েছিল কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাকেও দেওয়া হল না। কাজেই এই খাতে যে টাকাটা বরাদ্দ করা হয়েছিল বাজেটে, তার সবটাই লেপস্ হয়ে গেছে। তাই এই যে ষ্টেট অব এফেয়ার্স, এটা সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় তদন্ত করে দেখবেন কিনা, এতে কোথাও কোন বটল-নেক আছে কিনা যাতে করে এই লোন না দেওয়ার কারণটা নির্দ্ধারণ করা যায়?

Shri S. L. Siugh :—I have already told the House that I shall go through this.

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, এই যে লো ইনকাম হাউস বিলডিং কমিটি আছে, এই যে দরখাস্ত পাওয়া যায় না, তার সম্পর্কে কি করা এরজন্য ডিপার্টমেন্ট কমিটির কোন মিটিং আহ্বান করেছেন কিনা, ১৯৭০-৭১ইং সনে?

Shri S. L. Singh :—I shall let the House know about this later on.

শ্রীনরেশ রায় ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, এই যে ঋণ গ্রহীতা তাদের ঋণের পরিমিতির মধ্যে, নিজস্ব প্ল্যান প্রগ্রামে সেটা করা হয়, না সরকারের প্ল্যান প্রগ্রাম অনুযায়ী করা হয়?

Mr. Speaker :—That should be a separate question.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে হাউসকে এই বিষয়ে জানাবেন। তিনি এই সেশানে এটা জানাবেন না পরবর্তী সেশানে জানাবেন?

Shri S. L. Singh :—As soon as I shall get the information, I shall let the House know.

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত :—আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ করব এই সেশানে যাতে এটা জানতে পারি।

Mr. Speaker :—That is within 13th April.

শ্রীএস, এল, সিংহ ঃ—আমি যদি পারি তাহলে জানাব।

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, অতীতে যেহেতু দেখা যাচ্ছে টাকা ল্যাপস করেছে তার পরিপ্রেক্ষিতে বর্ত্তমান বৎসর থেকে যাতে এই ধরণের হাউসিং স্কীম একটা বিশেষ অঞ্চলের মধ্যে সরকারী জায়গা দখল করে সেই অঞ্চলে একটা টাউনশীপ গ্রো করতে পারে সেই রকম একটা স্কীম বা পরিকল্পনা সরকারের আছে কি না এবং থাকলে কোন সময় থেকে এর কাজ আরম্ভ হবে?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—ফার্স্ট অব অল আমি বলেছি যে আমি এই সম্বন্ধে পরে তথ্যাদি পরিবেশন করব। তারপর সরকার কি ব্যবস্থা, প্রগ্রামাদি গ্রহণ করবেন, সেটা পরে ঠিক করা হবে। ওল্ড স্কীম—লো ইনকাম গ্রুপ হাউসিং স্কীম যেটা আছে, সেটা পরিবর্ত্তন করতে গেলে

উইদ আউট পারমিশান সেটা আমরা করতে পারি না। এখানে কতকগুলি ব্যাপারে বলা হয়েছে, এটা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে এতে অর্থ রাখা হয়েছে অথচ কাউকে অর্থ আমরা দিতে পারিনি, যেখানে কমিটি ছিল, তার মিটিং কল করা হয়েছে কিনা, দরখাস্তের যে ফরম সেটা মফঃস্বলে দেওয়া হয়েছে কি না, প্রপার সারকুলেশান হয়নি বলেও বলা হয়েছে, প্রত্যেকটি বিষয় জেনে আমি হাউসের মধ্যে আনতে চেষ্টা করব এবং যত তাড়াতাড়ি পারি সেটা করতে চেষ্টা করব।

মিঃ স্পীকার ঃ—ষ্টার্ড কোয়েশ্চান। শ্রীমনোরঞ্জন নাথ।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—কোয়েশ্চান নাম্বার ১০৫।

শ্রীএস, এল, সিংহ ঃ—কোয়েশ্চান নাম্বার ১০৫ স্যার।

প্রশ্ন

ত্রিপুরায় তিনটি জিলা হওয়ার পর ত্রিপুরা উত্তর ও দক্ষিণ জিলার জেলা জজ বা সেশান জজ কোর্ট খোলার পরিকল্পনা কি সরকার করিয়াছেন ?

উত্তর

ত্রিপুরা রাজ্য তিনটি জেলায় বিভক্ত হইলেও মাননীয় জুডিসিয়াল কমিশনারের পরামর্শ অনুযায়ী ত্রিপুরা দেওয়ানী জেলা এবং ত্রিপুরা সেসান বিভাগ তিনটি ভাগে বিভক্ত হয় নাই। অবশ্য ত্রিপুরা উত্তর দক্ষিণ জিলার সদর কার্য্যালয় সমূহ উহাদের নির্দিষ্ট কার্য্যস্থলে স্থানান্তরিত হইলে উক্ত জেলাসমূহের জন্য একটি করিয়া অতিরিক্ত দেওয়ানী ও দায়রা বিচারের আদালত খোলার প্রস্তাব সরকারের বিবেচনাধীনে আছে।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ? এই যে তিনটি ডিষ্ট্রিক্ট হয়েছে, এইগুলি কি রেভিন্যু ডিষ্ট্রিক্ট না ক্রিমিন্যাল এ্যাডমিনষ্ট্রেশনের জন্য ডিষ্ট্রিক্ট হয়েছে ?

শ্রীএস, এল, সিংহ ঃ—ডিস্ট্রিক্ট ক্রিমিন্যালও আছে এবং রেভিন্যুও আছে, দুইই।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই যে ডিষ্ট্রিক্ট—একটা আছে রেভিন্যু ডিষ্ট্রিক্ট এবং আরেকটা আছে ক্রিমিন্যাল এ্যাডমিনিষ্ট্রেশনের জন্য ডিষ্ট্রিক্ট। এই যে তিনটি ডিষ্ট্রিক্ট হয়েছে, এইগুলি কি রেভিন্যু ডিষ্ট্রিক্ট হয়েছে না ক্রিমিন্যাল এ্যাডমিনিষ্ট্রেশান-এরজন্য ডিষ্ট্রিক্ট হয়েছে ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—রেভিন্যু এবং ক্রিমিন্যাল বোথ।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, যদি ক্রিমিন্যাল এ্যাডমিনিষ্টেশানের জন্য হয়ে থাকে, তাহলে সেখানে ডিষ্ট্রিক্ট জাজ এবং সেশান জাজ দরকার আছে কি না ?

শ্রীএস, এল, সিংহ ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি এখানে বলেছি যে উক্ত জিলা সমূহের জন্য একটা করিয়া অতিরিক্ত দেওয়ানী ও দায়রা বিচারকের আদালত খোলার প্রস্তাব সরকারের বিবেচনাধীনে আছে।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ ঃ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই যে মফঃস্বল ডিষ্ট্রিকট থেকে—উত্তর এবং দক্ষিণ ডিষ্ট্রিকটের সেশান কেসগুলি আগরতলা হওয়ায় মফঃস্বল শহরের লোকেরা কষ্ট স্বীকার করছেন কি না ?

শ্রী এস, এল, সিংহ —সুপ্রীম কোর্ট হলে দিল্লী যেতে হয়, হাই কোর্ট হলে কলিকাতা যেতে হয়। এখন যদি বলা হয় সাত মাইলের ডিসটেন্সে কষ্ট হচ্ছে তাহলে আমাদের কিছু করার নেই।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, যেই জায়গায় ডিষ্ট্রিক্ট হয়েছে, সেই জায়-গাতে ডিষ্ট্রিক্ট জাজ এবং ডিষ্ট্রিক্ট সেশান জাজ থাকবে না কেন সেটা হচ্ছে আমার প্রশ্ন ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—সেই দিকে দৃষ্টি রেখেই প্রধানতঃ ডিষ্ট্রিক্টগুলিতে সেল খোলা হচ্ছে বর্ত্তমানে এবং প্রয়োজনীয়তা যখন অনুভব করা হবে তখন তার একসপানশান নিশ্চই করা হবে।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই যে পরিকল্পনা আছে ডিষ্ট্রিক্ট জাজ এবং সেশান জাজের জন্য, যে পর্যন্ত এই পরিকল্পনা রূপায়িত না হয়, সেই পর্যন্ত ডিষ্ট্রিক্ট জাজ এবং ডিষ্ট্রিক্ট সেশান জাজ দিয়ে মোবাইল কোর্ট করা হবে কিনা ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—মোবাইল কোর্ট করতে গেলে পরে আর্থিক সঙ্গতি এবং ইণ্ডিয়া গভর্ণমেন্টের সমর্থন লাগবে, তাছাড়া এটা করা যাবে না।

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত—মাননীয়, মন্ত্রী মহোদয় এর আগে বলেছেন যে ডিষ্ট্রিক্ট হয়েছে রেভিন্যু এবং ক্রিমিন্যাল উভয় কাজের জন্যই, সেখানে ক্রিমিন্যালের জন্য করা হয়েছে, করলারী আসছে যে সেখানে ডিষ্ট্রিক্ট জাজ এবং সেশান জাজ দরকার, কাজেই এটা সরকারের পরিকল্পনার মধ্যে আছে, ঠিক এই স্টেজে আর্থিক কনসিডারেশান আসে না, এটা সরকারের ইন্টারন্যাল ম্যাটার। এই পরিকল্পনাগুলিকে বাস্তবে রূপদান করার জন্য এই সরকারের কত-দিন সময় লাগবে, কত তাড়াতাড়ি মোবাইল কোর্ট করতে সময় নেবে, সেই সম্বন্ধে স্টেটমেন্ট হাউসে করবেন কি ?

শ্রীএস, এল, সিংহ—আর্থিক সঙ্গতির পরিবৃদ্ধি অনুসারে মহাশয় ইহা করা হবে।

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত—আমি জানতে চাইছি, উনি স্টেটমেন্ট করেছেন এই হাউসের মধ্যে যে ইট ইজ এ রেভেনিউ ডিষ্ট্রিক্ট অ্যাণ্ড ইট ইজ এ ক্রিমিন্যাল ডিষ্ট্রিক্ট। এই জন্য বক্তৃতা দিতে হয় স্যার। গভর্ণমেন্ট হ্যাজ অলরেডি ডিসাইডেড যে এখানে তিনটা ডিষ্ট্রিক্ট হচ্ছে এবং গভর্ণমেন্ট হ্যাজ টেকেন দি রেসপনসিবিলিটি অব অপেনিং ক্রিমিন্যাল কোর্ট ইনক্লুডিং দেও-য়ানী যেটা তিনি বলেছেন এবং দায়রা এবং সেসন জজ। কাজেই সেই কমিটমেন্ট অলরেডি গভর্ণমেন্ট হ্যাজ গিভেন। অলরেডি গভর্ণমেন্ট যেখানে কমিটমেন্ট করেছেন সেখানে কত তাড়া-তাড়ি রূপায়িত করা যায় বা কবে রূপদান করবেন সেই বিষয়ে আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে উত্তর চাইছি।

শ্রী এস, এল, সিংহ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি অনবরতই এই কথা বলছি ভারত সরকারের অ্যাপ্রোভ্যাল ছাড়া কোন আর্থিক কোন কিছু করতে গেলেই সেটা অসম্ভব।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, আমি জানতে চাইছি যে আমাদের ক্রিমিন্যাল প্রসিডিউর অ্যাক্টে আছে যে স্টেট গভর্ণমেন্টই ডিষ্ট্রিক্ট জাজ এবং সেসন জাজ কোর্ট খুলতে পারে।

শ্রী এস, এল, সিংহ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আর্থিক কোন কিছু হলে পরে সেটা ভারত সরকারের কাছে পাঠানো হয় অনুমোদনের জন্য। ক্রিয়েশন অব কোর্ট যেটা আছে সেটাও সেখানে পাঠাতে হবে। নন্-প্ল্যানে কোন কিছু করতে গেলে পরে তাদের এপ্রুভ্যাল ছাড়া হবে না এবং নন্-প্ল্যান যা আছে সেগুলি এখন পেণ্ডিং আছে এবং ৩১শে মার্চ্চের পরে সেটা হবে।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, তাহলে কি সেন্‌ট্রাল গভর্ণমেন্টকে লেখা হয়েছে না লেখা হবে অবিলম্বে ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—সরকারের বিবেচনাধীন আছে।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত—মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন যে ক্রিমিন্যাল এবং রেভিনিউ কনসিডারেশনে এই তিনটা ডিষ্ট্রিক্ট হয়েছে। ক্রিমিন্যাল সেট আপটার মধ্যে কি কি ইনক্লুড করা হয়েছে ?

শ্রীএস এল, সিংহ :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

Mr. Speaker—Shri Abhiram Deb Barma.

Shri Abhiram Deb Barma—146.

Shri S. L. Singh—Mr. Speaker, Sir, question No. 146.

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরা সরকারের অধীন বর্ত্তমানে কোন দপ্তরে কতজন (ক) গেজেটেড (খ) নন্-গেজেটেড ডেপুটেশনিষ্ট আছেন ?.

২) ঐ সমস্ত ডেপুটেশনিষ্টদের আনার কারণ কি ?

৩) ডেপুটেশনিষ্টদের কাজে ত্রিপুরার বেকার যুবকদের নিয়োগ করে করানো সম্ভব নয় কেন ?

উত্তর

১) বিভাগ-ভিত্তিক ডেপুটেশনিষ্টদের সংখ্যা নিম্নে দেওয়া গেল :—

	বিভাগের নাম	(ক) গেজেটেড্	(খ) নন্-গেজেটেড্
১)	সিভিল সেক্রেটারিয়েট	৪	—
২)	পূর্ত্ত বিভাগ (পি, ডব্লিও, ডি)	৫৪	১
৩)	এ, আর, ডিপার্ট'মেন্ট	১	—
৪)	শিক্ষা বিভাগ	১	—
৫)	শিল্প বিভাগ	১	—
৬)	পুলিশ ডিপার্ট'মেন্ট	৩	—
৭)	জে, সি'স্ কোর্ট'	২	—
৮)	সমবায় বিভাগ	১	—
		৬৭	১

২) ভারত সরকার অথবা ইউনিয়ন পাব্লিক সার্ভিস কমিশন দ্বারা অনুমোদিত নিয়োগ সম্বন্ধীয় নিয়মাবলীর বিধান মতে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ কারিগরি জ্ঞান সম্পন্ন এবং বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির অভাব হেতু ডেপুটেশনে কর্ম্মচারী আনার প্রয়োজন হয়। ভারত সরকার ও অন্যান্য রাজ্যে প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী প্রত্যেক সংগঠিত চাকুরিতে কিছু ডেপুটেশনের জন্য সংরক্ষিত পদ থাকে।

৩) সরকারী কার্য্যে নিয়োগ পদ্ধতি পুর্নবিচারাধীন আছে এবং সম্ভবস্থলে ডেপুটেশনে নিয়োগ পদ্ধতির পরিবর্ত্তে সরাসরি ও প্রমোশনের দ্বারা নিয়োগ পদ্ধতি গ্রহণ করার প্রস্তাব আছে।

Mr. Speaker—Shri Aghore Deb Barma.

Shri Aghore Deb Barma—Question No. 182.

Shri S. L. Singh—Mr. Speaker, Sir, question No. 182.

Question

1. Whether an ultimatum has been submitted to the General Manager, Indian Airlines Corporation by the passengers, Agartala—Calcutta Air Route on 27th October, 1970 copy to Chief Minister and Chief Secretary, Government of Tripura ;
2. If the Chief Minister and the Chief Secretary received the copy of that ultimatum what steps have been taken by the Government of Tripura in this regard ; and
3. If not, the reasons thereof ?

Answer

1. Yes.
2. A reference was made to the General Manager, Indian Airlines, New Delhi in the matter.
3. Does not arise.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা।—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলতে পারেন কি যে দাবীদাওয়া নিয়ে আলটিমেটাম দেওয়া হয়েছে সেই দাবীদাওয়াগুলি কি কি ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা।—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে গত ৪ঠা নভেম্বর, ১৯৭০ ইং তারিখে এয়ার পেসেঞ্জারগণ গান্ডী শুদ্ধ ফ্লাইট নাম্বার ২৪৩ এ যাওয়ার কথা ছিল। সেদিন যেতে না পারায় এয়ার পেসেঞ্জার সকলেই গান্ডী শুদ্ধ চীফ সেক্রেটারীর বাড়ীতে নিয়ে যাওয়া হয় এবং তার কাছে কমপ্লেন করা হয় ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে দাবীদাওয়া জনসাধারণের পক্ষ থেকে করা হয়েছে এই সম্পর্কে কোন্ কোন্ তারিখে কেন্দ্রীয় সরকারের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর কাছে রাজ্য সরকারের পক্ষে লেখা হয়েছে ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—আমি তো বলেছি যে দিল্লীতে রেফারেন্স করা হয়েছে জেনারেল ম্যানেজারের কাছে। তারিখ জানতে হলে আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা।—তাদের দাবী সম্পর্কে কিছু করার জন্য কোন রিমাইণ্ডার দেওয়া হয়েছে কিনা ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—আই হ্যাভ সেড় দ্যাট এ রেফারেন্স ওয়াজ মেড টু দি জেনারেল ম্যানেজার, ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইনস কর্পোরেশন, নিউ দিল্লী।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত—যে রেফারেন্সটা করা হয়েছে সেই রেফারেন্সটার মধ্যে ত্রিপুরা গভর্ণমেণ্টের কি কোন কিছু রিকমেনডেশন আছে ? করলে সেই বিষয়বস্তুটা কি ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা।—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, কি এই কথা মনে করেন না যে এয়ার ট্রেভেল সম্পর্কে যে সমস্ত দাবী দাওয়া পেশ করা হয়েছে সেই সম্পর্কে ত্রিপুরা সরকারের কোন দায় দায়িত্ব আছে ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—দায় দায়িত্ব ছিল বলেই রেফারেন্স করা হয়েছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা।—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন এই দাবীদাওয়া গ্রহণ বা বর্জন সম্পর্কে তারা সরকারকে কিছু জানিয়েছেন কিনা ?

শ্রী এস, এল, সিংহ—সো ফার নাথিং হ্যাজ কাম।

Shri T. M. Dasgupta—In view of the sentiment expressed on the floor of the House that there is a strong demand for fulfilment of the grievences of the air pessengers whether the Minister will be pleased to give reminders to the Government of India or the Manager again ?

Shri S. L. Singh—The question is very big one. Reminder may be given. But now I come to know that already there is a compromise.

Shri Tarit Mohan Dasgupta :—Sir, that is a separate issue. Compromise means demands of the Officers of the I. A. C. That is not my question. My question is that পেসেঞ্জার্সদের যাওয়া আসার ব্যাপারে সুবিধা করে দেওয়ার জন্য যে ডিমাণ্ড তারা সবকারের কাছে রেখেছেন, সেই বিষয়ে সরকার গভঃ অব ইণ্ডিয়াকে জানিয়েছেন বলে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বল্লেন, তারপরে সরকার এই বিষয়ে আবার গভঃ অব ইণ্ডিয়াকে রিমাইণ্ডার দিয়েছেন কিনা, সেটাই আমরা জানতে চাইছি ?

শ্রীএস, এল সিংহ, :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে দুইটি প্রশ্ন জড়িত আছে। একটা হল পেসেঞ্জার্সদের যাওয়া আসার সুবিধাকরার ব্যাপারে যে ডিমাণ্ড তারা জেনারেল ম্যানেজারের কাছে রেখেছেন, তার একটা কপি আমাদের রাজ্য সরকারের কাছেও দিয়েছেন। And the second point is that we have already made several correspondences with the Govt. of India on this matter. Now, I think that I have already given my reply to the question in the House on the present situation.

Mr. Speaker :—Shri Abhiram Deb Barma.

Shri Abhiram Deb Barma :—Starred Question No. 148.

Shri S. L. Singh :—Starred Question No. 148, Sir.

প্রশ্ন

১) গত ১৯৭১এর ১লা জানুয়ারী হতে আগরতলা শহরে কয়টি ছোরা মারা ঘটনা ঘটিয়াছে ;

২) ঐ সকল ছোরা মারার ব্যাপারে কয়জন ধৃত হইয়াছে : এবং

৩) ধৃত ব্যক্তিদের নাম ?

উত্তর

১)
২) } তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে।
৩)

Mr. Speaker :—Shri Abhiram Deb Barma.

Shri Abhiram Deb Barma :—Starred Question No. 150.

Shri S. L. Singh :—Starred Question No. 150, Sir,

প্রশ্ন

১) ধর্মনগর কদমতলা হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলের একজন শিক্ষক সম্প্রতি ধর্মনগর সিনেমা হলের সামনে ছুরিকাহত হয়ে মারা গিয়াছেন কি ?

২) এই ঘটনা সম্পর্কে যাদের গ্রেপ্তার করা হয় তাদের নাম ;

উত্তর

১) হ্যাঁ ;

২) ১। শ্রীনির্মলেন্দু ধর চৌধুরী।
   ২। ,, প্রেমানন্দ নাথ—পদ্মপুর।
   ৩। ,, মনমোহন সিং—কুরুয়া।
   ৪। ,, মদনমোহন সিং—রাগনা।
   ৫। ,, দ্বারিকা নাথ—ধর্মনগর টাউন।
   ৬। ,, লালা ত্রিবেদী—ধর্মনগর বাজার।
   ৭। ,, প্রভাকর নাথ—দেওয়ান পাশা।
   ৮। ,, রঞ্জিতকান্তি সোম।
   ৯। ,, প্রাণেশ মালাকর।
   ১০। ,, দিলীপ নাগ।

Mr. Speaker :—There are 4 Unstarred Questions to-day. The Ministers may lay on the Table of the House the replies to the Unstarred questions.

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা :—স্পীকার স্যার, আমার একটা এ্যাডজার্ণমেণ্ট মোশান ছিল, পূর্ব্ব বাংলার ফ্যাসিষ্ট কায়দায় গণ হত্যার বিরুদ্ধে ধিক্কার ও বিক্ষোভ প্রকাশ সম্পর্কে।

Mr. Speaker :—Hon'ble member, I am requesting you to take your seat. Now I would request the Hon'ble Chief Minister to make a statement on the present situation in East Bengal.

Shri S. L. Singh :—Mr. Speaker Sir, I stand up to make a statement in regard to the brute forces let loose across the border.

I fully realise the feelling of the House on the present situation in East Pakistan. We are a democratic country and in the fifth General Election our countrymen have again demonstrated their unflinching faith in democracy and the leadership of Shrimati Indira Gandhi by giving over-wheliming support to her. It is, therefore, but natural that our people will evpress great concern at the development in East Pakistan where the recent happenings have stood in the way of culmination of the democratic process that was ushered in the general election in Pakistan that was held in December last

and the people have been undergoing a severe trial for their faith in democracy. It is well known that we are all for a democratic way of life and whoever fights for democracy will always have our moral support. We have always condemned the massacre of unarmed civilians by the brute force of a modern army in any part of the world. Our heart goes out in sympathy for the people of East Pakistan at this hour of their trial. And I have no doubt that I voice the feelings of all of you when I say that we hope that the future generations of the people of East Pakistan will proudly say that their forbears did not fail them at the hour of their greatest trial.

I may reiterate that we stand for democracy and socialism and we shall condemn any forces that stand in the way of these noble ideals in any part of the world.

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—স্পীকার স্যার, আজকে যে ষ্টেটমেণ্ট মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই হাউসের সামনে পড়লেন, পূর্ব বাংলায় যে গণ অভ্যুত্থান, যে স্বাধীনতা সংগ্রাম শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে হচ্ছে, তার উপর যে অত্যাচার- যে নির্য্যাতন চালিয়েছে, সেটা হচ্ছে আজ কালকার দিনে, যেটাকে বলা যায় ফ্যাসিষ্ট শক্তি একটা স্বাধীনতাকামী, গণতন্ত্রকামী একটা দেশের, একটা জাতির, জয় বাংলা যার ভাষা, যার সংস্কৃতি আমাদের সঙ্গে এক ··· ...

Mr. Speaker :—Hon'ble Member, Hon'ble Chief Minister has already made a statement on this matter. So, I request you not to discuss anything about this.

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—স্পীকার স্যার, যে ষ্টেটমেণ্ট উনি পড়েছেন, সেই ষ্টেটমেণ্টের ভিত্তিতে আমরা আমাদের যে মনোভাব, তা ব্যক্ত করতে চাইছি। আজ জয় বাংলার যে মনোভাব, তাকে আমরা এখানে ব্যক্ত করতে চাইছি, এটা হচ্ছে অধিকার। আজকে আমাদের পাশে যে রাজ্য, তার উপর যে অত্যাচার, তার উপর যে নির্যাতন চল্‌ছে, যে স্বাধীনতা সংগ্রাম তারা চালিয়েছেন, তাদের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করা আমাদের কর্তব্য এবং এটা হচ্ছে আমাদের মরাল ডিউটি। এটা আমাদের ইষ্ট পাকিস্তান নয়, এটা হচ্ছে আমাদের পূর্ব বাংলা, তাদের প্রতি আমাদের সহানুভূতি জানানো উচিত। তাদের যে আন্দোলন, তাদের যে সংগ্রাম··· ... ...

Shri S. L. Singh :—Sir, time should be given to discuss the matter.

Mr. Speaker :—Do you want to discuss on this matter ?

Shri S. L. Singh :—Yes, Sir.

Mr. Speaker :—But, I think, you have already expressed the sentiments on behalf of the Hon'ble members of this House.

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—স্যার, এটার উপর ডিস্‌কাশন হওয়া উচিত। কারণ এটা হল একটা সেণ্টিমেণ্টের প্রশ্ন।

Mr. Speaker :– If that is the sense of the House, then I have no objection, But I think, there should be a time limit in delivering the speech of the members and each of the member should not Speak more than 3 minutes.

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—স্যার, এর জন্য আমাদের সময় দিন। কারণ এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়; কাজেই আমাদের সময় দিন, এটা আমাদের আবেদন, এটা আমাদের মনের কথা।

Shri S. L. Singh :—I address the Chair, to give time for discussion of this matter.

Mr. Speaker :—How much time you want ?

Shri S. L. Singh :—Sir, it is up to you. But the total time should be limited for disposing of other business of the House.

Mr. Speaker :—Hon'ble members, then I am to allot 20 minutes for this discussion only.

Shri Promode Ranjan Das Gupta :— Only 20 minutes. Speaker Sir, আমরা আমাদের বাজেট ডিস্‌কাশন না হলে ৫ মিনিট করে কমিয়ে নেব, তবু আপনি আমাদের এই বিষয়টা ডিস্‌কাশান করার জন্য সময় দিন।

মিঃ স্পীকার :—কমিয়ে নেবেন ?

Shri S. L. Singh :—Sir, I would request you to adjourn the House for 5 minutes. Then we can discuss the matter among ourselves to fix up a time to dispose of the matter.

Mr. Speaker :—The House stands adjourned for 5 minutes.

(After adjournment)

Mr. Speaker :—What you have decided ?

Shri S. L. Singh :—We have decided that Opposition will take 1 hour and 15 minutes and Ruling Party will take 45 minutes.

Mr. Speaker :—Now I would request to kindly give me the list of names who will participate in the discussion.

Shri Promode Ranjan Das Gupta :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে আমরা এই হাউসে যে বিষয়ের উপর আলোচনা করছি তা এত গুরুত্বপূর্ণ যে একটা দেশের, একটা জাতির গণতান্ত্রিক যে অধিকার সেই অধিকার সে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিল, সেই গণতান্ত্রিক অধিকারকে সে বাস্তবে রূপায়িত করতে চেয়েছিল পূর্ব বাংলায়। গত নির্বাচনে মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ শতকরা ৯৫ ভাগ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়। যে গণতন্ত্রে আমরা

বিশ্বাস করি, বিশেষ করে যার জন্য সবাই জীবন দিতে প্রস্তুত সেই গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আওয়ামী লীগ সর্ব বৃহৎ দল হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে একটা দেশ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নিজের দেশকে শাসন করতে চায়, অর্থাৎ কিভাবে তার দেশ চলবে সেটা সে যখন করতে চেয়েছিল তখন তার উপর আঘাত হানে মিলিটারী ডিকটেটর এবং মিলিটারী অ্যাডমিনিষ্ট্রেটর ইয়াহিয়া খান। গণতন্ত্রের যে অভিব্যক্তি সেই গণতন্ত্রের ভাষাকে মুছে ফেলতে চেয়েছিল পূর্ব্ব বঙ্গের মাটি থেকে। আজকে তাই প্রতিটি গণতন্ত্রকামী মানুষ যারা যুদ্ধ করে যাচ্ছে গণতন্ত্রকে রক্ষা করার জন্য তার মাকে, তার ভাষাকে, তার সংস্কৃতিকে রক্ষা করার জন্য তার কান্নার অংশিদার আজকে আমাদের হতে হবে। তাই আজকে আমরা আমাদের বিধানসভার মারফতে আমাদের কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এই আবেদন রাখব, এই বিধানসভার মারফতে রাষ্ট্র সংঘের কাছে, উথান্টের কাছে, এই আবেদন রাখব যে, যে নিধন যজ্ঞ চলেছে পূর্ব বাংলার বুকে তাকে আটকাতে হবে। গরু ছাগলের মত যে ইয়াহিয়া সরকার সকল মানুষকে গুলি করে মারছে তাকে প্রতিহত করতে হবে। তাই আজকে আমরা আবেদন করতে চাই যে রাষ্ট্র সংঘের যে প্রথম কথা হচ্ছে শান্তি, সারা বিশ্বে সে শান্তি চায়, তারা চায় সারা বিশ্বে যুদ্ধের অবসান করতে, এক জাতির উপর আর এক জাতির অত্যাচার স্তব্ধ করতে, মানুষের হত্যাকে স্তব্ধ করতে, বন্ধ করতে। পূর্ব বাংলার অসংখ্য নরনারীর উপর কামানের আঘাত, বন্দুকের আঘাত বাংলার মেয়েদের, বাংলার যুবকদের যে রক্তস্নাত করছে পূর্ব বাংলাকে এই হাউসের মাধ্যমে আমি রাষ্ট্র সংঘের কাছে আবেদন জানাচ্ছি, এই হাউসের মাধ্যমে আমি কেন্দ্রীয় সরকার এবং ইন্দিরা গান্ধীকে বলব যে, তিনি যেন বিলম্ব না করে এখনি রাষ্ট্র সংঘের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং পূর্ব বাংলার যে অধিকার, যে দাবী, যে ইচ্ছা, যে কামনা তাকে রূপায়িত করবার সুযোগ দেবার জন্য রাষ্ট্র সংঘের উপর প্রভাব বিস্তার করবার জন্য মাননীয় স্পীকার স্যার আজকে বিধান- সভা মারফত রাষ্ট্র সংঘের কাছে আবেদন জানাচ্ছি। আজকে বলবার দিন নয়, আজকে কান্নার দিন এসেছে যে আমার পাশের বাড়ী, তার উপর একটা ঐক্যবদ্ধ অত্যাচার একটা রক্তের বন্যা এসেছে তখন আমার চিন্তা করতে হয় যে মানুষের উপর মানুষে এই অত্যাচার করতে পারে এই গণতন্ত্রে আর সারা বিশ্বের মানুষ চুপ করে থাকবে। আমি আর বেশী বলব না। কিন্তু আমার এই আবেদন যে আমরা রাষ্ট্র সংঘকে অনুরোধ করব হস্তক্ষেপ করবার জন্য এবং আমাদের কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এবং আমাদের প্রধান মন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর কাছে আবেদন রাখছি যে মানুষের উপর এই যে অত্যাচার, এই যে নিধন যজ্ঞ চলছে তাকে বন্ধ করে স্বাধীন দেশের মানুষের ইচ্ছা এবং কামনাকে রূপায়িত করবার জন্য যেন আমাদের দেশের সরকার সচেষ্ট হন।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে ত্রিপুরা বিধান সভায় আমরা যে বিষয়টার উপরে আলোচনা করছি, সেটা হচ্ছে পূর্ব্ব বাংলায় পাকিস্তানের যে সামরিক শাসন, অর্থাৎ ইয়াহিয়া খাঁন পূর্ব বাংলার জনসাধারণের গণতান্ত্রিক চেতনাকে দমন করে দেওয়ার জন্য যেভাবে মিলিটারীর রাজত্ব কায়েম করে পাকিস্তানের জনসাধারণকে

হত্যা করতে শুরু করেছে, আমরা ত্রিপুরার গণতন্ত্র প্রিয় মানুষ, এই অত্যাচারের বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলার জনসাধারণের পাশে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করতে চাই যে, ফেসিস্ট শক্তি পূর্ব বাংলার জনসাধারণের উপর যে হত্যালীলা চালিয়েছে, তার দিন ঘনিয়ে এসেছে এবং পূর্ব বাংলার স্বাধীনতাকামী জনসাধারণের পাশে দাঁড়িয়ে আমরা ঐ পাকিস্তানের সামরিক কর্ত্তাকে এই হুসিয়ারী দিতে চাই, আজকে যে হত্যার লীলা তুমি করতে চাইছ, গণতন্ত্রপ্রিয় সাধারণ মানুষকে যেভাবে হত্যা করে আজকে রক্তের বন্যা বয়ে দিতে চেয়েছ, তাতে ত্রিপুরার জনসাধারন কেন ভারতবর্ষের জনসাধারণ কেন, আজকে সারা পৃথিবীর শান্তিপ্রিয় স্বাধীনতাকামী যারা আছে, তারা সবাই তাদের এই আন্দোলনকে, তাদের সংগ্রামকে সমর্থন জানাবে। আমরা ত্রিপুরার বিধান সভার মাধ্যমে পুর্ব বাংলার অগণিত জনসাধারণ যেভাবে তাদের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করবার জন্য, অন্যায় অত্যাচার এর হাত থেকে তাদের বাংলাকে বাঁচাবার জন্য যে আমরণ সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে, তাদের সেই সংগ্রাম দীর্ঘজীবি হবে এবং এই সংগ্রামে তাদের আগামীদিনের জয়ের লক্ষ্যস্থলে পৌছবে, এই আশাই করব। আমরা ত্রিপুরাবাসী তথা ভারতবাসী, পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামীদের পিছনে দাঁড়িয়ে এই ঘোষণা করতে চাই, আমাদের ভারত সরকার রাষ্ট্রসংঘের কাছে পূর্ব্ব বাংলার জনসাধারণ যে শান্তি ও স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করছে তা যেন তুলে ধরেন এবং তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং সেই সংগে পূর্ব্ব বাংলার জনসাধারণ আজকে তাদের মাতৃভুমির স্বাধীনতার জন্য যে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে তার বিরুদ্ধে জঙ্গীশাহী সরকার যেভাবে অত্যাচার করছে, হত্যা করছে, সেটাকে যাতে দমন করা হয় এবং পূর্ব বাংলার জনসাধারণএর যে আশা আকাঙ্খা তা যেন পূর্ণ হয় তারজন্য চেষ্টা চালিয়ে যান। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীসুনীলচন্দ্র দত্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, পূর্ব্ব বাংলার এই যে গণঅভ্যুত্থান হয়েছে, তারজন্য আমি সেখানকার জনসাধারণকে অভিনন্দন জানাই, আর অভিনন্দন জানাই শেখ মুজিবর রহমানকে, যার নেতৃত্বে এই গণঅভ্যুত্থানএর জন্ম লাভ করেছে আর সশ্রদ্ধ নিবেদন জানাই সেই সব বাঙ্গালীদের, যারা তাদের এই মুক্তি যুদ্ধে প্রাণ দিচ্ছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা জানি যে পাকিস্তানে দীর্ঘদিন যাবত সামরিক শাসন চালু রয়েছে এব সামরিক শাসনের অবসানের জন্য সেখানকার মানুষ গত কয়েক বছর ধরে যেভাবে সংগ্রাম করে আসছে, তারই কাছে নতি স্বীকার করে শেষ পর্যন্ত সামরিক শাসকেরা গত ডিসেম্বর মাসে জনপ্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করবার জন্য একটা নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা করেছিল এবং সেই অনুসারে নির্ব্বাচনও হয়ে গেছে। কিন্তু এই নির্ব্বাচনের পরেও সামরিক শাসকেরা জনগণের ভোটে নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে টালবাহানা করতে শুরু করে দিয়েছিল। তারা পূর্ব্ব বাংলায় শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে যে আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছিল, তার হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর না করে আজকে যেভাবে টালবাহানা করছে এবং চক্রান্ত করে চলেছে এবং তারই জন্য আজকে

ঐ' সামরিক শাসকেরা পূর্ব বাংলার জনসাধারণের যে স্বাধিকারএর দাবী, তাকে নস্যাৎ করে দেওয়ার জন্য সেখানকার লোকদের উপর অত্যাচার চালিয়েছে এবং সেখানে লক্ষ লক্ষ মানুষকে নির্যাতিত করতে শুরু করে দিয়েছে এবং ইতিমধ্যে অনেক লোককে নিহত করেছে। কিন্তু পূর্ব বাংলায় আজ যারা নিহত হচ্ছে, তারা আমাদেরই ভাই-বোন, আমাদেরই আত্মীয়। আর স্বাধীনতা যে বিনা রক্তপাতে হয় না, তাও আমরা জানি। কিন্তু এই যে নিরস্ত্র জাতির উপর যখন এভাবে সামরিক শক্তি, বেয়নট চালিয়ে এমন কি আমরা খবর পেয়েছি, তারা ঢাকার রাস্তায় রাস্তায় টেংক পর্যন্ত নামিয়েছে এ' সব নিরস্ত্র জনসাধারণের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা করার আন্দোলনকে দমানোর জন্য। কাজেই আমরা ত্রিপুরাবাসী তাদের পার্শবর্তী রাজ্য হয়ে, এই সব দেখে নীরব দর্শকের ভূমিকা নিয়া বসে থাকতে পারি না। আমাদের উচিত এই হত্যা-লীলা ও নির্য্যাতন বন্ধ করার জন্য একটা ব্যবস্থা তাড়াতাড়ি অবলম্বন করা। যদিও আজকে পাকিস্তান একটা ভিন্ন রাষ্ট্র. আজকে সংবিধান সম্মত আন্তর্জ্জাতিক যে সব বাধা আছে, তার দিকে নজর দিয়ে আমরা এই সভার মারফতে আমাদের কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এই অনুরোধ জানাব, পূর্ব বাংলায় যা ঘটছে, যে অন্যায় অবিচার, হত্যার রাজত্ব চলছে, সেখান থেকে প্রতিনিয়ত এই সব দুঃখ দুর্দ্দশাভোগ করে যেভাবে লোকজন তাদের প্রাণ বাঁচাবার জন্য আমাদের এই পার্শ্ববর্তী রাজ্যে আসছে, সে সম্পর্কে যেন তারা রাষ্ট্রসংঘকে অবহিত করেন এবং তার একটা প্রতিকারের ব্যবস্থা করেন। কেননা সেখানকার নিরস্ত্র জনসাধারণের উপর যেভাবে হত্যাকাণ্ড চলছে, তার প্রতিকারের প্রয়োজন আছে বলে আমরা মনে করি। তাই আমি অনুরোধ করব, আমাদের ভারত সরকার যেন এই বিষয়ে নীরব দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ না করে তার প্রতিকারের জন্য রাষ্ট্রসংঘের হাতকে শক্তিশালী করে তুলেন এবং এই হত্যাকাণ্ডকে বন্ধ করার জন্য অবিলম্বে যেন ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। আমরা জানি, ইতিপূর্ব্বে রাষ্ট্রসংঘ দাক্ষিণ কোরিয়াতে, দক্ষিণ ভিয়েৎনামে হস্তক্ষেপ করেছেন এবং পূর্ব বাংলায় আজকে যেটা ঘটছে এটা দক্ষিণ কোরিয়া বা ভিয়েৎনামে যা ঘটেছিল, তার চাইতে অভিন্ন কিছু নয়। কাজেই এই অবস্থায় রাষ্ট্রসঙ্ঘ যাতে অবিলম্বে হস্তক্ষেপ করেন, সেজন্য আমাদের ভারত সরকার তার চেষ্টা করবেন, এই আশা আমরা মানবিকতার দিক থেকে করতে পারি। কারণ সেখানে প্রতিদিন শত সহস্র লোক নিহত হচ্ছে পাকিস্তানের সৈন্যবাহিনীর হাতে, তাদের স্বাধিকার দাবীকে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে। কাজেই বাংলা দেশের এই রক্তপাত বন্ধ করার জন্য আমাদের অবিলম্বে একটা ব্যবস্থা গ্রহণ করা কর্ত্তব্য বলে, আমি মনে করি।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের পাশের যে রাষ্ট্র পূর্ব পাকিস্তান বা পুর্ব্ব বাংলা. আজকে সেখানকার নীরিহ জনসাধারণকে যেভাবে হত্যা করা হচ্ছে, তারজন্য আমরা এই ত্রিপুরার মানুষ নিরপেক্ষভাবে বসে থাকতে পারি না। কারণ আজকের এই অত্যাচার, তাদের উপর হঠাৎ করে আসেনি, তারা এই অত্যাচার বহুদিন ধরে সহ্য করে আসছে। যেমন একটা ঘটনার কথা দিয়ে আমি বলতে পারি, সেট হল এই বাংলাদেশের মানুষের যে মাতৃভাষা বাংলা, সেই ভাষাতেই তারা কথা বলবে, কিন্তু

পশ্চিম পাকিস্তানী যাদের ভাষা উর্দু, তাদের সেটা অসহ্য হয়ে উঠেছিল। তাই এই বাংলা ভাষাকে স্তব্ধ করে দেওয়ার জন্য, তারা এই বাংলা ভাষাভাসীদের উপর অকথ্য অত্যাচার চালিয়ে যেতে লাগল, পাকিস্তানের সেই জন্ম লগ্ন থেকে। কারণ এই যে অত্যচার আজকে হটাৎ করে আসে নাই, এই অত্যাচার বহুদিন থেকেই ঐখানকার জনসাধারণ সহ্য করে আসছে। যেমন একটা ঘটনার কথা বলছি যে পশ্চিমীদের চাঁপে বাংলার মানুষ আজকে অসহ্য হয়ে উঠেছে। তাদের বাংলা ভাষাকে স্তব্ধ করে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল, কিন্তু তার বিরুদ্ধে তারা রুখে দাঁড়িয়ে, তার বিরুদ্ধে আন্দোলন করে, অনেক মানুষের জীবন দিয়ে তারা বাংলা ভাষাকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। ডাক, তার প্রত্যেকটা বিভাগে সেই অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছে। কাজেই আজকে এই যে সংগ্রাম, গণতান্ত্রিক উপায়ে সেখানে ভোট গ্রহণ করা হল, শ্রদ্ধেয় নেতা শেখ মুজিবর রহমান তিনি সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জ্জন করলেন। সাংবিধানিক মতে, গণতান্ত্রিক মতে পা কস্তানের ক্ষমতা তার হাতে দিয়ে দেওয়ার কথা। কিন্তু পাকিস্তানের জঙ্গী শাসকচক্র, ফ্যাসিস্টরা একের পর এক ষড়যন্ত্র করে সেই গণতন্ত্রকে, ভোটাভোটিকে একটা প্রহসনে পরিণত করে অর্থাৎ ইয়াহিয়াসাহেব তার মিলিটারী শাসন, মিলিটারীর রাজত্ব আবার ক য়েম করার চেষ্টা করছে। কাজেই আজকে যেভাবে সংগ্রাম চলছে, যদিও স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য, তাদের মাতৃভাষা রক্ষার জন্য, তাদের দেশের স্বাধীনতাকামী মানুষ সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে, আমরা সেটা দূরে দাঁড়িয়ে থেকে চোখ বোজে থাকতে পারি না। আমাদেরও দায় দায়িত্ব আছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মাধ্যমে আমি এই অনুরোধ রাখতে চাই যে আমাদের ভারত সরকার—আমরা আজকে একথা অস্বীকার করতে পারি না এই হিন্দুস্থান পাকিস্তান হয়ে গেল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের আবর্ত্তে পড়ে। আজকে আম দের দেশ টুকরা টুকরা হয়ে গেল, তার যে বলির পাঠা আমরা হয়েছি, সেই যে ষড়যন্ত্র সেটা এখনও চলছে, সেই সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আজকেও তাদের সংগ্রাম করতে হচ্ছে। আজকে যে সংগ্রামী জনতা— পূর্ব্ব বাংলার মানুষ, তাদের জয় অনিবার্য্য। আমার অন্তর দিয়ে আজকে এই বিপ্লবকে অভিনন্দন জানাই এবং ভারত সরকারের কাছে অনুরোধ রাখব নীরব দর্শকের ভূমিকায় না থেকে আমাদের যে রাষ্ট্রসঙ্ঘ এবং ইউ, এন, ও আছে, তার মাধ্যমে অন্ততঃ আমাদের এই যে নিরীহ মানুষের উপর, স্বাধানতাকামী মানুষের উপর অন্যায় অত্যাচার, উৎপীড়ন, হত্যাকাণ্ড চলছে, সেই সম্পর্কে কিছু করা দরকার এবং ভারত সরকার ইনিসিয়েটিভ নিয়ে এই হত্যাকাণ্ড বন্ধ করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করেন এই অনুরোধ রাখছি এবং এখানেই আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—শ্রী ইউ, কে, রায়।

শ্রীউপেন্দ্র কুমার রায়—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে পূর্ব বাংলায় যা সংগঠিত হচ্ছে সেটা মানবতাকে ছাড়িয়ে গেছে। আজ যেখানে মানবের স্বাধীনতা সর্বত্র পূজিত হচ্ছে, বন্দিত হচ্ছে সেখানে নিরীহ জনসাধারণের উপর এই অমানুষিক, পাশবিক অত্যাচার, অস্ত্রের সাহায্যে স্তব্ধ করা তাদের ভাষা, তাদের ভাব, তাদের চিন্তা, এটা বর্তমান জগতে যেখানে

প্রগতির দিকে জগত চলছে; সেই জগতে এটা অসহনীয় বস্তু। আজ এই যে ঘটনা ঘটছে সীমান্তের অপর প্রান্তে, তাতে আমাদের ক্ষুদ্র আগরতলা শহরের ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা, স্কুল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা সবাই যেন বিব্রত হয়ে পড়েছে। বিব্রত বলছি এই জন্য যে তারা কি করবে ঠিক করতে পারছেনা। এটা বর্ত্তমান সভ্য জগতের সংগে একটা খাপছাড়া জিনিষ। একটা জাতি তাদের গণভোটের মাধ্যমে জগতকে জানিয়ে দিয়েছে যে সেখানকার শতকরা ১০০ জন লোক চায় গণতন্ত্র; তার বিরোধী শক্তি বাধা দেবার চেষ্টা করছে, কিন্তু সেগুলি স্রোতের মুখে ভেসে যাচ্ছে। আজকে আস্ত একটা জাতি, গোটা জাতি তাদের ইচ্ছা জানিয়ে দিয়েছে এই ইলেকশানের মাধ্যমে আজ তাকে স্তব্ধ করে দেবে সেই যে পশ্চিম পাকিস্তানের পাঠান দল। তার জন্য এই যে নিরস্ত্র, নিরাহ জনগণ, তাদের উপর ঝাপিয়ে পড়েছে ক্ষুধার্ত্ত মাকড়ের মত। ঠিক ঠিক খবর পাওয়া যায়না, কিন্তু যে দুর্ভেদ্য আবরণ ভেদ করে খবর আমাদের এখানে আসছে তাতে দেখা যাচ্ছে ঢাকার রাস্তায় ট্যাঙ্ক বেরিয়ে আসছে, নিরস্ত্র, নিরীহ জনগণ—স্ত্রী, পুরুষ, বাল; বৃদ্ধ নির্বিশেষে, নির্বিচারে হত্যা করার জন্য বেরিয়ে আসছে ট্যাঙ্কের সহায়তায়। কাজেই কি যে ভয়াবহ অবস্থা, কি গুরুতর অবস্থা সেটা কল্পনা করা যায়না। আজ সমস্ত সভ্য জগতের বিশিষ্ট বিশিষ্ট জাতি নীরব দর্শকের মত চেয়ে দেখবে, এটা অসহনীয়, এটা আমরা কিছুতেই পারিনা, এই যে পূর্ব বাংলার নরনারী তারা আমাদেরই পরম আত্মীয়, আমাদেরই আপন জন, তাদের সঙ্গে আমাদের রক্তের সম্পর্ক রয়ে গেছে। কিন্তু আন্তর্জাতিক বিধিনিষেধ আমাদের হাত পা বেধে রেখেছে, কাজেই আমরা নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আমাদের সমর্থন জানাব, নৈতিক সমর্থন যে এই স্বাধীনতাকামী মানুষের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা এবং অকুণ্ঠ সমর্থন আছে। সাহায্য করবার শক্তি হয়তো আন্তর্জাতিক বাধা নিষেধের জন্য সেভাবে আমরা করতে পারবনা, কিন্তু তাহলেও আমাদের নৈতিক সমর্থন সম্পূর্ণরূপে থাকবে। বিধি নিষেধের ভিতর দিয়ে আমরা যা পারি সেটা হচ্ছে আমাদের এই বিধানসভার মাধ্যমে আমাদের কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করব সেটা জাতী-সঙ্ঘের সঙ্গে এই প্রশ্ন উত্থাপন করে এই অমানুষিক অত্যাচার অবিলম্বে যাতে বন্ধ হয়, তার ব্যবস্থা করা হউক। যিনি আমাদের প্রধানমন্ত্রী—শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী, তার সমস্ত শক্তি দিয়ে, শক্তি আমি বলছি ন্যায় সঙ্গত শক্তি দিয়ে যেন এই অত্যাচার, এই অবিচার বন্ধ করবার জন্য তিনি সচেষ্ট হন, এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীদেবেন্দ্রকিশোর চৌধুরী।

শ্রীদেবেন্দ্রকিশোর চৌধুরী :—মিঃ স্পীকার স্যার, আজকে পূর্ব্ব বাংলার জনগণের প্রতি আমার অভিনন্দন জানিয়ে আমি বলছি যে আজকে বাংলা দেশের বাঙ্গালীদের এই কথাই স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে যে সাময়িক তাদের সামনে যদি আর্টিফিশ্যাল লাইন তৈরী করা হয়, তাদের প্রাণের বন্ধন তার দ্বারা ছিন্ন করতে পারেনা—সেটাই আজকে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। আজকে সকলের সামনে এটা পরিষ্কার হয়ে গেছে যে দ্বিধা বিভক্ত ভারতবর্ষের এই মেঘনা এবং পদ্মার ঢেউ সমস্ত ভারতবাসীর ধারনায় যে বিস্তার করেছিল, আজকেও সেই ঢেউ সেইরকমই উঠছে

এবং ঢেউ আজকে ভারতবাসীর মনে উদ্বেগের সঞ্চার করেছে। আজকে আমরা জানি আমাদের প্রাণের স্পন্দন, মেঘনা এবং পদ্মার ঢেউ'এর সঙ্গে স্পন্দিত হচ্ছে, আমরা জানি আজকে পূর্ব বাংলার যারা স্বাধীনতা সংগ্রামে জন্য প্রাণ বিসর্জন দিচ্ছেন তাদের সঙ্গে আমরা একাত্ম। আজকে সেই আত্মা আমাদের মধ্যে সারা দিচ্ছে,বলছে তোমরা অভিনন্দন নাও। আজকে যারা নাকি দ্বিধা বিভক্তের সৃষ্টি করেছে তাদের বিচার কি হবে সেটা ইতিহাস ঠিক করবে। আজকে আমরা তাদের রেখে এসেছি যাদের প্রাণের সঙ্গে আমাদের প্রাণ স্পন্দিত হয়, তাদের সংগে এক হয়ে নামছে উঠছে, তাদের এই দুর্দিনে আজকে যদি আমরা এগিয়ে যেতে না পারি তাহলে তথাকথিত স্বাধীনতা যে আমরা পেয়েছি তার মূল্য কতটুকু? আমরা জানি ইযাহা খান সাহেবের মত অনেক লোক আছে যারা গণতন্ত্রকে সময়মত টুটি চেপে ধরবে। আমরা জানি আজকে বাংলার আপামর জনসাধারণ যা চেয়েছিল তার টুটি টিপে ধরবার জন্য ইয়াহিয়া খাঁ। তার সব শক্তি নিয়োগ করছে। আজকে ভারতবর্ষ যে স্বাধীনতা পেযেছে তাও পেয়েছে এই মেঘনা পদ্মার ঢেউ এর জন্য। তাকে রুখতে কেউ পারেনা, কোন দিন পারবেওনা। আমরা যারা নাকি স্বাধীনতাকামী মানুষ, গণতন্ত্রকামী মানুষ, যারা বড় বড় বুলি আওড়াই গণতন্ত্রের জন্য, সমাজতন্ত্রের জন্য, আজকে সেই আমাদের পরীক্ষার দিন এসেছে যে আমরা গণতন্ত্রের জন্য কতটুকু করতে পারি, আমাদের ভাই এর জন্য আমরা কতটুকু করতে পারি। আমাদের মাননীয় অনেক সভ্যরা বলেছেন যে আজকে আমাদের নৈতিক সমর্থন জানাতে হবে। কিন্তু নৈতিক সমর্থনই শেষ নয়। আজকে সেখানে গণতন্ত্রের টুটি যারা টিপে ধরেছে তাদের ধ্বংস করার জন্য যদি আমরা এগিয়ে না যেতে পারি তাহলে সেই ইয়াহিয়া আমাদের গলাও টিপে ধরবে এবং তার জন্য সে প্রস্তুত আছে। তাই আজকে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মারফতে, এই বিধানসভার মারফতে আমি বলছি যে যাঁরা নাকি ভারতবর্ষে সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করতে চান সেই কংগ্রেস পার্টিকে বলছি আজকে তাদের পরীক্ষার দিন এসেছে। আজকে পাকিস্তান যদি ধ্বংস হয়ে যায়, পাকিস্তানের গণতন্ত্র যদি ধ্বংস হয়ে যায় তাহলে সেই ঢেউ পাসপোর্টের বাধা মানবেনা, পাসপোর্ট ছাড়াই চলে যাবে। আজকে হাজার হাজার বাঙলা দেশের মানুষ যারা প্রাণ দিচ্ছে গণতন্ত্রের জন্য তারা কি শুধু বাঙলা দেশের জন্য প্রাণ দিচ্ছে, তারা কি আমাদের গণতন্ত্রের জন্য প্রাণ দিচ্ছেনা? তাই আজকে যদি আমরা গণতন্ত্রকে বাঁচাতে চাই তাহলে আমাদের সেই দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে যেমন আমরা স্বাধীন হয়েছি। কিন্তু আমরা কতটুকু স্বাধীন হয়েছি? সেই স্বাধীনতা কবে আসবে সেটা ইতিহাস আমাদের বলে দেবে। সুতরাং আজকে যদি সেটাকে ত্বরান্বিত করতে চাই তাহলে আজকে আমার প্রধানমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ যে তিনি যেন সর্বপ্রকার সাহায্য দিয়ে আজকে পূর্ব বাংলার মেঘনা পদ্মার হিল্লোলকে জিইয়ে না রাখতে পারে তাহলে পাকিস্তান তথা ভারতবর্ষ বিপন্ন। এই বলেই আমি শেষ করছি।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে আমাদের হাউসে পূর্ব বাংলায় যে গণহত্যা চলছে তার সম্বন্ধে আলোচনার সুযোগ দিয়েছেন বলে আপনাকে আমরা

অভিনন্দন জানাই। আমরা কেন আলোচনা করতে চেয়েছি আমরা আলোচনা করতে চেয়েছি এইজন্য যে মানুষের স্বাধীনভাবে বাঁচার দাবীর জন্য আজকে পূর্ব বাংলার মানুষ জেগে উঠেছে মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে। সেই নেতৃত্বকে বরদাস্ত না করে সেই নেতৃত্বকে খতম করার প্রয়াস নিয়ে পূর্ব্ব বাংলার মানুষকে নিপীড়ন করা হচ্ছে ইয়াহিয়ার মিলিটারীর সাহায্যে। আমরা তাদের জন্য কেন চিন্তা করছি? কারণ বাঙ্গালী বলতে বাঙলা দেশ বলতে আমাদের প্রান হু হু করে কাঁদে। সেই বাঙলাকে আমরা হারিয়েছি যখন ভারত ভাগ হয় তখন। কাজেই সেই পূর্ব্ব বাঙলার মানুষ তারা চেয়েছে স্বাধীনতা, তারা চায় স্বাধীনভাবে তাদের মন্তব্য পেশ করতে। যে পূর্ব্ব বাঙলা আমরা সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা বলে জানি সেই পূর্ব্ব বাঙলার মানুষ জেগে উঠেছে। সেই জাগ্রত মানুষকে কিছুতেই আজকে বঞ্চিত করে রাখতে পারবে না, তাদের ইচ্ছা আকাঙ্খাকে মেনে নিতে বাধ্য হবে সেই মিলিটারী। আমরা দেখেছি গত ডিসেম্বর মাসে যে নির্ব্বাচন অনুষ্ঠিত হল পূর্ব্ব বাঙলায় সেখানে মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে যে দল আওয়ামী লীগ সেই দল নাইনটি ফাইভ পারসেণ্ট ভোট পেয়েছে। সেখানে আজকে এসেছে মিলিটারীর শাসন। অত্যন্ত ঘৃণার কথা সেটা। কারণ মানুষকে গুলি দিয়ে ট্যাঙ্ক দিয়ে, কামান দিয়ে খতম করা যায় না। সেটা পূর্ব্ব বাঙলার মানুষ কেন সমস্ত পৃথিবীর মানুষ স্বীকার করবে, আমরা স্বীকার করছি এবং এই জন্য আমি বলছি এবং অনুরোধ রাখব যে আজকে ভারতবর্ষের উচিত সেই মানুষগুলির আকাঙ্খা পরিপূর্ণ করার জন্য যত রকম সাহায্য দেওয়া যায় ভারত থেকে তা দিতে হবে এমন কি ভারতবর্ষকে আজকে রাষ্ট্র সঙ্ঘের কাছে জোর দরবার করতে হবে যে যদি প্রয়োজন হয়, রাষ্ট্র সঙ্ঘের মাধ্যমে স্বাধীনতা-কামী পূর্ব্ব বাঙলার মানুষকে সহায়তা করা হোক এবং কেন্দ্রীয় সরকারকে আমরা এই আবেদন করছি যে রাষ্ট্র সঙ্ঘ যদি নাক গলাতে না আসে তাহলে রাষ্ট্র সঙ্ঘের আমাদের যে সৈন্য আছে সেই সৈন্য উঠিয়ে নিয়ে আসব যদি রাষ্ট্র সঙ্ঘ সাহায্য না করে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে মুজিবুরকে খতম করতে চাইছে। আমরা আগরতলা বাসী এই কথা চিন্তা করছি এই জন্য যে আর একবার এই মুজিবর রহমানকে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় বিচার করে খতম করতে চেয়েছিল। কিন্তু সেটা তারা পারে নি। আজকে তারপর এসেছে যখন সমস্ত মানুষ তাকে নেতা রূপে মেনে নিয়েছে এবং পূর্ব্ব বাঙলা শাসন করবার ক্ষমতা তার হাতে তুলে দিয়ে ভোটের মাধ্যমে। এখন ইয়াহিয়া খাঁ দেখল যে সর্ব্বনাশ, আর রাখা যায় না। আজ আর পূর্ব পাকিস্তান নয়. আমরাও মুজিবুরের সুরের সঙ্গে সুর মিলিয়ে বলছি পূর্ব্ব বাংলা, বাংলা দেশ এবং আমাদের কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করছি স্বাধীন বাংলা দেশ হিসাবে সেটাকে যেন তারা সমর্থন জানান এবং তাকে একটা আলাদা রাষ্ট্র হিসাবে যেন সমর্থন জানানো হয়। এই বলে যারা শহীদ হচ্ছে, যারা গণ হত্যার বলি হচ্ছে কামানের আর ট্যাঙ্কের গোলাতে তাদের আমি অভিনন্দন জানাই এবং জয় বাংলার জয় হোক, তাদের মনোবাসনা পূর্ণ হোক, স্বাধীনতা ইতিমধ্যেই তারা যাতে পেতে পারেন এই আশা রেখে আমি আমার বক্তৃতা শেষ করছি।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার মহোদয়; আজকে এই বিধান সভার ঐতিহাসিক দিনে লীডার অব দি হাউস তার ষ্টেটমেণ্টে যে অবজারভেশন রেখেছেন তার সঙ্গে একমত হয়ে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। মাননীয় স্পীকার মহোদয়, এর আগে এমন কোন সময় এই হাউসে আসেনি যেখানে আমরা অন্য একটা রাষ্ট্রের বিষয় আলোচনা করছি। পাশাপাশি রাষ্ট্র হলেও। আমরা জানি যে এই ভারতবর্ষ ভেঙ্গে দুটো অংশ হয়েছে এবং স্বেচ্ছায় আমরা দুটো অংশকে স্বীকার করেছি। সেই দেশ পাকিস্তান। তারা তাদের ইচ্ছামত তাদের দেশকে গড়ছেন, তার মধ্যে আমরা কোন দিন বিধান সভার মধ্য দিয়ে কোন বক্তব্য কোন কালে রাখিনি। কারণ প্রত্যেক দেশ তাদের ইচ্ছায় কার্য্যক্রমানুযায়ী তার রাষ্ট্রের বিষয় পরিচালনা করার ক্ষমতা আছে এবং সেইভাবে তারা তাদের দেশের লোক যা ভাল মনে করছেন, তারা যেভাবে তাদের দেশের সরকার গঠন করতে চান তার মধ্যে আমরা আমাদের বিধান সভা থেকে কোন দিন বক্তব্য রাখিনি। কিন্তু আজকের যে ঘটনা সেটা সেই ঘটনা নয়। আজকের যে ঘটনা সেটা অনেক বেশী গুরুতর। আজকে একদিকে একটা মিলিটারী শাসক গণতন্ত্রের কণ্ঠকে রোধ করছে। আজকে যদি পাকিস্তানের ঘটনা আমরা দেখি এবং তার মধ্যে যে আমরা বক্তব্য রাখছি সেটা অন্য রাষ্ট্রের ব্যাপারে হস্তক্ষেপের ব্যাপার নয়। পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ কোন ব্যাপারে আমরা হস্তক্ষেপ করছি না। মানুষের যে অধিকার, গণতন্ত্রের যে অধিকার, সেই অধিকারকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্য যে মানুষের যে সংগ্রাম সেই গণতান্ত্রিক দেশের লোক হয়ে আমরা আমাদের বক্তব্য রাখছি। আজকে পূর্ব্ব পাকিস্তানে কি দেখছি, যদি সেই ঘটনাটা দেখি; আজকে যে কোন দেশ তাদের লোকের যে ইচ্ছা, সেই ইচ্ছা দ্বারা সেই দেশ পরিচালিত হয় এবং যখন এককালে একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তখন আমরা কোন বক্তব্য রাখিনি। তারা যদি ভাল মনে করেন তাহলে তারা সেই গভর্ণমেণ্ট কিছুদিন আগে পূর্ব্ব পাকিস্তানে বিগত ডিসেম্বর মাসে যে নির্ব্বাচন হয়ে গেল, সেই নির্ব্বাচনের মধ্য দিয়ে পূর্ব্ব পাকিস্তানে আজকে যেটাকে পূর্ব বাংলা বলা হচ্ছে, সেই বাংলার লোক তাদের রায় দিয়ে দিয়েছেন। তারা যে কি চান; সেটা তারা তাদের সরকারের কাছে রেখেছেন এবং তাদের সেই অধিকার, তাদের সেই দাবী তারা গণতান্ত্রিক উপায়ে রাখতে চেয়েছিলেন. তারা সেখানে অস্ত্রের ঝনঝনি চাননি, তারা চেয়েছিলেন তাদের দেশে আইন সম্মত উপায়ে যেন গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। কাজেই সেই উপায়ে একটা গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য, তাদের যে সংগ্রাম, আজকে সমগ্র বিশ্বের সামনে আমাদের যে সহানুভূতি আমাদের যে শুভেচ্ছা সেটা সব সময়ে তাদের দিকে থাকবে। কেন তারা আজকের এই পরিবেশ সৃষ্টি করেছেন, তার কারণ আছে। সেটা হল আজকে ইয়াহিয়া সরকার এর বিরুদ্ধে বিগত ৪ঠা মার্চ থেকে আরম্ভ করে যে অহিংসা আন্দোলন এর মাধ্যমে এই সামরিক সরকারের কাছে তাদের বক্তব্য রেখেছেন। তারা কাউকে হত্যা করতে চায়নি, তারা শুধু চেয়েছিল, তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার, সেখানকার যে জনতা যার শতকরা ৯৫ ভাগ লোক এই আওয়ামী পার্টিকে তাদের ভোটিক্ত দিয়ে ছিল ঐ নির্ব্বাচনের মাধ্যমে, যে পার্টির নেতৃত্ব করেছেন মহান নেতা শেখ

মুজিবর রহমান। আজকের বিংশ শতাব্দীতে শেখ মুজিবর রহমান একটা জাতির মহান নেতা এই সম্পর্কে কারও দ্বিমত নেই। সেখানে আমরা দেখেছি এই মহান নেতা তার দেশকে রক্ষা করবার জন্য, তার দেশকে শোষণ পেষণের হাত-থেকে রক্ষা করবার জন্য সেই সামরিক শাসন কর্তা ইয়াহিয়ার সংগে একটা সমঝোতায় আসতে চেয়েছিলেন তার অহিংসা ও অসহযোগ আন্দোলনের মাধ্যমে, তিনি কিন্তু সেখানে কাউকে হত্যা করতে চান নি, কাউকে তার গদী থেকে সরাতে চান নি, তিনি যেটা চেয়েছিলেন সেটা হল গণতান্ত্রিক উপায়ে তাদের যে আত্ম নিয়ন্ত্রণের অধিকার, সেটাকে প্রতিষ্ঠা করবার জন্য সচেষ্ট হয়েছিলেন। আর সেজন্য আমরা যারা ত্রিপুরাবাসী, তথা ভারতবাসী এবং সেই সংগে সমগ্রবিশ্বের গণতন্ত্র প্রিয় মানুষ সংঘবদ্ধ ভাবে আজকের বাংলা দেশে জনসাধারণের যে সংগ্রাম চলছে তাকে সমর্থন না করে পারি না এবং আজকে আমাদের যে সহানুভূতি সেটা ন্যায়সঙ্গতভাবে তাদের দিকে প্রভাবিত করতে হবে। তাই তো আমরা আজকে এই সভার মাধ্যমে তাদেরকে সর্ব্ব প্রকার সাহায্য দেওয়ার জন্য আবেদন রাখছি। এই যে মহান নেতা মজুবর রহমান তিনি যে গণতন্ত্র করতে চেয়েছিলেন, তার আগে কিন্তু তিনি বাংলা দেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন নি। তিনি চেয়েছিলেন তার দেশের গঠনযন্ত্রের মাধ্যমে বাংলা দেশের আত্ম নিয়ন্ত্রণ এর যে অধিকার, বাংলা দেশের শতকরা ৯৫ জন লোক নির্ব্বাচনের মাধ্যমে যে রায় দিয়েছিলেন, সেটা হচ্ছে তাদের মনের কথা এবং তাদের প্রাণের কথা, সেটাকে বাস্তবে রূপায়িত করবার জন্য যত রকমের গণতান্ত্রিক উপায় আছে, তার প্রত্যেকটা তিনি গ্রহণ করেছিলেন। তিনি এক দিকে যেমন অসহযোগ এবং অহিংসার আন্দোলন পরিচালনা করেছেন তেমনি অন্য দিকে আলোচনার মাধ্যমে তাঁর সেই লক্ষ্যস্থলে পৌঁছানোর জন্যও সব রকমের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। গণতন্ত্রের প্রতি তার যে শ্রদ্ধা, তার যে বিশ্বাস, তা তার মনের বাহিরে এবং ভিতরে সমানভাবে বিদ্যমান ছিল। আর তারই জন্য আমাদের অন্তরের যে শ্রদ্ধা এবং সহানুভূতি তার আন্দোলনের দিকে ধাবিত হচ্ছে। এবং তার যে সেই সমস্ত প্রচেষ্টা, তাকে ধ্বংস করার জন্য যখন নাকি মিলিটারী এ্যাডমিনিস্ট্রেশান, ঐ ইয়াহিয়া সরকার উদ্ধত হলেন, তখন সমগ্র বিশ্বের গণতান্ত্রিক মানুষ এবং আমরা ভারতবাসীরা আমাদের মনের মধ্যে যে সহানুভূতি আছে, সেটা ঐ পূর্ব্ব বাংলার সংগ্রামী জনতার প্রতি ধাবিত হল। ধাবিত হল এই কারণে যে যারা তাদের আত্ম নিয়ন্ত্রণ এর অধিকার প্রতিষ্ঠা করবার জন্য চেষ্টা করে চলেছেন সেখানে এই বিংশ শতাব্দীতেও, এই আধুনিক পৃথিবীতেও সেই ইয়াহিয়া খাঁ, তার মিলিটারী দিয়ে নিরস্ত্র জনসাধারণের উপর যেভাবে অত্যাচার, অবিচার এবং হত্যার লীলা চালিয়ে যাচ্ছেন, সেটা অত্যন্ত বেদনাদায়ক এবং সেটা বিশ্বের ইতিহাসে অত্যন্ত ঘৃণ্য শাসকের শাসন বলে চিরদিন এর জন্য লিখিত থাকবে। সেখানে জনসাধারণের যে গণতান্ত্রিক অধিকার, তাদের যে ইচ্ছা, সেই ইচ্ছাকে কার্য্যে রূপ দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু সেটা করা হয় নি, অথচ সেই জায়গাতে আমরা আজকে যেটা শুনছি সেটা হল ঢাকা শহরের মধ্যেও ট্যাঙ্ক চালিয়ে নিরস্ত্র হাজার হাজার লোককে মারা হচ্ছে এবং অন্যান্য আধুনিক যুদ্ধ সরঞ্জাম দিয়ে অনেক লোককে হত্যা করা হচ্ছে। এই যে হত্যা করা হচ্ছে, এটা কাকে

করা হচ্ছে, এই হত্যা করা হচ্ছে গণতন্ত্রকে, আর তারই জন্য আমাদের এই তীব্র প্রতিবাদ। তাই পূর্ব বাংলায় এই গণতন্ত্রের যে অভ্যুত্থান শেখ মজুবর রহমানের নেতৃত্বে হচ্ছে, তার প্রতি আমাদের পূর্ণ সমর্থন আছে। তার অর্থ এ নয়, যে আমরা পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করছি। এখানে আমাদের বক্তব্য হচ্ছে গণতন্ত্রকে রক্ষা করবার জন্য, আত্ম নিয়ন্ত্রণের অধিকারকে রক্ষা করবার জন্য যে সনদ রাষ্ট্রসংঘ দিয়েছে, যে সনদকে পৃথিবীর প্রত্যেকটি গণতান্ত্রিক সরকার স্বীকার করে নিয়েছেন, আজকের গণতন্ত্রে আছে সেখানকার মেজরিটির যে ইচ্ছা, সেই ইচ্ছা অনুযায়ী সেখানে সরকার প্রতিষ্ঠা হবে এবং আজকে পূর্ব্ব বাংলার অধিকাংশ লোক যারা নিজেদের দেশের গঠনতন্ত্র তৈরী করবার জন্য যে সব প্রতিনিধিকে নির্ব্বাচিত করেছেন, অর্থাৎ যে আওয়ামী লীগের পার্টিকে তারা সংখ্যাধিক্য আসনে জয়যুক্ত করেছেন, তারাই হল ঐ দেশের মেজরিটি সরকার। কিন্তু ইয়াহিয়ার যে সরকার, সেটা কি ম্যাজরিটি সরকার? তা নিশ্চয় নয়, সেটা হল মাইনরিটি সরকার। কাজেই তার পিছনে কোন লোকেরই নৈতিক সমর্থন থাকতে পারে না, তার পিছনে আছে বন্দুক, কামান, গোলা। কাজেই স্পষ্টতঃ দেখা যাচ্ছে, সেখানকার জঙ্গী শাসক গোষ্টি এই যে মেজরিটির ইচ্ছা দাবিয়ে রাখার চেষ্টা করছে। আর তারই জন্য আজকে আমাদের বক্তব্য হল, আমরা আমাদের সর্বশক্তি দিয়ে ইয়াহিয়ার এই যে অন্যায়, অবিচার, অত্যাচার এবং হাজার হাজার নিরস্ত্র লোককে মারার যে চেষ্টা, তাকে তীব্রভাবে নিন্দা করছি। আমরা জানি এই জঙ্গী সরকার যে ভাবে গণতান্ত্রিক মানুষের ইচ্ছাকে দাবীয়ে রাখবার চেষ্টা করছে, সেটা তার পক্ষে কোন দিনই সম্ভব হবে না। কেন না কোন দিন কোন কালেই এই গণতান্ত্রিক মানুষের ইচ্ছাকে দাবিয়ে রাখা সম্ভব হয় নি বরং এক দিন না একদিন, তাদের সেই ইচ্ছার কাছে নতি স্বীকার করতেই হবে। আজকে যদি পূর্ব্ব বাংলার মানুষের পিছনে কোন লোক নাও থাকে, তাহলে তারা নিজেরাই তাদের সেই অদম্য ইচ্ছাকে রূপ দেওয়ার জন্য চেষ্টা করে যাবে, যতদিন তাদের শরীরে শেষ রক্ত বিন্দু থাকবে এবং আমরা বিশ্বাস করি তারা তাদের আশা আকাঙ্খাকে বাস্তবে রূপায়িত করতে সক্ষম হবেন। কিন্তু আজকে আমরা যারা এই গণতন্ত্রিক দেশের স্বাধীন নাগরিক হয়ে আমাদের পাশের রাজ্যে যে অগণতান্ত্রিক কার্য্যকলাপ চলছে, সেটাকে দেখে শুনে চুপ করে বসে থাকতে পারি না। আমরা কেন, পৃথিবীর কোন দেশের নাগরিকের পক্ষেও সেটা সম্ভব নয়। কাজেই এই ধরণের বর্ব্বর অত্যাচারকে আমরা কোন মতেই সম্মান করতে পারি না। আর সে জন্য আমাদের সমস্ত সমর্থনই শেখ মজুবর রহমানের দিকে। আজকে আমরা পূর্ব্ব পাকিস্তান ভিতর থেকে কোন সংবাদই পাচ্ছি না বা সেখান থেকে কোন সংবাদ বাহিরে আসতে দেওয়া হচ্ছে না। তা সত্বেও যে সব বিদেশী সাংবাদিক কিছু কিছু সংবাদ আহরণ করেছিলেন আমরা শুনেছি, তাদের নাকি বিশেষ বিমানে করে একবার করাচীতে আর একবার কলম্বোতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। কিন্তু কেন?...তার পর গ্রামে গ্রামে নিয়ে যাওয়া হয়, কাগজ পত্র, ফিলম টেলিভিশন, সেগুলি যদি নিয়ে দেওয়া হল, তাহলে আজকে পূর্ব্ব বাংলা জনতার যে বক্তব্য তারা কারও কাছে পৌঁছাতে চায় না। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে তাদের

একটা অন্ধকারের অতল তলের মধ্যে রেখে পূর্ব বাংলার জনসাধারণের যে বক্তব্য, তাদের যে আশা আকাংখা সেটাকে দাবিয়ে দিয়ে পাকিস্তানের মিলিটারী—মাইনরিটি শাসক সমগ্র দেশের মধ্যে কায়েম করতে চাইছে। তার জন্যই আমি এখানে বক্তব্য রাখছি যে শুধু নৈতিক সমর্থন জানিয়ে চুপ করে বসে থাকলে চলবে না। আজকে ভারত সরকার, ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে—যিনি প্রগতির অগ্রদূত, যিনি গণতন্ত্রের পূজারী, তার উদ্দেশ্য হচ্ছে গণতান্ত্রিক সমাজবাদ প্রতিষ্ঠা করা, তার পাশাপাশি একটা রাষ্ট্রে যদি পুরোপুরি এই ধরণের ডিক্টেটরশিপ থাকে তাহলে কোন পার্শ্ববর্ত্তী রাজ্য তার মধ্যে প্রভাব বিস্তার করতে পারবে, বিভিন্ন চিন্তাধারা মতবাদ আছে, কিন্তু আমরা গণতন্ত্রকে বিশ্বাস করি, গণতন্ত্রের জন্য যারা সংগ্রাম করছে এবং সেই যে সংগ্রাম বাইরের নয়, তার পেছনে শতকরা ৯৫ জনের সমর্থন আছে। আজকে পাকিস্তানের যদি এমন ঘটনা ঘটত, সিভিল ওয়ার হত, আমাদের নৈতিক সমর্থন না থাকত তাহলে আমরা আমাদের বক্তব্য রাখতে চাইতাম না। কিন্তু যেখানে দেখছি যে সেখানে শতকরা ৯৫ জনের সমর্থন আছে, ব্যালট বাক্সের মধ্য দিয়ে তারা তাদের বক্তব্য রেখেছেন, তাদের বক্তব্য সমগ্র পাকিস্তানের সংখ্যা গরিষ্ঠের বক্তব্য, সেই বক্তব্যকে চেপে রাখার এই যে ষড়যন্ত্র, তার বিরুদ্ধে আজকে ভারত সরকারের নৈতিক দায়িত্ব আছে এবং সেই দায়িত্ব শুধু মৌখিক সাহায্যের দ্বারা, শুধু রাষ্ট্রসংঘের কাছে সাহায্যের দাবী জানিয়ে চুপ করে থাকলে চলবে না। আমরা যতটুকু শুনতে পাচ্ছি আজকে পাকিস্তানের কোন সরকারকে যদি স্বীকৃতি দিতে হয়, সেটা হচ্ছে শেখ মুজিবর রহমানের গঠিত সরকার। কারণ তার পেছনে পাকিস্তানের জনতার সমর্থন আছে। কিছুদিন আগে তিনি প্রথম যখন আন্দোলন করলেন, তখন সমস্ত কর্মচারী থেকে আরম্ভ করে কৃষক, মজদুর, শ্রমিক এক বাক্যে অস্বীকার করেছেন তারা গণতন্ত্রকে স্বীকার করে। যেখানে প্রতিবাদ রেখেছেন অন্যায়ের অত্যাচারের বিরুদ্ধে গণহত্যার বিরুদ্ধে, গণহত্যা হচ্ছে গণতন্ত্রকে হত্যা করা, তার বিরুদ্ধে সেখানে ষড়যন্ত্র—আজকে যেখানে পাকিস্তানে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বা হতে চলেছে, সেই সরকার আমরা খবর পেয়েছি ভারত সরকারের কাছে প্রার্থনা জানিয়েছে তাদের সরকারকে স্বীকৃতি দেবার জন্য এবং তারা যদি প্রার্থনা জানায় তাহলে ভারত সরকারের উচিত তাদের সর্বাগ্রে স্বীকৃতি দেওয়া। সেই দাবী আমি এই এ্যাসেম্বলীর মাধ্যমে, স্পীকার মহোদয়ের মাধ্যমে, কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে রাখব, শেখ মুজিবর রহমান গঠিত যে সরকার, সেই সরকার যদি ভারত সরকারএর কাছে রিকগনিশান চায়, তাহলে সেই সরকারকে ভারতকে স্বীকৃতি দিতে হবে পূর্ব বাংলার একমাত্র সরকার বলে এবং রাষ্ট্র সঙ্ঘের মাধ্যমে এই সরকার যাতে একটা ন্যায় সংগত সরকার হিসাবে স্বীকৃত হয় তারজন্য সর্ব্বপ্রকার প্রচেষ্টা, সাহায্য, সহযোগিতা আজকে ভারতের দিক থেকে করতে হবে, সেই আবেদন আমি রাখব এবং রাষ্ট্রসঙ্ঘের মাধ্যমে যেখানে মানবিক অধিকারের প্রশ্ন আছে সেখানে রাষ্ট্রসঙ্ঘের মাধ্যমে পাকিস্তানের এই আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে যেভাবে গণহত্যা হচ্ছে তাকে বন্ধ করার সর্ব্বপ্রকার প্রচেষ্টা নেয়া, সেটাই হবে ভারতের

কর্ত্তব্য। তারপর আমি বলব পাকিস্তানের মধ্যে যাতে বিভিন্ন দেশের সাংবাদিকরা দেশের প্রকৃত ঘটনাকে তুলে ধরতে পারে তার ব্যবস্থাও রাষ্ট্রসঙ্ঘের মাধ্যমে ভারতকে করতে হবে। অন্যান্য আরও কিভাবে পাকিস্তানের জনতাকে সাহায্য করা যায়, সেইভাবে ভারত সরকারকে প্রচেষ্টা চালাতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে যে সমস্ত সংগ্রামী জনতা— হাজার হাজার লোক মিলিটারীর গুলিতে আজকে প্রাণ হারাচ্ছেন, তাদেরকে আমি অন্তরের অন্তস্থল থেকে গভীর শ্রদ্ধা, প্রণতি জানাই এবং কামনা করি তাদের এই শ্রদ্ধেয় আত্মা পুর্ব্ব পাকিস্তানের জনতাকে প্রেরণা দিয়ে তাদের এই স্বাধীনতা, তাদের স্বাধীকারের আকাঙ্খাকে যেটা তারা রূপদান করতে চান, সেটা যাতে সক্ষম হন। তাছাড়া যে সমস্ত পূর্ব বাংলার লোক নানা ভাবে উৎপীড়িত, অত্যাচারিত হচ্ছেন তাদের সকলের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ভালবাসা জানিয়ে, তাদের সংগ্রামকে পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীনরেশ রায়।

শ্রীনরেশ রায় :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, 'জয় বাংলা' ধ্বনি দিয়ে আমি আমার বক্তব্য রাখতে চেষ্টা করছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আপনার পরামর্শক্রমে, ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রীর পক্ষ এবং বিপক্ষের সদস্যদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে পূর্ব্ব বাংলার এই যে অত্যাচার চলছে তার আলোচনা করার জন্য যে আপনি আমাদের সুযোগ করে দিয়েছেন সেইজন্য আমি বিধানসভার সদস্যদের পক্ষ থেকে অধ্যক্ষ মহোদয়কে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, পাকিস্তানের নয়, পূর্ব্ব বাংলায় যে অত্যাচার চলছে, সেই অত্যাচার, একটা রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম, সেটা সংগ্রাম ছাড়া আর কিছুই নয়, যদি ইংরাজীতে বলা যায়, তাহলে এটাকে সিভিল ওয়ারই বলা চলে। এই যে সিভিল ওয়ার আরম্ভ হয়েছে, সেটা আজকের আরম্ভ নয়। আমরা যদি পাকিস্তানের ইতিহাস দেখি, আলোচনা করি তাহলে দেখতে পাই, প্রথম থেকেই তারা এই সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হয়ে আসছিল এবং সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হয়ে আসছিল বলেই তাদের এই ২৩ বৎসরের মধ্যেও পাকিস্তানের পূর্ণ গণতন্ত্র আসতে পারে নাই। মধ্যে মধ্যে শুনতে পেয়েছি সেখানে মৌলিক গণতন্ত্রের কথা সেটা পূর্ণ গণতন্ত্র নয়। আজ যেখানে ভারত ২৩ বৎসর ধরে গণতন্ত্রের মাধ্যমে এগিয়ে যাবার প্রচেষ্টা নিয়েছে, ঠিক সেই সময়ে পূর্ব্ব পাকিস্তানের লোক সেই ভারতবর্ষের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে সুন্দর সুষ্ঠুভাবে জীবন যাপন করার জন্য, গণতন্ত্রকে রক্ষা করার জন্য যখন এগিয়ে এসেছিল, সেখানে ইয়াহিয়া খাঁন আক্রমণ করল. সেই গণতন্ত্রকে বাধা দেবার জন্য। সেই আক্রমণ গণতন্ত্রের উপর আক্রমণ বললে চলবে না, সেই আক্রমণ একটা জাতির উপর আক্রমণ, গণতন্ত্রের উপর আক্রমণ এবং সেটা কোন্ জাতি, সেটা হচ্ছে বাঙ্গালী জাতি। পাকিস্তানের বাঙ্গালী জাতি যদি উত্থানের পথে যায়, অগ্রগতির পথে যায়, তাহলে পাকিস্তানকে রক্ষা করা যাবে না, সে জন্যই বিগত নির্ব্বাচনের পরে পাকিস্তানের নেতা শেখ মুজিবর রহমান শতকরা ৯৫টি ভোটে জয়ী হয়ে পাকিস্তানের শাসনকে হাত করতে চেয়েছিল ঠিক সেই

সময়ে ইয়াহিয়া কি দেখলেন ? তিনি দেখলেন যে বাঙ্গালী জাতির অভ্যুত্থান হচ্ছে। হয়ত সমগ্র পাকিস্তান একদিন বাঙ্গালী জাতির কবলিত হয়ে যাবে এবং পাকিস্তানের গণতন্ত্রকামী লোকদের তিনি টুটি টিপে মেরে ফেলতে চাইলেন। সেইজন্যই তিনি চাইলেন যে মুজিবের পার্টি'র যে গণতান্ত্রিক দাবী সে দাবীকে যে কোন ভাবেই হোক প্রত্যাহৃত করতে হবে। যে ভুট্টো সাহেব তার চেয়ে কম সংখ্যক ভোট পেয়েছেন তিনি ইয়াহিয়াকে পেছন থেকে ইন্ধন জুগিয়েছেন। ভুট্টোকে যাতে পূর্ব্ব পাকিস্তানে প্রতিষ্ঠিত করে পাকিস্তানী অবাঙ্গালী একটা শাসনতন্ত্র নিয়ে একটা সরকার গঠন করা যেতে পারে এবং তার যে সামরিক মতলব যেটা ইয়াহিয়া চেয়েছিলেন তার পেছনে ছিল ভুট্টোর উস্কানি। কিন্তু কোন রকম উস্কানি বা কোনরকম কথায় যখন ভুট্টোর চাল টিকল না তখন ইয়াহিয়া মুজিবরের বিরুদ্ধে আরম্ভ করলেন বিভিন্ন রকম কায়দা কানুন। এই কায়দাকানুনের মধ্যে আমরা দেখতে পাই যেখানে পূর্ব্ব পাকিস্তানের জনসাধারণ ছয়দফা দাবীর ভিত্তিতে অগ্রসর হয়েছে তখন ইয়াহিয়া খাঁ বললেন যে তোমাদের দাবী দাওয়া যতটুকু আছে সেটা ভুট্টো সাহেবের সংগে একসংগে বসে আলোচনা করে ঠিক করে নাও এবং সেটা যেন পাকিস্তানের স্বার্থকে রক্ষা করে। কিন্তু আলোচনা চক্রান্ত করে ব্যর্থ করে দিয়েছে ইয়াহিয়ার দল। শেষ পর্যন্ত মুজিবর দেখলেন যে তাদের দ্বারা পূর্ব্ব বাংলার স্বার্থ রক্ষা হবে না। সেজন্য তিনি অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ করলেন ইয়াহিয়াকে চ্যালেঞ্জ করে। তখন তারা তাদের গণতন্ত্রকে আদর্শ হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিল তখনি একবার সে হুমকি দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে আসার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু হুমকি দিয়ে আসা সম্ভব নয়। সেজন্য সে আসল মুজিবরের সঙ্গে আলোচনায় বসবার জন্য। ৩/৪ দিন আলোচনার পর দেখা গেল যে মুজিবরের কোন কথাতেই ইয়াহিয়া আসতে চায় না। সেখানে মুজিবরের সঙ্গে চললো তার দ্বন্দ্ব। তিনি তখন মিলিটারী শাসন চালাবার হুকুম দিলেন এবং সেই শাসন কি রকম ? ১.৭ আর ১৩১ নম্বর ধারা নাকি আছে মার্শাল ল'এর যে ধারা বলে যতরকম অত্যাচার চালানো যায় পূর্ব পাকিস্তানের উপর সেই ধারাগুলি চাপিয়ে দিল। পূর্ব বাঙলার প্রতি শহরে, বন্দরে, পথেঘাটে দেখতে পাই যে মানুষ স্বাধীনতার আকাঙ্খা নিয়ে বাঁচতে চাইছে। যে মানুষ গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য চেষ্টা করছে তাদের বিরুদ্ধে চলেছে সেখানে বন্দুক, কামান আর ট্যাংকের সংগ্রাম। অর্থাৎ যুদ্ধ প্রস্তুতিতে যতরকম সমরাস্ত্রের প্রয়োজন হয়, একটা যুদ্ধ পরিচালনার জন্য যত রকমের রক্তক্ষয়ী অস্ত্রের প্রয়োজন হয়, পাকিস্তানের সামরিক শাসক সেই সমস্ত অস্ত্র প্রয়োগ করছে। নিরস্ত্র আন্দোলনকারীরা সেই অস্ত্রের সামনে টিকতে পারছে না। কিন্তু তাদের যে মনের জোর, মনের যে আকাঙ্খা সেটা দমিত হবার নয় এবং সেজন্য আজ সেটা দমিত হচ্ছে না। তাদের অদম্য স্পৃহা জেগে উঠেছে এবং সেজন্য পূর্ব্ব বাঙলার দিকে দিকে আজ সংগ্রামের আওয়াজ। আমাদের এই বিশেষ যে অবস্থা তাতে পাকিস্তানের গণতন্ত্রকে রক্ষা করার জন্য তাদের আকাঙ্খা ক রূপদান করবার জন্য ভারতবর্ষের রয়েছে অসীম দায়িত্ব। ভারত সরকার থেকে বলা হয়েছে যে পাকিস্তানে যে অত্যাচার

চলেছে, পাকিস্তানের মানুষকে দমন করবার জন্য সেই ষড়যন্ত্র মোটেই মনুষ্যোচিত নয় এবং ইন্দিরা সরকার হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন পাকিস্তানের এই সংগ্রামকে আমরা সমর্থন করব না যে সংগ্রাম একটা জাতিকে রক্ষা করতে জানে না, যে সংগ্রাম একটা জাতিকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চায়, যে সংগ্রাম গণতন্ত্রকে, সমাজবাদকে উচ্ছেদ করতে চায় তাকে আমরা কখনও সমর্থন করতে পারি না। কিন্তু আর একটু এগিয়ে আমি বলতে চাই যে যদি পাকিস্তান এই বর্বরতা না থামায় তাহলে আমরা সমস্ত শক্তি দিয়ে ভারতবর্ষের মানুষ সমস্ত ক্ষমতা দিয়ে যেন অগ্রসর হয় এবং পূর্ব বাঙলার মানুষকে রক্ষা করবার জন্য আমরা আমাদের যতরকম আয়োজন আছে সেগুলি যেন প্রয়োগ করি। আর একটা কথা অত্যন্ত দুঃখের সংগে বলতে হয় যে একদিন আমরাও ছিলাম পূর্ব্ব বাঙলার লোক। হয়ত পূর্ব বাঙলা আমরা ছেড়ে এসেছি এবং ভারতে বিভিন্ন জায়গায় আমরা রয়েছি। কিন্তু যে কারণে আমরা ছেড়ে চলে এসেছি সেটাও ছিল এই পশ্চিম পাকিস্তানীদের একটা ষড়যন্ত্র। বাঙালীদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার জন্য একটা অংশকে উচ্ছেদ করে এবং আর একটা জাতিকে ধ্বংস করে দিতে চেয়েছে তারা। তাই আজ বাঙলা দেশের মানুষ তাদের বিরুদ্ধে এই সংগ্রাম চালাতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু ইতিহাসের পাতা থেকে যেন তারা শিক্ষা নেয় যে এভাবে বাঙালী জাতিকে নিশ্চিহ্ন করা যাবে না। কেউ পারে নাই। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য বাঙালী জাতির দান কম নয়, তারা তাদের প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়েছে। তারা চেয়েছিল যে হিন্দু মুসলমান এই দুই মস্তিষ্ক যেন এক না হতে পারে বাঙলা দেশে। সেজন্য তারা রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে নেমেছে। কিন্তু আমরা সেখান থেকে উচ্ছেদ হলেও তাদের সঙ্গে আমাদের রক্তের সম্পর্ক রয়েছে এবং তা রয়েছে বলেই আমরা আজকে হিন্দুস্থানের বাঙালী যারা তারা এই আন্দোলনকে সমর্থন জানাতে পারছি। আজ দুই তিন দিন ধরে দেখতে পাই যে ত্রিপুরার বিভিন্ন স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রীরা, বিভিন্ন গ্রামের যুবক ছেলেরা অগ্রসর হয়ে চলেছে পাকিস্তানের বর্ডারের দিকে। তারা বলছে এই কথা যে যদি পাকিস্তান বাঙালী জাতিকে ধ্বংস করবার চেষ্টা করে তাহলে আমরাও আমাদের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাব। কোন জায়গায় কোন বাঙালী বসে থাকবে না। কারণ তাদের রক্তের উপর আঘাত পড়েছে। তাদের নিজের মানুষের উপর আঘাত পড়েছে। সেই আঘাতকে চুর্ণ করবার জন্য সমস্ত বাঙালী দিকে দিকে মেতে উঠেছে। শুধু বাঙালী নয়, যারা পৃথিবীর স্বাধীনতাকামী মানুষ তারা সবাই এই প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। পাকিস্তান হয়ত চায় বাঙ্গালী জাতিকে উচ্ছেদ করবার জন্য। কিন্তু তাদের মত বর্ব্বর মানুষ তো পৃথিবীর সবাই নয়। বিভিন্ন দেশ থেকে এই রক্তক্ষয়ী সংগ্রামকে ধিক্কার জানিয়েছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এখনও কেন রাষ্ট্রসঙ্ঘ অতি সত্বর এখানে হস্তক্ষেপ করছেন না। আমরা রাষ্ট্রসঙ্ঘকে অনুরোধ করব যে যত শীঘ্র সম্ভব পূর্ব বাঙলার এই রক্তক্ষয়ী সংগ্রামকে বন্ধ করার জন্য যেন তারা ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। ইউ, এন, ও,এর শক্তি কি রকম সেটা ইয়াহিয়ার মার্শাল ল' সরকার দেখে যাক। মার্শাল শক্তি কতক্ষণ বিশ্বের শক্তির কাছে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে। আমরা বলব যদি রাষ্ট্রসঙ্ঘ এখানে হস্তক্ষেপ করে তাহলে ভারতবর্ষও তাকে সহযোগিতা করবে

এবং ভারতবর্ষ যত শক্তি প্রয়োগ করবে সেই শক্তি যেন গণতন্ত্রকে রক্ষার জন্যই করে। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। তার আগে আমি বলব 'জয় বাংলা'।

Mr. Speakkr :—The House stands adjourned till 2 P. M. today.

মিঃ স্পীকার :— শ্রীসুরেশ চন্দ্র চৌধুরী।

শ্রীসুরেশ চন্দ্র চৌধুরী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, পাকিস্তানে দীর্ঘদিন সামরিক শাসন এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে এর বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলার জনসাধারণ পর পর কয়েক বারই ব্যাপক আন্দোলন করেছেন এবং সেই আন্দোলনের ফল স্বরূপ পূর্ব বাংলার শাসন ক্ষমতা লোকায়ত্ত করার জন্য, গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা চালু করার জন্য সমস্ত পাকিস্তানে যে নির্বাচন হয়েছে যে নির্বাচনে শেখ মুজিবরের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ জয়লাভ করেছে। পূর্ব বাংলার সমস্ত মানুষ সে নির্বাচনে আওয়ামী লীগকে যুক্ত করেছে। কিন্তু এই নির্বাচনকে ব্যর্থ করে বাংলাদেশে এমনকি সমগ্র পাকিস্তানে মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারকে খর্ব করার জন্য পুনরায় যে চক্রান্ত সে চক্রান্তের ফলস্বরূপ আজ এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। পূর্ব বাংলার সেই আওয়ামী লীগ নেতা মুজিবর রহমান বাংলার স্বাতন্ত্র্য এবং গণতান্ত্রিক অধিকার লাভের জন্য অহিংস গণ আন্দোলন আরম্ভ করেছেন। সেই অহিংস গণ আন্দোলনকে দমন করার জন্য ইয়াহিয়া খাঁ পূর্ব বাংলার বুকে বসে সেই সামরিক আইন পুনরায় জারি করেছেন এবং সামরিক আইনের ফলে আজকে সারা পূর্ববাংলায় এই নরহত্যা, অগ্নি সংযোগের তাণ্ডব চলছে। ভারী অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা যারা অহিংস আন্দোলন করেছিল সেই নিরীহ জনসাধারণের উপর নির্য্যাতন করছে। কামানের গর্জ্জন, গোলা বারুদের গর্জ্জন আজ ত্রিপুরার বিভিন্ন মহকুমা থেকেও শুনা যায়। সেই গর্জ্জনের মুখে আজ শত সহস্র মানুষ নিশ্চিহ্ন হচ্ছে। আমি এই বর্ব্বর অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছি এবং আমাদের সরকারের কাছে আমি আবেদন রাখছি যে, যে কোন অবস্থায় এই পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য। সেই বাংলাদেশের মানুষকে আজ সর্ব প্রকার সাহায্য করা প্রয়োজন। ত্রিপুরা সরকার এবং ত্রিপুরা সরকারের মাধ্যমে ভারত সরকারের নিকট আমি আবেদন রাখব যেন এই বর্বর অত্যাচার প্রতিরোধ করার জন্য পাকিস্তান বা পূর্ব বাংলাকে সমস্ত প্রকারের সাহায্য দিয়ে যেন সহযোগিতা করেন। বাংলা দেশের মানুষ দীর্ঘদিন যাবত নীরবে অত্যাচার ও নির্য্যাতন ভোগ করতে করতে আজকে জেগে উঠেছে। এই জাগরণকে কেউ রুখতে পারবে না, বন্দুক কামানের দ্বারা এটা রুখার জিনিষ নয়। মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার, মানুষের যে স্বাতন্ত্র্য এটাকে কেউ রুখতে পারে না অতি দ্রুত গতিতে মানুষ এগিয়ে যাবে এবং তারা তাদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠিত করবে, এটা অতি সত্য কথা। তাই পূর্ব বাংলার মানুষের এই সংগ্রামকে আমি অভিনন্দন জানাই এবং মুজিবর রহমান, যিনি পুর্ব বাংলার অবিসংবাদি নেতা তাঁর এই আন্দোলনের জন্য আমি তাঁকে অভিনন্দন জানাই। যে সব শহীদ এই সব বর্ব্বর আক্রমণের মুখে নিঃশেষ সেই সকল শহীদের প্রতি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাই। আজকে এই পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য সারা পূর্ব্ব বাংলার মানুষ একত্রিত হয়েছেন এবং দিকে দিকে রব উঠেছে জয় বাংলা বলে।

এই জয়বাংলা ধ্বনি নিয়ে বাংলা দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের যে ঐতিহ্য সেই ঐতিহ্যকে তারা আবার টেনে এনেছেন।

আজকে সংগ্রাম নয়, পাকিস্তান সৃষ্টি হওয়ার পর থেকে ইসলাম ধর্ম্মের নামে সামরিক কর্তৃপক্ষ যে শাসন চালিয়ে যাচ্ছেন এরই মধ্যে বারে বারে ভাষা আন্দোলন, ছাত্র আন্দোলন, যুব আন্দোলন এবং গণ অভ্যুত্থান পুর্ব বাংলায় কয়েক বারই হয়ে গেছে। সেই জন্য আমি এই অভ্যুত্থানকে সমর্থন জানাই। এবং সর্ব্বশেষে আমাদের এই বিধান সভায় আমরা যে মন খুলে এই বাংলাদেশের নারকীয় লীলার আলোচনা করতে পেরেছি, এই সুযোগ যে আমাদের মাননীয় অধ্যক্ষ দিয়েছেন সেই জন্য আমি উনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে এবং বাংলা দেশের মানুষ যারা এই সংগ্রামে শহীদ হয়েছে তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker :— Shri Bidya Ch. Deb Barma.

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে পাকিস্তানের ইয়াহিয়া সরকার যেরকমভাবে গণতন্ত্রকে বিসর্জ্জন দেওয়ার জন্য যে বর্ব্বরতার সাথে মার্শাল ল জারী করে সেই গণতান্ত্রিক অধিকার হরণের চেষ্টা করছে আমি তার নিন্দা করি এবং ক্ষোভ প্রকাশ করছি। পাকিস্তান সৃষ্টি হওয়ার পর পাকিস্তানের সাথে আমাদের স্বর্গীয় প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুর সাথে চুক্তি হয়। সেই চুক্তিও পাকিস্তান পালন করেনি। ঠিক এমনিভাবে আয়ুব খাঁর শাসন চলে গেল এবং ইয়াহিয়ার শাসন প্রতিষ্ঠিত হল। বন্দুকের নলের মুখে যে শাসন তারা চালিয়েছে তা অতি নিন্দনীয়। আজ পূর্ব্ব বাংলার জনসাধারণের মধ্যে গণতান্ত্রিক শাসনের সে চেতনা, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার যে চেতনা, সেই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য তারা সংগ্রাম করে চলেছেন। তাদের এই সংগ্রামের জন্য আমি তাদের সংগ্রামী অভিনন্দন জানাচ্ছি। অভিনন্দন জানাই বঙ্গবন্ধু মুজিবর রহমানকে যিনি গণতান্ত্রিক চেতনা জাগ্রত করেছেন পূর্ব্ব বাংলার সাত কোটি মানুষের মনে। আমরা দেখতে পাচ্ছি গণতন্ত্রকে হত্যা করার জন্য, ইয়াহিয়া সরকার গণহত্যা চালিয়ে যাচ্ছে। এটা অতি নিন্দনীয়। কারণ এইভাবে গণতন্ত্রকে হত্যা করার কোন নজীর ইতিহাসে নেই। সামরিক শাসন দ্বারা গণতন্ত্রকে হত্যা করা যায় না। আমি তাই কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট আবেদন করবো যেন এই গণতন্ত্র হত্যার চেষ্টা থেকে বিরত থাকার জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্রের এই ব্যাপারে আমাদের চুপ করে থাকা মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। অর্থের দিক দিয়েই বলেন, যে দেশের লোক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করে চলেছে তাদের সর্ব্বপ্রকার সাহায্য দেওয়া আমাদের কর্ত্তব্য বলে আমি মনে করি। এছাড়া যে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য যে অস্থায়ী সরকার বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেই সরকারকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য আমি কেন্দ্রীয় সরকারকে আবেদন জানাচ্ছি। এই ব্যাপারে আমি একটা adjourmment motion এনেছিলাম অন্ততঃ আমরা যাতে এই House থেকে এই অত্যাচারের প্রতিবাদ করার জন্য। কিন্তু তা গ্রহণ করা হয় নাই। তার জন্য আমি অত্যন্ত দুঃখিত।

এরপর, আমরা দেখেছি যে পূর্ব্ব বঙ্গের মানুষ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে এবং তার জন্য দীর্ঘ সংগ্রাম করে চলেছে। ভিয়েতনাম দেখিয়ে দিয়েছে যে মানুষের গণতান্ত্রিক চেতনা জাগালে পরে পৃথিবীর যত বড় শক্তিই আসুকনা কেন, সেই গণতান্ত্রিক চেতনাকে রুখতে পারে না। সে এগিয়ে যাবেই। আমি মনে করি আজ পূর্ব বাংলার জনসাধারণ যে সংগ্রাম করছেন তাতে তারা জয়যুক্ত হবেনই। আমি মনে করি যে কোন দেশের লোকই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করুক না কেন, সেই সংগ্রামকে আমাদের সমর্থন জানান উচিত। যারা অত্যাচার করে গণতন্ত্রকে ধ্বংস করার জন্য, তাদের অত্যাচার বন্ধ করার জন্য সর্বপ্রকারের চেষ্টা করা আমাদের উচিত। তারই জন্য. আমাদের এই ত্রিপুরা সরকার, কেন্দ্রীয় সরকারের মারফত জাতি সংঘকে জানিয়ে দেওয়া উচিত—ইয়াহিয়ার অত্যাচারের বিরুদ্ধে আমাদের এই প্রতিবাদ। যাতে পূর্ব বাংলার জনসাধরণ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে জয়ী হয়। তার জন্য সর্ব্বপ্রকারের সাহায্য বাংলার সংগ্রামী জনকে দেওয়া উচিত বলে আমি মনে করি। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার ঃ— শ্রীক্ষীতিশ চন্দ্র দাশ।

শ্রীক্ষীতিশ চন্দ্র দাস—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়। আজকে পূব বাংলায় যেভাবে গণহত্যা চলছে তার একটা প্রতিক্রিয়া আমাদের মধ্যে লক্ষ্য করে, সেই বিষয়া উপলব্ধি করে আলোচনার যে সুযোগ দিয়েছেন সেজন্য আপনাকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

আজকে পাইকারী হারে যে গণহত্যা চলছে সেইজন্য দায়ী এই একনায়কতন্ত্রী জঙ্গী শাসন। নারী, পুরুষ ও শিশু নির্বিচারে আজ হত্যা করা হচ্ছে গুলি করে। শুধু হত্যা করেই ক্ষান্ত নয়। আজকে আমরা বুঝতে পারিনা যে অনেক সদস্যই বলেছেন যে আমরা নিয়মতন্ত্রের ভিতরেই আলোচনা করব। আজকে পাকিস্তান যে ট্যাঙ্ক ব্যবহার করছে সেটা আন্তর্জাতিক নিয়ম বিরুদ্ধ। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে পাকিস্তান সরকার সেই নিয়মকে ভঙ্গ করেছে ইয়াহিয়ার জঙ্গী শাসন। আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশ। এককালে আমরা সেখানে জন্ম গ্রহণ করেছিলাম। সেই বাংলা দেশে আজ নারী পুরুষ নির্বিচারে বর্বরের মত মানুষকে মারতে মত্ত হয়েছে সেই ইয়াহিয়া খান। আজ এই যে বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষ যদি স্বাভাবিক ভাবে তাদের মৃত্যু হত তাহলেও আমরা ব্যথিত হতাম কারণ তারা আমাদের আত্মীয়স্বজন। কাজেই আজ এই সাড়ে সাত কোটি মানুষকে সে যেভাবে হত্যা করছে এতে স্পষ্টই বুঝা যাচ্ছে যে সে মরণ কামর দিচ্ছে এবং তার প্রতিক্রিয়া আমরা এপার থেকেই অনুভব করছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আপনার মাধ্যমে ভারত সরকারকে হুঁসিয়ার করে দিচ্ছি যে পাকিস্তান সরকার আন্তর্জাতিক নিয়ম লঙ্ঘন করে নির্বিচারে যে গণহত্যা চালিয়েছে, ট্যাঙ্ক ব্যবহার করছে আমরা হয়তো বিধানসভার নিয়মকানুন মেনে চলতে পারি কিন্তু জনসাধারণ তা ভঙ্গ করে পাকিস্তানে এই বর্বরোচিত আক্রমণে কি করে বসে এটাই আমাদের চিন্তার কারণ। আজ আমরা বিধান সভায় এই প্রস্তাব আলোচনা করে শুধু মাত্র ভারত সরকারকে অনুরোধ

করতে পারি কিন্তু জন সাধারণ কি আমাদের ঐ কথায় কান দেবেন। ভারত সরকার রাষ্ট্রসংঘের সদস্য এবং সেই রাষ্ট্রসংঘে যে মানবিক অধিকার রক্ষা করার জন্য কমিটি আছে—সেই কমিটিকে কি আজ আমাদের স্বরণ করিয়ে দিতে হবে যে পাকিস্তান সরকার নিরীহ জন সাধারণের উপর ট্যাংক ব্যবহার করছে তাদেরকে ধ্বংস করার জন্যে। আর এদিকে রাষ্ট্রসংঘ চুপ করে বসে আছে নির্বিকার হয়ে। যে রাষ্ট্রসংঘ পৃথিবীর সকল রাষ্ট্রের সদস্য নিয়ে গঠিত হয়েছে প্রত্যেকের, প্রত্যেক রাষ্ট্রের মানুষের দুঃখ দুর্দশা দেখার জন্য ও মোচন করার জন্য। বিচার বিবেচনা করছেন শান্তিস্থাপন করার জন্য সেই রাষ্ট্রসংঘ আজ এত নীরব কেন? কোথায় রাষ্ট্রসংঘের সেই ভূমিকা? মাননীয় অধ্যক্ষ আপনার মাধ্যমে আমি ভারত সরকারকে অনুরোধ করবো যে তাঁরা যেন এই ব্যাপারে রাষ্ট্রসংঘে সত্বর যোগাযোগ করেন। অন্ততঃ মানবিক অধিকার রক্ষা করার যে কমিটি তাদের গোচরে আনার জন্য। কারণ এখন এ ব্যাপারে সেখানে যা আলোচনা হচ্ছে তা সম্পূর্ণ অনুমানের উপর ভিত্তি করে। আমরা বলছি না যে সেখানে সশস্ত্র বাহিনীর দ্বারা আক্রমণ করার জন্য। কিন্তু যেসমস্ত বিধি ব্যবস্থা আছে সেগুলিও কেন আজ অবলম্বন করা হচ্ছেনা। এটাই আমার দুঃখ ও ক্ষোভ। শ্রদ্ধেয় মুজিবর রহমানের উপর যে একনায়কতন্ত্র সেটা আজ থেকে নয় অনেক পূর্ব থেকেই উৎপত্তি হয়েছে যেমন আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা সেটা নির্বাচনের অনেক আগে আয়ুব খাঁর আমল থেকেই মুজিবরের গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রচেষ্টাকে কোপঘাতে করতে চেয়েছিল। কিন্তু জনগণের আন্দোলনের ফলে সেই আয়ুব খা কেই সরতে হয়েছিল এই শাসন ব্যবস্থা থেকে। আজ তারই প্রতিনিধি ইয়াহিয়া খাঁ গণতন্ত্রকামী মানুষের উপর যেভাবে অস্ত্র ধারণ করেছে, তার এই অস্ত্র এখন হাত থেকে খসে পড়েনি। আজ শুধু পূর্ব বাংলায় নয় পৃথিবীর সকল গণতন্ত্র বিশ্বাসী রাষ্ট্রগুলি, বাংলা দেশের এই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে সমর্থন দিবে এটাই আমার বিশ্বাস। এবং আমিও বলছি যে তাদের জয় অবধারিত। ইয়াহিয়ার মিলিটারী শাসন ভেঙ্গে খান খান হয়ে যাবে।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি এখন দেখলাম যে অনেক ছাত্র-ছাত্রী টিক্কা খাঁর এবং ইয়াহিয়ার কুশপুত্তলিকা নিয়ে বর্ডারের দিকে যাচ্ছে দাহ করবার জন্যে এবং লক্ষ লক্ষ কণ্ঠে ধিক্কার ধ্বনি হচ্ছে। বাস্তবিকই এটা অনেক চিন্তার কারণ, যদিও এব্যাপারে আমাদের ত্রিপুরা সরকারের কিছু করণীয় নেই তবুও আজ আমি হাউসের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ জানাচ্ছি যে রাষ্ট্রসংঘের মানবিক অধিকার রক্ষা কমিটির কাছে যোগাযোগ করে সেখানে সৈন্য প্রেরণ করে অবস্থা আয়ত্বে আনা হয়। তা না হলে অবস্থা আরও ঘোরতর আকার ধারণ করতে পারে। কারণ ইয়াহিয়া খান যখন আন্তর্জাতিক আইন ভঙ্গ করছে মানুষ হয়তো ধৈর্য হারা হয়ে আইন লঙ্ঘন করতে পারে। পূর্ব বঙ্গের মুক্তি যোদ্ধারা যেভাবে মুজিবরের নামে লড়ছে এবং হাই কোর্টের বিচারপতিও তার সমর্থন করে লেঃ জেঃ টিক্কা খাঁকে শপথ বাক্য পাঠ করতে অস্বীকার করেছেন। কাজেই আমার বিশ্বাস আমার ধারণা সেই গণতন্ত্রকামী মানুষ জয়ী হবেই সেখানে তাদেরকে কেহই বাঁধা দিয়ে রাখতে পারবেনা আমি এই বলেই আমার বক্তব্য এখানে সেষ করছি যে পূর্ব বাংলার জয় হোক।

Mr. Speaker—Sri Radhika Rn. Gupta.

শ্রীরাধিকারঞ্জন গুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিপ্লবী বাংলা, মুক্তিকামী বাংলা, তরুণ বাংলার সাত কোটি মানুষকে আমি জানাই আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও অভিনন্দন। অভিনন্দন জানাই তরুণ বাংলার মুর্ত্ত প্রতিক শ্রদ্ধেয় নেতা শেখ মুজিবরকে। আজ পূর্ব বাংলায় যা হচ্ছে সেটা শুধু গণতন্ত্রের সংগ্রাম নয়। আমার মতে এটা জাতীয় স্বাধীনতা এবং গণতন্ত্রে নিজেদের প্রতিষ্ঠালাভের এই সংগ্রাম। আমরা ভারতবর্ষের মানুষ গণতন্ত্রে বিশ্বাসী এবং এই গণতন্ত্রের জন্য, জাতীয় স্বাধীনতার জন্য এই ভারতবর্ষ একটা সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে দীর্ঘদিন লড়াই করেছে এবং পরিশেষে সেই সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে আমরা ভারত ছাড়া করেছি, ভারতের স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে। আমরা তাও জানি যে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পর এশিয়ায় এবং আফ্রিকায় যে সমস্ত সাম্রাজ্যবাদী শক্তি আছে তারা যাতে সেই সমস্ত দেশ থেকে পাততাড়ি গুটিয়ে চলে যতে পারে তারজন্য ভারতবর্ষ এশিয়া এবং আফ্রিকার সেই মুক্তিকামী মানুষের পাশে তার সমর্থন দিয়েছে তাদেরে সাহায্য দিয়েছে। কাজেই আজ পূর্ব্ব বাংলা আমাদের ঘরের কাছে। আমরা জানি পূর্ব্ব বাংলার এই আন্দোলন সেটা ইয়াহিয়ার মিলিটারী জোণ্টা ও পাঞ্জাবী প্রভুত্বের বিরুদ্ধে। বাঙ্গালীদের জাতীয় স্বাধীনতা ও মুক্তির আন্দোলন। কাজেই নৈতিক দিক দিয়ে আমাদের এই আন্দোলনকে সমর্থন করা উচিত কেন না আমার জাতীয় স্বাধীনতা এবং গণতন্ত্রে বিশ্বাসী। গণতান্ত্রিকভাবে যদি আমরা চিন্তা করি তাহলে আমরা দেখি মাত্র কিছুদিন আগে পাকিস্তানে যে নির্ব্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে, এই নির্বাচনেরদ্বারা নিঃসংশয়ভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে পাকিস্তানের অর্দ্ধেকের চেয়েও কিছু বেশী লোক মুজিবর রহমান ও তার আওয়ামী লীগের সমর্থক। কাজেই গণতন্ত্রে যেখানে আমরা বিশ্বাসী সেখানে মানুষ ঠিক করবে তার দেশ, তার জাতি, তার অর্থনীতি, তার সমাজ ব্যবস্থা কি হবে সেটা জনগণই ঠিক করবেন। সেই জনগণ যেখানে মুজিবুর ও তার দলকে একক সংখ্যা গরিষ্ঠতা দিয়েছেন সেখানে আমি বাব আইনের দিক থেকেও আজকে বাংলা দেশ সম্পর্কে এমন কি পাকিস্তান সম্পর্কে কোন কথা বলার গণতান্ত্রিক দৃষ্টি-ভঙ্গিতে একমাত্র অধিকার থাকিবে মুজিবুর এবং তার দল আওয়ামী লীগের। কাজেই আজকে ইয়াহিয়া খাঁন এবং তার মিলিটারী জুণ্টা এবং পাঞ্জাবীরা বেয়নেটের জোরে এই গণতন্ত্র এবং স্বাধীনতাকে দাবিয়ে রাখবে এটা কখনও হতে পারে না। আমার বিশ্বাস আছে যে পরিণামে সেই সাম্রাজ্যবাদী শক্তি সেই উপনিবেশবাদী শক্তি, তার শক্তি যত বেশীই হউক না কেন পরাজয় তাদের অবশ্যম্ভাবী। উপনিবেশবাদ বিরোধী যে ভারতবর্ষ এবং আমাদের ভুতপূর্ব্ব প্রধানমন্ত্রী স্বর্গত জওহরলাল নেহেরু তিনি বিভিন্ন সময়ে বলেছিলেন যে এশিয়ারএব আফ্রিকার জাতীয় স্বাধীনতার আন্দোলনে সমস্ত দেশকে ভারত তার সমর্থন দিয়ে যাবে। এবং আজকে পূর্ব্ব বাংলার ক্ষেত্রে আমার মনে হয় এটা জাতীয় স্বাধীনতার প্রশ্ন, এটা গণতন্ত্রের প্রশ্ন। কাজেই ভারতবাসী হিসাবে ভারতবর্ষের সরকার হিসাবে আমাদের শ্রদ্ধেয় নেতৃ ইন্দিরাজীর এই বিষয়ে একটা ঐতিহাসিক দায়িত্ব আছে বলে আমার

মনে হয়। এবং এই সভার মারফতে আমি তাঁর কাছে এবং তার সরকারের কাছে আবেদন রাখব যে পূর্ব বাংলার এই জাতীয় স্বাধীনতার আন্দোলন এবং গণতন্ত্রকে রক্ষার এই আন্দোলনে এই পাঞ্জাবী মিলিটারীর অত্যাচারের বিরুদ্ধে পূর্ব বাংলার সাত কোটি মানুষের এই স্বাধীনতার আন্দোলনকে ভারতবর্ষ যেন তার সর্ব্বাঙ্গীন সাহায্য এবং সাহচর্য্য প্রদান করেন। আমরা জানি ইতিপূর্ব্বে সুয়েজে যখন বৃটিশ-ইঙ্গ-ফরাসীদের নিলর্জ্জ সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণের দিনেও ভারত তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল। এখানেও আমার মনে হয় যে আজকে একটা ঐতিহাসিক দায়িত্ব ভারতবর্ষের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে এবং সেই দায়িত্ব ভারতবর্ষকে পালন করতে হবে। কারণ আমাদের ঘরের কাছে পাঞ্জাবী দস্যুদের এই অত্যাচার, গণতন্ত্রকে হত্যা করার এই নির্ম্মম প্রচেষ্টাকে আমরা চুপ করে সহ্য করতে পারি না। কাজেই পরিশেষে এই সভার মাধ্যমে ভারত সরকারের কাছে আমি আবেদন রাখছি যেন পূর্ব বাংলার এই মুক্তি আন্দোলেনকে সফল করার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

Mr. Speaker :—Srimati Renu Chakraborty.

Srimati Renu Chakraborty :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বর্ত্তমান অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করে আপনি আজকে আমাদের এই বিধান সভায় যে আলোচনার সুযোগ দিয়েছেন তারজন্য আমরা সবাই কৃতজ্ঞ। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় গণতন্ত্রকে হত্যা করার জন্য যে নারকীয় হত্যাকাণ্ড, অত্যাচার ও নির্য্যাতন এই ইয়াহিয়া সরকার চালাচ্ছেন তার আর্ত্তনাদ আজ পূর্ব বাংলার আকাশে বাতাসে ধ্বনিত। যে নিরস্ত্র নিরীহ এবং শান্তিকামী জনসাধারণ দেশের স্বাধীনতা অর্জ্জনের জন্য দৃঢ় সঙ্কল্প এবং আত্মত্যাগের যে আদর্শ আজ পূর্ব বাংলার মাটিতে তারা রক্তাক্ষরে লিখে যাচ্ছে তার ঢেউ আজ ত্রিপুরার জনসাধারণের মধ্যেও আলোড়ন সৃষ্টি করেছে কারণ ত্রিপুরার মানুষের সঙ্গে পূর্ব বাংলার মানুষের রক্তের সম্পর্ক আছে। আজ তাদের আর্ত্তনাদে ত্রিপুরার জনসাধারণ অত্যন্ত ব্যথিত, মর্ম্মাহত। প্রাণের ব্যথা প্রকাশ করার কোন ভাষা আমি খুঁজে পাচ্ছি না। বর্ত্তমান সুসভ্য জগতে এরকম জঙ্গী শাসন কিভাবে এই নারকীয় হত্যাকাণ্ড চালিয়ে যেতে পারে তা আমি ভেবে পাচ্ছি না। তা প্রতিরোধ করার কোন নৈতিক দায়িত্ব কি কোন রাষ্ট্রের নেই? কোন রাষ্ট্রের কি বিবেক নেই? কোথায় শক্তিমান রাষ্ট্রগুলি? আজ কোথায় আমাদের রাষ্ট্রসংঘ এবং তার নিরাপত্তা পরিষদ? কেন তারা এই মুহূর্ত্তে এই গণহত্যার প্রতিবাদে এবং প্রতিরোধে এগিয়ে আসছেন না। আমি মনে করি শান্তিকামী এবং গণতন্ত্রপ্রিয় রাষ্ট্রগুলি এই মুহূর্ত্তে রাষ্ট্রসংঘের কাছে আবেদন জানানো উচিৎ যেন এই মুহূর্ত্তে এই গণহত্যার বিরুদ্ধে অবশ্য হস্তক্ষেপ করেন। ভারতবর্ষের প্রতিটি নাগরিকের আন্তরিক সমর্থন রয়েছে পূর্ব বাংলার এই স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতি এবং তার শান্তিপ্রিয় জনসাধারণের প্রতি। তারা গণতন্ত্রের মাধ্যমে গণ-জাগরণের মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ উপায়ে তাদের সমাধান চেয়েছিল, আজকে বেলটের পরিবর্ত্তে বুলেট দ্বারা তার প্রত্যুত্তর দেওয়া হচ্ছে। আজ এই বিধান সভায় আমাদের নিন্দার সঙ্গে

আমি আশা করি সমস্ত বিশ্বের নিন্দা একসঙ্গে ধ্বনিত হবে। এবং আমরা বিশেষভাবে অনুরোধ জানাব—যদিও অন্য রাষ্ট্র আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার অধিকার আমাদের নেই কিন্তু দেশের গণহত্যা আভ্যন্তরীণ ব্যাপার নয়। লক্ষ লক্ষ মানুষের হত্যা সহ্য করা যায় না, প্রাণের আবেগ রুদ্ধ করা যায় না। তাই আজ তীব্র কণ্ঠে এই জঙ্গী শাসনের নিন্দা করব এবং পূর্ববঙ্গের এই আত্মত্যাগী গণতন্ত্রপ্রিয় জনসাধারণকে জানাব আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও নমস্কার। এবং যারা স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেছেন তাদের প্রতি জানাব আমাদের আন্তরিক সহানুভূতি, সমর্থন ও অভিনন্দন। আজকে আমরা এই বিধান সভার মাধ্যমে ভারত সরকারকে বিশেষভাবে অনুরোধ করব যাতে এই মুহূর্তে রাষ্ট্রসংঘ হস্তক্ষেপ করেন তারজন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করেন এবং স্বাধীন বাংলা দেশকে স্বীকৃতি দেন। আমি সর্বশেষে আবার এই এই স্বাধীন বাংলার এই গণতান্ত্রিক সংগ্রামী মুজিবর রহমানের জয় কামনা করি এবং তার দীর্ঘ জীবন কামনা করি। স্বাধীন বাংলার জয় হোক এই ব'লে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker :— Discussion is over. Now I am passing on to the next item of the business.

(A voice)

You may speak for 5 minutes

Sri Benoy Bhusan Banerjee :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে পূর্ব বাংলার জঙ্গী শাসনের এবং তার ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এই বিধান সভার সদস্যগণের এবং ত্রিপুরার জনসাধারণের যে উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা এবং ব্যথা উপলব্ধি করছেন এবং আপনি এই আলোচনার সুযোগ দেওয়ায় আপনাকে অভি-নন্দন জানাই। শতকোটি প্রণাম জানাই—হাজার হাজার অমৃতের সন্তান মৃত্যুঞ্জয়ী শহীদদের উদ্দেশ্যে। অন্তরের শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করছি পূব বাংলার প্রাণ পুরুষ শেখ মুজিবুর রহমানের উদ্দেশ্য। এটা অত্যন্ত সত্য কথা যে দুই হাজার মাইলের ব্যবধানে থেকেও ধর্মীয় একতা উচ্চারণ করে, ধর্মীয় একতার দোহাই দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণকে শোষণ করবার লালসার জন্য আজ ইয়াহিয়া খাঁর এই বর্বরোচিত এবং উন্মাদের মত আক্রমণ। গণতন্ত্রের মাধ্যমে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে শাসন ক্ষমতা হস্তান্তর করবার কথা ছিল। কিন্তু তা না দিয়ে তাদেরকে দাবিয়ে দিবার জন্য জঙ্গী আইন চালু করল ইয়াহিয়া খাঁ। এই জঙ্গী আইনকে বর্ত্তমান পৃথিবীর সমস্ত সভ্য মানুষই ঘৃণা করে। আমিও ত্রিপুরার সাধারণ মানুষ হিসাবে পাকি-স্তানসরকারের এই জঙ্গী ব্যবহারের জন্য ঘৃণা জানচ্ছি। সাথে সাথে মাননীয় স্পীকারের মাধ্যমে পৃথিবীর শান্তিও সমৃদ্ধির জন্য, মানবিক অধিকার আইনকে রক্ষার জন্য, U. N. Oএর যে মানবিক অধিকার কমিটি আছে, তার মাধ্যমে মনুষ্যত্বের দাবীকে জয়যুক্ত করবার জন্য সক্রিয় আসুরিক এবং পাশবিক অত্যাচারকে দমিত করবার জন্য সক্রিয় হস্তক্ষেপ আমি কামনা করি এবং আমাদের মহান নেত্রী ইন্দিরা গান্ধীর মারফতে এই আবেদন রাখছি পূর্ব বাংলার মানুষ

যাদের আমরা ভুলিতে পারি না, যদিও আমরা আজকে তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন, তাদের প্রতি সহনুভূতিশীলা হয়ে তিনি যেন তাদের এই আন্দোলনকে স্বীকৃতি দেন। ত্রিপুরার ছাত্র যুবক আজ তাদের এই অত্যাচারে উদ্বিগ্ন। আমাদের এই যে উৎকণ্ঠা সেটা উপলব্ধি করে আমাদের শ্রদ্ধেয়া প্রধান মন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর নিকট আবেদন করব তিনি যেন রাষ্ট্রস ঘে তাদের এই অত্যাচার এবং উৎপীড়নের কথা দৃঢ়তার সহিত প্রচার করেন এবং আরও শক্তিশালী অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথে সহযোগিতা করে এবং তাদের সাহায্য কামনা করে U. N. O. তে এটা তুলতে পারেন তারজন্য জোর তদারকী করেন। আমার এটা বিশ্বাস আছে পূর্ব বাংলার সংগ্রামীজনতার এই আত্মদান ব্যর্থ হবেনা। এই বিশ্বাস আমার আছে। যারা ব্রিটিশের শাসনকে দূর করে দিতে পেরেছিল, বৃটিশের শাসন থেকে দেশকে মুক্ত করতে যারা পিছু হঠেনি সেই বাংলার সাত কোটি মানুষের সংগ্রাম ব্যর্থ হবে না। শহীদের রক্ত ব্যর্থ হবে না। আমরা অন্য দেশের ব্যাপারে নাক গলাতে চাই না। তথাপি আমাদের যে উদ্বেগ এবং উৎকণ্ঠা আমি বিশ্বাস করি আমাদের এই উদ্বেগ তাদের শক্তি যোগাবে। তাদের প্রতি আমাদের নৈতিক সমর্থনের সাথে সাথে ত্রিপুরার জনসাধারণের নিকট থেকে তারা যেন আর্থিক সাহায্যও পান সেই আবেদন রেখে এখানে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Speaker :— There are calling attention given notices of by Shri Abhiram Deb Barma on 25.3.71 & Shri Raj Kumar Kamaljit Singh on 26.3.71 to which the ministers concerned agreed to make a statement to-day, the 29th March, 1971. I would call on Hon'ble Minister-in-charge to make a statement on—

"গত ২৪শে মার্চ্চ আগরতলার প্রাচ্য ভারতী স্কুল আগুনে ভস্মীভূত হওয়ার ব্যাপারে।"

Shri S. L. Singh :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় শ্রীঅভিরাম দেববর্মা এবং শ্রীরাজ কুমার কমলজিৎ সিং মহাশয় আগরতলা প্রাচ্যভারতী স্কুল গত ২৪শে মার্চ্চের আগুনে ভস্মীভূত হওয়ার ব্যাপারে Calling Attention noticeও দিয়েছেন।

"On 24th March, 1971 at 19-45 A. M. fire broke out at Prachya Bharati Higher Secondary School. It has been learnt from the Secretary and the Head master of the School that fire started from the North-west corner of the School building and touched 14 (fourteen) class rooms one after another. Furniture of fourteen class rooms have been fully damaged along with bamboo ceiling of every rooms, doors and windows including pacca walls.

It is suspected that petrol was poured in the class rooms and it was done by some miscreants.

Total loss has been assessed at Rs. 60,000 (approx). No report so far as regards injury or death due to the fire accident. Investigation into the case is in progrees.

Mr. Speaker—Next, I would call on Hon'ble Minister-in-charge to make statement on—

"ত্রিদলীয় চুক্তি অনুসারে গত ২৪শে মার্চ্চ আগরতলাতে নিরীহ দীন মজুরদের ন্যায্য মজুরীর দাবীর পরিপ্রেক্ষিতে মহাজনদের দ্বারা দলবদ্ধ আক্রমণ সম্পর্কে।"

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস—মাননীয় স্পীকার স্যার, বিগত ৫।১।১৯৭১ ইং তারিখে ত্রিপুরা চা-মজদুর ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক, ত্রিপুরা ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক ও ত্রিপুরা রিটেল একটের সাধারণ সম্পাদকের মধ্যে আগরতলা সহরের বিভিন্ন অংশে মাথায় এবং ঠেলা গাড়ীতে করে বিভিন্ন স্থানে মাল আনা-নেওয়ার পারিশ্রমিকের বিভিন্ন হার এক শান্তি করণ পর্য্যায় স্থিরীকৃত হয়। উক্ত চুক্তি পত্রের শর্ত্তাবলী ১১।১।১৯৭১ ইং তারিখ হইতে কার্য্যকরী হইবে বলিয়া স্থিরীকৃত হয়। কিন্তু পরে জানা যায় যে বেশ কিছু সংখ্যক ব্যবসায়ী উক্ত চুক্তি-পত্রে স্থিরীকৃত হার অত্যধিক মনে হওয়ায় চুক্তি পত্রের শর্ত্তাবলী কার্য্যকরী করিতেছেন না। ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক সমস্ত বিষয়ট পুনরালোচনার জন্য শ্রম করণাধিকরণকে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ যুক্ত অধিবেশনের জন্য অনুরোধ জানান। ত্রিপুরার চা-মজদুর ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদকও তাতে সম্মত হন। তদনুসারে চুক্তি পত্রের শর্ত্তাবলী আলোচনা এবং এইগুলি কার্য্য-করী করার ব্যাপারে উভয়ের মধ্যে একটি শান্তিপূর্ণ যুক্ত বৈঠক হয়। উভয় পক্ষ ঐ বৈঠকে পারিশ্রমিকের সর্ব্বপ্রকারের হারগুলি আলোচনা করেন। কিন্তু ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক সমিতির অন্যান্য সভ্যদের সাথে আলোচনাকল্পে কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে পারেন নাই। যেহেতু ব্যবসায়ীদের সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে বিলম্ব হইতে ছিল সেই জন্য দিন মজুরগণ অসহিষ্ণু হয়ে আন্দোলনের পথে আগাইয়া যাইতে মনস্থ করেন। মজুরীর হার স্থির না হওয়ায় মজদুর ইউ-নিয়নের অন্তর্গত কতিপয় মজুর ২৩।৩।৭১ ইং তারিখে দোকানের মাল উঠানো নামানো বন্ধ করে দেন। যাহা হউক ব্যবসায়ীগণ আপোষ মীমাংসার্থে সরকারের সাথে আলোচনায় বসিতে সিদ্ধান্ত করেন। তদনুসারে সর্দ্দারগণকে ডাকা হয় কিন্তু সেই তারিখে সর্দ্দারগণ উপস্থিত হন নাই। যেহেতু কোন সর্দ্দার ব্যবসায়ীদের সাথে একত্রে বসিতে উপস্থিত হন নাই সেইজন্য ব্যবসায়ী-গণ মনে করিলেন যে দিন মজদুর ইউনিয়ন আর কাজ নাও করিতে পারে সেইজন্য তাহারা নূতন মজুর নিয়োগ করিতে আরম্ভ করেন। ২৩।৩।৭১ ইং তারিখে কতিপয় মজদুর একজন ব্যবসায়ীর মাল লরী থেকে খালাস করিতেছিল। কিন্তু পূর্ব্ব দিন কার্য্যে ব্যাঘাত সৃষ্টি করায় উক্ত ব্যবসায়ী মজদুরগণকে কার্য্য থেকে বিরত থাকতে বলেন। ফলে দিন মজুরগণ মাল খালাস করিতে মন স্থির করেন। তারপর উক্ত ব্যবসায়ী কিছু সংখ্যক নূতন মজদুর এই কাজে লাগান। এই মজদুরগণ কাজ সুরু করিলে পুরাতন মজদুরগণ তাহাদিগকে কাজে বাধা দেন। ফলে নুতন এবং পুরাতন মজদুরগণের মধ্যে ঝগড়া বাঁধে এবং তাহাদের মধ্যে নানা প্রকারের অবাঞ্ছিত কথা বিনিময় হয়। শান্তি বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কায় ঘটনাস্থলে পুলিশ আসিয়া উপস্থিত হন এবং বিবাদমান লোকগণকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দেন। যদিও ব্যবসায়ীগণ ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন

কিন্তু তাহারা নিজেরা কাহারো উপর হামলা করেন নাই। যাহাই হউক মজুরীর বিভিন্ন হার সংক্রান্ত বিষয়টি বিগত ২৫।৩।৭১ ইং তারিখে মীমাংসা হইয়া যায়।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিং—১৯৭১ ইং সনের জানুয়ারী মাসের ৩১শে তারিখ ত্রিপক্ষিয় দলের যে চুক্তি হয়, সেই চুক্তি ভঙ্গ করার দরুণ সরকার হইতে কি বন্দোবস্ত করা হইয়াছে তাহা আমাকে একটু বলুন।

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস—সরকার হইতে ঐটা যাতে মানে তারজন্যে তাদেরকে নিয়ে একত্রে বসা হইয়াছিল।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিং :—মাননীয় মন্ত্রী বাহাদুরের statement এ দেখা যায় মহাজনদের নিজেদের initiative এ আবার ত্রিদলীয় পক্ষের জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে। It has not come from the Govt. at all, it has come from the businessmen. আমাদের যে ত্রিদলীয় চুক্তি হয়েছে সেটাকে আবার পুনর্বিবেচনার জন্য এটা এসেছে। কাজেই যে চুক্তিটা হয়েছিল সেটার যারা ভঙ্গকারী তাদের বিরুদ্ধে যে কি প্রতিকার নেওয়া উচিত সেটাই হল এই প্রস্তাবটি।

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস :—গভর্ণমেন্ট তরফ থেকে permission নিয়েই আবার বৈঠকের ব্যবস্থা করা হয়, এবং পূর্ব্বের চুক্তি মানানোর জন্যই গভর্ণমেন্টের persuasion এ এই মিটিং ডাকা হয়।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিং :—এ point টা ক্লিয়ার হল না স্যার, তারা চুক্তি ভাঙ্গছে বলেই শ্রমিকরা আন্দোলন করছে এবং ব্যবসায়ীদের নিকট থেকে একটি আলোচনার জন্য প্রস্তাব করা হয়েছে। Not from Govt. যদি সরকার থেকে চুক্তি ভাঙছে বলে প্রস্তাব করা হত তাহা হইলে অন্য কথা ছিল। কিন্তু ব্যবসায়ীরাই এই চুক্তি ভেঙ্গেছে এবং এই চুক্তি ভাঙ্গার পরই এই প্রস্তাব আনা হয়েছে। সুতরাং এই উত্তরে আমি সন্তুষ্ট নই। সেই জন্যই আমি তার clarification চাইছি।

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস :—এই যে ত্রিদলীয় একটা চুক্তি তা যদি না মানে সেটা মানানোর জন্যই আমরা শান্তিপূর্ণভাবে আলোচনার ব্যবস্থা করেছিলাম এবং সেই চুক্তি শান্তিপূর্ণভাবে মানানোর জন্যই আমরা পরবর্ত্তী বৈঠকের ব্যবস্থা সরকারের নির্দ্দেশে হয়েছিল।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিং :—কি কারণে এই চুক্তিটা ভঙ্গ হল সেটা মন্ত্রীমহোদয় অনুসন্ধান করে দেখবেন কি?

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস :—ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক যদিও এই চুক্তিটা সহি করেছিলেন পরে বললেন এটাতে Rate টা exhorbitant হয়ে গিয়েছে তাই তিনি এসোসিয়েশনের অন্যান্য সদস্যগণকে মানাতে পারছেন না। সেইজন্য তিনি বললেন অন্যান্যদের ইচ্ছা নিয়ে আবার বৈঠকে বসলে ভাল হবে।

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস :—১১-১-৭১ইং তারিখে যে রেইটটা হয়েছিল সেই রেইটা কত ?

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস :—কোন মালের রেইট জানতে চেয়েছেন ?

Shri Khitish Ch. Das :—মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় বলছেন যে ১ -১-৭১ তারিখে প্রথম যে চুক্তি হয়েছিল সেই চুক্তির rate টা বেশী হয়েছে ; সেই rate টা কত ?

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস :—বিভিন্ন মালের বিভিন্ন rate এবং বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন rate. ধরুন কামান চৌমুহনী থেকে ঝগরিয়ামুড়া যদি যায় তাহলে এক রকম rate হবে, এবং মরিচ হলে এক রকম rate হবে, cement হলে অন্য রকম rate হবে।

Shri Khitish Ch. Das :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি বিভিন্ন মালের কথাই বলছি। এখন যদি তুলা এবং লোহা যদি এক ওজন হয় তাহলে কি rate টা পার্থক্য হবে ?

Shri P. K. Das :—হ্যাঁ নিশ্চয়ই পার্থক্য হবে।

Shri Kshitish Ch. Das :—আমি তাই বলছি যে মণ প্রতি সেই rate টা কত ? আমি বিভিন্ন rate এবং বিভিন্ন দ্রব্যের কথা বলছিনা। তুলা এক মণ এবং লোহা এক মণ, ওজন সমানই। কাজেই মণ প্রতি rate টা কত সেটাই আমি জানতে চেয়েছি।

Shri P. K. Das :—অনেকগুলো item আছে, এটা একটা বিরাট ব্যাপার। কাজেই কোন্ item এটা specific করে বলুন। ৩০ মণ তুলার বস্তা একটা ঠেলাগাড়ীতে জায়গা হবেনা, কিন্তু ৩০ মণ cement এর বস্তা একটা ঠেলাগাড়ীতে জায়গা হবে। কাজেই rate এর difference হবে। কারণ ৩০ মণ তুলা নিতে অনেক ঠেলাগাড়ী লাগবে।

Shri K. C. Das : —Point of clarification. আমি সেটাই বলছি বিভিন্ন item এর rate বেশী হওয়াতে চুক্তি ভঙ্গ হয়েছে, সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন। সেই rate টা নিশ্চয়ই আপনার কাছে আছে। তাই আমি জানতে চেয়েছি যে rate টার জন্য ব্যবসায়ীরা চুক্তি ভঙ্গ করেছে সেই rate টা কত ?

Shri P, K. Das :—অনেকগুলো item আছে, এটা একটা lengthy ব্যাপার। কাজেই আলাদা আলাদা ভাবে প্রশ্ন করলে আমি বলতে পারব।

Shri Suresh Choudhury :—ব্যবসায়ীগণ সমস্ত মালের rate বেশী বলে তো চুক্তি ভঙ্গ করেন নাই। যে যে মালের rate বেশী বলে চুক্তি ভঙ্গ করেছেন সেই সেই মালের rate গুলো মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাতে পারেন।

Shri P. K. Das :—মাননীয় সদস্যগণ আমার Chamber এ যান, তবে তাদের সাথে এ ব্যাপারে যে আলাপ আলোচনা হয়েছে, সেটার একটা পূর্ণ বিবরণ আপনাদের দিতে পারি।

Sri. K. C. Das — মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, আপনার Chamber এ যাব ঠিকই। তবে কথা হচ্ছে আজকে Statement এ যে rate টার কথা বলা হয়েছে এবং যে rate টার কথা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের জানা আছে সেই বলুন rateটা।

Shri. P. K. Das — আমি বলেছি যে বিভিন্ন item আছে। যদি আপানরা really জানতে চান তা হলে আমার officeএ আধ ঘন্টা পরে গেলে আমি তা দিয়ে দিব।

Mr. Speaker :—Hon'ble Minister has invited the Hon'ble member to meet in his chamber and he would clarify all the points.

I have received Calling Attention notice from Sri Benoy Bhusan Banerjee on the subject "২৫শে মার্চ্চ সন্ধ্যায় ধর্ম্মনগর B. B. I. তে অগ্নিকাণ্ড ও ক্ষয়ক্ষতি" I have given consent to the motion of Sri Banarjee. I request the minister-incharge of the Deptt. to make a statement. If the Hon'ble ministe is not in a position to reply to-day, he will kindly give a day for the calling attention notice to be shown in the order paper for the statement.

Shri. S. L. Singha :-- মাননীয় স্পীকার মহোদয়, 2nd April, 1971.

Mr. Speaker — Hon'ble minister-in-charge has agreed to give a statement on 2nd April, 1971.

Next business to-day is the General Discussion on the Budget Estimates for 1971-72 which is continuing. I would call on Shri U: K. Roy, to participate in the discussion.

Shri. U. K. Roy :— Hon'ble Speaker, Sir, মাননীয় অর্থমন্ত্রী এই হাউসে মাননীয় Lt. Governor এর সুপারিশমূলে রাষ্ট্রপতির অনুমোদিত ত্রিপুরা সরকারের বাজেট উপস্থিত করেছেন। এই সম্পর্কে আমি দু' চারটি কথা বলব। বাজেট একটা বিরাট ব্যাপার। আমি শুধু সামান্য একটি বিষয়ের উপর আমার বক্তব্য রাখব। ত্রিপুরা সরকার যে বাজেট তৈরী করেছিলেন সেটা আমাদের Lt. Governor recommend করে Central Govt. এর নিকট পাঠান। সেখানে থেকে এই বাজেট রাষ্ট্রপতির অনুমোদন লাভ করে ফিরে এসেছে এবং হাউসে সেই বাজেট পেশ করা হয়েছে। এটার উপর discussionটা নেহাতই অপ্রয়োজনীয়। কারণ এটা already রাষ্ট্রপতির অনুমোদন পেয়ে গেছে। আমরা এটা একটা মক হিরোয়িক ড্রামার মত অভিনয় করছি। মন্ত্রী মহোদয় বাজেট পেশ করলেন, বিভিন্ন সদস্যরা generel discussion করলেন, তারপর demand আসল, cut motion আসল, পাশ হল। এ সব বাদ দিলেও চলত। কারণ budget has been approved by the Administrator এটা আমরা ঠিক অভিনয়ের মত করে যাচ্ছি। এটা একটা প্রহসনের মত যদি আমাদের সেই সুদিন আসে এবং যদি ভারত সরকারের ঘোষণা অনুযায়ী full fleged state এ উন্নীত হয় তাহলে এই প্রহসন শেষ হয়ে যাবে। তখন আমরা ঠিক ঠিক মত বাজেট করতে পারব। বাজেটের ভিতরে নানা রকম scheme আছে। ত্রিপুরা একটি কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল। কিন্তু এর সমস্যা অনেক। এই সমস্যাগুলি পুরাপুরি অনুধাবন করে একটা Plan chalk out করে সেই planটা কার্য্যে রূপায়িত করে

ত্রিপুরার জনগণের প্রকৃত উন্নয়নের এবং অগ্রগতির পথ সুগম করা খুবই শক্ত কাজ। আমাদের সরকার যতটুকু দক্ষতার সঙ্গে এই জটিল সমস্যাগুলো অনুধাবন করে তার উপযোগী plan করে এবং সেই plan কে নিষ্ঠার সহিত রূপায়িত করে জনগণের প্রকৃত মঙ্গল সাধনা করার ব্যাপারে পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করেছেন কিনা আমার সন্দেহ আছে। কেন সন্দেহ আছে তা আমি বলছি। এ সব কাজ একটা বিরাট সমস্যা। দুরূহ সমস্যা বলব। তার মধ্যে একটা হল আদিবাসী পুনর্বাসন। ত্রিপুরার মোটামুটি এক তৃতীয়াংশ লোক হল আদিবাসী। তারা যুগ যুগ ধরে শতাব্দী ধরে পুরুষানুক্রমে সরল জীবনযাপন করতে অভ্যস্ত। তাদের জীবন ধারণের প্রধান জীবিকা হল জুম চাষ করা। স্থান হতে স্থানান্তরে যাওয়া এদের পুরুষানুক্রমে অভ্যাস। আদিবাসীরা শতাব্দীকাল হতে এই জীবন ধারার সহিত পরিচিত। আজকে যদি বর্ত্তমান যুগে সেই জীবনধারা পরিবর্ত্তন করিয়ে যুগোপযোগী জীবনধারার সহিত তাদের অভ্যস্ত না করানো যায় তাহলে তারা অগ্রসর হতে পারবেনা। কাজেই তারা যাতে তাদের এই যাযাবর জীবন বর্জ্জন করে স্থায়ী ভাবে এক জায়গায় বসবাস করে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি বর্ত্তমান যুগের চলার উপযোগী সমস্ত কিছু যাতে সংগ্রহ করতে পারে, উন্নততর হতে পারে সেই চেষ্টা করতে হবে। এবং তারজন্য plan করা প্রয়োজন। আমাদের সরকার নানা plan করছেন দেশকে development এর জন্য। সেই planকে রূপায়িত করবার ভার থাকে কর্ম্মচারীদের উপরে। কর্ম্মচারীদের ঠিক ঠিক মত সেই plan কে বুঝতে হবে এবং সেই planকে ঠিক ঠিক মত রূপায়িত করবার চেষ্টা করতে হবে। তা না হলে plan কার্য্যকরী হবে না। জুমিয়া পুনর্ব্বাসনের জন্য আজ পর্য্যন্ত প্রায় কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। কিন্তু ঠিক ঠিক মত যে জুমিয়া পুনর্বাসন হয়নি এ সম্বন্ধে আশাকরি আমাদের মতভেদ হবে না। Estimate Committee র মেম্বার হিসাবে একবার Study tour এ যাওয়ার একবার আমার সুযোগ হয়েছিল আমি কতগুলি জুমিয়া কলোনী দেখেছিলাম। আপনারা জানেন বিশ্রামগঞ্জে একটা বিরাট জুমিয়া কলোনী ছিল। আমরা শিকারী বাড়ী গিয়ে দেখলাম তার অস্তিত্ব কিছুই নেই। সদরে মোহনপুরে এবং আরও অনেকগুলিতে গিয়ে ছিলাম। খুবই সুন্দর Scheme. কিন্তু সেটা abundant. এই রকম বহু deserted কলোনী আছে। একটা কলোনী দেখে আমার খুব আনন্দ হয়েছিল। তারা খুব সুন্দর ধান করে ছিল। তার একমাত্র অসুবিধা হল loan তারা time মত পায়না। মহাজনদের নিকট থেকে ঋণ নিতে হয়।

1957 এ আমি একবার দেখেছিলাম উদয়পুর—বিলোনীয়া যেতে রাস্তার পাশে অনেকগুলি ছোট ছোট ঘর। সেখানে জুমিয়ারা থাকত। কিছুদিন তারা সেখানে থাকে তারপর চলে যায়। এখন অনেক ঘর দেখা যায় ভাঙ্গা অবস্থায় পড়ে থাকে, লোকজন নেই। এমন করেই ত্রিপুরার মাঠে ঘাটে, রাস্তায় আনাচে কানাচে জুমিয়া পুনর্বাসনের টাকা মাটিতে পড়ে আছে। ভস্ম স্তূপের মত। তার কারণ হল একটা পরিবার ৫০০ টাকা করে পাবে তাও আবার দুই কিস্তিতে দুইশত, তিনশত টাকা করে। তারপর সেটাতে কোন ফল হয়নি দেখে এখন করা হয়েছে ১৯১০৲ টাকা এটাও আবার অমরপুর পাইলট প্রোজেক্ট স্কীমে করা হয়েছে ৩০০০ কি

৩৫০০ টাকা বলেছেন ঐ Estimate Committee এর মেম্বাররা। এই হল ট্রাইবেল জুমিয়া পুনর্বাসনের জন্য সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্ট অকৃপণ হস্তে অর্থদান করেছেন। এবং অনুদান আমরা পেয়েছি। খরচও হয়েছে। কিন্তু যত টাকা খরচ হয়েছে তার কতটুকু utilise হয়েছে, কত গুলো কাজে এসেছে সে সম্বন্ধে অনেক সন্দেহ আছে। কেবল এটাকে না—আরেকটা হল পানীয় জল সম্বন্ধেও। সারা ত্রিপুরাতে পানীয় জলের জন্য হাহাকার। এই সম্বন্ধে সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের কি স্কীম আছে না আছে সেটা আমি জানি না। কিন্তু পথে, ঘাটে, মাঠে, কাননে, কান্তারে দেখবেন পড়ে আছে ভাঙ্গা, অকেজো Ring well, Tube well. আর তার আশেপাশের, বাড়ীর লোকগুলো গর্ত একটা কুড়ে তার থেকে জল খাচ্ছে। তাহলে হয় আমাদের plan এ দোষ আছে নয়ত আমাদের planning implementation এ দোষ আছে। তার কারণ হল কতকগুলি Tube well বসানোর জন্য টাকা ধরা আছে কিন্তু maintenance এর জন্য কোন টাকা ধরা নেই। তাহলে ফল গিয়ে দাঁড়াল একই। এমনি করে আরও অনেক উল্লেখ করা যায়। যেমন কো-অপারেটিভ। উহার কথাও আপনারা সবাই জানেন। কো-অপারেটিভ এর কথা বলতে গেলে ত অনেকটা চিচি ফাক এর মত হয়ে যায়। রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় মাঝে মাঝে দেখা যায় একটি বিলডিং—ওটা কি? ওটা একটা Godown। নানান রকমের godown কিন্তু ভিতরে ফাঁকা। কোন কোনটা আবার ভেঙ্গে পড়েছে। কো-অপারেটিভের টাকা ত্রিপুরার মাটিতে মিশে গেছে। এত টাকা কোথায় গেল এই নিয়ে নানান Enquiry, Vigilance ইত্যাদি অনেক হয়ে গেছে। কিন্তু ত্রিপুরার মাটি থেকে এই টাকার কোন খোঁজই পাওয়া গেল না।

এই যে জিনিষটা হল, এটা কি plan এর দোষ নাকি scheme এর দোষ, নাকি implementation এর দোষ তা বুঝতে পারিনা। ত্রিপুরার খুব important জিনিষ হল কৃষি। ত্রিপুরার অর্থনীতি কৃষি ভিত্তিক, কৃষিই মূল। শিল্প ইত্যাদি যত কিছুই সবই কৃষি ভিত্তিক। সেজন্যই আমি Agriculture সম্বন্ধেই কিছু বলতে চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু চেষ্টা করতে গিয়ে আমার মাথা ঘুরে উঠে। কেন ঘুরে উঠল আপনারা দয়া করে একটু time দিন এবং একটু ধৈর্য্য ধরে শুনুন। আমি শুধু অফিসারের list দিচ্ছি, দেখবেন কত অফিসার আছে। অনেকগুলো scheme আছে, Sub-Head আছে কতগুলো Superintendent, Agricultural Experimental Research, আবার আর একটা হল Agricultural Research. Superintendent Non-plan এ আছে, plan এ আছে। Agricultural Experimental Research Non-plan এবং plan এ আছে। Agricultural Research যেটা সেটাও plan এবং non-plan এ আছে। Agricultural demonstration and propaganda plan and Non plan এ আছে। Improvement of Agricultural marketing in India plan & non-plan এ আছে। Agricultural Special Rural uplift এটাও বাদ দেননি, গ্রামের দিকেও লক্ষ্য রেখেছেন। এটাও plan এবং non-plan এ আছে

এখন শুনুন officer এর list. Director of Agriculture Accounts Cum Administrative officer, Asstt. Engineer, Land utilisation and Development officer, Sub-Divisional officer, Special officer, Farm Manager, office Superintendent, Horticulture Inspector, Agri. Inspector, Mechanic, Compost Supervisor, Asstt Compost Supervisor, Agri. Asstt, Agri Extension officer, এগুলি হল Non-plan এর। প্লেনের হল Deputy Director of Agriculture, Asstt Accounts officer, Agricultural experimental Research এর Non.plan এ হল Horticultural officer, plan protection officer, Superintendent of Agriculture, Special officer, Senior Research Asstt, Jute Development officer, Seed Multiplicacation officer, Asstt. Plantation Officer, Asstt Horticultural officer, Land Requistion & Development officer, Statistical Inspector. Junior research Asstt, Supervisor etc. Seeds officer, Deputy Director of Agriculture superintedent of Agriculture Stastistician, Plan Protection Specialist, Deputy Director (plan protection) Plan Protection Officer, Horticulturist, Deputy Dircetor of Agriculture (Soil Conservation), Asstt Soil Conservation officer, Executive Engineer, Asstt Engineer, Information officer. Agri Extension officer, Stastical Asstt, Asstt Computor, Research Asstt, Centraly sponsored scheme এ Agri Extension officer, Agri Inspector, Agricultural Research Asstt Scil Chemist, Agronomist, Senior Research Asstt, Junior Scientific Asstt Farm Supdt, etc Senior Agronomist, Plant Breeder, Joint Director of Agriculture, (Research) Senior plant Breeder, Pathologist, Horticulturist, Soil Scientis, Asstt Soil Chemist, etc তারপর আর একটা Scheme এ Agricultural demonstration propaganda & Exibition, Agricultural Information officer, Agricultural officer, Farm Development officer, Senior Research Asstt, Junior Research Asstt, Agri Extension Officer, Technical Asstt, Demonstratrator Overseer, Farm Overseer, Agriculture Overseer, Agri Asstt, Artist etc.

তারপর Agriculture Demonstration propaganda plan এ আছে Farm information Cam-campaign officer, Crop competition officer, Agronomist, Superintendent of Agriculture, Improvement of Agricultural Marketing Superintandent of Agriculture, Marketing Secretary, Technical Asstt, Marketing officer, Statistical Inspector, Agri Asstt etc. Market Research officer. তারপর Agriculture special rural uplift সেটা গ্রামের উন্নতির জন্য। Land utilisation and Development officer, Supervisor (reclamation), Field Asstt Agri Extension officer, Seeds Inspector, Compost Inspector, Field Manure officer, Machanic. আবার plan এ আছে Agri Inspector officer, Superintendent Fertiliser. Seeds Inspector, এতগুলি অফিসার আছে। এই যে বিরাট লিষ্ট আমি পড়লাম এতে অফিসারের সংখ্যা অসংখ্য। কাজের বেলা কতটুকু হচ্ছে সেটাই বিচার্য্য বিষয়। আমাদের এখানে সবচেয়ে বড় অভাব হল Irrigation। জল না হলে সার দিলেও ত্রিপুরার

মাটিতে কোন ফসল হয় না। ত্রিপুরার অনেক নালা, ছড়া আছে কিন্তু বহু জায়গায় নালা, ছড়া নাই। বিশেষ করে বিলোনীয়ার পশ্চিম পাহাড় অঞ্চলে। সেখানে Natural wooden resource নাই। ছড়া, নালা কিছুই নাই। একবার B. D. O. Meeting এ আমি তা বলেছিলাম।

আমি বলেছিলাম যে সেখানে পাতকুয়া করে জলের ব্যবস্থা করে দিবার জন্য। তারা সেখান থেকে জল নিয়ে জমিতে সেচন করতে পারবে। আমি বিহারেও এই রকম বন্দোবস্ত দেখেছিলাম। সেখানে ধারে কাছে ছড়া নাই। তবে Irrigation এর ব্যাপারে ছোট খাট কুয়াতে হবে না। মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, Estimate Committee, Bagafa Lift Irrigation সম্পর্কে যে একটা Report House এ সেদিন পেশ করেছে সেটা সম্পর্কে আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এটা Completion করবার সময় পার হয়ে গিয়েছে। ৮৫ হাজার টাকার Estimate এর মধ্যে ৬৯ হাজার টাকা খরচ হয়ে গিয়েছে। এখন বলছে এখানে Spun pipe করতে হবে। আমি বলছি যে ত্রিপুরার মাঠে ঘাটে টাকা ছড়ানো আছে, কিন্তু কাজের বেলায় কিছুই নাই। Estimate Committee র Member রা spot study tour এ গিয়ে এসব দেখে এসেছেন এবং তা তাদের report এ উল্লেখ করেছেন। সেটা আমি পরে শুনাচ্ছি—৬৯ হাজার টাকা ঐ scheme এ খরচ করার পর দেখা গেল ক্ষেতের মধ্যে drain করে জল নিয়ে যাবার ব্যবস্থা হয় নি। Engineering Deptt. এখন বলছে তার জন্য spun pipe করতে হবে। তাতেও difficulty আছে। তা হল সকলে জায়গা দেয় না। যার বেশী লাভ হবে না বা যার ক্ষেতে বেশী জল আসবে না সে বলছে যে আমি কেন জায়গা দিব? এগুলো report এর কথা। আপনারা দয়া করে সেই report টি দেখবেন। তারা বলছে যে সেই জায়গা land acquisition ছাড়া পাওয়া যাবেনা। তাহলে Land Acquisition কর। Land Acquisition করতে গিয়ে compensation দাখিল করা হয় নি। এ হল অবস্থা। Dumbur Hydel Project এবং Supply of bulk power from Assam এ দুটি plan successful হলে পরে যে Industry -র অনেক উন্নতি করব এই আশা করছি। কিন্তু এই Plan successful হলে পরে যে Industry হবে তাতো আগে থেকে আরম্ভ করা দরকার। তাতে তখন আমরা সেই power utilise করতে পারব। Dumbur Project এর নিকটবর্তী কাওয়ামারা ঘাট ব্রিজ তৈরী করা হয়নি বলে Heavy machinery pass করা যাচ্ছে না। ঐগুলোও Estimate Committee-র report এ উল্লেখ আছে। আমরা গতানুগতিক ভাবে কাজ করে যাচ্ছি, কোন রকম Plan নাই। Plan থাকলেও তার implementation নেই। কোথায় যে গলদ সেটা আমি বলতে পারব না। আর একটি point আমি বলব। আমাদের ত্রিপুরায় বর্তমানে problem হল un-employment problem. It is problem of problems. আমাদের মাননীয় উপরাজ্যপাল তাঁর ভাষণে সেটা উল্লেখ করেছেন। এটা একটা ভয়াবহ problem. আমাদের Employment Exchange registered un-employed আছে ২৭ হাজার, তার মধ্যে ১৩ হাজার হল educated and technically qualified. তিনি তাঁর ভাষণ পড়েছেন ১৫ই মার্চে আর আজ

হল ২৯শে মার্চ্চ, তাহলে এই ১৪ দিনে এটা আরও বেড়ে গিয়েছে। Uu-employed এর সংখ্যা মিনিটে মিনিটে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এটা উপন্যাসের একটা দৈত্যের মত যে দেখতে দেখতে একটা বিরাট দৈত্য হয়ে গেল। এই দৈত্য তো আমাদের সারা ত্রিপুরাকে গ্রাস করে ফেলবে। এই দৈত্যকে সংহার করবার জন্য আমরা কতটুকু প্রস্তুতি নিয়েছি এবং কি করছি? মাননীয় উপরাজ্যপালের ভাষণের ইঙ্গিতে আছে self employment in Agriculture and small industry. অর্থাৎ কৃষি এবং শিল্প নিজে নিজে আরম্ভ করা। আর একটা হল scheme of small farmers and marginal farmers এতে কিছু হয়ত un-employment solve হতে পারে। আগরতলাতে এবং উদয়পুরে কয়েকটি ছোট খাট দোকানের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন সরকার। কিন্তু কয়জনের ব্যবস্থা হবে? তারপরে আর একটা suggestion হল petrol pump. A. O. C. এর petrol pump opening করে কয়েকটি যুবককে হয়ত provide করতে পারেন। তবে সেটা সংখ্যায় নগন্য। আর Engineering এবং Overseer পাশ যারা তাদের কথাও বলেছেন। তারা contractory করতে পারেন। কনট্রাক্টরী করতে অনেক গুণের দরকার হবে। তারা Engineering line নিয়েছেন ঠিকই। কিন্তু আরও কতগুলো arts শিখেনি। কি করে lowest tender করতে হবে, কি করে সব ঘাট জেনে শুনে তাদের running bill পাশ করে নিতে হবে, এই সব arts তাদের জানা নেই। আর একটা scheme উনার ভাষণে আছে যেটা নাকি Central Govt. Scheme ৩৭॥ লক্ষ টাকার। এটার স্বরূপ কি আমি জানি না, শুধু নামটা দেখলাম। কাজেই এটার উপরে কোন comment করার শক্তি নাই। তবে আশা করব এটার মধ্য দিয়ে এই সমস্যার কিছুটা সমাধান হবে। তবে একটা কথা ঠিক যে শুধু সরকারী চাকুরী দিলেই un-employment problem solve করা যায় না। এটা সমাধানের একটা প্রধান জিনিষ হল Industry. Industry-র দিক দিয়ে আমরা totally failure একথা বললে অযুক্তি হবে না বলে আমি মনে করি। এখানে Industry করার বহু সুযোগ সত্বেও তা আজও হয়নি। শুনেছি আমাদের শান্তির বাজারে একটা Plywood factory হবে, এ ছাড়া Jute mill, Paper mill হবে. কিন্তু কাজের বেলায় কিছুই হয়নি। এবারে দেখলাম একটা Glass factory হবে। এক ভদ্র লোক একটা Glass factory আরম্ভ করেছেন কুমারঘাটে। কাজেই মোটামুটি Industry-র দিক দিয়ে আমরা আশা ভরসা করবার মত কিছু দেখতে পাচ্ছি না। অতএব অদূর ভবিষ্যতে ত্রিপুরা রাজ্যকে un-employment problem সম্পূর্ণ গ্রাস করে ফেলবে। এই যে একটা যুব শক্তি এদের যদি আমরা সুষ্ঠু জীবন যাপনের ব্যবস্থা না করে দিতে পারি তাহলে সমাজে একটা বিপর্যায় এসে যাবে, তার লক্ষণ আজ চারিদিকে পরিস্ফুট। Law and order সমস্তই বিনষ্ট হয়ে যাবে। ভাল পথে যদি তারা একটা কিছু উপার্জ্জন না করতে পারে তাহলে স্বাভাবিক ভাবেই খারাপ পথে যাবে। কাজেই সমাজের বিপর্যায় আসবে। কাজেই মাননীয় মন্ত্রী এবং অন্যান্য সদস্যদের কাছে আমার অনুরোধ আপনারা চিন্তা করে সমাধানের একটা পথ বের করুন। আমি আর কিছু বলব না। মাননীয় উপাধ্যক্ষ

মহোদয়কে ধন্যবাদ দিব তিনি আমাকে অতিরিক্ত সময় দিয়েছেন বক্তব্য রাখবার জন্য। এ বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Deputy Speaker :—I would call on Hon'ble member Shri Sunil Ch. Datta.

Shri Sunil Ch. Datta :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের হাউসে ১৯৭১-৭২ সালের যে বাজেট মাননীয় অর্থমন্ত্রী পেশ করেছেন আমি তাহা সমর্থন করি। সমর্থন করি এ জন্য যে এই বাজেটে বিভিন্ন খাতে যেভাবে ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে তা দেখলে এ কথাটাই প্রতীয়মান হয় যে ভারত সরকার সমাজবাদের যে নীতি ঘোষণা করেছিলেন এবং সমাজবাদের নীতির প্রতি লক্ষ্য রেখে দেশের জনসাধারণ গত নির্বাচনে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে সমর্থন করে-ছিলেন এই বাজেটে সেই সমাজবাদের পূর্বাভাষই পরিস্ফুট হচ্ছে এবং সেই দিকে নজর রেখেই এ বাজেট তৈরী করা হয়েছে। আমি পরে এ সম্পর্কে বলব। তার পূর্বে মাননীয় ইউ, কে, রায় এবং মাননীয় সদস্য শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত মহাশয় বাজেট বক্তৃতা দিতে গিয়ে যে সব কথা বলেছেন আমি সেটার জবাব দিতে চেষ্টা করব। মাননীয় সদস্য প্রমোদ বাবু এ বাজেট সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন যে Delhi wine in Tripura Budget. মাননীয় সদস্য উপেন্দ্র কুমার রায় বলেছেন যে এ বাজেট অনেকটা নাটকাভিনয়নের মত। আমি শ্রদ্ধেয় উপেন্দ্র রায়ের সহিত একমত নই। আমি Legislature এর প্রতি পূর্ণ মর্যাদা দিয়ে বলছি যে আমাদের নিজের Legislatureকে এভাবে খাট করে দেয়ার কোন অর্থ আছে বলে আমার মনে হয় না এবং এটা করা উচিত নয়। তা করলে যে আইনের বলে আপনাদের বিধানসভা এবং মন্ত্রীসভা গঠিত হয়েছে, যেই আইনের বলে স্পীকার ও ডেপুটি স্পীকার নির্বাচিত হয় সেই আইনকে ব্যঙ্গ করা হয় এবং নিজেদেরকেও ব্যংগ করা হয়। এই আইন আজ রচিত হয়নি। এটা রচিত হয়েছে ১৯৬৩ সালে। এই আইনের বলেই আমরা বিধানসভার সদস্যপদ লাভের জন্য নির্বা-চনে অবতীর্ণ হয়েছিলাম এবং যার ফলে জয়ী হয়ে আজ এখানে বক্তৃতা দিচ্ছি। কাজেই আইন মেনে একথা আমরা বলতে পারিনা বা আইনকে ব্যঙ্গ করতে পারিনা। আইনের পরিবর্তন চাই একথা আমরা বিধান সভার প্রতিটি সদস্যই বলেছি এবং আমরা সদস্য হিসাবে আমাদের প্রচেষ্টা চালিয়ে গিয়েছি। আমরা যখন দিল্লী এবং অন্যান্য State Legislatureএ Parliamentary delegation নিয়ে যাই তখন শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর সাথে দেখা করি এবং আমাদের দাবী পেশ করি যে আমাদের full fledged state দিতে হবে। ইন্দিরা গান্ধী তখন বলেছিলেন যে সেটা তিনি বিবেচনা করে দেখবেন। তিনি তাঁর কথা রক্ষা করেছেন। তিনি পার্লামেন্টে ঘোষণা করেছিলেন যে ত্রিপুরা মণিপুরকে full fleged state দেওয়া হবে। পার্লামেন্ট ভেঙ্গে গেল, নির্বাচনে জয়ী হয়ে পুনরায় তিনি ঘোষণা করলেন যে ত্রিপুরা এবং মণিপুরকে অতি সত্বরই full fleged state দেওয়া হবে। কাজেই state hood পাওয়া সাপেক্ষে যে existing আইন আমাদের আছে সেই আইনের মর্যাদা আমাদের দিতে হবে এবং সেই আইনের প্রতি কটুক্তি বা ব্যঙ্গোক্তি শ্রদ্ধেয় সদস্য শ্রীউপেন্দ্র কুমার রায়ের পক্ষে শোভা পায়না

বলে আমি মনে করি। বাজেট সম্পর্কে বলতে গিয়ে আমি বলব ত্রিপুরাতে যে বাজেট রচনা করা হয়েছে তা গণতান্ত্রিক সমাজবাদের দিকে লক্ষ্য রেখেই করা হয়েছে। গণতান্ত্রিক সমাজবাদ আমরা কিভাবে প্রতিষ্ঠা করতে পারি। গণতান্ত্রিক সমাজবাদ আমরা প্রতিষ্ঠা করতে হলে প্রথমে সে দেশের নাগরিকদের আয় বৃদ্ধির ব্যবস্থা করতে হবে। এই দেশে যারা কৃষক তাদিগকে জমির মালিকানা দিতে হবে এবং বেকারদের বেকারত্ব দূর করতে হবে। দেশের অনুন্নত যারা আছে তাহাদিগকে উন্নত করতে হবে। আমাদের ত্রিপুরার বর্তমান বাজেট এই দিকে লক্ষ্য রেখেই করা হয়েছে। ত্রিপুরার অধিবাসীদের মধ্যে শতকরা ৭৫ জনই কৃষক এবং কৃষির উন্নতিতেই ত্রিপুরার সার্বিক উন্নতি হবে বলেই আমি মনে করি। গত আর্থিক বৎসরে আমরা দেখেছি ত্রিপুরাতে প্রচুর খাদ্য শষ্য উৎপাদিত হয়েছে এবং এই উৎপাদন যদি আমরা অব্যাহত রাখতে পারি তা হলে আগামী কয়েক বৎসরের মধ্যেই আমরা ত্রিপুরাকে খাদ্যে স্বয়ং সম্পুর্ণ হতে পারব। খাদ্যে স্বয়ং সম্পুর্ণ হওয়ার প্রয়োজন এই কারণে যে প্রতি বৎসর অন্য প্রদেশ, দেশ থেকে কোটি কোটি টাকার খাদ্যশস্য আমদানী করতে হয় এবং আমাদের ত্রিপুরা থেকে কয়েক কোটি টাকা বাইরে চলে যায় ফলে ত্রিপুরার লোক দরিদ্র হয়ে যায়। কাজেই কৃষকের যদি উন্নতি হয়, কৃষকের উন্নতি করতে পারলেই ত্রিপুরার শতকরা ৭৫ জন অধিবাসীর উন্নতি সাধিত হয়, এবং ত্রিপুরা সমাজবাদের দিকে অগ্রসর হয়ে যেতে পারে। মাননীয় সদস্য শ্রীউপেন্দ্র কুমার রায় জুমিয়া পুনর্বাসনের কথা বলেছেন, জুমিয়া পুনর্বাসনের দিকে নজর দিতে গিয়েই ত্রিপুরা বাজেটে বেশী অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। ৫০০ শত টাকা করে ইতিপূর্বে যে গ্র্যান্টের ব্যবস্থা ছিল তাতে একটি পরিবারের পুনর্বাসন হয় না। তাই সরকার এই ৫০০ শত টাকা বর্দ্ধিত করে জুমিয়া ভূমিহীন উপজাতি প্রভৃতির ক্ষেত্রে ১৯১০ টাকা করে গ্র্যান্ট দিয়ে পুনর্বসতির ব্যবস্থা এই বাজেটে রাখা হয়েছে। কাজেই বাজেটে কোন কিছু নেই বিরোধী পক্ষের কয়েকজন সদস্যের একথা ঠিক নয়, বাজেটে বিভিন্ন খাতে যদি আমরা দেখি তা হলে আমরা দেখব কৃষির জন্য ১৯৬৯—৭০ সনে ছিল ৫৯,৪২,০০০ টাকা এবং ১৯৭০—৭১সনে ছিল ৮৯,৩৫,০০০ টাকা এবং তা বাড়িয়ে হয়েছে ৯৬,৭৫,০০০ টাকা। ১৯৭১—৭২ সালের জন্যে কৃষিখাতে আমরা অর্থ বরাদ্দ করেছি ১,১৬,০০,০০০ টাকা। কৃষকদের উন্নতির দিকে লক্ষ্য রেখেই এই অর্থ বরাদ্দ রাখা হয়েছে। কেবল এই Head এ নয় আরো অন্যান্য Head এ ও যাতে করে কৃষকদের উন্নতি হয় সে জন্য আরো অর্থ বরাদ্দ রাখা হয়েছে। Capital outlay on Shemes of Govt trading—Demand No. 44, সেটাতে চাওয়া হয়েছে ২৪,০০,০০০। Capital out lay on Agrioutural Improvemement and research তাতে একটা item আছে A(i)—Grow more food in Union Territory of Tripura under Minor Irrigation এই Head এ ১৯৬৯—৭০ সালে অর্থ বরাদ্দ ছিল ৬,১৯,০০০ টাকা, ১৯৭০—৭১ সালে ছিল ৯,২০,০০০ কিন্তু আমরা খরচ করেছি ১৭,২০,০০০ টাকা আগামী বৎসরে আমরা চেয়েছি ২৫,০০,০০০ টাকা। Irrigation. খাতেও প্রচুর অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে আগামী

বৎসরের জন্য। Marshy land ইত্যাদি reclamation করে কৃষকদের যাতে সাহায্য করা যায় তার জন্যও বাজেটে টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। কৃষকদের ঋণ দেওয়ার জন্যও বাজেটে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। মাননীয় সদস্য শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা বলেছেন গ্রামের দিকে নজর রেখে বাজেটে অর্থ বরাদ্দ করা হয়নি। বি ভন্ন সদস্য তাদের বক্তব্যে বলেছেন যে ত্রিপুরা'র কোন উন্নতি হয়নি, শিক্ষার ভাল ব্যবস্থা হয়নি ইত্যাদি। এ সম্পর্কে আমার শুধু এটুকুই বক্তব্য ত্রিপুরা রাজ্যে গত ২০ বৎসর পূর্ব্বে যে চেহারা ছিল আজকের চেহারার সাথে যদি আমরা তুলনা করি তাহলে তার প্রকৃত অবস্থাটা আমরা দেখতে পারি। শিক্ষা সম্পর্কে আমি শুধু একথাই বলব যখন T. T, C, তে আমরা elected হয়ে আসি তখন শিক্ষক নিয়োগের ব্যাপারে pry. teacher অন্য প্রদেশ থেকে আনতে হত। ত্রিপুরা রাজ্যে pry. teacher হওয়ার যোগ্য লোক ছিল না ; Graduate দের কথা তো অনেক পরের কথা। আর আজকের কথা চিন্তা করলে আমরা শিহরিয়া উঠি। শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বেড়ে গিয়েছে। গত বৎসর আমরা এই হাউসে শুনেছি ৬০০ Graduate বেকার। বর্ত্তমান বৎসরে Engineering Graduate এবং Overseer বেকার আছে। শিক্ষার অগ্রগতি ছাড়া এটা কি করে সম্ভবপর হল ? কাজেই মাননীয় সদস্যদের বলব যেটুকু অগ্রগতি হয়েছে সেটুকু স্বীকার করে নিয়ে Constructive সমালোচনা করার জন্য। যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলব পূর্ব্বে ত্রিপুরা রাজ্যে মাত্র কয়েক মাইল মোটর চলার উপযোগী রাস্তা ছিল। আজ সেখানে হাজার হাজার মাইল রাস্তা হয়েছে। আমার মনে আছে ১৯৪৮ ইং সনে আঠারমুড়া দিয়ে যে রাস্তা গিয়েছে সেখান দিয়ে হাঁটার কি কষ্ট ছিল। দুই পায়ে হাটার উপায় ছিল না। বাঁশ অথবা একটা লাঠি দিয়ে তিন পায়ে হাঁটতে হত। সমস্ত শরীর রক্তে লাল হয়ে গিয়েছিল। সেদিন যে অবস্থা ছিল সেই অবস্থা থেকে আজকে যে অবস্থা তার মধ্যে যে প্রভেদ সেটা যদি উনারা স্বীকার করতে না চান তাহলে আমি বলব উনারা সত্যকে অস্বীকার করতে চান।

স্বাস্থ্য বিভাগ সম্পর্কে আমি বলব যে আগরতলা শহরে একটি হাসপাতাল ছাড়া সাব-ডিভিশনগুলোতে মাত্র কয়েকটি ডিসপেনসারী ছিল। কিন্তু আজকে প্রতিটা মফঃস্বল সহরে এবং বড় বড় কেন্দ্রে হাসপাতাল, প্রাইমারী হেলথ সেন্টার ডিসপেনসারী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মোটের উপর চিকিৎসার একটা সুব্যবস্থা হয়েছে। ১৯৫০—৫১ সালে কমলপুর মহকুমায় চিকিৎসার অভাবে যখন শত শত উদ্বাস্তু মৃত্যুমুখে পতিত হয় তখন তাদের মৃতদেহ নদীতে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। কমলপুরের S. D. O. telegram করেছিলেন Refugees are dying by hundreds. Dead bodies are thrown in the water. Areas going beyond my control. এটা ১৯৫০—৫১ সালের কথা। ১৯৫২ সালে আমি জেনেছি কুলাই উদ্বাস্তু ক্যাম্পে ৩০টি শিশুর মধ্যে প্রায় ২০টি মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এমন পরিবারও আমি দেখেছি যে পরিবারের ৮ জন লোকের মধ্যে ৭ জনই মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে। চিকিৎসার যে অবস্থা ছিল আজ সেই অবস্থা দূরীভূত হয়েছে। মাননীয় অর্থ মন্ত্রী উনার

বাজেট বক্তৃতায় বলেছেন যে গত বৎসরে ত্রিপুরাতে একটিও বসন্ত বা কলেরার case হয়নি। এই যে উন্নতি এবং অগ্রগতি এটাকে অস্বীকার করার উপায় নাই। মাননীয় স্পীকার স্যার এ সম্পর্কে আমার একটা গল্প মনে পড়েছে। অল্প কথায় গল্পটা শেষ করব। গল্পটার বিষয় বস্তু হল দুনিয়ার ভাল কিছু বলবে না, ভালর কিছু দেখবে না, ভাল কিছু শুনবে না। আমাদের কোন কোন সদস্য আমি দেখছি ঠিক সেই পর্য্যায়ে গিয়ে পৌচেছেন।

ত্রিপুরার কৃষকদের উন্নতি সম্বন্ধে যে কথা আমি বলছিলাম, কৃষকদের যদি উন্নতি করা যায় তবে ত্রিপুরায় সার্বিক উন্নতি হবে। তবে বেকারদের কর্ম্মসংস্থানের কথা মাননীয় সদস্য উপেনবাবু যে কথা বলেছেন আমি এর উত্তরে এই কথাই বলব যেহেতু ত্রিপুরা রাজ্যে ভারী বা মাঝারী শিল্প প্রতিষ্ঠা সম্ভবপর নয় সেইহেতু মাননীয় উপরাজ্যপাল মহোদয় যে ইঙ্গিত দিয়েছেন যে কৃষির দিকে বেকারদের নিয়োজিত করা বা উৎসাহিত করে তোলা সেটাই হবে শুভ প্রচেষ্টা বলে আমি মনে করি। এবং কৃষির দিকে যদি অধিক জোর আমরা দিতে পারি তাহলে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জ্জন করা সম্ভবপর হবে এবং বর্তমানে বেকারদের বেকারীর জ্বালায় যে উৎপাতের সৃষ্টি হচ্ছে তাও বন্ধ হবে বলে আমি মনে করি। আর জুমিয়া, ভূমিহীন ও অনুন্নত সম্প্রদায়ের যারা আছেন তাদের যে পুনর্ব্বাসন ব্যবস্থা সেটা সম্বন্ধে শ্রদ্ধেয় রায় মহাশয়ের সঙ্গে আমিও একমত। যে অর্থের বরাদ্দ করলেই শুধু চলবে না। তাদের পুনর্ব্বাসনের ব্যবস্থার জন্য যে সকল সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কর্ম্মচারী থাকবেন— তারাই দায়ী থাকবেন। তাদের যদি গঠনমূলক কাজে উৎসাহ না থাকে তাহলে শুধু কর্ম্মচারী নিয়োগ করলেই চলবেনা ও টাকা খরচ করলেই চলবে না। যে সকল কর্ম্মচারী নিয়োগ করা হবে যাদের উপর এই সকল দায়িত্ব ভার থাকবে তারা যদি মমত্ব বোধ না নিয়ে কাজ করেন, তাদের ইতিপূর্বে যে সকল কলোনী আমরা স্থাপন করেছিলাম যেমন ইতালী বাড়ী কলোনী এবং আরো কয়েকটি কলোনী স্থাপন করা হয়েছিল—তার মধ্যে বিশ্রামগঞ্জ কলোনী পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে আছে। তার ঠিক সেই রকমই হবে। কারণ শুধু টাকা দিয়ে পুনর্বাসন হয় না তার মধ্যে মমত্ববোধ এবং সঠিকভাবে পরিচালনার দৃষ্টীভঙ্গী রাখতে হবে। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম।

Mr. Deputy Speaker :— Now I Call on Honble Member Shri Suresh Chandra Choudhury.

Shri Suresh Chandra Choudhury :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় অর্থমন্ত্রী ১৯৭১-৭২ সালের যে বাজেট House এ পেশ করেছেন আমি তার সমর্থন করি। আমি মনে করি ত্রিপুরার আর্থিক সঙ্গতি এবং কেন্দ্রীয় সরকারের দেওয়া অর্থ এর সাথে সঙ্গতি রেখেই এই বাজেট তৈরী হয়েছে। কোন কোন বিরোধী সদস্য বলেছেন আমাদের এই

বাজেট দিল্লীতে তৈরী হয়েছে। আমাদের চেয়ে দিল্লীর যে ক্ষমতা বেশী সেটা ঠিক কথা। কিন্তু আমাদের যে স্থানীয় অফিসার এবং Finance Minister এর যে কোন ক্ষমতা নেই এটা আমি বিশ্বাস করিনা ; স্থানীয় পরিস্থিতির উপর নির্ভর করেই এই বাজেট তৈরী হয়। কোথায় কি খরচ হবে কোথায় কি প্রয়োজন, কিসের জন্য খরচ হবে সেটা ত্রিপুরা থেকেই ঠিক হয় এবং এটার উপরই এই বাজেট রচিত হয়। মাননীয় বিরোধী সদস্য বলেছেন পুনর্বসতির খাতে ব্যয় বরাদ্দ কম ধরা হয়েছে। জুমিয়া পুনর্বসতি, ভূমিহীনদের পুনর্বসতির জন্য টাকা কম ধরা হয়েছে। আমি মনে করি আমাদের যে অর্থের উপর এই বাজেট রচিত হয়েছে এটাকে আরো ঢেলে সাজান যেত। যে যে বিষয়ের উপর অতি সত্বর দৃষ্টি দেওয়া দরকার যে যে বিষয়গুলির অগ্রাধিকার দেওয়া দরকার সে সব বিষয়ে অগ্রাধিকার দিয়ে আজকে সমস্ত বিষয়গুলি একটু দেরী করে খরচ করলেও চলতে পারে। সেই দিকে দৃষ্টি রেখে যদি বাজেট রচিত হত তাহলে আরো ভাল হত বলে আমি মনে করি। তবে জুমিয়া পুনর্বসতির জন্য যে অর্থ বরাদ্দ রাখা হয়েছে সেটা খুব অপর্যাপ্ত বলে আমি মনে করি না। কারণ যা রাখা হয়েছে তাও সুষ্ঠুভাবে খরচ করার উপর নির্ভর করে। যে টাকা এই খাতে রাখা হয়েছে সেটা যদি ঠিক ঠিক ভাবে ব্যয়িত হয় তাহলে এই পরিকল্পনার পূর্ণ সার্থকতা রূপায়িত হয়। প্রত্যেক ভূমিহীন পরিবারকেই এক সাথে পুনর্বাসন দেওয়া সম্ভব নয় এটা সত্য কথা। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে এই খাতে যে টাকা ধরা হয় সে টাকা পুরোপুরি বছর বছর খরচ হয় না। আজো জুমিয়াদের যেখানে ৫০০ টাকা করে দেওয়া হত এ বৎসর সেটাকে ১৯১০ টাকা করে ধরা হয়েছে। কারণ বলা হয়েছে কতকগুলি কলোনী এখন একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে সেগুলির কোন হদিসই পাওয়া যাচ্ছে না। তবে এটাও দেখা যায় যে পুরানো কতকগুলি কলোনী আছে। সেই কলোনীর আদিবাসীদের বর্তমানে কিছু কিছু সাহায্য করলেই তারা খেয়ে পরে বাঁচতে পারে এবং আরো কত প্রকারের সুযোগ সুবিধা গ্রহণ করতে পারে। আমি গত বৎসর ধর্মনগর, কৈলাসহর ও লালছড়া কলোনীতে দেখেছি যে সেখানকার অধিবাসীদের মধ্যে যে সমস্ত জায়গা দেওয়া হয়েছিল তা প্রায় সবটাই আবাদ করেছে। তবে একটি মাত্র জলা যার পরিমাণ হবে ৪০ একর সেটা এখনও তারা আবাদ করতে পারে নি সেটা এখনও অনাবাদী রয়ে গিয়েছে। কাজেই এই জায়গাটা যদি তাদিগকে আবাদ করে দেওয়া যায় তবে আমার মনে হয় এই কলোনীর লোকগুলি খাদ্যের দিকে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারবে। সেটা হল লালছড়া কলোনী। তাছাড়া উত্তরাঞ্চলের সমস্ত কলোনী যে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে সেটা আমি মনে করি না। তবে তাদের যে টাকা দেওয়া হয়েছিল সেটা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম ছিল যার জন্য তারা সমস্ত জায়গা আবাদ করে সুষ্ঠুভাবে চলার ব্যবস্থা করতে পারে নাই। এখন কৃষিবিভাগ থেকে যে রিক্লেমেশন এবং মারাঠা ল্যাণ্ড আবাদের যে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে তার মাধ্যমে এই কলোনীগুলি আরো স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারবে বলে আমি মনে করি যদি কর্মচারীগণ সেইদিকে দৃষ্টি রেখে কাজ চালিয়ে যান।

ভূমিহীন তপশীলদের জন্য পূর্বে ৩০০ টাকা করে পুনর্বসতি দেওয়া হত বর্তমানে সেটাকে ১৯১০ টাকা করে ধরা হয়েছে। কাজেই ভূমিহীন তপশীলি, সিডিউল কাষ্ট এবং সিডিউল ট্রাইব যারা রয়েছে তাদের পুনর্বাসন তরান্বিত হওয়া দরকার। তাদের মাঝে অনেকে টিলা, লোঙ্গা প্রভৃতি যারা দখল করে আছে তাহাদিগকে এই সমস্ত জমির মালিকানা অতি সত্বর দেওয়া দরকার বলে আমি মনে করি এবং এই মালিকানা দেওয়ার পক্ষে খুব যে বিঘ্ন আছে সেটা আমি মনে করি না। কাজেই অতি সত্বর এবং অতি সহজে তাদের মালিকানা দেওয়া যেতে পারে। মালিকানা দিয়ে তাদের সেই জায়গা যাতে আবাদযোগ্য বা চাষোপযোগী হইতে পারে তারজন্য তাহাদিগকে কিছু কিছু আর্থিক সাহায্য করলে পর হয়ত তারাও খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণ হতে পারবে। ত্রিপুরা রাজ্যে ভূমির যে পরিস্থিতি তাতে সুষ্ঠুভাবে ভূমিহীনদের পুনর্বাসন দেওয়া সম্ভব নয়। কারণ একদিকে জুমিয়া অপরদিকে নুতন নুতন উদ্বাস্তুর আগমণ। এইভাবে বছরের পর বছর ভূমিহীনের সংখ্যা কেবলই বাড়ছে। কাজেই সকলকে জমি দিয়ে পুনর্বাসন দেওয়া সম্ভব নয়। যেহেতু ত্রিপুরা রাজ্যে অধিকাংশই হচ্ছে টিলা এখানে সমতল জমির পরিমাণ খুবই কম। সেই জন্য বর্তমানে দুইটি স্কিম চালু হচ্ছে। একটা হল যাদের কম জমি আছে তাদের আরো কিছু আয়ের বৃদ্ধির জন্য এবং যারা ভূমিহীন আছে তাদের যাতে আয় হতে পারে, খেয়ে পড়ে বাঁচতে পারে সেইরূপ সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করা, এই দুইটি স্কীম করা হয়েছে। কাজেই স্কীমগুলি যাতে সুষ্ঠুভাবে চালু হয় এবং যথাযথভাবে কাজ চলে সেইদিকে দৃষ্টী রাখলেই আমার মনে হয় ভূমিহীনদের অসুবিধাগুলি দূর করা যাবে। এই বিধানসভায় ও শুনি আবার বাহিরেও শুনি যে কংগ্রেস সরকার গত বিশ বৎসরে কিছুই করে নাই বা কিছুই হয় নি। তাই যারা একথা বলেন তাদের আমি দৃষ্টি দিতে বলব পুবে ত্রিপুরার অবস্থা কি ছিল।

(Noise)

Mr. Dy. Speaker :— The House stands adjourned for 5 minutes.

শ্রীসুরেশ চন্দ্র চৌধুরী :— এই পরিপ্রেক্ষিতে ত্রিপুরার পূর্ব্ব ইতিহাস পর্য্যালোচনা করতে ইচ্ছে হয়। এই ত্রিপুরা রাজ্যে মহারাজার আমলে যে লোকসংখ্যা তার কতগুণ আজ বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৫৮ সালে ত্রিপুরার লোকসংখ্যা ছিল পাঁচ লক্ষের মত কিন্তু ১৯৬১ইং সনে তা বৃদ্ধি পেয়ে সাড়ে নয় লক্ষে পৌঁছিল এবং ১৯৭১ই সনে যে লোক গণনা হচ্ছে তাতে মনে হয় ১৭ লক্ষে যেয়ে পৌছবে। এই যে লোক সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে তাতে দেখা যায় পূর্বের ন্যায়ই সমানভাবে ত্রিপুরার জনজীবন চলে যাচ্ছে। কাজেই এই যে অবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে সেটা যদি সরকারীভাবে ত্রিপুরার কোন উন্নতি না হত, যেমন কৃষিখাতে উন্নয়ন যে জায়গায় ৫ লক্ষ লোকের খাদ্যের ব্যবস্থা হত সেখানে আজ ১৭।১৮ লক্ষ লোকের খাদ্যের যোগান দেওয়া হচ্ছে। অবশ্য যদিও বাহির থেকে আনা হচ্ছে, সে আনা সাড়ে বার লক্ষ লোকের সময়েও আনা হত, আজ ১৭।১৮ লক্ষের সময়েও আনা হচ্ছে। লোক সংখ্যা যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে সেই সঙ্গে খাদ্য উৎপাদনের পরিমাণও বৃদ্ধি পেয়েছে বলে আমি মনে করি। এই উৎপাদন বৃদ্ধির পেছনে সরকারী কৃষি বিভাগের প্রচেষ্টা প্রচুরভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

শিক্ষাখাতের কথা চিন্তা করলে আমরা দেখতে পাই যে আগের তুলনায় শিক্ষা ব্যবস্থা অনেক বেশী প্রসার লাভ করেছে। যোগাযোগ ব্যবস্থা করতে হয়েছে, পানীয় জলের ব্যবস্থা করতে হয়েছে সেইভাবে সমস্ত দিকে দৃষ্টি রেখে সমগ্র ত্রিপুরায় বর্ধিত লোক সংখ্যা যাতে সুষ্ঠুভাবে বসবাস করতে পারে সেইদিকে সম্পূর্ণ দৃষ্টি রাখা হয়েছে। বলা যেতে পারে যে প্রয়োজনের তুলনায় সব কিছু যথেষ্ট নয়। আরো সুষ্ঠুভাবে হওয়া দরকার, যে ব্যবস্থা হয়েছে তাতে আমরা বলতে পারি না যে সারা ত্রিপুরা রাজ্যে কিছুই করা হয় নি। প্রয়োজনের তুলনায় কম হয়েছে, আরো করা দরকার, সেটা আমরা বিশ্বাস করি। কিন্তু কিছুই করা হয় নি বললে আমি বলব সত্যকে অস্বীকার করা হচ্ছে। আজকে সমস্ত ত্রিপুরায় বিভিন্ন রকমের সমস্যা রয়ে গেছে। মাননীয় বিরোধীদলের কোন কোন সদস্য বলেছেন যে ত্রিপুরা রাজ্যে উদ্বাস্তু পুনর্ব্বাসন হচ্ছে না। এক সময় কমিউনিষ্ট পার্টি থেকে আওয়াজ তোলা হয়েছিল যে ত্রিপুরা রাজ্যে কোনরূপ উদ্বাস্তু পুনর্বাসন দেওয়া হবে না। কেন দেওয়া হবে না? উদ্বাস্তুরা যেভাবে আসছে, তাদের যদি এখানে পুনর্ব্বাসন দেওয়া হয় তাহলে আদিবাসীদের অসুবিধা হবে। সত্যিই অসুবিধা হবে। এক সময়ে ত্রিপুরা তাদেরই রাজ্য ছিল। হঠাৎ করে অনেক অ-আদিবাসী লোক পূর্ব্ববঙ্গ থেকে ত্রিপুরাতে এসে পরেছে, তাদেরও তো পুনর্বাসন দিতে হবে।

কারণ ত্রিপুরা রাজ্যে লোক সংখ্যা আগের থেকে আরও বেশী বৃদ্ধি পাবে। জমি না হলেও টিলা জমি ত্রিপুরাতে অনেক আছে, সেগুলির উপর পুনর্বসতি হতে পারে। ১৯৬৪ এবং ১৯৬৫ সনে অনেক উদ্বাস্তু ত্রিপুরা রাজ্যে এসেছিল। তার মধ্যে অনেকে আজ পর্য্যন্ত ক্যাম্পে রয়েছে। ত্রিপুরার বাহিরে কোথাও হয় তাদের পুনর্বসতির সুষ্ট ব্যবস্থা প্রয়োজন অথবা ত্রিপুরার অভ্যন্তরে তাঁদের পুনবসতির প্রয়োজন। ত্রিপুরার বহু ভুমিহীন বিভিন্ন স্থানে জমি দখল করে আছে। সেই সব জমিতে তাদের মালিকানা সত্ব দেওয়া দরকার। মালিকানা দিতে হলে আইন সঙ্গত যে কতগুলো বিষয় আছে সেগুলো ঠিক ঠিক মত করে দেওয়া প্রয়োজন বলে আমি মনে করি। কারণ অনেক জায়গা আদিবাসীদের জন্য সংরক্ষিত রয়ে গেছে। কিন্তু সেই সব অঞ্চলে আজ আদিবাসীদের চেয়ে বাঙ্গালীদের সংখ্যা অনেক বেড়ে গেছে। যেখানে আদিবাসীর তুলনায় বাঙ্গালীর সংখ্যা অনেক বেড়েছে সেখানে আমি মনে করি যে আইন সংশোধন করে সেই সব অঞ্চলকে সংরক্ষিত অঞ্চল হিসাবে না ধরে ঐসব এলাকাকে মুক্ত অঞ্চল করে দেওয়া দরকার এবং মুক্ত করে দিতে পারলে ঐসব অঞ্চলে অনেক ভুমিহীনকে পুনর্বসতি দেওয়া সম্ভবপর হবে। এ দিকে তাই আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আর একটি কথা হচ্ছে বেকার সমস্যা সম্পর্কে। সত্যি আজ বেকার সমস্যাটা একটা ভয়াবহ ব্যাপার। তবে আমার মনে হয় এটাকে আমরা যতই ভয়াবহ মনে করি বাস্তবিক পক্ষে এটা তত ভয়াবহ ব্যাপার নয়। কারণ ত্রিপুরার যে সব সরকারী চাকুরীর posts খালি আছে সেগুলো যদি ঠিক ঠিক মত পূরণ করা হয় এবং ত্রিপুরা রাজ্যে যে সব পরিকল্পনা আছে যথা Railway, ply wood, Jute mill. Glass factory খোলা ইত্যাদি এগুলো

যদি করার প্রচেষ্টা নেওয়া হয় তাহলে আমি মনে করি ত্রিপুরার বহু বেকার কাজের সুযোগ পাবে। কাজেই আমরা এটাকে যতই ভয়াবহ মনে করি ঠিক তত ভয়াবহ নয়। আজ যারা কলেজে পড়ছে তাদের প্রায় সবারই নাম Employment Exchangeএ registered করা আছে। আমার মনে হয় যেখানে ২৭ হাজার বেকার আছে সেখানে যদি প্রতি বৎসর ১ হাজার লোকের কর্ম্ম সংস্থান সরকারী এবং বে-সরকারী পর্য্যায়ে করা যায় তাহলে বেকার সমস্যা অনেকাংশে হ্রাস পাবে। আর একটা জিনিষ হচ্ছে বেকার সমস্যা থেকে নৈরাশ্যতা দেখা দিয়েছে। আমার মনে হয় আজকাল শিক্ষার যে পদ্ধতি সেই পদ্ধতি থেকে নৈরাশ্যতা বেড়ে গিয়েছে। সবাই মনে করছে বিএ, এম, এ পাশ করে সরকারী চাকুরী করছে। কাজেই আমি মনে করছি নিয়োগ ব্যবস্থায় সুষ্ঠ ভাবে চাকুরীর বন্টন হওয়া দরকার। শহর এবং গ্রামের বেকাররা যাতে সমভাবে নিয়োগের সুযোগ পায় সেদিকে কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি দেওয়ার জন্য আমি অনুরোধ রাখছি। এই কারণে মফঃস্বলের বেকারদের মধ্যে আজ বিক্ষোভ দেখা দিয়েছে যে শহরের বেকারদের কর্ম্ম সংস্থান হচ্ছে কিন্তু মফঃস্বলের বেকারদের কর্ম্মসংস্থান হচ্ছে না। তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলে আমরা চাকুরীর ইন্টারভিউ পাচ্ছি না, আবার কেউ কেউ বলে আমরা ইন্টারভিউ দিয়েও চাকুরী পাই না। কাজেই আমরা কিসের অপেক্ষায় থাকি। অতএব এটার জন্য একটা সুনির্দিষ্ট পন্থা থাকা দরকার। বিরোধী পক্ষের মাননীয় একজন সদস্য বলেছেন সরকারী কর্ম্মচারীদের overtime allowance 50% পর্য্যন্ত দেওয়া যায়, কিন্তু সেটা দেওয়া হচ্ছে না। আমি এ সম্বন্ধে বলব যেখানে আজ বেকার সমস্যা ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে সেখানে overtime না দেওয়াটাই ভাল বলে আমার মনে হয়। যে সব ক্ষেত্রে অনিবার্য্য কারণে overtime না দিলে চলে না সেইসব ক্ষেত্র ছাড়া overtime বন্ধ করে দিয়ে বেকার সমস্যা সমাধান করাটা ভাল বলে আমি মনে করি। তাহলে তাতে কিছু সংখ্যক বেকারের কর্মসংস্থান হবে। আর একটি বিষয় হচ্ছে ক্ষুদ্র এবং মাঝারী রকমের শিল্পের প্রতি আমাদের দৃষ্টি দেওয়া দরকার। ত্রিপুরার বাহির থেকে প্রায় সমস্ত জিনিষপত্র আসে। শুধু পাটজাত দ্রব্যই এখান থেকে বাহিরে যায়। কাপড় কাচা সাবান থেকে নিত্যপ্রয়োজনীয় এবং শিল্পজাত সব দ্রব্য বাহির থেকে ত্রিপুরায় আমদানী করতে হয়। যদি মাঝারী এবং ক্ষুদ্র আকারের শিল্প এখানে প্রতিষ্ঠা করা যায় তাহলে আমার মনে হয় কর্মসংস্থান অনেকাংশে পূরণ হতে পারে। মাঝারী ধরণের শিল্প হতে পারে ply-wood factory হতে পারে, পাটের কল হতে পারে, paper mill হতে পারে। এ জাতীয় শিল্প প্রতিষ্ঠান আমাদের এখানে অনতিবিলম্বে করা দরকার বলে আমি মনে করি। বেসরকারী পর্য্যায়ে এখানে মেচ ফ্যাক্টরী হয়েছে। সেইরকম বেসরকারী পর্য্যায়ে না হলেও সরকারী পর্য্যায়ে এ জাতীয় শিল্প প্রতিষ্ঠান এখানে গড়ে তোলা প্রয়োজন। কাজেই যদি এই জাতীয় শিল্প গড়ে না তোলা হয় ত্রিপুরার বেকার সমস্যার সমাধান সম্ভব হবে বলে আমার মনে হয় না। কৃষিক্ষেত্রে বেকার সমস্যার সমাধান হতে পারে যদি কৃষির যথেষ্ট উন্নতি হয়। লাঙ্গল দিয়ে চাষ করা শিক্ষিত যুবকের পক্ষে সম্ভব হবে না, লাঙ্গল দিয়ে চাষের পরিবর্ত্তে

যদি tructor দিয়ে চাষ করার ব্যবস্থা করা হয় তাহলে শিক্ষিত বেকারদেরও সেদিকে ঝোঁক পড়বে। যাদের কিছু জায়গা জমি আছে তারা ঐ পদ্ধতিতে কৃষিকাজ নিজেদের জায়গা জমি চাষ করতে পারবে কিন্তু যতক্ষণ পর্য্যন্ত কৃষির আরও উন্নয়ন না হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত শিক্ষিত যুবকদের কৃষি কাজে নিয়োগ করা যাবে না বলে আমি মনে করি। কৃষি কাজে আর একটি প্রয়োজনীয় জিনিষ হল জলসেচের ব্যবস্থা। সেচ ব্যবস্থা যতক্ষণ না হবে ততক্ষণে সার ইত্যাদি প্রয়োগ করেও কিছু ফল হবে না। ত্রিপুরাতে আজ দীর্ঘদিন যাবত বৃষ্টি হচ্ছে যার ফলে আজ বুরো ফসল সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। দুই এক দিনের মধ্যে যদি বৃষ্টি না হয় তাহা হলে আমার মনে হয় এই ত্রিপুরাতে খাদ্য সঙ্কট এক বিরাট আকারে দেখা দিতে পারে। কারণ মানুষ অত্যন্ত মরিয়া হয়ে বুরো উৎপাদনের চেষ্টা করেছে। সেইসব অঞ্চলের সমস্ত বুরো ক্ষেতই প্রায় শুকাইয়া গিয়াছে' আজ যদি এতে জলসেচের ব্যবস্থা থাকত তাহলে আজ বুরো এবং অন্যান্য ফসল ফলানোর জন্যে বৃষ্টির জন্য অপেক্ষা করার প্রয়োজন ছিল না। বর্ত্তমানে আমরা প্রকৃতির দয়ার উপর নির্ভরশীল। যে পর্য্যন্ত সেচ ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল না হওয়া যায় ততক্ষণ পর্যন্ত কৃষির প্রকৃত উন্নয়ন সম্ভব হবে বলে আমি মনে করি না। Agriculture Departmentএ বহু কর্মচারী নিয়োগ করা হয়েছে, কিন্তু Minor Irrigation এর ব্যাপারে দেখা যায় staff খুবই নগণ্য। যেটার প্রয়োজনীয়তা বেশী সেটার দিকে দৃষ্টি কম দেওয়া হয়েছে বলে আমি মনে করি। Minor Irrigation মাত্র একটি Division, এই একটি Division দ্বারাই সমস্ত ত্রিপুরার কাজ চলছে। তাই এই Departmentকে ঢেলে সাজানো দরকার এবং প্রত্যেকটি District এ একটি করে Division করা দরকার এবং প্রয়োজনীয়তা আছে বলে আমি মনে করি। কারণ গত বৎসর Minor Irrigation খাতে যে টাকা বরাদ্দ ছিল তার one fourth খরচ করা হয় নাই। টাকা বরাদ্দ থাকা সত্বেও যদি সেই টাকা খরচ না হয় তাহলে কি করে কৃষির উন্নতি হবে সেটা আমি বুঝে উঠতে পারছি না। সেইজন্য আমি বলব কর্ম্মচারীর অভাবেই এই কাজ সুষ্ঠুভাবে হয়নি এবং টাকা সব খরচ করা যায়নি। কাজেই কর্মচারী নিয়োগ করে সুষ্ঠভাবে minor irrigation এর কাজ যাতে চলতে পারে সেদিকে সরকারের দৃষ্টি দেওয়া একান্ত প্রয়োজন বলে আমি মনে করি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমার আরো অনেক বলার ছিল। কিন্তু সময়ের অভাবে তা সম্পূর্ণ বলতে পারলামনা। তাই আজকে House এ যে বাজেট পেশ করা হয়েছে তার প্রতি সম্পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Mr. Dy. Speaker—Now I would call on Hon'ble Member Shri Ghanashyam Dewan, only for 10 minutes.

Shri Ghanashyam Dewan—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয় আমাদের House-এ আজকে ১৯৭১-৭২ সনের যে বাজেট পেশ করা হয়েছে তা আমি সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করি। কারণ বাজেটের মধ্যে যে টাকা বরাদ্দ ধরা হয়েছে তন্মধ্যে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ এবং কৃষি

ইত্যাদি খাতে প্রয়োজনোপযোগী টাকা রাখা হয়েছে। এবং এগুলোকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। আমার মতে এই অগ্রাধিকার দেওয়াটা বাস্তবিক ভাল হয়েছে। আমাদের সরকার ত্রিপুরাতে শিক্ষা প্রসারের জন্য যে প্রচেষ্টা নিয়েছেন তাকে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি। আগামী কয়েক বৎসরে আমাদের ত্রিপুরাতে শিক্ষিতের হার বৃদ্ধি পাবে। সাথে সাথে আমি আর একটি কথা না বলে পারছিনা। তা হল ত্রিপুরার লক্ষ লক্ষ জুমিয়া পাহাড়ের মধ্যে আছে, শিক্ষার দিক দিয়ে তারা একেবারে পিছনে পড়ে আছে। তাদেরকে শিক্ষিত করে তোলার জন্য গত ২৩ বৎসরে বিশেষ চেষ্টা করা হয়নি। কেউ কেউ বলে থাকেন জুমিয়ারা যাযাবর জাতি। আর মাননীয় সদস্য উপেন বাবুও এ কথা বলেছেন। কিন্তু আমি তাদের সাথে এই কথায় একমত হতে পারিনা। জুমিয়ারা যাযাবর নয়। তারা জাতিতে Tribal, তাদের নিজস্ব জমি নেই বলে তারা পাহাড়ে জুম চাষ করে। তারাও চাষী। তারা যাযাবর নয়। জুম চাষ করে বলেই তারা জুমিয়া। কাজেই তাদের ছেলেমেয়ে দিগকেও লেখাপড়া শিখানো দরকার। তাদেরকে শিক্ষার তালিম দলে তারাও শিক্ষিত হয়ে উঠবে। চিরদিন তারা backward হয়ে থাকবে এমন তো কথা নয়। দেখা যায় অনেক Tribal ছেলেমেয়ে আজকাল স্কুল কলেজে পড়ছে। কিন্তু তারাও বনে জঙ্গলে বাস করত। শিক্ষার সুযোগ পাওয়াতে তারা আজ শিক্ষিত হয়ে উঠেছে। তাদেরকে পুনর্বাসন দিতে না পারলেই যে তাদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দেবনা একথা তো হতে পারেনা। তাদের শিক্ষা দিতে হবে, চাকুরী দিতে হবে। জুমিয়ারা যে স্থানে থাকে সেখানে চিকিৎসারও বিশেষ কোন বন্দোবস্ত নাই। তাই আমি বলেছিলাম যেখানে যেখানে রাস্তাঘাটের সুবিধা আছে এবং গাড়ী চলাচল করতে পারে তথায় Mobile Dispensary-র ব্যবস্থা করার জন্য। তাই আমি বলব যদি চেষ্টা করা যায় তাহলে পরে এই জুমিয়াদের জন্য পাহাড়েও শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং যোগাযোগের ব্যবস্থা করা যায়। সুতরাং দেখা যায় আদিবাসীদের পুনর্বাসন খাতে ৩১ লক্ষ টাকা রাখা হয়েছে, কিন্তু জুমিয়াদের জন্য এ রকম কোন টাকা রাখা হয়নি। কিন্তু আমি মনে করি এ টাকাটা খুব অকিঞ্চিতকর। অকিঞ্চিৎকর এই কারণে যে এখনও নাকি আদিবাসীদের পুনর্বাসনের পরিকল্পনা পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হচ্ছে। ট্রাইবেলরা কোথায় পুনর্বাসন চায়, কিভাবে তারা স্বাধীনভাবে বসবাস করতে চায় এটাও একটু অনুধাবন করা উচিত। আমি জানি এখানে একটি Tribal welfare deptt. আছে। আমার constituency কুলাই হাওরের মধ্যে গত ৫ বৎসরের মধ্যে জুমিয়া পুনর্বাসন scheme এ ছামনু তহশীলের মধ্যে দু'একটি পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে কিনা আমার সন্দেহ আছে। জুমিয়াদের জন্য একমাত্র reserve area ছাড়া আর কোন রকমের জায়গা নাই। দ্বিতীয়ত হল তাদের পুনর্বাসন দিতে হলে নূতন পুনর্বাসনের যে scheme সেই scheme তাদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে হবে। সুতরাং পুরানো scheme বর্জ্জন করা হল, নূতন scheme গ্রহণ করা হল, সেই interim period এড় মধ্যে যদি পরীক্ষা নিরীক্ষা শেষ না হয় সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে পুনর্বাসনের কাজটা বন্ধ রাখতে হবে। এই ৪।৫ বৎসরের মধ্যে শত শত হাজার হাজার জুমিয়া তাদের পুনর্বাসনের

প্রতীক্ষায় আছে তাদের সুষ্ঠুভাবে অতি সত্বর পুনর্বাসন দেওয়া প্রয়োজন। আর একটা কথা হল Tribal welfare Depttএর officerরা নাকি without the permission of the S. D. O. মফঃস্বলে যেতে পারেন না। সুতরাং Tribal welfare officerদেরকে full-fleged power to rehabilitate the jumias দেওয়া দরকার। তা না হলে তারা S.D.O.র মুখাপেক্ষী, P.E.O.এর মুখাপেক্ষী এবং B.D.O. এর মুখাপেক্ষী হয়ে থাকবে। কোন সময় কি করা হবে, কোন সময় টাকা দেওয়া হবে এটা তার জানা নেই। আমি মনে করি দাদন বন্ধ হওয়া উচিত, কারণ এটা বন্ধ না করা গেলে ট্রাইবেলদের উন্নতি করা যাবে না। এ ছাড়া তারা জুম ছাড়া অন্য কিছুই চাষ করে না। ১৫ বৎসরের মধ্যে তারা একটা ফলের গাছ লাগাতে চায় না। সুতরাং জুম চাষ এবং Horticulture এ দুইটি দিক দিয়ে যদি তাদের পুনর্ব্বাসনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে আমার মনে হয় তখন তারা স্থায়ী ভাবে পুনর্বাসন পাবে। এ কথাটা আমি আগেও বলেছি। সুতরাং আদিবাসীদের পুনর্ব্বাসনের জন্য যে সমস্ত scheme করা হয়েছে সেগুলো যাতে implement করা যায় তার জন্য Tribal Welfare Directorকে পূর্ণ ক্ষমতা দেওয়া প্রয়োজন এবং জুমিয়া পুনর্ব্বাসন সমস্যাকে জাতীয় সমস্যা হিসাবে গণ্য করা উচিত। এই বাজেটে Tribal Welfare-খাতে ৩৭ লক্ষ টাকা ধরা হয়েছে, এটা সমুদ্রের মধ্যে গোস্পদের মত। এইভাবে চললে আরও চল্লিশ বৎসরের মধ্যে জুমিয়া পুনর্বাসন সম্ভব হবে বলে আমার মনে হয় না। ত্রিপুরাতে যদি ইতিমধ্যে ১০/১২ লক্ষ উদ্বাস্তুর পুনর্ব্বাসন সমস্যার সমাধান হতে পারে তাহলে ২/৩ লক্ষ জুমিয়াদের পুনর্ব্বাসন কেন সম্ভব হবে না? এটা সহজেই করা যায়। টিলাতে হলেও আমাদের কোন আপত্তি নাই। কারণ সমতল ভুমি যেমন জমি, তেমনি টিলাও জমি। লুসাই হিলে নাগা হিলে, নেফাতে বহু পাহাড়ী আছে যেখানে লুঙ্গা জমি নাই। শুধু টিলা জমি আছে। সুতরাং জুমিয়ারা যদি পাহাড়ে বাঁচতে চায় তাহলে তাদেরকে পাহাড়েই পুনর্ব্বাসন দেওয়া উচিত এবং how to develop the Jum cultivation এটা research করা হউক। কৃষির জন্য যেমন research করা হয় জুমের বেলায়ও তাই করা হউক। আমি জানি 1959 to 1960 সারা ত্রিপুরাতে একবার ইঁদুরের ভীষণ উপদ্রব হয়েছিল। তারা তাদের মরিচ, বেগুন, ফল সব খেয়ে ফেলেছিল। আমি তখন ভারপ্রাপ্ত অফিসারকে এ সম্বন্ধে বলেছিলাম। তিনি বলেছিলেন ইদুর এমন বিশেষ কিছু নয়, এটাকে ধরে মেরে ফেললেই হয়, বন্যা, অনাবৃষ্টি এগুলো Tribal, non-tribal সবাই বুঝেন। কিন্তু ইঁদুরের যে বন্যা সেটা Tribalরা ছাড়া non-tribalরা বুঝেন না। 1959 to 1960তে Tribalদের যে back-bone ভেঙ্গে গিয়েছে, তাদের যে structure ভেঙ্গে গিয়েছে আজ ১০/১২ বৎসরের মধ্যে এখনও তারা আর মাথা তুলতে পারেনি। কারণ তাদের কোন grant দেওয়া হয়নি, ঘরবাড়ী করার কোন রকম ঋণ দেওয়া হয়নি, তারা খাদ্যান্বেষণে শুধু ত্রিপুরার একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে ঘুরে বেড়াচ্ছে for their livley-hood and not for settlement. আমি সরকারকে তখন অনুধাবন করাতে পারলাম না, বুঝাতে

পারলাম না যে ইঁদুরের উপদ্রবটা কি, এর ব্যপকতা কোথায়। তাদের তখন প্রয়োজন মত আর্থিক সাহায্য এবং খোরাকী যা দেওয়া উচিত ছিল তা সরকার দেননি। আরও ভাল ভাবে তারা যাতে জুম করতে পারে তার ব্যবস্থা করা উচিত ছিল, কর্ম্ম সংস্থান করা উচিত ছিল! তাদের যে ১০/১৫ বা ২০ টাকা যে কৃষি দাদন দিয়েছিল সেগুলো তাদের সেই ক্ষতির তুলনায় কিছু নয়। উপজাতী সম্বন্ধে বলতে গিয়ে মাননীয় সদস্যরা অনেক কিছুই বলেছেন। তারা উপজাতীদের যাযাবর বলেছেন। মাননীয় সদস্য সুরেশ বাবু একটা কথা বলেছেন যে সংরক্ষিত অনেক এলাকায় অ-উপজাতি ঢুকে গেছেন, জমি দখল করে আছে। সুতরাং তাদেরকে ঐ এলাকা থেকে মুক্ত করা হউক। ত্রিপুরাতে আজও লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তু আসছে। ত্রিপুরাতে যদি জায়গা থাকে তাহলে পুনর্ব্বাসন হবে,খাদ্যের সংস্থান হবে এটা ভাল কথা। কিন্তু যেটা সংরক্ষিত এলাকা আছে সেটা মুক্ত করা উচিত। ঐ সমস্ত এলাকাতে যারা ঢুকে পড়েছে তারা বে-আইনি ভাবে ঢুকে পড়েছে। যদি আইন-ই রক্ষা করা না যায় তাহলে বেআইনি বলা চলে। বে-আইনি করতে গিয়ে যদি reserve এলাকা মুক্ত অঞ্চল করা যায় তাহলে আরও বেআইনি করা হল। সুতরাং যদি বেআইনী কাজ অন্যান্যরা করতে থাকে তাহলে এই বেআইনীকে প্রশ্রয় দেওয়া আমি উচিত মনে করিনা। Tribal দের যে সংরক্ষিত এলাকা আছে সেখানে non-tribal দের ঢুকা উচিত নয়। সুতরাং আমি মনে করি আদি-বাসীদের সম্পর্কে ধীর স্থির ভাবে চিন্তা করে বলা উচিত এবং এমন করে বলা উচিত যাতে আদিবাসীদের মঙ্গল হয়, উপকার হয়। আমি মনে করি এই বাজেটের মধ্যে শিক্ষাখাতে Agriculture খাতে Tribal দের জন্য যে টাকা ধরা হয়েছে সেটা ঠিক ঠিক ভাবে খরচ করা উচিত। উপজাতিদের মধ্যে যারা টাকার অভাবে জমি আবাদ করতে পারেনা, আর্থিক সাহায্য দেওয়া উচিত। তারাও Agriculturist, তারা যদি উপযুক্ত ভাবে জল সেচের সুযোগ সুবিধা পায়, গরু লাংগল পায়, তাহলে তারাও ভাল ভাবে শস্য উৎপাদন করতে পারবে। আমার কুলাই হাও-ড়ের মধ্যে এমন অনেক ভুমিহীন আছে। তাদের যদি এরূপ সাহায্য দেওয়া হয় তাহলে খুবই উপকার হবে। সেখানে যদি ভুমিহীন কলোনী করা যায়, এমন টিলা জমিও সেখানে আছে এই সকল টিলাতে পুনর্বাসনের জন্য তারা অনেক বৎসর যাবৎ প্রার্থনা করে আসছে কিন্তু পাচ্ছেনা। আর বেকার সমস্যার কথা ছামনুতে বহু শিক্ষিত বেকার আছে এমন কি B.A. পাশ বেকারও পাওয়া যায়। এমন অনেক Tribal এলাকায় non-tribal teacher যেতে চান না কিন্তু বর্ত্তমানে-তো অনেক Tribal B,A, পাশ বেকার আছেন সেখানে তাদেরকে নিয়োগ করা যেতে পারে। সেখানকার জলবায়ুতে তারা habituated তাদের অনেক আত্মীয় স্বজনও আছেন। সুতরাং Tribal শিক্ষিত বেকার যারা আছে, তারা চাকুরী চান। তাদেরকে ঐ সকল স্থানে appointment দিয়ে পাঠানো উচিত। সুতরা ঐ সকল যুবকদের যদি আমরা ঠিক ঠিক ভাবে কার্য্যে নিয়োগ করতে পারি তাহলে দেশের আরও উন্নতি হবে। কারণ এই যুবকরাই আমাদের দেশের সম্পদ! তারপর Industry যেমন ডুম্বুর project সেখানে বিদ্যুৎ নেই বলে Industry করতে পারছি না। তাই বলে আমাদের এখানে যে টিলা আছে

সেখানে বেকার যুবকদের Co-operative system এ horticulture যাতে করতে পারে সেই ব্যবস্থাতো আমরা করে দিতে পারি। তাছাড়াও Piggery, Duckary ইত্যাদি করতে পারে। আমি আর বিশেষ কিছু বলছি না। এই বলেই আমি এই বাজেটকে সমর্থন জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি।

Mr. Speaker :— There are other members also who will speek to-day but our time is almost near. Now I would seek the sense of the House in this connection whether I would extend the duration of to-days sittings for half-an-hour. We must close the debate on Budget Estimates to-day.

শ্রীতড়িৎ মোহন দাসগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, অন্যান্যদের যা বক্তব্য আছে তা হয়তো আজকের মধ্যে শেষ করলেন কিন্তু মাননীয় অর্থমন্ত্রীকেও ঘণ্টা দেড়েক সময় দেওয়া উচিত। কারণ তিনি অনেক কিছু clear করবেন। অনেক সদস্য অনেক point তুলেছেন ওনারা সেটার জবাব অর্থমন্ত্রীর কাছ থেকে নিতে চান। আমরা যদি দেখি যে সপ্তাহের শেষে অসুবিধা হচ্ছে তাহলে Time curtail করা যাবে।

Mr. Speaker :—All the programmes of the financial matters are approved by the Administrator according to rules. But accordingly we must close the debate on Budget to-day.

Shri T. M. Das Gupta :—Before you say I like to say. The thing is this we have got the whole week at our disposal. We must complete the business for the whole week during the week. If at the end of this thing we find otherwise then we shall make a gulletin or make a close to the discussion.

Mr. Speaker :—No. no.

Shri T. M. Das Gupta :—I understand the point Sir. But we have got a head of sometime.

Shri S. L. Singh :—Mr Speaker, Sir, first of all, whenever the agenda has been approved by the Administrator. we are strictly to adhear the agenda To-morrow will be discussion on Demand for grant and to-day will be the discussion on budget Estimates. So I think, you may extend the House for half-an hour today.

Mr. Speaker :—According to financial Rules we must close the debate on Budget Estimate.

Shri T. M. Dasgupta :—আগে তার অনেক সদস্য ২। ৩টা বিষয়ের উপর বলতে পারেন নি।

Mr. Speaker :—মাননীয় সদস্য, একটি বিষয়ের উপর আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। East Bengal সম্পর্কে আলোচনার সময়ে আপনারা বলেছিলেন যে বাজেট আলোচনাতে কম সময় নিবেন। Accordingly আমি Programme করেছি।

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :—Sir, আমার এতে কোন objection নাই। তবে আমি মনে করি Finance Ministerএর reply দিতে আধ ঘণ্টা বা এক ঘণ্টা সময় লাগবে।

Mr. Speaker :—Finance Minister will certainly give his reply. I would request the Hon'ble Chief Minister.

Shri S. L. Singh :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি এই বাজেটের সমর্থনে কিছু বলছি। বিরোধী পক্ষ থেকে যেভাবে বাজেটের সমালোচনা করেছেন এটা হল সত্যকে গোপণ করা। সত্য গোপণ করাটা একটা বিরাট অপরাধ। কিছুই হয়নি একথা বলতে গেলে একটা তুলনার মধ্য দিয়ে তা বলতে হবে। প্রথমে আমরা চিন্তা করব Political set up of Tripura first of all আমাদের চিন্তা করতে হবে। ত্রিপুরায় একটি সামন্ততান্ত্রিক রাজত্ব ছিল। যেই যায় ব্যবস্থা হলে তার economic condition হবে সামন্ততান্ত্রিক। আমি দেখেছি সামন্ততান্ত্রিক means of production হল Jum. তারই production এর মধ্য দিয়ে, instruments এর মধ্য দিয়ে সেই জাতির বৈশিষ্ট্য, তার রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্য আজকের দিনে সমাধিত। সেই দিক দিয়ে আমরা বিচার করে আজকে বাজেটের বিশ্লেষণ করব, অনুমোদন করব। আমরা দেখেছি যে আমাদের এখানে এক বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তন হয়েছে রাজনৈতিক দিক দিয়ে। সেটা হল সামন্ততন্ত্রের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন করে একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রণয়ন করা হয়েছে। আমরা যদি পর্যালোচনা করি তাহলে দেখতে পাব পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই বৈপ্লবিক পন্থাদ্বারা সামন্ততান্ত্রিক প্রথা বিলুপ্ত হয়ে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আগের দিনে merchant capital ছিল। সামন্ততন্ত্রের সাথে। তারপর Banking Capital, আজকে আমরা Banking Capital এর যুগে এসেছি। তাই কৃষি পদ্ধতির ও অনেক পরিবর্ত্তন সাধিত হয়েছে। সামন্ততান্ত্রিক প্রথা সম্পূর্ণ বিলুপ্তির সাথে সাথে এখানে এসেছে Agriculture এর অগ্রগতি। সেটা হল mixed instrument, আজকে এখানে এসেছে developing instrument. আজ কৃষির জন্য tractor এসেছে, জলসেচের সুবন্দোবস্ত হয়েছে, একটা জমিতে কি করে তিনটি ফসল করা যায় সামন্ততান্ত্রিক বিধি ব্যবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়ে তা করা সম্ভব হয়েছে। তাই যারা সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থাকে ভাল মনে করেন তাদের পক্ষেই "কিছুই করা হয়নি" সেটা বলা সম্ভব। তারা ঐ ব্যবস্থাকে ভাল বাসতেন বলেই নুতন ব্যবস্থাকে গ্রহণ করতে পারছেন না। একটি জমিতে এখন তিনটি ফসল উৎপাদন করার প্রচেষ্টা হচ্ছে। তার সাথে সাথে চিন্তা করা হচ্ছে জুমকেও আরো উন্নততর প্রথায় চাষ করা যায় কি না। Horticulture সেখানে Include করা যায় কিনা এবং তার সাথে সাথে আরো New crush Grow করা চলে কিনা। আজ এখানে পাট চাষের প্রবর্তন হচ্ছে। জুম চাষের জমিতে পাট চাষের কথা চিন্তা করাই যায় নাই। কেন হয় নাই। কারণ যন্ত্রের সাথে তার কোন

সম্পর্কই ছিল না। তাই আজ পাট চাষ করলে পড়ে Jute Mill আসে। অতএব সেখানে সেটি একটি Industryতে রূপায়িত হবে। Mills of Productionএর সম্পূর্ণ পরিবর্তন হয়েছে। অনেক সময় মনে হয় উট পাখীর মত বাড়ীতে মুখ গেজে থাকে। যারা উট পাখীর মত মুখ বুঝে থাকতে চান তাদের নিকট এই ব্যবস্থা ভাল লাগবে না বলেই তারা আজ একথা বলছে। এখানে কেবল মাটির পাতিলও তৈরী হত না। পাতিলও পাকিস্তান থেকে আনতে হবে। এখানে ওঝার প্রচলন ছিল। কোন রোগ হলে ওঝা ঝাড়লে বা ওঝার জল পড়া খেলেই ভাল হয়ে যেত। পূর্ব্বে হাসপাতাল একটা বিভীষিকাময় জায়গা ছিল। হাসপাতালে যদি কোন লোক মারা যেত তাহলে সে লোকের নরকে বসতি হত সেইরূপ চিন্তাধারা ছিল। সেই চিন্তাধারা সামন্ততান্ত্রিক প্রথার বিলুপ্তির সাথে সাথে গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার প্রবর্তনের সাথে সাথে মানুষের মনের জড়তা, পঙ্গুতা নষ্ট হয়ে গিয়েছে উদার একটি মানুষিক দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টি হয়েছে, যার ফলে মানুষ আজকে জলপড়া, ওঝা বা ফকিরীকে বিশ্বাস করে না। কাজেই তাদের গোবিন্দবল্লভ হাসপাতাল চাই। প্রত্যেক সাবডিভিসনে হাসপাতাল বা প্রাইমারী হেলথ সেণ্টার গড়ে উঠেছে। মানুষের সম্পূর্ণ পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে এই যে এক পঙ্গুত্বের প্রতিষ্ঠান ছিল, সেই পঙ্গুতা ব্যবস্থার অবসানের সাথে সাথে বিরাট এক উন্নতি বিকাশের পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে আমরা এক সামাজিক বিবর্তনের মাঝে এসেছি। অতএব এই যুগকে অনেকেই অবিশ্বাস করতে পারে। কিন্তু যারা ঐতিহাসিক সত্যকে অবলম্বন করে তাদেরকে এই দিকে অবলোকন করার জন্য বলব। আমরা এমন কোন কথা বলছিনা যে আমরা একটি স্বর্গ সৃষ্টি করে ফেলেছি।

Mr. Speaker :—Hon'ble Chief Minister I would request to sum up your discussion. Only for five minutes.

শ্রীএস, এস, সিংহ :—ত্রিপুরা রাজ্যে সর্ব্বমোট ৬১ মাইল রাস্তা ছিল, বর্ত্তমানে পাঁচ হাজার মাইলেরও উপর রাস্তা হয়েছে। কাজেই যারা এই সমস্ত বলছেন তাহাদিগকে আমি এই দিকে চিন্তা করতে বলব। আমাদের Territory Councilতে মাত্র একজন Executive Officer এবং একজন Executive Engineer আর দুই জন Assistant ছিল। তাদের নিয়েই আমরা কাজ শুরু করে ছিলাম। আজকে আমরা বলতে পারি ৫ হাজার মাইলের উপর রাস্তা হয়েছে। ত্রিপুরায় কিন্তু সেটা প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট নয়। আজকে রেল লাইনের দাবী উঠছে। এরোপ্লেনের দাবী উঠছে এবং এরোপ্লেনের গাড়ী চাই। এমন কি প্রত্যেক সাবডিভিসনে এরোপ্লেনের গাড়ী করতে হবে। মানুষিক চিন্তাধারার পরিবর্ত্তনের সাথে সাথে এই ডিমাণ্ডগুলি সম্প্রসারিত হচ্ছে। আগেও ডিমাণ্ড বোধই ছিল না। কাজেই আজ সামাজিক পরিবর্ত্তনের সাথে সাথে, রাজনৈতিক পরিবর্ত্তনের সাথে সাথে সামাজিক পরিবর্ত্তন, অর্থ নৈতিক পরিবর্ত্তন এবং তার সাথে সাথে চাহিদা বোধও জাগ্রত হচ্ছে। আজ যদি শিক্ষা ব্যবস্থার দিকে তাকাই তবে দেখতে পাই একটি মাত্র ইউ, কে, একাডেমি, কৈলাশহরে একটি হাইস্কুল এবং বিলনীয়াতে

আর একটি হাই স্কুল ছিল। কিন্তু আজকে যতগুলি সিনিয়ার বেসিক স্কুল আছে তাকে হায়ার সেকেণ্ডারী করা হউক। যতগুলি প্রাইমারী স্কুল আছে তাকে সিনিয়র বেসিক স্কুল করা হউক। পলি স্কুলকে কলেজে রূপান্তরিত করা হউক এবং অনবরত ছাত্রসংখ্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। এখানে আলোচনা করতে গিয়ে শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্ত্তনের কথা বলা হয়েছে। সামাজিক পরিবর্ত্তনের সাথে সাথে শিক্ষা ব্যবস্থারও পরিবর্ত্তন সূচিত হয়, এবং আমি অন্তত মনে করি আমাদের যে examination প্রথা চালু আছে এই বর্ত্তমানে এই প্রথায় আর চলতে পারে না যে আমরা বই পড়ব আর পরীক্ষার হলে যাইয়া পরীক্ষার খাতায় বমি করব। এই বিধি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এক বিরাট মন গড়ে উঠছে। সেটা রূপান্তরীত করার জন্য মহাপুরুষ জাতির জনক বলেছিলেন যে Basic Education করা। কিন্তু সেটাকে আমরা উপেক্ষা করে ছিলাম। কারণ আমরা জানি নুতন ধারায় Education Introduce করতে গেলে উপযুক্ত শিক্ষক পাওয়া যায় না। অতএব আমরা যদি মনে করি হাইয়ার সেকেণ্ডারী পাশ করে মাষ্টারী করতে গেলে he is the best teacher সেইদিকে নুতন পদ্ধতি শিক্ষা গ্রহণ করাতে গেলে তাহা দিগকে সেদিক দিয়ে গড়ে তোলা উচিত। তবে যারা বড় বড় শিক্ষাবিদ্ তারা অবশ্য সেদিক দিয়ে চিন্তা করছেন কিভাবে শিক্ষা ব্যবস্থায় আমুল একটা পরিবর্ত্তন সূচিত হতে পারে। এর উপর ভিত্তি করে প্রধান মন্ত্রী ইন্দীরাজী একটি ভাষণে ইঙ্গিত দিয়েছেন শিক্ষা ব্যবস্থাকে যুগোপ-যোগীভাবে গড়ে তোলার জন্যে। তবে আজকে নুতন পরিবেশে নুতন চিন্তাধারায় আমরা সেদিকে উদ্বুদ্ধ হচ্ছি শিক্ষায় স্বাস্থ্যে ইত্যাদিতে। আগে মানুষ চিন্তা করতেই পারেনি Inno-cultion Vaccination এবং ম্যালেরিয়াকে আমাদের দেশ থেকে দুর করা যেতে পারে। আজকে আমরা বলব ম্যালেরিয়া কেন হবে, কলেরা কেন হবে, বসন্ত কেন হবে, কারণ আজ এগুলি under control of men. Man is the supreme force. আগে ওলাউঠা হলে মা কালীর এবং বসন্ত হলে শীতলার নজর পড়েছে এইরকম একটা ধারণা মানুষের মনে ছিল। এটা social system এর একটা পূর্ণ রূপ ছিল। এই system এর পরিবর্ত্তনের সাথে সাথে আমাদের অগ্রগতির চিহ্ন আমাদের সমাজে সূচিত হচ্ছে। সেটা হল যুগোপযোগী চিন্তাধারা। তার সাথে সমান তালে চলার জন্যই এই বাজেটকে আমরা রূপায়িত করছি, শিক্ষা, স্বাস্থ্যের ইত্যাদির উন্নতির জন্য। এখানে জুমিয়া ভূমিহীন এবং উদ্বাস্তু ভাইয়েরা আছেন, এই তিনটি নিয়েই এখানকার Economy. এই economyকে যুগোপযোগী করে গড়ে তোলার জন্যই সেইদিক দিয়ে দৃষ্টি দিয়ে এই বাজেটকে রূপায়ণের চেষ্টা করেছি। সেই দিক দিয়ে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা এবং medical aid কে কিভাবে universal করা চলে তারই জন্য আমার ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রচেষ্টা করছি। একথা আমরা বলছিনা যে hospitalisation of 18 lacks of population আমরা করছি or 18 lacks of people কে আজ স্কুলে পাঠিয়ে দিচ্ছি। যা করলে ত্রিপুরার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি হবে সেটা আমাদের এই বাজেটে সুচিত আছে। আমাদের উন্নতির যে লক্ষণ সেটা আমরা কোন দিক থেকে শুরু করব। সেটা আমাদের প্রথমে চিন্তা করতে হবে। যুগপো-যোগী চিন্তাধারা নিয়ে তারা এই বাজেট সম্বন্ধে সমালোচনা করেন নি। Unemployment

problem solve করার জন্য আমরা ত্রিপুরার তিনটি Districtএ প্রতি বৎসর তিন হাজার লোককে বিভিন্নভাবে কর্মে নিয়োগ করে ঐ problemকে solve করার চেষ্টা করছি। এখানের যে স্কুল কলেজে যেসব ছেলে মেয়ে পরীক্ষা দিচ্ছে তাদের নাম এই unemployed list ভুক্ত আছে। তার সাথে mechanised agriculture এবং তার জন্য irrigation এবং power utilisation of power এর জন্য প্রচেষ্টা করা হচ্ছে। কাজেই সেইদিক দিয়ে তাদেরকে চিন্তা করতে বলব যে আমরা সেইভাবে বাজেটকে রূপায়িত করার চেষ্টা করেছি। Without power no industry can start সেইদিক দিয়ে লক্ষ্য রেখে আমরা power এর প্রকল্প গ্রহণ করেছি। তারা সন্দেহ প্রকাশ করেছেন যে এটার মাধ্যমে ব্লাফ দেওয়া হচ্ছে। ভাওতা দেওয়া হচ্ছে। একদিন যখন জুমিয়া পুনর্বাসন এবং উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের কাজ শুরু করা হয় তখন তারা বাধা দিল, আজকে তারাই বলছে জুমিয়া পুনর্বাসন চাই। উদ্বাস্তু পুনবাসন চাই। যদি তাদের পুনর্বাসনে আইনের কোন বাধা থাকে তবে নিশ্চয়ই সেটা দেখা হবে। কারণ আইন মানুষের জন্য, আইনের জন্য মানুষ নয়। ভূমি আইনে যদি কোন পরিবর্তন করতে হয় তবে সেই অনুসারে করতে হবে।

সেই অত্যাচারে অত্যাচারিত হয়ে মানুষ এই বিধি ব্যবস্থার উপর মানুষের মন বিষাক্ত হয়ে গিয়েছে। তাই আমরা দেখি ভারতবর্ষের কোন জায়গাতে বর্গা right নেই। এই স্থানে এই right দেওয়া হয়েছে। কেন দেওয়া হয়েছে? সামন্ততান্ত্রিক system এর against এ একটা বিরাট revolution সৃষ্টি হয়েছে বলেই তা আমরা করেছি। তাই আজকে হাজার হাজার মানুষ বলছে আমরা ভূমি পাচ্ছি না। যারা উৎপাদন করবে যদি তাদেরকে সেই উৎপাদন ব্যবস্থা থেকে বঞ্চিত করা হয় তাহলে নিশ্চয়ই সেই ব্যবস্থাকে আইনের পাতা থেকে ছিড়ে মুছে ফেলতে হবে। সেই ভাবে আইন অবলম্বনও করা হয়েছে। কারণ সমাজবাদী সমাজ ব্যবস্থা আমরা যখন গ্রহণ করেছি তখন আমরা দেখব যারা agriculturist, যারা productor in mills and factory আইন তাদের জন্যও রচিত হয়েছে, আইনের জন্য তারা নয়। সেই দিক দিয়ে চিন্তা করে আমরা বাজেটের ব্যবস্থা করেছি। এই বলে আমি বাজেটের সমর্থনে বক্তব্য রেখে এখানেই আমার বক্তৃতা শেষ করছি।

Mr. Speaker :—I would now call on Hon'ble Finance Minister to give his speech.

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য ঃ—মাননীয় স্পীকার মহোদয় আমি ১৯৭১-৭২ সালের যে বাজেট এই House-এ পেশ করেছিলাম তার সাধারণ আলোচনার দিন আজকে শেষ হচ্ছে। আমি এই হাউসের সদস্যগণের নিকট খুবই কৃতজ্ঞ যে তাদের মধ্যে অধিকাংশই আমার এই বাজেটকে সমর্থন করেছেন। তাই আমি মাননীয় স্পীকারের মাধ্যমে আমি তাহাদিগকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বিরোধী দলের যে সব সদস্যগণ আমার বাজেটকে সমালোচনা করেছেন তাদেরকে আমার ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তারা যে সমালোচনা করেছেন সেটা না করলে Politically তাদের হেয় হতে হবে সেইজন্যই তারা সমালোচনা করেছেন। কারণ এই সমালোচনায়

মধ্যেই কোন নূতনত্ব আমি পাইনি যেটা গ্রহণযোগ্য। বাজেটের যে সমালোচনা সেটা একরূপ গতানুগতিক ভাবেই হয়েছে। যদি বিরোধী দলের পূর্ব্বের বাজেট স্পীসের উপর বক্তৃতাগুলি দেখা যায় তবে দেখা যাবে সেটারই পুনরাবৃত্তি হয়েছে। তবে বিরোধী দলের সদস্য শ্রীপ্রমোদ বাবুর মুখে এবার কিছু নূতনত্ব দেখেছি। তিনি বলেছেন যে বাজেট দিল্লী থেকে আনা হয়েছে এবং এখানকার Finance Minister হলেন তার Salesman অবশ্য মাননীয় স্পীকার Salesman কথাটা expunge করার order দিয়েছেন।

Shri P. R. Dasgupta :—Point of order Sir, এটা আপনি Proceedings থেকে expunged করেছেন।

Mr. Speaker :—Yes, that has been expunged from the proceedings.

Shri. P. R. Dasgupta :—আমাদের Rules and Procedure-এ বলে যে, যে জিনিষটা expunged করা হয় সেটা Not to be spoken হিসাবে treat হয়।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—মাননীয় স্পীকার মহোদয় তিনি একটি শব্দ উচ্চারণ করেছেন যেটি Salesman এর মত। যাই হউক শ্রীপ্রমোদ বাবুর মুখে এ ধরণের কথা আগে কখনও শুনা যায়নি। কারণ তিনি তখন আমার দোকানের খরিদ্দার ছিলেন। তাই তখন শুনা যায়নি।

* * * * * *

আজ তাহার মুখে অন্য রকমের কথা শুনা যাচ্ছে।

* * (Expunged as ordered by the Chair)

শ্রীভিভৎ মোহন দাশগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় প্রথম দিন উনি যখন "salesmen" শব্দটি বললেন তখন আপনি সেটা proceedings থেকে expunged করলেন। আজ আমি বলছি বাজেট বক্তৃতার মধ্যে মহাজোটের কথা কোন রকমেই উঠতে পারে না। তিনি এই মহাজোটের কথাটা কেমন করে তুললেন? salesman শব্দটি Expunged হয়ে থাকে তাহলে সমযুক্তিতে মহাজোট শব্দটি ও expunged হওয়া উচিত। আপনি যেটা expunged করেছেন সেটা সম্বন্ধে আমার বলার কিছু নেই। তবে আমি explained করছি। কেহ যদি একটা ভাষার উপর কারিগরি করতে চায় তাহলে বলবে আপনি আমার এই জিনিষটাকে নিয়ে আসছেন। It is a good salesmanship এমন কি কেহ যদি চিন্তাও করে, তাহলে বলে you are very good salesman for your thought. এটা হচ্ছে ভাষা প্রকাশের একটা উপায় মাত্র। এই যে sallesman কথাটা It does not signify anything, but he expressed his thought আমি অন্ততঃ এই জিনিষটাকে সেইভাবে বুঝি। কাজেই বক্তৃতায় যে মহাজোটের কথা বলছেন, সেটা এই ভাবে এখানে আসতে পারে না। Similar protection এ আমি আপনার কাছে এই দাবী রাখবো যে মহাজোটের কথা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় উত্থাপিত করেছেন, সেটা

এখান থেকে Expunged করা হউক। আপনি স্যার ন্যায়ের অধিকার নিয়ে এখানে বসেছেন। এখানে একই বিষয়ের উপর আপনি দু'রকম বিচার করতে পারেন না। আপনার কাছে বিচার দিচ্ছি, এইটি আমার point of order. আর দেখুন যারা party in power থেকে আমার এই বক্তব্যকে হৈ চৈ করে নষ্ট করতে চান। আজকে আপনার হাউসের ডিগনিটি রাখার জন্য আজকে স্পীকারের সম্মান রাখার জন্য আমি এখানে দাড়িয়ে বলছি যে, এক বিচার আপনি এক সূত্রে করেছেন ঠিক এই সূত্র নিয়ে ওটার বিচার করতে হবে।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় This is not point of order তিনি বক্তৃতা দিচ্ছেন।

Mr. Speaker — আপনি বলেছেন উনার যে শব্দটা উনি ব্যবহার করেছিলেন সেটা পুনরোচ্চারণ করেছেন, যেটা Expunged হয়েছিল, এই তো কথা।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আপনি যদি মহাজোটকে allow করেন তাহলে আগামী দিন থেকে আমাদেরও allow করবেন স্যার। তখন যেন Expunged কথাটা না উঠে। I can stand the challange of the House এই অতুল্য ঘোষের দল থেকে আমরা স্বেচ্ছায় বেড়িয়েছি। আজকে House এ আমরা challange দিয়ে যাচ্ছি।

Mr. Speaker :— Hon'able Member —you are threatening the chair,

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত — No. Sir.

(Noise)

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত — Point of order sir. Hon'ble Member sir Promode Dasgupta imposing a condition, which he can not do.

(Noise)

Mr. Speaker— Please do'nt shout. I request the Members to maintain law and order in the House. Hon'ble member আপনি যে প্রশ্নটা তুলেছেন, আমার মতে এটা point of order হয় নি।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি যে শব্দটা উচ্চারণ করেছিলাম সেটা মোটেই unparliamentary নয়। যাহা হোক তবে Mr. Speaker যে ruling দিয়েছেন তার বিরুদ্ধে আমি কিছু বলতে চাই না। I obey the chair. আমি যেটা বলেছিলাম যে তিনি আমার দোকানের খরিদ্দার নন, আমার মনে হয় এটা unparliamentary নয়।

Mr. Speaker :—Hon'ble member has taken exception to the word মহাজোট।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—মহাজোট শব্দটা তো unparliamentary নয়।

Mr. Speaker :—Not unparliamentary but unhappy remark.

Shri Krishnadas Bhattacharjee :—আমার দিক থেকে ব্যক্তিগতভাবে কোন আপত্তি নেই। তিনি যদি আমাকে sales man বলেন। তিনি আমার দোকানের এখন খরিদ্দার নয়, তাই তিনি অন্য রকম বলছেন। অন্য কোন দেকানের বিরাট সরবরাহে তিনি পুষ্ট। বাজেট যে দিল্লী থেকে আমদানি ; এখানে তৈরী হয় না। এটাও তার ভুল ধারণা। তিনি বাজেট প্রনয়ণের procedure জানেন না তাই একথা বলেছেন। বাজেট এখানে তৈরী হয় এবং grant এর জন্য দিল্লী পাঠানো হয়। তখন তারা একটা amount fix করে দেন এবং বলেন যে এর বেশী আমরা দিতে পারব না। তখন দিল্লী থেকে যে grant আসবে এবং আমাদের যে resource আছে সেটা মিলিয়ে আমরা দেখি কোনটা রাখতে পারব এবং কোনটা রাখতে পারব না, কতটুকু কমাতে হবে, কতটুকু বাড়াতে হবে সেটা adjustment করে আমরা বাজেটটি পাঠাই, তারপর বাজেট approved হয়। এভাবে বাজেট হয়। দিল্লী থেকে জানিয়ে দেয় যে আমরা এত টাকা grant দিতে পারব, সেটা জানার পর আমরা সেভাবেই adjustment করে বাজেট করে থাকি। তার চেয়ে অধিক প্রয়োজন থাকলেও আমরা সেটা করতে পারি না। এটা হল non-plan, আর plan এর ব্যাপারে তিনি যেটা বলেছেন practically সমস্ত development works plan budget এ রাখা হয়। 4th five year plan এর আগেই ঠিক করা হয়, planning commission all India resources এ যেটা pre-view করেন, পরে National Development Council এ সেটা দেয় এবং তারা ঠিক করে দেয় যে কোন sector এ priority দিতে হবে। এবং সেই setcor অনুযায়ী State Govt. গুলো তাদের plan বাজেট রচনা করেন। plan সমস্ত ভারতবর্ষে যে resource আছে centrally, সেই resource এর কোন State কে কত দিবে। কোন union territoryকে কত দিবে সেটা National Development Council এর মতামত নিয়ে Planing Commission স্থির করেন। তাতে প্রত্যেক state এবং Union territory-র chief minister সদস্য আছেন। তাছাড়া কেন্দ্রীয় কয়েকজন মন্ত্রী invities হিসাবে উপস্থিত থাকেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তার চেয়ারম্যান এবং Dr. গ্যাডগিল তার ডেপুটি চেয়ারম্যান। সুতরাং National Development council স্থির করেন কোন plan এর জন্য কোন State কে কত টাকা দিবে within 5 years National Dev. council এর সুপারিশ সেটা parliament-এ গৃহীত হয়। এভাবে plan works এর grant গুলো পেয়ে থাকে। সুতরাং এর উপর Planning Commission এর যথেষ্ট হাত রয়েছে। এটা উনারা বলতে পারেন না যে শুধু দিল্লী থেকেই করা হয়। আমরা plan এবং scheme তৈরী করি। অন্যান্য State এ working group আছে Planning Commission এর তারা সেটা scrutiny করেন। আমরা ঠিক সেইভাবে plan করে planing comission এ যাই এবং working group এ গিয়ে আমরা scheme wise সেগুলোকে place করি এবং working group scurtiny করে plan এর scheme গুলো ঠিক করে এবং within that amount সমস্ত plan বাজেটে রাখতে হয় এবং সেইভাবে বাজেট তৈরী হয় এটা শুধু আমাদের

বেলায় নয়। সমস্ত State এর বেলায়ও তাই। মাননীয় সদস্য বোধ হয় জানেন না তাই একথা বলেছেন। একটা full fledged State এ plan বাজেট তৈরী করার যেটুকু দরকার আমাদেরও তাই করা হয়। আর একটি বিষয় তিনি শিক্ষা সমন্ধে বলেছেন যে ত্রিপুরাতে শিক্ষার কোন অগ্রগতি হয়নি। তিনি বলেছেন wastage এবং stagnation এর একটা figure তিনি সংগ্রহ করেছেন। কিন্তু মাননীয় সদস্য মহাশয় খুব চাতুরিতার সঙ্গে All India যে statistis সেটাকে suppressed করেছেন। আমাদের এখানে যে statsitics সেটা দেখিয়ে যদি neighbouring State এবং All India average যদি না দেখানো হয় তাহলে আমাদের মনে হবে যে এটা কিছুই নয়, খুব কম। তিনি বলেছেন যে এখানে wastag ভয়ানক বেশী ইত্যাদি। আমি বলতে পারি আমাদের এখানে wastage west Bengal থেকে খুব কম। All India average যেটা হয়েছে 38.48 class Iএ, আমাদের সেটা 37·77, class IIতে 21.03 all India আর আমাদের আছে 20.89, class III এ All India average হল 17.18, আর আমাদের আছে 18,80 class IV এ All India wage যে 13.05, আমাদের আছে 13·57 Class V এ আছে 10·25 আর আমাদের আছে 10·17 West Bengal এর যে wastage সেটা All India avergae থেকে কম। সবগুলো figure দিলে বক্তৃতার ঝালটা নষ্ট হয়ে যাবে বলে তিনি তা দেননি। আমি তাকে দেখাতে পারি যে আমরা পার্শ্ববর্তী রাজ্য থেকে কোন অংশে পেছনে পড়ে নেই। আসাম এবং West Bengal আমাদের পার্শ্ববর্তী রাজ্য। আমরা তাদের থেকে যে পেছনে পড়ে নেই সেটা আমি বইতে দেখাতে পারি তিনি যদি সেটা চান। সুতরাং তিনি বলেছেন সেটা সত্য নয়। বক্তৃতা দ্বারা জনসাধারণকে ভুলাবার চেষ্টা করা হয়েছে মাত্র। আমাদের অগ্রগতি কম হয়নি। Basi Education সম্পর্কে যা বলেছেন সেটা ঠিক কথা। Basic Education সম্পর্কে যে আমরা সফলতা লাভ করতে পারিনি এটা ঠিক কথা। ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ডাঃ জাকির হোসেনও বলেছেন যে Basic Education এ আমরা failure হয়েছি। সুতরাং এটা শুধু ত্রিপুরায় নয় All India basis এ এটা sucessful হয়নি। কাজেই তিনি যে figure দিয়েছেন সেটা may be corret. তারপর Agriculture সম্পর্কে একজন বিরোধী দলের সদস্য বলেছেন যে কিছুই হয়নি। চাউলের দর বাড়ছে ইত্যাদি, এই সময় চাউলের দর বাড়ে, এটা স্বাভাবিক আমার মনে হয় গতবারের তুলনায় এবার ত্রিপুরার সর্বত্র চাউলের দাম কম আছে। তাই বলে এবার আমাদের ফলন যে খারাপ হয়েছে একথা কেউ বলতে পারেন না। এবারে কৃষি উৎপাদন যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। এবারে বুরো ধানের ফলনের যে prospect দেখা যাচ্ছে সেটা খুব আশাপ্রদ। সুতরাং Agriculture-এ আমাদের উন্নতি হচ্ছে না এটা ঠিক নয়। যদিও যতটুকু হওয়া দরকার ছিল ততটুকু হয়নি। তার কারণ হল irrigation problem. আমাদের এখানে বেশীর ভাগ স্থানই হল hilly place, low land খুব কম। যেগুলো ছড়ার পাড়ে আছে যেখানে বাঁধ দিয়ে জল সেচ করা হয়। কিন্তু অন্যত্র power এর অভাবে irrigation এর সুবিধা করা যাচ্ছে না। যদি Electri-

city আসে তবে আমার বিশ্বাস high land গুলোতে আমরা irrigation এর ব্যবস্থা করতে পারব। পূর্বে বাহির থেকে যেভাবে খাদ্যশস্য আমদানি করতে হত এবার তার থেকে অনেক কম আমদানি করা হচ্ছে। সুতরাং যদি internal production কম হত তাহলে বাহির থেকে আরও বেশী খাদ্য আমদানী করতে হত। আর একটি হল এ সময়ে ডাল, তেল, নুন প্রভৃতির দাম বৃদ্ধি পায়। তারজন্য আমাদের buffer stock রাখা হয়েছে। Buffer stock দ্বারা এগুলোর দাম যাতে বৃদ্ধি না পায় তার চেষ্টা করা হয়। এ দর বৃদ্ধি শুধু যে এখানে তাই নয়, সর্ব্বত্রই এ সময় এভাবে দর বৃদ্ধি হয়। ডাল, তৈল এগুলো আমাদের বাহির থেকে purchage করতে হয়। কাজেই স্বাভাবিক ভাবে এখানে দাম বৃদ্ধি পায়। শিক্ষা, স্বাস্থ্য Mobile Dispensary সম্বন্ধে আমার বাজেট বক্তৃতায় আমি উল্লেখ করেছি যে আমরা Mobile Dispensary খুলেছি। অন্যান্য Deptt. সম্বন্ধেও আমি বাজেট বক্তৃতায় উল্লেখ করেছি। অন্যান্য যে সব point তুলেছেন সেগুলোর উত্তর Cut motion এর সময় দিতে চেষ্টা করব। সর্ব্বশেষে মাননীয় সদস্যগণ যে সব Construtive সমালোচনা করেছেন তার জন্য মাননীয় স্পীকারের মাধ্যমে ধন্যবাদ জানিয়ে এখানে শেষ করছি।

Mr. Speaker :—The House stands adjourned till 11 A. M. on Tuesday, the 30th March, 1971.

Papers laid on the table.

UN-STARRED QUESTION NO. 91.

By **Shri Promode Ranjan Dasgupta.**
M. L. A.

QUESTION

1. Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Home (Police) Department be in a position to lay before the House the report of the Enquiry conducted by the District Magistrate (South), Tripura on the firing by Police at Melaghar on 20.8.70.

ANSWER

1. The report cannot be published as this is a departmental enquiry. The enquiry however revealed that the use of fire arms was made in the proper exercise of right of private defence of property and human life and was justified.

UN-STARRED QUESTION NO. 149.

By Shri Abhiram Deb Barma,
M. L. A.

প্রশ্ন

১) ১৯৭০-৭১ সালে ত্রিপুরায় কয়টি স্কুল ও কলেজে পরীক্ষা বন্ধ করার জন্য হামলা করা হয়েছে ;

২) স্কুল ও কলেজের নাম ;

৩) ঐ হামলার ব্যাপারে যাহাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে তাদের নাম ?

উত্তর

১) ২) ৩) } তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে।

UN-STARRED QUESTION NO, 151.

By Shri Abhiram Deb Barma,
M. L. A.

প্রশ্ন

১) সাংক্রাক সন্দেহে ত্রিপুরায় ১৯৭০-৭১ সনে কতজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে ;

২) ধৃত ব্যাক্তিদের নাম ;

উত্তর

১) ২) ৩) } তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে।

UN-STARRED QUESTION NO. 201

By Shri Abhiram Deb Barma

প্রশ্ন

১) ত্রিপুরায় বর্ত্তমানে Deputy Collector ও Sub-Deputy Collecter এর মোট সংখ্যা কত এবং তাদের মধ্যে কতজন বর্ত্তমানে আগরতলায় আছেন ;

২) যাহারা আগরতলা আছেন তাহারা কে কোন কাজে নিযুক্ত আছেন এবং কতদিন যাবত আগরতলা আছেন ?

উত্তর

১) ত্রিপুরাতে বর্ত্তমানে Deputy Collector (ত্রিপুরা সিভিল সার্ভিস স্থায়ী ও অস্থায়ী সহ) এবং Sub-Deputy Collector এর মোট সংখ্যা — ৭৩ জন

তাহাদের মধ্যে আগরতলায় আছেন — ৯ ,,

১) উত্তর এতদ্সঙ্গীয় 'ক' ও 'খ' তালিকায় দেওয়া গেল।

ANNEXURE—'A'

STATEMENT OF DEPUTY COLLECTORS INCLUDING T. C. S. (BOTH PERMANENT AND TEMPORARY) OFFICERS WORKING AT AGARTALA WITH DATE OF POSTING.

	Name of Officer.	Present post held.	How long posted at Agartala.
	DEPUTY COLIECTORS INCLUDING T. C. S. (BOTH PERMANENT & TEMPORARY) OFFICERS.		
1.	Shri K. C. Sinha.	Sub-Divisional Offiicer, Sadar.	2.11.1963
2.	Shri S. N. Roy Choubhury.	Asst. Transport Commissioner.	19.8.1969
3.	Shri D. Roy.	Deputy Registrar, Co-op. Societies.	22.1.1968
4.	Shri J. L. Kar.	Controlcr of Stores & Distribution.	12.11.1969
5.	Shri R. N. Bhattacharjee.	Treasury Officer.	2.12.1962
6.	Shri A. K. Bhattacharjee.	Land Acquisition Officer.	27.8.1962
7.	Shri P. Deb Choudhury.	Offg. T. C. S. (Leave Reserve), S. D. O's Office, Sadar.	25.3.1968
8.	Shri S. C. Choudhury	District Panchayat Officer.	1.10.1970
9.	Shri A. T. Dutta.	Offg. T. C. S. (Leave Reserve), attached to D. M. (West).	13.5.1964
10.	Shri I. B. Das Gupta.	Dy. Chief Electoral Officer.	4.6.1965
11.	Shri N. K. Sinha.	Superintendent of Surveys.	10.11.1969

	1	2	3
12.	Shri W. U. Mollah.	Inquiring Authority.	12.7.1961
13.	Shri A. M. Dutta.	Tribal Welfare Officer.	20.2.1970
14.	Shri M. L. Roy.	Offg. T. C. S. (Leave Reserve), attached to D. M. (West).	August, 1961
15.	Shri K. R. Das.	Offg. T. C. S. (Leave Reserve), attached to D. M. (West).	4.11.1970
16.	Shri S. Ganguly.	Superintendent of Excise & Taxation.	3.2.1971
17.	Shri H. M. Choudhury.	Special Officer (Tribal Welfare).	9.11.1970
18.	Shri S. B. Sarkar.	Project Executive Officer, attached to D. M. (South).	7.5.1968
19.	Shri J. C. Chakraborty.	Project Executive Officer, attached to D. M. (North).	9.11.1970

ANNEXURE—'B'.

STATEMENT OF SUB-DEPUTY COLLECTORS WORKING AT AGARTALA WITH DATE OF POSTING :

SUB-DEPUTY COLLECTORS :

	Name of Officer.	Present post held.	How long posted at Agartala.
1.	Shri M. L. Das Gupta.	Sub-Deputy Magistrate, attached to S. D. O. 's Offices, Sadar.	26.2.1969
2.	Shri J. K. Bhattacharje.	Sub-Divisional Controller (Food).	16.8.1966

1	2	3
3. Shri H. P. Siva.	Sub-Deputy Collector, attached to S. D. O's Office, Sadar.	8.5.1970
4. Shri S. K. Ganguly.	Sub-Deputy Magistrate, attached to S. D. O's Office, Sadar.	3.3.1969
5. Shri Joydev Chakraborty.	Sub-Deputy Collector, attached to D. M. (North).	September, 1970
6. Shri D. R. Chakraborty.	Sub-Deputy Collector, attached to S. D. O's Office, Sadar.	22.5.1970
7. Shri C. D. Barman.	Sub-Deputy Collector (Leave Reserve), attached to D. M. (North).	13.3.1967
8. Shri M. C. Bhattacharjee.	Sub-Deputy Collector (Leave Reserve) attached to Rehabilitation Directorate.	30.12.1969
9. Shri B. N. Bhattacharjee.	Sub-Deputy Collector (Leave Reserve), attached to D. M. (West), L. A. Section.	June, 1969
10. Shri N. K. Roy.	Sub-Deputy Collector, attached to S. D. O's Office, Sadar.	22.10.1963

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE GOVERNMENT OF UNION TERRITORIES ACT : 1963.

The 30th March, 1971.

The House met in the Assembly Chamber, Agartala at 11 A. M. on Tuesday the 30th March, 1971.

PRESENT.

Shri Manindra Lal Bhowmick, Speaker in the Chair, the Chief Minister, three Ministers, the Deputy Speaker, the Dy. Minister and 23 Members.

QUESTIONS.

Mr. Speaker :—To-day in the List of Business are the following questions to be answered by the Ministers concerned. Starred Question. Shri Monoranjan Nath.

Shri Monoranjan Nath :—Question No. 88.

Shri Krishnadas Bhattacharjee :—Question No. 88 Sir.

প্রশ্ন	উত্তর
পানিসাগর ইলেকট্রিফিকেশানের সুবিধা থাকা সত্বেও প্রাইমারী হেল্‌থ সেন্টারে ইলেকট্রিফিকেশান না করার কারণ কি ?	প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হইয়াছে।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—কি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ?

Shri Krishnadas Bhattacharjee :—Administrative approval and expenditure sanction of the estimated cost of Rs. 4,630/- for providing service connection to the P. H. C. at Panisagar has already been communicated to, the P. W. D.

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—পানিসাগর যে জায়গাতে ইলেকট্রিফিকেশান হয়ে গেছে বছর দুই'এর উপর, সেই জায়গাতে প্রাইমারী হেল্‌থ সেন্টার না হওয়ার কারণ কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—আই ডিম্যাণ্ড নোটিশ।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, পানিসাগর যে জায়গাতে মুরগী পালে, সেই ঘরে পর্যন্ত ইলেকট্রিফিকেশান হয়ে গেছে। সেই জায়গাতে এই প্রাইমারী হেল্‌থ-সেন্টারে না হওয়ার কারণ কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—আই হ্যাভ অলরেডি রিপ্লাইড।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—যাতে অবিলম্বে কাজ হয় সেই চেষ্টা নেবেন কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—হ্যাঁ, সেই চেষ্টা নেওয়া হচ্ছে।

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ফার্স্ট ডিমাণ্ড করে এসেছিল এবং এ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ এ্যাপ্রুভেল করে দেওয়া হয়েছে ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—আই ডিম্যাণ্ড নোটিশ।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ ডিপার্টমেণ্ট থেকে পি, ডবল্যু, ডি'কে কমিউনিকেট করা সত্ত্বেও না করার কারণ কি এবং সেই সম্পর্কে কি স্টেপ নেওয়া হয়েছে ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—তদন্ত করে দেখা হবে

মিঃ স্পীকার :—শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—কোয়েশ্চান নাম্বার ১৪।

শ্রীএস, এল, সিংহ :—কোয়েশ্চান নাম্বার ১৪ স্যার।

QUESTIONS	ANSWERS
1. Whether any representation from the un-employed persons in the year 1969 and 1970 have been received by the Government praying for un-employment allowance ; and	Yes.
2. If so, the step taken by the Government ?	The Government has not taken any step so far, for introduction of un-employment allowance.

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি কত জনের দরখাস্ত পাওয়া গেছে ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—একটা দরখাস্ত পাওয়া গেছে ২০শে ডিসেম্বর তারিখে এবং আর একটি পাওয়া গেছে ১২/২/৭০ইং সনে।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাসগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এটা কি কোন সংস্থা থেকে নাম্বার অব পারসনস করেছে ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—সংস্থা থেকে করেছে—একটা হল যুব কেডারেশন, আরেকটা হল ত্রিপুরা গ্রেজুয়েট ইউনিয়ন।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এই যে আন এমপ্লয়েড পারসনস যারা দরখাস্ত করেছে এবং আরও যারা আছে, তাদের মোট সংখ্যা কত ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—ফাইভ থাউজেণ্ড ইনক্লুডিং গ্রেজুয়েটস, মেট্রিকুলেট, আণ্ডার গ্রেজুয়েটস।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এর মধ্যে টেকনিক্যাল গ্রেজুয়েট কতজন ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—আই ডিম্যাণ্ড নোটিশ স্যার।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এই যে যারা দরখাস্ত করেছে, ওদের এমপ্লয়মেন্ট করার ব্যবস্থার কথা চিন্তা সরকারের আছে কিনা ?

Shri S. L. Singh :—One measure is—grant of concession to the un-employed Engineering Degree/Diploma holders and graduates in respect of Contract Works under Tripura Government—Circular issued in November, 1970 meanwhile about 73 such persons have been enlisted as Contractors and works also have been allotted to about 41 such persons (so far information collected from P. W. D., Agartala Division—I, II, III, IV and Minor Irrigation on personal contact).

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিং :—পাঁচ হাজার যে গ্রেজুয়েট এবং আণ্ডার গ্রেজুয়েট আছে, তাদের মধ্যে পাকিস্তান।

শ্রীএস, এল, সিংহ :—আই ডিম্যাণ্ড নোটিশ স্যার।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এদের আনএমপ্লয়মেন্ট এ্যালাউন্সের কথা এই সরকার চিন্তা করছেন কি না ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—এ্যালাউন্সের কথা চিন্তা করছি না।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে এ্যালাউন্সের কথা চিন্তা যদি না করে থাকেন, তাদের এ্যাবজরবশনের জন্য অলটারনেটিভ চিন্তা করেছেন কি না ?

মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এই যে যারা দরখাস্ত করেছে, ওদের এমপ্লয়মেন্ট করার ব্যবস্থার কথা সরকার চিন্তা করছেন কিনা ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—আমরা গ্রেজুয়েট সম্পর্কে বললাম, আর আণ্ডার গ্রেজুয়েটের জন্য A Scheme for Development of Shopping Centres for allotment to the educated un-employed on rental basis has already been sanctioned by Government and tender for Construction has been accepted. Beside this—Agartala Municipality has a scheme for allotment of some road side Stall to un-employed person for opening of small shops.

Government of India has been moved for relaxation of age limit for first entry into Government Service.

Government of India have formulated a crash scheme to tackle Rural Un-employment in each District to employ 1000 persons yearly (for ten months) i. e. 3000 peisons in three Districts of Tripura will be employed in each year on wages not exceeding Rs. 100/- per month per head.

Indian Oil Corporation being moved by Govt. has agreed to grant Licence for retail K. Oil/L. D O., Distribution Centre at 4 places namely Kailasahar, Kumarghat, Ambassa, Teliamura of which offer of dealership has been given to two persons at Teliamura and two persons at Ambas a.

It is fact that number of un-employed as a registered with the Exchange is increasing but the position of un-employed may be arrived at—by deduction of 40./' i. e. student and temporary Employees registered and who are included in the total figure of Live Register of Exchange.

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এই যে ফাইভ থাউজেণ্ড গ্রেজুয়েটস এবং আন্ডার গ্রেজুয়েট আছেন এর মধ্যে এই যে পরিকল্পনা নিয়েছেন কত পার-সেন্টকে এ্যাবজরব করার পসিবিলিটি আছে এবং করা হয়েছে ?

শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ :— এ লার্জ নাম্বার উইল বি অ্যাবজর্ভড ইফ দে কাম ফরওয়ার্ড টু টেক দি জবস।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :— আমি জানতে চেয়েছি কতজনকে অ্যাবজর্ভ করা হয়েছে এবং আরও কতজনকে দেওয়া সম্ভব হবে ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :— পার ইয়ার থ্রি থাউজেণ্ড আন-এমপ্লয়েড ইন দি রুর‍্যাল এরিয়া ক্যান বি অ্যাবজর্ভড।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :— এই ফাইভ থাউজেণ্ড গ্র্যাজুয়েট এবং আণ্ডার গ্র্যাজুয়েট এর আন এমপ্লয়মেণ্ট সমস্যাটা হচ্ছে সমাজের পক্ষে খুব চিন্তার বিষয়। এজন্য বলছি এদের কত পারসেণ্টকে অ্যাবজর্ভড করা হয়েছে বা হবে।

শ্রী এস, এল, সিংহ :— আমি বলেছি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে ক্র্যাশ প্রগ্রাম যেটা আমরা দিয়েছি তাতে থ্রি থাউজেণ্ড আন-এমপ্লয়েডকে পার ইয়ার অ্যাবজর্ভ করার সম্ভাবনা আছে।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :— এই যে থ্রি থাউজেণ্ড আন-এমপ্লয়েডের কথা তিনি বলেছেন এটা কি এডুকেটেড আন-এমপ্লয়েড ? শুধু কি গ্র্যাজুয়েটের কথাই বলছেন না গ্রামাঞ্চলে যারা আছে তারাও এর মধ্যে আছে ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, নি বলেছেন গ্র্যাজুয়েট। গ্র্যাজু-য়েট গ্রামে আছে, টাউনেও আছে। ত্রিপুরা রাজ্যে গ্র্যাজুয়েট গ্রামে নাই এই ধারণা যাদের তারা আমার মনে হয় বাস্তবকে অস্বীকার করছেন। আমি আগেও বলেছি যে থ্রি থাউজেণ্ড আন এমপ্লয়েডকে আমরা কাজ দেব এবং সেই জায়গায়তে এক হাজার করে প্রতি ডিষ্ট্রিক্টে ৩ হাজার ৩টি ডিষ্ট্রিক্টে টোটাল আমরা দিতে পারব এবং বিভিন্ন যে স্কীম আছে গ্র্যাজুয়েট, ডিপ্লোমা হোলডার্স এবং ইঞ্জিনীয়ার তাদের জন্য একটা প্রকল্প আছে তারা সেটা গ্রহণ করবেন। আর একটা হলো অয়েল অ্যাণ্ড গ্যাস, সেখানেও তারা অ্যাবজর্ভড হতে পারবে এবং তার পরে প্রয়োজনীয় সার্ভিসও আছে। অতএব সেটা নির্ভর করে তাদের ইচ্ছার উপর।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :— এই যে কনট্রাক্টরের মধ্যে যে টেকনিক্যাল গ্র্যাজুয়েট নেওয়ার কথা চিন্তা করা হচ্ছে সেখানে কতজন আজ পর্য্যন্ত অ্যাবজর্ভ করা হয়েছে, কতজন এটা গ্রহণ করেছেন এবং এর মধ্যে কতজন বাকী আছে আমি সেটা জানতে চাই।

শ্রী এস, এল, সিংহ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তার উত্তর আমি দিয়েছি। ইন ১৯৭০ অ্যাবাউট ১৩ পার্সনস হ্যাভ বীন এনলিষ্টেড অ্যাণ্ড ওয়ার্কস অলসো হ্যাভ বীন এলটেড টু অ্যাবাউট ৪১ সাচ পারসনস সো ফার।

Mr. Speaker :— Shri Ghanashyam Dewan.

Shri Ganashyam Dewan :— Question No. 110.

Shri S. L. Singh :— Mr. Speaker, Sir, Question No. 110.

প্রশ্ন

১। ত্রিপুরার লসকর সম্প্রদায় তপশীল উপজাতি হিসাবে ভারত সরকার কর্তৃক স্বীকৃত কিনা ;

২। স্বীকৃত না হইয়া থাকিলে কি কি কারণে তফশীল উপজাতি বিশেষ সুবিধাগুলি ভোগ করিতেছে ?

উত্তর

১। হাঁ। লসকর জাতি ত্রিপুরী জাতিরই প্রতিশব্দ। যাহারা তফশীলি উপজাতি হিসাবে স্বীকৃত হইয়াছে।

২। প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীঘণশ্যাম দেওয়ান :— লসকর কি ত্রিপুরীর সাব-ট্রাইব ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :— তাদের কাঠি ছোঁয়া টিপরা বলে। মহারাজার আমলে তারা কাঠি ছোঁয়া টিপরা বলে পরিগণিত হত।

শ্রীঘনশ্যাম দেওয়ান :— তারা কি ত্রিপুরাতেই সিডিউলড ট্রাইব হিসাবে স্বীকৃত হচ্ছে, না ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্ট - তাদের সিডিউলড ট্রাইব বলে স্বীকার করে নিয়েছেন ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :— ত্রিপুরাতে লস্কর কাঠি ছোঁয়া টিপরা বলে স্বীকৃত ছিল এবং সেটাই এখনও কন্টিনিউ করছে।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাসগুপ্ত :— এই যে ট্রাইবস যারা হয়েছে তারা কি শুধু পার্বত্য অঞ্চলে বাস করছে সেজন্যই সিডিউল ট্রাইব না যাদের ভাষা বাংলা এবং সমতল অঞ্চলে বসবাস করছে তারাও সিডিউলড ট্রাইব এবং সিডিউলড ট্রাইব হওয়ার কি কি ক্রাইটেরিয়া আছে? কোন্ ক্রাইটেরিয়া থেকে এটা হয়েছে?

শ্রী এস, এল, সিংহ :— বিভিন্ন ভাষায় কথা বললেও তারা ট্রাইবেল বলে পরিগণিত হয়। ভাষা কোন অন্তরায় নয়। ত্রিপুরায় নানা রকম আদিবাসী আছে, মগ আছে, চাকমা আছে, রিয়াং আছে, ত্রিপুরী আছে। তাদের বিভিন্ন ভাষা। মহারাজার আমলে যেসমস্ত লোকেরা তপশীল উপজাতি বলে গ্রহনীয় ছিল তাদেরকেই আমরা ফলো করে আসছি এবং তারপর কিছুটা পার্লামেন্ট থেকে স্বীকৃত হলে পরে আমরা সেটা এনলিস্টেড করি।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :— দেব উপাধি ট্রাইবেলের মধ্যে আছে কিনা? মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি?

শ্রীএস, এল, সিংহ :— দেব, দেববর্ম্মা নানারকম উপাধি আছে।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :— আমি দেববর্ম্মা বলি নাই। আমি দেব ট্রাইবেলের অন্তর্ভুক্ত কি না সেটা জানতে চাইছি।

শ্রীএস, এল, সিংহ :— সব দেবই পড়বে তার কোন মানে নাই. দেব ট্রাইবেল এর মধ্যেও আছে আবার নন-ট্রাইবেলের মধ্যেও আছে। অতএব তাদের ফেমিলী ওরিজিন, সংস্কৃতি এবং কৃষ্টি প্রত্যেকটি অনুসরণ করে এবং তাদের মোড অব এগ্রিকালচার, লিভিং প্রসেস, ইকনমিক প্রসেস সেটা দেখে তা স্থির করতে হবে।

শ্রীবাজুবান রিয়াং :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, লস্কর সম্প্রদায় তপশিলী জাতি বলে যে স্বীকৃত, এই লস্কর সম্প্রদায়'এর ক্রাইটারীয়া কি?

শ্রী এস, এল, সিংহ :— আমি যতটুকু জানি কাঠিছোঁয়া ত্রিপুরী সম্প্রদায়ই লস্কর বলে পরিচিত। কাটিছোঁয়ার যে ইতিহাস আমরা যা জানি সেটা চলতি ভাষায় প্রচলিত আছে যে তারা কোন একদিন বাংগালী ছিল। তারপর এক জায়গায় নেমন্তন্ন খেতে গিয়ে সেখানে কাঠি দিয়ে ডাল ঘুটেছিল, তারপর থেকেই তারা কাঠিছোঁয়া টিপরা বলে ইতিহাসে পরিচিত।

শ্রীবাজুবান রিয়াং :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি আজকার গেজেটেড অফিসারের সার্টিফিকেটের ভিত্তিতে লস্কর কমিউনিটির অন্তর্ভূক্ত হচ্ছেন?

শ্রীএস, এল, সিংহ :— লস্কর যারা আছে তারা লস্কর হিসাবে সার্টিফিকেট দেবে, ত্রিপুরী যারা আছে ত্রিপুরী হিসাবে সার্টিফিকেট দেবে।

শ্রীবাজুবান রিয়াং :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় স্বীকার করবেন কি যে কোন লোককে কোন গেজেটেড অফিসার লস্কর বলে সার্টিফিকেট দিলেই লস্কর কমিউনিটির অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন ?

শ্রী এস. এল. সিংহ :— সার্টিফিকেট দিয়েই সেটা প্রমাণিত হয়।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, ইণ্ডিয়া গভর্ণমেন্টের সিডুাল ট্রাইবসের লিষ্টে যে সমস্ত সম্প্রদায়গুলিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং সারকুলেশান দেওয়া হয়েছে, সেখানে লস্কর কমিউনিটির নাম আছে কি না ?

শ্রী এস. এল. সিংহ :— আই ডিম্যাণ্ড নোটিশ।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আমাদের কাছে একটা ইতিহাসের গল্প বললেন যে লস্কর কমিউনিটি কোন এক জায়গায় নেমন্তন্ন খেতে গিয়ে খাটিচোঁয়া টিপরা হয়েছিল। আমি জানতে চাই সেই ইতিহাসটা ত্রিপুরা রাজ্যের কোন বইতে, কোন জায়গায় গভর্ণমেন্টের কোন বই থেকে বের করা হয়েছে, সেই সম্পর্কে আলোকপাত করতে পারেন কি না ? যদি এটা ফ্যাক্টস হয়ে থাকে, তাহলে আমরা মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের কাছে সর্ট ডিসকাশনের জন্য নোটিশ চাই, কারণ হাউসের ফ্লোরে এমন একটা কথা তিনি বলেছেন, কাজেই সেটা কাগজ পত্র দিয়ে প্রমাণ করতে হবে যে গভর্ণমেন্টের কোন কাগজ পত্রে সেটা আছে।

শ্রী এস. এল. সিংহ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি বলেছি যে প্রচলিত কিংবদন্তী।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি একথা বলতে পারেন, ইণ্ডিয়া গভর্ণমেন্টের লিষ্টে যে সিডুাল কাষ্টের নামগুলি আছে—যেটা সারকুলেটেড আছে, তার মধ্যে লস্কর কমিউনিটির নাম নাই, ত্রিপুরা গভর্ণমেন্টের গেজেট নোটিফিকেশানে লস্কর কমিউনিটি ইনক্লুডিং বলে, এই ফ্যাসিলিটি দিচ্ছেন ?

শ্রী এস. এল. সিংহ :— এই লস্কর কমিউনিটি মহারাজার আমল থেকে চলে আসছে, সো ইট ইজ কন্টিনিউইং।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ইণ্ডিয়া গভর্ণমেন্টের লিস্টে কোন্ কোন্ সম্প্রদায় সিডুাল কাষ্টের অন্তর্ভুক্ত সেটা লেখা আছে, কিন্তু সেখানে লস্কর কমিউনিটির নাম নাই। ত্রিপুরা সরকারকে অধিকার দিয়েছে গেজেট নোটিফিকেশানে লস্কর কমিউনিটি ইনক্লুডিং করায়, সেটা আমি জানতে চাইছি।

শ্রী এস. এল. সিংহ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এখানে আমি এক নং প্রশ্নের উত্তরে বলেছি হঁা। ২ নং প্রশ্নের উত্তরে বলেছি "প্রশ্ন উঠে না"

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় একথা বলতে পারেন কি, সিড্যুল কাষ্টের অন্তর্ভুক্ত হতে হলে যে সমস্ত ক্রাইটারীয়া, যেমন অর্থ নৈতিক দিক দিয়ে অনুন্নত, পশ্চাৎপদ, সংস্কৃতিগতভাবে পশ্চাদপদ, সমাজগতভাবে অনুন্নত, পশ্চাদপদ, হলে তারা সিড্যুল কাষ্টের অন্তর্ভুক্ত এইগুলির মধ্যে লস্কর কমিউনিটীর কোনটা আছে ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি আগেই বলেছি যে কাঠিছোঁয়া টিপরা, তারা ত্রিপুরী সম্প্রদায়েরই একটা উপ-সম্প্রদায় এবং সেই হিসাবেই পরিগণিত হচ্ছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, আমার প্রশ্নটা খুবই স্পেসিফিক, আমি জানতে চাইছি যে এই লস্কর কমিউনিটির ক্রাইটারীয়া কি ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :—আমি আগেই বলেছি যে ত্রিপুরী সম্প্রদায়েরই একটা উপ-সম্প্রদায় হচ্ছে এই লস্কর কমিউনিটি এবং মহারাজার আমল থেকে এই পর্যান্ত সেটা চলে আসছে এবং সেই অনুসারেই তারা গণ্য হচ্ছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি একথা স্বীকার করবেন, এটা যদি সত্য হয়ে থাকে যে মহারাজার আমল থেকে এই প্রিভিলেজগুলি দেওয়া হচ্ছে বলে এখনও তারা এই সুযোগ সুবিধাগুলি পাচ্ছে, তাহলে আজকে মণিপুরী যে কমিউনিটি তারাও সেই সুযোগ সুবিধা পেত।

শ্রীএস এল, সিংহ :—মণিপুরী, ত্রিপুরী সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।

শ্রীসুরেশচন্দ্র চৌধুরী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, ত্রিপুরার মহারাজা সিড্যুল ট্রাইবের মধ্যে পড়েন কি না ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :—আই ডিমাণ্ড নোটীশ।

মিঃ স্পীকার :—দ্যাট শুড বি এ সেপারেট কোয়েশ্চান।

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় স্বীকার করবেন কি, বর্ত্তমানে লস্কর কমিউনিটী বলে শিক্ষা এবং অন্যান্য ক্ষেত্রের সুযোগ সুবিধা অনেক বাঙ্গালীরাও নিচ্ছে, এটা ঠিক কি না ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :—লস্কর যারা তারাই নেবে, অন্যেরা কি করে নেবে আমি বলতে পারছি না।

শ্রী এস, এল, সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য হয়ত কর্ণপাত করেন নি। প্রতিশব্দ বলিনি। আমি বলেছি ত্রিপুরী সম্প্রদায়ের একটা শাখা হল এই কাঠিছোঁয়া টিপরা বা লস্কর।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—তিনি যখন এটা পড়ে শুনিয়েছিলেন তখন সেই জায়গাটা আমি বুঝি নি। আমি আবার শুনতে চাই। দয়া করে বক্তব্য আবার পেশ করবেন কি ?

শ্রী এস, এল সিংহ :—বক্তব্য আমি পেশ করেছি স্যার।

শ্রীঘনশ্যাম দেওয়ান :—ইহা কি মন্ত্রী মহোদয় স্বীকার করবেন যে এই লস্কর সম্প্রদায় বর্ত্তমানে ত্রিপুরী জাতির সাথে কথাবর্ত্তায়, খাওয়া দ ওয়ায় এবং পোষাক পরিচ্ছদের ত্রিপুরার কোন ট্রাইবেলের সংগে সংগতি নাই ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :—এই সমস্ত ষ্ট্যাডি আমরা করিনি। করার পর বলতে পারব।

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় স্বীকার করবেন কি বর্ত্তমান ব্যবস্থায় যে কোন বাঙ্গালীকে লস্কর বলে সিডিউলড ট্রাইব বানান যায় ?

শ্রী এস এল, সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়; যারা সিডিউলড ট্রাইব হবে তারা সার্টিফিকেট দিয়ে করতে পারেন এবং গেজেটে নোটিফিকেশন দিয়ে করতে পারেন এবং সেই অনুসারেই সেটা করা হয়ে থাকে।

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার সাপ্লিমেন্টারী হচ্ছে বর্ত্তমান অবস্থায় যে কোন লোককে লস্কর কমিউনিটি ভুক্ত করে সিডিউলড ট্রাইব বানানো যায় কিনা ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা কি করে সম্ভব হয় আমি তা বুঝতে পারি না।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি তদন্ত করতে রাজী আছেন ফ্যাক্টস যদি দেওয়া হয় যে অনেক কাষ্ট হিন্দু এই ত্রিপুরাতে এসে লস্কর কমিউনিটি নাম দিয়ে বোর্ডিং এ সুযোগ সুবিধা এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা ভোগ করছেন ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :—ত্রিপুরার ইতিহাস বলছে যে সমস্ত ত্রিপুরী হল ক্ষত্রিয় এবং সেইভাবেই তারা পরিগণিত হচ্ছে ত্রিপুরাতে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে লস্কর কমিউনিটির অরিজিনটা কি ? তারা কি ট্রাইবেল না বাঙ্গালী অরিজিন ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেই বলেছি ত্রিপুরী সম্প্রদায় যেটা আছে সেটা ত্রিপুর ক্ষত্রিয় এবং ত্রিপুরার যে ইতিহাস সেই ইতিহাসে তারা স্বীকৃত যে তারা হল ক্ষত্রিয়।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি এই কথা বলতে চান যে লস্কর কমিউনিটি ত্রিপুরার একটা সাবকাষ্ট।

শ্রী এস, এস, সিংহ :—আমি আগেই বলেছি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়।

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি যে অনেক লস্কর জমি হস্তান্তরের ব্যাপারে ১৮৭ ধারাকে অ্যাভয়েড করার জন্য একবার হচ্ছে সিডিউলড ট্রাইব আর একবার হচ্ছে বাঙ্গালী ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :—তা যদি হয় তাহলে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :—স্যার এই সম্পর্কে আমরা একটা শর্ট ডিসকাশন চাই।

মিঃ স্পীকার :—শর্ট ডিসকাশনের নোটীশ দিন আপনি। বিবেচনা করে দেখব।

Mr. Speaker :—Shri Bidya Ch. Deb Barma.

Shri Bidya Ch. Deb Barma :—Question No. 164.

Shri S. L. Singh :—Mr. Speaker, Sir, Question No. 164.

প্রশ্ন

১। পানীয় জল, আলো, ড্রেনেজ প্রভৃতি সম্প্রসারিত করে আগরতলার শহরতলী এলাকা মিউনিসিপ্যালিটীর অন্তর্ভুক্ত করার কোন সিদ্ধান্ত সরকার গ্রহণ করবেন কি ?

২। সরকার অবগত আছেন কি যে রাধানগর, কুঞ্জবন, ভট্টপুকুর ও অন্যান্য এলাকা থেকে এই দাবী উঠেছে ?

উত্তর

Name of Minister :—Shri R. P. Choudhury.

১। হ্যাঁ এইরূপ সিদ্ধান্ত সরকার গ্রহণ করিয়াছেন।

২। না।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলতে পারেন কি এই যে রাধানগর, কুঞ্জবন, ভট্টপুকুর সেখানে কোন পানীয় জলের সরবরাহের ব্যবস্থা করার প্রয়োজন আছে বলে মনে করেন কিনা ?

শ্রী এস, এল, সিংহ :—অলরেডী উই হ্যাভ কনসিডার্ড এবং উই আর কালেকটীং ডাটাস টু ইস্যু নোটীফিকেশন টু দ্যাট এফেক্ট।

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :—এই বিষয়ে যদি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে থাকে তাহলে আগামী যে বাজেট আসছে এর মধ্যে এই সিদ্ধান্ত কার্য্যকরী হবে কি না স্যার ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ইহা অর্থের উপর নির্ভর করে।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি এইজন্য এই বাজেটে কোন নির্দিষ্ট অর্থ রাখা হয়েছে কি না ?

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—আমরা একটা কন্সিডারেশন দিয়েছি। ডাটাগুলি কালেকশন করব। ইণ্ডিয়া গভর্ণমেন্ট থেকে সেই প্রপোজাল যখন অ্যাডপটেড হবে তখনি সেটা গ্রহণ করা যাবে।

Mr. Speaker :—Shri Suresh Ch. Choudhury.

Shri Suresh Ch Choudhury :—Question No. 168.

Shri S. L. Singh :—Mr. Speaker, Sir, Question No. 168.

প্রশ্ন

১। ১৯৬৯-৭০ এবং ১৯৭০-৭১ সালে বিলোনীয়ায় রাজনগর ব্লকে কত টাকা tube-well মেরামতের জন্য দেওয়া হয়েছিল? এই পর্য্যন্ত কত টাকা ব্যয় করা হইয়াছে;

২। ১৯৭০-৭১ সালে যে টাকা নূতন tube-well ও ring well বসানোর জন্য দেওয়া হইয়াছিল তাহা খরচ হইয়াছে কিনা; যদি হইয়া থাকে তাহা হইলে ইহাতে কতটি tube well বসান হইয়াছে?

উত্তর

১। ১৯৬৯-৭০ ইং সনের রাজনগর ব্লকের নল কূপ মেরামত করার জন্য ২০,০০০ টাকা মঞ্জুর হইয়াছিল তন্মধ্যে ১০,৪৮৯ টাকা ঐ সনে খরচ হইয়াছিল। ১৯৭০-৭১ সনে ২৪,৫১১ টাকা নলকূপ মেরামত করার জন্য মঞ্জুর হইয়াছে। ২৮শে ফেব্রুয়ারী ১৯৭১ইং পর্য্যন্ত ঐ বাবত কোন খরচ হয় নাই। মেরামতির কাজ দ্রুত গতিতে চলিতেছে।

২। ১৯৭০-৭১ সনের ১৬টি নলকূপ ও ২টি পাত কূয়ার জন্য ১৯,২৮০ টাকা মঞ্জুর হইয়াছে। কাজ খুব দ্রুত গতিতে চলিতেছে।

শ্রীসুরেশ চন্দ্র চৌধুরী :—১৯৬৯-৭০ সালে যে টাকা টিউবওয়েল মেরামতের জন্য দেওয়া হয়েছিল তাতে দেখা যায় সেই টাকা ব্যয় হয়নি। তার কারণ কি?

শ্রীএস. এল. সিংহ :—কারণ সমস্ত টাকা খরচ করতে পারেনি।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, এই টিউবওয়েল এবং রিংওয়েল কন্ট্রাক্ট বেসীসে না দিয়ে ডিপার্টমেন্টালী কাজ করার কোন পরিকল্পনা সরকার গ্রহণ করেছেন কিনা?

শ্রীএস. এল. সিংহ :—ডিপার্টমেন্টালী এবং কন্ট্রাক্ট দুই আছে। তবে অনেক জায়গাতে পাইপ ইত্যাদি আনতে যেয়ে এবং প্রকিউর করা খুবই ডিফিকাল্ট বিধায়, সরকার চেষ্টা করছেন মেরামতের জন্য এবং নূতনভাবে টিউবওয়েল বসাতে গেলে পরে সরকার থেকে একটা প্রচেষ্টা আছে এবং জনসাধারণ থেকে একটা প্রচেষ্টা আছে, এইভাবে কাজ চলছে।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :—মাননীয় মন্ত্রীমহোদয়, টিউবওয়েল এবং রিংওয়েল পঞ্চায়েত মাধ্যমে না হওয়ার কারণ কি?

শ্রীএস. এল. সিংহ :—কিছুটা পঞ্চায়েত মাধ্যমে হয় এবং প্রায় টিউবওয়েল রিংওয়েলই পঞ্চায়েত মাধ্যমে হচ্ছে এবং গভর্ণমেন্ট সেটা করাচ্ছেন। পঞ্চায়েত এবং ব্লকের মাধ্যমে সেই কাজ করা হচ্ছে।

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস :—১৯৬৯-৭০সনে ২০হাজার টাকা স্যাংশান হয়েছিল তার মধ্যে ১০ হাজার চারশত টাকা খরচ হয়েছে, সেই টাকা দিয়ে যে টিউবওয়েল মেরামত হয়েছিল, তার মধ্যে কয়টি চালু আছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ স্যার।

শ্রীবিনোদ বিহারী দাস :—সেই টাকাটা কখন স্যাংশান করা হয়েছিল ?

শ্রীএস, এল. সিংহ :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ স্যার।

শ্রীনরেশ রায় :—মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় ১৯৬৯-৭০ইং সনে যে টাকাটা খরচ করা হয় নাই, তার অর্থ কি এই যে মেরামতের উপযুক্ত টিউবওয়েল ছিলনা ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—টিউবওয়েল হিসাব করেই সেই এষ্টিমেট করা হয়ে থাকে এবং সেই অনুসারে সেটা করানো হয়ে থাকে।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :—এই যে টিউবওয়েল রিংওয়েল মেরামতের প্রশ্ন উঠেছে, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এটা সম্বন্ধে অসংখ্য টাকা স্যাংশান হয়, কিন্তু টিউবওয়েল, রিংওয়েল মেরামত হয় কিনা, না হয়, তদারকী কে করে ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :— তদারকী করার জন্য ওভারশিয়ার আছে এবং তার লিমিট আছে কে কত টাকার সার্টিফিকেট দিতে পারে, মেরামতের জন্য কে কত টাকার কন্ট্রাক্ট দিতে পারে, তার একটা নির্দ্দেশ পি. ডবল্যু থেকে দেওয়া আছে এবং সেই অনুসারে সেই কাজ চলছে।

শ্রীআবদুল ওয়াজেদ :—মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় জানাবেন কি সময় মত ব্লকগুলিতে সম্পূর্ণ টাকা স্যাংশান না দেওয়ার দরুণ সেখানে কাজ করতে পারে নাই এটা সত্যি কিনা ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—এটা অস্বীকার করার উপায় নাই, কাজ ডিলে হয়।

শ্রীসুরেশ চন্দ্র চৌধুরী :— ১৯৬৯-৭০ সনে যে টিউবওয়েল মেরামতের জন্য ২০ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে, প্রায় ফিফটি পারসেন্ট টাকা ইউটিলাইজ করা সম্ভব হয় নাই, এই ফিফটি পারসেন্ট টাকা ইউটালাইজ না করার ফলে প্রায় ফিফটি পারসেন্ট টিউবওয়েল অকেজো অবস্থায় ছিল, এটা মাননীয় মন্ত্রীমহোদয়ের জানা আছে কি ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :— ইট ইজ ন্যাচারেল, যদি না হয় তাহলে যতটা টিউবওয়েল ছিল সেগুলি অকেজো হয়ে থাকার সম্ভাবনা।

শ্রীসুরেশ চন্দ্র চৌধুরী :—সময় মত স্যাংশান দেওয়া হয়েছিল এই স্যাংশান থাকা সত্বেও, কন্ট্রাক্টার নিযুক্ত করা সত্বেও টিউবওয়েল মেরামত না হওয়ার কারণ মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় অনুসন্ধান করে দেখবেন কি ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—আই শ্যাল এনকোয়ের ইট।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :—আর, সি, সি, ওয়েল করতে কয় স্তুতি বড় লাগে মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় জানাবেন কি?

শ্রী এস, এল, সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এটা আমার জেনে বলতে হবে। একই রিং সব জায়গায় ব্যবহৃত হয় না। কোন জায়গায় বড় রিং হয়, কোন জায়গায় ছোট রিং হয়। এষ্টিমেট কি অনুসারে হয়েছিল তার উপর সেটা নির্ভর করে।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আর, সি, সি, ওয়েল সম্পর্কে আমার সন্দেহ দূর করার জন্য আরও দুই একটি প্রশ্ন করব। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি আর, সি, সি, ওয়েল করতে কয় ভাগ বালু এবং কয় ভাগ সিপটিন দিতে হয়?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেটার বেশিও বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :— মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় হাউসের মধ্যে যে ইনফরমেশান সাপ্লাই করলেন, এটা কি পি, ডবল্যু, ডি'র সিড্যুল অন্তর্ভুক্ত স্পেসিফিকেশান না এটা উনার মনগড়া, তিনি দয়া করে জানাবেন কি?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেটা নির্ভর করে এষ্টিমেটের উপর, এষ্টিমেট অনুসারে তারতম্য হয়ে থাকে।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—আমার প্রশ্ন হচ্ছে সেটা কি টেকনিক্যাল ওপিনিয়নের উপর নির্ভর করে না কোন মনগড়া ওপিনিয়নের উপর সেটা করা হয়?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বলেছি এষ্টিমেট হল ২০ হাজার টাকার, এবং সেই জায়গাতে কতটুকু দিলে পরে এই টাকায় সংকুলান হবে তার উপর নির্ভর করে ট্যাকনিক্যাল স্যাংশান দেন, আর না হলে পরে ট্যাকনিক্যালী সেটা রিজেক্ট করে দেন।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাসগুপ্ত :—আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে ২০ হাজার টাকার মধ্যে কয়টি রিং ওয়েল করতে হবে এবং কি পরিমাণ বালু, সিমেন্ট, ইত্যাদি দিতে হবে সেটা কি নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয় না সেটা ইচ্ছামত যেখানে যতটুকু খুশি বালু লোহা দিয়ে সেটা করা সরকারের নীতি, সেই জিনিষটা আমি আলোচনা থেকে বুঝতে পারছি না।

শ্রীএস, এল, সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেই বলেছি যে, টেকনিক্যাল ম্যান যেটা ঠিক করে দেন, সেই অনুসারে সেটার কাজ চলে থাকে। ইট ডিপেন্ড আপন দি টেকনিক্যাল অথরিটি।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আপনি আসল প্রশ্ন থেকে সরে যাচ্ছেন।

শ্রীতড়িৎমোহন দাসগুপ্ত :—প্রশ্নোত্তর ঠিকমত না দিলেই সরে যেতে হয় স্যার।

মিঃ স্পীকার :—শ্রী নরেশ রায়।

শ্রীনরেশ রায় :—কোয়েশ্চান নম্বর ১৭৪ স্যার।

শ্রীএস. এল. সিংহ :—কোয়েশ্চান নাম্বার ১৭৪ স্যার।

প্রশ্ন

১। মোহনপুর ব্লকের সদর—১ বিধান সভা নির্বাচন ক্ষেত্রে মোট টিওব ওয়েল ও রিংওয়েলের বর্তমান সংখ্যা কত ?

২। ঐগুলির মধ্যে বর্তমানে কয়টি চালু অবস্থায় আছে ?

উত্তর

১। টিউবওয়েল—১০৭
রিংওয়েল--৬৭

২। টিউবওয়েল—৮২
রিংওয়েল— ৬০

শ্রীনরেশ রায় :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি যে এই স্থানে যত রিং-ওয়েল এবং টিউব-ওয়েল আছে, সেগুলি প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট কিনা ?

শ্রীএস. এল. সিংহ :—প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট নয়।

শ্রীনরেশ রায় :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, যদি প্রয়োজনের তুলনায় যথেস্ট না হয়, তাহলে ঐ সমস্ত স্থানের লোকজনের পানীয় জল পাওয়ার জন্য, সরকার কি ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন জানাবেন কি ?

শ্রীএস. এল. সিংহ :—সেটা নির্ভর করছে আর্থিক বরাদ্দের উপর।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিং :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে ১০৭টি টিউবওয়েল এবং ৬৭টি রিং-ওয়েলের কথা বললেন সেগুলির মধ্যে রিলিফ এ্যাণ্ড রিহেবিলিটেশান ডিপার্টমেন্ট থেকে যেগুলি করা হয়েছিল, সেগুলিও ইনক্লুডেড কিনা, বলতে পারেন কি ?

এস. এল. সিংহ :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ, ফর দীস।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিং :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, যে সব রিং-ওয়েল এবং টিউব-ওয়েল রিহেবিলিটেশান ডিপার্টমেন্ট থেকে করা হয়েছিল, সেগুলি যেহেতু ব্লকের মাধ্যমে করা হয়নি, সেজন্য সেগুলির রিপেয়ার করা হচ্ছে না, এই কথাটা সত্য কিনা ?

শ্রীএস. এল. সিংহ :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীনরেশ রায় :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, অকেজো অবস্থায় যেসব রিংওয়েল এবং টিউবওয়েল আছে বলে বললেন, সেগুলি কখন থেকে অকেজো অবস্থায় পড়ে আছে, জানাবেন কি ?

শ্রীএস. এল. সিংহ :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীনরেশ রায় :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, যে সব রিংওয়েল এবং টিউবওয়েল চালু অবস্থায় আছে বলে বলছেন, তার সম্বন্ধে আমাদের একটা সন্দেহ আছে, কাজেই এই সম্পর্কে অনুসন্ধান করে দেখতে রাজী আছেন কিনা, জানাবেন কি ?

শ্রীএস. এল, সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বলেছি যে ৮২টি টিউব-ওয়েল এবং ৬০টি রিংওয়েল বর্ত্তমানে চালু আছে, কাজেই এই পরিপ্রেক্ষিতে সেগুলিকে অনুসন্ধান করার কোন দরকার আছে বলে আমি করি না।

শ্রীনরেশ রায় : –মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, যে ৮২টি টিউব-ওয়েল এবং ৬০টি রিং-ওয়েল চালু অবস্থায় আছে বলে বলছেন, সেগুলির অনেকগুলি যে চালু নেই, তা আমাদের জানা আছে। কাজেই আমি অনুরোধ করছি এ সম্পর্কে অনুসন্ধান করে দেখবেন কিনা ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—ইয়েস, আই সুড ইন্‌কোয়ের এ্যাবাউট ইট।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, আমি জানতে চাই বর্ত্তমানে যে সব রিং ওয়েল, টিউব-ওয়েল এবং আর, সি, সি ওয়েল চালু অবস্থায় আছে, সেগুলি থেকে বহুক্ষেত্রে জল পাওয়া যাচ্ছে না, কাজেই সেগুলির অবস্থা তদন্ত করে সেগুলিকে আবার চালু করা হবে কিনা ?

শ্রীএস, এল. সিংহ :—এই সব দেখে তো রিপেয়ার করা হয়ে থাকে।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, আমি এটা জানতে চাইছি এই কারণে এখন যে একটা অবস্থা চলছে আমাদের গ্রামগুলির মধ্যে, সেখানে যে সব রিং-ওয়েল এবং টিউব-ওয়েল আছে সেগুলিতে জল উঠে না, জল শুকিয়ে অনেক নীচের দিকে চলে গেছে। কাজেই এই সব দেখে সেগুলিকে তাড়াতাড়ি ঠিক করা হবে কিনা ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—সেগুলিকে চালু রাখার জন্য বা রিপেয়ার করবার জন্য আমরা অর্থ রেখেছি এবং সেই অনুসারে কনট্রাক্টারদের কাছ থেকে টেণ্ডার কল করা হয়ে থাকে, তাছাড়া সরকার থেকে সেগুলির কাজ যাতে ত্বরান্বিত হয়, তারও ব্যবস্থা আছে।

Shri Tarit Mohan Dasgupta :—On a point of information Sir, This question has been addressed to the Minister in-charge of the Department i.e., Public Health Department. Now, Minister incharge of the Public Health Department is present in the House, but what is the reason that the Chief Minister is replying the question. Sir, it is the parliamentary practice & convention that when the minister in-charge of the department is not present in the House, then, in that case the another minister may give his reply, if he authorised by him ahead.

Mr. Speaker :—I think, Hon'ble Cheif Minister has been authorised by him.

Shri Tarit Mohan Dasgupta :—Sir, it is not the question of authorisation. When that very minister in-charge of the department is present in the House, then he must give his reply to the question. Because, the minister is meant for his own department, it is not a oneman show, Sir It is the Parliamentary convention that when the respective minister in-charge is present in the House, he should give his reply, as he is responsible for his own department.

Shri Rajkumar Kamaljit Singh :—What is the one-man show, Sir ? The Chief Minister may reply of all the question of other ministers also.

Shri Tarit Mohan Dasgupta :—Sir, it is the Parliamentary practice. When a minister in-charge of the department is present in the House, he should give his reply to question as he is responsible for his own department and it is also a duty of the minister. If there is one Chief Minister in Tripura then he may give reply to the question, we would not mind anything and we shall be very glad to have the reply. But here, we see that there are several ministers for several departments and when the minister himself is present in the House, it is his business to give reply to the question and this is the convention and parliamentary pratice and decorum of the House. In case of any difficulties arise or Chief Minister considers essential, then he can interven, otherwise not. Sir, we should not go out of the convention.

Shri S. L. Singh :— Mr. Speaker Sir, he has referred the Parliament, where in it is found that Prime Minister can give reply of all questions of other ministers also.

Shri Promode Rn. Dasgupta :— Mr. Speaker Sir. More's Practice & Procedure in Indian Parliament at page 486—There are different types of questions (i) Starred Questions, (2) Supplementaries, (3) Short notice questions, (4) Unstarred questions and (5) Private notice questions, Whatever the type of the question its object is the same. Who may be questioned ; Questions may be addressed to (1) A Minister who is responsible for the matter of the question. অথবা আমরা যখন পার্লামেন্টারী কোয়েশ্চান করছি তখন we are entitled to have the reply from the minister concerned and not from the other. সেখানে যে মিনিষ্টারের প্রশ্ন he will give reply to the question. This is the rules of Parliamentary Practice.

Shri S. L. Singh :— As the Prime Minister can give reply to the question in Parliament, the Chief Minister also can give reply to the question in a State Legislature.

Mr. Speaker :— Yes, Chief Minister can interven and can give reply to the question on behalf of other ministers.

Shri Promode Rn. Dasgupta :— No Sir, he cannot give any reply but he can interven.

Mr. Speaker :— No, he can also give answer to the question.

Shri Promode Rn. Dasgupta :— Sir, but the question is addressed to the Ministers concerned, as because he is responsible for the matter.

Shri Krishnadas Bhattacharjee :— Sir, as the Chief Minister is the Head of the Cabinet, he can give reply to the question. We shall not give up his right.

Shri Tarit Mohan Dasgupta :— Sir, আমরা এটা মানতে রাজী নই কারণ, while the respective minister in charge is present in the House, he must give his reply to the question. But I agree that Chief Minister can interven. If he speaks in this way for all times then it will become one man show, that is our objection.

Shri S. L. Singh :— Speaker Sir, when you have ruled out your ruling that the Chief Minister can reply and can interven, then why they are distrurbing the proceedings of the House, that I can't understand.

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :— স্যার, যদি এই রকম হয়, তাহলে আমরা এই ধরণের রুলিং এর প্রতিবাদে ওয়াক আউট করতে বাধ্য হব।

Shri Krishnadas Bhattacharjee :— Speaker Sir, they may walk out, but our Chief Minister cannot give up his right.

Shri Promode Rn. Dasgupta :— No, we want to know the ruling of the Speaker in this respect.

Mr. Speaker :— Even in the presence of the Ministers concerned, the Hon'ble Chief Minister can give reply to the question of other ministers,

Shri U. K. Roy :— Speaker Sir, the question has not been accepted. when it was addressed to the wrong minister, it is sent back to the members concerned for correction. It is either corrected or rejected, this is the precedence here.

Mr. Speaker :— No, though the ministers concerned is present in the House and the replies to the questions are being made by the Chief Minister, as he is authorised by him.

Shri Promode Rn. Dasgupta :— Speaker Sir, when the ministers concerned is present in the House, how can we know that it is not possible for him to give answer to the question ?

We are to put our supplementaries addressed to the Minister concerned, and it is the Practice of the Parliament.

Shri S. L. Singh :— In Parliament, it is also the practice that the Prime Minister can give reply to all the questions of other ministers.

Mr. Speaker :— No, this practice is followed by us only.

Shri S. L. Singh :— If he wants, then he may.

Shri Krishnadas Bhattacharjee :— Sir, No minister has any intention to deprive any of the members, so, I would request the Chair, to think over the matter further.

Mr. Speaker :— No, I have already given my ruling on this point.

Shri U. K. Roy :— Sir, members can forego their rights ?

Shri Tarit Mohan Dasgupta :— স্যার, এটা একটা পার্টিকুলার কোয়েশ্চনের ব্যাপারে হলে হত। আর আগেও কোয়েশ্চানের বেলায় তিনি এই রকম করে আসছেন। কাজেই যেখানে মিনিস্টার উপস্থিত আছেন, সেখানে মিনিস্টারকে রিপ্লাই দেওয়া উচিত।

Mr. Speaker :— That I have told, the Chief Minister can give reply to any question of other ministers.

Shri Sunil Ch. Dutta :— Speaker Sir, this procedure is followed in the House for the last seven years, but none is objected to it. Now what is the reason, for them to raise such objection ?

Mr. Speaker :— Yes, we have followed this practice in this House since its formation.

শ্রীসুরেশ চন্দ্র চৌধুরী :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার বক্তব্য হচ্ছে আর, ডব্লিউ, এস, ডিপার্টমেন্টের যে টিউবওয়েল করানো হয় সেই ডিপার্টমেন্টের মিনিস্টার কে ?

মিঃ স্পীকার :— আপনি প্রশ্ন কাকে করছেন ?

শ্রীসুরেশ চন্দ্র চৌধুরী :— আমি অধ্যক্ষ মহোদয়ের মারফতে চীফ মিনিস্টারের কাছে প্রশ্ন রাখছি।

মিঃ স্পীকার :— চীফ মিনিস্টার ইজ রেসপনসিবল ফর অল দি ওয়ার্কস অব দি মিনিষ্টারস। সো হি ইজ এম্পাওয়ার্ড টু রিপ্লাই টু অল দি কোয়েশ্চানস।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :— চীফ মিনিষ্টার সেপারেটলী অ্যাণ্ড জয়েন্টলী।

শ্রীবাজুবান রিয়াং :— আজকে আমাদের একটা কোয়েশ্চানে অনেক সময় নষ্ট হয়ে গেল স্যার। মিনিষ্টার ইন চার্জ্জ থাকলে তিনি উত্তর দিতে পারেন কিনা এটা আমি জানতে চাই।

মিঃ স্পীকার :— আমি স্পষ্ট করে বলেছি যে চীফ মিনিষ্টার ক্যান গিভ রিপ্লাই টু দি কোয়েশ্চানস।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :— যিনি যে ডিপার্টমেন্টের মিনিষ্টার থাকবেন তিনিই সেই ডিপার্টমেন্টের উত্তর দিতে বাধ্য থাকবেন। তা যদি না হয় তাহলে অন্যান্য মন্ত্রীরা না থাকাই ভাল। সমস্ত কর্তৃত্ব একমাত্র চিফ মিনিষ্টার নিলেই পারেন। এটা তো একটা আমলাতন্ত্রের ব্যাপার, স্বেচ্ছাচারিতা।

Mr. Speaker :— There are five unstarred questions to day. The Ministers may lay on the Table of the House replies of the Unstarred Questions.

(The replies were laid on the Table of the House)

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বহুদিন ধরেই দেখছি যে ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার চুপ করে বসে থাকেন। তিনি তো কথাই বলেন না। কাজেই এই সম্পর্কে আমার মনে হয় মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় যদি এই সম্পর্কে একটা পরিবর্তন না করেন তাহলে বিশেষ অসুবিধা হবে। বহুদিন ধরে এটা আমরা সহ্য করে আসছি। এটা আর চলতে দেওয়া উচিত মনে করি না।

শ্রীপি, কে, দাস :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, উনি ঠিক কথা বলছেন না। মিনিস্টার উত্তর দেয় না রেসপেকটিভ ডিপার্টমেন্টের এটা ঠিক বলেন নাই।

(All the members staged and walk out)

Mr. Speaker :— To-day in the list Business 6 Demands viz. Demand Nos : 8—Parliament, State/Union Territory Legislature, 9—General Administration, 10—Administration of Justice, 11—Jail, 13—Miscellaneous Department and 24—Misc, Social & Developmental Organisation are to be disposed of.

Members have received the List of Business along with the APPENDIX showing demands to be moved by the Finance Minister and the Cut Motions to be moved by the Members. Now the Finance Minister will move his demands standing in his name one by one when called by me and as soon as the Finance Minister has moved his demands I shall take all the cut motions to be moved and there will be discussion on the demands and the Cut Motions Thereafter when the debate is closed I shall dispose of them one after another by voice vote.

I may also inform the Hon'ble Members that I have decided to request the Finance Minister to move the Demand Nos : 8, 9 & 10 together and Demand Nos : 13 & 14 together respectively and I shall have one general debate on these demands as they are of allied nature, of course I shall dispose of the demands (Main Motion) seperately.

Now, I call on Hon'ble Finance Minister to move his demad Nos : 8—Parliament, State/Union Territory Legislature, 9--General Administration and 10—Administration of Justice together.

Shri Krishnadas Bhattacharjee :—Mr. Speaker, Sir, on the recommendation of the Administrator I beg to move that a sum not exceeding Rs. 9,75,000 exlussive charge expenditure of Rs. 34,000/- [inclusive of the sums specified in Column 3 of the schedule to the appropriation (Vote on Account) Bill, 1971,] be granted to defray the charges which will come in course of payment daring the year ending on the 31st March, 1972. in respect of Demand No. 8—Parliament, State/Union Territory Legislature.

Mr. Speaker, Sir, on the recommendation of the Administrator I beg to move that a sum not exceeding Rs. 84,14,000/- exclusive charged expenditure of Rs. 1,73,000/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the Schedule to the appropriation (Vote on Account) Bill, 1971,] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1972, in respect of Demand No. 9—General Administration.

Mr. Speaker, Sir, on the recommendation of the Administrator I beg to move that a sum not exceeding Rs. 7,95,000/- exclusive of charged expenditure of Rs. 1,55,000/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the appropriation (Vote on Account) Bill, 1971,] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1972, in respect of Demand No. 10—Administration of Justice,

Mr. Speaker :—Now, there are cut motions on Demand for Grant Nos. 9 & 10. But as the Hon'ble members were absent from the House all the cut motions except that of Shri Bajuban Riyan fall through.

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—আমারটা শেষ হলে পরে তো তাদেরটা ডাকবেন।

Mr. Speaker :—Yes, you may move your cut motions.

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়,—

মিঃ স্পীকার :—আপনি যেহেতু অ্যাবসেন্ট ছিলেন সেজন্য আপনার কাট মোশান ফল থু হয়েছে।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—আমি কাট মোশানের আলোচনা করতে চাইছি না। আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাইছি যে গতকাল পূর্ব্ব বাঙলার সাম্প্রতিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আমি একটা প্রস্তাব দিয়েছিলাম। সেই প্রস্তাবটা অ্যাডমিট হয়েছে কিনা আমি জানতে পারলাম না। সেটা আমি জানতে চাইছি।

মিঃ স্পীকার :—সেটা গতকাল হয়ে গেছে। কাজেই এই সম্বন্ধে কোন রিজলিউশন আনা আর উচিত হবে না।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা : -সেটা তো প্রস্তাব আকারে আসে নি। আমরা দেখেছি ইউ, পি, বিধান সভায় প্রস্তাব আনা হয়েছে এবং লোকসভাতেই আনা হয়েছে। কাজেই ত্রিপুরা বিধান সভায় এটা কেন আসবে না তার কোন যুক্তি খুঁজে পাচ্ছি না।

মিঃ স্পীকার :—দি ম্যাটার হ্যাজ অলরেডি বীন ডিসকাসড।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—প্রস্তাবটা জরুরী। এটা পাশ করা উচিত বলে আমি মনে করি। এই জন্য মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আপনার কাছে অনুরোধ করছি এই প্রস্তাবের উপর আলোচনার সুযোগ আমাদের দেওয়া হোক।

মিঃ স্পীকার :—আপনি একটা ফ্রেশ নোটিশ দেন।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—নোটিশ তো দিয়েছি গতকাল।

মিঃ স্পীকার :—আই উড রিকোয়েষ্ট ইউ টু গিভ এ ফ্রেশ নোটীশ।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—স্যার, এটা অন্যান্য বিধানসভাতেও আসছে এবং প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীও স্বীকার করেছেন যে এইরকম একটা প্রস্তাব লোকসভাতে পাশ করানো উচিত। হয়ত এটা আজকে কালকের মধ্যে হয়ে যাবে কাজেই এটার উপর আমাদের আলোচনা করে একটা প্রস্তাব নিতে দেওয়া হোক। এটা লীডার অব দি হাউসের সংগে আলোচনা করে পরে বিকালে জানিয়ে দিলেও চলবে যে এইরকম একটা প্রস্তাব আমরা নিতে পারি কিনা।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি একটা বিষয়ে হাউসের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। আজকে যে ঘটনাটা পাকিস্তানে চলছে, বিভিন্নভাবে সাহায্য সহায়তা চাওয়া হচ্ছে কিন্তু আমরা চাই একটা কনষ্ট্রাকটিভ ওয়েতে আমাদের অন্তরের যে কামনাটা সেটা জানাতে চাই এবং অন্তর থেকে আমরা সাহায্য করতে চাই। কিভাবে সেটা করলে সুবিধা হবে—আজকে এখানে বিভিন্ন পলিটিক্যাল পার্টির লোক রয়েছে বা আদারস যে সমস্ত সংগঠন রয়েছে, সকলেই একটা কমন আণ্ডারষ্ট্যাণ্ডিং-এ, সকলে মিলে আলাপ আলোচনা করে সেটা যাতে যথাযথভাবে করা যায়, তার জন্য আমি লীডার অব দি হাউসকে অনুরোধ করব তিনি যেন ইনিশিয়েটিভ নিয়ে, যে ধরণেরই হউক একটা কমিটি করে এই কমিটির মাধ্যমে সাহায্য সহায়তা কি করা না করা সেটা ঠিক করেন।

মিঃ স্পীকার :—আপনারা লীডার অব দি হাউসের সংগে আলাপ আলোচনা করতে পারেন।

শ্রীএস, এল, সিংহ :—আই শ্যাল টক উইথ দেম।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, রিজল্যুশানটা রিজেক্ট করেছেন কি না করেছেন. ইট ইজ ষ্টিল উইথ ইউ, অতএব আমি মনে করি সেই রিজল্যুশানের উপর আলোচনা করা যেতে পারে৷

মিঃ স্পীকার :—রিজল্যুশান মুভ করা হয় নি।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, রিজল্যুশান এসেছে বলে আমার মনে হয় না, ডিসকাশনের জন্য এসেছিল বলে আমি জানি।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য অঘোর বাবু যে প্রস্তাব করেছে, যে মাননীয় লীডার অব দি হাউসের সংগে আলাপ আলোচনা করে রিজল্যুশান হাউসে আনা যায় কি না, এই বিষয়ে আপনারা সকলে যদি একমত হন, তাহলে আমার কোন আপত্তি নেই।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :— কোন সময়ে আলোচনা করা হবে ?

শ্রীএস. এল. সিংহ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি সব সময়েই আলোচনা করার জন্য প্রস্তুত আছি।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত — আজকে রিসেসের সময় আলোচনা করব।

শ্রী এস. এল. সিংহ — আমি প্রস্তুত।

Mr. Speaker —Now I would call on Hon'ble Member Shri Bajuban Riyan to move his cut motions to-gether.

শ্রীবাজুবন রিয়াং — মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আমার কাটমোশানগুলি মুভ করার আগে একটা জিনিষ জানতে চাই স্যার। এই ডিম্যাণ্ড ১'এর উপর অন্যান্য সদস্যদের যে কাটমোশান আছে, সেইগুলির আপনি কি করেছেন ?

মিঃ স্পীকার — যেহেতু মাননীয় সদস্যরা উপস্থিত ছিলেননা, তাদের কাটমোশান ফলস থ্রু হয়েছে।

শ্রীবাজুবন রিয়াং — মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, একটা ইস্যুর ভিত্তিতে আমরা ওয়াক আউট করেছিলাম, আমি উপস্থিত ছিলাম আপনি আমার নামের উপরে যে নাম আছে সেটা রিজেক্ট করতে পারেন, কিন্তু আমার পরে যে নামগুলি আছে সেগুলির ব্যাপারে আপনি কি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

মিঃ স্পীকার — আমি সকলকে ডেকেছি, উনারা কেউ উপস্থিত ছিলেন না।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা — মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় যেহেতু এখানে কাটমোশান কয়েকজনের নাম আছে এবং আপনি আমাদের নাম হয়তো ডেকেছেন। কিন্তু আমায় নাম এখানে সকলের পরে আছে। কাজেই মাননীয় সদস্য বাজুবন রিয়াং — উনার কাটমোশান মুভ করার পর আমারটা আসবে। উনি যেহেতু কাটমোশান মুভ করছেন. সেহেতু কি করে উনার পরে যেখানে আমার নাম আছে, সেটা বাতিল হতে পারে ?

মিঃ স্পীকার —: আপনারা হাউসে ছিলেন না, যাই হউক আপনারা যেহেতু অনুরোধ করছেন এবং যেহেতু আপনার নাম বাজুবন রিয়াংয়ের পরে আছে আমি যাদের নামে বাজুবন রিয়াংয়ের পরে আছে তাদের কথা বিবেচনা করে আপনাদের আলোচনার সুযোগ দিচ্ছি।

শ্রীবাজুবন রিয়াং — মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার আগে মাননীয় সদস্য বিদ্যা বাবুর নাম আছে, উনাকেও আলোচনার সুযোগ দেন না, স্যার।

মিঃ স্পীকার — আপনার পরে যাদের নাম আছে, তাদের আমি সুযোগ দিব।

বাজুবন রিয়াং :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় অর্থমন্ত্রী এই যে ডিম্যাণ্ডে টাকা রেখেছেন এটা আমি সমর্থন করতে পারছিনা, কারণ আমি যে মোশন ফর রিডাক্শান মুভ করছি, এই পয়েন্ট আলোচনা করলেই কেন সমর্থন করতে পারছিনা, সেটা বুঝতে পারবেন স্যার। প্রথমে আমার কাটমোশানগুলি পড়ে দিচ্ছি।

i) Absence of provision to meet the anomalies of pay scales of the State Government Emyloyees.

ii) Unreasonable expenditure in respect of D. A. T. A. and other all allowances,

iii) Unreasonable expenditure for meeting cost of petrol and other contingencies.

iv) Mismanagement in Rehabilitation work.

v) Inadequacy of provision for grant in aid.

vi) Inadequacy provision for maintaining the roads repairs, setting up of R. C. C. wells and tube wells etc for existing Tribal Colony.

Vii) Mismangement in tribal rest house.

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ডিম্যাণ্ড নাম্বার ৯'এ যে আইটেম বাই আইটেম প্রভিশন করছেন, সবগুলি আইটেমেই কমানো উচিত সেটা আমি মনে করিনা, কোনটাতে কমানো উচিত কোনটাতে বাড়ানো উচিত। আমার তিন নং মোশানে যেটা রাখা হয়েছে, সেখানে কমান উচিত, কারণ হচ্ছে পেট্রল খরচ করার জন্য উনারা যে টাকা রেখেছেন, সেটা খুব যুক্তিসঙ্গত মনে করিনা, শুধু পেট্রল পুড়িয়ে যদি ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্ক আমরা শেষ করতে চাই তাহলে এই বাজেট পেট্রল দিয়ে পুড়ে ফেললেই ভাল হত স্যার। আরেকটা জিনিষ এখানে ছয় নাম্বারে আমি রিডাক্শানের জন্য বলেছি। তার কারণ হচ্ছে যে আর, সি, সি ওয়েল এবং রিংওয়েল করার জন্য বা রাস্তা ঘাট করার জন্য ট্রাইবেল কলোনীতে যে টাকা রয়েছে সেটা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। স্যার, আমরা যদি সেই সব ট্রাইবেল কলোনীগুলি ঘুরে দেখি তাহলেদেখবযে সেগুলির মধ্যে জলের হাহাকার সব সময়ে লেগে আছে এবং সেখানে এ্যাকজিং টিউবওয়েল এবং রিংওয়েল যেগুলি আছে, সেগুলি আজকে অকেজো অবস্থায় পড়ে আছে। আর

অমরপুর মহকুমার কররুকেতে যে কতগুলি আর, সি, সি, ওয়েল আছে মোট কথায় বলতে গেলে অমরপুরে যেসব রিংওয়েল এবং টিউবওয়েল আছে সেগুলির সবগুলিই অকেজ অবস্থায় পড়ে আছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের ব্লকের বাজেটে ত্রিপুরার মধ্যে রিংওয়েল এবং টিউবওয়েল করবার জন্য মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয় যে অর্থের বরাদ্দ রেখেছেন, সেটাও দেখা যাচ্ছে প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট নয়। তাই আমি মাননীয় অর্থ মন্ত্রীমহোদয়কে অনুরোধ করব, যাতে করে রিভাইজড বাজেটে এর জন্য আরও বেশী পরিমাণে অর্থ বরাদ্দ করেন। তারপরে আমার ৫ নং কাটমোশানে আছে ইনএডিকোয়েসী প্রভিশান ফর গ্রেণ্ট-ইন-এইড। তার কারণটা হল এর মধ্য দিয়ে শিক্ষিত বেকারদের ক্ষুদ্র শিল্প করবার জন্য ঋণ দিতে চেয়েছেন, আমি মনে করি এভাবে ঋণ দেওয়াটা যুক্তিযুক্ত নয়। কেন না যদি কমার্সিয়াল বেসিসে বেকারদের ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা হয়, তাহলে সেই ঋণ সরকারকে ফেরৎ দেওয়ার জন্য তাদেরকে আবার ঋণ দিতে হবে। এভাবে ঋণ দিলে সরকারের পক্ষে সেগুলি আবার ফেরৎ পাওয়া মুস্কিল হয়ে পড়বে, সেজন্য আমি বলছি এটা যুক্তি যুক্ত হয়নি। তারপরে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের এই ত্রিপুরা সরকার ট্রাইবেল গরীব কৃষকদের পুনর্বাসন দিতে গিয়ে বাজেটের মধ্যে যে টাকা বরাদ্দ করেছেন এবং সেটা যেভাবে খরচ করেছেন, তা দেখে আমার মনে হয় যে ত্রিপুরার জনসাধারণের স্বার্থে সেটা খুব কাজে আসবে না। আমরা দেখছি এই শ্রেণীর মানুষের জন্য সরকারের যে দৃষ্টি ভঙ্গি, সেটা সবার জন্য সমান নয়। যেমন, আমরা দেখছি সিডিউল্ড ট্রাইবসদের জন্য এখানে কয়েকটা স্কীম রয়েছে, সেগুলির একটা হল ৩০০টাকার স্কীম, আর একটা হল ৫০০ টাকার স্কীম। রিসেণ্টলী আবার সেই ৩০০/৫০০ টাকার স্কীমগুলিকে রিভাইজড করে ১৯১০ টাকা করা হয়েছে। এছাড়াও আর একটা আছে, সেটা হল অমরপুর পাইলট স্কীম, তার জন্য ঋণের পরিমাণ হল ৩,৭২৫ টাকা। সেখানে এই প্রজেক্ট স্কীমের অধীনে প্রত্যেক পরিবার পিছু ৩,৭২৫ টাকা করে দেওয়া হবে। কিন্তু যে এরিয়াতে এই পাইলট স্কীম খোলা হয়েছে সেই এরিয়াতে আমরা জানি যে ৪টি জুমিয়া কলোনী আগে ছিল এবং ঐ কলোনীগুলির পরিবার পিছু প্রত্যেককে আগে একবার ৫০০ টাকা করে দেওয়া হয়েছিল। আর এই ৫০০ টাকা করে যারা ঋণ পেয়েছিল, সেখানে রাস্তাঘাট, স্কুল এবং তাদের পানীয় জলের মোটামোটি একটা ব্যবস্থা হয়েছিল, কিন্তু সেগুলিও আজকে দেখা যাচ্ছে অচল অবস্থায় পড়ে আছে। একটা স্কীম করে সেটাকে সম্পূর্ণভাবে চালু না করেই আবার দেখা যাচ্ছে যে সেখানে আর একটা নুতন স্কীম তাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। কাজেই এটা করার কোন যুক্তি আছে বলে আমি মনে করি না। তারপরে ট্রাইবেলদের ওয়েলফেয়ার করার নামে সেণ্ট্রাল গভর্ণমেণ্ট ত্রিপুরা সরকারকে কতগুলি রেস্ট হাউস তৈরী করাবার জন্য বেশ কিছু টাকা দিয়েছেন, এই টাকার পরিমাণ আমি যতটুকু জানি, একেবারে কম নয়। যেখানে আগে কলোনী করা হয়েছিল, সেখানে আবার নুতন করে অনেক বেশী টাকা দিয়ে একই রক্তের মানুষকে, সরকারের একই প্রজাদের মধ্যে কাউকে ৩০০ টাকা, আবার কাউকে ৫০০ টাকা দিয়ে সরকার লোকেদের মধ্যে একটা দন্দ্ব লাগানোর কোন যুক্তি আছে বলে আমি মনে করি না। তাই

আমি বলব হয়তো এই ধরণের স্কীমগুলি একেবারে বন্ধ করে দেওয়া হউক, অথবা ত্রিপুরাতে যারা পুনর্বাসন পাবেন, সে ট্রাইবেলস হউক, ল্যাণ্ডলেস ট্রাইবেলস হউক আর ল্যাণ্ডলেসই হউক তাদের সবাইকে যেন একই হারে টাকা দেওয়া হয়। কারণ আমরা সবাই মানুষ, আমরা সবাই গরীব। সরকার কাউকে বেশী আদর করবেন, আর কাউকে কম আদর করবেন, এটা সরকারের কোন মতেই করা উচিত নয়। তারপরে আমার ৭নং কাট মোশানে আছে মিস-ম্যানেজমেন্ট ইন ট্রাইবেল রেষ্ট হাউস। এর মধ্যে যে জিনিষটা আছে, সেটা হল সরকার প্রত্যেক বছরই এর জন্য যে টাকাটা বাজেটে ব্যয় বরাদ্দ করছেন তার সব টাকাই মিসম্যানেজ-মেন্টের জন্য ট্রাইবেলদের কোন উপকারে আসছে না। আমরা দেখছি প্রত্যেক সাব-ডিভিশনে এই ধরণের একটা করে রেষ্ট হাউস আছে, সেগুলিতে কারা থাকছে, আমরা দেখছি হয় ডিপার্টমেন্টের কোন লোক থাকছে না হয় খালি বাড়ী পেয়ে গরুবাছুরে থাকছে, আর না হয় যেগুলি অনেকদিন যাবত খালি পড়ে আছে, সেগুলিতে চামচিকারা বাসা বাঁধছে। এই হল আমাদের ট্রাইবেলদের জন্য যে সব রেষ্ট হাউস করা হয়েছে. সেগুলির অবস্থা। সরকার যখন এগুলি করেন, তখন তার উদ্দেশ্য ছিল যে ট্রাইবেলেরা যখন অফিসের কাজ কর্ম্মে সদর মহকুমা-গুলিতে আসবেন তখন তাদের এখানে থাকা, খাওয়ার সুবিধা হবে। কিন্তু আমরা কার্যতঃ সেই সবের কোন কিছুই দেখতে পাচ্ছিনা। কাজেই যেসব ট্রাইবেল তাদের অফিসের কাজ কর্ম্মে শহরে আসেন, তারা সেই সব কার্যালয়ে না থেকে বাইরে কোন হোটেল বা ভাড়া বাড়ীতে থাকেন, সেখানে তারা নিজেদের পয়সা খরচ করে তাদের কাজ সমাধা করে যান। কাজেই আমি এর বেশী কিছু বলতে পারছিনা, তবে সেগুলির যে কি অবস্থা সেটা মাননীয় ট্রাইবেল মিনিষ্টারের ভাল করে জানা আছে। এই তো আমাদের এই আগরতলা শহরেও ট্রাইবেলদের জন্য একটা রেষ্ট হাউস আছে এবং তার মেণ্টেনেন্সের জন্য প্রত্যেক বছরই বাজেটে টাকা ধরা হয়। ১৯৬৫-৬৬ সনে এই ম্যাণ্টেনান্সের জন্য যে টাকা ধরা হয়েছিল, তার পরিমাণ হল প্রায় লাখের কাছাকাছি বা তার কিছু কম হতে পারে, আমার ঠিক মনে নেই। এই ১৯৬৫ সনের থেকে আগরতলা ট্রাইবেল রেষ্ট হাউস তৈরী করার জন্য টাকা খরচ করা হল, সেখানে দুইটি বিলডিং হয়েছে, ইলেকট্রিফিকেশান হয়েছে, সব কিছু হয়েছে, এমন কি সেখানে দুইজন কর্ম্মচারীও আছেন। কিন্তু তাদের কেন রাখা হয়েছে, সেটা আমি বুঝে উঠতে পারছিনা। আসল কথা যেটা বলতে চেয়েছিলাম, সেটা হল, সেখানে কেউ থাকেন না। আমরা এই বিষয়ে গত বছর আমাদের এষ্টিমেট কমিটিতে আলোচনা করেছিলাম এবং আমরা এই রেস্ট হাউসটির সুষ্ঠ পরিচালনার জন্য সেখানে একটা সুপারিশও রেখেছিলাম কিন্তু আমরা গত বৎসর এষ্টিমেট কমিটির মেম্বাররা বসে আলোচনা করেছিলাম এবং সেখানে আমরা একটা সাজেশান রেখেছিলাম এবং সেই সাজেশান হাউস অ্যাকসেপ্ট করেছিলেন। সেই সাজেশান ছিল যে ট্রাইবেল রেস্ট হাউস যিনি দেখাশুনা করবেন, অর্থাৎ ক্লাশ ফোর হোক বা ক্লাশ থ্রি এমপ্লয়ী হোক তাদের ট্রাইবেল থেকে নেওয়া হোক। ট্রাইবেল থেকে নেওয়া হলে যেসব ট্রাইবেল সেখানে যাবে তারা হয়ত সাহায্য পাবে এই আশায় সেখানে থাকবে। কিন্তু

এটা হাউস অ্যাক্সেপ্ট করা সত্বেও তা কার্যকরী করা হয়নি। এখন যারা আছেন আমার মনে হয় তিনি নন-ট্রাইবেল। এখানে যে দুইজন মানুষকে চাকরী করতে দেওয়া হয়েছে আমার মনে হয় তাদের শুধু সরকার খাইয়ে পরিয়ে রাখবার জন্য টাকা দিচ্ছেন। অর্থাৎ ট্রাইবেলদের নামে কেন্দ্র থেকে যে টাকা দেওয়া হয় সেটা নন-ট্রাইবেলের পকেটে চলে যাওয়ার জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের বাজেটের টাকা যদি শুধু কতগুলি সরকারী কর্ম্মচারীকে ইচ্ছামত ব্যয় করতে দেওয়া হয় তাহলে ট্রাইবেলের কোন ডেভেলাপমেণ্ট হবে না। আপনি জানেন এই ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেণ্টে যে টাকা দেওয়া হয়েছে সেই টাকা খরচ না করলেও যা উন্নতি হয়েছে ততটুকুই হত এবং ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ারের নামে একটা ডিপার্টমেণ্ট খুলে অনর্থক কতগুলি টাকা নষ্ট করে দেওয়া হচ্ছে।

আমি এবার ডিমাণ্ড নাম্বার নাইনে যাচ্ছি। সেখানে আমার কাট মোশান আছে—Absence of provision to meet the anomalies of pay scales of the State Govt. employees. যারা সরকারী কর্ম্মচারী আছে তাদের অনেকেই একই কাজ করে, একই পরিশ্রম করে। এমনও আছে কম পরিশ্রম করেও বেশী বেতন পাচ্ছে। কিন্তু রিভিশনের নামে যারা কম পরিশ্রম করছে তাদের বেতন বেশী করা হয়েছে। এই জন্য সরকারী কর্ম্মচারীদের মনে একটা অসন্তোষ রয়ে গেছে। যদি সবার পে স্কেল রিভাইজড করা হয় পরিশ্রম অনুযায়ী বিচার করে তাহলে আমার মনে হয় ঠিক ঠিকভাবে কাজ হত। কেননা আমরাও মানুষ, সরকারী কর্মচারীরাও মানুষ। তারা যন্ত্র নয়। আত্মতুষ্টি যদি না থাকে তাহলে পুরোপুরি কাজ করতে তারা পারেনা। সুতরাং আমি যে কাটমোশান রেখেছি তার পক্ষে বলে মাননীয় অর্থমন্ত্রী যে ডিমাণ্ড নাম্বার নাইন রেখেছেন সেটা অযৌক্তিক বলে আমি মনে করি এবং এখানেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যদিও ডিমাণ্ড ফর গ্র্যাণ্ট নাম্বার এইটে কোন কাট মোশান দেওয়া হয়নি তথাপি এই ডিমাণ্ডের মধ্যে আমার বক্তব্য আছে। বর্তমানে এই যে অ্যাসেম্বলীর স্টাফ আছে, আমি আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলছি যে পার্লা-মেণ্টারী কনভেনশনে যে আছে বা প্র্যাকটিস আছে আমাদের যে সমস্ত কাগজপত্র ঠিক ঠিকমত পাওয়ার কথা সেগুলি আমরা ঠিক ঠিক মত পাই না। অভিযোগ করতেই হয়। করলেও যারা কাজ করে তাদের ঘাড়েই যায়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় নিজেও জানেন যে বর্তমানে যে ষ্টাফ আছে সেই ষ্টাফ দিয়ে ডিপার্টমেণ্টের কাজকর্ম চালানো বড় কঠিন। এই ষ্টাফ যথেষ্ট নয়। কাজেই সেই দিক দিয়ে আমি মনে করি এটা আরও স্ট্রেংদেন করা উচিত। আর মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, একটা সাধারণ জিনিষ হল, হয়ত বলাটা অপ্রাসঙ্গিক হবে, তবু বলা দরকার। আমাদের যারা ষ্টাফ তারা সবাইই ওভারটাইম খাটেন এবং ওভারটাইম অ্যালাউন্স পান। থাক্, সেই সম্পর্কে আমার কোন আপত্তির কারণ নাই। যারা পরিশ্রম করে তাদিগকে দেওয়া উচিত। এই সম্পর্কে কোন দ্বিমত নাই। কিন্তু যারা খাটে না তাদি

গকে দেওয়ার কোন আইন তো নাই। কাজেই আমাদের অ্যাসেম্বলীর মধ্যে যেমন আমি যদি একটা ছোট ঘটনা দিই—আমাদের একজন ডিপুটি স্পীকার আছেন, উনার একজন পি, এ, আছেন। উনার আবার ওভারটাইম কি ?

Mr. Speaker :—You do not know whether the P. A. to the Deputy Speaker has got any work or not.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—সেজন্য ঘটনাটা আমার বলার ইচ্ছা না থাকলেও বলতে হল। যাঁরা পরিশ্রম করে তারা পাবেই, তাদের পাওয়া উচিত। কিন্তু যারা করেনা তারাও পাবে, এটা কিরকম কথা। কাজেই সেই দিকে কন্সিডারেশান থাকা উচিত। শুধু টাকা পাওয়াটাই বড় কথা নয়।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য কি বলতে চান যে ডেপুটি স্পীকারের পি, এ, কোন কাজ না করেই ওভারটাইম পাচ্ছেন ? ইজ ইট ইওর কমপ্লেন ?

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে কাজ না করে নেয়। এটা আপনি এনকোয়ারী করে দেখতে পারেন। তবে আপনি যদি আমাকে সেটিস্ফায়েড করতে পারেন তাহলে আমি আমার কথা উইথড্র করে নিতে রাজী আছি। আর একটা কথা যে মানুষের মনে বিক্ষোভ থাকলে তার শান্তি থাকেনা এবং কাজও হয়না। এটা জানা কথা। রাজ্য সরকার পে স্কেলের অ্যানোমেলিজ দূর করবেন বলে আমরা বহুদিন থেকেই শুনে আসছি। সেজন্য এমপ্লয়ীজ অ্যাসোসিয়েশন থেকে বহুবার তাগিত দেওয়া হয়েছে। সরকার পক্ষ থেকে তাদের বহুবার বলা হয়েছে যে আমরা দেখছি, দিচ্ছি। বহু কমিটি ইত্যাদিও হয়েছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত কি করা হয়েছে ? বরং অ্যানোমেলি দূর করার নামে উল্টোটা করেছেন। এটা বহুদিন ধরে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। যেমন গত বাজেট সেসনে আমরা শুনেছিলাম যে সেন্ট্রালের পে স্কেল দেওয়া হবে। তখন এপ্লয়ীজ এসোসিয়েশন বল্ল যে, না ওয়েষ্ট বেঙ্গলের পে স্কেল্ দিতে হবে। কিন্তু আজ পর্যন্ত সরকার কোন ডিসিশন নিলেন না। সেন্ট্রালও দিলেন না, ওয়েষ্টবেঙ্গলও দিলেন না। ইন্টারিম রিলিফ দিয়ে জিনিষটা কি রকম করে রাখলেন। কাজেই এই বিক্ষোভটাকে দূর করতে গিয়ে একটা অংশ রিভাইজড করে নিল, ফলে কি হল যাদের বেতন কম ছিল, তাদের রিভাইজ করে দিয়ে দিল, আর যারা তাদের উপরে ছিল, বেশী বেতন পায়, তাদেরটা রিভাইজ করা হলোনা। যদি রিভাইজ করতে হয়, সেন্ট্রালই হউক, আর ওয়েষ্ট বেঙ্গলই হউক বা ত্রিপুরার জন্য আলাদভাবে স্কীম একটা করে, সকলের মতামত নিয়ে সুষ্ঠুভাবে একটা কিছু করা উচিত। এইভাবে দিনের পর দিন ঝুলিয়েরেখে কর্ম্মচারীদের মধ্যে একটা বিক্ষোভ সৃষ্টি করে, কাজকর্ম কোন অবস্থায়ই চলতে পারেনা। কাজেই এদিক দিয়ে ত্রিপুরা সরকার বহুদিন ধরে এটা ঝুলিয়ে রেখেছেন। আজকে সমাজবাদ, সমাজতন্ত্র ইত্যাদি বড় বড় কথা বলা হয়, কিন্তু বাস্তবে আমরা দেখছি যে আজকে ইন্টারিম রিলিফ যেটা দেওয়া হয়, তার মধ্যে কেউ ১৫ টাকা, কেউ ২৫ টাকা, কেউ ৩০ টাকা পাচ্ছে।

যারা একটু বেশী বেতন পায় তারা বেশী পাচ্ছে, আর যারা কম বেতন পায়, তারা কম পাচ্ছে। যদি বাড়াতে হয়, তাহলে একইভাবে বাড়ানো উচিত। এই যে একটা আউটলুক সেটা দূর করা দরকার। এই তেলে মাথায় তেল দেওয়া, সেটার দৃষ্টি ভংগী পরিবর্তন করা দরকার। এখানে আমি আরেকটা কথা উল্লেখ করতে চাই, সেটা হচ্ছে মেডিক্যাল রি-ইম্বার্স-মেন্ট বিল সম্পর্কে। সকলের কথা আমি বলছিনা, এটা নিয়ে একটা দূর্নীতি চলছে। আমি ডিটেলসের মধ্যে বা খুঁটিনাটির মধ্যে যাচ্ছিনা, বা অপ্রাসঙ্গিক কথার মধ্যেও যাচ্ছিনা, সেটা কেউ পাচ্ছে কেউ পাচ্ছেনা। কাজেই আমি অনেকবার এই হাউসের মধ্যে বলেছি যে একটা লাম্পসাম এ্যামাউন্ট যদি ধরে দেওয়া হয়, তাহলে প্রত্যেকেই সেটা পায়, প্রত্যেকে বেনিফিট পাক, সেটাই আমি চাই। কাজেই এখানে যেভাবে চলছে, এটার মধ্যে সাংঘাতিক একটা মিসমেনেজমেন্ট এবং করাপশান চলছে, সেগুলি দূর করা দরকার। মূলেই যদি এটা না করা হয়, মুল কেটে আগার মধ্যে যদি জল দেওয়া হয়, তাহলে চাড়া গাছ বাঁচতে পারেন। কাজেই সেইদিকে দৃষ্টি দেওয়া দরকার এবং কিভাবে করলে পরে জিনিষটা সুন্দর হয় সেটা দেখা দরকার।

পার্মানেন্ট এবং কোয়াসী পার্মানেন্ট সম্পর্কে আমি বলব এটা প্রত্যেক ডিপার্টমেন্টের আছে, যেমন একজন কম্পাউণ্ডার আমাকে বললেন আমি ১৪ বৎসর চাকুরী করার পরও আজ পর্যন্ত কোয়াসী পার্মানেন্ট হতে পারিনি, পার্মানেন্ট তো দূরের কথা। এই ভদ্রলোক এখন বাগমা ডিসপেনসারীতে আছেন। আজকে ১৪ বৎসর চাকুরী করার পরও কোয়াসী পার্মানেন্ট হলেননা, পার্মানেন্ট হওয়া দূরের কথা, এ কিরকম কথা। কেউ তিন বৎসর পরই পার্মানেন্ট হয়ে যান, কিন্তু কেউ কেউ ১৪।১৫ বৎসর চাকুরী করার পরও পার্মানেন্ট দূরের কথা, কোয়াসী পার্মানেন্ট হতে পারেননা। বিভিন্ন দপ্তরে এই অবস্থা চলছে—সেই বিষয়ে চিন্তা, ভাবনা করা উচিত, অর্থাৎ রাজ্য সরকারের দৃষ্টি ভংগী পরিবর্তন করা উচিত। একসময়ে আমি এই বিধান সভায় প্রশ্ন করেছিলাম যে ট্রানস্ফার কিভাবে করা হয়, তার কোন রুলস্ বা রেগুলেশান আছে কি না, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের উত্তরে জানতে পারলাম, কোন রুলস নাই। এটা কিভাবে হয়, যার পেছনে লোক আছে, খাতিরা লোক যদি থাকে তাহলে দূরের থেকে কাছে আনা যায়, আর যার পেছনে কোন লোক নাই, সে বছরের পর বছর গণ্ডাছড়া ঘোরাকাপ্পা, প্রভৃতি স্থানে পরে থাকে, তাদের কোন বদলী নাই। কেন তাদের মনে ডিসকনটেন্ট গ্রো করবেনা, আমি এত বছর ধরে এখানে আছি আমার ট্রান্সফার হবেনা কেন? এইরকম ঘটনাও আছে যে আগরতলা শহরে বসে, মোহনপুর সারা বছরে যাননা, বসে বসে বেতন পায়। এইভাবে যদি রুলিং পার্টি প্রশাসন চালায় তাহলে কি করে দেশ চলবে। দেশ আজ পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে চলছে, সকলেই পরিবর্তন আমরা চাই। কাজেই আমাদের চিন্তা চেতনায়ও পরিবর্তন আনা দরকার এবং সেইভাবে কাজ করা দরকার।

ডিমাণ্ড নাম্বার ৯ সম্পর্কে আমি এখানে এ্যানমেলীজ ইন পে স্কেল সম্পর্কে বলেছি। মাননীয় সদস্য বাজুবন রিয়াং যে সমস্ত কাটমোশান রেখেছেন, তার সমর্থনে আমি বলছি—

Unreasonable expenditure for meeting cost of petrol and other contingencies, এই সম্পর্কে বলতে গিয়ে আমি বলব যে ত্রিপুরার এই যে বাজেট, যেটা এখানে পেশ করা হল, এই বাজেটটাকে যদি দুই ভাগে আমরা ভাগ করি, তাহলে কি দেখতে পাই, সামগ্রিকভাবে বাজেট কি বলে, মিনিষ্টাররা ত্রিপুরার উন্নতি অগ্রগতির জন্য একটা রঙীন চিত্র এখানে তুলে ধরেছেন কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে আমরা কি দেখতে পাই, অফিসারস, ষ্টাফ অর্থাৎ এষ্টাব্লিষ্টমেন্ট এবং পেট্রল, ইত্যাদিই এই বাজেটে উল্লেখ করা হয়েছে, এর জন্য একটা বিরাট এ্যামাউন্ট ধরা হয়েছে, এবং আর বাকী টাকা হচ্ছে কেপিটাল ইনভেষ্টমেন্ট যেখানে জনসাধারণের খাতে টাকা পয়সা দিলে, প্রডাকশান বাড়বে, বাঁধ ইত্যাদি দিয়ে এ্যাগ্রিকালচারে সাহায্য সহায়তা করলে প্রডাকশান বাড়বে, সেই দিক দিয়ে আমরা দেখি টাকার পরিমাণ খুব কম। কাজেই আজকে এই যে রঙীন স্বপ্ন তুলে ধরছেন, সেটা স্বপ্নেই থাকবে, বাস্তবে আমরা রূপায়িত করতে পারবনা। কাজেই এই যে দৃষ্টিভঙ্গী সেটার পরিবর্তন করা দরকার।

মিঃ স্পীকার—মাননীয় সদস্য আপনি এত বেশী সময় নেন যে অন্যেরা বলতে পারেনা।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা।—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি সংক্ষেপে শেষ করবার চেষ্টা করছি এখানে শুধু আমি সরকারের দৃষ্টিভঙ্গীর কথাটা বলতে চাই। আজকে মিনিষ্টার যারা, রুলিং পার্টি যারা, যারা সরকার চালান, তারা যদি একথা মনে করে থাকেন যে অফিসার, ষ্টাফ বাড়লেই দেশের উন্নতি, অগ্রগতি হবে, তাহলে আমার বলার কিছু নাই, তবে এটা ঠিক অন্ততঃ কিছু লোকের চাকুরী হবে, কিছু মানুষের কর্মসংস্থান হবে, সেটা আমি অস্বীকার করছিনা, রোজী রোজগার করে মানুষ বাঁচতে পারবে, কিন্তু সামগ্রিকভাবে ডেভলাপমেন্ট এর কথা চিন্তা করলে দেখা যাবে যে আজকে রাস্তা ঘাট বা কৃষি উৎপাদন, এইসব অংশ যদি পেছনে পড়ে থাকে, তাহলে শুধু মাত্র চাকুরী দিয়ে সমস্ত সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়, এতএব এই বাজেট একটা ওভার-বার্ডেন, মাথাভারী বাজেট হবে। আজকে আমরা এখানে কি দেখি, তাহাছাড়া এই যে পেট্রল খরচ এবং আদারস যে সমস্ত আননেসেসারী খরচ পত্র, যেটা কিছু কম করলেও চলে, কিন্তু টাকা আছে খরচ করতে হবে এই দৃষ্টিভংগী নিয়ে যদি বাজেটে টাকা ধরা হয়, গাড়ী দৌড়ালেই যদি দেশের উন্নতি অগ্রগতি হয়, তাহলে সারা বছর গাড়ী দৌঁড়ালেই পারে। এই সম্পর্কে বিচার বিবেচনা করা দরকার। গাড়ী আজকে একটু হোমরা চোমরা লোক হলেই, বি, ডি, ও আছেন, সকলেই আজকে গাড়ী কাজে, অকাজে—কেউ হয়তো বাজার করে, ব্যক্তিগত কাজে সাধারণতঃ গাড়ী ব্যবহার করা উচিত নয়, কিন্তু সেটা তারা করছে, এদিক থেকে কিছুটা ইকনমি হওয়া দরকার। কাজেই এইভাবে একটা অসংগতির মধ্য দিয়ে এইগুলি হচ্ছে, কাজেই এই দৃষ্টিভংগীর পরিবর্তন হওয়া দরকার।

আর এখানে আর একটা কাট মোশান হচ্ছে—

'Mismanagement in Directorate of Welfare of Scheduled tribes and castes.' এই সম্পর্কে আমার বক্তব্য হচ্ছে আমরাও অনেক সময় অনেক কথা বলেছি, অর্থাৎ ওনলি টু সেটিসফাই দি ট্রাইবেলস আমরা এই ডাইরেক্টরেট করেছি, আমরা অবশ্য বলেছি যে

তাদের জন্য একটা সেপারেট ডাইরেক্টরেট করা হোক, কিন্তু করে কিছু লাভ হল না, আজকে সেই ডাইরেক্টরেট কাজ হওয়া দরকার, কিন্তু সেইরকমভাবে অগ্রগতি হচ্ছে কি না ? শুধু ডাইরেক্টরেট বানিয়ে, ডিরেক্টার ষ্টাফ, কিছু গাড়ী ঘোড়া দিয়ে সরকার যদি মনে করেন সব হয়ে গেল, ট্রাইবেলদের অনেক উন্নতি করে দিয়েছি, তাহলে আমার বলার কিছু নাই। কিন্তু যাদের জন্য এই ডাইরেক্টরেট করা হয়েছে তাদের দিকে নজর দেওয়া দরকার। ত্রিপুরার সামগ্রিক অবস্থা যদি তলিয়ে দেখি তাহলে দেখতে পাই যে কিছুই করা হচ্ছে না। এ্যাগ্রিকালচার থেকে, যেমন লোক দেখানোর জন্য ডেমনেষ্ট্রেশান কায়েম করা হয়, কিন্তু কার্যতঃ যেখানে করা দরকার সেখানে কিছুই করা হচ্ছে না।

(রেড লাইট)

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার আরও দুইমিনিট সময় চাই। কেন আমি একথা বলছি আজকে আমরা দেখছি করবুক স্কীম ট্রাইবেলদের জন্য করা হয়েছে, বহু লক্ষ লক্ষ টাকা সেখানে খরচ হচ্ছে, কিন্তু সেখানে বাইরের লোক আসল। বিশ্রামগঞ্জ আদর্শ জুমিয়া কলোনী করা হয়েছে, সেখানে আজকে শুধুমাত্র একটা সাইনবোর্ড পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে আছে আর কিছুই নাই, অনেক লক্ষ লক্ষ টাকা সেখানে খরচ হয়েছে। কিন্তু কিছু যদি বলা হয়, তাহলে টিটকারী দিয়ে বলা হয়, বনের পাখী বনে উড়ে গেছে। তাদের জীবন এবং ভবিষ্যত নিয়ে ইয়ার্কী, ঠাট্টা করা হয়।

কাজেই এই যাদের অবস্থা, এই যাদের বিরম্বনা, এই যে করবুক প্রজেক্ট, সেখানেও বহু ষ্টাফ রাখা হয়েছে, তারা সেখানে কি কাজ করছে. যদি তার একটা তদন্ত হয়, জানিনা মিনিষ্টার সেটার তদন্ত করতে রাজি আছেন কিনা, সেখানে যেসব ট্রাইবেল ফেমিলি আছে, তাদের জন্য কোন কিছু কেনাকাটার নাম করে, এই আগরতলা শহরে আসা যাওয়া করে, টি, এ, ডি, এ প্রভৃতি রেকারিং কষ্ট এ্যাকসপেণ্ডিচার করে তাদের জন্য যে পরিমাণ টাকার ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে, সেগুলি এমনিতেই খরচ করে ফেলা হয়। অর্থাৎ যাদের পাওয়া উচিত, তারা সেখানে কি পাচ্ছে ? তারা সেখানে কত টাকা করে পাচ্ছে, তার মধ্যে আমাদের যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কাজেই ঐসব ট্রাইবেলরা, সেখানে কোন মতেই এষ্টাব্লিষ্ট হতে পারছে না বা তারা ইকনমি দিক দিয়েও কোন উপকার পাচ্ছে না। এই ভাবে আজকে তাদের পুনর্ব্বাসনের নামে যে টাকা বাজেটে ধরা হয়েছে, সেগুলি খরচ করা হচ্ছে। কাজেই এখানে যে ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার নাম দিয়ে একটা ডাইরেক্টরেট করা হয়েছে, সেটা মিসম্যানেজমেন্টের ডাইরেক্টরেট হয়ে থাকবে। সেখানে এই গরীব ট্রাইবেলদের উপকারের জন্য যেভাবে কাজ করা হচ্ছে, তা দিয়ে তাদেরকে এবং তাদের পরিবারের লোকজনদের উন্নতির দিকে অগ্রসর করে নেওয়া তো দূরের কথা বরং তাদের তিলে তিলে শোষণ করে মারা হবে। কাজেই এভাবে যদি সেটাকে চালানো হয়, তাহলে তাদের জন্য কিছুই করা সম্ভব নয়। স্যার, তারপরে আছে ডিম্যাণ্ড নাম্বার টেন। এর মধ্যে যদিও আমার কোন কাট মোশান নাই, তবু আমাকে কয়েকটি কথা বলতে হচ্ছে, সেটা হল— "Absence of provision for separating judiciary from the executive." স্যার, একটা

একটা কথা আছে—জাষ্টিস ডিলেড, জাষ্টিস ডিনাইড। আমরা এই সম্পর্কে এই হাউসে একটা রিজলিউশান নিয়েছিলাম সর্বসম্মত ভাবে, তখন সরকার পক্ষও সেটাকে নীতিগতভাবে মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু সেটা অনেক দিন আগের কথা, সরকার জুডিসিয়ারীকে এ্যাকসজিকিউটিভ থেকে পৃথক করবার কোন ব্যবস্থাই আজ পর্য্যন্ত গ্রহন করছেন না। অথচ এটা করা দরকার। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ডিম্যাণ্ড ফর গ্র্যান্ট নাম্বার নাইন - জেনারেল এ্যাডমিনিষ্ট্রেশান, এর উপর আমার ৩টি কাট মোশান আছে আর ডিম্যাণ্ড ফর গ্রান্ট নাম্বার টেন ১টি কাট মোশান আছে। এখন ডিম্যাণ্ড ফর গ্র্যান্ট নাম্বার নাইনে প্রথম কাট মোশান হল—সরকারী কর্ম্মচারীদের ওভারটাইম মঞ্জুর করার ব্যাপারে ডিসক্রিমিনেশান। এজন্য সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে একটা বিক্ষোভ আছে সেটা হল বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের মধ্যে কর্মচারীদের যে ওভারটাইম করার সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়, সেটা সকল অংশের কর্ম্মচারীরা সমান ভাবে পায় না, আবার কেউ কেউ একেবারেই পায় না। এই ওভারটাইমের ব্যাপারে কর্ম্মচারীদের মধ্যে এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি করে রাখা হয়েছে, সেটা হল কর্ম্মচারীদের একটা অংশ এই ওভারটাইম করে কিছু অতিরিক্ত সুযোগ সুবিধা পাচ্ছে, আর একটা অংশ কিছুই পাচ্ছে না। যেমন এডুকেশান ডিপার্টমেন্টের মধ্যে শতকরা ৫০ ভাগ কর্মচারীকে এই ওভারটাইম করার সুযোগ দেওয়া হয় এবং তারা ওভারটাইম করে কিছু অতিরিক্ত রুজিরোজগার করছে, আর বাকী যে ৫০ জন রইল, তাদের কোন সুবিধাই দেওয়া হচ্ছে না। আমার মনে হয় কর্ম্মচারীদের মধ্যে এই অবস্থা সৃষ্টি করার মূলে একটা কারণ রয়েছে, সেটা হল কর্মচারীরা যে একটা বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশের মধ্য দিয়ে সরকারী প্রশাসনের কাজকর্ম চালিয়ে যাচ্ছেন, তার মধ্যে একটা বিভেদ সৃষ্টি করাই হল সরকারের উদ্দেশ্য এবং সেজন্য তারা এটা করেছেন। আমরা দেখছি যারা এই ওভারটাইম এর সুযোগ পান, তারা হল মামাদের প্রভাবিত। কারণ আজকে মামার রাজত্ব চলছে, মামার খুঁটির জোর যদি থাকে তাহলে তারা এই সমস্ত সুযোগ পাবেন। কাজেই সরকার এই অবস্থা সৃষ্টি করে কর্ম্মচারীদের মধ্যে একটা বিভেদ সৃষ্টি করতে চাইছেন, সেজন্য এই অবস্থার যদি কোন প্রতিকার করা না হয় তাহলে কর্মচারীরা আন্তরিকভাবে প্রশাসনের কাজকর্ম করার ব্যাপারে অগ্রসর হতে পারবেন না। কাজেই আমি এই ব্যাপারে মাননীয় অধক্ষ্য মহোদয়ের মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করব না, আমি শুধু উনাকে একটু সচেতন থাকার জন্য বলব যাতে কর্মচারীদের মধ্যে থেকে এই ধরণের বিক্ষোভ দূর হয়। তারপরে আমার দ্বিতীয় কাট মোশান হল—সরকারী অফিসে দূর্নীতি দূর করার ব্যর্থতা। আজকে সরকারী ডিপার্টমেন্টগুলির মধ্যে যে একটা দূর্নীতি চলছে, সেটা একদিনে বললেও শেষ করা যাবে না। তবু আমি এখানে কয়েকটা কথা উল্লেখ করব। যেমন লেবার ডিপার্টমেন্ট, এই ডিপার্টমেন্টের যিনি অফিসার, তিনি এই ডিপার্টমেন্টের হিসাবপত্র ঠিকমত রাখেন না, তিনি সেখানে একটা ঢালাও কারবার খুলে বসে আছেন, যখন যেমন খুসী তেমনভাবে খরচপত্র করে যাচ্ছেন।

স্যার, তার বিরুদ্ধে অনেকগুলি দুর্নীতির অভিযোগ আছে।

Mr. Speaker :—Hon'ble member, Labour Officer himself is not present in the House. So, you should not say anything about him here.

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :—উনি এখানে না থাকলে আমি কি করব ? উনি যে দুর্নীতিগুলি করেছেন, সেগুলি আমার এখানে বলার দরকার আছে। তার বিরুদ্ধে অনেকগুলি দুর্নীতির অভিযোগ আছে। তিনি সরকারী তহবিল তছরূপ করেছেন এবং পরে যখন লোকে জানতে পারলো, তখন আবার জমি বিক্রি করে সেই টাকা সরকারী ঘরে জমা দিয়েছেন। এখন প্রশ্ন হল যে ডিপার্টমেন্টের যিনি হেড, তিনিই যদি সরকারী তহবিল তছরুপ করেন এবং তারপরে যদি জমি বিক্রি করে সেই টাকা জমা দেন তাহলে তার কি সাজা পাওয়ার কোন প্রশ্ন উঠে না ? নিশ্চয়ই তার সাজা দেওয়া উচিত, তার পানিশমেন্ট হওয়া উচিত যেহেতু তিনি সরকারী তহবিল তছরূপ করেছেন। কিন্তু আমরা জানি এইসব অফিসারদের কাজ হল মালিক এবং শ্রমিদের মধ্যে যখন বিরোধ হয়, তখন তারা স্বাভাবিকভাবে মালিকদের পক্ষ অবলম্বন করে শ্রমিকদের উপর মালিকদের জুলুম চালাবার সুযোগ করে দেন। আর এই ব্যাপারে তাকে সাহায্য করছেন আমাদের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ মহাশয়।

তারপরে এইরকম আর একটা ঘটনা আছে, সেটা সাবরুমের পি, ও, বীরহরি দেব। তার বিরুদ্ধেও অনেকগুলি অভিযোগ আছে। আমি এখানে বলতে চাই তার বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ আছে, সেগুলির কোন তদন্ত করা হয়েছে কিনা, সেগুলি তো পত্র পত্রিকায় অনেকবার উঠেছে। কিন্তু জানি তার বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ আছে, সেগুলির আজ পর্যন্ত কোন তদন্ত হয়নি, বা সেগুলির তদন্ত করে তার কি হয়েছে না হয়েছে, সেটাও ত্রিপুরাবাসীকে জানানো হয়নি। কাজেই আমরা আজকে দেখতে পাচ্ছি যারা দুর্নীতি করবে, তাদের কোন শাস্তি হবে না, তাদের বরং পদোন্নতি হবে আর যারা এইসব দুর্নীতির অভিযোগ আনবে তাদের বিরুদ্ধে সরকার শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে, তাদের পদোন্নতির বাধার সৃষ্টি করবে আবার কোন কোন ক্ষেত্রে তাদের চাকুরী থেকে সাসপেনশান করা হচ্ছে। তারপরে অন্যান্য ডিপার্টমেন্টে যেসব দুর্নীতি আছে, সেগুলির মধ্যে আছে কনটেনজেন্সী ফাণ্ড সম্পর্কে। এই কনটিনজেন্সী খাতে ব্যয়ের অংক আজকাল দিনের পর দিন বেড়ে চলছে। স্যার, এখানে তো দেখতে পাচ্ছি, এই জেনারেল এ্যাডমিনিষ্ট্রেশানের মধ্যে আগে যেখানে এই খাতে ব্যয় ছিল মাত্র ২০ হাজার টাকা, এখন সেখানে এটা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬০ হাজার টাকায়।...

Mr. Speaker :—The house stands adjourned till 2 P. M. to-day. The member speaking will have the floor.

AFTER RECESS

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বলছিলাম যে সরকারী অফিসগুলিতে দুর্নীতি—

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনি অনুগ্রহ করে ৫ মিনিট বলুন।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :— চেষ্টা করব। সেটা দূর করার দিক থেকে যে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন এটা আর চলতে দেওয়া উচিত নয়। কাজেই আজকে ডিপার্টমেন্টগুলির রন্ধ্রে রন্ধ্রে যে দুর্নীতি বাসা বেঁধে আছে সেগুলি দূর করতে হবে এবং তার জন্য সরকারের অগ্রসর হওয়া উচিত। তারপর কাটমোশন হচ্ছে—চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের দাবী পূরণে ব্যর্থতা। কর্মচারীদের মধ্যে আজকে চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীও আছে। তাদের দাবী আদাদের জন্য সরকারের কাছে তারা দাবী করে আসছে। কিন্তু আজকে পর্যন্ত তাদের দাবী পূরণ করা হচ্ছে না, এমন কি কোন কোন ডিপার্টমেন্টে চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের দিয়ে সুইপারের কাজ করানো হচ্ছে। কাজেই অবস্থার জন্য চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের মধ্যে বিক্ষোভ দেখা যাচ্ছে। তারপর ডিমাণ্ড নাম্বার ১০ এ একটা কাটমোশন হচ্ছে—বিনা খরচে গরীব জনসাধারণ যাতে বিচারের সুযোগ পান তার ব্যবস্থার অভাব। ত্রিপুরা সাধারণত বিশেষ করে যারা গ্রামাঞ্চলে বাস করে তারা উপজাতিই হোক আর অউপজাতিই হোক তারা গরীব এবং লেখা-পড়া জানে না। তাদের যে ন্যায্য বিচার সেটা অর্থাভাবে তারা পাচ্ছে না। ত্রিপুরার তথা ভারত সরকার যারা রুলিং পার্টি আছে তারা যথানে গরীব জনসাধারণের সুখ সুবিধার জন্য তাদের দুঃখ কষ্টের লাঘবের জন্য কুম্ভীরাশ্রু বিসর্জন করেন। এই ক্ষেত্রে যেখানে গরীবের ন্যায্য বিচার পায় না পয়সার অভাবে সেখানে তারা নীরব। কাজেই তাদের যে চীৎকার গরীব জনসাধারণের জন্য সেটা নিরর্থক। তাদের যে ন্যায্য বিচার আদালতগুলিতে পাওয়ার কথা যেখানে তারা পয়সার অভাবে পায় না, তারা উকিল নিয়োগ করতে পারে না। এর যদি সরকার থেকে ব্যবস্থা করে দেওয়া হয় তাহলে তারা ন্যায্য বিচার পাবে, নতুবা তারা পাবে না। এই শাসক গোষ্ঠী যতই সমাজবাদের কথা, গণতন্ত্রের কথা বলুন না কেন এই সমাজবাদ হচ্ছে ধনীদের সমাজবাদ। নতুবা আজকে আমাদের দেশের মধ্যে একটা শ্রেণী আজকে টাকার পাহাড় গড়ে তুলছে আর এক শ্রেণীর মানুষ গ্রামে গঞ্জে মৃত্যুর কোলে এগিয়ে যাচ্ছে। যদি লক্ষ লক্ষ গরীব মানুষের দিকে তাকিয়ে এই গণতন্ত্র হত তাহলে—

মিঃ স্পীকার :— অনারেবল মেম্বার ইওর টাইম ইজ অভার।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমার আরও ৫ মিনিট সময় লাগবে। কাজেই এই অবস্থার দিকে লক্ষ্য করলে আজকে তাদের এই সুযোগগুলি দিয়ে ন্যায্য বিচার পাওয়ার ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থা করা দরকার।

ডিমাণ্ড নাম্বার ৯ এর মধ্যে জেনারেল অ্যাডমিনিষ্ট্রেশনের মধ্যে আমরা সাধারণ দেখি উপজাতির ক্ষেত্রে যে, একটা ট্রাইবেল ডাইরেক্টরেট আছে এবং উপজাতি উন্নয়ন মন্ত্রীও আছেন। কাজেই উপজাতির সুযোগ সুবিধা দেওয়া, লেখাপড়ার ব্যবস্থা করা, গ্রামাঞ্চলে রাস্তাঘাট করা, তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করার জন্য কলোনীগুলি সুন্দর ভাবে সাজিয়ে রেখেছেন। কাজেই তাদের জন্য আমরা এমন সব সুবিধা করে দেব যে তাদের কোন দারিদ্রতা থাকবে না, অনাহার বঞ্চনা থাকবে না, সব করে দিচ্ছি। কিন্তু বাস্তব অবস্থায় আমরা দেখব কৈলাসহর তারা বন উপজাতি কলোনীতে কি ছিল। সেখানে এক কার্লিং রাস্তা

হয়েছে আর দুই ফার্লং রয়ে গেছে। সুপারভাইজারের কোয়াটার নাই, স্কুল নাই, পানীয় জলের ব্যবস্থা নাই। তাদের পতিত জমি উদ্ধারের কোন ব্যবস্থা নাই এবং কলোনীগুলিতে পুনর্বাসনের কোন ব্যবস্থা নাই। উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের মাধ্যমে শ সক গোষ্ঠীর দালালদের জমিতে প্রতিষ্ঠিত করার যে স্কীম সেই স্কীম রূপায়িত হচ্ছে। তারপর কররুকের কথা নাই বললাম কারণ এই সম্প' মাননীয় বাজুবন রিয়াং বলেছেন। কাজেই তাদের দিকে যদি দৃষ্টি দেওয়া না হয় তা লে উপজাতি কোন দিনই উন্নত হতে পারবে না। তার পরিবর্তন বাঞ্ছনীয়। কাজেই তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা আরও ত্বরান্বিত করা দরকার। যতে তারা জমি থেকে উচ্ছেদ না হতে পারে এবং তাদের জমি যাতে মহাজনেরা না নিতে পারে সেই ব্যবস্থাগুলি আজকে থাকা দরকার নতুবা এই উপজাতিরা তাদের ন্যায্য দাবী আদায়ের জন্য অগ্রসর হবে। তারপর মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আর বেশী বলছি না। এখানে আর একটা কথা মাননীয় অর্থমন্ত্রীকে একটু সচেতন হতে বলব। সেটা হচ্ছে কর্মচারীদের বিক্ষোভ। সেই বিক্ষোভটা হচ্ছে যে তারা পশ্চিম বংগের হারে বেতনের দাবী করে আসছে। সেই বেতনের বৈষম্য দূর করার কোন ব্যবস্থা নাই। কোন সমাধান নিয়ে আজকে সরকার অগ্রসর হচ্ছে না। যেখানে কেন্দ্রীয় সরকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে তাদের বেতন বৈষম্য দূর করা হবে, আমরা দেখেছি ৩১,১,৬১ইং তারিখে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল এবং সেই প্রতিশ্রুতিগুলি কার্যকরী করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার বলেছিল ১৯৫৯ সন জুলাই মাস থেকে যেন কার্যকরী করা হয় এবং মাননীয় শচীনবাবুকে স্বরাষ্ট্র দপ্তর থেকে চিঠি লিখে জানিয়েছিল ১২.৫.৬৬ইং তারিখে। কিন্তু সেই তারিখ চলে গেছে অনেক দিন হল। আজও সেই কর্মচারীদের বেতনের বৈষম্য, তাদের দাবী পূরণের জন্য অগ্রসর হয় নি। তার পরিবর্তে যেখানে নিজস্ব দাবী আদায়ের ক্ষেত্রে তারা আন্দোলনে নামছেন তখন তাদের শাস্তির ব্যবস্থা করা হচ্ছে। কাজেই এই অবস্থার ভিতর দিয়ে যারা প্রশাসনকে চালান, যাতে সেই সরকার এই যুবকদের সাহায্য সহায়তা করে, তাদের এই বিক্ষোভ দমন করার জন্য অগ্রসর হন, এবং সুষ্ঠু সমাধানের পথ সরকার তাদের কাছে যাতে তুলে ধরেন, মাননীয় অর্থমন্ত্রীর কাছে আমি এই অনুরোধ রাখব, এই বলে, কাটমোশানের পক্ষে এবং ডিম্যাণ্ডের বিপক্ষে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি এখানে ডিম্যাণ্ড নাম্বার ৮'এর উপর কোন বক্তব্য রাখছিনা, ডিম্যাণ্ড নাম্বার—৯ জেনর‍্যাল এ্যাডমিনিষ্ট্রেশান, এখানে আমি একটা কাটমোশান রেখেছি। কারণ আমরা দেখছি…

মিঃ স্পীকার :— আপনি ডিম্যাণ্ড নাম্বার ১০'এর উপর আপনার যে কাটমোশান আছে, সেগুলি মুভ করুন।

শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্ম্মা :— ডিম্যাণ্ড নাম্বার—৯'এ আমার কাট মোশান আছে—'সরকারী কর্মচারী আন্দোলনের কয়েকজন কর্মীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের বিরুদ্ধে।'

মিঃ স্পীকার :— আপনার এই কাট মোশান ফলস থ্রু হয়ে গেছে।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আপনি যখন আমাকে বলার সুযোগ দিয়েছেন, তার জন্য আমি বলছি। ১৯৬৬ সাল থেকে যে সরকার লিখিতভাবে প্রতি-শ্রুতি দিয়েছিলেন, সেই প্রতিশ্রুতি অনুসারে শাসক গোষ্ঠী তাঁদের নিজেদের মনোমত কতকগুলি লোককে ওয়েষ্ট বেঙ্গলের পে-স্কেল দিয়েছেন, আর বাকী যারা আছেন, তারা পাননি, তারই জন্য আজকে বিক্ষোভ কর্ম্মচারীদের মধ্যে দেখা দিয়েছে, তারা আজকে বাধ্য হয়েছে আন্দো-লনে নামতে এবং তাদের এই আন্দোলনকে দমন করার জন্য…

মিঃ স্পীকার :— আপনি ১০ মিনিট সময় পাবেন।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা :— যদি সম্ভব হয়, আমি দশ মিনিটের মধ্যেই শেষ করব।

মিঃ স্পীকার :— ঠিক আছে, যদি শেষ না হয়, তাহলে আমাকে গিলোটিন দিয়ে সেটা শেষ করতে হবে।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা :— সরকারী কর্ম্মচারীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। অন্যান্য ডিপার্টমেন্টের মত, আমাদের সেক্রেটারিয়েটের মধ্যেও আমরা দেখি যে ১২ জনের প্রমোশান আজকে বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। আমাদের এ্যাসেম্বলী সেক্রে-টারিয়েটে দেখছি যে আমাদের কর্ম্মচারীর প্রয়োজন, অনেকদিন থেকে আমরা বলে আসছি, আমাদের এখানে ষ্টেনোর প্রয়োজন, ক্লারকের প্রয়োজন এবং এছাড়া অফিসার আরও প্রয়োজন সেকশান অফিসার প্রয়োজন, কিন্তু আজ পর্যন্ত লোকগুলি নেওয়া হচ্ছে না, এটা বড় দুঃখের বিষয়। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এই শাসক গোষ্ঠির কার্য্যকলাপ দেখে বুঝা যাচ্ছে এরা ধনতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে চায়, সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চান না, সমস্ত গ্রান্টের মধ্যেই টাকা কম বরাদ্দ রেখেছেন আরও টাকা রাখা প্রয়োজন ছিল, প্রয়োজন আছে বলে আমরা অনেক বার ডিম্যাণ্ড করে যাচ্ছি, কিন্তু এই শাসক গোষ্ঠি সেই ডিম্যাণ্ডগুলি পূরণ করছেন না. আবার কোন সময় দেখা যাচ্ছে যে সাপ্লিমেন্টারী ডিমাণ্ডে অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্ধ দেখিয়ে সেই টাকাগুলি বিভিন্ন খাতে খরচ করে থাকেন। তারই জন্য এখানে রাখা হয়েছে—'সরকারী অর্থের অপব্যবহারের প্রতিবাদ'। কোন্ জায়গায় আজকে সরকারী অর্থের অপব্যবহার হচ্ছে, সেই সম্পর্কে মাননীয় সদস্য অভিরাম দেববর্ম্মা বলেছেন, তাছাড়া আরও দেখবেন যে গাড়ী ঘোড়া চড়ার ব্যাপারে, এ্যারোপ্লেন চড়ার ব্যাপারে জনসাধারণের টাকার অপব্যবহার করা হচ্ছে। কিন্তু সরকার গোষ্ঠি জনসাধারণের জন্য কিছু করছেন না। সরকারী কর্ম্মচারীদের পশ্চিম বঙ্গের হারে পে-স্কেল চালু করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, সেটা এখনও চালু করেননি।

তাছাড়া আরে কটা কাট মোশান এখানে রাখা হয়েছে যে সরকারী কর্ম্মচারীদের যথাসময়ে পার্মানেন্ট এবং কোয়াসী পার্মানেন্ট বলে ঘোষণা না করার বিরুদ্ধে। 'আজকে পনের বৎসর যাবত ধর্ম্মনগরে হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলের শিক্ষয়িত্রী, তিনি সেখানে কাজ

করছেন, কিন্তু আজ পর্যন্তও তিনি পার্মানেন্ট হতে পারেন নি। যেখানে গভর্ণমেন্ট অব ইণ্ডিয়ার সারকুলার আছে, যে পাঁচ বৎসর হয়ে গেলেই তাকে পার্মানেন্ট এবং কোয়াসী পার্মানেন্ট করতে হবে, সেই অবস্থায় কাউকে পার্মানেন্ট করা হচ্ছে বলে আমার মনে হয় না। যারা দীর্ঘদিন চাকুরী করে আসছেন, তাদের পার্মানেন্ট করার জন্যই এই কাট মোশান আমি এখানে রেখেছি।

তারপর আরেকটা কাট মোশান হচ্ছে—'বি, ডি, সি সদস্য মনোনয়নে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি গ্রহণ না করায় প্রতিবাদ।' সেই বিষয়ে আমরা দেখতে পাই যে এখানে যে বাজেট করা হয়েছে, সেটা সম্পর্কে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে করা হয়নি, যদি গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে করা হত, সমাজতন্ত্রের পথে অগ্রসর হওয়ার যদি ইচ্ছা এই শাসক গোষ্ঠির থাকত, তাহলে পরে বাস্তবিক পক্ষে সমাজতন্ত্রের এগিয়ে যাওয়ার জন্য বি, ডি, সি এবং পঞ্চায়েত বাজেটগুলি সেভাবে করা হত। আজকে আমরা কি দেখছি, যেভাবে আজকে বি, ডি, সি, কমিটিগুলি গঠন করলে পরে এবং পঞ্চায়েতের হাতে ক্ষমতা দিলে পরে ঠিক ঠিক ভাবে সমাজতন্ত্রের পথে দেশকে এগিয়ে নেওয়া যেত, সেভাবে প্রচেষ্টা নেওয়া হচ্ছে না, বরং এখানে ধনতান্ত্রিক পথে সেগুলি করতে চাচ্ছেন। আর তপশীলি উপজাতি উন্নয়ন সম্পর্কে এ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ রিফরমস কমিটি সুপারিশগুলি কার্যকরী না করায় প্রতিবাদ। 'আমরা একদিন এই ডাইরেক্ট কমিটি যাতে না করা হয়, এবং নির্বাচিত প্রতিনিধি নিয়ে ট্রাইবেল কমিটি করা হয়, সেই ভাবে এ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ রিফরমস কমিটিও সুপারিশ করেছেন, কিন্তু আমরা দেখছি যে সেটা কার্যকরী করা হয় নাই। কাজেই আমি শাসক গোষ্ঠিকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, যে এ্যাডমিনি- ষ্ট্রেটিভ রিফরমস কমিটির সুপারিশগুলি মেনে নিন এবং সেইভাবে জনসাধারণের প্রতি- নিধি নিয়ে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন কমিটি গঠন করা হউক তারই জন্য এই কাট মোশানের মাধ্যমে আমার বক্তব্য রাখছি।

এছাড়া ডিমাণ্ড নাম্বার ১০—এ্যাডমিনিষ্ট্রেসান অব জাষ্টিস, সেখানে আমার কাট মোশান হচ্ছে— 'বিচার শেষ করায় অস্বাভাবিক বিলম্বের প্রতিবাদ।' ১৯৬৪ সালে প্রাক্তন এম, এল, এ বুলুকুকিকে ধরা হয়েছিল, কিন্তু সেই বিচার আজকে ১৯৭১ সালে শেষ হয়েছে। ঠিক এমনিভাবে গ্রামে যারা জুম করে, তাদের বিরুদ্ধে যে ফরেষ্ট কেস্ দেওয়া হয়, সেই কেস্গুলি বছরের পর বছর থেকে যায়, শেষ পর্যন্ত কাউকে হয়তো ২৫ টাকা হারে জরিমানা করা হয়, আমাদের আইনে আছে, যেটা এই হাউসের মাধ্যমে পাশ হয়েছিল যে যাদের থ্রি ষ্ট্যাণ্ডার্ড একর পর্যন্ত জমি আছে, তাদের থেকে খাজনা নেওয়া হবে না, তাদের নিষ্কর করে দেওয়া হবে। কিন্তু আজকে তাদের কেন ফাইন করা হবে, তাদের থেকে কেন খাজনা নেওয়া হবে?

কিন্তু আমাদের যে ভূমি আইন আছে, যেটা নাকি এই হাউসের মধ্যে পাশ হয়েছিল যে ৩ একর পর্যন্ত যাদের ভূমি আছে তাদের খাজনা মুকুব করা হবে। কিন্তু সেটার আজ পর্যন্ত কিছু করা হচ্ছে না। কাজেই আজকে যারা জুম চাষ করে জীবিকা নির্বাহ করছে,

তারা তাদের সেই জুমে চাষ করার অধিকার কেন পাবে না। আমি মনে করি যতদিন পর্যন্ত না তাদের পুনর্বাসন দেওয়া হচ্ছে ততদিন পর্যন্ত তাদের এই জুম চাষ করার অধিকার দেওয়া উচিত। কিন্তু সরকার সেটা না করে এই গরীব জুমিয়াদের জুম চাষ করার অভিযোগে তাদের নামে অনেক কেস করেছে ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্টে তাদের নামে বিনা কারণে। আমি বলি যদি তারা কোন দোষ করে থাকে, তাহলে তাদের অবশ্যই বিচার করা দরকার, কিন্তু আসল কথা যেটা, সেটা হল কেস করার পর তাদের আর কোন বিচার হচ্ছে না এবং বিচার করতে গিয়ে বছরের পর বছর লাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ফলে এই সব গরীব জুমিয়াদের এখানে সেখানে কোর্টে কাছারীতে দৌড়াদৌড়ি করে অনেক হয়রানি হতে হচ্ছে। কাজেই আমি সরকারকে অনুরোধ করব তারা যেন তাদের বিরুদ্ধে যে সব কেস আছে সেগুলির অবিলম্বে বিচার করেন এবং তাদের বিনা কারণে হয়রাণির থেকে মুক্তি দেন। তারপরে মাননীয় সদস্য অভিরাম বাবু এখানে বলেছেন য এই সব গরীব ট্রাইবেল লোকদের বিনা খরচে বিচার পাওয়ার যে সুযোগ সুবিধা আছে, সেগুলি তাদের দেওয়া উচিত। কিন্তু আমাদের সরকার তাদের সেই সব সুযোগ সুবিধা দিচ্ছেন না। কাজেই ট্রাইবেল মামলা মোকদ্দমাতে জড়িয়ে দিয়ে তাদের অনেক অসুবিধায় ফেলে দেওয়া হচ্ছে। আজকে যদি তাদের মামলার তারিখ থাকে তাহলে তারা যদি দূর দূরান্তর থেকে কোর্ট কাছারীতে আসে এবং তখন যদি কোন কারণে সেগুলি বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে তাদের আবার অনেক টাকা খরচ করে বাড়ীতে ফিরে যেতে হয় আর তারা যদি তাদের আর্থিক বা অন্য কোন কারণে কোর্টে হাজিরা দিতে না পারে তাহলে তাদের বিরুদ্ধে আবার নুতন করে একটা ওয়ারেন্ট বাইর করা হয়। এভাবে আমাদের ফরেষ্ট ডিপার্টমেন্টের যে কেস হয়, সেগুলির বিচার না করে অনেক দিন ধরে ঝুলিয়ে রাখা হয়। কিন্তু এটা আর চলতে দেওয়া উচিত নয়। তাই আমি বলব তাদের বিরুদ্ধে যে সব কেস আছে সেগুলির যেন তাড়াতাড়ি বিচার করা হয় আর না হয় সেগুলি উঠিয়ে নেওয়া হয়। তারপরে আছে সরকারী কর্ম্মচারীদের আন্দোলন। আ কে সরকারী কর্মচারীরা কেন আন্দোলন করছে? তাদের এই আন্দোলনের পিছনে নিশ্চয়ই তাদের কোন না কোন ন্যায্য দাবী আছে। অথচ সরকার তাদের সেই দাবীগুলি পুরণ করতে চাইছেন না, সরকার সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের দোহাই দিয়ে তাদের সেই দাবীগুলি চেপে রেখে দেওয়ার উদ্যোম করে আসছে, সে অনেকদিন আগে থেকে। কাজেই কর্ম্মচারীরা আজকে তাদের দাবীদাওয়াগুলি নিয়ে আন্দোলন করলেই সরকার সেখানে তাদের উপর দমন পীড়ন আরম্ভ করে দেন। আর এই হচ্ছে এই সরকারের গনতান্ত্রিক আন্দোলনের উপর দমন পীড়নের চেহারা। তাই আমরা আজকে দেখতে পাচ্ছি, এই আন্দোলনের জন্য অনেক কর্ম্মচারীকে সাসপেন্শান করা হয়েছে, অনেককে আবার শাস্তি দেওয়া হয়েছে, যেমন দেওয়া হয়েছে প্রেস কর্মচারীদেরও অনেককে। আর যে স্কুলগুলি গ্রহণ করার জন্য বার বার দাবী এসেছে এই সরকারের কাছে, কিন্তু সরকার সেগুলিকে গ্রহণ করছে না। কাজেই স্কুলগুলিতে যে সব শিক্ষক আছেন, তারা রীতিমত তাদের বেতন পাচ্ছেন না, অনেকে

আবার গত ৩/৪ মাস যাবত তাদের বেতন পাচ্ছেন না। এই অবস্থায় যদি শিক্ষকেরা তাদের ন্যার্য্য দাবী আদায়ের জন্য আন্দোলন করে, তাহলে তাদের চাকুরী থেকে বরখাস্ত করা হয়, যেমন করা হয়েছে রামঠাকুর পাঠশালাতে ৩৫ জনকে আর ৫ জনকে ছাঁটাই করা হয়েছে। তারপরে আমরা দেখছি, আমাদের যে সব সেল্‌স এ্যাপোরিয়াম আছে, সেগুলিতে যে সব ষ্টাফ আছে, তাতে সেখানে যে বিভিন্ন ধরণের জিনিষপত্র বিক্রি করা হয়, তা দিয়ে সেই সব ষ্টাফদের বেতন দেওয়া সম্ভব হয় না। ইতিমধ্যে আমরা দেখেছি যে সরকার বিলোনিয়াতে একটা স্যাল্‌স এ্যামপোরিয়াম খুলেছে এবং সেখানে আগে থেকে কিছু ষ্টাফ রাখা হয়েছে, কিন্তু তা সত্বেও আর একজনকে সেখানে ট্রেন্সফার করা হয়েছে। সেখানে এই এ্যামপোরিয়ামের মধ্যে যে সব জিনিষপত্র বিক্রি করা হয়ে থাকে, তা দিয়ে সেখানে যে সব ষ্টাফ আছে, তাদের মাসিক বেতন দেওয়া সম্ভব হয় না। কাজেই এই যে ট্রেন্সফার করা হয়েছে, সেটা একটা অযৌক্তিক কাজ হয়েছে বলে আমি মনে করছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তাই আমি বলব, এই দূর্নীতি চলছে প্রত্যেক ডিপার্টমেণ্টের মধ্যে সেগুলি যদি দূর না করা হয় আর কর্ম্মচারীদের যে সব ন্যায্য দাবী আছে সেগুলি পুরণ না করে, তারা যে আন্দোলন করছে, তার নামে যদি তাদের উপর দমন পীড়নের ব্যবস্থা করা হয়, তাহলে এই কর্ম্মচারীদের মনে একটা বিক্ষোভ দানা বেঁধে উঠবে। আমরা এখানে আর একটা জিনিষ দেখছি, সেটা হল দমনের নাম করে সরকারের যে সব রুলস আছে সেগুলি তাদের উপর প্রয়োগ না করে, আজকে রুল্‌স ফাইভ তাদের উপর প্রয়োগ করে তাদের চাকুরী থেকে বিদায় দেওয়া হচ্ছে। এগুলি একটা গণতান্ত্রিক সরকারের পক্ষে করা উচিত নয় বলে আমি মনে করি। কাজেই এই ডিমাণ্ডের উপর আমার যে সব কাট মোশান আছে সেগুলির উপর আমার বক্তব্য রেখে আমার বক্তৃতা এখানে শেষ করছি।

শ্রীঘনশ্যাম দেওয়ান ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে মাননীয় অর্থ মন্ত্রী মহোদয় এখানে যে ডিমাণ্ড নাম্বার এইট এবং নাইন রেখেছেন, আমি সেগুলিকে সমর্থন করছি। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ত্রিপুরা রাজ্যের প্রশাসনিক কাজের সুবিধার জন্য এটাকে তিনটা ডিষ্ট্রীক্টে ভাগ করা হয়েছে, সেগুলি হল ওয়েষ্ট সাউথ এবং নর্থ এবং এই বাজেটের মধ্যে সেগুলির হেড কোয়ার্টার স্থাপন করার জন্য পৃথক পৃথকভাবে টাকা রাখা হয়েছে। কাজেই আমরা আশা করতে পারি যে এগুলি যাতে তাড়াতাড়ি ইমপ্লিমেণ্ট করে ত্রিপুরার অগনিত জনসাধারণ যারা নাকি অনেক দূর দূরান্তরে আছেন, তাদের ঠিক ঠিক উপকারে আসতে পারে। এবং আমরা এও আশা করব যে আমাদের তিন ডিষ্ট্রিক্টের জন্য যে সব ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট আছেন, তারা অবিলম্বে কাজে যোগদান করে, জনসাধারণের যে সব প্রয়োজনীয় কাজ কর্ম্ম আছে সেগুলি তরান্বিত করবেন এবং সেই সঙ্গে তাদের সঙ্গে যে সব কর্মচারী আছেন, তারাও তাদের নিজ নিজ দায়িত্ব অনুসারে কাজ কর্ম্ম করে যাবেন, যাতে আমাদের ত্রিপুরার সাধারণ মানুষের উপকার হয়। তারপরে ডিমাণ্ড নাম্বার নাইনে আছে যে ওয়েলফেয়ার অব সিডিউল্‌ড কাষ্ট এবং সিডিউল্‌ড ট্রাইবস, সেটার জন্য অর্থ বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

আমি মনে করি আমাদের ট্রাইবেল এবং সিডিউল্ড কাষ্টদের উন্নতির জন্য এখনও যা কিছু করার বাকী আছে, সেগুলিকে বাস্তবে রূপায়ণ করার জন্য যে ডাইরেক্টরেট খোলা হয়েছে, সেটাকে পরিচালনা করার জন্য আমাদের দক্ষ কর্মচারীর প্রয়োজন আছে। এবং সেজন্য আমি বলব এই ডাইরেক্টরেটের মধ্যে যে সব পোষ্ট আছে, সেগুলির বেশীর ভাগ যেন আমাদের ট্রাইবেল এবং সিডিউল্ড কাষ্টেদের মধ্য থেকে নেওয়া হয়। আমি আশা করব এই পদগুলি যেন ত্বরান্বিতভাবে পুরণ করা হয়, শুধু পুরণ করাই নয় আমাদের ত্রিপুরার মধ্যে যে সমস্ত বেকার আছে এবং তাদের মধ্যে গ্র্যাজুয়েটও আছে এবং এম. এ, আছে তাদের যদি আমাদের ত্রিপুরা প্রশাসনের প্রয়োজনে ট্রেনিং দিয়েই হোক এবং তাদের যোগ্যতা অনুযায়ীও আমাদের যে সমস্ত পদ খালি আছে সেই খালি পদগুলিতে নিয়োগ করে তাদের দেশ সেবার সুযোগ দেওয়া হোক এবং বিশেষভাবে সিডিউল্ড ট্রাইব এবং সিডিউল্ড কাষ্ট যাদের এখনও পুনর্ব্বাসনের প্রয়োজন, জল সেচের প্রয়োজন, যাদের হালের গরুর প্রয়োজন তাদের সুষ্ঠুভাবে পুনর্ব্বাসন করতে হলে তাদের সাজিয়ে নিতে হবে এবং দক্ষ কর্মচারী দ্বারা যাতে ডিরেক্টরেট গঠন করা হয় সেই ব্যবস্থা করতে হবে। কারণ আমরা দেখতে পাই দক্ষ কর্মচারীর অভাবে আমরা যে সমস্ত পরিকল্পনা করেছি সেই পরিকল্পনা সফল হয় না। তার কারণ এই নয় যে আমাদের প্ল্যানিং-এর অভাব, আমাদের টাকার অভাব। দক্ষ কর্মচারীর অভাবই আমার মনে হয় ত্রিপুরার উন্নয়ন ঠিকভাবে হচ্ছে না। আমাদের ট্রাইবেল এরিয়ার মধ্যে যে সমস্ত টিউবওয়েল, রিংওয়েল এবং পানীয় জলের জন্য যে ট্যাঙ্কের ব্যবস্থা করা হচ্ছে সেগুলি দেখা যায় অনেক ক্ষেত্রে ডিফেক্টিভ ভাবে করা হয়। রিং ওয়েল করার পর কয়েক মাসের মধ্যেই তাতে জল থাকে না এবং যে-ভাবে জল সেচের জন্য বাঁধ দেওয়া দরকার সেইভাবে বাঁধ দেওয়া হচ্ছে না। তদুপরি দেখা যায় যে সমস্ত প্রজেক্ট অফিসার আছে, ব্লকের আণ্ডারে সুপারভাইজার আছে, ইন্সপেক্টর আছে, এস, ডি, ও, (সিভিল) এবং অ্যাসিস্টেন্ট সারকল অফিসার আছে তারা ঠিক ঠিকভাবে সিডিউল কাষ্টের এবং সিডিউল ট্রাইবেল উন্নয়নে এবং ভূমি বন্টনে, রিক্লেমেশান অব মার্সি ল্যাণ্ড বিশেষ-ভাবে প্রয়োজন। সিডিউল কাষ্ট এবং সিডিউল ট্রাইব এবং ব্যাকওয়ার্ড এইসব কৃষকদের জন্য যথেষ্ট সাহায্য এবং জলসেচের যদি ব্যবস্থা না হয়, হালের গরু, বীজধান যদি না থাকে তাহলে তাদের জন্য এই হাউসের মধ্যে চীৎকার করে কোন লাভ হবে না। ফসল উৎপাদন করার জন্য যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা দরকার তা যদি তারা ঠিক ঠিকভাবে না পায় তাহলে তারা কখনও বেশী ফসল উৎপাদন করতে পারবে না এবং স্বাবলম্বী হতে পারবে না। গরীব যেখানে সিডিউল্ড ট্রাইব আছে, যেমন কুটি ছড়া কলোনী, ভাইবোন ছড়া কলোনী এবং তারাবন ছড়া কলোনীর কথা বলতে পারি। তাদের এখানে স্কুল থাকলেও ছাত্র থাকে না। জিজ্ঞাসা করলে দেখা যায় ছাত্র কম কেন, বলে আমার ছেলের পাঠ্য বই নাই, পড়ার কাপড় নাই, তাছাড়া গরু চরানোর লোক নাই এই সমস্ত অসুবিধা থাকে। তাছাড়াও ছেলেরাও স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে স্কুলে যেতে চায় না এবং গার্ডিয়ানরা এমনভাবে ব্যস্ত থাকে যে তাদের বই কিনবার টাকা যোগাড় করতে পারে না। আমাদের ডিরেক্টরেট অব এডুকেশন থেকে বরাদ্দ করা আছে ত্রি

ডিষ্ট্রিবিউশান অব বুকস্ এবং ফ্রি ডিস্ট্রিবিউশান অব ড্রেসেস। কিন্তু আমি জানি যে সমস্ত স্কুলগুলি দূরে পড়ে আছে যেখানে কোন সময়েই অ্যাডিশন্যাল ইন্সপেক্টর তদন্ত করতে যায় না, সেই জায়গাতে দেখা যায় যেখানে আমাদের সব চেয়ে বেশী যাওয়া দরকার ছিল। ফ্রি বুকস, ফ্রি ড্রেসস, সেখানে সেই ফ্রি ড্রেসেস যাচ্ছে না, ফ্রি বুকস্ যাচ্ছে না। যাচ্ছে কোথায়? যেখানে ইন্সপেক্টর মাসের মধ্যে দুই তিনবার তদন্ত করতে পারেন, যেখানে জীপ গাড়ী যায়, সেখানে। জমির মধ্যে চাষ করছে কিনা, স্বাবলম্বী হয়েছে কিনা, বাঁচার খোরাক আছে কিনা, তাদের ছেলেরা স্কুলে যায় কিনা, জলের ব্যবস্থা আছে কিনা, এইগুলি যদি ঠিক ঠিকভাবে তারা না দেখে এবং না রাখে তবে এখানে শুধু বসে বসে তাদের জন্য সেমিনার করে টাকা খরচ করলে কিছুই হবে না। সেমিনারে বি, ডি, ও,রা আসবেন, অ্যাসিস্টেন্ট সার্কল অফিসাররা আসবেন, তারা টাকা খরচ করতে পেরেছে কিনা, যদি না পেরে থাকে তবে টাকা ফেরত গিয়েছে। ইট ইজ নট সেমিনার। এখানে বিরাট সংখ্যক জুমিয়া আছে। তাদের জন্য লেখা পড়ার কোন ব্যবস্থা নাই, স্বাস্থ্যের জন্য সুবিধা নাই, মেডিক্যালের ব্যবস্থা নাই। যখন অভাব দেখা দেয়, খাদ্যাভাব দেখা দেয় তখন ২০ টাকা থেকে ২৫ টাকা পর্যন্ত সাহায্য করতে পারে। এই সাহায্যে একটা বিরাট জাতিকে কখনও উন্নত করতে পারে না। সুতরাং আমি আশা করি এই ডিরেক্টরেট এবং ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার যাতে ঠিক ঠিকভাবে কাজ করতে পারে তার জন্য তাদের সমস্ত সুযোগ দেওয়া দরকার। তারা অনেক সময় বলেন আমাদের কর্ম্মচারীর অভাবে পারা যাচ্ছে না, আমাদের পোষ্টগুলি ফিল আপ করা হয় নাই। সেগুলি ইমিডিয়েটলী ফিল আপ করা দরকার এবং আমাদের যে বেকার আছে তাদের ট্রেনিং দেওয়া দরকার তাহলে আমি আশা করি তারা যোগ্যতার সঙ্গে কাজ করবে এবং সমাজের কাজে লাগবে। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—শ্রী মনোরঞ্জন নাথ।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে হাউসের সামনে মাননীয় অর্থমন্ত্রী ডিমাণ্ড নাম্বার ৮,৯ এবং ১০ উত্থাপন করেছেন। আমি ইহা সমর্থন জানাচ্ছি এবং বিরোধী পক্ষ থেকে যে কাটমোশন রেখেছে তার বিরোধীতা করছি। প্রথম আমি ডিমাণ্ড নাম্বার ৮ সম্বন্ধে বলব। সাম্প্রতিক কালে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে লোকসভায় একটা নির্ব্বাচন হয়ে গেছে। সেটা সুষ্ঠু ভাবেই হয়েছে। অন্যান্য ষ্টেটের তুলনায় আমাদের এখানে কোন ঝামেলা হয় নাই, সুন্দরভাবে হয়েছে। তবে সেই নির্ব্বাচনে আমরা একটা দেখেছি যে আমাদের যে ভোটার লিষ্ট হয়েছে তাতে ভুল হয়েছে বেশী। এটা অত্যন্ত দুঃখের ব্যাপার। অনেক জায়গায় ইচ্ছায় হোক অনিচ্ছায় হোক ভুলভ্রান্তি হয়েছে। সেই সম্পর্কে আমি অবিলম্বে এই ভোটার লিষ্ট রিভাইজ করা দরকার বলে মনে করি এবং সেই ভোটার লিষ্ট তৈরী করতে যেসমস্ত কর্ম্মচারী এবং যেসমস্ত লোক সংশ্লিষ্ট ছিল কি জন্য ভুল হল তার কারণ অনুসন্ধান করা দরকার এবং আমি মনে করি যে পিপল রিপ্রেজেন্টেশন অ্যাক্ট ১৯৬০-এ আছে যে, তার সেকশান ৩২ এ আছে যে যদি কোন কর্ম্মচারী বা কোন

সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ভোটার লিষ্টে কোন রকম দুর্নীতি করে বা ভোটার লিষ্টে ইচ্ছা করে কোনরকম ভুলভ্রান্তি করে তাহলে তার জন্য পেনাল সেকশানের প্রভিশন আছে। সুতরাং আমি হাউসের কাছে এই আবেদন রাখছি যে যারা এই সমস্ত দুর্নীতি করেছে বা যাদের জন্য এই সমস্ত হয়েছে তাদের বিরুদ্ধে অ্যাকশান নেওয়া হোক। এই বলে আমি বক্তব্য রাখছি। তারপর আমি বলব যে আমাদের লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলীর একটা সেক্রেটারীয়েট আছে। তারপর আমি বলব আমাদের লেজিসলেচার সম্পর্কে—আমাদের এ্যাসেম্বলী সেক্রেটারীয়েট যে আছে সেই সেক্রেটারীয়েট হল, সিভিল সেক্রেটারীয়েট যে আছে তার সংগে সংশ্লিষ্ট। এই সেক্রেটারীয়েটের ব্যক্তিগত কোনরকম কাজ করার কোন ক্ষমতা নাই, তাকে ডিপেণ্ড করতে হয় সিভিল সেক্রেটারীয়েটের উপর। সুতরাং আমি বলব, কনষ্টিটিউশানে ১৮৭ আরটিক্যাল যে আছে, সেই আরটিক্যাল মতে অন্যান্য স্টেটে আছে যে লেজিসলেটিভ এ্যাসেম্বলীর জন্য সেপারেট সেক্রেটারিয়েট হবে, আমরা সেইদিকে যদি মুভ করতে পারি এবং আমাদের যদি ইউনিয়ন টেরিটোরীগুলিতে সেপারেট সেক্রেটারীয়েট হয়, তাহলে আমাদের কাজের অনেক সুবিধা হবে এবং আমি বলব, আমাদের সেক্রেটারীয়েটে যে কর্মচারী আছে, সেটা পর্য্যাপ্ত নয়, সেজন্য কাজের অনেক অসুবিধা হয়, আমি সেই দিকে দৃষ্টি রাখার জন্য বলব।

ডিম্যাণ্ড নাম্বার ৯ এবং ১০ সম্পর্কে বলতে গিয়ে আমি বলব, সম্প্রতিকালে আমরা দেখতে পাই একদল লোক, সমাজ বিরোধী লোক বা দুরন্ত লোক, তারা এমন পর্য্যায়ে এসে পৌঁচেছে যে তারা যে কোন অপকর্ম করতে দ্বিধাগ্রস্ত হচ্ছে না। তারা জাতীর অর্থ, সম্পত্তি ধ্বংস এবং নানারকম অপকর্ম করে চলেছেন, অবিলম্বে সরকার থেকে যদি তার স্টেপ না নেওয়া হয়. যদি এইসব দুষ্কর্ম কঠোর হস্তে দমন করা না হয়, তাহলে ত্রিপুরার অবস্থা ভয়াবহ হয়ে পড়বে, আন-কণ্ট্রোল্ড হয়ে পড়বে। কাজেই তাদের বিরুদ্ধে ড্রাষ্টিক এ্যাকশান—একজাম্পলারী পানিশমেন্ট যাতে দেওয়া হয়, এবং তাদের দমন করা যায়, সেইভাবে এ্যাকশান নেওয়ার জন্য আমি এখানে অনুরোধ রাখব। আমরা দেখতে পাচ্ছি ত্রিপুরায় তিনটি ডিষ্ট্রিক্ট হয়েছে এবং তিনজন ডিষ্ট্রিক্ট মেজিষ্ট্রেট সেখানে আছে, আমি আশা করব নূতন ডিষ্ট্রিক্ট যেগুলি হয়েছে, সেগুলির কাজ সুন্দরভাবে এবং সুষ্ঠুভাবে হবে। কিন্তু একজন ডি, এম. ক্রিমিন্যাল এ্যাড-মিনিস্ট্রেশান সম্পর্কে কতটুকু সজাগ আছেন, সে সম্পর্কে সন্দেহ আছে। একজন ডি, এম, এর ক্রিমিন্যাল ল' সম্পর্কে কোয়াইট কনভারসেন্ট হওয়া দরকার, তা না হলে এ্যাডমিনিষ্ট্রেশান চালাতে অসুবিধা হয়। আমাদের ডি, এম, যারা হবেন, তারা যাতে ক্রিমিন্যাল ল' সম্পর্কে ওয়েল কনভারসেন্ট হন, সেইদিকে দৃষ্টি দিতে আমি বলব। তাহলে আমার মনে হয় যে আমাদের এ্যাডমিনিষ্ট্রেশান সুষ্ঠু এবং সুন্দর এ্যাডমিনিষ্ট্রেশান হবে। আমি এখানে ব্লক ষ্টাফ সম্পর্কে বলব। আমাদের ত্রিপুরায় ব্লকে নানারকম কাজ হয়, এটা সত্য কথা। কিন্তু ব্লক ষ্টাফের মধ্যে নানারকম গোলমাল হচ্ছে, তার জন্য কাজের নানারকম অসুবিধা হচ্ছে এবং জনসাধারণ তার ফল ভোগ করছে। বিভিন্ন ডেভলাপমেন্ট ওয়ার্ক, কার্যে রূপায়িত না হওয়ায় জনসাধারণের সার্থ ক্ষুণ্ণ হচ্ছে এবং জনসাধারণ নানারকম অসুবিধা ভোগ করছে, সেই দিকে

আমি দৃষ্টি দিতে বলব। গ্রামে পঞ্চায়েত আছে, তাদের সংগে যোগাযোগ করে, তাদের মাধ্যমে যদি কাজ করা হয় তাহলে ভাল হবে বলে আমি মনে করি, সেই দিকে আমি সাজেশন রাখব।

আমি ডিম্যাণ্ড নাম্বার ১০—সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলব, গণতান্ত্রিক দেশে বিচারের স্থান সর্ব্বোচ্চে, সেই গণতান্ত্রিক দেশে যাতে ল' লেসনেস না থাকে সেই দিকে দৃষ্টি দেওয়া দরকার। তার কারণ হিসাবে আমি বলব যে, আমাদের এখানে হাই কোর্ট এবং ডিষ্ট্রিক্ট জাজ কোর্ট হওয়া দরকার। তিনটি ডিসট্রিক্ট যেমন হয়েছে, তেমনি সেখানে তিনটি সেশন জাজ হওয়া দরকার, নতুবা বিচারে নানারকম অসুবিধা ঘটছে। অনেক দূর থেকে এসে আগরতলায় কেস করা মানুষের পক্ষে অসুবিধা হয়, মানুষ নানারকমভাবে হয়রানি হয়, সেইদিকে দৃষ্টি দিতে বলব। আমি এখানে একটি কথা বলব এই যে, এখানে হাই কোর্ট না থাকায় বা ডিষ্ট্রিক্ট কমিশনার না থাকায়, সম্প্রতিকালে মনিপুর থেকে প্লেন না আসায়, মনিপুর থেকে জুডিশিয়াল কমিশনার এখানে আসতে পারছেন না, সেইদিকে মানুষ হয়রাণি ভোগ করছেন। সুতরাং আমি বলব এখানে একটা হাই কোর্ট হওয়া দরকার। আমরা দেখছি যে কেস ডিলে হয়, সুবিচারে বিঘ্ন ঘটে, কেন? একদিকে মেজিষ্ট্রেটের অভাব, আরেক দিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে যান বাহনের অভাব। তাছাড়া আমাদের যে মেজিষ্ট্রেট আছেন তারা কাজে উইক বলে আমি মনে করি। কিজন্য? একজন হয়তো বি, ডি, ও আছেন ১০ বছর চাকুরী করার পর তাকে এস, ডি, ও করে দেওয়া হল, তার হয়তো ল' সম্পর্কে অভিজ্ঞতা নাই, কাজেই এই মেজিষ্ট্রেট যদি ল' ইয়ার হয়, এবং ল' সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অন্ততঃ পাঁচ বছরের অভিজ্ঞতা যদি থাকে, তাহলে আমি মনে করি বিচারে বিঘ্ন ঘটবে না, সুবিচার হবে, আমি এখানে আরেকটা কথা বলব, আমরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখি যে ক্রিমিন্যাল কেসগুলি ফেল করে, তার কারণ হচ্ছে পাবলিক প্রসিকিউটার, মফস্বলে আমরা দেখেছি একজন দারগা, তাঁর হয়তো ক্রিমিন্যাল ল' সম্পর্কে অভিজ্ঞতা থাকে না। কাজেই আমি বলব এই সমস্ত পাবলিক প্রসিকিউটার যাতে ল' ইয়ার থেকে নিয়োগ করা হয়, তাহলে ভালরকম ডিলিং হবে, মানুষ সুবিচার পাবে, মানুষকে হয়রাণি হতে হবেনা।

তারপর আরেকটা কথা আমি এখানে প্রশ্নোত্তরে জানতে পারলাম যে ত্রিপুরায় ক্রিমিন্যাল ডিষ্ট্রিক্ট এডমিনিষ্ট্রেশান হয়েছে। সেইহেতু আমি বলব সেখানে অবিলম্বে সেশন জাজ নিয়োগ করা দরকার। যতক্ষণ সেশন জাজ না হচ্ছে, আমি আবেদন রাখব মোবাইল কোর্ট করে সেশন জাজ যাতে সেখানে রিক্রুট করা হয়। আরটিক্যাল ৬০, তে আছে একজিকিউটিভ থেকে জুডিশিয়ারীকে সেপারেট করার জন্য, অন্যান্য ষ্টেটে সেটা হয়ে গেছে, অবিলম্বে আমাদের ত্রিপুরায় যাতে জুডিশিয়ারীকে একজিকিউটিভ থেকে সেপারেট করা হয়, তার জন্য অনুরোধ রাখব, তাহলে পরে আমাদের বিচারের কাজ আরও সুন্দর এবং সুষ্ঠুভাবে চলবে। আমি আমার বক্তৃতা আর দীর্ঘ করব না, কারণ সময় সংকীর্ণ। একটা কথা বিরোধী দলের

সদস্যরা বলেছেন, বিনা খরচায় মকদ্দমা হওয়া দরকার। আমি বলর মাননীয় সদস্য যিনি একথা বলেছেন, তিনি জানেন না, বিনা পয়সায়ই মকদ্দমা এখানে হয়......

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, ইউর টাইম ইজ ওভার। ডু ইউ রিকোয়ার টাইম ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—আমার দুই মিনিট সময় দিলেই চলবে।

যেমন ক্রিমিন্যাল কেস, ডি, আর কেস, সেখানে খচরা লাগে না, গভর্ণমেন্ট তার খরচা দেন। কাজেই সরকার খরচ দেননা, ন্যায় বিচার হয় না, এই কথা আমরা স্বীকার করতে পারি না। এই বলেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। ডিমাণ্ডকে সাপোর্ট করছি এবং বিরোধী দলের কাট মোশানের বিরোধীতা করছি।

মিঃ স্পীকার :—এনি আদার মেম্বার ? ওনলি টেন মিনিটস।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, হাউসের সামনে ডিমাণ্ড ফর গ্র্যান্ট নাম্বার ৮, গ্র্যান্ট নাম্বার ৯ এণ্ড গ্র্যান্ট নাম্বার ১০ এসেছে, এর উপর কাট মোশান কতকগুলি এসেছে, তার উপর আমার বক্তব্য সীমাবদ্ধ রাখছি। সময় অল্প, তাই আমি বেশী বলব না : প্রথমতঃ এখানে কাট মোশান হচ্ছে—"Absence of provision to meet the anomalies of pay scales of the State Government Employees." সেই সম্পর্কে বলতে গিয়ে আমি বলব এই গভর্ণমেন্ট মিঃ ইরেডি সাহেবকে সেক্রেটারী করে, সেক্রেটারীয়েটে একটা সেল করেছিলেন, ফর দি রিমুভেল অব এ্যানামলীজ। তারপর ইরেডি সাহেব গেলেন, ঘোষ সাহেব আসলেন, কিন্তু আজ পর্য্যন্তও সেই এ্যানামলীজগুলি দূর হল না, ১৯৭১ সালে কোয়েশ্চানের উত্তরে পাওয়া গেছে যে ১৯৬১ সালের এ্যানামলীজ এখনও রয়ে গেছে এবং দিল্লীতে তদ্বীর করা হচ্ছে। তাই আজকে এই এ্যানামলীজের জন্য কর্ম্মচারীদের মধ্যে বিক্ষোভ দেখা দিচ্ছে এবং দেখা দিয়েছে। তদুপরি আমরা দেখছি, এই ডিমাণ্ডের মধ্যেই আছে, সেক্রেটারীয়েটের একটা সেকশান অব কর্ম্মচারীর মধ্যে সেই সুযোগ সুবিধা দেওয়া হচ্ছে, আর বৃহত্তর সেকশানকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। এই যে ডিভাইড এণ্ড রুল পলিসী, যেটা ব্রিটিশ আমলে ছিল, সেটা গণতান্ত্রিক দেশে বাঞ্ছনীয় নয়। তার সাথে সাথে আমি আরেকটা কথা বলছি, যে এই ডি,এ বাড়ানো হচ্ছে। কিভাবে সেটা করা হচ্ছে, যার যত বেতন বেশী, তার তত ডি, এ বেশী। আর একটা কথা বলব, সেটা হল কর্মচারীদের ডি, এ, বাড়ানো হচ্ছে, সেটা কেমন বাড়ানো হচ্ছে ? বাড়ানো হচ্ছে যাদের বেতন যত বেশী, তাদের ডি, এ,ও তত বেশী। তার মানে আমাদের সংবিধানের মধ্যে বক্তব্য আছে, আমরা ডিসপেরিটি কমিয়ে আনব। কিন্তু সেখানে আরও ডিসপেরিটি বাড়িয়ে দিচ্ছে এই ডি, এ, এবং বেতনের মাধ্যমে, যদিও আমরা ফলাউ করে বলে আসছি যে আমরা একটা সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করব গরীব এবং ধনীর মধ্যে ব্যবধান কমিয়ে এনে। কাজেই আমার মনে হয় আমাদের যে উদ্দেশ্য সেটা কোন দিনই বাস্তবে রূপায়িত হবে না, যদি আমরা এভাবে ধনী এবং দরিদ্রের মধ্যে ব্যবধান কমিয়ে আনার নাম করে আরও বাড়িয়ে দেই। তদুপরি আমাদের কর্ম্মচারীরা এইজন্য তাদের বিক্ষোভ প্রদর্শন

করতে গিয়ে আজকে কেউ কেউ সাসপেনড হচ্ছে কিন্তু আমি বলব তাদের এই বিক্ষোভ প্রদর্শনের পিছনে জাষ্টিফিকেশান আছে। আজকে তাদের বেতনের মধ্যে যে সব এ্যানামলী আছে, সেগুলি অনেক দিনের পুরানো ব্যাপার, অথচ এইসব এ্যানামলীগুলি দূর করার জন্য সরকারের দায় দায়িত্ব আছে, কিন্তু এই ব্যাপারে সরকার সম্পূর্ণভাবে ফেলিওর হয়েছে। কাজেই কর্ম্মচারীরা তাদের ন্যায্য দাবীগুলি আদায়ের জন্য যে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছেন, সেজন্য সরকার তাদের যে শাস্তি দিয়েছেন, সেগুলি উঠিয়ে নেওয়া উচিত বলে আমি মনে করি। কারণ ডিপ্রেশানের মাধ্যমে মানুষের মনে কোন পরিবর্ত্তন আনা যায় না, এতে বরং তাদের মধ্যে একটা রি-অ্যাকশান হয় এবং এরই ফলে শেষ পর্য্যন্ত তাদের মনের মধ্যে একটা বিক্ষোভ দাঁনা বেধে উঠে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমার সময় খুব কম, তাই আমি এই সময়ের মধ্যে সবগুলি আলোচনা করব না, তবে একটা প্রয়োজনীয় জিনিষ আমি এখানে আনছি। সেটা হচ্ছে ওয়েলফোর অব সিডিউল কাষ্ট এবং সিডিউলড ট্রাইবস করতে গিয়ে মিসম্যানেজমেণ্ট হচ্ছে। স্পীকার স্যার, আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে এখন মোট ৫৯টি কলোনী আছে যেখানে এইসব লোকদের রিহেবিলিটেশান দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সেই ৫৯টি কলোনীর মধ্যে আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি প্রায় ৩৫ হাজার ৫ শত ৯৩ জনকে জায়গা ডিষ্ট্রীবিউট করা হয়েছে এবং তাদের প্রত্যেকটি পরিবারকে ৫০০ টাকা করে গ্রেণ্ট দেওয়া হয়েছে। এটা তখনকার সময়ে ডি, এমের মারফতে করা হয়েছিল। এখন অবশ্য একটা ডাইরেক্টরেট খোলা হয়েছে। আমার বক্তব্য হচ্ছে যেহেতু ডাইরেক্টরেট করা হয়েছে, সেইহেতু সরকার এটার উপর একটা স্পেশাল ষ্ট্রেস দিচ্ছে। কিন্তু তা সত্বেও আজকে সেটার জন্য একটা সার্ভে করা উচিত বা তার একটা এ্যাসেসমেন্ট হওয়া উচিত। এই যে ৫৯টি কলোনি করা হয়েছে, সেগুলির অবস্থা আজকে কি দাঁড়িয়েছে ? এই কলোনীগুলির মধ্যে যে ৮ হাজার পরিবারকে রিহেবিলিটেশান দেওয়া হয়েছে বলে বলা হচ্ছে, আমি জোর করে বলতে পারি যে সেখানে সেভেন্টি ফাইভ পার্সেণ্ট হয় সেখান থেকে চলে গেছে, না হয় তাদের কোন রিহেবিলিটেশানই দেওয়া হয় নি। আমরা দেখেছি শিকারী বাড়ী কলোনীতে যে ৪৩টি পরিবারকে রিহেবিলিটেশান দেওয়া হয়েছে সেখানে এখন ১০টি পরিবারও নেই। তাই আজকে যে ৫০০ টাকার স্কীমটা ছিল সেটাকে ডিসকনটিনিউ করা হয়েছে এবং এই ডিসকনটিনিউ করার পর সেখানে একটা এ্যাসেসমেণ্ট করা দরকার ছিল যে সেখানে সত্যিই কোন সিডিউল্ড কাষ্ট বা সিডিউলড ট্রাইবসকে রিহেবিলিটেশান দেওয়া হয়েছে কি না। স্পীকার স্যার আমার এখানে কাট মোশান রাখার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে যে ডাইরেক্টরেটকে তাদের রিহেবিলিটেশানের দায় দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এবং যেখানে ডেবর কমিশন তার রিপোর্টে পরিষ্কারভাবে বক্তব্য রেখেছেন যে তাদের ইকনমিক আপ-লিফটমেণ্ট, তাদের ছেলে মেয়েদের এডুকেশানের ক্ষেত্রে আপ-লিফটমেণ্ট, তাদের কমিউনিকেশানের ডেভেলাপমেণ্টের আপ-লিফটমেণ্ট এবং তাদের জমিতে যাতে বসানো যেতে পারে তারা যাতে সেইসব জমিতে আধুনিক প্রথায় বা বৈজ্ঞানিক উপায়ে চাষাবাদ করতে পারে তার ব্যবস্থা করার জন্য সরকারের কাছে সুপারিশ করেছিল। কিন্তু আজকে ১০

বছর হয়ে গেল, সেটার কোন এ্যাসেসমেণ্ট আজ পর্য্যন্ত হল না যে তাদের কত পার্সেন্টেজ ইকনমিক আপ-লিফটমেণ্ট হয়েছে, তাদের কত পার্সেণ্ট এডুকেশানের দিক দিয়ে আপালিফটমেণ্ট হয়েছে বা কি পার্সেনটেজ পর্য্যন্ত তাদেরকে ডেভেলাপ করা হয়েছে। তাদের যে জায়গা ইন-এ্যাকসেসেব্যাল এরিয়াতে সেটার কি পর্য্যন্ত উন্নত হয়েছে বা কি তার টার্গেট ছিল এবং তাদের রাস্তাঘাটের কি ডেভেলাপমেণ্ট হয়েছে ইত্যাদি। আর ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টের জন্য বাজেটে যে টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে তার কত পরিমান টাকা খরচ হয়েছে, সেগুলি আজ পর্য্যন্ত আমাদের সামনে আসে নাই। কিন্তু আমরা প্রতিবছরই এরজন্য বাজেটে টাকা ধরে যাচ্ছি এবং সেগুলি তাদের বিলি বণ্টন করা হচ্ছে। মাননীয় স্পীকার মহোদয় তারপরে আমি চলে যাচ্ছি, আমাদের চতুর্থ শ্রেণীর যে সব কর্ম্মচারী আছে তাদের দাবী পূরণের সরকারী ব্যর্থতা সম্পর্কে। মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে আমরা প্রায়ই সমাজতন্ত্রের কথা বলে থাকি। কিন্তু সমাজের মধ্যে এই যে ৪র্থ শ্রেণীর কর্ম্মচারী আছে. তাদের আর্থিক অবস্থাটা কি? আজকে জিনিষপত্রের দাম যখন বেড়ে যায়, তার ইন্‌ডেক্‌স যখন বেড়ে যায়, তখন তারা যে বেতন পাচ্ছে সেটার সঙ্গে এর কোন সামঞ্জস্য থাকে কি না, সেটা আমাদের বিবেচনা করে দেখতে হবে। আমরা দেখেছি যে জিনিষপত্রের দামের সংগে তারা যে বেতন পাচ্ছে, সেটার কোন সামঞ্জস্য থাকে না আর তারই জন্য তার সরকারের কাছে কতগুলি দাবী পেশ করেছিল। আজকে যদি এমন হয় যে আমরা, সমাজের মধ্যে যারা গরীব আছে, তাদের গরীব করে রাখব আর যারা সমাজের মধ্যে ধনী আছে তাদের ধনী করে রাখব, তাহলে আমার আর কিছু বলার থাকে না। কিন্তু সমাজতন্ত্রের মধ্যে যদি এমন হয় যে ধনীরা সমাজের মধ্যে যারা গরীব আছে, তাদের তারা শোষণের মধ্যে নিষ্পেষিত করতে পারবে না এবং বর্ত্তমান সময়ে ধনী ও গরীবের মধ্যে যে অর্থ নৈতিক ব্যবধান আছে সেটা কমিয়ে আনা হবে, তাহলে সেজন্য সমাজতন্ত্রের মধ্যে যে ব্যবস্থা আছে, সেই অনুসারেই এই সরকারী কর্মচারীদের সুযোগ সুবিধা দিতে হবে। কিন্তু বাস্তবে আমরা দেখছি যে সেটা দেওয়া হচ্ছে না। অথচ সরকারের যে সব ক্লাশ ওয়ান এবং আদার অফিসার্স আছে তাদের বেলায় তারা ঠিকমত এ্যামুলিমেণ্ট পেয়ে যাচ্ছেন। মাননীয় স্পীকার স্যার, এর পরে আমি ডিমাণ্ড নাম্বার টেন সম্পর্কে কিছু বলব। এখানে সেপারেশান অফ্ জুডিসিয়ারী ফ্রম এ্যাক্‌সিকিউটিভ এই ব্যাপারে তিন বছর আগে এই হাউসে একটা প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে পাশ হয়েছে, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত সেটার কিছুই করা হল না। আজকে এই জুডিসিয়ারীকে এক্‌সজিকিউটিভ থেকে পৃথক করবার জন্য সরকার যে সব কমিটি করেছেন, যেমন আমাদের হনুমন্তিয়া কমিটী, সেই কমিটিও তার রিপোর্টে বলে গেছে যে জুডিসিয়ারী থেকে এক্‌জিকিউটীভকে যদি সেপারেশান না করা হয়, তাহলে সেখানে ভাল বিচার পাওয়া যাবে না। কারণ যে ধরবে সেই আবার বিচার করবে, এ শুধু কাজীর বিচার ছাড়া অন্য বিচার তো হতে পারে না। শুধু তাই নয় এই বিচার বিভাগকে যদি এক্‌জিকিউটিভ থেকে আলাদা করা না হয় তা হলে যারা হেড অব দি এক্‌জিকিউটিভ হচ্ছে, মিনিষ্টার যারা আছেন তারা তাদের

উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারেন, তারা টেম্পার করতে পারে। এই ভয়ের জন্য একজিকিউটিভকে জুডিসিয়ারী থেকে আলাদা করা উচিত যাতে ইনডিপেনডেন্টলী ফাংশান করতে পারে এবং যাতে কোন রকম মিস-ইউস অব পাওয়ার হেড অব দি ডিপার্টমেন্ট না করতে পারে।

গ্র্যান্ট নাম্বার টেনে মাননীয় স্পীকার মহোদয়, কাট মোশন আছে 'বিচার শেষ করায় অস্বাভাবিক বিলম্বের প্রতিবাদ'। সেখানে আমি বলছি যে একটা কেইস শেষ করতে ৭ বছর ১০ বছর লেগে যায়। সেই বিচার যখন আরম্ভ হয় তার জীবনেও এমন কি তার মৃত্যুর পরেও বিচার শেষ হয় না। তার কারণ যে বিচারক সে একজিকিউটিভ ফাংসানে মফঃস্বলে চলে যায়। তার কোর্টে কেস্ আছে, এস, ডি, ও. এর কোর্টে কেস্ খুলছে, এস, ডি, ও মফস্বলে চলে গেছে। তাই যদি হয় তাহলে বিচার বিলম্ব হতে বাধ্য। তার দোষ নাই, তার একজিকিউটিভ ফাংশান করতে হলে বিচার বিলম্ব হবেই হবে। তাই আমি বলব এই বিচার বিলম্বের যে কারণ তা দূর করা উচিত যাতে বিচার ত্বরান্বিত করা হয়।

আর একটা কাট মোশন আছে যে বিনা খরচে গরীব জনসাধারণ যাতে বিচারের সুযোগ পান তার ব্যবস্থার অভাব। মাননীয় ডেপুটি স্পীকার আমাদের মনোরঞ্জন বাবু বলেছেন পুলিশ বিবাদীর পয়সা লাগে না। এটা কিন্তু তার উদ্দেশ্য নয়। এটা সিডিউল ট্রাইবের (গরীব) বিরুদ্ধে যদি একটা বড় মহাজনের মামলা হয় তাহলে সে আত্ম রক্ষা করতে পারে না মহাজনের বিরুদ্ধে সেজন্য তাকে সাহায্য দেওয়া প্রয়োজন। কিন্তু আমাদের এখানে যে আছে একটা ব্যবস্থা তার মধ্যে এত বাধা যে বিনা পয়সায় উকিল রাখার প্রচেষ্টা করার পূর্বে তার শাস্তি হয়ে যায়। অতএব এটা যাতে আরও ইজিয়ার হয়, যাতে সিডিউল্ড ট্রাইব সিডিউলড কাষ্ট বড় বড় মহাজন, তালুকদারের বিরুদ্ধে নিজেকে আত্ম রক্ষা করবার জন্য ইজিয়ার ভাবে দেওয়া হয় সেই ব্যবস্থা নাই। সেজন্য আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে সেটা ইজিয়ার করা হোক। মনোরঞ্জন বাবু যেটা বললেন সেটা এখানে খাটেনা। এই বলেই যেহেতু আমার সময় নাই, আমি বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিং — মাননীয় স্পীকার, স্যার, আজকে হাউসে আমাদের মাননীয় ফিনান্স মিনিষ্টার যে ডিমাণ্ডগুলি প্লেস করেছেন তা সমর্থন করছি এবং আমাদের মাননীয় সদস্যরা যে কাটমোশন এনেছেন তার বিরোধীতা করছি। ডিমাণ্ড নাম্বার ১০ সম্বন্ধে আমাদের মাননীয় সদস্য প্রমোদ বাবু একটুখানি আগে যে কথা। বলেছেন, যে কাট মোশন টাকে সমর্থন করেছেন এবং উনার বক্তব্য এবং কাটমোশানের সাথে যে কি পার্থক্য সেই দিকে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। অভিরাম বাবুর কাট মোশন হচ্ছে এই যে বিনা খরচায় গরীব জনসাধারণ যাতে বিচারের সুযোগ পান তার ব্যবস্থার অভাব। মনোরঞ্জন বাবু এর উপর বক্তব্য রেখেছেন। কিন্তু আমাদের ত্রিপুরা গভর্ণমেন্টের দৃষ্টি ভংগী, ইট ইজ অনলী ফর সিডিউলড ট্রাইব। কিন্তু এখানে কাট মোশনে তিনি বলেছেন যেন ফর অল সেক্শান অব দি পিপল বিনা খরচে বিচারের ব্যবস্থা করে দেওয়া হোক। উনার কথাটা নিজেই উনি কন্ট্রাক্ট করছেন কাট মোশনে সিডিউলড কাষ্ট সিডিউলড ট্রাইবের কোন প্রশ্নই নাই। মাননীয়

স্পীকার, স্যার, আমি ডিমাণ্ড নাম্বার এইট সম্বন্ধে বলছি। অনারেবল স্পীকার স্যার, আমি রিগার্ডিং পার্লামেন্টারী অ্যাফায়ার্স বলতে চাই। আমাদের অ্যাসেম্ব্লী যে জায়গায় অবস্থিত ইট ইজ এ প্রটেক্টেড এরিয়া। আমাদের লোকেরা অফিসিয়াল এবং আদার কাজের জন্য যখন আসে গেটের মধ্যে তাদের দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। দেয়ার ইজ নো প্লেস ফর দেয়ার ওয়েটিং এণ্ড টু সেণ্ড দেয়ার মেসেজেস। তারা যে আসবে এবং কতক্ষণ যে বসবে তার কোন ব্যবস্থা নাই। দে আর অল রেসপেক্টেড পিপল। হোয়াই দে উইল সিট আউট সাইড? দেয়ার শুড বি সাম প্রভিশান টু সেণ্ড দেয়ার মেসেজেস। আমাদের অ্যাসেম্বলীর যে পাশ নেওয়া হবে সেটা আনতে গেলেও আমাদের এখান থেকে মেসেজ পাঠিয়ে দৌড়াদৌড়ি করতে হয়। এটার সুরাহা হওয়া উচিত বলে আমি মনে করি এবং মাননীয় স্পীকারের এই বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

মিঃ স্পীকার ঃ— আই শ্যাল লুক ইনটু ইট।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিংহ ঃ—আর দুই নম্বর কথা হচ্ছে আমাদের পার্লামেন্টের কাজ করতে গিয়ে, এই সম্বন্ধে হাউসে যথেস্ট ডিসকাসন হয়েছে, এই সম্বন্ধে আমি হাউসের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। এডমিনি-স্ট্রেশনের নীচে যেন আমাদের অ্যাসেম্বলীটা মনে হচ্ছে। এই যদি হয়, যাতে নাকি আমাদের এসেম্বলী ফুল ফ্লেজেড সমস্ত সুযোগ সুবিধা পেতে পারে ঐ দিক দিয়ে আমাদের যাতে সাফিসিয়েন্ট স্টাফের বন্দোবস্ত হয় সেই দিক দিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি স্যার। রিগার্ডিং জেনারেল এডমিনিস্ট্রেশন এবং ৯ এবং ১০ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে আমাদের মাননীয় সদস্যরা বলেছেন। আমি দেখতে পাচ্ছি এইবার মিড টার্ম পোলের জন্য অনলী ফর প্রিন্টিং অব ইলেকটরেল রোল আমাদের রিভাইজড বাজেটে উই হ্যাভ স্যাংশণ্ড ওয়ান লাখ ফিফটি থাউজেণ্ড রুপীজ টু এনাবেল ভোটার্স ইলেকটোরেল টু কাষ্ট দেয়ার ভোটস। এই যেন অবজেকটিভ। কিন্তু দেখা যায় এই উদ্দেশ্যটাকে ফ্রাসট্রেশান করা হয় কোন কোন ক্ষেত্রে। যার নাম যা হওয়া উচিত ছিল তা হয় নাই। সিং এর বেলায় দত্ত, স্বামীর টাইটেল সিংহ, তার স্বামীর নাম দত্ত। এই যে এনোমেলিজ, তদুপরি কোন কোন প্লেসে দেখা গেছে যে তার যে পোলিং ষ্টেশন যেখানে হওয়ার কথা ছিল, দুই মাইলের ভিতরে তার পোলিং স্টেশন হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু পোলিং ষ্টেশন হয়েছে ১৫ মাইল দূরে। দৃস্টান্তস্বরূপ স্যার, আমি সদরের মোহনপুর ব্লকের মধ্যে উত্তর দেবেন্দ্রনগর থেকে ১০ মাইল। ৬ মাইল দূর গিয়ে তাকে ভোট দিতে হয়েছে। এই সম্পর্কে মাননীয় মনিষ্টার কনসার্ণডের কাছে রিকোয়েষ্ট করব যে প্রপারলী এনকোয়ারী করে পার্টিকুলারলী যেখানে যেখানে এই রকম করা হয়েছে সেখানে এনকোয়ারী করে এবং কেন করা হয়েছে এইগুলি এনকোয়ারী করে তার শাস্তিমূলক ব্যবস্থা করা যায় কিনা এই সম্বন্ধে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি স্যার।

রিগার্ডিং সেট আপ অপ দি এডমিনিস্ট্রেশন মিঃ স্পীকার স্যার, আই উড রিকোয়েষ্ট দি অনারেবল মেম্বারস টু লুক ইন দি বাজেট বুকস আমাদের এ্যাডমিনিস্ট্রেশনের যারা নাকি

একজিকিউটিভ হেড্ যাঁদের এস, ডি, ও, বি, ডি, ও আমরা বলছি। আমাদের ডিমাণ্ডের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের ত্রিপুরায় তিনটি ডিষ্ট্রিক্ট হয়েছে, এই তিনটি ডিষ্ট্রিক্ট এর মধ্যে একজিকিউটিভ এণ্ড আদার ফাংশান যে এনট্রাষ্ট করা হয়েছে, এই বইতে মেমোরেণ্ডামে লেখা আছে স্যার, কোন জায়গায় আছে ডিপুটি কালেক্টার, কোন জায়গায় আছে সাব ডিপুটি কালেকটার কিন্তু কোন জায়গায় সাবডিভিশন্যাল অফিসারের প্রভিশন নাই স্যার। এই যে এ্যানামেলীজ রয়েছে, পোস্ট এবং গ্রেডের ব্যাপারে—কারা টি, সি. এস অফিসার, কারা সাব-ডিপুটি কালেকটার, কারা বি, ডি, ও এই সম্বন্ধে আই উড রিকোয়েষ্ট দি অনারেবল ফিনান্স মিনিস্টার টু ক্লারিফাই অন দি‍ঃ পয়েন্টস। কেন এইভাবে ডেসিগনেশানের ব্যাপারে এ্যানামলীজ রয়েছে, সেটা আমরা বুঝতে পারছি না। এর দ্বারা বুঝা যাচ্ছে এই যে এ্যাডমিনিষ্ট্রেশান সেট আপে, সাব ডিভিশান্যাল অফিসার বলে কোন পোষ্ট বা ডেজিগনেশান নেই। এই ডেজিগনেশানের এ্যানামলীজের জন্যই আমরা আজকে দেখতে যাচ্ছি যে সেই সমস্ত অফিসারদের মধ্যে একটা ডিসসেটিসফেকশান দেখা দিয়েছে। যার জন্য আমরা দেখতে পাই যে গত বছর, দে হ্যাড গণ টু দি কোর্ট ইন অর্ডার টু জাষ্টিফাই দেয়ারস ক্লেম, কারা টি, সি, এস কারা এস, ডি, সি, এবং এর মধ্যে সিনিয়র কারা? আমাদের আনন্দের কথা যে আমাদের সিনিয়র অফিসাররা, দে হ্যাড গট দি অপর্চুনিটি টু বি সিলেকটেড ফর দি আই, এ, এস অফিসার। কিন্তু এই যে সিলেকশান অব গ্রেডের নমুনা সৃষ্টি হয়েছে, কেউ কেউ হয়তো সিনিয়রিটি ডিঙিয়ে যেয়ে আই, এ, এস হয়েছে, এবং এই এনামলীজ যে বাজেটে দেখানো হয়েছে, তার জন্যই তাঁদের মধ্যে একটা ডিসস্যাটিসফেকশান গ্রো করেছে, এ্যাডমিনিষ্ট্রেশান তাদের সিনিয়রিটি ঠিক করতে পারেন নি। অনারেবল স্পীকার স্যার, আমি বেশী সময় নষ্ট করতে চাইনা, আরেকটা কথা শুধু বলতে চাই ... ...

মিঃ স্পীকার :— ইউ প্লীজ ফিনিশ ইউর স্পীচ উইদ ইন টু মিনিটস।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিং :— আমি শেষ করছি স্যার। বিরোধী দলের সদস্যরা যে কর্ম্মচারীদের পে-স্কেল এ্যানামেলীজ নিয়ে অনেক কথা বলেছেন, মাননীয় সদস্য প্রমোদবাবু যে কথাটা বলেছেন এটা ঠিক যে আমরা সমাজবাদ প্রতিষ্ঠা করতে চাই, কিন্তু তিনি শুধু সেটা বেতনের বেলায়ই এ্যানামলীজের কথা বলেছেন, কিন্তু পোষ্টের সঙ্গে সে তাদের ডিউটি আছে, সেই সম্পর্কে কোন কথা বলেন নি। এই বেতনের এ্যানামলীজ সম্পর্কে এই হাউসের সামনে আমাদের আলোচনা হয়েছে, এর মধ্যে ত্রিপুরা গভর্ণমেন্টের হাত নাই। এই সম্বন্ধে মেম্বারস আর ওয়েল নোন, তাঁরা ভাল করেই জানেন, ১৯৬৯ সাল পর্য্যন্ত ওয়েষ্ট বেঙ্গলের হারে পে-স্কেল দিতে ত্রিপুরা গভর্ণমেন্ট স্বীকৃত, এবং ইণ্ডিয়া গভর্ণমেন্টকে মুভ করে এনমলীজ কেসের অনেকগুলির সুরাহা আমরা করতে পেরেছি। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ইণ্ডিয়া গভর্ণমেন্ট থেকে ব্যান করে দেওয়ায়. দিস কুড নট বি ডান। তবে

বর্ত্তমান পরিস্থিতির দিকে লক্ষ্য রেখে, ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্টকে মুভ করা হচ্ছে, এই কথা বলেই মেইন ডিমাণ্ডকে সমর্থন করে, কাট মোশানকে অপোজ করে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :— শ্রীনিশিকান্ত সরকার।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে অর্থমন্ত্রী যে তিনটি ডিমাণ্ড এখানে রেখেছেন, ৮, ৯, ১০, তাকে আমি সমর্থন জানাচ্ছি। আর বিরোধী দল থেকে বিভিন্ন সদস্য যে কাট মোশান রেখেছেন, তাঁরা কাট মোশান এই ভাবেই রেখেছেন, যে তাকে সমর্থন করার মত সুবিধা নাই স্যার। কাট মোশানগুলি হচ্ছে স্যার—

'সরকারী কর্ম্মচারীদের ওভার টাইম মঞ্জুর না করার ব্যাপারে ডিস্ক্রিমিনেশন, সরকারী অফিসে দুর্নীতি দূর করায় ব্যর্থতা।

চতুর্থ শ্রেণীর সরকারী কর্ম্মচারীদের দাবী পূরণে ব্যার্থতা।'

একদিকে বলা হচ্ছে স্যার সরকারী কর্ম্মচারীদের ওভারটাইম দিয়ে দাও, আবার বলা হচ্ছে সরকারী কর্ম্মচারীদের দুর্নীতি দূর করায় ব্যর্থতা। আবার বলছেন চতুর্থ শ্রেণীর দাবী পূরণে ব্যর্থতা। এইভাবে বিভিন্ন কাট মোশান রেখেছেন. কাজেই এইগুলি সমর্থন করতে পারি না স্যার। উপজাতি উন্নয়ন থেকে সরকারী কর্ম্মচারী পর্যন্ত অনেকের জন্যই উনারা মায়া কান্না কাঁদলেন স্যার। এই এ্যাসেম্বলীতে বলা হয়েছিল যে ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার না রেখে, ডাইরেক্টরেট করা হউক, সেই অনুসারে এখানে ডাইরেক্টরেট করা হয়েছে। সেখানে কর্মচারী বাড়ছে এবং সেখানে কাজ চলছে স্যার। কাজেই এইভাবে কাটমোশান রাখার কোন যুক্তি আমি দেখিনা স্যার। আরেকটা কথা যেটা বলা হয়েছে যে চতুর্থ শ্রেণীর বেতন বৃদ্ধি হয় নাই, সেটা উনারা কোথায় পেলেন ? এখন যদি কনটিন্জেন্ট রাখা হয়. টেম্পোরারী হিসাবে চাকুরীতে ঢুকে, তাহলে তাদের পার্ম্মানেন্ট করা যায় কিনা আমি জানিনা। আমি যতটুকু জানি চতুর্থ শ্রেণীর কর্ম্মচারীদের দাবী ঠিক ঠিক ভাবে পূরণ করা হয়েছে. এবং তাদের বেতন বৃদ্ধি হয়েছে। কাজেই এইসব কাটমোশানের কোন যুক্তি দেখছিনা। কাজেই আমি এখানে আমার কয়েকটা সাজেশন রাখব স্যার। যেমন ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেণ্ট, এর মধ্যে সিড্যুলকাষ্ট এবং সিড্যুল ট্রাইবের সুবিধা দেখা হয়। এখানে আমি বলব, রিজার্ভ ফরেষ্টে তাদের বন্দোবস্ত যে দেওয়া হয়. সেখানে পাঁচ শত টাকা করে মঞ্জুর করা হয়েছিল সেটা এই বছর থেকে বাদ পরে গেল, কিন্তু যারা দুইশত টাকা করে পেয়েছে, সেই রিজার্ভ ফরেষ্ট হউক, সেইজন্যতো আদিবাসী দায়ী নয়, আমরা বলেছি তোমাদের এই জায়গা দিলাম, তোমরা বস, তাদের তিনশত টাকা বা দুই শত টাকা দেওয়া হয়েছে, সেই অনুসারে তারা সেই জায়গা দখল করে নিয়েছে এবং আবাদ করছে। এখন এই দুইশত টাকা যে দিয়েছে, আমি আলাপ করে দেখেছি তাদের বাকী টাকা দেওয়া হচ্ছেনা, সি, এফ ও সাহেব বলেছেন যে টাকা না পেলে আমি কোথা থেকে দেব ? তাতে

আদিবাসীদের মধ্যে একটা বিরাট অসন্তোষ দেখা দিয়েছে, তাই আমি অনুরোধ রাখছি যে যাদের দুইশত, তিনশত টাকা করে দেওয়া হয়েছে, তাদের যেন বাকী টাকাটা দেওয়া হয়। ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার সম্বন্ধে বলতে গিয়ে আমি আরেকটা কথা বলছি স্যার, আমার উদয়পুরে লুথাইছড়া বলে একটা জায়গা আছে, গর্জীর কাছে, সেটা খাস জায়গা, সেটা দখল করে আদিবাসীরা সেখানে আনারস বাগানাদি করেছে। উদয়পুরের পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর সবদিকেই প্ল্যানটেশান হয়ে গেছে, শুধু এই পাড়াটা, ২০০/৩০০ ঘর আছে, সেখানে তারা জুম করছে, জংগল ইত্যাদি কাটছে, এখন পটিছড়ির রেঞ্জ অফিস থেকে তাদের বাধা দেওয়া হচ্ছে, তাদের বলা হচ্ছে, তোমরা মজুরী নিয়ে যাও। আমি বলব, সেখানে ২০০/৩০০ ঘর আদি-বাসী বাস করছে, ঐ জায়গার মধ্যে যদি প্ল্যান্টেশান হয়, তাহলে তারা ঘর থেকে বের হতে পারবেনা স্যার। একদিকে বলা হচ্ছে যে রাস্তার আধ মাইল বাদ দিয়ে প্ল্যান্টেশান করা হবে, কিন্তু এটা দেখা যায় যে তাদের বাড়ীর মধ্যেই প্ল্যানটেশান করা হচ্ছে। তাই এদের মঙ্গলের জন্য আমি বলছি এই জায়গাটা ছেড়ে দেওয়া হউক। আমার উদয়পুরে রাজার আমলের থেকে এই বাগান হচ্ছে। পনের বৎসর ধরে বাগান করতে করতে যদি যায়, তাহলে জায়গার একটা সীমা আছে, টানলেতো আর সেটা বাড়ানো যাবেনা, আমি বছর বছর এই এ্যাসেম্বলীতে বলছি যে আমার উদয়পুরে যেন আর বাগান করা না হয়, নূতন প্ল্যান্টেশান যেন না করা হয়, যেগুলি পুরানো বাগান আছে, সেগুলি কেটে করা হউক। আরেকদিকে ভূমিহীনদের বেলায় যদি বলি, এই বাজেটে কিছু টাকা ধরা হয়েছে দেখলাম, ফরেষ্ট রিজার্ভ থেকে কিছু জায়গাও ছাড়া হয়েছে বলে জানলাম, যেমন আমার উদয়পুর সাব ডিভিশনে ফুলকুমারীতে, মাতারবাড়ীতে সিডুল কাষ্ট এবং সিডুল ট্রাইবসদের কিছু কিছু জায়গা দেওয়া হয়েছে এবং সেখানে তারা বাড়ীঘর করছে, কিন্তু আমি দেখলাম আজকে মার্চ মাস শেষ হয়ে যাচ্ছে, তাদের গৃহ নির্মাণের জন্য একটা পয়সাও তাদের ঋণ দেওয়া হয় নাই, এই বৎসরেও দেখলাম এই টাকা দেওয়ার জন্য টাকা রাখা হয় নাই বাজেটে। কিন্তু আমি দেখলাম যে আজকে মার্চ্চ মাস শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু তাদের গৃহ নির্ম্মাণের জন্য ঋণের একটি পয়সা দেওয়া হল না। আমি এই মাত্র খবর পেলাম যে এই বছর আর দেওয়া হবে না, তবে আগামী বছরে দেওয়া হবে। তাই আমি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে অনুরোধ রাখব, আমরা যাদেরকে পুনর্বাসন দিয়েছি, যাদেরকে জায়গা দিয়েছি, তারা যাতে সেখানে তাদের প্রয়োজনীয় ঘর তৈরী করতে পারে, সেজন্য যেন তাদের ঋণ দেওয়া হয়! তারপরে আমি বলব তাদের পানীয় জলের অভাব সম্পর্কে। সেখানে যেসব রিং ওয়েল এবং টিউবওয়েল করা হয়েছে, সেগুলির থেকে এখনকার সময়ে আর কোন জল পাওয়া যাচ্ছেনা। কাজেই তারা যে পানীয় জলের অভাব বোধ করছে, সেটার একটা সমাধান অবিলম্বে করা দরকার বলে আমি মনে করি এবং আশা করব সরকার এদিকে দৃষ্টি দেবেন। তারপরে আছে ট্রাইবেল রেষ্ট হাউস। আমি জানি অনেক জায়গাতে কিছু কিছু ট্রাইবেল রেষ্ট হাউস করা হয়েছে, কিন্তু সেগুলিতে ট্রাইবেলরা তাদের প্রয়োজনের সময়ে থাকতে পারেনা। যেমন আমি বলি এই আগরতলা শহরে যে

জি, বি, হাসপাতাল আছে তাতে যদি কোন ট্রাইবেল চিকিৎসার জন্য আসে, তাহলে তাকে সেই হাসপাতালে ভর্তি করাতে পারলেও তার সঙ্গে যে লোকগুলো আসল, তাদের আর থাকার খাওয়ার কোন ব্যবস্থা থাকেনা। তাকে সেখানে বাধ্য হয়ে কোন হোটেলে থাকতে হয়। আজকে তাদের জন্য যে রেষ্ট হাউস করা হয়েছে, সেগুলিতে কেন তারা থাকতে চায়না, তার পিছনে নিশ্চয় কোন একটা কারণ আছে এবং সেই কারণ সরকারের খুঁজে বের করা দরকার। আমার উদয়পুরেও একটা ট্রাইবেল রেষ্ট হাউস আছে কিন্তু থাকলে কি হল সেটাতে কোন ট্রাইবেলই বাস করতে চায় না। অবশ্য সেখানে একজন কর্মচারীকে রাখা হয়েছে। সে এই অবস্থায় খাওয়া দাওয়া করে এদিক সেদিক ঘুরে ফিরে বেড়ায়, তার কোন আদৌ কাজ নেই। কাজেই আমি বলব এই রকমভাবে এই জিনিষটকে চলতে দেওয়া উচিত নয়। তারপরে আছে ভোটার লিষ্ট। এই ভোটার লিষ্টে এবারে অনেক ভুল ভ্রান্তি হয়েছে, এমনও দেখা গেছে কোথাও কোথাও লোক নেই, তার নাম উঠেছে। আবার কোথাও কোথাও লোক আছে তার নাম উঠেনি, আবার অনেক মরা লোকের নামও উঠেছে। এই জন্য আমি আবেদন রাখব এটাকে যেন আবার নূতন করে সংশোধন করা হয়। এই যে ভোটার লিষ্টের অবস্থা হল তার পিছনে অনেকগুলি কারণ আছে, যেমন একটার কথা এখানে উল্লেখ করতে পারি। সেটা হল যেসব কর্মচারীকে এই ভোটার লিষ্ট তৈরী করবার ভার দেওয়া হয়েছে, সে বাড়ী বাড়ী না ঘুরে এক জায়গাতে বসে কয়েকজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করে এই ভোটার লিষ্ট তৈরী করেছে। তাতে কে মারা গেল, আর কে বা আছে আর কে বা নাই, তার কিছুই জানা হলনা। এমনিভাবে কতগুলি ভুল তথ্য দিয়ে সে একটা ভোটার লিষ্ট তৈরী করে সরকারের কাছে দিয়ে তার দায়িত্ব থেকে সে মুক্তি পেল। কাজেই এই ভোটার লিষ্টে অনেক গোলমাল হয়েছে এবং সেজন্য এটাকে আবার নূতনভাবে সংশোধন করার দরকার আছে। তারপরে কর্মচারীদের আন্দোলনের কথা বলা হয়েছে এবং এই কর্মচারীদের আন্দোলনের কথা বলতে গিয়ে বলা হয়েছে তাদের আন্দোলন করার জন্য অনেকের চাকুরী গিয়েছে। কিন্তু আমি বলব যারা নাকি দুর্নীতি করে বা কোন অন্যায় করে তাহলে কি তাদের চাকুরী যাবে না, থাকবে? কাজেই এটা কোন কথা নয়। তবে আমি বলব যে যারা দুর্নীতি করবে বা অন্যায় করবে, তাদের বিচার হওয়া দরকার, সে যেই হউক না কেন। আর একটা জিনিষ আমি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে বলব, অবশ্য এটার কথা আমি আগেও একবার বলেছিলাম, সেটা হল এই যে টিউবওয়েল এবং রিংওয়েল হচ্ছে সেগুলি যেন গ্রাম পঞ্চায়েতের মাধ্যমে করা হয়। আজকে যদি গ্রাম পঞ্চায়েতের মাধ্যমে করা হয়, তাহলে সরকারকে এইসব টিউবওয়েল রিংওয়েল করার জন্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র তাদের হাতে তুলে দিতে হবে। সেখানে গ্রামের মধ্যে অনেক গাঁও প্রধান এবং গাঁও সভার সদস্যরা রয়েছেন তারা তাদের গ্রামের কথা ভাল করে জানেন এবং সেই অনুসারে তারা সেগুলি করলে ভাল কাজ হবে বলে আমি মনে করি। তারপরে আছে বেকার যুবকদের চাকুরী পাওয়ার ব্যাপার। এদিক

দিয়ে আমরা যারা মফঃস্বলের মেম্বার আছি, তারা অত্যন্ত নিরাশ হয়ে গেছি। তার কারণ হল আমরা গত কয়েক বছর পর্যন্ত যেটা দেখে আসছি, তাতে দেখছি যে শহরের যুবক যুবতীরাই বেশী করে চাকুরী পাচ্ছে. গ্রামের যুবক যুবতীদের প্রতি সরকারের কোন নজরই নেই। কিন্তু আমি বলি শহরের যা হচ্ছে তা হউক, কিন্তু আমাদের মফঃস্বলের যারা আছে, তাদের মধ্য থেকে প্রতি বছর ২/৪ জন করে চাকুরীতে নেওয়া হলে ভাল হত। শহরে যে বি, এ, পাশ কর অনেক লোক আছে এমন নয়, আজকাল আমাদের মফঃস্বলেও বি, এ, পাশ করা এমন লোকের অভাব কিছু নেই। এমন পরিবার আছে যে পরিবারে নাকি সবাই চাকুরী করছে, আবার এমন পরিবারও আছে, সেই পরিবারে উপযুক্ত শিক্ষিত লোক থাকা সত্বেও এবং অন্য কোন রোজগারী লোক না থাকা সত্বেও তার চাকুরী হচ্ছে না' এটা বড়ই দুঃখের ব্যাপার। কাজেই আমি অনুরোধ করব যে পরিবারে শিক্ষিত বেকার আছে অথচ অন্য কোন চাকুরী ওযালা নেই, তাকে যেন চাকুরী দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। একথা বললে হয়তো সরকার থেকে বলা হবে যে আপনি না হয় এমন একটা লিষ্ট আমাদের দিয়ে দিন, কিন্তু আমি বলব সরকারের এমন সব ব্যবস্থা আছে যার দ্বারা সে কোন পরিবারে কত লোক চাকুরী করে, আর কোন পরিবারে একেবারেই করে না, তার ইনফরমেশান পাওয়ার অনেক সুবিধা আছে। কাজেই আমার সরকারের কাছে চাকুরীর ব্যাপারে আবেদন হল তারা যেন আমাদের মফঃস্বলে যে সব শিক্ষিত বেকার আছে, তাদের চাকুরী পাওয়ার ব্যাপারে একটু নজর রাখেন। তাই আমি প্রত্যেক সাবডিভিশনে মফঃস্বলে সেই দিক দিয়ে নজর দিতে বলব। এই বলেই আমার বক্তব্য শেষ করছি, ডিমাণ্ডের পক্ষে বক্তৃতা করছি এবং কাট মোশানের বিরোধিতা করছি।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র দাস।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র দাস :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে আমাদের অর্থমন্ত্রী ডিমাণ্ড নাম্বার ৮, ৯, ১০ এই ডিমাণ্ডগুলি হাউসে রেখেছেন। সেইগুলি আমি সমর্থন করছি এবং বিরোধী সদস্যরা যে সমস্ত কাট মোশন রেখেছেন তার আমি বিরোধীতা করছি। ডিমাণ্ড নাম্বার ৮ এ এখানে আমাদের যে অ্যাসেম্বলীতে ভিজিটার্স আসে, এখানে আমি একটা জিনিষ দেখছি যে ভিজিটারদের অ্যাপলিকেশন ফরমে পাঁচ দিন আগে পিটিশন করতে হবে। পাঁচদিন আগে পিটিশন করতে হলে বিশেষ করে মফঃস্বলের সাবডিভিশন থেকে যারা আসে তাদের পক্ষে সাংঘাতিক অসুবিধা হয়ে দাঁড়ায়। সাধারণতঃ ব্যবসা, বাণিজ্য বা কাজ উপলক্ষে তারা যখন আসে তখনই তারা বিধান সভায় দেখবার জন্য আসে। পাঁচ দিন আগে কে আসবে কে আসবে না এই রকম দরখাস্ত করে এবং এম, এল, এ, দের আইডেন—টিটি নেওয়া সম্ভব হয় না। সেই সম্পর্কে যদিও আমরা রিস্ক নেই সেটা দেখবার সুযোগ হয় না। সেই সম্পর্কে আমার বক্তব্য পাঁচদিন আগে না করে সেই দিনই যাতে অফিস থেকে সেক্রেটারী ইস্যু করতে পারে তাহলে মফঃস্বলের লোকের পক্ষে সুবিধা হয়। শহরের

লোকের পক্ষেও এতে সুবিধা হয়। পাঁচদিন আগে হলে এম, এল, এ,দের সংঙ্গে সাক্ষাৎ করতে অসুবিধা হয়। যদিও একজন পায়, তবুও যদি সে বিধান সভায় অ্যাটেণ্ড করতে কেন কারণে ফেলুর হয় তখন সেটা আমাদের একটা সাংঘাতিক সমালোচনার কারণ হয়, বলে দেখতে গেলাম দেখতে পারলাম না। সেজন্য আমি সাজেশন রাখছি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যেদিন উপস্থিত হয় সেদিনই যেন পাওয়া যায় এই ব্যবস্থা করার জন্য সাজেশান রাখছি। আর ডিমাণ্ড নাম্বার ৮ এর উপর আর একটা কথা হল যে আমাদের এই হাউসের আমরা দেখি যে যারা আপনাকে অফিস থেকে প্রসেশান করে নিয়ে আসে তারা এখনও কন্টিনজেন্ট মেনিয়েল হয়েই আছে।

Mr. Speaker :—They are not contingent employees. They are no longer contingent employees.

Shri Kshitish Ch. Das :—যাই হোক সুখী হলাম যে কন্টিনজেন্ট থেকে তারা রেগুলার হয়েছে। সেজন্য মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়কে ধন্যবাদ জানাই। গতবারও তারা কন্টিনজেন্ট ছিল। যাই হোক, আর ভোটার লিষ্ট সম্পর্কে মাননীয় সদস্য নিশি বাবু এবং কমলজিৎ বাবু যে বলেছেন, এটা বাস্তবিক সমগ্র রাজ্যব্যাপী যেভাবে ভোটার লিষ্ট হয়েছে এটা যদি ইচ্ছাকৃতভাবে না হত তাহলে ভুলের সংখ্যা এত বাড়ত না। ভুলের সংখ্যা বেশী হলে ইচ্ছাকৃত না বলে উপায় কি? কারণ দেখা গেছে যে একজনের পোলিং সেন্টার সেই পোলিং সেন্টারের ঠিক নাই। তাহলে ভুলটা কিভাবে হল? ইচ্ছাকৃত ভুল। কাজেই এই যে পোলিং সেন্টার বা অন্যান্য বছর যে পোলিং সেন্টারের নাম পড়ত সেই রকম এবারও করার কথা ছিল। আগরতলা শহরের কথা আমি জানি যে কাউকে যেতে হবে চারিপাড়া। সেখানে গিয়ে দেখল তার নাম নাই। তাকে বলা হল আপনি যান বাণী বিস্তাপীঠ। সেখানে গিয়ে শুনল যে তাকে যেতে হবে উমাকান্ত। এই অবস্থায় ভোটারের মনে হয় যে, যাঃ আর ভোট দিবই না। এ যে ইচ্ছাকৃত একটা অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে তার জন্য এনকোয়ারী করা দরকার। মফঃস্বলগুলিতেও এইরকম হয়েছে। অবশ্য মফঃস্বল অঞ্চলে এইরকম অবস্থা এখনও পৌঁছে নাই। তারা মনে করে নাম যখন উঠেনি, থাক। কারণ তারা কনসাস নয়। ভগবানের দোহাই দিয়ে মনের মধ্যে শান্তনা দিয়ে থাকে এবং আমরা যে কর্ম্মচারীদের এই কার্যের দায়িত্ব দিয়েছি তাদের সম্বন্ধে এই বিষয়ে একটা এনকোয়ারী হওয়া দরকার, কেন এমন হল, কি ব্যাপার; তাছাড়া এইখানে ডিমাণ্ড নাম্বার ৯—জেনারেল অ্যাডমিনিষ্ট্রেশান। এখানে দেখা যায়, এই যে আমাদের ব্লকগুলি আছে, অবশ্য বাজেট যখন ধরা হয় তখন সুষ্ঠ রূপায়ন করার জন্যই অর্থমন্ত্রী সেইদিকে লক্ষ্য রেখেই বাজেট তৈরী করেন, সারা ত্রিপুরার জনগণের দিকে লক্ষ্য রেখে এবং সেজন্যই সেই ব্লকের সৃষ্টি হয়েছে, সেই উন্নয়নমূলক কার্য যাতে দূর মফঃস্বলের সাধারণ মানুষ (রেড লাইট), আমার আর একটু সময় দরকার হবে। মাত্র কথা আরম্ভ করেছি।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, আমার আপত্তি নাই। কিন্তু আমি পূর্ব্বেই বলেছি আমি আরও এক ঘন্টা এক্সটেণ্ড করব আপনাদের যদি কোন আপত্তি না থাকে।

শ্রীবিদ্যা দেববর্ম্মা ও অভিরাম দেববর্ম্মা :—আমরা এক্সটেনশানের পক্ষে নয়।

(নয়েজ)

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র দাস :—এই ব্লকের মধ্যে এক্সটেনশান অফিসার যত সংখ্যায় রাখা হয়েছে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আপনার মাধ্যমে সেটা আমি সেই বিভাগের মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে বলবার চেষ্টা করছি। এই যে ব্লকের কর্ম্মচারীগোষ্ঠি একটা ব্লক আছে যাতে খরচ হয় কর্ম্মচারীর বেতন বাবতে পিওন থেকে বি, ডি, ও, পর্যন্ত আমার মনে হয় না এটার টাকা ডেভেলাপমেন্টের জন্য খরচ হয়। তাহলে কি হল? আমরা ডেভেলাপমেন্টের জন্য কর্মচারী রাখছি। (এ ভয়েস—এটা সমাজতন্ত্রের নিয়ম) সমাজতন্ত্রের দোষ ত্রুটি নাই সেটা বলছি না। কিন্তু আপনাদের সমাজতন্ত্র একেবারে গলাকাটা।

কাজেই সেই যে আমি বলেছি যে সমাজতন্ত্র আছে বলেই আমরা তাকে সমালোচনা করার সুযোগ পেয়েছি, অন্ততঃ আমরা আর কিছু করতে যদি নাও পারি, সমালোচনার সুযোগ আমরা পেয়েছি। ভুল ত্রুটি থাকতে পারে কাজে, সেই জন্যই সমালোচনার প্রয়োজন, আমরা আত্ম সমালোচনায় ভয় পাইনা, আমরা আত্ম সমালোচনায় অভ্যস্ত।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আপনি ডিমাণ্ডের উপর বলুন।

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস :—এখানে আমি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মাধ্যমে, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের নজরে আনছি যে, আমাদের ইণ্ডাষ্ট্রি এক্সটেনশান সেই ব্লকে ব্লকে আছে, উপরন্তু আরেকজন সাব-ডিভিশন অফিসার আছে, এই যে দুইরকম অফিসার সেখানে আছেন, তাদের মধ্যে প্রায়ই ঝগড়া হয়, তাই আমি অনুরোধ রাখব এইগুলি পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখা দরকার যে কি ইণ্ডাষ্ট্রি মফঃস্বল সাবডিভিশনগুলিতে হচ্ছে, কারণ আমি মনে করি সেখানে ডেভলাপমেণ্ট ওয়ার্ক ব্যহত হচ্ছে। তাছাড়া জেনারেল এডমিনিষ্ট্রেশানে আমরা দেখতে পাই মফঃস্বলের শহরগুলিতে ল' এণ্ড অর্ডার নিয়ে যারা জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে, দূর্নীতি পরায়ণ করার চেষ্টা করে, ঐরকম অবস্থায় ল' এণ্ড অর্ডারের প্রশ্ন বড় হয়ে দেখা দিয়েছে, সেই জন্য সাব-ডিভিশনে যে এস, ডি, ও আছেন বা মফঃস্বলে ডেভলাপমেণ্ট কাজ যে হচ্ছে এবং ল' এণ্ড অর্ডারের কাজ হচ্ছে, এইগুলির জন্য বেশীর ভাগ এস, ডি, ও,কে বাইরে থাকতে হয়, তার জন্য প্রকৃত বিচার বিভাগের কাজের যে দায়িত্ব, সেটা বিঘ্নিত হয়, সময়মত তিনি উপস্থিত থাকতে পারেন না, তার জন্য এডিশন্যাল মেজিষ্ট্রেট বা ট্রায়িং মেজিষ্ট্রেটের সংখ্যা বৃদ্ধি করা দরকার, কারণ এই মেজিষ্ট্রেট না থাকার দরুণ অনেক সময় মামলা মকদ্দমাগুলি বিলম্বিত হয়, এই বিষয়ে আমি সাজেশান রাখছি।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, আপনার বক্তব্য সংক্ষেপ করুন।

শ্রীক্ষিতীশ চন্দ্র দাস :—আর পাঁচ মিনিটের মধ্যে শেষ করছি স্যার।

তারপর ডাইরেক্টরেট অব সিডুাল কাস্ট এণ্ড সিডুাল ট্রাইবস। এখানে মাননীয় বিরোধী দলের সদস্য মহোদয়রা বলেছেন যে ডাইরেক্টরেট অব সিডুাল কাস্ট এবং সিডুাল ট্রাইবস, এটা আমরা দাবী করেছিলাম এবং সেই দাবীর ভিত্তিতে ডাইরেক্টরেট হয়েছে, সেই ডাইরেক্টরেটের মধ্যে যে অসুবিধা আছে, সেইগুলি সম্পর্কে আমি বলব। আজকে এই যে সিডুাল কাষ্ট এবং সিডুাল ট্রাইব এবং ল্যাণ্ডলেস কৃষক যারা আছেন, তাদের ভূমি এ্যালটমেণ্টের জন্য ডিষ্ট্রীক্ট মেজিষ্ট্রেট, এস, ডি, ও'র তরফ থেকে এইগুলি সেটেলমেন্ট দেওয়া হয়, এবং ডাইরেক্টরেট অফিসে এমন কোন লোক নেই, যে নিজে তারা সেটেলমেন্ট দিতে পারে বা আমিন পাঠিয়ে সেগুলি করতে পারে, তাদের এস, ডি, ও'র অপেক্ষায় থাকতে হয়। এস, ডি, ও নানাদিকে ব্যস্ত থাকেন, তাছাড়া এস, ডি, ও'র অফিসে দরবার ইত্যাদি করে সেটা করতে হয়। তাই আমি বলব যে আমিনের সংখ্যা যাতে বাড়িয়ে দেওয়া হয়। কারণ আমরা দেখছি যে এই ডাইরেক্টরেট থেকে নিজের ইনিশিয়েটিভে কোন প্রপোজাল তারা পাঠাতে পারছেনা, সেটা না পাঠাতে পারার দরুণ কি হয়, মার্চ মাস চলে গেলে তারা সেই টাকা পায় না, কাজেই মার্চ মাস আসলে একটা দৌড়াদৌড়ি চলে, তাড়াহুড়া করে একটা সেটেলমেন্ট দেওয়া হয়। কাজেই আমি এখানে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রীমহোদয়ের কাছে একটা অনুরোধ রাখব যে কোথায় চাহিদা অনুযায়ী, কোন জায়গায় কত সেটেলমেন্ট দেওয়া হবে, সেইভাবে প্রপোজাল ইত্যাদি প্রয়োজনীয় জিনিষগুলি আগে থেকে রেডি করে যাতে এইগুলি করা যায়, তার ব্যবস্থা করা হউক। এবং সেটা করার জন্য আমিনের সংখ্যা যাতে বাড়ানো হয়। তা না হলে বাজেটের যে টাকা, সেই টাকা বাজেটেই থাকবে, অথচ খরচ করার সুযোগ কম থাকবে।

আর একটা কথা আমি এখানে রাখছি তপশিলী উপজাতিদের চিকিৎসা খরচের ব্যাপারে। তাদের জটিল রোগের চিকিৎসার খরচ পাওয়ার প্রভিশন আছে কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কয়জন সেটা পেয়েছে, আমি জানিনা। আমি এখানে একটা কেসের কথা বলছি, একটা ক্যানসার রোগী, তার নামে সেই টাকা মঞ্জুর করা হয়েছিল, আমি সেটা যখন এখান থেকে জেনে গেলাম, ট্রাইবেল ডাইরেক্টরেট থেকে, বাড়ীতে গিয়ে দেখি সেই রোগীর মৃত্যু হয়েছে। এই যে একটা পেনালাইজিং এ্যাটিচুড, সেই এখান থেকে সেখানে প্রপোজাল ঘুরতে ঘুরতে, যখন সেটা মঞ্জুর হয়ে আসল, তখন দেখা গেল রোগীর মৃত্যু হয়েছে, এই যে অবস্থা, এটা যাতে সহজ উপায়ে পেতে পারে, সেই বিষয়ে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে অনুরোধ রাখছি। এর সংগে আর একটা কথাও রাখছি যে রোগী মারা যাওয়ার পরও যাতে তার পরিবার এই টাকাটা পেতে পারে, তার ব্যবস্থা যাতে করা হয়। কারণ ক্যানসার, টিবি, রোগের চিকিৎসা বাড়ীতে রেখে হয় না, সরকারী হাসপাতালে রেখে চিকিৎসিত হয়, কাজেই এই সমস্ত রোগীর জন্য নিজের থেকে খরচ করলেও পরে সেই টাকা তারা পায় না। আমাদের এই খরচ দেওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই পরিবারকে সাহায্য করা, কিন্তু যেই রোগী মারা গেল, তার নামে সেই টাকা মঞ্জুর হলেও, সেই টাকা আর তার যে ওয়ারিশন; তারা পাচ্ছেনা, এই সম্পর্কে

আমি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এই বলে, বিরোধি দলের সদস্যদের যে কাটমোশান এখানে রাখা হয়েছে, তার তীব্র বিরোধিতা করে, অর্থমন্ত্রীর বাজেটকে সমর্থন করে, আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—নাউ আই কল অন অনারেবল ফিনান্স মিনিষ্টার।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় যে ডিম্যাণ্ডগুলি আমি এখানে মুভ করেছিলাম ৮, ৯ এবং ১০, এই ডিমাণ্ডগুলির উপর যে সব কাট মোশান আছে আমি সেগুলির বিরোধীতা করছি। বিশেষভাবে এই ডিমাণ্ডগুলি আলোচনা করতে গিয়ে তারা পে-স্কেল এ্যানামলীজের কথা বলেছেন। পে স্কেল এ্যানামলীজ রয়েছে, এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই এবং সেগুলি আমরা ভারত সরকারের কাছে পাঠিয়েছি। আগে আমাদের বিলম্ব হওয়াতে এবং আগে আমাদের যে পাওয়ার দেওয়া হয়েছে তখন আমরা সেগুলির অনেকগুলি ঠিক করেছি কিন্তু সবগুলি ঠিক করতে পারিনি, এর আগে আবার একটা বেন এসেছে। কাজেই যেগুলি বাকী ছিল সেগুলি ঠিক করা সম্ভব হয়নি। এ্যানামলী রয়েছে কয়েকটি পোষ্টে, বেশীর ভাগে কোন এ্যানামলী নেই। কাজেই তারা যে বলছেন সাধারণ যে সব কর্মচারী রয়েছে, তারা তাদের পে স্কেলের এন্যামলীগুলি না পাওয়ার দরুণ সাফার করছে, এটা আদৌ ঠিক নয়। যেমন লোয়ার ডিভিশান ক্লার্ক, প্রাইমারী টিচার্স, সেকেণ্ডারী টিচার্সদের ক্ষেত্রে কোন এ্যানামলী নেই, আর তাদের সংখ্যাও হচ্ছে সবচাইতে বেশী। আর ক্লাশ ফোর ষ্টাফদের ক্ষেত্রেও কোন এ্যানামলী নেই। সুতরাং নিম্ন পদস্থ কর্ম্মচারীরা তাদের পে স্কেলের এ্যানামলী না পাওয়ার দরুণ সাফার করছে, এই কথাটা ঠিক নয়। কাজেই যে সামান্য ক্ষেত্রে এ্যানামলী আছে, সে-গুলি যদি ঠিক করা হত তাহলে তারা যে কিছু একটা বেনিফিট পেত তা আমাদের জানা আছে। কিন্তু ইতিমধ্যে গভঃ অব ইণ্ডিয়া থেকে যে বেন এসেছে, সেজন্য আমরা আর সেগুলির কিছু করতে পারছি না। তা সত্ত্বেও আমরা ভারত সরকারের কাছে লিখেছি, যদিও তারা লিখেছে যে বর্ত্তমানে কোন পে-রিভিশান হবে না, যেহেতু সরকার একটা পে কমিশন বসিয়েছে, কিন্তু আমরা বলেছি যে এই এ্যানামলীর সঙ্গে পে-রিভিশানের কোন সম্পর্ক নেই। পে-রিভিশান যদি করতে হয় তাহলে আগে কর্ম্মচারীদের ওয়েষ্ট বেঙ্গলের হারে যে এ্যানামলী রয়েছে, সেটা আগে করতে হবে। কিন্তু তাদের থেকে আমরা আর কোন উত্তরই পাচ্ছি না যাতে করে এই বেন উঠিয়ে নিয়ে তাদের পে স্কেলে যে এ্যানামলী আছে, সেগুলি দূর করা যায়। আর আমাদের যে সমস্ত ষ্টাফ নিম্ন পদস্থ, যাদের সংখ্যা নাকি সব চাইতে বেশী, তাদের পে-স্কেলের কোন এ্যানামলী নেই। আর কতগুলি আছে যেগুলি নাকি ক্লাশ ফোর এমপ্লয়িদের ডিমাণ্ড। তাদের এই ডিমাণ্ডগুলির মধ্যে একটা আছে ওয়াসিং এ্যালাউন্স সম্বন্ধে। এই ওয়া-সিং এ্যালাউন্স তারা পূর্ব্বে যেটা পেত, সেই জায়গাতে তারা ৫ টাকা দাবী করেছিল। কিন্তু ওয়েষ্ট বেঙ্গলেও ৫ টাকা হারে কোন ওয়াসিং এ্যালাউন্স দেওয়া হয় না এবং ভারতের অন্যান্য রাজ্যেও এই ৫ টাকা হারে কোন ওয়াসিং এ্যালাউন্স চালু নেই। কাজেই আমাদের পক্ষে এখানে

তাদের সেটা দেওয়া সম্ভব নয়। তবে আমরা আগে তারা যে ১ টাকা করে পেত, এখন আমরা সেটাকে ২ টাকা করে দিচ্ছি কাজেই তারা যে তাদের দাবীর কোন অধিকার পাচ্ছে না, এটা ঠিক নয়। তারপরে বলা হয়েছে পেট্রোল খরচ করা হয় অযথা, ডি, এ, টি, এ, অনেক টাকা জলে যায়। কিন্তু আমি বলব সরকারী কাজে যাতায়াত করতে হবে, আর তা যদি না হয় তাহলে কাজ কি করে হবে? কেউ আর সখ করে টুরে যায় না। তার কারণ হচ্ছে আগে যে ডি, এ-র হার ছিল, সেটা ছিল খুব কম। তখন যদি কেউ টুরে যেত তাহলে সরকার থেকে যা পেত, তার অনেক বেশী তার নিজের পকেট থেকে দিতে হত। এখন অবশ্য এর হার কিছুটা বেড়েছে। কাজেই টি, এ এবং ডি, এতে বেশী টাকা খরচ করা হচ্ছে, এই কথাটা ঠিক নয়। সরকারী কাজ যদি যথাযথভাবে করতে হয় তাহলে সরকারী অফিসার এবং কর্ম্মচারীদের টুরে যেতে হবে। কেন না, এক জায়গাতে সবাইকে বসিয়ে রেখে কোন কাজ হবে না। কাজেই সেই দিক থেকে লক্ষ্য রেখে আমরা টি, এ এবং ডি, এর জন্য বাজেটে টাকা ধরেছি। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় তার পরে বলা হয়েছে সরকারী কর্ম্মচারীদের ওভার টাইমের ব্যাপারে ডিসক্রিমিনেশান হচ্ছে। কিন্তু আমি বলব তাদের এই কথাটাও ঠিক নয়। তার কারণ হচ্ছে ওভার টাইম যেটা পায়, সেটা পাচ্ছে নন-গেজেটেড কর্ম্মচারীরা, গেজেটেড কর্ম্মচারীরা কোন ওভার টাইম পাচ্ছে না। কাজেই সরকারের জরুরী প্রয়োজন যখন হবে তখন সেই সব নন-গেজেটেড কর্মচারীদের দিয়ে অতিরিক্ত যে কাজ করাতে হয়, তার জন্যই আমরা তাদের কিছু ওভার টাইম দিয়ে থাকি। এখনকার সময়ে এটাকে আরও কড়াকড়ি করা হয়েছে। এখন যদি ওভার টাইম করাতে হয়, তাহলে আগে থেকে সেক্রেটারীদের দিয়ে সেটার অনুমোদন নিতে হবে এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না এই অনুমোদন না নেওয়া হচ্ছে, ততক্ষণ কাউকে দিয়ে ওভার টাইম করানো চলে না। কাজেই কাউকে বিনা কাজে ওভার টাইম দেওয়া হচ্ছে কিনা সেটা আমার জানা নেই। তারপরে বলা হয়েছে মিস-ম্যানেজমেন্ট ইন রিহেবিলিটেশান ওয়ার্কস, ইন-এডিকোয়েসী অফ প্রভিশান ফর মেন্টেনান্স সব ট্রাইবেল কলোনি রোডস, আর, সি, সি, এ্যাণ্ড টিউব ওয়েল ইন দি ট্রাইবেল কলোনি। আমি মনে করি তাদের জন্য বাজেটে যে অর্থ বরাদ্দ রাখা হয়েছে, সেটা যথেষ্ট এবং সেই সব কলোনিগুলিতে যেখানে রিং ওয়েল হয় সেখানে রিং ওয়েলের ব্যবস্থা করা হয় আর যেখানে টিউব ওয়েল হয় সেখানে টিউবওয়েলের ব্যবস্থা করা হয় এবং এভাবে এই সমস্ত কলোনিগুলিতে পানীয় জলের সুবন্দোবস্ত করা হয়েছে। কাজেই বাজেটে যে অর্থ বরাদ্দ রাখা হয়েছে সেটা প্রয়োজনের তুলনায় কম, আমি তা স্বীকার করতে পারি না। উদ্বাস্তুরা যারা আসছেন তাদের বেশীর ভাগই কৃষিজীবি তাদের আমাদের এখানে বেশী দিন রাখা সম্ভব নয়। কারণ এখানে কৃষি যোগ্য ভুমির অভাব। তার জন্য ভারত সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী তাদের আমরা পাঠিয়ে দিচ্ছি বাইরে। তারা পি, এল, ক্যাম্প থেকে বাইরে চলে যায়; বাইরে গিয়ে তারা রিহেবিলিটেশন পায়। সুতরাং এই দিক থেকে কোন মিসম্যানেজমেন্ট আছে বলে আমার জানা নাই। জুমিয়া পুনর্ব্বাসন সম্পর্কে তিনি বলেছেন। জুমিয়া পুনর্ব্বাসন করার জন্য আমরা অর্থ বরাদ্দ করেছি এবং তাদের ক্ষেত্রে আগে যে কম টাকা

ছিল সেটা আমরা বাড়িয়ে দিয়েছি এবং এখন ১৯১০ টাকার মত হবে। আগে কম টাকা দেওয়া হত। সেটা নিয়ে আমরা বহু লেখালেখি করেছি গভর্ণমেন্ট অব ইণ্ডিয়ার সঙ্গে এবং আলটিমেটলী গভর্ণমেন্ট অব ইণ্ডিয়া এটা এগ্রি করেছেন যে এটা তোমরা দিতে পার ১৯১০ টাকা। আগে ৫০০ টাকা ৩০০ টাকা যেখানে পেত সেটা আমরা ১৯১০ টাকা করেছি। সুতরাং জুমিয়া পুনর্বাসন ঠিক আছে। তাছাড়া আমাদের যে অমরপুর পাইলট প্রজেক্ট আরম্ভ হয়েছে সেখানে কাজ চলছে এবং সেখানে যারা শিফটিং কালটিভেশনে অভ্যস্ত তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং পাইলট প্রজেক্টে বহু ট্রাইবেলকে পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে। সুতরাং এই দিক থেকেও যে পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে তা প্রচুর বলে আমার মনে হয়।

ছোট খাট যে সমস্ত বিচারের বিলম্ব হয় সেটা দূর করার জন্য আমরা যথেষ্ট চেষ্টা করছি এবং অনেক বিচারক নিযুক্ত করা হয়েছে। আগে ছিল একজন জুডিসিয়াল কমিশনার, এখন আমরা একজন অ্যাডিশন্যাল জুডিসিয়াল কমিশনার এনেছি এবং নিম্ন পর্যায়ে আমরা জাজের সংখ্যা বৃদ্ধি করছি এবং ভবিষ্যতে প্রয়োজন হলে আমরা এ ব্যবস্থা করব যাতে আমাদের বিচার তাড়াতাড়ি শেষ হয়। অবশ্য সব কিছু করতে হবে আমাদের হাতে যে ফাণ্ড আছে তার দিকে দৃষ্টি রেখে। সুতরা এই দিকথেকে সরকার বিশেষভাবে সচেতন এবং সরকার যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন করছেন। সুতরা এই কাট মোশানটার কোন যুক্তি নাই এবং এটা টিকতে পারে না। তারা যে কাট মোশান দিয়েছেন তার যথাযথ উত্তর দিয়েছি এবং আমি মনে করি এই কাট-মোশানগুলি অযৌক্তিক। সুতরাং আমার ডিমাণ্ডগুলি যাতে হাউস গ্রহণ করে তার জন্য অনুরোধ করব।

Mr. Dy. Speaker—Discussion is over. Now, as there is no motion for reduction of Grant No. 8 I put the Demand to vote.

The Question that a sum not exceeding Rs. 9,75,000/- exclusive of charged expenditure of Rs. 34,000/- [inculsive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1971], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1972, in respect of Demand No. 8—Parliament, State/Union Territory Legislature was then put and PASSED.

Mr. Dy. Speaker—Now I am fiist putting the cut motion to vote on Demand for Grant No. 9.

The following cut motions of Shri Bidya Ch. Deb Barma were put one by one and lost.

Cut Motions of Shri Bidya Ch. Deb Barma that the Demand be reduced to Re. 1/- to discuss on –

১) সরকারী কর্মচারী আন্দোলনের কয়েকজন কর্মীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের বিরুদ্ধে।

২) সরকারী কর্মচারীদের যথা সময়ে পার্মানেন্ট এবং কোয়াসি পার্মানেন্ট বলে ঘোষণা না করার বিরুদ্ধে।

৩) সরকারী অর্থের অপব্যবহারের প্রতিবাদ।

৪) বি, ডি, সি, সদস্য মনোনয়নের গণতান্ত্রিক পদ্ধতি গ্রহণ না করায় প্রতিবাদ।

৫) তপশীলি উপজাতি উন্নয়ন সম্পর্কে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিফর্মস কমিটির সুপারিশগুলি কার্যকরী না করার প্রতিবাদ।

The following cut motions of Shri Bajuban Riyan to discuss on—

i) Absence of prvision to meet the anomalies of pay scales of the State Government Employees.

That the Demand be reduced by Rs. 2,00,000/-

ii) Unreasonable expenditure in respect of D. A., T. A. and other allowances.

That the demand be reduced by Rs. 20,000/-

iii) Unreasonable expenditure for meeting cost of petrol and other contingencies.

That the demand be reduced by Rs. 100/-

iv) Mismanagement in Rehabilitation work.

v) Inadequacy of provision for gant-in-aid.

vi) Inadequate provision for maintaining the roads repairs, setting up R. C. C. wells aud tube wells etc. for existing T. Colony.

vii) Mismanagement in tribal rest house,—were put to vote and lost.

The Cut motion of Shri Monomohan Deb Barma to discuss on—

Failure to give effective settlement to the scheduled tribes and castes were put to vote and lost.

The cut motion of Shri Aghore Deb Barma to discuss on—

Mismanagement in Directorate of Welfare of Scheduled tribes and castes were put and lost.

The cut motions of Shri Abhiram Deb Barma to disscuss on—

১) সরকারী কর্মচারীদের অভারটাইম মঞ্জুর করার ব্যাপারে ডিসক্রিমিনেশান।

২) সরকারী অফিসে দুর্নীতি দূর করায় ব্যর্থতা।

৩) চতুর্থ শ্রেণীর সরকারী কর্মচারীদের দাবী পূরণে ব্যর্থতা were put to vote and lost.

Mr. Speaker—Now I am putting to vote the Cut Motion moved by Shri Abhiram Deb Barma to discuss on—

'চতুর্থ শ্রেণীর সরকারী কর্মচারীদের দাবী পূরণে ব্যর্থতা ।'

The Motion was put to voice vote and lost.

Mr. Speaker—Now I am putting the Demand for Grant No. 9—Major Head 19--General Administration to vote

The question before the House is that a sum not exceeding Rs. 84,14, 000/- exclusive of charged expenditure of Rs. 1,73.000/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1971], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1972, in respect of Demand No. 9—General Administration.

The Demand was put to voice vote and passed.

Mr. Speaker—Now I am putting to vote the Cut Motions on Demand No. 10.—The Cut Motion moved by Shri Aghore Deb Barma to discuss on—

"Absence of provision for separating judiciary from the executive."

The Cut Motion was lost by voice vote.

Mr. Speaker :—Now I am putting to vote the Cut Motion moved by Shri Bidya Ch. Deb Barma to discuss on—

'বিচার শেষ করায় অস্বাভাবিক বিলম্বের প্রতিবাদ ।'

The Cut Motion was lost by voice vote.

Mr. Speaker :—I am putting to vote the Cut Motion moved by Shri Abhiram Deb Barma to discuss on—

'বিনা খরচে গরীব জনসাধারণ যাতে বিচারের সুযোগ পান তার ব্যবস্থার অভাব ।'

The Cut Motion was lost by voice vote.

Mr. Speaker—Now I am putting to vote the Demand for Grant No. 10, Major Head, 21—Administration of Justice.

The Question before the House is that a sum not exceeding Rs. 7,95, 000/- exclusive of charged expenditure of Rs. 1,55,000/- [inclusive of the sums specified in coulum 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account), Bill 1971], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1972, in respect of Demand No. 10—Administration of Justice.

The Demand was put to voice vote and passed.

Mr. Speaker—Now, I call on Hon'ble Finance Minister to move his Demand for Grant No. 11—Jail.

Shri Krishnadas Bhattacharjee—Mr. Speaker Sir, on the recommendation of the Administrator, I beg to move that a sum not exceeding Rs, 8,00,000/- [inclusive of the sums specified in Column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1971] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March 1972, in respect of Demand No. 11, Major Head—22—Jails.

Mr. Speaker—Now I call on Hon'ble Member Shri Aghore Deb Barma to move his Cut Motion.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে জেল সম্পর্কে আমার একটা কাট মোশান আছে—'মিসমেনেজমেণ্ট ইন জেল এ্যাডমিনিষ্ট্রেশান।'

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আপনি পাঁচ মিনিটের মধ্যে শেষ করুন।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মিসমেনেজমেণ্ট সম্পর্কে বলতে গিয়ে, তার যে একটা লম্বা ইতিহাস, সেই ইতিহাসের মধ্যে আমি যাচ্ছি না, আমি শুধু কয়েকটি ঘটনা সম্পর্কে হাউসের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই, সেটা হচ্ছে আজকে প্রত্যেকটি ডিপার্টমেণ্টে মিসমেনেজমেণ্ট চলছে। ক্ল্যারিকাল স্টাফ যারা আছেন, তারা ওভার টাইম এ্যালাউয়েন্স পাচ্ছেন, কাজ করছেন, ওভার টাইম'এ কাজ করবেন, টাকা পাবেন, ভাল কথা। কিন্তু এটা খুবই দুঃখের কথা আজকে চতুর্থ শ্রেণী কর্মচারী যারা রয়েছেন, তারা অমানুষিক ডিউটি, তাদের ষ্ট্যাণ্ডিং ডিউটি, তারা রাত দিন ওভার টাইম খাটছে, কিন্তু তাদের কোন ওভার টাইম এ্যালাউন্স দেওয়া হচ্ছে না। আজকে তারাও মানুষ, কিন্তু তাদের প্রতি এই যে একটা ডিসক্রিমিনেটিং ট্রিটমেণ্ট করা হচ্ছে, ইনজাষ্টিস করা হচ্ছে, তার প্রতি আমি মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়ের মাধ্যমে, মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, যাতে তাদের এই ওভার টাইম এ্যালাউন্স দেওয়া হয়, তারজন্য আমি এখানে বক্তব্য রাখছি। আরেকটা কথা আমি এই জেল এ্যাডমিনিষ্ট্রেশান সম্পর্কে বলছি, সেটা হচ্ছে আমরা গত বছরও দেখেছি য ধর্ম্মনগর জেল থেকে কয়েদি হঠাৎ পালিয়ে যায়, জেল সেণ্ট্রিকে হত্যা করে পালিয়ে যায়। আমরা সকলেই সেটা জানি। তদুপরি খোয়াই থেকেও কয়েদি পালিয়ে যায়। এই যে ঘটনাগুলি ঘটছে, এই ব্যাপারে এ্যাডমিনিষ্ট্রেশান সাইডে যে সমস্ত দোষ ত্রুটি আছে, সেইগুলির তথ্য অনুসন্ধান করে দেখা দরকার, এটা যাতে ভবিষ্যতে না হয়, সরকার থেকে এই দিকে কড়া নজর রাখা দরকার বলে আমি মনে করি।

মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়ের কাছে আমি আরেকটা অনুরোধ রাখতে চাই যে আমার প্রথম কাট মোশান মুভ করতে যেয়ে, আমি একটা অপ্রাসংগিক কথা এখানে বলেছিলাম মাননীয়

উপাধ্যক্ষ মহোদয়ের পি, এ'র ওভার টাইম নেওয়া সম্পর্কে, সেটা আমি অনুরোধ করব যাতে প্রসিডিংস থেকে একসপাঞ্জড করে দেওয়া হয়।

মিঃ স্পীকার ঃ মাননীয় সদস্ত যে অনুরোধ রেখেছেন সেই কথাটা প্রসিডিংস থেকে একসপাঞ্জড করার জন্য, আমি সেটা প্রসিডিংস থেকে একপাঞ্জড করলাম।

Now I call on Hon'ble Member Shri Bidya Chandra Deb Barma.

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি পূর্ব্বেও বলেছি, এখনও আবার বলছি যে ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থাকে গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার ভিতর দিয়ে একটা অগণতান্ত্রিক প্রথায় আমাদের এই বাজেটটাকে করা হয়েছে। কাজেই আমাদের গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার পথে যদি অগ্রসর হতে হয়, তাহলে এখানে যে ক্লাশ ওয়ান, টু, থ্রি এবং ফোর গ্রেড করা হয়েছে, এটা করা উচিত নয় বলে আমি মনে করি। অথচ আমরা দেখেছি যে জেলের মধ্যে যে সব পুলিশ আছে, তাদের ১২ ঘণ্টা করে ডিউটি দিতে হচ্ছে, সেখানে যে আরও এই ধরণের ষ্টাফ বাড়ানো দরকার, সেটা সরকার করছে না। আর একদিকে আমরা দেখছি যারা নাকি হায়ার অফিসার বা আই, সি, এস অফিসার তারা যে মাহিনা পাচ্ছে, সেই তুলনায় তাদের ডিউটি খুব কম। সেজন্যই আমি বলছি যে ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থাকে গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার ভিতর দিয়ে একটা অগণতান্ত্রিক প্রথায় আমাদের এই বাজেটটা তৈরী করা হয়েছে। জেলে যে সব কর্ম্মচারী আছে, তাদের যে ডিউটি সেই পরিমাণে তাদের মাইনে বাড়ানো হচ্ছে না। তাই আমি অনুরোধ করব সরকারকে, সরকার যেন আমাদের জেলে যেসব ষ্টাফ আছে, তাদের মাইনে আরও বাড়ান এবং তাদের যে বেশী ডিউটী, সেটা কমানোর জন্য যেন আরও ষ্টাফ নিয়োগ করেন। আমি এখানে একটা উদাহরণ দিয়ে বলতে পারি যে এই ষ্টাফের সংখ্যা না বাড়ানোর জন্যই খোয়াই জেল থেকে আসামী পালিয়ে গেছে এবং সরকার সেই আসামীকে এখন পর্য্যন্ত ধরতে পারে নি। আর আসামী ধরতে না পারার জন্য সরকার থেকে পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে যে যদি কেউ সেই আসামীকে ধরে দিতে পারবে, তাহলে তাকে পুরস্কার দেওয়া হবে। অবশ্য পরে তাকে কোন একজন লোক ধরে দিয়েছে। এই যে জেলের মধ্যে মিসমেনেজমেন্ট হল, সেটা কেন হল? এটা সরকারের অনুসন্ধান করে বের করা দরকার। আর যদি অনুসন্ধান করা হয়, তাহলে দেখা যাবে যে জেলের মধ্যে যে ষ্টাফ আছে, তাদের অতিরিক্ত কাজ করতে হয় বলে অনেক সময়ে তারা ডিউটীতে অমনোযোগী হয়, আর এই সুযোগে আসামীরা সেইসব জেল থেকে পালিয়ে যাওয়ার সুযোগ পায়। তাই আমি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করব, এদিকে যেন তারা লক্ষ্য রাখেন এবং জেলের মধ্যে যেসব কর্ম্মচারী আছেন, তারা যাতে তাদের চাকুরীর সুযোগ সুবিধাগুলি ঠিকমত পান, সেদিক দিয়ে যেন সচেষ্ট হন। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিং :— মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে এই হাউসে আমাদের মাননীয় অর্থ মন্ত্রী যে ডিমাণ্ড নাম্বার ইলেভেন উত্থাপন করেছেন, আমি সেটাকে সমর্থন করছি আর আমাদের মাননীয় সদস্য অঘোর বাবু যে কাট মোশান এনেছেন, সেটা একটা কনট্রোভার্সী বলে আমি তার বিরোধিতা করছি। তিনি তাঁর কাট মোশানের পক্ষে বলতে গিয়ে বলেছেন যে মিস-ম্যানেজমেণ্ট ইন জেল এডমিনিস্ট্রেশান, এটা আমি স্বীকার করতে পারি না। কেন না তিনি বলেছেন যে ধর্ম্মনগর জেল থেকে আসামী পালিয়ে গেছে। কিন্তু এই যে আসামী পালিয়ে গেল, তার সঙ্গে আমাদের জেল এডমিনিষ্ট্রেশানের কোন সম্পর্ক নেই। কারণ হল আমাদের জেলগুলির কনষ্ট্রাকশান করা এবং সেগুলির রিপেয়ার ইত্যাদি করার ব্যাপারে জেল এডমিনিষ্টেশানে কোন দায়িত্ব নেই, সেটার দায়িত্ব হচ্ছে আমাদের পূর্ত্ত বিভাগের। কেন না তারা এসব কাজগুলি করে থাকেন। কাজেই আমাদের পূর্ত্ত বিভাগ জেলগুলির মধ্যে যে সব কাজ করছেন, সেদিকে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তারপরে উনারা কেউ কেউ বলেছেন যে জেলের মধ্যে যে সব ষ্টাফ আছে, তাতে নাকি সংকুলান হয় না, কিন্তু আমি তাদের এই কথাও মানতে রাজি নই। তার কারণ হল আজকে তারা আমাদের এই বাজেট বইর মধ্যে যে একসপ্লেনেটরী নোট আছে, সেটা যদি দেখেন, তাহলে বুঝতে পারবেন যে আমাদের এজন্য অরিজিন্যাল বাজেট ছিল ৮ লক্ষ ২০ হাজার টাকা, এটাকে রিভাইজড করার পর হয়েছে ৭ লক্ষ ৪২ হাজার টাকা, কিন্তু এই বছরের বাজেটে দেখছি, সেটার ব্যয় বরাদ্দ ইনক্রিজড হয়েছে ৫২ লক্ষ টাকা। এটা কেন করা হয়েছে, তার কারণ যেটা দেওয়া হয়েছে, আমরা দেখছি যে ডিউ টু ফিলিং আপ অব দি ভেকেণ্ট পোষ্ট। অতএব আমাদের জেল এড্-মিনিস্ট্রেশানে ষ্টাফ কম যেটা বলা হয়েছে, তা ঠিক নয়। তারপরে বলা হয়েছে জেলের মধ্যে যে সব কর্ম্মচারী আছে, তারা তাদের কোন এ্যামিনিটিজ পায় না। কিন্তু আমরা যদি বাজেট বই দেখি, তাহলে দেখব যে তাদের এই কথাও ঠিক নয়। কেন না জেলের মধ্যে যে সব ষ্টাফ আছে, তারা যাতে তাদের এমিনিটিজগুলি পেতে পারে সেইজন্য বাজেটে বরাদ্দ রাখা হয়েছে এবং সেখানে জেলের কর্ম্মচারীদের জন্য কোয়াটার্স ইত্যাদি অনেক কিছু করা হয়েছে এবং আরও আস্তে আস্তে করা হবে। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাশ :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় মাননীয় অর্থ মন্ত্রী মহোদয় এখানে ডিমাণ্ড নাম্বার ইলেভেনের উপর যে ব্যয় বরাদ্দ চেয়েছেন, আমি সেটাকে সমর্থন করছি। আর এই জেল এডমিনিষ্ট্রেশানের মিস মেনেজমেণ্ট এর অজুহাতে মাননীয় বিরোধী দলের সদস্যরা যে সব কাট মোশান এনেছেন, তাতে আমার মনে হয়, তারা সেটা তাদের নিয়ম মাফিক বিরোধিতা করার জন্যই এনেছেন। কিন্তু উনারা সেগুলি সম্পর্কে বলতে গিয়ে যে বক্তৃতা এই হাউসের সামনে রেখেছেন, বিশেষ করে জেল এডমিনিসট্রেশানের মিস ম্যানেজমেণ্ট সম্পর্কে, তাতে তারা জেলের মধ্যে যে মিস ম্যনেজমেণ্ট হচ্ছে, সেটা

প্রমাণ করতে পারেন নি। তারা এখানে একটা কথা বলেছেন যে ক্লাস ফোর ষ্টাফদের ওভার টাইম দেওয়া হচ্ছে না। কিন্তু আমি বলব উনারা হয়তো জানেন না যে আমাদের জেল এডমিনিসট্রেশানের যে সব ওয়ার্ডার আছে, যাদেরকে বলা হয় একজিকিউটিভ ষ্টাফ, এরা ক্লারিক্যাল ষ্টাফ নয়, তাদের বেতন এব ওভার টাইমের ব্যাপারে আমাদের যে প্রিজনস এক্ট আছে তার বিধান অনুসারে সেগুলি দেওয়া হয়। এই প্রিজনস এ্যাক্টে কর্মচারীদের ওভার টাইম দেওয়ার কোন বিধান নেই। তাদের বেতন ভাতা ইত্যাদি দেওয়া হয় এবং সেই দিক থেকে যারা একজিকিউশনের ভার প্রাপ্ত ক্লারিকেল নয় তাদের ওভার টাইম দেওয়ার কোন বিধান নাই। আর তাছাড়া ওদের ডিউটি যা ডিষ্ট্রীবিউট করা হয় সেটা এজ পার প্রিজন এক্ট। তাদের আইনের বাইরে, আইনের বিধান লঙ্ঘন করে তাদের বেশী খাটানো হয় না। সুতরাং মিসমেনেজমেন্টের যে অভিযোগ সেটা সর্বৈব অসত্য। প্রসঙ্গত খোয়াই এবং ধর্মনগরে যে কনভিক্ট পালিয়ে গেছে বলে যে প্রসঙ্গ উনারা উত্থাপন করেছেন সেই প্রসঙ্গে তারা নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে আমরা সেই আসামী পালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে ডিপার্টমেন্টাল এনকোয়ারী করেছি এবং যাদের গাফিলতির, কোন বস্তু বা ব্যক্তি, কোন বস্তু বলছি এই জন্য যে যদি কোন কনসট্রাকসন্যাল ডিফেক্ট থাকে, যদি কোন ব্যক্তির গাফিলতি থাকে প্রিজনের মধ্যে যে নাকি আসামী পালিয়ে যাওয়ার পক্ষে সাহায্য করেছে তাদের আমরা আইন মাফিক তাদের বিরুদ্ধে একশান নিয়েছি এবং সেখানে দেখা গেছে কনসট্রাকশনই সেখানে দায়ী সেখানে রেসপেকটিভ ডিপার্টমেন্ট থেকে ত্রুটি সারিয়ে নিয়েছি। সুতরাং যদি কোন আসামী জেল থেকে পালিয়ে যায় তাহলে জেল এডমিনিসট্রেশনে কোন দুর্নীতির প্রমাণ হয় না এবং ভারতবর্ষে বা বিদেশে অনেক উল্লেখযোগ্য জেল আছে যার এডমিনিষ্ট্রেশন খুব সুন্দর এবং ত্রুটি মুক্ত। সেখানেও দেখা যাবে যে কোন রকম কারণে জেল থেকে আসামী পালিয়ে যেতে পারে। কিন্তু আসামী পালিয়ে যাওয়ায় জেল এডমিনিসট্রেশন এর কোন ভাল মন্দ বিচারের কারণ হতে পারে না। প্রসঙ্গত আমি উল্লেখ করতে চাই যে ভারতবর্ষের বিখ্যাত লোক যারা ত্রিপুরায় এসেছে তাদের মধ্যে খুব কম লোকই আছে যারা ত্রিপুরায় ভিজিট করতে এসে ত্রিপুরার সেনট্রাল জেল পরিদর্শন করতে পারেন নি এবং যারা সেনট্রাল জেল আগরতলা দেখেছেন তাদের মধ্যে এমন লোক নাই যে জেল এডমিমিনিসট্রেশনের ভূয়সী প্রশংসা করেন নাই, এমন কোন ভিজিটর নাই। সুতরাং সেই দিক থেকেই আমরা গর্ব্ব করতে পারি যে ত্রিপুরার জেল এডমিনিসট্রেশন সুন্দর, ত্রুটিমুক্ত এবং দেশ বিদেশের বহু ডিসটিংগুইসড লোকের সার্টিফিকেট পেয়েছেন। মাননীয় সদস্যরা যে কাটমোশন এনেছেন তার কোন সারবত্তা নাই এবং তাদের বক্তব্যের মধ্যে কোনরকম সত্য নাই। আমি সেজন্য তাদের বক্তব্যের বিরোধিতা করছি এবং মাননীয় অর্থ মন্ত্রী যে ডিমাণ্ড পেশ করেছেন সেটা সমর্থন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—অনারেবল ফিনান্স মিনিষ্টার।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের জেল মিনিষ্টার মহোদয় কাটমোশনের বিরোধিতা করে যে উত্তর দিয়েছেন আমি সেটা সমর্থন করি এবং ত র পরিপ্রেক্ষিতে আমি আশা করছি যে আমাদের ১১ নম্বর ডিমাণ্ড হাউস গ্রহণ করবেন।

Mr. Speaker :—Now I am putting to vote cut motion first.

The cut motion moved by Shri Aghore Deb Barma that the demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on—Mismanagement in Jail Administration was then put to vote and lost.

Mr. Speaker :—Now, I am putting the demand for Grant No. 11—Jails to vote.

The question that a sum not exceeding Rs. 8 00,000/- [inclusive of the sums specified in Column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill. 1971], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of march, 1972, in respect of Demand No. 11—Jails was put to vote and PASSED.

Mr. Speaker :—Now, I would call on the Hon'ble Finance Minister to move his Demand No. 13 and 24.

Shri Krishnadas Bhattacharjee :—Mr. Speaker, Sir, on the recommendation of the Administrator I beg to move that a sum not exceeding Rs. 8,70,000/- [inclusive of the sums specified in Column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1971], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1972, in respect of Demand No. 13—Miscellaneous Department.

Mr. Speaker, Sir, on the recommen-dation of the Administrator, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 79,94,000/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1971], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1972, in respect of Demand No. 24— Miscellaneous, Social and Development Organisation.

Mr. Speaker ;—Now, I would call on Hon'ble Member Shri Bidya Ch. Deb Barma to move his cut motio n.

Shri Bidya Ch. Deb Barma :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে ডিমাণ্ড নাম্বার থার্টিনে আমি কাটমোশন রেখেছি—"নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র সস্তা দরে সরবরাহের জন্য প্রয়োজনীয় ভতু'কী দানের ব্যবস্থা না করার প্রতিবাদ"। কেন কাটমোশান রেখেছি? কারণ আমরা দেখছি যে প্রতি বছর রেশন শপের মাধ্যমে এই সমস্ত জিনিষপত্র

নিত্য প্রয়োজনীয় চাউল, ডাল নুন বা মরিচ এই সমস্ত কিছুই দেওয়া হয় না। আর জিনিষের এখন যে রকম ভাবে দর বৃদ্ধি হতে চলেছে আজ পর্যন্ত শহর ব্যতীত, কল্যাণপুর বাদে তেলিয়ামুড়া, খোয়াইয়ে রেশন শপ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ভিতর গ্রামের এলাকাগুলিতে যে বৎসর গ্রামের মধ্যে অনাহারে দুই শত জন লোক মারা গিয়েছিল, তেলিয়ামুড়া এলাকাতে যে ৪ জন লোক মারা গিয়েছিল সেই এলাকাতে সেই বছর ছাড়া আর রেশন দেওয়া হয়নি। নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ তো দেওয়া দূরের কথা। কাজেই সেই দিক থেকে আমরা দেখছি যে নিত্য প্রয়োজনীয় যে জিনিষ আছে সেই জিনিষটার দামও বাড়ছে দিন দিন। আমাদের ভারতবর্ষের মধ্যে যে সমুদ্র আছে সেই সমুদ্রের জল মিষ্টি হয়ে যায়নি, চুকাও হয়নি। তাহলে লবণের দাম বাড়ছে কেন। কেরোসিন বার আনা কে, জি, খোয়াইতে হয়ে গেছে। এখানে অনুসন্ধান করলে দেখবেন কিছুটা বাড়ছে। কাজেই এই দিক থেকে আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ, চাল, ডাল, তেল, নুন, কেরোসিন প্রত্যেক রেশন শপের মাধ্যমে যেখানে যেখানে রেশন শপ আছে তার মাধ্যমে যদি পাওয়া না যায়, তাহলে পরে এই যে গভর্ণমেণ্ট থেকে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ পত্র সস্তা দরে দেওয়া হচ্ছে, সেটা তারা কোন দিন পেয়েছে বলে বলতে পারবেনা, এবং এখনও পাচ্ছেনা, সেই জন্যই আমি এখানে তাদের ভর্তুকি সহ এটা দেওয়ার জন্য বলছি। কারণ গ্রামের মানুষ গরীব, যারা শ্রমিক এবং ক্ষেত মজুরের কাজ করে তাদের সব সময় কাজ থাকেনা, অন্য কোন রোজগারের পথও তাদের নাই, তাদের যে উৎপাদিত ফসল, সেই ফসলের দামও তারা ঠিক ঠিক মতে পায়না। গভর্ণমেণ্ট থেকে যদিও পরিষ্কার ভাবে ঘোষণা করা হয়েছে, যে পাটের দাম যদি ৪০ টাকার নীচে চলে যায়, তাহলে গভর্ণমেণ্ট থেকে সেই পাট ৪০ টাকা দরে কিনে নেওয়া হবে, কিন্তু আমরা দেখেছি কোথাও কোথাও পাটের দর ২৫/৩০ টাকায় নেমে গেছে, পরশু দিন আমি খোয়াই তেলিয়ামুড়া দেখে এসেছি যে পাটের দর সেখানে ৩০ টাকায় নেমে গেছে, কৃষক তার উচিত দাম পাচ্ছেনা, সেই থেকেও তারা বঞ্চিত হচ্ছে, এটা আমি এখানে উদাহরণ স্বরূপ বলছি। আপনারা শহরে বসে লাইট ফেনের নীচে আরামে থেকে গ্রামের কথা বুঝতে পারছেন না, মুষ্টিমেয় রাস্তাঘাট করলেই দেশের উন্নতি হয়ে যায় না, সব মানুষের উন্নতি হয়ে যায় না, সেই দিকে চিন্তা করেই আমি মনে করি এই সব গরীব কৃষক শ্রমিক যারা গ্রামে বাস করছেন, তাদের রেশন শপের মাধ্যমে ভর্তুকি সহ রেশন দেওয়ার ব্যবস্থা করা হউক।

এছাড়া এখানে আরেকটা কাট মোশান রাখা হয়েছে— 'প্রত্যেক মহকুমা শহরে প্রয়োজনীয় ফায়ার সার্ভিস'এর অভাব'। এই ফায়ার সার্ভিস আমাদের সর্ব স্তরে মানুষের জন্যই প্রয়োজন। আজকে আমাদের দেশ সমাজতন্ত্রের দিকে অগ্রসর হয়ে চলেছে, তার সাথে সাথে তাদের প্রয়োজন সম্বন্ধেও তারা সচেতন হয়ে উঠেছেন, কাজেই প্রত্যেকটি সাবডিভিশনের মানুষ এই ফায়ার সার্ভিসের প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন, কাজেই প্রত্যেকটি সাবডিভিশনে

ফায়ার সার্ভিসের ব্যবস্থা করা উচিত, এবং এই ফায়ার সার্ভিসের দ্বারা প্রত্যেকটি গ্রামে যাতে কাভার করা যায় তার ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।

তাছাড়া আমরা ডিমাণ্ড নাম্বার ২৪'এ দেখলাম যে চা বাগানগুলি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। যেমন সীমনাছড়া, বঙ্গকুল ইত্যাদি অনেকগুলি চা বাগান বন্ধ হয়ে গেছে সেখানকার মজুররা তাদের রেশন কিংবা অন্য রকম ভাতা যে দেওয়া প্রয়োজন, সেটা দেওয়ার কথা আজ পর্যন্ত সরকার মনে করলেন না, কাজেই তাদের জন্য যে কোন রকম একটা ভাতা দেওয়া দরকার, তা না হলে ঐ সব মানুষ কি করে বাঁচবে? শুধু তাই নয়, সেখানে যে জমিগুলি ছিল, সেখান থেকে তাদের উচ্ছেদ করা হয়েছে, ভূমি আইন সংশোধনের ফলে আজকে জমি থেকে উচ্ছেদ হতে হচ্ছে, এই হচ্ছে ভূমি আইন সংশোধনের নমুনা। কাজেই তারজন্য এখানে কাট মোশান রাখা হয়েছে—বন্ধ চা বাগানের বেকার শ্রমিকদের রেশন ও ভাতার ব্যবস্থা না রাখার প্রতিবাদে।'

এছাড়া আমরা আরও দেখছি যে ভর্তুকি সহ যে রেশন ইত্যাদি দেওয়া হয়, সেই থেকেও তারা বঞ্চিত হচ্ছে। তার বিরুদ্ধে তারা দাবী জানিয়েছে এবং তারা আন্দোলন করছে, তার জন্যই বোধ হয় সেই আন্দোলনকে দমন করার জন্য এই সমস্ত বন্ধ রাখা হয়েছে। কিন্তু আমরা দেখছি যারা দুর্নীতি করে, যারা টাকা লুট করছে, তাদের জন্য কোন আইন শৃঙ্খলা নাই, কিন্তু যারা ক্ষুধার্থ জনতা, খাওয়ার জন্য, তাদের রুটির জন্য আন্দোলন করছে, তাদের সেই রুটিকে তারা বন্ধ করতে চায়। কাজেই আমি এই কাট মোশানের মাধ্যমে সরকারকে অনুরোধ করব যাতে অতিসত্বর তাদের ভাতার এবং রেশনের ব্যবস্থা করা হয়।

আর 'তপশীল জাতি ছাত্র ছাত্রীদের জন্য বোর্ডিং'এর বরাদ্দের অভাব।' এর উপর বলতে গিয়ে আমি বলব যে আমরা দেখছি প্রাইমারী স্কুলে থেকে পাশ করে যখন সিনিয়ার বেসিক স্কুলে ভর্তি হতে যায়, বা হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলে ভর্তি হতে যায়, তখন ঐসব স্কুলে ভীর থাকে এমন কি স্কুলে পড়বার তারা সীট পায়না, বোর্ডিংএও সীট থাকেনা। সেখানে কিভাবে টেষ্ট নেওয়া হয়, আমি একজন হেডমাষ্টার মহাশয়ের সংগে আলাপ করে জানলাম যে ১৪৫ জনের পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে, কিন্তু সেখানে মাত্র সীট আছে ১০০ বাদ দিয়ে যতটি, সেই নাম্বার।

মিঃ স্পীকার :— অনারেবল মেম্বার, টাইম ইজ ওভার।

শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্মা :— আমি আরও পাঁচ মিনিট সময় চাই। কাজেই আমি মনে করি এই তপশীল জাতীর ছাত্র ছাত্রীদের জন্য যেখানে সিনিয়র বেসিক স্কুল এবং হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল আছে, সেখানে যাতে বোর্ডিং এর সীট বাড়ানো হয়, তার জন্য আমি মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়ের মাধ্যমে এই প্রস্তাব রাখছি। কারণ এমনি করে আমরা দেখছি যে সেখানে ভর্তি হওয়ার সুযোগ না পেয়ে তাদের ছেলে মেয়েদের, যারা গরীব, অন্যত্র যেয়ে পড়াশুনা করতে

পারেনা, তাদের শেষ পর্যন্ত পড়াশুনা ছেড়ে বাড়ীতে বসে থাকতে হয়। কাজেই আমি এখানে অনুরোধ রাখব যাতে তাদের বোর্ডিংএ সীট বাড়ানো হয়, এবং ভর্তি হওয়ার সুযোগ পায়, তার জন্য সুযোগ সুবিধা দেওয়া হউক।

তাছাড়া আরেকটা কাটমোশান এখানে এসেছে—'জুমিয়া কলোনীগুলিতে জমি হইতে উচ্ছেদ বন্ধ করার ব্যবস্থার অভাব।' আমরা দেখছি জুমিয়া কলোনীগুলিতে ট্রাইবেলদের স্থায়ী করার জন্য যে কলোনী করা হয়েছিল যেখানে নিয়ম ছিল যে তাদের জমি হস্তান্তরিত হতে পারবেনা, গভর্ণমেণ্ট থেকে এই থেকে এই ব্যাপারে আইন আছে, কিন্তু আজকে খোয়াই, কল্যাণপুরে'এর অমর কলোনী এবং শান্তি নগর কলোনী, ইত্যাদি কলোনীতে ট্রাইবেল দিনের পর দিন উচ্ছেদ হয়ে যাচ্ছে। এই উচ্ছেদ কি করে হচ্ছে, সেই বিষয়ে আজ পর্য্যন্ত কোন এনকোয়েরী হয়নি বা যারা বে-আইনিভাবে জমিগুলি থেকে উচ্ছেদ হয়েছে, বা যাদের হাতে জমিগুলি বে আইনিভাবে চলে গেছে, সেই বিষয়ে তদন্ত করে তাদের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা, সেটা আজ পর্যন্তও করা হয়নি। তাই আমি এখানে সাজেশান রাখব, প্রত্যেক জুমিয়া কলোনীগুলিতে গভর্ণমেণ্টএর সাজেসান মতে যে জমি দেওয়া হয়েছে, সেই জমি থেকে তাদের উচ্ছেদ যাতে বন্ধ করা হয় এবং অতি সত্বর যারা যেখানে বসবাস করছে, তাদের জমি যাদের হাতে হস্তান্তরিত করা হয়েছে, তাদের ক্ষতিপূরণ দিয়ে তাদের অন্যত্র বন্দোবস্ত দেওয়ার জন্য, আমি মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়ের মাধ্যমে অনুরোধ রাখছি। এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার—হাউসের সেন্স নিয়ে আমি টাইম এ্যাক্সটেশান করে নিতে পারি।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্তঃ—স্যার, হাউসের বাকী কাজগুলি কালকের জন্য ডেফার করা হউক।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা—স্যার, এই সম্পর্কে আমারও একটা বক্তব্য আছে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকারঃ—হাউসের মেজরিটি মেম্বারদের অপিনিয়ন আমাকে নিতে হবে। নাউ, আই উড কল অন অনারেবল ফাইনান্স মিনিষ্টার টু গিভ হিজ রিপ্লাই।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা—স্যার, আমরা যে বলছি যে বাকী কাজগুলি কালকের জন্য ডেফার করা হউক?

মিঃ ডেপুটি স্পীকার—তা হবেনা। আপনি কি বলতে চান? তাহলে বলুন।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, সময় আমার খুব কম, কাজেই আমাকে সংক্ষিপ্তভাবে কিছু বলতে হচ্ছে। স্যার, উপজাতীয়দের উন্নতির জন্য তাদের শিক্ষা, তাদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে আগেও অনেক কিছু বলা হয়েছে, আমি এখন আর সেগুলির পুনরাবৃত্তি করবনা। তবে কয়েকটা নাম এখানে বলতে চাই, সেগুলি হল সাব্রুমের বুড়াতলী গ্রামের মধ্যে শ্রীমতী বাসকী ত্রিপুরী, ধনিয়া চৌধুরী পাড়া, শ্রীমতি লক্ষ্মী ত্রিপুরী, শ্রীমতি চিন্তামণি

ত্রিপুরী এবং শ্রীমতি সন্ধ্যারাণী ত্রিপুরী, এরা আর বহুদিন ধরে কুষ্ট রোগে ভোগছে। তারা অন্য বাড়ীতে কাজকর্ম করে খেতে পারেননা, কেননা তাদের এই রোগ হওয়াতে কেউ তাদের বাড়ীতে যেতে দেয় না বা তাদের কেউ খেতেও দেয়না। কাজেই তারা আজকে না খেতে পেয়ে একটা নিশ্চিন্ত মৃত্যুর মৃখের দিকে চলে যাচ্ছে। আজকে ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট থেকে তাদের সাহায্যের জন্য অনেক বড় বড় কথা বলা হয়ে থাকে কিন্তু বাস্তবে তারা আজকে কোন সাহায্য পাচ্ছেনা এবং তাদের যে এই অবস্থা, সেটার সম্পর্কে কেউ কোন খোঁজ খবরও রাখেনা। কাজেই আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ জানাব এই যে লোকগুলির কথা বল্লাম তাদের যেন সরকার থেকে একটা ফাইনেন্সিয়েল এ্যাসিষ্টেন্ট দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। আর একটা কথা হচ্ছে ট্রাইবেল ষ্টুডেন্টরা বোর্ডিং এ থাকার জন্য যে ষ্টাইপেণ্ড পায়, সেটা মান্দাতার আমলে ঠিক করা হয়েছিল। এখন কিন্তু জিনিষ পত্রের দাম তখনকার তুলনায় অনেক বেড়ে গেছে, কিন্তু তাদের ষ্টাইপেণ্ডের যে টাকা দেওয়া হয় সেটা আদৌ বাড়েনি। অথচ এই টাকাতে জিনিষপত্র কিনে তাদের জীবিকা নির্ব্বাহ করা সম্ভব নয়, অনেক ক্ষেত্রে তারা আধা বেলা খেয়ে অনেক কষ্ট স্বীকার করে পড়াশুনা করতে হয়। কাজেই মান্দাতার আমলের যে ষ্টাইপেণ্ড তাদের দেওয়া হচ্ছে, সেটা যেন আরও বাড়ানো হয়, সেজন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তারপরে আছে জুমিয়াদের সম্পর্কে। আমাদের ১ম, ২য় এবং ৩য় পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনাগুলির মাধ্যমে এই ব্যাপারে বহু লক্ষ টাকা খরচ করা হয়েছে এবং খরচ করে তাদের পুনর্ব্বাসন দেওয়া জন্য স্কীম ইত্যাদি করা হয়েছে আবার কোথাও কোথাও দেখা গেছে দরকার হলে সেই সব স্কীমকে পাল্টানো হয়েছে। কিন্তু এত সব করার পরও ট্রাইবেলদের পুনর্বাসন দেওয়ার ব্যাপারে সম্পূর্ণভাবে ফেলিউর হয়েছে। এটার মধ্যে যে কি রকমের মিস-ম্যানেজমেন্ট চলছে, তা বলে আর শেষ করা যাবেনা। কিন্তু যাদের উন্নতি এবং অগ্রগতির জন্য এই টাকাগুলি খরচ করা দরকার, সেগুলি না করে যদি বে-পথে খরচ করা হয় তাহলে তাদের যে কিভাবে উন্নতি হবে, সেটা আমরা বুঝতে পারিনা। কাজেই এটার ভিতরে যে ডিফেক্ট আছে, সেগুলি কি কি এবং কেন তাদের এতদিনে পুনর্ব্বাসন দেওয়া সম্ভব হলনা, সেগুলির কারণ খুঁজে বের করার জন্য একটা অনুসন্ধান করা দরকার। মোটামোটি এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি, যেহেতু আমার আর সময় নেই।

Mr, Dy. Speaker—Now, I would call on Hon'ble member Abhiram Deb Barma to move his cut motion. But the member concerned is absent in the House, his cut motion falls through.

Then, I would call on Hon'ble Monomohan Deb Barma to move his cut motion. But member concerned is absent in the House, his cut motion also falls through.

Then, I would call on Hon'ble Finance Minister to give his reply.

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য—মাননীয় স্পীকার স্যার, এখানে আমার ডিমাণ্ডগুলির বিরুদ্ধে যে সব কাটমোশান রাখা হয়েছে বিরোধী দলের সদস্যদের পক্ষ থেকে, আমি সেগুলির বিরোধীতা

করছি। এখানে ডিমাণ্ড নাম্বার থার্টি'নের উপর যে কাটমোশান এসেছে, সেটা সম্পর্কে বলতে গিয়ে মাননীয় সদস্যরা বলেছেন যে রেশনের দোকান খোলা হয় না, ফলে চাউলের দাম বেড়ে যায় এবং লোকেরা না খেয়ে মরে যায়। আমি বলব তাদের এই সব কথা ঠিক নয়। কারণ যখন চাউলের দাম বাড়ে তখন সারা ত্রিপুরা রাজ্যে এমন দুর্গম অঞ্চলেও রেসন সপ খোলা হয়ে থাকে এবং সেই সব রেশনসপের মাধ্যমে কন্‌ট্রোলরেটে জনসাধারণের মধ্যে চাউল এবং আটা বিক্রি করার ব্যবস্থা থাকে। আর যদি কোথাও কোন ক্রাইসিস দেখা দেয়, তাহলে তখন সেইসব জায়গাতে টেষ্ট রিলিফের মাধ্যমে কাজ করে লোকদের কিছু রোজগারের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়। কাজেই তারা যেটা বলছেন যে রেশনসপ খোলা হয়না, এটা ঠিক নয়। বর্ত্তমানে ত্রিপুরাতে মোট ২০৬টি রেশনসপ আছে, এর পরেও যদি কোথাও চাউলের দাম বাড়ে তাহলে প্রয়োজন মত সেই সব জায়গাতে আরও রেশনসপ খোলা হবে। তারপরে বলা হয়েছে যে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্রের দাম দিনের পর দিন বেড়ে যাচ্ছে সেজন্য সরকার থেকে ভর্তু'কী দেওয়া উচিত। কিন্তু আমি বলব নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র যেখানে উৎপাদন হয়, সেখানে যদি এগুলির দাম বাড়ে, তাহলে আমাদের এখানেও দাম বাড়বে, এটা স্বাভাবিক। সেখান থেকে বেশী দামে কিনে, আমাদের এখানে কম দামে বিক্রি করা সম্ভব নয়। এবং ঐ সময়ে সেইগুলিকে বাজারে ছাড়া হয়, যাতে করে বাজার দরকে কন্ট্রোলে আনা সম্ভব হয় এবং এই বছরও এটা করা হয়েছে এবং প্রতি বছরেই এটা করা হবে। সুতরাং এই কাটমোশনটা টিকতে পারে না।

ফায়ার সার্ভিস সম্বন্ধে বলেছেন ফায়ার সার্ভিস খোলা দরকার। আমাদের ফায়ার সার্ভিস দুটি সাব-ডিভিশনের জন্য, খোয়াই এবং কৈলাশহরের জন্য আমরা ভারত সরকারের নিকট প্রস্তাব পাঠিয়েছি এবং তার জন্য ভারত সরকার যে সমস্ত ডাটা চেয়েছেন সেই সমস্ত ডাটা কালেকশন করে ভারত সরকারের নিকট পাঠিয়েছি। আমরা আশা করি ভারত সরকারের অনুমোদন পেলেই এই দুইটি স্থানে ফায়ার সার্ভিস আরম্ভ করব এবং বাকী যে চারটা মহকুমা থাকে তার জন্য ডাটা কালেকশন করছি। পাওয়া গেলেই ভারত সরকারের নিকট পাঠিয়ে দেব। তাছাড়া এবারের বাজেটে ৪৮টা পুলিশ ষ্টেশনে প্রাথমিক যে অগ্নি নির্ব্বাপক কেন্দ্র স্থাপন করার প্রস্তাব রয়েছে তাতেও আগুন নির্ব্বাপণের ক্ষেত্রে অনেক সুবিধা হবে। তাই এই বিষয়ে যে বরাদ্দ রয়েছে তা যথেস্ট এবং যে মহকুমার কথা বললাম সেগুলি থেকে ডাটা পাঠিয়ে ভারত সরকার থেকে যদি অনুমোদন পেতে পারি তা হলে আমাদের অর্থের অভাব হবে না। আমরা সাপ্লিমেন্টারি বাজেটেও সেটা করতে পারব। ডিমাণ্ড নাম্বার ২৪ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলেছে যে বন্ধ চা বাগানের বেকার শ্রমিকদের ভাতার ব্যবস্থা করা। সেটা সম্ভব নয় সরকারের পক্ষে। কারণ এই জাতীয় বেকার ভাতার কোন পরিকল্পনা সরকারের নাই। যে সমস্ত চা বাগান বন্ধ হয়ে যায় সেগুলি প্রাইভেট বাগান, গভর্ণমেণ্টের নয় এবং তার কর্ম্মচারীরাও গভর্ণমেণ্টের নন। সুতরাং তাদের ক্ষেত্রে কোন ভাতার ব্যবস্থা বাজেটে নাই এবং সেই জাতীয় পরিকল্পনাও নাই এবং সেটা করা সম্ভব নয়। তাহলে যেখানে ফার্ম্ম বা প্রাইভেট

ইণ্ডাষ্ট্রিতে যারা বেকার হবেন তাদের জন্য সরকার ভাতার ব্যবস্থা করবেন। সেটা কোথাও সম্ভব নয়। তবে যাতে বন্ধ চা বাগানগুলি আবার খোলে তার জন্য সরকার যথাবিহিত ব্যবস্থা অবলম্বন করছেন এবং যে সমস্ত চেষ্টা করা দরকার সেই সমস্ত চেষ্টা করছেন। তপশিলী ছাত্রছাত্রীদের জন্য বরাদ্দের অভাব, এই কথাটা ঠিক নয়। কারণ আমাদের বাজেটে ৯৫,০০০ টাকা রয়ে গেছে বোর্ডিং হাউস কনষ্ট্রাকশনের জন্য এবং তপশিলী ছাত্রছাত্রীদের জন্য আরও ২৫,০০০ টাকা রয়ে গেছে। সুতরাং ৯৫,০০০ প্লাস ২৫,০০০ এই বরাদ্দ আমার মনে হয়, হয়ত প্রয়োজন যথেষ্ট থাকতে পারে কিন্তু আমাদের আর্থিক সংগতির দিকটাও বিবেচনা করতে হবে। সেই দিক দিয়ে বিবেচনা করলে বরাদ্দ কম সেটা বলা যায় না এবং এই বছর এই বাজেটে তিনটা স্কুলে তপশীলি ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য বোর্ডিং হাউস নির্ম্মাণ করা হবে, ফটিকরায় হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল, রামকৃষ্ণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং খোয়াই গার্লস হায়ারসেকেণ্ডারী স্কুল, এই তিনটা স্কুলে ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টের বাজেট থেকে এই স্কুলের সংগে এটাচড বোর্ডিং হাউস নির্ম্মাণ করা হবে। জুমিয়া কলোনীগুলি থেকে উচ্ছেদ হয় বলেছেন। কিন্তু যারা জুমিয়া কলোনীতে পুনর্ব্বাসন পান তাদের সম্বন্ধে একটা নিয়ম রয়েছে যে ১০ বছরের মধ্যে তারা হস্তান্তর করতে পারবেন না। তাছাড়া ১০ বছর পরে হলেও এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে ট্রাইবেলদের বেলায় যদি কোন জমি নন্-ট্রাইবেলের কাছে হস্তান্তর করতে হয় তাহলে পারমিশন দরকার কালেক্টরের। বর্ত্তমানে সেটা আরও কড়াকড়ি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার অ্যাডভাইসার বোর্ড একটা আছে, তার মাধ্যমে এই পারমিশান দেওয়া হয়। সুতরাং এখন স্থানান্তর করা খুবই কঠিন। যদি কেউ কোন স্পেসিফিক কেস দিতে পারেন সদস্যগণ তাহলে সেটা তদন্ত করে নিশ্চয়ই দেখা হবে। কিন্তু বর্ত্তমানে যে নিয়ম রয়েছে তাতে হস্তান্তর করা খুব কঠিন। সুতরাং উচ্ছেদের প্রশ্ন কিছুতেই উঠতে পারেনা। বোর্ডিং হাউস ষ্টাইপেণ্ড বাড়ানোর জন্য মাননীয় সদস্য অঘোর বাবু যেটা বল্লেন সেটা সম্ভব নয়। কারণ তপশীলি ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য যে বোর্ডিং হাউস ষ্টাইপেণ্ড এর হার রয়েছে সেটা সর্ব্বভারতীয়। সুতরাং এটা সর্ব্বভারতীয় হার না বাড়লে আমাদের এখানে যেটা রয়েছে সেটা বাড়ানো সম্ভব নয়। আমরা এই বিষয়ে ভারত সরকারের নিকট যুক্ত করেছিলাম। তারা বলেছেন বর্ত্তমান আর্থিক অবস্থায় এটা সম্ভব নয়। আর এক জায়গায় বাড়ালে অন্যান্য জায়গায়ও বাড়াতে হবে। এটা সর্বভারতীয়ভাবে বাড়াতে হবে। এটা বাড়াতে হলে অনেক অর্থের প্রয়োজন। সেটা সম্ভব নয়। সুতরাং বোর্ডিং হাউস ষ্টাইপেণ্ডের কথা যেটা বললেন সেটা সম্ভব নয় সরকারের পক্ষে। লেপ্রোসির সম্বন্ধে যেটা বলেছেন সেটা সম্বন্ধে আমি অবশ্যই তদন্ত করব। কুষ্ঠ রোগী যারা রয়েছেন তারা কাজ কর্ম্ম করতে পারেনা, যারা সমাজে অস্পৃশ্য হয়ে রয়েছে তাদের সম্বন্ধে কি করা যায় সেই বিষয়ে সরকার বিশেষ বিবেচনা করবেন। আমি এই বিষয়ে আশ্বাস দিতে পারি এবং এই বলেই কাটমোশনের বিরোধিতা করে আমার ডিমাণ্ডকে হাউসের কাছে পেশ করছি। আশা করছি হাউস সেটা গ্রহণ করবেন।

Mr. Dy.Speaker :—Discussion is over. Now I am putting the cut motion to Vote. First I am putting the cut motion of Shri Bidya Ch. Deb Barma to vote.

The cut motion that the demand be reduced to Re. 1/- to discuss on-

'নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র সস্তা দরে সরবরাহের জন্য প্রয়োজনীয় ভর্তুকিদানের ব্যবস্থা করানোর প্রতিবাদ" was then put to vote and lost.

Then the cut motion of Shri Bidya Chandra Deb Barma on demand No. 24 to discuss on—ছুমিয়া কলোনীগুলিতে জমি হইতে উচ্ছেদ বন্ধ করার ব্যবস্থার অভাব was put to vote and lost.

Then the demand for Grant No. 13 that a sum not exceeding Rs. 8,70,000 (inclusive of the sums specified in Column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1971), be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1972. in respect of Demand No. 13—Miscellaneous Department was put and PASSED.

Then the demand No. 24 that a sum not exceeding Rs. 79,94.000/- (inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1971). be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1972, in respect of Demand No. 24—Miscellaneous, Social and Developmental organisation was put and PASSED.

Mr. Dy. Speaker :—The House stands adjourned till 11 A. M. on Wednesday the 31st March, 1971.

Papers laid on the table

QUESTION

ক) তিলথৈ উপ্তাখালী ও হাওয়ের বাজারে (বীরচন্দ্র নগর) সরকারী dispensary তে অবিলম্বে ডাক্তার দেওয়া হবে কি ?

খ) উক্ত এলাকার জনসাধারণ পুনঃ পুনঃ ডাক্তারের জন্য আবেদন করা সত্বেও ডাক্তার না দেওয়ার কারণ কি ?

ANSWER

ক) তিলথৈতে ডাক্তার দেওয়া হইয়াছে। উপ্তাখালী ও হাওয়ের বাজারেও দেওয়া হইবে।

খ) ডাক্তারের স্বল্পতা ইহার কারণ।

QUESTION

1) Total number of petitions received by the Department in 1969, 1970 and upto February, 1971 from Jumias, Landless Scheduled Tribes under Mohanpur Block for settlement and

2) Total No. of proposals initiated by the Government for settlement against these petitions.

ANSWER

1 }
2 } Meterials are under collection.

Starred Question No. 165 **By Shri Bidya Chndnra Deb Barma.**

QRESTION

১। আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটির নির্ব্বাচন অনুষ্ঠানে বিলম্বের কারণ কি?

২। শীঘ্র নির্ব্বাচন অনুষ্ঠান সম্পর্কে সরকার কোন প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন কি?

৩। যদি দিয়া থাকেন, প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিবেন কি?

ANSWER

১। ১৯৩২ ইং সনের পশ্চিম বঙ্গ মিউনিসিপ্যাল আইন যাহা বর্ত্তমানে ত্রিপুরায় চালু আছে তাহা সংশোধনের প্রয়োজন বিধায় এবং তাহা সংশোধন সাপেক্ষে এবং ভারত সরকার কর্ত্তৃক প্রয়োজনীয় অর্থ মঞ্জুরী না হওয়ায় নির্ব্বাচন অনুষ্ঠান বিলম্বিত হইতেছে।

২। শীঘ্র নির্ব্বাচন সম্পর্কে সরকার সিদ্ধান্ত নিয়াছিলেন। প্রতিশ্রুতি দেন নাই।

৩। নির্ব্বাচন যত তাড়াতাড়ি হয় সরকার তাহার চেষ্টা করিতেছেন। প্রতিশ্রুতি রক্ষার প্রশ্ন উঠে না।

Starred Question No. 166 **By Shri Bidya Chandra Deb Barma.**

প্রশ্ন

১। আগরতলা সরকারী দুগ্ধ কেন্দ্রের দুগ্ধ সরবরাহের পরিমাণ কি কমেছে,

২। যদি কমে থাকে তার কারণ;

৩। দুগ্ধ উৎপাদন বাড়াবার জন্য সরকার থেকে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইতেছে:

উত্তর

১। হাঁ।

২। বিগত বৎসরে গবাদি পশুর নানা প্রকার সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব এবং কম বৃষ্টিপাতের জন্য প্রয়োজনীয় ঘাস ও গুল্মাদির উৎপাদন ব্যহত হয়।

৩। (ক) নতুন আর একটি গো উন্নয়ন কেন্দ্র স্থাপন।

(খ) বর্ত্তমান গো উন্নয়ন কেন্দ্রগুলির সম্প্রসারণ।

(গ) পার্ব্বত্য এলাকায় গো-উন্নয়ন কেন্দ্র স্থাপন।

(ঘ) উন্নত জাতের ষাড় আমদানী করিয়া দেশী গরুগুলির উন্নতি বিধান।

(ঙ) গো-উন্নয়ন কেন্দ্রের বাহিরে অবস্থিত স্থান সমূহে উন্নত জাতের ষাঁড় বণ্টন করিয়া দেশী গাভীগুলির উন্নতি বিধান।

(চ) দুগ্ধ উন্নয়ন প্রকল্পগুলির সম্প্রসারণ করিয়া কৃষক সমাজকে আধুনিক বৈজ্ঞানিক উপায়ে গৃহ পালিত পশুর লালন পালন করিবার জন্য শিক্ষিত করিয়া তোলা।

(ছ) প্রতিটি সমষ্টি উন্নয়ন কেন্দ্রে গো-খাদ্য উৎপাদনের জন্য বীজ ও চারা বিতরণ।

Starred Question No· 175 **By Shri Jatindra Majumder.**

Question

১। জিরানীয়া প্রাইমারী হেলথ সেণ্টার হইতে যে মোভাইল ডিস্পেনসারী চালিত ছিল ইহা অতি সত্বর চালু করার পক্ষে কি অন্তরায় আছে।

২। থাকিলে অতি সত্বর ঐ সমস্ত দূরীভূত করিয়া উক্ত ডিসপেনসারী চালু করা হইবে কি ?

ANSWFR

১। জিরানীয়া প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে ২ জন ডাক্তার ও গাড়ী চালু অবস্থায় থাকিলে মোভাল ডিসপেনসারীর কাজও চালু থাকে।

২। হাঁ।

STARRED QUE TION NO. 180 BY
Shri Aghore Deb Barma
QUESTION

Will the Hon'ble Minister-incharge of Local Self Government Department be pleased to state :—

১। প্রতি বৎসর বর্ষাকালে আগরতলা মহারাজগঞ্জ বাজারের রাস্তাঘাট কর্দমাক্ত হইয়া দুরবস্থার সৃষ্টি হয় তাহা রাজ্য সরকার পরিচালিত পৌর কর্তৃপক্ষ অবগত আছেন কিনা ;

২। যদি অবগত থাকেন প্রতিকারের কোন ব্যবস্থা করা হইবে কি ?

ANSWER

১। হ্যাঁ, মহারাজগঞ্জ বাজারের আভ্যন্তরীণ রাস্তা-ঘাটের অবস্থা সম্পর্কে পৌর কতৃপক্ষ অবগত আছেন।

২। ঐ বাজারের রাস্তাঘাট, ড্রেইন ইত্যাদির উন্নতিকল্পে নিম্ন লিখিত উন্নয়নমূলক কার্য্যসূচী বর্ত্তমান আর্থিক বৎসরে (১৯৭০-৭১) করা হয়েছে।

(ক) পাকা ড্রেইন নির্মাণ—১·৫০ কি মিঃ

(খ) রাস্তা-ঘাট মেটেলিং —০·৫৫ কি মিঃ।

(গ) রাস্তার ইটের সোলিং—০·২৫ কি মিঃ।

STARRED QUESTION NO 185 BY

Rajkumar Kamaljit Singh

Will the Hon'ble Minister in-charge of the Animal Husbandry Department be pleased to state :—

প্রশ্ন	উত্তর
১। গত ১৯৬৫ সন হইতে ১৯৭১ইং ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত পশুপালন বিভাগের গো-প্রজনন কেন্দ্রের কর্মী (Stock man) গনকে কাহাকে কতবার এক Key Village Block হইতে অন্য Key Village Block-এ Transfer করা হইয়াছে ?	১। ক) ৩২ জনকে একবার এবং খ) ১ জনকে দুইবার।
২। Stockman কর্মী একই Key Village Block-এ ৫ বৎসরের অধিক কাজ করিতেছে ইহাদের সংখ্যা কত ?	২। এইরূপ কর্মীর সংখ্যা ১৩ জন।
৩। তাহাদিগকে অন্য Block-এ Transfer না করার কারণ কি ?	৩। জন স্বার্থের প্রয়োজনে উল্লিখিত কর্মীর বদলি বিলম্বিত করা হইতেছে।

STARRED QUESTION NO 85 BY

Shri Aghore Deb Barma

QUESTION

Will the Minister-in charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state—

১। গত আর্থিক বৎসরে অমরপুর পাইলট প্রজেক্টে বলদ, বীজ, সার, কৃষি যন্ত্রপাতি এবং সাময়িক ভাতা ইত্যাদি বাবত যে তিন লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দ ছিল, গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী পর্য্য (১৯৭১ ইং) তন্মধ্যে কত টাকা খরচ হয়েছে ; এবং

২। যে টাকা খরচ হয়েছে তা কোন খাতে কত ?

ANSWER

১। ২। } তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।

UNSTARRED QUESTION NO 108 BY
Shri Ghanasyam Dewan

QUESTION

Will the Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state.

১। ছামনু টি, ডি, ব্লকে কলোনী এবং কলোনীর বাহিরে এ পর্য্যন্ত কত পরিবার ভূমি-হীন উপজাতি ও জুমিয়া উপজাতি পুনর্বাসনের জমি ও আর্থিক সাহায্য পাইয়াছে :

২। তন্মধ্যে কত পরিবার স্থায়ীভাবে বসবাস করিতেছে এবং কত পরিবার অ-উপজাতির নিকট বে-আইনী হস্তান্তর করিয়াছে তাহার মৌজা ভিত্তিক হিসাব ?

ANSWER

১। | তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।
২। |

UNSTARRED QUESTION NO. 111 BY
Shri Ghanasyam Dewan

QUESTION

Will the Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state—

১। গত ১৯৬৭ থেকে বর্ত্তমান আর্থিক সন পর্য্যন্ত ত্রিপুরায় কত পরিমাণ ভূমিহীন উপজাতি এবং জুমিয়া পরিবারকে পুনর্ব্বাসন দেওয়া হইয়াছে ;

২। কোন বিভাগে কত পরিবার তাহার পৃথক পৃথক হিসাব ?

ANSWER

১। গত ১৯৬৭-৬৮ থেকে ১৯৭০-৭১ইং সন পর্য্যন্ত ২১০৮টি জুমিয়া পরিবার ও ১৬০৯টি ভূমিহীন আদিবাসী পরিবারকে পুনর্ব্বাসন দেওয়া হইয়াছে।

২। সঙ্গীয়—পরিশিষ্ট 'ক' এ দেওয়া গেল।

ANNEXURE "A"

STATEMENT SHOWING THE NUMER OF FAMILIS SEITLED DIVISION WISE.

JUMIA FAMILIES

1.	Sadar	...	103
2,	Khowai	...	497
3.	Kailashahar	...	493
4,	Dharmanagar	...	102
5.	Sonamura	...	123
6,	Udaipur	...	354
7,	Belonia	...	56
8,	Sabroom	...	251
9.	Kamalpur	...	129
		Total—	2,108 families

Landless tribal Agriculturist

1.	Sadar	...	714
2,	Khowai	...	611
3,	Belonia	...	68
4.	Amarpur	...	162
5.	Sabroom	...	27
6,	Udaipur	...	22
7.	Kamalpur	...	5
		Total—	1,609 families

Unstarred Question No. 113,

BY **Shri Ghanasyan Dewan.**

QUESTION

Will the Minister-in-charge of the Tribal Welfare Department be pleased to state :—

১। ছামনু টি, ডি, ব্লকের ট্রাইবেল কলোনীগুলিতে বর্তমান আর্থিক সন পর্যন্ত যোগাযোগ খাতে কত টাকা ব্যয় করা হইয়াছে ; এবং

২। তাহাতে কোন কলোনীতে কত টাকা ব্যয় এবং কত মাইল রাস্তা করা হইয়াছে তাহার পৃথক পৃথক হিসাব ;

ANSWER

১। } তথ্য সংগ্রহাধীন আছে।
২। }

UNSTARRED QUESTION No. 126 By

Shri Nishikanta Sarkar.

QUE TION

Will the Minister-in-chagre of the Tribal Welfare Department be pleased to state—

১৯৬৯-৭০ইং সনে অনুন্নত আদিবাসী ট্রাইবেলের গৃহ নির্মাণের সাহায্য ত্রিপুরা রাজ্যের কোন কোন মহকুমার কোন কোন মৌজার কাহাকে কত টাকা দেওয়া হইয়াছে।

ANSWER

১৯৬৯-৭০ইং সনের ১০১ জন অনুন্নত আদিবাসী পরিবারকে গৃহ নির্মাণের সাহায্য ৩০০ টাকা হিসাবে দেওয়া হইয়াছে, মহকুমা ও মৌজা ভিত্তিক হিসাব এতদসঙ্গে প্রযুক্ত করা হইল।

ANNEXURE—"A"

Name of Sub-Division.	Name of Persons and his father's name.	Name of Mouja.	Amount.
1	2	3	4
Khowai Sub-Division.	1. Shri Kharendra Reang S/O L. Shiangroy ,,	Baladapara	Rs. 300/-
	2. Shri Kamaiya Reang S/O. Balad ,,	,,	Rs. 300/-
	3. Shri Sastiroy ,, S/O. L. Maidaroy ,,	,,	Rs. 300/-
	4. Shri Muktising Reang S/O. L. Latala ,,	,,	Rs. 300/-
	5, Shri Gobinda Reang S/O.L. Krichandra Reang	,,	Rs. 300/-
	6. Shri Kating thang Reang S/O. Chatairam ,,	Takthaila Para	Rs. 300/-
	7. Shri Mahanta Reang S/O, L. Dayahari ,,	Paltanjoy Para	Rs. 300/-
	8. Shri Asha Ch. Reang S/O. Kni Ch, ,,	Balada Para	Rs. 300/'
	9. Shri Krishana Ch. Reang S/O. Bharat Ch. Reang	,,	Rs. 300/-

	2	3	4
10.	Shri Lakaroy Reang S/O. L. Mabinch ,,	Shib Prasad para	Rs. 300/-
11.	Shri Rastada Reang S/O. Shri Bharat ,,	Balada Para	Rs. 300/-
12.	Shri Bhakti Ram Reang S/O. Bharat Ch. ,,	,,	Rs. 300/-
13.	Shri Asaroy Reang S/O. L. Jaladhar Reang	,,	Rs. 300/-
14.	Shri Sataray Reang S/O. Joy Ch. ,,	Muktiram Para	Rs. 300/-
15.	Shri Pancha Kr. Reang S/O. L. Sarat Ch ,,	Bauadpara	Rs. 300/-
16.	Shri Karmiha Reang S/O. L. Taraha ,,	Pardiraypara	Rs. 300/-
17.	Shri Milaray Reang S/O. Shri Mahanta Reang	Paltanjoypara	Rs. 300/-
18.	Shri Budhu Santal S/O. Durgacharra Santal	Akhurabari	Rs. 300/-
19.	Shri Mausa Santal S/O. L. Jadal ,,	,,	Rs 300/-
20.	Shri Nakul Santal S/O. Dhamia ,,	,,	Rs. 300/-
21.	Shri Samar Munda S/O. Jahan ,,	,,	Rs. 300/-
22.	Shri Magru Munda S/O. Jadab ,,	,,	Rs 300/-
23.	Shri Abhimanya Munda S/O. Chintamani ,,	,,	Rs. 300/-
24.	Shri Sabdha Roy Reang S/O. Sri Badanch ,,	Gulichera	Rs. 300/-
25.	Shri Rabich Deb Barma S/O. L. Manai ,,	Carangichera	Rs. 300/-
26.	Shri Shib Nath Deb Barma S/O. L. Balakmani Deb Barma	,,	Rs. 300/-
27.	Shri Prasanna Kr. Deb Barma S/O. L. Hariram ,,	,,	Rs. 300/-

1	2	3	4
Kailashahar Sub-division (Chaumanu)	1. Shri Sidhiram Reang S/O. Daigyarai ,,	Tarabanchera Tribal colony	Rs. 300/-
Kailashahar Sub-division (Kumarghat)	1. Shri Narul Halam S/O. L. Renpurihum Halam	Dhaluchera	Rs. 300/-
	2. Shri Bunsokril Halam S/O. Shri Chantenmul Halam	,,	Rs. 300/-
	3. Shri Lantensen Halam S/O. L. Mala ,,	,,	Rs. 300/-
	4. Shri Tuglujiha ,, S/O, Sri Reljikhi ,,	,,	Rs. 300/-
	5. Shri Naitulha Darlong S/O. L. Lalshuama Darlong	Chinibagan	Rs. 300/-
	6. Shri Khomliana ,, S/O. L. Kuala ,,	,,	Rs. 300/-
	7. Shri Kamdingliana Darlong S/O. K Nolguna ,,	,,	Rs. 300/-
	8. Shri Dinga Darlong S/O. L. Bhunga ,,	,,	Rs. 300/-
	9. Shri Khuma Darlong S/O. Dinga ,,	,,	Rs. 300/-
Kailashahar Sub-division (Kanchanpur)	1. Shri Chandra Mohan Chakma S/O. L. Chamya ,,	Dopada	Rs. 300/-
	2. Shri Chida Chakma S/O. Akch ,,	,,	Rs. 300/-
	3. Shri Char Mohan Reang S/O. Tangsuiya ,,	Laljuri	Rs. 300/-
	4. Shri Sambhuram Reang S/O. Tangsuiya ,,	,,	Rs. 300/-
	5. Shri Arunjoy Reang S/O. L. Uratan ,,	Habinchera	Rs. 300/-

1		2	3	4
Kailashahar Sub-Division (Kanchanpur)	6.	Shri Briskharam Reang S/O. Ratausing Reang.	Tuisama	Rs. 300/-
	7.	Shri Dhananjoy Reang S·O. L. Purmiham ,,	Laljuri	Rs. 300/-
Dharmanagar Sub-division	1,	Shri Swargadhan Chakma S/O. L. Amua Chakma	Dhamichera	Rs 300/-
	2.	Shri Lakhindar Chakma S/O. L. Begtya Chakma	Pecharthal	Rs. 300/-
	3.	Shri Ranga Chanda Chakma S/O. L. Bangalia Chakma	Kanehanpuri	Rs. 300/-
-do-(Panisagar)	1.	Shri Arunajoy Reang S/O,. Uttar Reang	Nabincherra	Rs. 300/-
Kamalpur Sub-Division (Salema)	1.	Shri Neidhantihin Halam S/O. L. Dilusan ,,	Kachuchera Tribal Colony	Rs. 300/-
	2.	Shri Lalchauthai Halam S/O. L, Chunguna ,,	-do-	Rs. 300/-
	3.	Shri Lalsom Khup Halam S/O. Charsuk ,,	-do-	Rs. 300/-
	4.	Shri Heichunglion Halam S/O. L. Lalgicauful ,,	-do-	Rs. 300/-
	5.	Shri Charpaichung Halama. S/O. L. Charanack ,,	-do-	Rs. 300/-
	6.	Shri Ram Ch. Deb Barma S/O. L. Lakshman ,,	Daluchera Tribal Colony	Rs. 300/-
	7,	Shri Bishanath Deb Barm S/O. L, Harichand ,,	-do-	Rs. 300/-
	8.	Shri Braja Gopal Deb Barma S/O. L. Bharath Ch. Deb Barma	Paubua Tribal Colony	Rs. 300/-
	9.	Shri Jyodhistir Deb Barma S/O. L. Swaranjoy ,,	-do-	Rs. 300/-
	10.	Shri Tarani Deb Barma S/O. L. Gourdhan ,,	Mendihour Tribal Colony	Rs. 300/-

1		2	3	4
Sadar Sub-Division.	1.	Shri Bidya Mohan Deb Barma S/O. L. Ramgati ,,	Kalapnia	Rs. 300/-
	2.	Shri Kartik Kr. Deb Barma S/O. L. Subin Ch. Deb Barma	Karaimura	Rs. 300/-
	3.	Shri Nibaran Ch. Deb Barma S/O. L. Bijoy Kr. Deb Barma.	Ramnagar	Rs. 300/-
	4.	Shri Kartik Kr. Deb Barma S/O. Srikula Ch. Deb Barma	Barjala	Rs. 300/-
	5.	Smt. Budhu Laxmi Devi W/O. L. Mangal Ch. Deb Barma	Sohachara Thakur para	Rs. 300/-
	6.	Shri Sarat Sisim S/O. L. Adham ,	Madhupur	Rs, 300/-
	7.	Shri Sarat Sangma S/O. Nishi Kanta Sangma	-do-	Rs. 300/-
	8.	Shri Rajami Deb Barma S/O. Jibandas Baisnab	Harinath Sardar para	Rs. 300/-
	9.	Shri Subich Deb Barma S/O. L. Aujaray ,,	-do-	Rs. 300/-
	10.	Shri Chaitra Mohan Deb Barma S/O. Jibandas Baisnab	-do-	Rs. 300/-
Sonamura Sub-Division	1.	Shri Shyam Kr. Deb Barma S/O. L. Dhan-prashad Deb Barma	Taijiling Tribal Colony	Rs. 300/-
	2.	Shri Saudhyaram Deb Barma S/O. L. Bashiram ,,	-do-	Rs 300/-
	3.	Shri Jestapada Noatia S/O. Jatanhari .,	Chaudu	Rs. 300/-
	4.	Baifaram Noatia S/O. Sonapada ,,	-do-	Rs. 300/-
	5.	Shri Srinibash Murasing S/O. Shri Rasikdas	Microchapara Tribal Colony	Rs. 300/-

1		2	3	4
Sonamura Sub-division	6.	Shri Lalithala Halam S/O. L. Sonaram ,,	Microchapara Tribal Colony	Rs. 300/-
	7.	Shri Anandabashi Noatia S/O· Jaista Kr. ,,	Mohan Bhug Tribal Colony	Rs. 300/-
	8.	Shri Mohanta Deb Barma S/O. Lilamprasad ,,	-do-	Rs. 300/-
	9.	Shri Rajani Kr. Deb Barma S/O. L. Brajagopal ,,	-do-	Rs. 300/-
	10.	Shri Ratha Ch. Deb Barma S/O. L. Pushpa Kr. ,,	-do-	Rs. 300/-
Udaipur Sub-Division.	1.	Shri Nityananda Jamatia S/O. L. Ruhising	Ranikilla Tribal Colony	Rs. 300/-
	2.	Shri Benoy Marak S/O. L. Chabichand Marak	-do-	Rs. 300/-
	3.	Shri Bangkhilan Kuki S/O. L. Nilas Kuki	-do-	Rs. 300/-
	4.	Shri Gswan Ch. Tripura S/O. Sarananda ,,	-do-	Rs. 300/-
	5.	Shri Hari Kr. Murasingh S/O. L. Janusmuni ,,	-do-	Rs. 300/-
	6.	Shri Pranbahadur Jamtia	Fulkumari Tribal colony	Rs. 300/-
	7.	Shri Samboo Tripura S/O. L. Haridhan Tripura	-do-	Rs. 300/-
Belonia Sub-Division.	1.	Shri Fanglafru Mog S/O. L. Binafru ,,	West Manu	Rs. 300/-
	2.	Shri Suidhroy Mog S/O. Faiseuri ..	-do-	Rs. 300/-
	3.	Shri Sachindra Garo S/O. Jarunath .,	-do-	Rs. 300/-
	4.	Shri Fulabashi Munda S/O. Ramnath ,,	-do-	Rs. 300/-
	5.	Shri Afhai Mog S/O. Manghufru Mog	-do-	Rs. 300/-

1		2	3	4
Belonia Sub-division	6.	Shri Nara Chakma S/O. L. Radhamohan Mog	Gardhang	Rs. 300/-
	7.	Shri Krishna Ch. Bhil S/O. L. Dhamia ,,	Anandapur	Rs. 300/-
	8.	Shri Durjadhan Bhil S/O. L. Lingrayam Bhil	-do-	Rs. 300/-
	9.	Shri Ramaria Bhil S/O. L. Narshu "	-do-	Rs. 300/-
	10,	Shri Kishuk Sautal S/O. L. Arjun "	-do-	Rs. 300/-
Sabroom Sub-division. (Satchand)	1.	Shri Bautia Tripura S/O. L. Purna Mani Tripura	Barbil	Rs. 300/-
	2.	Shri Abhi Kr. Tripura S/O. L. Adharai "	Silachari	Rs. 300/-
	3.	Shri Brajendra Tripura S/O. L. Purna Ch. ,,	Suknachari	Rs. 300/-
	4.	Shri Hem Ranjan Chakma S/O. L. Bantia ,,	-do-	Rs. 300/-
Sabroom Sub-Division	1.	Shri Chailafru Mog S/O. L, Kongjoyfru Mog	Uttar Manu Bunkul	Rs. 300/-
	2.	Shri Kala Chand Chakma S/O. Shri Yatan Kr. "	Silachari	Rs, 300/-

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE GOVERNMENT OF UNION TERRITORIES ACT, 1963.

31st March, 1971.

The House met in the Assembly Chamber, Agartala at 11 A. M. on Wednesday, the 31st March, 1971.

PRESENT.

The Hon'ble Manindra Lal Bhowmick, Speaker, the Chief Minister, three Ministers, the Deputy Speaker, the Dy. Minister & 25 Members.

Mr. Speaker :—To-day in the List of Business are the following questions to be answered by the Minister concerned. Starred Questions. Shri Promode Ranjan Dasgupta.

Shri P. R. Dasgupta :—Question No. 61.

Shri Krishnadas Bhattacharjee :—Mr. Speaker, Sir, Question No. 61.

QUESTIONS	ANSWERS
1) Whether the upgradation of Kalagachia Senior Basic School under Sidhai P. S. will be taken into consideration within the present financial year ;	1) Net yet decided.
2) if not, the reason therefor.	2) Site for starting of High School during the current financial year has not yet been selected.

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে এই স্কুলের বর্ত্তমান রোল ষ্ট্রেনথ্ কত ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে এই স্কুলের উইদিন ফাইভ মাইলস রেডিয়াসের মধ্যে আর কোন স্কুলই নাই, হাই অথবা হায়ার সেকেণ্ডারী ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে আপনি কোন সময়ে অ্যাস্যুরেন্স দিয়েছিলেন কিনা যে এই স্কুলটাকে হায়ার সেকেণ্ডারী বা হাই স্কুল করা হবে ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—কোন অ্যাস্যুরেন্স দেওয়া হয় নাই। তবে আমি একবার সেখানে গিয়েছিলাম এবং বলেছিলাম যে পরীক্ষা করে দেখব।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—পরীক্ষা করে কি দে । হয়েছে ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—দেখা হয়েছে।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—রেজাল্ট কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—জাষ্টিফিকেশন নাই।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি সেখানে রেল স্ট্রেনথ কি জন্য জাষ্টিফাই করে না ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—প্রায়রিটি বেসিসে এখন সেটা আসে না। তার চেয়ে অনেক প্রয়োজনীয় হাই স্কুল দরকার।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি হোয়াট ইজ দি ক্রাইটেরিয়া ইন সিলেকটিং সাইট ফর হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—আমাদের বৎসরে তিনটা করে হাই স্কুল থাকে এবং যদি পাঁচ মাইলের ভিতর হাই স্কুল না থাকে তবে সেখানে দেওয়া হয়। কিন্তু তার মধ্যেও দেখতে হয় কোনটা বিশেষ প্রয়োজনীয়। ইন্টারিয়রে বহু জায়গায় আমাদের স্কুল নাই। তাছাড়া অনেক সাবডিভিশন আছে যেখানে গার্লস হাই স্কুল নাই। সেগুলি না দিয়ে কলাগাছিয়াতে হাই স্কুল দেওয়া যায় না।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এই বছর কতগুলি গার্লস এবং বয়েজ হাই স্কুল খোলা হয়েছে ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে ক্রাইটেরিয়া দিলেন সেই ক্রাইটেরিয়ার মধ্যে এই কলাগাছিয়া পড়ে কিনা ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—এটা আমরা পরীক্ষা করে দেখব।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীমনোরঞ্জন নাথ।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—Question No. 100.

Shri Krishnadas Bhattacharjee :—Mr. Speaker, Sir, question No. 100.

প্রশ্ন

ক) কলেজে merit stipendএর Principle কি ; কিসের ভিত্তিতে দেওয়া হয় ;

খ) একমাত্র ছাত্রদের meritএর উপর নির্ভর করা হয় কি ; না অভিভাবকের আয়ের উপর নির্ভর করা হয়।

গ) অভিভাবকের আয়ের সঙ্গে ঐ পরিবারের লোক সংখ্যা বিবেচনা করা হয় কি ?

উত্তর

ক) যাহারা বোর্ড অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় শতকরা ৫০ নম্বর বা তাহার অধিক নম্বর পায় এবং যাহাদের পিতামাতার আয় মাসিক ৫০০ টাকা বা তার কম এবং যাহারা ত্রিপুরার স্থায়ী বাসিন্দা তাহাদিগকে মেধা ক্রম অনুযায়ী বাজেট বরাদ্দ অনুসারে merit stipend দেওয়া হইয়া থাকে।

খ) না. পিতামাতা বা অভিভাবকের আয়ের উপর ও নির্ভর করা হয়।

গ) না।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, একটা পরিবারে তিনজন লোক ৫০০ টাকা ইনকাম, আর একটা পরিবারে ১০ জন লোক ৬০০ টাকা ইনকাম। সেটা কনসিডারেশন না করার কারণটা কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—আমাদের রুলসে বাভার করে না।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, আমি যে গ্রাউনডগুলি দিলাম, তা যুক্তিসঙ্গত মনে করেন কিনা ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—অনেক কিছুই যুক্তিসঙ্গত মনে হয়, কিন্তু সেটা সম্ভব হয় না।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, যুক্তিসঙ্গত হয়, তাহলে এটার সম্পর্কে চেষ্টা করতে আপত্তি কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বেকার ভাতা দেওয়াটা ও যুক্তিসঙ্গত, কিন্তু সেটা কি সম্ভব ?

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, আমি বলেছি যে অনেকের মেরিট আছে এমন ছেলেরা মেরিট ষ্টাইপেণ্ড পাচ্ছে না বলে তারা তাদের লেখাপড়া ছেড়ে দিতে বাধ্য হচ্ছে ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—রুলসে যা আছে, তার বাহিরে কিছু করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

শ্রীআবদুল ওয়াজিদ : মানীয় মন্ত্রী মহোদয়, যেহেতু মেরিট ষ্টাইপেণ্ডের জন্য অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে, সেহেতু যাদের মেরিট আছে, তাদেরকে ষ্টাইপেণ্ড দেওয়া হবে, সেখানে আবার ইন্‌কামের যে লিমিটেশান রাখা হয়েছে. তা কেন রাখা হয়েছে, তা আমি বুঝতে পারছি না, এটা একটু বুঝিয়ে বলবেন কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—৫০০ টাকার উপর যাদের আয়, সরকার মনে করেন তারা তাদের ছেলেমেয়েদের নিজেদের আয়ের অর্থ থেকে খরচ করে লেখাপড়া শিখাতে পারবেন, সেজন্য এই ৫০০ টাকার লিমিট রাখা হয়েছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, যে পার্সেন্টেজের কথা বল্লেন, মেরিট ষ্টাইপেণ্ড সম্পর্কে, তাতে সিডিউলড কাষ্ট এবং সিডিউলড ট্রাইবসদের বেলায় কোন তারতম্য করা হয় কিনা, জানাবেন কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—মেরিট স্কলারসীপ হল ফিফ্‌টি পার্সেন্ট আর সিডিউলড ট্রাইবস এবং সিডিউলড কাষ্টএর জন্য আলাদা প্রভিশান রয়েছে, তার জন্য কোন মেরিটের প্রশ্ন আসে না, তাদের জন্য আলাদা রুলসও রয়েছে। তাদের মেরিট থাকলেও পাবে আর না থাকলেও পাবে।

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :—স্যার, যেহেতু এটা মেরিট ষ্টাইপেণ্ড, সেহেতু এটা মেরিটের ভিত্তিতে দেওয়া হয়। তাছাড়া দেখা যাচ্ছে যে লো-ইনকাম গ্রুপের ইনকাম যদি ৪/৫ টাকা বেশী হয় তাহলে তারা সেটা পাচ্ছে না। ফলে সমাজ ভাঙ্গনের যে একটা টেণ্ডেন্সী গ্রো করতে দেওয়া হচ্ছে, এটাকে রোধ করার জন্য বর্ত্তমানে যে রুল আছে, তাকে রিভাইসড করার কোন চিন্তা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় করছেন কিনা, সেটাই আমরা জানতে চাই ?

Mr. Speaker :—I think, the minister concerned has replied to this question.

শ্রীসুনীলচন্দ্র দত্ত :—স্যার, আমার প্রশ্ন হল শুধুমাত্র মেরিটের উপর বিবেচনা দেওয়া হবে কি না, অর্থাৎ এখন যেটা দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না, সেটা দেওয়ার কথা সরকার বিবেচনা করছেন কিনা, সেটা আমরা জানতে চাইছি?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখন যেটা দেওয়া হচ্ছে, এটা ঠিক মেরিট স্কলারসীপ নয়, এটা হল মেরিট-কাম-মীনস স্কলারসীপ।

শ্রীসুনীলচন্দ্র দত্ত :—আমার প্রশ্নটা ছিল, মীনসটা বাদ দিয়ে শুধু মাত্র মেরিট স্কলারসীপ দেওয়া হবে কিনা ? আমি এটা এজন্য বলছি অনেক ভাল ভাল ছেলে এই ষ্টাইপেণ্ড না পাওয়ার জন্য তাদের লাইফ স্পয়েলড হয়ে যাচ্ছে। কাজেই যেখানে ৫০০ টাকা পর্য্যন্ত দেওয়া হচ্ছে, সেখানে যদি ৫০১ টাকা বা ৫১০ টাকা পর্য্যন্ত যাদের ইনকাম এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ষ্টাইপেণ্ড দেওয়া যায়, সেজন্য মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বিবেচনা করে দেখবেন কিনা ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আগেও বলেছি যে এই রুলসটা সর্ব্ব ভারতীয় ভিত্তিতে করা হয়েছে, এখন যদি এক টু কিছু চেঞ্জ করা হয়, এখানে আমাদের চেঞ্জ করার অবশ্য কোন ক্ষমতা নেই, সেটা করবে গভঃ অব ইণ্ডিয়া, কাজেই গভঃ অব ইণ্ডিয়ার যে মেরিট-কাম-মীনস স্কলারসীপ এ্যাণ্ড নেশান্যাল স্কলারসীপ আছে তার সবগুলিরই মধ্যে পরিবর্ত্তন আনতে হবে। আর আমরা যদি এখন এই বিষয়ে চেষ্টা করতে যাই, তাহলে আমি মনে করি আমাদের সেই চেষ্টা বৃথা হবে, তাছাড়া এখনই আমার পক্ষে এই বিষয়ে চেষ্টা করা সম্ভব নয়।

শ্রীসুনীলচন্দ্র দত্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের চেষ্টা করতে আপত্তির কারণ কি, তিনি এর আগে কোন চেষ্টা করে দেখেছেন ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—স্যার, এই বিষয়টা আমি নানা দিক থেকে দেখেছি। অল ইণ্ডিয়া পেটার্ণের যেসব রুলস আমাদের এখানে চালু আছে তার মধ্যে সামান্য রকমের পরিবর্ত্তন আনতেও আমরা সক্ষম হয়নি। কারণ এই বিষয়ে যখনই আমরা গভঃ অব ইণ্ডিয়ার কাছে গিয়েছি, তারা সেটাকে ফ্লেটলী রিফিউজড করে দিয়েছে। সুতরাং এর পরিপ্রেক্ষিতে আমি বলতে পারি এই বিষয় নিয়ে যদি যাই, তাহলে কাজের কাজ কোন কিছুই হবে না। আমি যেতে পারি তাতে সরকারের কিছু টাকা পয়সা খরচ হবে, এই সার, এর বেশী কিছু হবে না।

শ্রীবাজুবান রিয়াং :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, অভিভাবকদের আয় কিসের ভিত্তিতে নির্ধারিত হয় ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—অভিভাবকের আয়, এস, ডি, ও মহাশয় যে সার্টিফিকেট দিবেন, তার ভিত্তিতেই নির্ধারিত হবে। এস, ডি, ওর কাছে অভিভাবকরা তাদের আয়ের বিবরণ দিবেন, এবং এস, ডি, ও সাহেব সেটা ইনকোয়েরী করে সার্টিফিকেট দিবেন এই হচ্ছে নিয়ম।

শ্রীবাজুবান রিয়াং :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, জানাবেন কি এস, ডি, ও সেগুলির প্রপার ইনকোয়েরী করে দেখেন কিনা, না তার খেয়াল খুসীমত একটা সার্টিফিকেট দিয়ে দেন ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—প্রপার ইনকোয়েরী করে এইসব সার্টিফিকেট দেওয়া হয়, কেন না তাদের উপর এমন ইনষ্ট্রাকশান দেওয়া আছে, তারা যেন সেগুলিকে প্রপারলী ইনকোয়েরী করে দেখেন এবং তারপরে সার্টিফিকেট ইস্যু করেন।

শ্রীআবদুল ওয়াজিদ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি এই যে আয়, এটা কি কোন ব্যক্তির প্রপারটির উপর আয়, না তার পরিবারের খাওয়া দাওয়ার পরে যেটা বেশী থাকে, সেটার হিসাব করে তার আয় নির্দ্ধারিত হয় ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—কোন ব্যাক্তি যে আয় করেন, সেটার থেকে কোন ডিডাকশান হয় না, এই যে ডিডাকশানের আগে যে আয় হয়, সেটাই তার আয়। যেমন ধরুন একজন লোক ২০০ টাকা বেতন পান, এই ২০০ টাকাই তার প্রকৃত আয় বলে ধরা হয়।

শ্রীবাজুবান রিয়াং :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, একজন কৃষক বা একজন ব্যবসায়ীর আয় কিসের উপর ভিত্তি করে নির্ধারিত হবে, বলতে পারেন কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :— উপযুক্ত তদন্ত ক্রমে।

শ্রীবিনয়ভূষণ ব্যানার্জী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ইহা কি সত্য যে যাদের বাৎসরিক আয় ২ হাজার টাকা, তাদেরকে কোন ষ্টাইপেণ্ড দেওয়া হয় না ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—যাদের মাসিক আয় ৫০০ টাকা পর্য্যন্ত তাদেরকে শুধু মাত্র মেরিট স্কলারসীপ ষ্টাইপেণ্ড দেওয়া হয়।

Mr. Speaker :—Shri Ghanashyam Dewan.

Shri Ghanashyam Dewan :—Starred Question No. 109.

Shri Krishnhdas Bhattacharjee :—Starred Quhstion No. 109, Sir.

প্রশ্ন

১। সেলেমা সিনিয়র বেসিক স্কুলকে হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলে উন্নীত করবার পরিকল্পনা আছে কিনা; এবং

২। থাকিলে বর্তমান আর্থিক সনে উন্নীত করা হইবে কিনা ?

উত্তর

১। এখনও স্থির হয় নাই।

২। বর্তমান আর্থিক সনে উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন করার জন্য প্ল্যান এখনও স্থির হয় নাই।

শ্রীঘনশ্যাম দেওয়ান :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, যেহেতু এই সালেমা সিনিয়র বেসিক স্কুলটি তপশিল জাতি ও তপশিল উপজাতি এলাকার মধ্যে অবস্থিত, সেহেতু এই স্কুলটিকে হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুলে পরিণত করার প্রায়রিটি পেতে পারে কিনা, জানাবেন কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—প্রায়রিটি দেখেই তা করা হয়ে থাকে।

শ্রীক্ষিতিশচন্দ্র দাস :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই সালেমা স্কুলটির ৮ মাইলের মধ্যে আর কোন হাই বা হায়ার সেকেণ্ডারী স্কুল আছে কিনা জানাবেন কি ?

Shri Krishnadas Bhattacherjee :—I demand notice.

Mr. Speaker :—Shri Nishi Kanta Sarkar.

Shri Nishi Kanta Sarkar :—Starred question No. 129.

Shri Krishnadas Bhattacherjee :—Starred Question No. 129, Sir.

প্রশ্ন

উদয়পুর ব্লকের সোসিয়েল ওয়েলফেয়ার কর্তৃক কোন পুষ্করিণী খনন করা হইয়াছে কিনা? এবং করিলে কোন কোন গ্রামে করা হইয়াছে এবং তদ্বারা কি আয় হয় ?

উত্তর

তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীসুরেশচন্দ্র চৌধুরী।

শ্রীসুরেশচন্দ্র চৌধুরী : —কোয়েশ্চন নাম্বার ১৬৯।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—কোয়েশ্চান নাম্বার ১৬৯ স্যার।

প্রশ্ন	উত্তর
১) বিলোনীয়া বিভাগে প্রাথমিক বিদ্যালয় বা জে. বি. স্কুলগুলিতে মোট শিক্ষকের সংখ্যা কত ?	৩৬৮ জন।
২) ছাত্র সংখ্যা অনুপাতে ঐ সমস্ত স্কুলে কতজন শিক্ষকের প্রয়োজন ?	ছাত্র সংখ্যা অনুপাতে ৩৪০ জনের প্রয়োজন।

শ্রীসুরেশচন্দ্র চৌধুরী :—এই তথ্য কিভাবে সংগ্রহ করা হয়েছে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—ডিপার্টমেণ্টের মারফত সংগ্রহ করা হয়েছে।

শ্রীসুরেশচন্দ্র চৌধুরী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই যে ৩৬৮ জন শিক্ষক আছে এবং সেখানে প্রয়োজন ৩৪০ জন এটা এনকোয়ারী করে দেখার সুবিধা আছে কি না ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—প্রয়োজন ৩৪০ জনের এটাতো ঠিকই আছে।

শ্রীসুরেশচন্দ্র চৌধুরী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, যে তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে সেটা ঠিক নয় বলে আমি মনে করি। ছাত্র অনুপাতে বিলোনিয়ার সমস্ত স্কুলগুলিতে আরও শিক্ষক প্রয়োজন। কাজেই আমি অনুরোধ করছি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এটা এনকোয়ারী করে দেখবার কোন সুবিধা আছে কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য যখন বলছেন আমি আমার ডিপার্টমেন্টকে বলব এই ব্যাপারে যাতে পরীক্ষা করে দেখেন।

শ্রীরাজকুমার কমলজিত সিংহ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এখানে দেখা যাচ্ছে ৩৪০ জন শিক্ষকের প্রয়োজন এবং সেখানে আছে ৩৬৮ জন, এই ২৮ জন এক্সেস শিক্ষক রাখার কারণ কি?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—লীভ ভেকেন্সী আছে এবং আরও নানারকম বিষয় আছে যার জন্য কিছু এক্সেস শিক্ষক রাখা হয়েছে।

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, বিলোনিয়াতে প্রাথমিক স্কুলের সংখ্যা কত?

Shri K. Bhattacharjee —There are 148 Primary & J. B. Schools.

Shri Taritmohan Das Gupta —What is the strength of the students of those Schools?

Shri Krishnndas Bhattaeherjee :—11,104

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি স্বীকার করবেন, এই যে ১৪৮টি স্কুল আছে বললেন, তার মধ্যে কোন কোন স্কুলে দুইজন শিক্ষক?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, কিসের ভিত্তিতে, অর্থাৎ কতজন ছাত্রে একজন শিক্ষক নিয়োগ করা হয়?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—১ : ৪০।

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :—যদি রি-এ্যালকেশানের পর এখানে শিক্ষক বেশী আছে দেখা যায় (এখানে দেখা যাচ্ছে ২৮ জন শিক্ষক বেশী) তাহলে ত্রিপুরার অন্যান্য জায়গায় যেখানে টীচার কম আছে সেইসব স্কুলগুলিতে ডিষ্ট্রীবিউট করা হবে কি না?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—এক্স্ট্রা টীচার ফর লীভ ভেকান্সীস।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিংহ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি, কতজন শিক্ষক ইন্সপেক্টরেট অব স্কুলস'এ ডিপুটেশনে আছেন?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীদেবেন্দ্রকিশোর চৌধুরী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, প্রত্যেক সাব-ডিভিশানে এই রকম বেশতী টীচার রাখা হয় কি না?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীসুরেশচন্দ্র চৌধুরী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কি অতিরিক্ত প্রাইমারী শিক্ষককে বিলোনিয়া গার্লস স্কুলে ডিপুট করার জন্য এখানে থেকে অর্ডার দেওয়া হয়েছে।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—এর জন্য আলাদা প্রশ্ন করা উচিত।

শ্রীদেবেন্দ্রকিশোর চৌধুরী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, কোন সাব-ডিভিশনে বাড়তি টীচার যদি না থেকে থাকে তাহলে রাখবার জন্য চেষ্টা করবেন কি?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ। প্রয়োজন অনুপাতে বিবেচনা করা হবে।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—কোয়েশ্চান নাম্বার ১৯৬।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—কোয়েশ্চান নাম্বর ১৯৬ স্যার।

QUESTION

1. Whether there is any scheme to construct Stadium at Agartala Town for the general public.
2. If not. reasons therefor.

ANSWER

1. There is a scheme for construction of a stadium at Agartala. The selection of site for it has not yet been finalized.
2. Does not arise.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, কোন ইয়ারে এটা ফাইনালাইজ করা হবে ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—আণ্ডার ফোর্থ ফাইভ ইয়ার প্লান।

শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, যে এডুকেশান ডিপার্টমেণ্ট থেকে কোন জায়গা সাজেস্ট করা হয়েছে কি না।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—একটা জায়গা ইতিমধ্যে সাজেস্ট করা হয়েছে এ্যায়ার ফোর্সের জন্য যে জায়গাটা নেওয়া হয়েছিল, সেটা রিলীজ করে দিয়েছেন, সেই জায়গাটা সাজেস্ট করা হয়েছে এবং পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে।

শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, এডুকেশান ডিপার্টমেণ্ট থেকে স্ট্যাবল গ্রাউণ্ড সাজেস্ট করা হয়েছিল সেটা সত্যি কি না ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—ঠিক এডুকেশান ডিপার্টমেণ্ট থেকে হয়নি সাজেশন, একটা মিটিং হয়েছিল মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর চেম্বারে সেখানে এই প্রশ্ন উঠেছিল। পরে দেখা গেল স্ট্যাবল গ্রাউণ্ডে স্টেডিয়ম হয় না, তার পিছনে যে জায়গা আছে সেটা ঘনবসতিপূর্ণ তাদের উঠানো সম্ভব নয়, সুতরাং সেখানে স্টেডিয়াম করা সম্ভব নয়।

শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত :—গত আগষ্ট মাসে, ১৯৭০ ইং, এসটিমেট কমিটির কাছে এইরকম রিপোর্ট সাবমিট করা হয়েছে কি না যে স্ট্যাবল গ্রাউণ্ডটা রিকমণ্ড করা হয়েছে ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—করা হয়েছিল কিন্তু পরবর্তী কালে টেকনিক্যাল এক্‌জামিনাশানে দেখা যায় এত কম জায়গায় এটা সম্ভব নয়।

শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত :—কোন সময়ে সেটা করা হয়েছে ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—কোয়েশ্চান নাম্বার ২০৮।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—কোয়েশ্চান নাম্বার ২০৮।

প্রশ্ন

১। ইহা কি সত্য যে কৈলাসহর রামকৃষ্ণ মহা বিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণ কয়েক মাস যাবৎ কোন বেতন পান না ?

২। সত্য হ'লে ঐ ব্যাপারে সরকার কি করছেন ;

৩। রামকৃষ্ণ মহা বিদ্যালয়ের হিসাব পত্র কি কোন Accounts Officer পরীক্ষা করে দেখেছেন ?

৪। যদি দেখে থাকেন, তার রিপোর্ট প্রকাশ করা হবে কি ?

উত্তর

১। হ্যাঁ।

২। বেসরকারী মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের বেতন দেওয়ার দায়িত্ব প্রত্যক্ষ ভাবে সরকারের উপর বর্ত্তায় না।

৩। বিভাগীয় Accounts Officer পরীক্ষা করিয়াছিলেন।

৪। বিভাগীয় তদন্তের রিপোর্ট প্রকাশ করার প্রশ্ন উঠেনা।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন এই অধ্যাপকের বেতন দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে কিনা ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :— আমরা গ্রান্ট ইন এড্ দিয়েছি, অধ্যাপকরা যদি বেতন না পান তা হলে আমাদের করার কিছুই নাই। রুলসে যা আছে যা দেওয়ার কথা, সবই আমরা দিয়ে যাচ্ছি।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, বিভাগীয় এ্যাকউন্টস্ অফিসার কবে হিসাব পত্র পরীক্ষা করেছিলেন ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :— আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :— গভর্ণমেন্ট থেকে গ্রাণ্ট ইন এড যেগুলো দেওয়া হচ্ছে, তারপর যদি দেখা যায় শিক্ষকরা বেতন পাচ্ছেন না, কি কারণে পাচ্ছেন না, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ঘটনাটা বিশ্লেষণ করে বলবেন কি এবং সেই ডিফকালটি দূর করার জন্য শিক্ষা বিভাগ থেকে কি এ্যাকশন নিয়েছেন ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—গ্রাণ্ট ইন এড দেওয়ার পরও টেন পারসেণ্ট বাকী থাকে, সুতরাং এই টেন পারসেণ্ট আমাদের যতটুকু ইনফরমেশান আছে তাতে দেখা যায় যে গ্রাণ্ট ইন এড যেটা পাওয়া গেছে তার দ্বারা তাদের বেতন দেওয়া হয়েছে, পরবর্ত্তীকালে আর টাকা দিতে পারে নাই।

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :—শিক্ষকদের কত পিরিয়ডের টাকা বাকী আছে এবং তার জন্য সরকারের কাছে লিখিতভাবে তাঁরা আবেদন করেছেন কি না যদি করে থাকে সেই সম্পর্কে এই হাউসে মন্ত্রী মহোদয় আলোকপাত করবেন কিনা ? তাহলে এইরকম শিক্ষকদের কত পিরিয়ডের টাকা বাকী আছে এবং এই জন্য তারা কি সরকারের কাছে আবেদন জানিয়েছেন, তাহলে সেই অবস্থাটা সম্বন্ধে আমাদের আলোক পাত করবেন কি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :— বলা হয়েছে যে তাঁরা টেঁ গ্রাম করে জানিয়েছেন যে তারা বেতন পান নাই। কিন্তু সরকারের দিক থেকে কিছু করার নাই। কারণ নাইন্টি পারসেন্ট গ্র্যান্ট যেটা নাকি অ্যাডমিনিস্ট্রেটর ফর ১৯৭০-৭১ সেট তাদের দেওয়া হয়েছে। কিন্তু যেহেতু অ্যাডমিনিস্ট্রেটর সেই টাকা টা খরচ করে ফেলেছেন তার জন্য গণ্ডগোল হয়েছে মনে হয় যার জন্য তিনি বেতন দিতে পারছেন না।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে এই রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়ের অ্যাডমিনি ষ্ট্রেটরকে কে নিযুক্ত করেছেন ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :— কলকাটা ইউনিভারসিটি।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এই অ্যাডমিনিষ্ট্রেটর যে নিযুক্ত করেছে সেটা এডুকেশন ডাইরেক্টরেট থেকে রিকমণ্ডেশন করেছেন কিনা ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :— তারা গভর্ণমেন্ট অফ ত্রিপুরা থেকে নাম চেয়েছিলেন, নাম দেওয়া হয়েছে।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত : – মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি কয় মাস যাবত এই মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের বেতন দিতে পাচ্ছেন না ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :— আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিং :— ১৯৭০-৭১ ইং তে মোট কত টাকা গ্র্যান্ট ইন এড দেওয়া হয়েছে ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :— টোটেল অ্যামাউন্ট আমার কাছে নাই। তবে তাদের যা পাওনা সবটাই দিয়ে দেওয়া হয়েছে ?

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি যে গ্র্যান্ট ইন এড রুলস্ অনুযায়ী যে গ্র্যান্ট দেওয়া হয়েছে এটাতো নাইন্টি পারসেন্ট। টেন পারসেন্ট কমিটির দিতে হয়। এই যে টেন পারসেন্ট যেটা ডেফিসিট হচ্ছে সেটার জন্যই অধ্যাপকরা বেতন পাচ্ছেন না। কাজেই সরাসরি সরকার এই কলেজটা নেওয়ার জন্য পরিকল্পনা করেছেন কিনা।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :— সরকার স্পনসর্ড কলেজ রুলস ফ্রেম করে পাঠিয়েছেন গভর্ণমেন্ট অব ইণ্ডিয়ার কাছে অ্যাপ্রুভ করার জন্য। এই রুলসটা গভর্ণমেন্ট অব ইণ্ডিয়া থেকে অ্যাপ্রুভ হয়ে এলে তখন সেটা বিবেচনা করে দেখা হবে।

শ্রীবাজুবান রিয়াং :— ঐ কলেজের অধ্যাপকেরা কয় মাস যাবৎ যে বেতন পাচ্ছে না, তার জন্য দায়ী কে ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :— সরকার দায়ী নয়।

শ্রীবাজুবান রিয়াং :— তাহলে কে ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :— দায়ী কমিটি।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :— অধ্যাপকেরা যে বেতন পাচ্ছেন না তার জন্য সরকার কোন ব্যবস্থা নিবেন কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :— রুলস অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করার কোন সম্ভাবনা নাই।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার ঃ— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় স্বীকার করবেন কি যে গ্র্যান্ট ইন এড রুলস অনুযায়ী যে নাইন্টি পারসেন্ট দেওয়া হয় তার পরও টিচার্স অ্যালাউন্স বাবত টুয়েন্টি পারসেন্ট দেওয়া হয় কনটিনজেনসীর উপর ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য ঃ— হ্যাঁ, তা দেওয়া হয়।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :— যদি টিচার্স অ্যালাউন্স এর উপর টুয়েন্টি পারসেন্ট দেওয়া হয় তাহলে নাইন্টি পারসেন্ট আর টুয়েন্টি পারসেন্ট মিলে ১১০ পারসেন্ট হল। এর পরেও অধ্যাপকদের বেতন না পাওয়ার কারণ কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—টুয়েন্টী পারসেন্ট কন্টিজেন্সি বাবত দেওয়া হয়। মনে হয় সেই কলেজ কনটিজেনসি বাবত সব টাকাই খরচ করে ফেলেছেন।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—In view of the fact that there are grant in aid rules for payment of salaries to the teachers, but that could not be paid as it appeared from the questions. In view of the fact whether the minister will be pleased to look into the matter and see that the College run smoothly and the pay of the teachers is being paid by the Governing Body.

Mr. Speaker :—I think there is no Governing Body.

Shri Tarit Mohan Dasgunta :—Then by the Administrator ?

Shri Krishnadas Bhattacharjee :—It is not the Governing body, it is the Administrator.

Shri Tarit Mohan Dasgupta :—Whether Administrator will put pressure so that Administrator of the College causes to pay the salaries to the teachers ?

Shri Krishnadas Bhattacherjee :—Government has already requested the Administrator to pay the salaries to the teachers.

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—দুই মাসের উর্দ্ধে যদি পেমেণ্ট না হয় তাহলে সেই এ্যাডমিনিষ্ট্রেটর বা কমিটি ডিফলটার হিসাবে পরিগণিত হবে কিনা ?

শ্রীকৃষ্ণদাশ ভট্টাচার্য :—ইহা পরীক্ষাধীন আছে।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—গ্র্যান্টস ইন এডের রুলসে দুই মাসের উর্দ্ধে যদি পেমেণ্ট না করা হয় তাহলে ডিসবার্সমেণ্ট সরাসরি গভর্ণমেণ্ট হাতে নওয়া হয় কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—সেটা পরীক্ষা করে দেখতে হবে। স্কুলের গ্র্যান্ট ইন এড রুলস আছে, কলেজে সেটা আছে কিনা আমার ঠিক মনে নাই।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—যদি পরীক্ষা করে দেখা যায় যে গ্র্যান্টস ইন এড রুলস অনুসারে ডিফলটার হয় তাহলে সরকার নিজের হাতে ডিসবার্সমেণ্ট নিবেন কিনা ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—সেটা পরীক্ষা করে দেখতে হবে।

Mr, Speaker :—Shri Ghanashyam Dewan.

Shri Ghanashyam Dewan —Question No. 115.

Shri Krishnadas Bhattacharjee :—Mr. Speaker, Sir, question No. 115.

QUESTION

১। ছামনু টি, ডি, ব্লকের মানিকপুর জুনিয়ার বেসিক স্কুলকে সিনিয়ার বেসিক স্কুলে উন্নীত করার পরিকল্পনা আছে কিনা ; এবং

২। যদি থাকে তবে বর্ত্তমান আর্থিক সনে উন্নীত করা হইবে কিনা ?

ANSWER

১। বর্তমানে নাই।

২। প্রশ্ন উঠে না।

Mr. Speaker :—Shri Aghore Deb Barma.

Shri Aghore Deb Barma:—Question No. 195.

Shri Krishnadas Bhattacharjee :—Mr. Speaker, Sir, question No. 195.

QUESTION

১। বিশালগড় ব্লক অন্তর্গত উজান পাথালিয়া গ্রামের জনসাধারণের পক্ষে শ্রীরবীন্দ্র দেববর্ম্মা স্থানীয় স্কুল কমিটির সেক্রেটারী হিসাবে নূতন প্রাথমিক স্কুল মঞ্জুরের আবেদন করে গত ২৯।২।৭০ ইং, ৮।২।৭০ ইং এবং ২১।১।৭১ ইং তারিখে রাজ্য সরকারের শিক্ষা অধিকারের নিকট যে সমস্ত দরখাস্ত দিয়েছিলেন তা শিক্ষা কর্ত্তৃপক্ষ পেয়েছেন কিনা ?

২। যদি পেয়ে থাকেন, এই সম্পর্কে রাজ্য সরকারের শিক্ষা কর্তৃপক্ষ কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ; এবং সরকারী সম্বন্ধে দরখাস্তকারীদের জানান হইয়াছে কিনা ?

ANSWER

১। না।

২। প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি ২৯-২-৭০, তারপর ২১-১-৭১ ইং আরও তারিখ আছে, যে দরখাস্তগুলি এডুকেশন ডিরেক্টরকে অ্যাড্রেস করে দেওয়া হয়েছিল এগুলির খোঁজ খবর করে দেখবেন কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—হ্যাঁ, খোঁজ করে দেখা হবে।

Mr. Speaker :—Shri Suresh Ch. Choudhury.

Shri Suresh Ch. Choudhury :—Question No. 172.

Shri Krishnadas Bhattacharjee :—Mr. Speaker, Sir, Question No. 172.

QUESTIONS

১। বিগত বৎসরে ৩৩০ জন শিক্ষক নিয়োগ করা হইয়াছে, ইহা সত্য কি না ; এবং

২। যদি সত্য হইয়া থাকে, কোন মহকুমায় কতজনকে নিয়োগ করা হইয়াছে ?

ANSWERS

১। ৩৩০ জনকে Offer দেওয়া হইয়াছিল, তন্মধ্যে ৩২৩ জন কাজে যোগদান করিয়াছে।

২। যাহারা কাজে যোগদান করিয়াছে, তাহাদের মহকুমা ভিত্তিক হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল।

সদর—১১৭, ধর্মনগর—৵৬, কৈলাসহর—২৩, কমলপুর—১৮, খোয়াই—৩৮, সোনামুড়া—২০, উদয়পুর—২৫, বিলোনীয়া—২৭, সাবরুম—১৪, অমরপুর—৭।

শ্রীসুরেশ চন্দ্র চৌধুরী :—আমার প্রশ্নটা হচ্ছে কোন মহকুমার কতজনকে নিয়োগ করা হয়েছে। কোন মহকুমায় কতজন নয়।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—আমি যেটা বললাম সেটাই উত্তর।

শ্রীসুরেশ চন্দ্র চৌধুরী :—আমার প্রশ্নটা হল কোন্ মহকুমার কতজন। কোন্ মহকুমার কতজন নয়।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, প্রশ্নটা কি আমি বুঝতে পারলাম না।

মিঃ স্পীকার :—তিনি বলেছেন 'মহকুমার', 'মহকুমায়' নয়।

Mr. Speaker :—I shall give the clarification to the House later on.

Mr. Speaker :—Shri Abhiram Deb Barma.

Shri Abhiram Deb Barma :—Starred Question No. 203.

Shri Krishnadas Bhattacharjee :—Starred Question No. 203 Sir.

QUESTIONS

১) বালোয়ারী শিক্ষা ব্যবস্থা সম্প্রসারণের জন্য সরকার কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন ;

২) ইহা কি সত্য যে, বালোয়ারী স্কুল ঘরের অন্যান্য খরচ জনসাধারণ বহন না করলে টিন দেওয়া হয় না ?

ANSWER

১) বালোয়ারী শিক্ষা ব্যবস্থা সম্প্রসারণের জন্যে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে :—

চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতে ত্রিপুরাতে কুড়িটি (২০) বালোয়ারা বিদ্যালয় এবং কুড়িটি (২০) সমাজ শিক্ষা কেন্দ্র খোলার যে কার্য্যসূচী নেওয়া হইয়াছিল তাহা সম্পন্ন করা হইয়াছে। বর্ত্তমানে উক্ত কেন্দ্রগুলিতে শিক্ষাদান কাজ নিয়মিত চলিতেছে।

২) হ্যাঁ।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন বালোয়ারী স্কুল ঘর তৈরী করার খরচ জনসাধারণ বহন না করলে, সেই ঘরের জন্য সরকার থেকে টিন দেওয়ার যে পদ্ধতি, তা পরিবর্ত্তন করা হয়েছে কিনা ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—সেটার পরিবর্ত্তন করা সম্ভব নয়। তার কারণ হল এই স্কীমটা এমনই যে জনসাধারণের উদ্যোগে ঘরটা তৈরী হলেই, সরকার থেকে টিন দেওয়া হয়ে থাকে।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিংহ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এটা কি সত্য যে জনসাধারণের উদ্যোগে ঘরটা তৈরী করা হলেও, সরকারের এ্যাসুরেন্স থাকা সত্ত্বেও সংময়মত সেই ঘরের টিন না পাওয়ার জন্য তাদের তৈরী ঘরগুলি নষ্ট হয়ে যায় এবং এজন্য জনসাধারণকে একটা ঘর তৈরী করবার জন্য ৩/৪ বার খরচ বহন করতে হয়।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—এই ধরণের কোন খবর আমার কাছে নেই, সো, আই ডিমাণ্ড নোটিশ ফর দীস।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই ধরণের ঘটনা ত্রিভুদাস বাদোয়ারী স্কুলে ঘটেছে, তা আপনার জানা আছে কি?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, এই যে বালোয়ারী স্কুলগুলির জন্য জনসাধারণ যেসব খরচগুলি বহন করে, সেগুলি কি?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—তারা স্কুল ঘরটি তৈরী করলেই, আমরা সেই ঘরের জন্য টিন দিয়ে থাকি।

Mr. Speaker :— There is one Unstarred question to-day. The Ministers concerned may lay the reply of the unstarred question on the table of the House.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই যে আন-ষ্টার্ড কোয়েশ্চানের রিপ্লাইগুলি হাউসের টেবেলে লে করা হচ্ছে, সেগুলির কোন কপি আমরা পাচ্ছি না। সম্পূর্ণ প্রসিডিংসটা ছাপিয়ে বের হলে পরেই আমরা কি সব প্রশ্ন করেছি, এবং মিনিষ্টারেরা কি উত্তর দিয়েছেন, তা জানতে পারি। এর আগে আমরা সেগুলির কি উত্তর হল না হল, জানতে পারছি না। কাজেই আমি অনুরোধ করব, যে দিন এই কোয়েশ্চানগুলি রিপ্লাই হবে, সেদিন যেন আমাদের একটা করে কপি দেওয়া হয়।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আপনি কি চেয়েছিলেন?

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—স্যার, চাওয়ার তো প্রশ্ন উঠে না। এগুলি তো আমাদের যাদের যাদের প্রশ্ন আছে, তাদেরকে একটা করে কপি দিলেই হয়ে যায় এবং তা দেওয়াও উচিৎ।

মিঃ স্পীকার :—আপনি চাইলেই পাবেন।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—স্যার, এটা কেমন কথা যে আমাদের খুঁজে নিতে হবে?

মিঃ স্পীকার :—আমি তো বলেছি যে আপনি যদি চান, তাহলেই পাবেন। There is a Calling Attention given notice of by Shri Jatindra Kr. Majumder on 26. 3. 71 to which the Minister concerned agree to make a statement to-day, the 31st March, 1971. Now, I would call on Hon'ble Minister in-charge to make a statment on—গত ২৩শে মার্চ ১৯৭১ইং রাত্রিতে খোয়াই মহকুমার উত্তর ঘিলাতলী কংগ্রেস কর্মী শ্রীসুরেন্দ্র দেববর্মাকে ঘরের দরজা ভাঙ্গিয়া মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা আঘাত করা সম্পর্কে।

Shri S. L. Singh :—Mr. Speaker Sir, the case as reported, was that on the midnight of 23. 3. 71 some unknown persons, armed with daos and lathis, entered into the house of one Surendra Deb Barma of Ghilatali by breaking the door and assulted him with the said weapons. As a result, Shri Surendra Deb Barma sustained serious injuries on his person. On hearing hue and cry of Shri Deb Barma, the villagers rushed to his house and found him with bleeding injuries. Shri Deb Barma recognised two accused persons namely, (1) Shri Sonaram Deb Barma son of Late Nishan Deb Barma and (2) Shri Mangol Deb Barma son of Shri Sib Charan Deb Barma both of village North Ghilatali, during assult. But none could be arrested as they were absconding,

On the written complaint of Sukhu Deb Barma son of Late Iswar Deb Barma, brother of the injured persons, O/C, Kalyanpur, PS. registered case No. 7(3)71 U/s 326, 324 and 371 IPS on 24. 3. 71. The investigation of the case is in progress.

Shri Bidya Ch. Deb Barma :—On point of clarification, Sir. যে সুরেন্দ্র দেববর্মার কথা এই কলিং এটেনশানের মধ্যে বলা হল, সে আসলে কংগ্রেস কর্মী কিনা এবং তার ঘরের দরজা ভেঙ্গে তার ঘরে প্রবেশ করেছিল, এই কথাগুলি ঠিক কিনা, সেটা আমি জানতে চাইছি।

শ্রীএস, এল, সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার যা বলার, তা আমি ষ্টেটমেন্টের মাধ্যমে বলে ফেলেছি, এর বেশী কিছু বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিংহ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, কলিং এটেনশান নোটিশের উত্তর দিতে গিয়ে বলেছেন যে দুইজন লোক তার ঘরের দরজা ভেঙ্গে তার ঘরে মধ্যে ঢুকে তাকে আঘাত করেছে। এখন আমি জানতে চাই, এই যে লোকগুলি তার ঘরে ঢুকলো, তারা কি ডাকাতি করতে গিয়েছিল না তাকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে গিয়েছিল?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে কেসটা থানাতে রেজিষ্ট্রার্ড করা হয়েছে, সেটার কথা আমি এখানে বললাম এবং পুলিশ সেই কেসটার ইনভেষ্টিগেশান করছে এবং দোষীদের এরেষ্ট করার জন্য খুঁজ রছে। কাজেই তারা কি উদ্দেশ্য নিয়ে তার ঘরে ঢুকেছিল, সেটা ইনভেষ্টিগেশান না হওয়া পর্যন্ত আমি ঠিক করে বলতে পারব না।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিংহ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, আসামী যে দুই জনের নাম বল্লেন তারা সি, পি, এমের কর্মী কিনা জানতে পেরেছেন কি?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—তারা কোন দলের কর্মী, সেটা আমার কাছে এখন পর্যন্ত কিছু জানা নেই। তবে কেসের ইনভেষ্টিগেশান ফাইনালাইজ না হওয়া পর্যন্ত তারা কি ধরণের দোষী বা কোন দলের লোক, তা আমার পক্ষে এক্ষুনি বলা সম্ভব নয়।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিং :—তাহলে সমস্ত তথ্য জেনে, সেটা এই হাউসকে জানাবেন কিনা?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যে তথ্য হাউসে প্রকাশ করেছি এর বেশী বলা আমার পক্ষে বর্ত্তমানে সম্পূর্ণ অসম্ভব।

শ্রীএরসাদ আলি চৌধুরী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে তথ্য এই হাউসে পরিবেশন করেছেন তার থেকে জানা যাচ্ছে তিনি সিরিয়াসলী উণ্ডেড, যদি সিরিয়াসলী উণ্ডেড হয়ে থাকেন তাহলে তিনি বর্ত্তমানে আণ্ডার ট্রীটমেণ্টে আছেন কিনা এবং যদি থেকে থাকেন তাহলে তার অবস্থা কি ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :— তিনি এখন কল্যাণপুর হাসপাতালে আছেন এবং ভালর দিকে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—অন পয়েণ্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এই যে লোকটাকে মারা হল, তার বাড়ীর জিনিষপত্র, টাকা পয়সা, চাউল ইত্যাদি জিনিষ লুটপাট করা হয়েছে কিনা ?

শ্রীএস, এল, সিংহ :—কেসের ধারার মধ্য দিয়েই তার প্রকাশ আছে—ধারা হচ্ছে—৩২৬।

CALLING ATTENTION

Mr. Speaker :—I have received a Calling Attention Notice from Shri Tarit Mohan Das Gupta on the subject—

"Calling of quotations for sale of foreign liquor to the public for consumption 'Off' the premises and for the sale of foreign liquor 'On' the premises in each sub-division for the period from 1. 4. 71 to 31. 3. 72 against the accepted policy of gradual prohibition in Tripura.'

Mr. Speaker :—I have given my consent to the Motion to day. I would request the Hon'ble Minister in-charge of the Department to make a statement. If the Hon'ble Minister is not a position to make a statement to day, he will kindly give me a date when the Calling Attention Notice will be shown on the order paper for a statement.

Shri S. L. Singh :—On 12th April, 1971, I shall be able to give reply.

Shri Taritmohan Dasgupta :—Sir, It is very important question—Quotation will be accepted on 31st. এটা ১২ তারিখে যদি দেওয়া হয়, it will loose all its importance. এই আগরতলা শহর থেকেই এটার ডাটা কালেক্ট করা হবে, কাজেই এই জায়গাতে বড় জোর একদিন, দুইদিন লাগতে পারে।

Mr. Speaker :—Hon'ble Member, you can not force the Minister to give reply.

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কলিং এ্যটেনশানের রিপ্লাই এ্যাজ আরলি এ্যাজ পসিবল পাওয়া দরকার। তা না হলে এই কলিং এ্যাটেনশানের যে স্পিরিট সেটা ফ্রাস্টারেটেড হয়ে যায়। এটা যদি ১২ তারিখে হয়, তাহলে আমার যে কলিং এ্যাটেনশান, ইট উইল লুজ ইটস স্পিরিট।

Mr. Speaker :—Then what could be done if the Hon'ble Minister is not in a position to give reply ?

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে এই মেটেরিয়্যাল আগরতলা থেকেই কালেক্ট করতে হচ্ছে, এটা যদি মফঃস্বল থেকে কালেক্ট করা হত, তাহলে সময় লাগতে পারত, কিন্তু যেটা এখান থেকেই কালেক্ট করা হবে, তার জন্য এত সময় লাগেনা। আপনি যদি রুলিং দেন, তাহলে আমি চুপ করে থাকব, কিন্তু আমি এখানে একথা বলতে চাই যে কলিং এ্যাটেনশানের উত্তর দিতে যদি ১২ দিন সময় নেওয়া হয়, তাহলে তার যে স্পিরিট সেটা ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে যাবে মাননীয় মিনিষ্টার ইচ্ছা করলে সেটা অল্প সময়ের মধ্যে দিতে পারেন। অতএব আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আপীল রাখব, যাতে অতি সত্বর রিপ্লাইটা আমরা পেতে পারি।

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি কুইকার পারলে আমার না দেওয়ার কারণ ছিলনা, কিন্তু অনেক রকম ডাটা আছে, সমস্ত কিছু কালেক্ট করে তারপর হাউসের সামনে আমাকে দিতে হবে এবং এমন একটা ডাটা হাউসের সামনে দিতে পারিনা, যেটা আমি সংগ্রহ করতে পারিনি। সো আই রিকোয়েস টাইম।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, কলিং এ্যাটেনশান মীন্স ইট ইজ আরজেন্ট পাবলিক ইমপোরটেন্স। এইভাবে সময় নেওয়ার অর্থ হচ্ছে সেই সিপরিটকে অস্বীকার করা হচ্ছে।

Mr. Speaker :—Hon'ble Member it depends on Minister concerned.

ANNOUNCEMENT BY THE SPEAKER REGARDING PANEL OF CHAIRMAN.

Mr. Speaker :—In exercise of the powers conferred by Rule 11(1) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Tripura Legislative Assembly, I do nominate the following Members to form a Panel of Chairman—

1. Shri Jatindra Kr. Majumder.
2. Shri Suresh Ch. Choudhury.
3. Shri Ershad Ali Choudhury.
4. Shri Monomohan Deb Barma.

Shri Aghore Deb Barma :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার একটা কলিং এ্যাটেনশান নোটিশ ছিল, সেটা কি রিজেক্ট করা হল, না কি হল, আমি কিছুই জানতে পারলামনা।

Mr. Speaker :—I have disallowed your Calling Attension Notice.

Shri Abdul Wazid :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার একটা কলিং এ্যাটেনশান ছিল।

Mr. Speaker :—I have received no Calling attention Notice from you.

Shri Abhiram Deb Barma :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আপনার মাধ্যমে হাউস অব দি লীডারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে গত কয়েকদিন যাবৎ এই যে পূর্ব বাংলার ঘটনার ফলে বহু লোক · ...

Mr. Speaker :—Hon'ble Member you are bringing this matter in the House--I would request you kindly to take your seat I have disallowed it.

ANNOUNCEMENT REGARDING THE FORMATION OF COMMITTEES.

Mr. Speaker ;—Out of the 16 candidates as duly nominated for election to the Committee on Public Accounts and Committee on Estimates, 4 candidates (2 from each Committee) have withdrawn their names. Now the number of candidates being equal to the number of vacancies to be filled, I do hereby declare the names of the following candidates duly elected to the following Committees :—

For Committee on Public Accounts.

Mr. Speaker :—For Committee on Public Accounts—

1. Shri Aghore Deb Barma.
2. Shri Upendra Kr. Roy.
3. Shri Suresh Ch. Choudhnry.
4. Shri Ershad Ali Choudhury.
5. Shri Kshitish Das.
6. Shri Rajkumar Kamaljit Singh.

Shri Upendra Kr. Roy has been made the Chairman of the Committee.

Committee on Estimates.

FOR COMMITTEE ON PUBLIC ACCOUNTS.

1. Shri Aghore Deb Barma.
2. Shri Upendra Kumar Roy—Chairman.
3. Shri Suresh Ch. Choudhury.
4. Shri Ershad Ali Choudhury.
5. Shri Kshitish Ch. Das.
6. Shri Rajkumar Kamaljit Singh.

FOR COMMITTEE ON ESTIMATES.

1. Shri Bidya Ch. Deb Barma.
2. Shri Monomohan Deb Barma.
3. Shri Rabindra Ch. Deb Rankhal.
4. Shri Nishikanta Sarkar.
5. Shri Benoy Bhushan Banerjee.
6. Shri Sunil Ch. Dutta—Chairman.

Mr. Speaker :—I Announce the formation of the nominated committees.

RULES COMMITTEE.

1. Speaker .. ... Chairman.
2. Dy. Speaker.
3. Shri Angju Mog
4. Shri Ghanashyam Dewan.
5. Shri Aghore Deb Barma.
6. Shri Ershad Ali Choudhury.

BUSINESS ADVISORY COMMITTEE.

1. Speaker ... ... Chairman.
2. Dy. Speaker.
3. Shri U. L. Singha.
4. Shri Naresh Ch. Roy.
5. Shri Promode Ranjan Das Gupta.
6. Shri Rabindra Ch. Deb Rankhal.

COMMITTEE OF PRIVILLAGES.

1. Dy. Speaker—Chairman.
2. Shri U. L. Singha.
3. Smt. Renu Chakraborty.
4. Shri Jatindra Kr. Majumder.
5. Shri Angju Mog.
6. Abhiram Deb Barma.

COMMITTEE OF PETITIONS :

1. Shri Benoy Bhushan Banerjee.
2. Shri Ghanashyam Dewan.—Chairman.
3. Shri Radhika Ranjan Gupta.
4. Shri Jatindra Kr. Majumder.
5. Shri Angju Mog.
6. Shri Mono Mohan Dev Barman.

COMMITTEE OF ABSENCE OF MEMBERS :

1. Shri Rajkumar Kamaljit Singh.
2. Shri Jatindra Kr. Majumder.
3. Ghanashyam Dewan.
4. Smt. Renu Chakraborty,—Chairman.
5. Shri Angju Mog.
6. Shri Abdul Wazid.

DELEGATED LEGISLATION.

1. Dy. Speaker—Chairman.
2. Shri Benoy Bhushan Banerjee.
3. Shri Radhika Ranjan Gupta.
4. Shri Rabindra Ch. Deb Rankhal
5. Shri Naresh Roy.
6. Shri Bidya Ch. Deb Barma.

HOUSE COMMITTEE.

1. Shri Benode Behari Das.
2. Shrimati Renu Chakraborty.
3. Shri Ghanashyam Dewan.
4. Shri Naresh Roy.
5. Shri Angju Mog.
6. Shri T. M. Das Gupta—Chairman.

LIBRARY COMMITTEE.

1. Shri Suresh Ch. Choudhury—Chairman.
2. Shri Radhika Ranjan Gupta
3. Shri Ghanashyam Dewan.
4. Shri Sunil Ch. Dutta.
5. Shri Naresh Roy.
6. Shri Debendra Kishore Choudhury.

ASSURANCE COMMITTEE.

1. Shri Kshitish Ch. Das.
2. Shri U. L. Singha—Chairman.
3. Shri Radhika Rn Gupta.
4. Shri Naresh Roy.
5. Shri Jatindra Kr. Majumder.
6. Shri Bajuban Reang.

Mr. Speaker :—I have received one notice given by the Hon'ble Chief Minister I have allowed the Resolution to be moved I shall call on Hon'ble Chief Minister to move the Resolution.

Shri S. L. Singh :—In view of the grave situation rising out of denial of human rights of the people of East Bengal and attrocity committee by Yahia and his followers on the people of Bangla Desh, this House extends its full snpport to the freedom loving people of Bangla Desh in the struggle for establishing democratic right and requests the Government of India to recognise the newly formed Government of Bangla Desh headed by Seikh Mujibar Rahaman ; and extend all kinds of help to the people of Bangla Desh in their struggle for freedom.

This House also keeps on record its sorrow and regard for those who laid their lives for the cause of freedom and democracy of Bangla Desh.

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা প্রত্যেকেই অবগত আছি য বাংলা দেশের সেই ৭ কোটি লোক স্বাধীনতার জন্য এবং তাদের গণতান্ত্রিক অধিকারের জন্য—

Mr. Speaker :—Hon'ble Chief Minister, this matter was discussed earlier also in this House. So I would request you to sum up the discussion.

শ্রীএস, এল, সিংহ :— গণতান্ত্রিক অধিকারের জন্য বাংলা দেশের সাত কোটি লোক যে আন্দোলন করছে, তাদের বিরোদ্ধে, যারা গণতন্ত্রের অধিকারকে গায়ের জোরে দাবিয়ে দিতে চায়। সেই গণতান্ত্রিক অধিকার হল একটা বাঙ্গালী অবাঙ্গালীর লড়াই নয়, এই লড়াই হল তাদের গণতান্ত্রিক অধিকারের লড়াই। এখানে সামন্ততান্ত্রিক এবং জঙ্গীশাসক গোষ্ঠি একত্রিত হয়ে যে শাসনকে কায়েম রাখতে চেয়েছিল সেই শাসনের বিরুদ্ধে তাদের আন্দোলন। কিন্তু আমরা জানি শাসক গোষ্ঠি শেখ মুজিবর রহমানকে নানা ভাবে আখ্যা করে পৃথিবীর মানুষকে প্রতারণা করার প্রচেষ্টা এবং ফন্দি সেটা শাসক গোষ্টির নূতন নয়। আমরা দেখেছি আমাদের ভারতবর্ষে যখন শান্তিপুর্ণভাবে প্রখ্যাত মহাত্মা গান্ধী আন্দোলন সুরু করেছিলেন সেই আন্দোলনকে নানা ভাবে আখ্যায়িত করে পৃথিবীর লোকের সামনে তাঁকে নানা ভাবে কুৎসিত প্রচার করে কুখ্যাত করার যে প্রচেষ্টা করেছিল যে পৃথিবীর কাছে সেই শাসকের শাসন নূতন নয়। চিরকাল একই পদ্ধতিতে চলে এসেছে। কিন্তু শাসক গোষ্ঠি শোষিত জনগণের দাবীকে কোনদিন দাবীয়ে রাখতে পারেনি। এটা হল ইতিহাসের শিক্ষা। তাই আমরা জানি যারা মুজবুর রহমানকে নীচু করার জন্য ষড়যন্ত্র করেছে সেই ষড়যন্ত্রের বাংলার ৭ কোটি মানুষ লড়াই করছে। যে লড়াই ছিল ন্যায়ের মাধ্যমে, যা গণতন্ত্রের মাধ্যমে রূপায়ীত করতে পারত তাকে নির্মম ভাবে পশুশক্তি তাকে নিশ্চিহ্ন করার যে প্রচেষ্টা তাকে নিন্দার ভাষা আমরা পাচ্ছিনা। তাই তার আন্দোলনকে জয়যুক্ত করার জন্য কেবল বাংলার নয়, পশ্চিম পাকিস্তানের জনসাধারণ আমরা দেখেছি তার সাথে যুক্ত হয়ে আছে। কারণ এই আন্দোলন শোষণের বিরুদ্ধ মানব গোষ্ঠির আন্দোলন। সংখ্যানুপাতে যদি আমরা দেখি তাহলে অধিকাংশ সম্পদই রয়েছে কয়েকশ জমিদার আর তালুকদারদের হাতে। কেবল তাই নয় নেভিগেশনও কয়েকজন মুষ্টিমেয় ব্যবসায়ীদের হাতে। তাদের তাড়িয়ে দিয়ে নিজেদের শাসন কায়েম করার জন্যই এই আন্দোলন।

তাই আমরা এই হাউসের মাধ্যমে আমাদের প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, যাতে ভারত সরকার পূর্ব্ব বাংলায় যে নূতন গণতান্ত্রিক সরকার গঠিত হয়েছে তাকে যেন অবিলম্বে স্বীকৃতি দে, তাদের প্রয়োজনীয় সাহায্য দিয়ে, তাদের যে স্বাধীনতার সংগ্রাম, তাকে যেন জয়যুক্ত করেন। এই বলে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাসগুপ্ত :— মাননীয় স্পীকার স্যার, লীডার অব দি হাউস যে ঐতিহাসিক প্রস্তাবটা এনেছেন, তাকে আমি সম্পূর্ণভাবে আমার সমর্থন জ্ঞাপন করছি। এবং সমর্থন করতে গিয়ে এই হাউসের ভিতরে আমাদের যে সেন্টীমেন্ট সেই সম্পর্কে আমরা আমাদের বক্তব্য প্রকাশ করছি। আজকে যে অমানুষিক বর্ব্বরতা ইয়াহিয়া সরকার পূর্ব্ব পাকিস্তানের উপর চালিয়ে যাচ্ছে, তারা সেখানকার নিরস্ত্র জনসাধারণকে যে ভাবে মারছে, তা এই বিশ্বের ইতিহাসে তার কোন নিদর্শন ইতিপূর্ব্বে দেখা যায়নি। আজকে যাদের হাতে কোন অস্ত্র নেই, তাদেরকে রাত্রির অন্ধকারে মারা হচ্ছে, এই যে সংবাদ, সেটা সীমান্ত অঞ্চল ভেদ করে আমাদের কাছে আসছে, এইসব সংবাদ আজকে মানুষের কল্পনাকে পর্য্যন্ত অতিক্রম করে ফেলেছে। আমরা এই ধরণের ঘটনার অনেক নিদর্শন এখানে বসে পাচ্ছি যে সেখানে হাসপাতালের ভিতর ঢুকে শয্যাশায়ী রোগীকে পর্য্যন্ত গুলি করে হত্যা করা হচ্ছে, এমন কি সেখানে

যে ডাক্তার আছে, তাদেরকে বন্দুকের বুলেটের থেকে রেহাই দেওয়া হচ্ছেনা তাদেরকে গুলি করে হত্যা করা হচ্ছে। আমরা এও শুনতে পাচ্ছি যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে একেবারে ধ্বংশ করে দেওয়া হয়েছে, সেখানে যেসব ছাত্র ছাত্রী, শিক্ষকপণ্ডিত আছেন, তাদেরকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। আরও শুনতে পাচ্ছি যে সেখানে যেসব পাবলিক প্রতিষ্ঠান আছে, সেগুলিকেও ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। কাজেই এটা স্পষ্টতঃ দেখা যাচ্ছে যে পূর্ব্ব বাংলার মানুষের উপর অকথ্য অত্যাচার চালিয়ে দিয়ে ইয়াহিয়া সরকার মনে করছেন বাঙ্গালীরা যে জয় বাঙলা বলে আত্ম প্রকাশ করতে চেয়েছেন, সেটাকে রোধ করা যাবে। কিন্তু আজকে জয়বাঙলার জনসাধারণের কোন অস্ত্র নেই এমন কি তাদের পূর্ব্বে থেকেও এর জন্য কোন প্রস্তুতি ছিল না। তবুও প্রত্যেক যায়গাতে যেভাবে তারা আত্ম বিশ্বাসের শক্তি নিয়ে সংগ্রাম করে যাচ্ছেন, সেটা আমাদের কাছে ইতিহাসের একটা বিস্ময় বলে মনে হচ্ছে। আজকে বাংলা দেশের পল্লী এমন অধ্যুষিত অঞ্চলের জনসাধারণ যারা, তারা খণ্ডে খণ্ডে, পল্লীতে পল্লীতে নদীর সঙ্গে, অত্যাচারের মধ্যে যে সংগ্রাম করে আসছেন, যেখানে নাকি জনসাধারণ বেলটের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানকে তাদের নেতৃত্ব করবার রায় দিয়েছেন, সেটাকে ইয়াহিয়া সরকার অত্যাচারের মধ্য দিয়ে দমন করতে চাইছেন। কিন্তু তার এই চেষ্টা কি ফলবতী হবে? আমাদের মনে হয় সেটা কোন মতেই সম্ভব নয়। তার কারণ হল, আজকে বাংলা দেশে যে আন্দোলন চলেছে, তার থেকে বুঝা যাচ্ছে সেখানকার অগণিত জনসাধারণ শেখ মুজিবরের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে এতখানি দৃঢ় হয়েছে, এত অত্যাচার, এত অন্যায়, এত অবিচার সহ্য করেও জয় বাংলার অঞ্চলে অঞ্চলে মানুষ জেগে উঠেছে। সাধারণ যে সমস্ত হাতিয়ার, সেগুলি দিয়েই আজকে তারা ঐ মিলিটারীদের ট্যাঙ্ক, কামান এবং বন্দুকের সামনে আত্মাহুতি দিচ্ছে। আজকেই সংবাদে দেখলাম, মুজিবরের জ্যেষ্ঠ পুত্র এই সংগ্রাম করতে গিয়ে ট্যাঙ্কের সামনে পড়ে জীবন দিয়েছেন। তাইতো আমরা আজকে বাঙলার লক্ষ লক্ষ যুবক যারা ঐ ট্যাঙ্কের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে আত্ম জীবন বিষর্জ্জন দিয়েছেন, তাদের প্রতি শ্রদ্ধাবনত মস্তিস্কে আমাদের সমর্থন জ্ঞাপন করছি। এবং সেই সঙ্গে আমরা চাইছি, আমাদের যত রকম শক্তি আছে, তা দিয়ে আমরা যেন তাদেরকে সাহায্য করতে পারি। আজকে তারা যে বিপ্লবি সরকার গঠন করেছেন, তাদের স্বাধীনতাকে রক্ষা করার জন্য, তাদের গণতন্ত্রকে রক্ষা করার জন্য এবং বিশ্বের মানবতার অধিকারকে রক্ষা করার জন্য, তাদেরকে আমাদের সর্ব্ব প্রকারে সাহায্য করা উচিত। আমরা যারা ভারতবাসী, আমরা যারা গণতান্ত্রিক দেশের নাগরিক, আমাদের পার্শ্ববর্ত্তী যে রাষ্ট্র বাংলা দেশ সেই দেশের স্বাধীনতা, সেই দেশের গণতন্ত্র, এবং সেই দেশের আত্ম নিয়ন্ত্রনের অধিকারকে রক্ষা করা আমাদের কর্ত্তব্য। আর সেই জন্য আমরা প্রস্তাবের মাধ্যমে আমাদর কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ জ্ঞাপন করছি, তাঁরা যেন সর্ব্বপ্রকারে তাদেরকে সাহায্য করেন। সেখানে যে সরকার গঠণ করা হয়েছে, তাকে স্বীকৃতি দিয়ে, তাদের যা কিছু প্রয়োজন, তাদের স্বাধীনতাকে রক্ষা করার সংগ্রামের জন্য, সেগুলি আমাদের দেওয়া দরকার। আমরা কেন এই সাহায্য দেব, আমরা দেব এই কারণে যে সেখানকার শতকরা ৯৫ জন লোক সেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে যে দল, আওয়ামী লীগ, তাদের যে ৬ দফা দাবী সেই দাবীকে সমর্থন করে,

ভোটের মাধ্যমে তাদের রায় দিয়েছেন কিন্তু সেখানকার জনসাধারণের রায় ঐ পশ্চিম পাকিস্তানী মিলিটারী শাসকেরা ভাল নজরে দেখলেন না এবং জনসাধারনের রায় অনুসারে সেখানকার জনপ্রতিনিধিদের উপর ক্ষমতা হস্তান্তর করার যে কথা, সেটাকে বাতিল করে দিয়ে তারা আজ মিলিটারী দিয়ে, বন্দুক দিয়ে, কামান দিয়ে, ট্যাঙ্ক দিয়ে গোলা দিয়ে তাদের উপর একটা অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে। এমন কি তারা এই বাঙ্গালী জাতটাকে সমূলে ধ্বংস করার জন্য বদ্ধপরিকর হয়েছে। কাজেই বাংলা দেশের এই যে স্বাধীনতা কামী, গণতন্ত্রকামী সরকার গঠিত হয়েছে, তাদেরকে আমরা সর্বতোভাবে সাহায্য করব। এমন কি যদি প্রয়োজন হয়, তাহলে আমাদের এই ভারতের মাটিতে তাদের এই প্রভিশান্যাল সরকারের হেড কোয়ার্টার স্থাপন করার সুযোগ দিয়ে, তাদের অস্ত্র শস্ত্র দিয়ে তাদের স্বাধীনতাকে রক্ষা করতে হবে। আর যারা আশ্রয়হীন হয়ে এই দেশে আসবে তাদের সাময়িক আশ্রয়ের ব্যবস্থা আমাদের করতে হবে অবশেষে আমি বাংলা দেশে যেসব লোক, তাদের দেশের স্বাধীনতাকে শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করবার জন্য প্রাণ দিয়েছেন, যেসব শিশু মিলিটারীদের বর্বর অত্যাচারে মারা যাচ্ছেন, এবং মায়েরা তাদের সন্তানকে হারাচ্ছেন, তাদের প্রতি আমার সমবেদনা জানিয়ে, আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি। আশা করব জয় বাংলার জয় অবধারিত।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, লীডার অব দি হাউস যে প্রস্তাবটা এই হাউসের সামনে এনেছেন, আমি তাকে সমর্থন করছি। আমরা ইতিপূর্বে এই সম্পর্কে একবার আলোচনা করেছি। আজকে ঘুমন্ত নরনারী এবং শিশুদিগকে যে ভাবে ইয়া হিয়ার সৈন্যবাহিনী হত্যা করে চলছে এবং অন্যান্য জনসাধারণের উপর যে অমানুষিক অত্যাচার চালাচ্ছে, তা যদি এই বিশ্বের মানুষ জানে, তাহলে তারা অবাক হয়ে যাবে। আজকে আন্তর্জাতিক যে সব নিয়ম কানুন আছে, তারা সেগুলিও মেনে চলছে না। আজকে আমাদের পার্শ্ববর্ত্তী যে রাষ্ট্র বাংলা দেশ, সেখান থেকে আমরা এমন সব খবর শুনতে পাচ্ছি যে সমস্ত যুবক এইসব আন্দোলনের সামিল হয়নি, তাদেরকেও ঐ ইয়া হিয়ার সৈন্য বাহিনী ঘর থেকে বাইর করে এনে, রাস্তার মধ্যে সারি করে দাঁড় করিয়ে মেসিনগানের গুলি দিয়ে মারছে। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি আজকে এই কথা বলতে চাই যে প্রস্তাবের মধ্যে যেটার উল্লেখ আছে, তাদের প্রভিশনাল গভর্ণমেণ্টের কথা সেটাকে যাতে অতি সত্বর স্বীকৃতি দেওয়া হয় এবং তাদের নেসেচারী যে সব হেল্‌ফের দরকার, সেগুলি যাতে দেওয়া হয় সেজন্য আমরা আমাদের এই হাউসের মারফতে কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করব। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার যদি এই ব্যাপারে অগ্রণী হন, তাহলে সেখানে আজ যে হত্যাকাণ্ড চলছে, সেটাকে বন্ধ করা সম্ভব হবে। আজকে সেখানে কি চলছে? সেখানে কোন ক্ষমতা নিয়ে লড়াই হচ্ছে না, সেখানে যা হচ্ছে সেটা হল তাদের নিজেদের আত্ম নিয়ন্ত্রনের অধিকারকে রক্ষা করার এবং গণতন্ত্রকে রক্ষা করার সংগ্রাম। তাদের এই সংগ্রামকে সফল করে তোলার জন্য আমাদের সর্ব প্রকারের সাহায্য করা দরকার। আজকে আমরা যদি ভাবাবেগে বক্তৃতা দিয়ে আমাদের দায়িত্ব খালাস করে দেই, তাহলে আমি মনে করি সেটা যেমন তাদের পক্ষে মঙ্গল হবে না, আবার তেমনি আমাদের পক্ষেও কোন মঙ্গল হবে না। কারণ আমরা নিজেরা একটা গণতান্ত্রিক

রাষ্ট্রের নাগরিক, এবং আমরাও গণতন্ত্রে বিশ্বাসী। কাজেই আমাদের পাশে যে রাজ্য বাংলা দেশ, সেই দেশের গণতন্ত্র আজকে পশ্চিম পাকিস্থানী সৈন্য বাহিনীর হাতে লাঞ্ছিত হচ্ছে, আমরা তার পাশের রাজ্য এর অধিবাসী হয়ে এই দৃশ্য দেখে চুপ করে বসে থাকতে পারি না। তাদের সাহায্য করা আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য। তাই আজকে ঐ বর্বর সৈন্যদের হাতে লাঞ্ছিত হয়ে যে সব মানুষ আমাদের এই রাষ্ট্রে আসছে, তাদের আমাদের আশ্রয় দিতে হবে এবং তাদের আশ্রয় দেওয়ার জন্য আমাদের কি কি কাজ করতে হবে, সেটা আমাদের এখন থেকেই চিন্তা করা উচিত। যে সেনাসারী হেল্পের কথা আমরা বলছি, যথাযথভাবে সাহায্য যাতে দিতে পারি, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মাধ্যমে আমি প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দল এবং নেতৃবৃন্দকে অনুরোধ করব যাতে সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলি এবং যে সমস্ত জনসংগঠন আছে, যেগুলি একত্রে মিলে একটা সর্ব্বদলীয় কমিটি গঠন করে, নিরাশ্রয় যে সমস্ত মানুষ ভারতে আসছে তাদের বিভিন্ন রকম ভাবে সাহায্য সহায়তা কিভাবে করা যায়, তারজন্য কনসট্রাকটিভ ওয়েতে ঠিক ঠিকভাবে যাতে সাহায্য করা যায়. তার জন্য ঐ কমিটি গঠন করার জন্য আমি অনুরোধ রাখব। আর যারা এই সংগ্রামে শহীদ হয়েছেন, তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাশ।

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের হাউসের লীডার যে রিজল্যুশান এনেছেন, পূর্ব্ব বাংলার যে বর্বর ইয়াহিয়া খান, যে বর্বর শাসন সেখানে চালিয়েছেন, পূর্ব্ব বাংলার মুক্তিকামীদের আন্দোলনকে দমানোর জন্য এবং পূর্ব্ব বাংলার গণতন্ত্রকামী মানুষের আওয়াজকে স্তব্ধ করে দেওয়ার জন্য, তার প্রতিবাদে এবং আন্দোলনকারীদের সমর্থনে, মাননীয় লীডার অব দি হাউস যে প্রস্তাব এখানে এনেছেন আমি সর্বান্তঃকরণে সেই প্রস্তাবকে সমর্থন করছি। তিনি এই প্রস্তাবেই রেখেছেন যে মুক্তিকামী বাংলার মানুষের এই আন্দোলনকে জয়যুক্ত করার জন্য, ভারতসরকার যে সম্ভাব্য সাহায্য দেন এবং মুজিবর'এর নেতৃত্বে বিকল্প যে সরকার বাংলা দেশে গঠিত হচ্ছে তাকে স্বীকৃতি দেওয়া জন্য। এটা একটা স্বাধীন দেশের, গণতন্ত্রকামী ভারতবাসী হিসাবে আমি আশা করব যে আজকে শুধু এই হাউসে নয়, গণতন্ত্রকামী প্রত্যেকটি মানুষ আজকে আমাদের মাননীয় লীডার অব দি হাউসের এই প্রস্তাবকে স্বাগত জানাবেন। আজকে আমরা এটা আশা করতে পারি যে আজ পূর্ব্ব বাংলার গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে স্তব্ধ করার জন্য ইয়াহিয়া সরকার যতখানি চরম বর্বরতার পথেই অগ্রসর হউক না কেন, আজকে ন্যায়ের পথে, সত্যের পথে, মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে বাংলার আপামর জনসাধারণ, নর-নারী, নির্বিশেষে যে আন্দোলনের পথে নেমেছেন, শত বাধা বিপত্তি সত্বেও তারা জয়যুক্ত হবেন, আমরা স্বাধীনতাকামী প্রত্যেকটি মানুষ, বিশেষ করে ভারতবর্ষের মানুষ একথা বিশ্বাস করি। স্বাধীনতাকামী জনতাকে স্তব্ধ করার জন্য, তাদের কণ্ঠকে রোধ করার জন্য যে বর্বরতা চলেছে, সেই বর্বরতা চলেছিল এই ভারতবর্ষে ইংরেজ আমলে, তাদের অন্যায়, অত্যাচার, অবিচার চলেছিল, সেই বিরাট ভারতবাসীকে স্তব্ধ করে দেওয়ার জন্য. তাদের ন্যায় নিষ্ঠা, সত্যনিষ্ঠা, স্বাধীনতার সংগ্রাম সেদিন দমে যায়নি, আমরা জানি শেষ পর্য্যন্ত অন্যায়কারী,

অত্যাচারী শাসক ন্যায়সংগত গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কাছে মাথা নত করতে বাধ্য হয়েছিল। কাজেই এটা আমরা বিশ্বাস করি এবং আমরা এই আশ্বাস দিতে পারি যে মুক্তিকামী ভারতবর্ষের জনতা শেখ মুজিবরের নেতৃত্বে যে আত্মনিয়ন্ত্রণ সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছেন, তারা যেন কোন বাধাকে, কোন প্রলোভনকে আমল না দেন, প্রশ্রয় না দেন, ন্যায় এবং সত্যের পথে প্রতিশ্রুতি নিয়ে এগিয়ে চলেন। আমরা জানি ভারতের সংগ্রাম যেমন সম্পূর্ণ জয়যুক্ত হয়েছিল, বর্বর ইংরেজ'এর ভয় ক উপেক্ষা করে, তেমনি আজ ইয়াহিয়া খাঁ'র কামান, বন্দুক জংগী শাসনকে উপেক্ষা করে তারা যেন এগিয়ে চলে তাদের স্বাধীনতা লাভ করার জন্যে। আজকে আমরা অত্যন্ত বিস্ময়ের সংগে শুনতে পাচ্ছি যে আন্তর্জাতিক যুদ্ধের সাধারণ বিধি নিয়মও পর্যন্ত তারা মানছেন না। তাদের ক্ষমতাকে অব্যাহত রাখার জন্য ন্যায় নীতি বিসর্জন দিয়ে, নিরীহ জনসাধারণকে হত্যা করতে তারা একটুও কুন্ঠিত হচ্ছে না বা লজ্জা বোধ করছে না। আমরা আরও শুনেছি যে যেখানে আরও দুই দুইটি যুদ্ধ হয়ে গেছে, তারাও যুদ্ধের বিধি নিয়ম মেনেছিল, যাদের নাকি আমরা বর্বর শক্তি বলে অভিহিত করেছিলাম চিকিৎসক এবং চিকিৎসা, তাদেরকে এই যুদ্ধের আওতা থেকে বাদ দেওয়া হইত, কারণ তারা যুদ্ধের জন্য প্রয়োজন। আজকে সেই চিকিৎসা বিভাগকে এবং চিকিৎসককেও তারা রেহাই দিচ্ছে না। আমরা শুনেছি এই বর্বরতা এমন পর্যায়ে উঠেছে আজকে সেখানে যুদ্ধের আন্তর্জাতিক বিধি নিয়মকে লংঘন করা হচ্ছে। স্বস্তি পরিষদের হিউমেন রাইটস কমিটি, বিশ্বের শান্তির জন্য, মুক্তির সংগ্রামকে জয়যুক্ত করার জন্য আজ মুক্ত হস্তে প্রসারিত করবে পূর্ব বাংলার মানুষের সাহায্যার্থে, কিন্তু তাদের তা করতে দেওয়া হচ্ছে না। আমরা জানি, আমাদের কোন কোন সদস্য বলেছেন যে আজকে যে ইউনিভারসিটি—ছাত্রসমাজ যেখানে আছে, আজকে তারা এই শাসকের নূতনভাবে শিকার হয়ে দাঁড়িয়েছেন। দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য, দেশের মুক্তির জন্য আজকে সেই সমস্ত ছাত্ররা আন্দোলন করছে, উদ্দেশ্যমূলকভাবে এই ছাত্রদের হত্যা করছে ছাত্রদের মুভমেন্টকে দমিয়ে দেবার জন্য। আজ যেখানে ছাত্র সমাবেশ, স্কুল কলেজের বোর্ডিং এবং হোষ্টেলের ইত্যাদি জায়গাতে আজকে তার উদ্দেশ্যমূলক ভাবে ছাত্রদের কণ্ঠ রোধ করার জন্য এগিয়ে চলেছে। আমরা জানি ভারতবর্ষের ছাত্রসমাজ, পৃথিবীর ছাত্রসমাজ এই বর্বরতা, অন্যায়ের বিরুদ্ধে সিংহনাদে এগিয়ে আসবে, এই বর্বরতাকে দমন করার জন্য এবং আজকের যারা লড়ছে, তাদের সংগ্রামকে জয়যুক্ত করার জন্য। আমার বিশ্বাস আছে এই ভারতবর্ষের গণতন্ত্রকামী মানুষ যেখানে পঞ্চম নির্বাচনে প্রমাণিত হয়ে গেছে, তারা নূতন করে রায় দিয়েছে তারা গণতন্ত্রকে চায়, শ্রদ্ধা করে এবং ভারতবর্ষ যে গণতন্ত্র নীতিতে বিশ্বাসী এই নীতি এবং আদর্শে আজকে পৃথিবীর মানুষও উৎসাহিত। গণতন্ত্রের মাধ্যমে মানুষ শান্তি এবং সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে চলেছে, সেই গণতন্ত্রকে রক্ষা করার জন্য, একই নীতিতে যারা গণতন্ত্র সমাজবাদকে সমাজতন্ত্রকে কায়েম করতে চায়, আমরা তাদের সংগ্রামকে নীতিগতভাবে সমর্থন না করে পারি না। সুতরাং আজকে সেই একই নিয়ম নীতিতে শান্তির পথে যারা গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্র কায়েম করতে চেয়েছে নিজেদের জীবনে, সেই সংগ্রামকে আমরা নীতিগতভাবে সমর্থন না করে পারি

না। শুধু নীতিগত মর্যদা নয়, যখানে আজ সেই নীতির উপর, সেই অধিকারের উপর বর্ব্বর আক্রমন চলেছে, সেই বর্ব্বর আক্রমণ-কে যদি রুখতে হয় তাহলে অনুরূপ শক্তি নিয়ে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। আজ সেই মিলিটারী বোমা, মর্টার বা কামান ব্যবহার করতে কুণ্ঠিত হচ্ছে না। আমরা জানি যে এর বিরুদ্ধে দেশ বিদেশের সমস্ত শক্তি নিন্দা ঘোষণা করছে। নিন্দায় তারা আজ পঞ্চমুখ হচ্ছে। কিন্তু আজকে শুধু নিন্দা করলেই যথেষ্ট হবে না। সত্যি সত্যি যদি আজ সমাজবাদের প্রতি, শান্তির প্রতি আমাদের দরদ থাকে তা হলে এই শান্তিকামী মানুষের জন্য আমাদের সবশক্তি নিয়োগ করা দরকার। সেদিক দিয়ে আমি বের লীডার অব দি হাউস যে প্রস্তাব এনেছেন সেটা আমাদের গণতান্ত্রিক দৃষ্টি কোন্ থেকে শান্তিপূর্ণ মানুষ হিসাবে আমাদের সেটাকে সমর্থন করা উচিত এবং আমি সেটাকে সমর্থন করছি। এ ছাড়া বিশ্বের মানুষ যেখানে চাইছে সারা বিশ্বশান্তি, শুধু আজকে একটা দেশের মধ্যে নয়, বিশ্বশান্তিকে যদি রক্ষা করতে হয় তা হলে যেখানে যে বর্ব্বরতা আছে, সেখানে সমাজবাদী শক্তি আছে—

Mr. Speaker :— Hon'ble Minister, your time is over. I would request you to sum up.

Shri P K. Das :— I am summing up. মাননীয় অধ্যক্ষ মহাদয়, সেই শক্তিকে যদি দমন না করা যায় এবং একটা শান্তিপূর্ণ আন্দোলনকে দমন করে বিনা বাধায় তা হলে তারা প্রশ্রয় পেয়ে যাবে এবং সেই বর্ব্বর শক্তি এগিয়ে যাবে তার পার্শ্ববর্ত্তী রাজ্যকে ধ্বংস করার জন্য। কাজেই অন্যায়কে মূলেই ধ্বংস করা দরকার। ইয়াহিয়া খাঁর যে আন্তর্জ্জাতিক নিয়ম বহির্ভূত বর্ব্বর আক্রমন এবং যে ভাবে নির্বিচারে হত্যালীলা চালিয়েছে, মানবতা বিরুদ্ধ আক্রমন চালিয়ে তার বিরুদ্ধে সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করার জন্য ভারত সরকারকে আমরা আবেদন জানাচ্ছি এবং সমস্ত দেশবাসীর প্রতি আবেদন জানাচ্ছি। তারা যেন তাদের সাহায্যের হস্ত পূর্ব্ব বাংলার মুক্তি আন্দোলনের দিকে প্রসারিত করেন। জয় হিন্দ।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমাদের এই হাউসে যে প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন আমি তাকে সর্ব্বান্তঃকরণে সমর্থন করি। আজ পূর্ব বাংলায় যা ঘটছে সামগ্রীকভাবে তা দেখতে গেলে এটা সামগ্রিক ঘটনার একটা স্বাভাবিক পরিনতি বলে আমি মনে করি। পাকিস্তানের যখন সৃষ্টি হয়, সেই সৃষ্টির সময় থেকেই পূর্ব্ব বাংলা এবং পশ্চিম পাকিস্তান এর মধ্যে একটা বিভেদের বীজ রোপিত হয় এবং সেই বীজটা পরিস্ফুট হয়ে উঠে যখন পাকিস্তানে সামরিক শাসন চালু করা হয়। পূর্ব্ব থেকেই পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকবৃন্দ পূর্ব্ব পাকিস্তানকে একটা কলোনী রূপে দেখে আসছেন এবং সেইভাবেই বাংলা দেশকে ব্যবহার করেছেন। আজকে সেটাই নগ্নরূপে প্রকাশিত হয়ে পড়েছে। শেখ মুজিবর রহমান স্বাধীনতা ঘোষণা করতে চান নি। তিনি চেয়েছিলেন গণতান্ত্রিক অধিকার। সংখ্যা গরিষ্ঠ দল হিসাবে তার যে অধিকার তিনি সেটুকু চেয়েছিলেন। তার বেশী তিনি চান নি। কিন্তু পাকিস্তানের সামরিক শাসক সেই সামান্য দাবীটুকু দিতে অসম্মত হলেন। শেখ মুজিবুর রহমানের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত পাকিস্তানের অখণ্ডতাকে খণ্ড করার কোন অভিসন্ধি ছিল না। সে জন্য ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে

বসেছিলেন এবং ঢাকায় ইয়াহিয়া খাঁ আসার পর তার সঙ্গে কয়েক দফা আলোচনা করেছিলেন। কিন্তু শেখ মুজিবুরের সেই অভিসন্ধি না থাকলে কি হবে, ইয়াহিয়ার ছিল দুরভিসন্ধি যে সময় কাটানো এবং পাকিস্তানের সামরিক জাহাজগুলিকে এনে চট্টগ্রাম বন্দরে পৌঁছান এবং তারা তাতে সক্ষম হয়েছিল এবং মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আপনি জানেন যে চট্টগ্রাম বন্দরে বহু সামরিক জাহাজ নোঙ্গর করা হয়েছিল কিন্তু মাল খালাস করতে বাংলা দেশের জনগণ বাধা দিয়েছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যখন নাকি ইয়াহিয়া খাঁর সঙ্গে শেখ মুজিবুর রহমানের আলোচনা ব্যর্থ হয়, শেখ মুজিবুরের সামান্যতম দাবীটুকু ইয়াহিয়া খাঁ মানতে রাজী নন, তখনই ইয়াহিয়ার পশ্চিম পাকিস্তানী সাম্রাজ্যবাদীর নগ্নরূপ প্রকাশিত হয়ে পড়ল এবং আরম্ভ হল জনগণের উপর বর্বর অত্যাচার এবং সেই থেকেই একটা টোটেল ম্যাসাকার আরম্ভ হল নিরীহ জনগণের উপর। কিন্তু বাংলা দেশের মানুষ দমিত হতে পারে না। কারণ বাংলার ইতিহাস তা বলে না। যেখানে বাংলা দেশের লোক সেন্ট পারসেন্ট মুজিবুরের পেছনে, যেখানে সেন্ট পারসেন্ট লোক গণতান্ত্রিক অধিকার চায় সেখানে পৃথিবীর এমন কোন শক্তি নেই তাকে দাবীয়ে রাখতে পারে। তাই শেখ মুজিবুর যে স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন, আজকে বাধ্য হয়ে সেটা করতে হয়েছে তাকে। কারণ বাংলা দেশের জনগণ তথা শেখ মুজিবুর রহমান বুঝতে পেরেছেন যে এটা পশ্চিম পাকিস্তানের একটা সাম্রাজ্যবাদ এবং সাম্রাজ্যবাদের অধীনে তারা থাকতে প্রস্তুত নন। তাই তারা শেষ মুহূর্তে স্বাধীনতা ঘোষণা করতে বাধ্য হয়েছেন এবং আমার বিশ্বাস সেই সংগ্রামে তারা জয়ী হবেই হবে। আজকে এই প্রস্তাবে অনুরোধ করা হয়েছে যে শেখ মুজিবুর রহমানের নূতন সরকার গঠণ করেছেন তাকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার বিশ্বাস সেই সময় আগত প্রায় এবং আর বেশী দিন নাই যখন পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই শেখ মুজিবুর রহমানের স্বীকৃতি দান করবেন। পূর্ব বাংলার মানুষের যে আশা আকাঙ্খা তাকে সমগ্র বিশ্ব-স্বীকার না করে পারবে না। সেই স্বীকৃতি আসবেই আসবে তার বেশী বাকী নাই এবং তার জন্য আমরাও আমাদের ভারত সরকারকে অনুরোধ জানাচ্ছি যে শেখ মুজিবুর রহমানের সরকারকে যেন তারা অবিলম্বে রিকগনিশন দেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে ভারতের প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রসঙ্ঘে এই প্রশ্নটা উত্থাপন করার জন্য অনুরোধ করেছেন এবং ভারতের যে রাষ্ট্রসংঘের প্রতিনিধি আছেন সমস্ত রাষ্ট্রের সঙ্গে এই বিষয়টা আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছেন এবং আমি আরও আনন্দিত যে প্রধানমন্ত্রী যখন নাকি ঘোষণা করেছিলেন পার্লামেন্টে যে একটা আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের মারফত আমরা পাকিস্তানের যে আহত, দুঃস্থ জনসাধারণ তাদের সাহায্য করতে প্রস্তুত আছে এবং তার পরবর্তী ঘোষণা হল ইনটারনেশান্যাল রেডক্রস সোসাইটি সাহায্য নিয়ে যাচ্ছেন পাকিস্তানে এবং ভারত সেই রেডক্রস সোসাইটির সঙ্গে সহযোগিতা করে সাহায্য প্রেরণ করবে এই বিষয়ে আমরা নিশ্চিত। আর তারই জন্য, আমরা আমাদের প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ এবং অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি। এবং আমরা এও বিশ্বাস করি, আমাদের প্রধান মন্ত্রী লোকসভায় যে আশ্বাস পূর্ব বাংলার জনসাধারণকে দিয়েছেন, যে পথে ভারতকে চালাচ্ছেন, সেই পথ সঠিক এবং তার পথ নির্দেশে আমরা অগ্রসর হয়ে যাবো, তাতে আমার বিন্দুমাত্র কোন

সন্দেহ নেই। আর আমরা যে প্রস্তাব আজকে এই হাউসের মধ্যে গ্রহণ করতে যাচ্ছি, সেটার যথাযথ মর্যাদা যথাসময়ে ভারত সরকার দিবেন এই আশা রেখে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই হাউসের সামনে লীডার অব দি হাউস যে প্রস্তাবটা এনেছেন, আমি সেটাকে সমর্থন করছি। সমর্থন করছি এই কারণে আজকে পূর্ব বাংলায় যে সাত কোটি মানুষ আছে, এই সাত কোটি মানুষকে দীর্ঘদিন পর্যন্ত পাকিস্তানের সামরিক শাসনের সামরিক শাসকেরা বন্দুকের নল দেখিয়ে, চোখ রাঙ্গিয়ে, গায়ের জোরে তাদেরকে দাবীয়ে রাখার চেষ্টা করে আসছেন। কিন্তু ইতিহাসের শিক্ষা আছে, যে এই সাত কোটি মানুষকে এভাবে গায়ের জোরে, বন্দুকের গুলির জোরে, এবং চাবুক দেখিয়ে আর বেশী দিন দাবীয়ে রাখতে পারবে না। মানুষ যখন অত্যাচারিত হতে হতে এমন এক পর্যায়ে পৌছায়, তখন সে তার সমস্ত বাধাকে, এমন কি মৃত্যুকে তুচ্ছ করে, তার নিজের মুক্তির পথকে বেছে নেয়। যে পথ আজকে পূর্ব বাংলার সাত কোটি মানুষ গ্রহণ করেছে, তাতে তারা এ টাই প্রমাণ করতে চাইছে যে এতদিন ধরে পাকিস্তানের সামরিক শাসকেরা যেভাবে তাদেরকে বন্দুকের গুলি দিয়ে, চাবুক দিয়ে দাবীয়ে রাখতে চেষ্টা করে আসতেছিল, তারা আজকে তাদের নিজেদের অধিকারকে প্রতিষ্ঠা করবার জন্য এগিয়ে চলছে। সেখানকার মানুষের উপর ঐ পশ্চিম পাকিস্তানী মিলিটারী শাসক গোষ্ঠী, জঙ্গী শাসক গোষ্ঠী যে রকম বর্বর ভাবে তাদের অধিকারের উপর ধ্বংসলীলা চালিয়ে যাচ্ছে তারই জন্য সেখানকার সাত কোটি মানুষ জেগে উঠেছে। তারা কেন আজ জেগে উঠেছে, উঠেছে এই কারণে তারা আজকে মানবতাকে রক্ষা করবার জন্য, তাদের অধিকারকে রক্ষা করবার জন্য পূর্ব বাংলায় ঐ জঙ্গী শাসক যে অত্যাচার তাদের উপর চালিয়ে যাচ্ছে, তাকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার জন্য। তাই আজকে পূর্ব বাংলার যে সাত কোটি মানুষ আমরণ যে সংগ্রাম করে যাচ্ছে আমরা তাদের পার্শ্ববর্ত্তী রাষ্ট্র ভারতবর্ষে মানুষ হয়ে, তাদের এই সংগ্রামের নির্ব্বাক দর্শক হয়ে বসে থাকতে পারি না। আমরা তাদেরকে আমাদের নৈতিক সমর্থন জানাবার সংগে সংগে, তারা তাদের স্বাধীনতাকে রক্ষা করবার জন্য যে সংগ্রাম করে চলছেন, তার প্রয়োজনে যা কিছু তাদের দরকার, তা দেওয়ার জন্য আমরা এই বিধান সভার মাধ্যমে আমাদের কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ জানাচ্ছি। আজকে যে একটা বর্ব্বর শাসকের বিরুদ্ধে, মানবতা ধ্বংসকারীর বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম সেখানে চলছে, তাকে জয়যুক্ত করবার জন্য, বাংলা দেশের সাত কোটি মানুষের যা কিছু প্রয়োজন, তা যেন তাদেরকে দেওয়া হয়, তারজন্য আমাদের ভারত সরকার প্রস্তুত থাকবেন, এই আশা আমরা সকলে করি। এমন কি আজকে শেখ মুজিবরের নেতৃত্বে যে অস্থায়ী সরকার সেখানে গঠিত হয়েছে, তাকে আমাদের স্বীকৃতি দেওয়া উচিত এবং এই স্বীকৃতি দিয়ে তারা যে মানবতার জন্য সংগ্রাম করছে, তারা যে বর্ব্বর তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছে, সেই সংগ্রামী ৭ কোটি মানুষকে প্রয়োজনীয় সাহায্য দিয়ে, পূর্ব্ব বাংলার বুক থেকে ঐ বর্ব্বর শক্তিকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে হবে। তারপর পূর্ব্ব বাংলায় যে সব বীর সংগ্রামীরা, তাদের আত্ম নিয়ন্ত্রণের অধিকারকে রক্ষা করার জন্য, তাদের গণতন্ত্রকে রক্ষা করবার জন্য এবং তাদের স্বাধীকারকে রক্ষা করবার জন্য পশ্চিম পাকিস্থানী বর্ব্বর সরকারের সঙ্গে সংগ্রাম করছেন,

আমি তাদেরকে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। আর যারা এই সংগ্রামে শহীদ হয়েছেন মানবতার শক্তিকে রক্ষা করার জন্য, আসুরিক শক্তিকে ধ্বংস করবার জন্য, তাদেরকে জানাই আমার প্রণাম এবং এই শহীদের সপথ নিয়ে পূর্ব্ব বাংলার মানুষ যেন আরও জোর শক্তি দিয়ে অগ্রসর হতে পারেন ঐ বর্ব্বর সরকারের প্রতিরোধ করবার জন্য, এই আশা রেখে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

Mr. Speaker :—The House stand (After recess) adjourned till 2. P. M. of to-day.

Mr. Speaker —The Members who are willing to speak on this Resolution may speak only for 3 minutes. If you want to speak more, I have no objection, but in that case I shall have to extend the duration of the House.

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে হাউসে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী যে রিজলুশান এনেছেন, সেটা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এবং আমি এটাকে সর্ব্বান্তকরণে সমর্থন করছি। এই কারণে সমর্থন করছি স্যার, আজকে সারা পৃথিবীতে মানুষ যখন তার নিজের অধিকার রক্ষার জন্য, গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার জন্য, গণতান্ত্রিক অধিকার পাওয়ার জন্য লালায়িত, সেই মুহূর্ত্তে আমাদের পার্শ্ববর্ত্তী দেশ, আমাদের ভারতবর্ষের মতই ১৯৪৭ ইং সনে শৃংখলামুক্ত হয়ে স্বাধীনতা পায়, এবং নিজেদের গণতন্ত্র রক্ষার জন্য, ভারত যেখানে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে, তেমনি পূর্ব্ব বাংলার মানুষও সেই গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল, কিন্তু দুঃখের কথা স্যার, মিলিটারিজমের নাগপাশে পরে আজকে এই সাত কোটি মানুষ ২৪ বৎসর যাবৎ নিষ্পেশিত হয়ে আসছে। গণতন্ত্রের চিন্তা ধারায়, আজকে ২৪ বছর যাবত পূর্ব্ব বাংলার সাত কোটি মানুষ, আন্দোলন করে আসছে, এবং এই গণতন্ত্রের উপর যে আক্রমণ, তাকে রুখে দাঁড়াবার জন্য আজকে ঘন ঘন তারা আন্দোলন করে আসছে এবং তারই ফলে আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে তারা এই গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে যে সেখানকার জনসাধারণ সমর্থন করে, পূর্ব্ব বাংলার মানুষ যে ইমপেরিয়েলিজম, কেপিটালিজম থেকে মুক্ত হতে চায়, সেটাই আজকে তারা দেখিয়ে দিয়েছে গণভোটের মাধ্যমে, শেখ মুজিবর রহমানকে সমর্থন করে। ইয়াহিয়া খাঁকে বুঝিয়ে দিয়েছে যে এটা সেভেনটিনথ সেনচুরী নয়, উই আর রানিং থ্রো টুয়েনটিথ সেনচুরী। যেখানে ফরাসী বিপ্লব প্রমাণ করে দিয়েছে যে মানুষের অধিকারকে বুলেটের মাধ্যমে দমন করা যায় না, সেখানে পুনরায় সেটাকে রূপদান করতে চাচ্ছে ইয়াহিয়া খাঁ পূর্ব বাংলার মধ্যে তাঁর বুলেটের মাধ্যমে, কিন্তু পূর্ব বাংলার সাত কোটি মানুষ আজকে তাঁকে বুঝিয়ে দিয়েছে এটা যে সম্ভবপর নয়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বেশী সময় নষ্ট করছি না, শুধু একথাই বলব যে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্য, একটা ছোট্ট রাজ্য, যদিও আমরা জানি যে আমরা আন্তর্জাতিক বাধা নিষেধ লংঘন করে বাংলা দেশের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে পারি না, কিন্তু মানবতার দিক থেকে, মানুষ হিসাবে তাকে অগ্রাধিকার দেওয়ার জন্য, এবং কিভাবে বাংলা দেশের মানুষকে কার্য্যকরী সাহায্য সহায়তা করা যায়, তার জন্য প্রধান মন্ত্রীর কাছে আবেদন করার জন্য যে রিজলুশান মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এখানে এনেছেন- তার জন্য আমি

এই রিজল্যুশানকে সমর্থন করছি। সংগে সংগে আমি যে জিনিষের প্রতি হাউসের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই স্যার, সেটা হচ্ছে এই বিশেষ পরিস্থিতির দরুণ আমাদের হাউসের মধ্যে গত সোমবার দিন মাননীয় লীডার অব দি হাউস এই সম্বন্ধে একটা ডিসকাশন এনেছেন এ্যাকরডিং টু রুলস এণ্ড প্রসিডিউর, কিন্তু একই সময়ে এই মোশান এবং রিজল্যুশান আনা যায় কি না, আমাদের হাউসে এইরকম নিয়ম আছে কি না, সেই সম্বন্ধে আমি হাউসের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। সেই সঙ্গে একথাও বলতে চাই যে এটাকে প্রিসিডেন্ট হিসাবে ভবিষ্যতে যেন গ্রহণ করা না হয়, আমি এই অনুরোধ করব স্যার। কারণ এটার একটা প্রয়োজনীয়তা আছে বলেই...

Mr. Speaker :—That is the discretion of the Speaker.

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিংহ :—আমাদের বিরোধী দলের সদস্যরা নানারকমভাবে অপবচুনিটি গ্রহণ করছেন স্যার, তাই আমি হাউস এবং স্পীকার মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি স্যার।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—পয়েন্ট অব অর্ডার। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, তিনি যেভাবে কথা বলছেন, মনে হয় যেন একটা চ্যালেঞ্জিং এ্যাটিচুড নিয়েই কথা বলেছেন। কিন্তু এটা স্পীকারের ডিসক্রিয়েশানে আছে এবং এই জিনিষটা সরকার পক্ষ এবং আমাদের বিরোধী পক্ষ মিলিতভাবে আলাপ আলোচনা করেই এই হাউসে আনা হয়েছে, কাজে এই সম্পর্কে তিনি কোন কথা বলতে পারেন কি না?

মিঃ স্পীকার :—তিনি চ্যালেঞ্জ করেন নাই, হাউসের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছেন।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিংহ :—আমি একথা বলেই, আমার বক্তব্য শেষ করছি।

Shri U. K. Roy :—We are discussing this resolution under special circumstances on special permission of the Speaker and in consultation with Members of the whole House. I am of opiniom that it must be discussed in calm atmosphere. This point raised by the Hon'ble Member, I think, has spoiled that atmosphere.

Mr. Speaker :—I agree with you. Now any other Member?

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে প্রস্তাব এখানে এনেছেন, এটা অতীব ন্যায্য, আমি তারজন্য এই প্রস্তাবকে সমর্থন করছি। আজকে পূর্ব্ব বাংলার মধ্যে গণতন্ত্রকে হত্যা করার জন্য, যে ফ্যাসিষ্ট কায়দায়, সামন্ততান্ত্রিক প্রথায় যেভাবে ইয়া হয়া সরকার শাসন চালাচ্ছেন, সে দিক দিয়ে আমরা গণতান্ত্রিক ভারত-বর্ষের নাগরিক হিসাবে এই কথাই তাদের বুঝিয়ে দিতে চাই যে যারা সামন্ততান্ত্রিক প্রথায়, ফ্যাসিষ্ট জুলুম এর ভিতর দিয়ে যারা গণতন্ত্রকে হত্যা করতে চেয়েছিল, তাদের সকলকেই সেই পথ থেকে সরে দাঁড়াতে হয়েছিল। চীন থেকে চিয়াং কাইসেককে যেমন বাধ্য হয়ে সরে দাঁড়াতে হয়েছিল, তেমনি বৃটিশকেও ভারতবর্ষ থেকে সরে দাঁড়াতে হয়েছিল। আজকে

এবং আজকে পাকিস্তানের যে মানুষ তারা গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যক্তি স্বাধীনতা বজায় রাখার জন্য তারা যে সংগ্রাম করছে তারজন্য আমি তাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি। আরও অভিনন্দন জানাচ্ছি আমাদের ভারত সরকারকে। যে ভাবে এই গণহত্যা চলছে পাকিস্তানে তাকে বন্ধ করবার জন্য, এই ফ্যাসিষ্ট নীতি এবং গণহত্যাকে বন্ধ করার জন্য যে প্রতিবাদ করেছেন তাকে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমরা ভারতবর্ষের নাগরিক। আমরা এই বিধানসভার ভিতর দিয়ে আমরা পাকিস্তানের গণতন্ত্রকামী মানুষের যে আকাঙ্খা তাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন তার জন্য পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র হিসাবে তাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং ত্রিপুরার পক্ষে যে একটা মৈত্রী স্থাপন হল তাকেও আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং আমাদের ভারত সরকার যে ফ্যাসিষ্ট শাসনকে বন্ধ করার জন্য সাহস যোগাচ্ছেন তার জন্য আমি প্রধান মন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে এবং ত্রিপুরা বাসীকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমাদের শুধু চুপ করে বসে থাকলেই চলবে না। আমাদের বিধানসভার মারফতে ইন্দিরা গান্ধীকে এইটুকু জানিয়ে দেওয়া দরকার যে পাকিস্তানের ইয়াহিয়া সরকার যে গণতন্ত্র হত্যা করছে সেখানে যে কোন রকম ভাবেই হোক, অস্ত্র দিয়েই হোক বা অন্য কোন প্রকারেই হোক যে কোন রকম সাহায্য প্রেরণ করার জন্য আমি আবেদন জানাই। আমরা ত্রিপুরা বাসীরা দেখছি যে দিনের পর দিন পাকিস্তান থেকে লোক আসছে। কেউ কেউ হয়ত আসতে পারেনি। পা ফুলে রাস্তাঘাটে পড়ে আছে তাদের যাতে সাবডিভিশন ভিত্তিক আশ্রয় দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয় এবং মানুষ হিসাবে যারা এইখানে আমাদের ত্রিপুরা সরকারের কাছে সারেনডার করেছে তাদের যাতে সাহায্য করা হয় তার জন্য আমি মাননীয় স্পীকারের মাধ্যমে আমি বক্তব্য রেখেই শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার—অনারেবল মেম্বার শ্রীউপেন্দ্র কুমার রায়।

শ্রীউপেন্দ্র কুমার রায়—মাননীয় স্পীকার স্যার, আজ আমাদের মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী হাউসে পূর্ব বাংলার পরিস্থিতি নিয়ে প্রস্তাব এনেছেন আমি তাকে সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করছি এবং প্রস্তাব আনিবার জন্য আমি তাকে আমার অভিনন্দন জানাচ্ছি। অভিনন্দন জানাচ্ছি এই জন্য যে এই প্রস্তাবের মধ্যে আমার তো নিশ্চয়ই, আমার মনে হয় আমাদের সকলেরই সেন্টিমেন্টটা সম্পূর্ণভাবে বিবৃত হয়েছে। আজ পূর্ব বাংলা আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী। তার অধিবাসী আমাদের আত্মীয় স্বজন। আমরা তার সংগে একাত্ম, ভাষার দিক দিয়ে, শিক্ষার দিক দিয়ে, সংস্কৃতির দিক দিয়ে সর্বপ্রকারে আমরা একাত্ম। পশ্চিম পাকিস্তানের সংগে তার মিল আছে মোটামুটি ধর্মের দিক দিয়ে। অন্য কোন দিক দিয়ে তেমন মিল নাই। যাই হোক কোন অদৃশ্য শক্তির প্রভাবে এই অখণ্ড এক দেশ দ্বিখণ্ডিত হয়েছিল একদিন, আমরা সেটাকে মেনে নিয়েছিলাম। মেনে নিয়ে সুখী হতাম যদি এক দেশ যে দুই ভাগ হল সেই দেশ যদি শান্তি সমৃদ্ধিতে থাকত। কোন দেশের ভাগ্যেই সেই শান্তি, সুখ সমৃদ্ধি আসেনি। আমরা এই অংশের যারা অধিবাসী আমরা গণতান্ত্রিক অধিকার ভোগ করছি। কিন্তু আমাদের যে আত্মীয় স্বজন পূর্ব বাংলায় রয়ে গেছেন তারা সেইটুকু পাচ্ছেন না। গোঁড়া থেকে দেখে আসছি তাদের মধ্যে গণতান্ত্রিক অধিকারের একটা আকাঙ্খা ছিল। ইতিমধ্যে পশ্চিম পাকিস্তান তার সংস্কৃতিকে

জোর করে চাপিয়ে দিতে চেয়েছিল। যে ভাবে আন্দোলন হয়ে গেছে তাতে পূর্ব্ব বাংলার বাঙ্গালী বার শহীদ, যারা যুবক তাদের শাস্তি দান করার চেষ্টা করেছে। তারপর চেষ্টা করেছে সেই যুবকেরা রাজনৈতিক অধিকার পাওয়ার জন্য। যদিও স্বাধীন হল, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পূর্ব বাংলা পশ্চিম পাকিস্তানের একটা উপনিবেশ হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। তারা প্রথম শ্রেণীর নাগরিক হিসাবে অধিকার পায় নি। তারা পশ্চিম পাকিস্তানের একটা উপনিবেশ হিসাবে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসাবে বিবেচিত হয়েছে। এটা তারা মেনে নিতে পারে নি। এর জন্য গোড়া থেকে একটা আকাঙ্খা তাদের ছিল। তারপর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবরের নেতৃত্বে এটা শক্তিশালী হয়ে উঠল যে সামরিক শাসনকর্ত্তা ইয়া হিয়া খাঁ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য একটা নির্বাচনের ব্যবস্থা করলেন যে তারা সকলেই গণতন্ত্রকে রাজনৈতিক আদর্শ হিসাবে মানেন। ইয়া হিয়া এতটা আশা করেন নি। নির্বাচনে পূর্ব বাংলার অধিবাসীরা প্রমাণ করলেন যে শেখ মুজিবরের নেতৃত্বে তারা গণতন্ত্র চান। ইয়া হিয়া এত আশা করেন নি বলেই এই ঝুঁকি নিয়েছিলেন। কিন্তু পূর্ব বাংলার বালক যুবক বৃদ্ধ সবাই তার উত্তর দিল। আসলে গণতান্ত্রিক অধিকার দেওয়ার তার ইচ্ছা ছিল না তারপর ইয়া হিয়া খাঁ, ভুট্টো এসে আলাপ আলোচনা করতে লাগলেন। পূর্ব পাকিস্তানীরা সংখ্যায় বেশী সত্য। তাদের নেতৃত্ব যাতে না মানা হ সেজন্য নানারকম ফন্দী করতে লাগলেন। আর আলাপ আলোচনার ভিতর দিয়ে সৈন্য সামন্ত সমুদ্র পথে এনে জোর করে তাদের আশা আকাঙ্খা তাদের উপর চাপিয়ে দিলেন। তারপর তিনি রাত্রির অন্ধকারে পালিয়ে গেলেন। আর দুই দিকে সামরিক প্রশাসক বসিয়ে মিলিটারী অ্যাডমিনিস্ট্রেশন চালু করে দিয়ে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে সেই যে পাকিস্তানী সৈনিক ক্ষুধার্ত নেকড়ে বাঘের মত এই সব নিরীহ [illegible] বা সাধারণ মানুষের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। তারপর যে নারকীয় তাণ্ডব শুরু হল তা আপনারা সকলেই শুনেছেন। বর্তমানে পূর্ব্ব বাংলায় যে কি অবস্থা চলেছে সেটা। আমাদের জানবার কোন ক্ষমতা নেই, সেখানে সংবাদ পত্রের উপর কড়া সেন্সার ব্যবস্থা আরোপ করা হয়েছে: কিন্তু তা সত্ত্বেও বায়ু তরঙ্গের মাধ্যমে ভাসতে ভাসতে যে সমস্ত খবর আমাদের এখানে আসছে, তাতে আমরা সবাই শিহরিয়া উঠেছি এবং আমাদের মধ্যে বিরাট একটা উত্তেজনা জেগে উঠেছে। এই উত্তেজনার ঢেউ যে শুধু আমরা যারা ত্রিপুরাতে আছি, তাদের কাছে লাগছে এমন নয়, এই ঢেউ ভারতবর্ষের যে যেখানে আছে, তাদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়েছে আমরা যা দেখছি এবং শুনছি, তাতে আমরা এটাই বুঝতে পারছি পূর্ব বাংলার সেই ৭।। কোটি মানুষ আজ তাদের খালি হাত পা নিয়ে বর্ত্তমান যুগের যে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র সুসজ্জিত এবং বলিয়ান পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্য বাহিনী, তাদের বিরুদ্ধে নিজেদের মাতৃভূমিকে রক্ষার জন্য এবং নিজেদের স্বাধীনতা বজায় রাখার জন্য প্রাণপণে যুদ্ধ করে চলছে। তারপরে আমরা এও শুনেছি যে ঢাকা ইউনিভারসিটিকে নাকি ঐ বর্বর সৈন্যদল একেবারে উড়িয়ে দিয়েছে, আর পুরানো যে ঢাকা ছিল যেখানে থেকে নাকি আমিও এক সময়ে পড়েছিলাম, সেটাকে বোমা দিয়ে একেবারে ধ্বংসস্তুপে পরিণত করে দিয়েছে এবং যে অবস্থা সেখানে চলছে, এই অবস্থায় আমরা যারা এখানে আছি, তাদেরও স্থির থাকা সম্ভব নয়। এই সব খবর শুনে আমরা

পাকিস্তান ভারতবর্ষের মতই স্বাধীন কর আজকে পাকিস্তান সরকার যেভাবে শাসন চালাচ্ছেন সেখানে, সেটা অতি নিন্দনীয়। পূর্ব্ব বাংলাবাসীরা আজকে তাদের গণতন্ত্রকে রক্ষা করার জন্য যে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে পশ্চিম পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে, সেই সংগ্রামকে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি। সেদিনও হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম, আমরা পশ্চিম পাকিস্তানের ইয়াহিয়া খাঁর জঙ্গী শাসক এবং তার সৈন্যদল পূর্ব্ব বাংলা যা কিছু করে যাচ্ছে তাকে নিন্দা করার মত ভাষা সেদিন আমরা খুঁজে পাইনি এখনও দেখলাম অনেকে সেটাকে নিন্দা করার মত ভাষা খুঁজে পাচ্ছেন না। আমরা বিশ্বাস করতে পারি নি যে এই সামরিক শাসক যতই তার ক্ষমতা থাকুক না কেন, বর্ত্তমান সভ্যতার যুগে এই রকম ভাবে গোলা বারুদ দিয়ে একটা গোটা জাতিকে তাদের মাতৃ ভূমি থেকে একেবারে ধ্বংস করে দিবে। আজকে কেউ কেউ বলছে যে সেখানে ১ লক্ষ লোক মারা গেছে, আবার কেউ কেউ বলছে যে সেখানে ৩ লক্ষ লোক মারা গেছে। তবে প্রভূত পরিমাণে যে লোক ক্ষয় হয়েছে, সে বিষয়ে আমাদের কারো মনে কোন সন্দেহ নেই। আমরা এই ক্ষুদ্র ত্রিপুরা রাজ্যের লোক, আমরা এই সময়ে তাদের জন্য কি করতে পারি? কিন্তু আমাদের এই যে ভারতবর্ষ, এখানে আমরা ৫৫ কোটি লোক বসবাস করছি ভারতবর্ষেরই একটা অঙ্গ রাজ্য হল এই ত্রিপুরা, তাতে আমরা প্রায় ১৮ কোটির মত লোক আছি। কাজেই ভারতবর্ষের একটা অঙ্গ হয়ে এবং তার অধিবাসী হয়ে আমাদের যে শক্তি আছে, সেটাও একেবারে কম নয়। তাই আমি বলব, ভারতের একটি অঙ্গ রাজ্যের ভিতরে যদি শক্তি জেগে উঠে তাহলে সেটা ভারতের শক্তি হয়ে জেগে উঠবে। কাজেই আমরা ত্রিপুরা হয়তো বা দুর্ব্বল হতে পারি, কিন্তু আমাদের ভারত কখন দুর্ব্বল নয়। তাই আমাদের ভারতের যে নেতৃ প্রধান মন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী, তার যে সহানুভূতি এবং মানবতা আছে, সেটা আমাদের সবারই জানা আছে কাজেই আমরা আশা করব পূর্ব্ব বাংলায় আজকে যা ঘটে চলছে, তাতে তিনি ঠিক থাকতে পারবেন না এবং তিনি এই ব্যাপারটাকে শান্তিসংঘে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবেন। আমরা শুধু আমাদের যে মনোভাব সেটা এই সভার মাধ্যমে আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার তথা আমাদের প্রিয় প্রধান মন্ত্রীকে জানিয়ে দিতে পারি যে আমরা চাই যে কোন উপায়ে হোক, আমরা কিন্তু প্রত্যক্ষ সংগ্রামের কথা বলছি না, সেটার যা কিছু করার, সেটা করবেন আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার, আজকে পূর্ব্ব বাংলায় যে বর্ব্বরতা চলছে সেটার যেন অবসান হয়, সেই প্রচেষ্টা আমাদের ভারত সরকারের চালিয়ে যাওয়া উচিত। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীবিনয়ভূষণ ব্যানার্জী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে এই হাউসের সামনে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় ত্রিপুরার জনসাধারণের মনের যে উদ্বেগ যে উৎকণ্ঠা এবং যে চিন্তা তাঁর প্রস্তাবের মধ্যে রেখেছেন এবং ত্রিপুরার জনতার চিন্তার দিক লক্ষ্য রেখে যে প্রস্তাব তিনি রচনা করেছেন, তারজন্য আমি ব্যক্তিগতভাবে তাকে ধন্যবাদ জানাই। মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা অত্যন্ত বেদনাদায়ক ইতিহাস যে বাংলা অতীতে একবার পলাশীর প্রান্তরে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম করেছিল, সেই বাংলার রক্তক্ষয় আজ পর্যান্ত বন্ধ হয়নি, আজও সেটা অব্যাহত গতিতে

পূর্ব্ব বাংলার মাটিকে ভিজিয়ে চলেছে আমরা ইতিহাস দেখলে দেখব যে এই পূর্ব বাংলার মাটিতে আমাদের মাষ্টারদা একবার স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন করেছিলেন, সেই চট্টগ্রামে। আমরা আবার আজ দেখছি যে পূর্ব্ব বাংলার মানুষ কি ভাবে নিজেদের শোষণ থেকে মুক্ত করাবার জন্য নিজের ছেলেকে বলি দিতে পারছে, নিজের ভাইকে বিসর্জন দিতে পারছে এবং স্ত্রী তার স্বামীকে নিজের রণসজ্জায় সাজিয়ে দিতে পারছে। এই বাংলার রক্ত অনেক আগে গেছে, মনে হয় এখনও বুঝি আরও অনেক দেওয়ার বাকী আছে। আজকে পূর্ব্ব বাংলার মানুষকে শোষণ করে পশ্চিম পাকিস্তানের মানুষ নিজেদের পুষ্ট করবার জন্য যে হীন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত তারই জন্য সামরিক শাসন কর্ত্তা ইয়া হিয়া পূর্ব্ব বাংলার যে সংস্কৃতি এবং যে ভাষা তাকে রুদ্ধ করতে চেয়েছিল। কিন্তু সে তা করতে পারবে না, কারণ আজকে পূর্ব্ব বাংলার মানুষ আবার যত রক্তে দরকার, সে রক্ত দেওয়ার জন্য প্রস্তুত। তাই তো আজকে এই পশ্চিম পাকিস্তানীদের শোষণের থেকে মুক্ত হবার জন্য বিপ্লবের মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে নূতনভাবে, নূতন প্রেরণা নিয়ে পূর্ব্ব বাংলার অগণিত জনতা এই ইয়া হিয়ার মত সামরিক জঙ্গী শাসকের বিরুদ্ধে লড়ছে। তারা সেখানে প্রথমে কি চেয়েছিল? তারা চেয়েছিল শান্তিপূর্ণভাবে এবং অহিংসা আন্দোলনের মাধ্যমে তাদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হউক। আমরা অতীতেও দেখেছি এই অহিংসা আন্দোলনের মাধ্যমে আমাদের মহাত্মা গান্ধীজি বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ এর বিরুদ্ধে এর বিরাট আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। আবার আজকেও দেখছি পূর্ব্ব বাংলার সেই মহান নেতা শেখ মজিবুর রহমান তার দেশকে পশ্চিমি শাসকদের শোষণ থেকে মুক্ত করার জন্য গান্ধীজীর সেই অহিংসা আন্দোলনের দীক্ষায় দীক্ষিত হয়ে এই আন্দোলন করে যাচ্ছেন। কেন তারা এটা করছে? তারা এটা করছে এই কারণে যে সেখানে কিছুদিন আগে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে যে নির্ব্বাচন হয়ে গিয়েছিল, তারই মাধ্যমে সেখানকার শতকরা ৯৮ জন লোক রায় দিয়েছিল যে তারা গণতান্ত্রিক শাসন চায়। এই যে রায় জনতা দিল, তারই বলে তাদের যে অধিকার সেটা আইনতঃ শেখ মুজিবর পূর্ব্ব বাংলায় নেতৃত্ব করবে এবং শুধু তাই নয়, শেখ মুজিবর সারা পাকিস্তানের নেতৃত্বও করবে। কাজেই এটা স্বীকৃত, এই যে সরকার মুজিবর দ্বারা গঠিত সরকার, জনতা দ্বারা গঠিত সরকার গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে গঠিত সরকার. এপারের আমরা যারা গণতন্ত্রকামী মানুষ, ওপারের গণতন্ত্রকামী মানুষের কামনাকে যে হীন ষড়যন্ত্রকারী, শোষক, দানব রূপ ধ্বংস করার চেষ্টা করছে, আমরা এপারের মানুষ সেই অত্যাচারিত, লাঞ্ছিত যে জনতা, তাদের দিকে চেয়ে নীরব থাকতে পারিনা। তাই অনেকে ছাত্র যুবক থেকে আরম্ভ করে সমস্ত মানুষ, আমাদের যে ভাই বন্ধু যারা আছেন, তাদের মধ্যে এক উদ্বেগ, চঞ্চলতার প্রকাশ আমরা দেখছি, এটা স্বাভাবিক। আমার মনে পড়ে অতীতের কথা, শৈশবের কথা, সেই ছেলেবেলাকার কথা, সেই মাটি আমাকে বারবার ইংগিত দেয়, ওপারের মানুষ যখন ছিন্নমূল হয়ে এপারে আসছে, স্বতঃস্ফূর্তভাবে মনে আনে আন্দোলন, উদ্বেলিত মন চায় তাদের কাছে ছুটে যেতে, ঐ বাংলা বাঁচাতে বাঁচাতে আজকে প্রাণ দিচ্ছে, সেই লড়িয়ে জনতার কাছে যেতে, কিন্তু আমরা যেতে পারছি না, কারণ আমরা কতকগুলি বিধি নিষেধের মধ্যে আবদ্ধ। কিন্তু আমরা তাদের আকুল আহ্বান শুনতে পাচ্ছি, তারই জন্য আজকে

ত্রিপুরার এই বিধানসভা প্রস্তাব নিচ্ছে সর্ব প্রকার সাহায্য দিয়ে, এই যে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে যে সরকার গঠিত হয়েছিল, জনসাধারণের রায়ে যে সরকার গঠিত হয়েছিল আমাদের ভারত সরকার সেই সরকারকে মেনে নিক। আমি এই প্রস্তাবকে সর্বান্তঃকরণে সমর্থন জানাচ্ছি এই বিশ্বাস রেখে যে পূর্ব বাংলায় যে ইতিহাস রচিত হয়েছে, সেই ইতিহাস ব্যর্থ হবে না। তাই আমি ভগবানের নিকট প্রার্থনা করছি এই গণতান্ত্রিক মানুষের কামনা জয়যুক্ত হউক, এই কামনা করে সমস্ত শহিদের প্রতি সশ্রদ্ধ প্রণাম জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী—মাননীয় স্পীকার স্যার; আজকে শাসক দলের নেতা যে সরকারী রিজলুশান এনেছেন, আমাদের সভার সদস্যগণ সেটা গ্রহণ করেছেন, সেটা যাকে আকাশবাতাস সমস্ত জায়গায়ই গৃহীত হয়েছে, আমরা একটু দেরীতে গ্রহণ করছি তবুও আমাদের বিধান সভায় এটা আমরা গ্রহণ করছি। আজকে আমাদের মুখ্যত কাজ হল, এই যে ভারত থেকে সাহায্য পাঠান হচ্ছে, সেই সাহায্য কত তাড়াতাড়ি আমরা করতে পারি এবং তার জন্য আমরা কি করতে পারি, কি দিয়ে, কত তাড়াতাড়ি আমরা সাহায্য করতে পারি, সেটাই হবে আমাদের মূল উদ্দেশ্য। তাই আজকে শাসক দলের নিকট আমি আবেদন রাখব, যথাসম্ভব কনষ্ট্রাক্টিভ ওয়েতে সাহায্য দিয়ে তাদের মুক্তি যুদ্ধকে সার্থক করে তুলতে পারি, বাংলাকে স্বাধীন করতে পারি, তার চেষ্টা করুন, এই বলে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার:—এনি আদার মেম্বার ?

শ্রীক্ষীতিশ চন্দ্র দাস:—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে মাননীয় লিডার অব দি হাউস এই যে প্রস্তাব এনেছেন, সেটা সময়োপযোগী এবং এই প্রস্তাবের সমর্থনে আমি কয়েকটি বক্তব্য এখানে রাখছি। আজকে এই যে অবস্থা পূর্ব বাংলায় চলছে, আমাদের অনেকেই সেই সম্পর্কে বলেছেন যে ফ্যাসিষ্ট কায়দায়, কিন্তু যত রকম এর বর্বরতার ইতিহাস লিখিত, অলিখিত আছে, সবকে আজকে ছাড়িয়ে গেছে এই ইয়াহিয়া সৈন্যদের বর্বরতা। কারণ প্রত্যেক যুদ্ধেরই একটা নিয়ম থাকে, অত্যাচারের একটা মাত্রা থাকে, যারা শিশু, অবুঝ, তাদের হত্যা করার কোন কারণ নাই, কারণ তারা যুদ্ধে কোন মতামত রাখতে পারেনা, কিন্তু সেই ইয়াহিয়া খাঁ সরকার, সেই শিশু, নারী, পুরুষ নির্বিচারে হত্যা করছে, সেই খবর আমাদের কাছে এসে পৌঁচেছে। কাজেই এই প্রস্তাবের মাধ্যমে সেই বর্বরতার চিত্র প্রকাশ করা যাবেনা, আমার মনে হয়, এই প্রস্তাবের দ্বারা যথেষ্ঠ হবেন। আজকে আমরা রাষ্ট্রসংঘ ভুক্ত, কাজেই সেই রাষ্ট্রসংঘের সদস্য হিসাবে আমাদের উচিত আমাদের এখান থেকে বিশেষ দূত প্রেরণ করা এবং অন্যান্য দেশ, যেসব দেশ রাষ্ট্রসংঘের সদস্য তাদের সংগে পরামর্শ করে কিভাবে এই সাহায্য ত্বরান্বিত করা যায়, তার চেষ্টা করা। রাষ্ট্রসংঘে যে আমাদের প্রতিনিধি, তার কাছে টেলিগ্রাম ইত্যাদি না করে, বিশেষ দূত এখান থেকে প্রেরণ করাই হবে আমাদের কর্তব্য। যেহেতু আমরা আন্তর্জাতিক বাধা নিষেধের মধ্যে আটক আছি, আমরা তাদেরকে অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করতে পারিনা, কিন্তু যগুলি আমাদের দিক থেকে সাহায্য করা যায়, সেইগুলি অন্তত: তাড়াতাড়ি করা দরকার, সেইদিক থেকেও আমার মনে হয় সেটা অবহেলিত হচ্ছে। আমাদের এখানে আজকে এই যে রিজলুশান এসেছে সেটা বিলাপের সামিল, কাজেই আমি ভারত সরকারকে অনুরোধ করব যাতে তাদের সর্বপ্রকার

সাহায্য করা হয়, এবং সেটা যাতে স্বরান্বিত করা হয় কারণ আজকে পূর্ব্ব বাংলায় যে অকথ্য অত্যাচার চলেছে, সেটা পৃথিবীর মধ্যে যে কোন বর্বরতার নজিরকে ছাড়িয়ে গেছে, কাজে আমি মাননীয় স্পীকার মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এর কাছে অনুরোধ রাখছি, যাতে ভারত সরকারকে অনুরোধ করা হয় দ্রুত ব্যবস্থা অবলম্বন করার জন্য, এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করলাম।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাসগুপ্ত—মাননীয় স্পীকার স্যার, যে গভর্ণমেন্ট রিজলুশান এখানে এসেছে, তার সমর্থনে আমি বক্তব্য রাখছি। প্রথমতঃ এটা হচ্ছে এই যে পশ্চিম পাঞ্জাব-পশ্চিম পাকিস্তান পূর্ব্ব বাংলার উপর আক্রমণ চালিয়েছে সেটা একটা সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণের রূপ নিয়ে এসেছে। শুধু তাই নয়, আজকে পূর্ব্ব বাংলা সৃষ্টি হওয়ার পর, এর সংস্কৃতিকে, এর ভাষাকে, এর সংস্কৃতিকে, নির্মূল করবার জন্য সর্ব্বপ্রকার ব্যবস্থা এই পশ্চিম পাকিস্তান করেছিল। শুধু তাই নয় পূর্ব্ব বঙ্গ সৃষ্টি হওয়ার পর এই সংস্কৃতিকে, এর ভাষাকে, এর সাংস্কৃতিকে নির্মূল করবার জন্য সর্ব্বরকম ব্যবস্থা পশ্চিম পাকিস্তান করেছিল এবং শুধু তাই নয় পূর্ব্ব বঙ্গের লোক সংখ্যা গরিষ্ঠ হয়েও তাদেরকে সংখ্যা লঘিষ্ঠের পাঞ্জাবীর কর্তৃত্বাধীন থাকতে বাধ্য করা হয়েছে। তারপর গত নির্ব্বাচনে তারা সব চেয়ে বেশী ভোট পেয়েও আজকে তাদের গণতান্ত্রিক অধিকারকে কার্য্যকরী করতে পারে নি তারপর তাদের এই গণতান্ত্রিক অধিকারকে দমিত করবার জন্য যে চেষ্টা তারা করেছিল তার বিরোধিতা করছিল পশ্চিম পাকিস্তানী ইয়াহিয়ার দল, তার বিরুদ্ধে হয়েছে গণঅভ্যুত্থান। মাননীয় স্পীকার, স্যার, যভাবে নারী পুরুষ শিশুকে হত্যা করা হচ্ছে তাতে মনে হয় একটা জাতিকে তারা নির্মূল করতে চায়, যাকে বলে জেনোসাইড। আমরা একবার দেখেছিলাম হিটলার চেকোশ্লোভিয়াকে নির্মূল করে দিয়ে তার জার্মান ভাষা এবং জার্মান চিন্তাধারা আনিতে চেয়েছিল। কনসেনট্রেশান ক্যাম্পের মারফতে চলছিল জেনোসাইড। আজকে আমরা দেখছি দক্ষিণ আফ্রিকাতে হোয়াইট রেস কি করছে এবং রোডেশিয়াতে তারা কি করছে, তাদের নির্মূল করার চেষ্টা করছে। আর ইদানীং নির্মূল করার চেষ্টা চালিয়েছে ইয়াহিয়া খাঁর নেতৃত্বাধীন পশ্চিম পাকিস্তান সরকার। মাননীয় স্পীকার স্যার। মাননীয় স্পীকার মহোদয় অতীতে যেমন জার্মানরা করেছিল, সমস্ত বিশ্ব, সোস্যালিষ্ট কান্ট্রিগুলিও ঐক্যবদ্ধ হয়ে তাকে দমন করবার চেষ্টা করেছে এবং দমন করেছে। আজকে ভারতবর্ষ সাউথ আফ্রিকার সাথে এবং রোডেশিয়ার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করেছে। পূর্ব বাংলায় যে সরকার গঠন করা হয়েছে, আমার বলার অর্থ হচ্ছে এই যে, যখন সংখ্যা লঘিষ্ঠ সংখ্যা গরিষ্ঠের উপর তার মত জোর করিয়ে চাপিয়ে দিতে চায় তাকে কোন রাষ্ট্র স্বীকার করে নিতে চায় না। সেখানে সেই সংখ্যা গরিষ্ঠের দল গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে একটা সরকার গঠন করেছে, সেই সরকারকে স্বীকার করে নিতে হবে। এই স্বীকৃতির সাথে সাথে এবং স্বীকারের পূর্ব্বেও আমাদের সর্ব্বরকম সাহায্য করতে হবে। এমন কি স্বেচ্ছা সেবক বাহিনী দিয়ে এবং তার জন্য আমর্স অ্যাণ্ড অ্যামুনিশান দিয়ে সাহায্য করতে হবে। এই ব্যবস্থা যদি গ্রহণ করা না যায় তাহলে যে গণতান্ত্রিক সরকার তারা কায়েম করেছে, সেই সরকার অসুবিধায় পড়বে। কিন্তু তবুও এই সরকার বাঁচবে। কারণ এক কথায়

বলেছিলাম সমস্ত বড় বড় হাতিয়ার দিয়েও যুদ্ধ জয় করা যায় না যদ তার পেছনে কোন জন সমর্থন না থাকে। আজকে পূর্ব্ব বঙ্গের যে সমস্ত জনসাধারণ একত্রিত হয়েছে। তাকে পরাস্ত করার কোন শক্তি পশ্চিম পাকিস্তানের নাই। আমাদের সেই সরকারকে সাহায্য করা এবং অবিলম্বে স্বীকার করা এবং কেন্দ্রীয় সরকারের উপর আমাদের বিধান সভার মারফতে প্রভাব বিস্তার করছি যে ন্যায্য স্বীকৃতি যেন কেন্দ্রীয় সরকার দেন।

শ্রীঘনশ্যাম দেওয়ান :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমাদের এই হাউসের মধ্যে মুখ্যমন্ত্রী যে প্রস্তাব এনেছেন পূর্ব বাংলার স্বাধীন যে মানুষ, তাদের গণতান্ত্রিক অধিকারের জন্য পশ্চিমী বর্বর ইয়াহিয়া খাঁর বিরুদ্ধে যে অভিযান তারা চালিয়েছে তাকে সমর্থন করি এবং স্বাধীন বাংলার যে স্বপ্ন বাংলা সন্তান যে মুজিবুর রহমান রূপ দিতে যাচ্ছেন তাকে সমর্থন করি, শেখ মুজিবুর রহমান বাংলার যে স্বপ্ন দেখছেন এবং সেই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য যে চেষ্টা করছেন তাকে সমর্থন জানাচ্ছি এবং সেজন্য প্রস্তাব এসেছে তাকে সমর্থন জানাই। কারণ পূর্ব বাংলার যে দাবী, স্বাধীন বাংলার যে দাবী সেই দাবীকে যাতে স্বীকৃতি দেওয়া যায় এবং তাকে রূপায়িত করবার জন্য সর্বপ্রকার সাহায্য দিতে হবে। সুতরাং এই প্রস্তাব অভিনন্দনযোগ্য। আমি দেখেছি যে মাত্র ২৫ বছর পূর্বে আমাদের এক নাগরিক বাংলার সন্তান নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু জয়হিন্দ শব্দ বলেছিলেন এবং এক অখণ্ড ভারতের স্বপ্ন দেখেছিলেন এবং সেই অখণ্ড স্বাধীন ভারত গড়বার জন্য আমাদের ভারতবাসীকে ডাক দিয়েছিলেন। কিন্তু আমরা সেদিন সাড়া দিই নি এবং বুঝতে পারি নি যে খণ্ডিত ভারতের যে অগ্নি, যে দুঃখ আমাদের ললাটে ছিল, তাকে আমরা সেদিন কল্পনা করতে পারি নি। যদি আমরা নেতাজীর ডাকে সাড়া দিতাম তাহলে হয়ত খণ্ডিত ভারত আমরা দেখতে পেতাম না, একটা স্বাধীন অখণ্ড ভারত দেখতে পেতাম আর সেই পাকিস্তানের সৃষ্টি হয়েছে জিন্নার দ্বিজাতি তত্ত্বে এবং তার চক্রান্তে। এই চক্রান্তের মূলে ছিল বিদেশী চক্রান্ত এবং সৃষ্টি হল পাকিস্তান। আজকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে জিন্নার স্বপ্ন ভেঙে যাচ্ছে। জিন্না যে দ্বিজাতি তত্ত্ব আমরা মেনে নিয়েছিলাম সাময়িকভাবে হলেও তা আজ ধূলায় লুন্ঠিত হয়ে যাচ্ছে। শেখ মুজিবুর রহমান বাংলার সন্তান, তার জয় বাংলা শ্লোগান সমগ্র দেশে সাড়া জাগিয়েছে এটা সমস্ত ভারতবাসীর জয় অভিযান এবং সমগ্র পৃথিবীর গণতন্ত্রে বিশ্বাসী এবং যারা মানুষের স্বাধীনতায় বিশ্বাসী তাদেরও জয় অভিযান, আর সেজন্য আমাদের লীডার অবাদি হাউস যে প্রস্তাবটা এই হাউসের সামনে এনেছেন, তার প্রতি আমাদের যে শ্রদ্ধা সেটা এই প্রস্তাবের মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠছে। আমি আশা করব, আমরা এই যে প্রস্তাব এখানে গ্রহণ করতে যাচ্ছি যার মাধ্যমে আমাদের নৈতিক সমর্থন রয়েছে এবং সেই সঙ্গে পূর্ব্ব বাংলার স্বাধীনতার জন্য যা কিছু দরকার, সেগুলি যাতে সাহায্য হিসাবে সেই পূর্ব বাংলার সংগ্রামী মানুষদের কাছে পৌঁছায়, সেজন্য আমাদের প্রধান মন্ত্রী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীমনোজ চন্দ্র দত্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই হাউসের সামনে যে প্রস্তাব রেখেছেন আমি সেটাকে সর্বান্তকরণে সমর্থন করি। সমর্থন করি এই জন্য যে

১৯৪৭ ইং সালে কতগুলি ভুল তথ্যের উপর ভিত্তি করে আমাদের এই দেশকে বিভক্ত করা হয়েছে। তখন যে তথ্যের উপর এই দেশকে ভাগ করা হয়েছিল, সেটা যে ঠিক হয়নি, তা আজকে পূর্ব বাংলার সংগ্রামী মানুষ প্রমাণ করে দিয়েছে। দেশ ভাগ করা হয় কতগুলি তথ্যের উপর ভিত্তি করে, কিন্তু ধর্মের ভিত্তিতে কোনদিন কোন দেশকে ভাগ করা হয়নি। এই ভুল তথ্যের উপর ভিত্তি করে ১৯৪৭ ইং সনে আমাদের এই অখণ্ড ভারতবর্ষকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছিল যেহেতু মুসলিম লীগের কর্ম কর্তারা বুঝিয়েছিলেন যে মুসলমান মাত্রই এক জাতি এবং এই মুসলমানদের জন্য আলাদা রাষ্ট্র থাকা দরকার। কিন্তু আজকে পূর্ব বাংলার সেই মুসলমানেরা প্রমান করে দিল যে এই তথ্য ভুল হয়েছে এবং এই ভুল তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত যে দেশ, সেই দেশ বেশী দিন টিকে থাকতে পারে না। মাননীয় স্পীকার স্যার আমাদের এই প্রস্তাবে কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করা হয়েছে পূর্ব বাংলায় শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে যে স্বাধীন সরকার গঠিত হয়েছে সেটাকে যেন স্বীকার করে নেওয়া হয় এবং তাকে যেন প্রয়োজনীয় সাহায্য দেওয়া হয়। আমরা এই প্রস্তাব পাশ করে দিলে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যেন অতি সত্বর দিল্লীতে গিয়ে, আমাদের প্রধান মন্ত্র এবং কেন্দ্রীয় সরকারকে এ বিষয়ে পরামর্শ দেন যে সত্বর যেন তাদের প্রয়োজনীয় সাহায্য দেওয়া হয়। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে পূর্ব বাংলায় যা ঘটছে, সেটা সত্যি সত্য একটা নারকীয় হত্যা কাণ্ড এবং সেখানে আজকে রক্তের বন্যা বয়ে চলেছে। জঙ্গী শাসক ইয়া হিয়া, ভুলে যাচ্ছেন সেখানকার মানুষ গণতান্ত্রিক অধিকার পেতে চায়, তাদের স্বাধীনতা পাওয়ার যে মরণপন আকাঙ্খা যার জন্য তারা সংগ্রাম চালিয়ে যেতে চায় সেখানকার মানুষকে ঐ জঙ্গী শাসকের গোলা বারুদ দিয়ে একেবারে শেষ করা যাবে না এবং এই রকম কোন দেশের জঙ্গী শাসকের পক্ষে সম্ভবও হয়নি। তাই আজকে পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা পাওয়ার জন্য শেখ মুজিবুরের নেতৃত্বে যে সরকার সেখানে গঠিত হয়েছে, আমরা কি ভাবে তাদেরকে সাহায্য পৌঁছে দিতে পারব যদিও আমাদের ক্ষমতা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ, আমরা হয়তো ডাইরেক্ট কোন সাহায্য দিতে পারব না, কিন্তু মাননীয় সদস্য এউ, কে, রায় মহাশয় বলেছেন যে আমরা ভারতবর্ষের একটা অঙ্গ রাজ্যের নাগরিক মাত্র, আমরা নিজেরা ক্ষুদ্র হলেও ভারত কিন্তু ক্ষুদ্র নয়, অঙ্গাঅঙ্গিভাবে আমাদের যে শক্তি আছে, সেই শক্তিতে আমাদের যে সরকার আছে, সেই সরকারের প্রধান হিসাবে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে আমরা অনুরোধ করব এই প্রস্তাবের মাধ্যমে যে তিনি যেন পূর্ব বাংলায় স্বাধীনতার যে সংগ্রাম চলছে, গণতন্ত্রের যে সংগ্রাম চলছে, সেটাকে যেন সর্ব প্রকারে সাহায্য দেওয়ার প্রচেষ্টা চালিয়ে যান। মাননীয় স্পীকার স্যার, তাই আমি আপনার মাধ্যমে আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এই অনুরোধ রাখব, তিনি যেন অতি সত্বর দিল্লীতে গিয়ে এই বিষয়ে আমাদের প্রধান মন্ত্রী এবং অন্যান্য যারা কেন্দ্রীয় নেতা আছেন, তাদের সঙ্গে আলোচনা করেন এবং তাদের যেন প্রয়োজনীয় সাহায্য পাঠানোর ব্যবস্থাটা ত্বরান্বিত করেন। সব শেষে আমি পূর্ব বাংলায় স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য যারা প্রাণ দিচ্ছেন এবং যারা বিনা কারণে ঐ সামরিক বর্বর সরকারের গোলা বারুদে আহত হচ্ছেন তাদের প্রতি আমার অন্তরের শ্রদ্ধা জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীনরেশ রায় :—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় পূর্ব বাংলায় ইয়া হিয়া জঙ্গী শাসকের অত্যাচারের পরিপ্রেক্ষিতে যে প্রস্তাবটা এ হাউসের সামনে রেখেছেন, আমি সেটাকে সমর্থন করি, আর এ প্রস্তাবটি যথাসময়ে এই হাউসে আনার জন্য আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে আমার অন্তরের ধন্যবাদ জানাই মাননীয় স্পীকার স্যার, ইহা অত্যন্ত সত্য কথা যে জিন্নার বিদ্বেষে এই পাকিস্তানে সৃষ্টি হয়েছিল, সেটাও আবার দুই ভাগে ভাগ হয়েছিল-একটা হল পূর্ব্ব পাকিস্তান আর একটা হল পশ্চিম পাকিস্তান। তারপরে যারা যারা হিটলারস্বরূপ হয়ে দার ধরেছে, তবে শেষ হল্লার বলদ হয়েছে এই ইয়া হিয়া। এই ইয়া হিয়ার নগ্নরূপ পূর্ব্ব বাংলায় ধারণ করেছে, সেটা হচ্ছে একটা রক্তক্ষয়ী নরঘাতি সংগ্রাম তুল্য, এটা পররাজ্যে আগ্রাসীর সংগ্রামের সমতুল্য, এটা মানুষের স্বাধীনতাকে হরণ করে গণতন্ত্রবাদকে এবং মানবতাবাদকে ধ্বংস করবার জন্য সচেষ্ট হয়, একটা আন্তর্জ্জাতিক নিয়ম কানুনকে লঙ্ঘন করে বিশ্ববাসীকে চেলেঞ্জ করার সংগ্রাম। সুতরাং এই সংগ্রামের বিরুদ্ধে যতরকম শক্তি আছে, সেগুলিকে প্রয়োগ করতে হবে আর সেটাই মানবতার কাম্য। মাননীয় স্পীকার স্যার, শেখ মুজিবুর রহমান গণতন্ত্রবাদের নেতা, তিনি কি চেয়েছিলেন? তিনি চেয়েছিলেন শান্তিপূর্ণভাবে বসবাস করে সমাজতন্ত্রকে কায়েম করে মানবতাকে প্রতিষ্ঠিত করতে। কিন্তু তাঁর সেই স্বাধীনতাটুকুকে অপঘাত করবার জন্য তার উপর সামরিক সরকারের একটা লোলুপ দৃষ্টি পড়েছে। তাই তো এই ইয়া হিয়ার সেই অপকীর্ত্তিকে আমরা নিন্দা না করে পারছি না সে নিন্দনীয় ব্যাপারকে বন্ধ করার জন্য আজকে পূর্ব্ব বাংলার প্রতি ঘরে ঘরে জলে উঠেছে আগুনের লোলুপ শিখা, চলেছে অহিংসার আন্দোলনএর সংগ্রাম। আজকে পূর্ব বাংলায় এমন কোন জায়গা নেই যে সেই সামরিক সরকারের অত্যাচার থেকে রেহাই পাচ্ছে, আর এমন কোন জায়গা নেই যেখানে সংগ্রাম চলছে না। ইয়া হিয়ার বর্ব্বর সামরিক সরকার আজকে পূর্ব বাংলায় একটা জাতিকে ধ্বংস করার জন্য, সেখানকার সমাজবাদকে ধ্বংস করার জন্য সব রকমের কৌশল অবলম্বন করছে। সেজন্য আমি বলছি গণতন্ত্র রক্ষাকারী এবং ভারত, গণতন্ত্রে বিশ্বাসী এই ভারত সেই বর্ব্বর অত্যাচারকে দমন করবার জন্য যত রকম সাহায্য আছে, তা নিয়ে যেন এগিয়ে আসেন এবং সেজন্য আমি আমাদের প্রধান মন্ত্রীকে এই অনুরোধ করব। মাননীয় স্পীকার স্যার, এটা অত্যন্ত দুঃখের ব্যাপার যে আমরা যদি কোনকিছু না করি, তাহলে সেখানে যে বর্ব্বর অত্যাচার চলছে, তা থেকে সেখানকার মানুষদের রক্ষা করবার আর কোন উপায় থাকবে না। সেজন্য আমি আমাদের কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে অনুরোধ জানাব, তারা যেন প্রয়োজনে এই ব্যাপারটাকে রাষ্ট্রসঙ্ঘের কাছে তুলে ধরেন। কেননা আজকে পূর্ব বাংলায় যা ঘটছে তাতে আমরা দেখছি যে সেখানে গণতন্ত্রকে গলা টিপে মারবার চেষ্টা করা হচ্ছে এবং মানুষের যে স্বাধীনতা, সেটাকে ধ্বংস করবার জন্য সেই ইয়াহিয়া সরকার সেখানকার সাত কোটি মানুষের উপর নির্মম ভাবে অত্যাচার চালাচ্ছে। কাজেই আমি বিশ্বাস করি এই ধরণের অত্যাচার বন্ধ করার জন্য রাষ্ট্রসঙ্ঘের কিছু করণীয় আছে এবং সেদিক দিয়ে আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন। অবশেষে শেখ মুজিবুরের জয় হউক, এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীরাধিকা রঞ্জন গুপ্ত—মাননীয় স্পীকার স্যার, আজকে হাউসের সামনে স্বাধীন বাংলার স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য যে প্রস্তাব এসেছে, সেই প্রস্তাব আমি সমর্থন করছি। কারণ আজকে বাংলার আওয়ামী লীগ এবং তার নেতা শেখ মুজিবরের যে নীতি এবং যে আদর্শ গ্রহণ করেছেন, আমরা যদি আমাদের নীতি এবং আদর্শের দিকে তাকাই, তাহলে দেখব যে আমাদের নীতির সংগে আদর্শের সংগে মুজিবরের নীতি এবং আদর্শের একটা সুসামঞ্জস মিল খোঁজ পাব। মুজিবর এবং তাঁর আওয়ামী লীগ, তাঁরা আজকে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত, কাজেই সেখানে এই যে প্রশাসনিক কাজ করার ক্ষমতা আইনানুগ ভাবে একমাত্র মুজিবরের আওয়ামী লীগের হাতেই ন্যস্ত হওয়া উচিত। আমরা এখানে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আমাদের দেশ গঠনের কাজে এগিয়ে চলেছি। তাছাড়া আজকে আরেকটা জিনিষ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পাকিস্তান সৃষ্টি হয়েছিল জিন্নার দাবীতে, বাংলার এই সাত কোটি মানুষ আজকে সেই জিন্নার নীতি ছেড়ে দিয়েছে এবং তারা আজকে ধর্ম্মনিরপেক্ষ নীতি গ্রহণ করেছে। আমাদের নীতিও হচ্ছে ধর্ম্মনিরপেক্ষ। কাজেই একটা ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্রের মানুষ হিসাবে, একটা গণতান্ত্রিক দেশের মানুষ হিসাবে, এটা ভারতবর্ষের একটা দায়িত্ব, একটা কর্ত্তব্য এই জাতীয় নীতি এবং আদর্শে বিশ্বাসী একটা জাতিকে, নৈতিক সমর্থন দেওয়া এবং অন্য দিক থেকে সম্ভাব্য সাহায্য দেওয়া, সেই কর্ত্তব্য আজকে আমাদের সামনে এসেছে। আমরা আরও জানি, বা আজকে দেখছি পূর্ব্ব বাংলার গণতন্ত্রীকামী মানুষকে সেই সার্বভৌম স্বাধীন বাংলার সাত কোটি মানুষকে দাবিয়ে দেওয়ার জন্য, পর্য্যুদস্ত করার জন্য, ইয়াহিয়া খাঁ ভুট্টো কোম্পানী, সেই মিলিটারী ক্যাম্পের সাহায্যে তাকে দাবীয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছে। এখানে তাদের নীতির উৎস হচ্ছে বন্দুক, আমরা সেই নীতিকে বিরোধীতা করছি, এবং সেই নীতির বিরুদ্ধে যারা সংগ্রাম করছেন—বাংলার সাত কোটি মানুষ, তাদের আমার সমর্থন জানাচ্ছি। আজকে সমগ্র পৃথিবীর সমগ্র গণতন্ত্রে বিশ্বাসী মানুষ আমার মনে হয়, তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসা উচিত ইয়াহিয়া খাঁর এই জংগীবাদকে স্তব্ধ করে দেওয়ার জন্য এবং পৃথিবী থেকে এটাকে সমূলে উচ্ছেদ করার জন্য এবং গণতান্ত্রিক সরকার, স্বাধীন, সার্বভৌম মুজিবরের বাংলাকে রক্ষা করার দায় দায়িত্ব নিয়ে এগিয়ে আসা উচিত কাজেই এই যে প্রস্তাব, শুধু প্রস্তাব গ্রহণ করলেই চলবেনা, আমরা স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসাবে, সামাজিক মানুষ হিসাবে, যখন আমাদের প্রতিবেশীর বাড়ীতে ডাকাত পরে, নিশ্চয়ই তখন প্রস্তাব গ্রহণ করে বসে থাকনা, আমাদের বাড়ীতে দা, এবং অন্যান্য যে সমস্ত অস্ত্র শস্ত্র নিয়ে, ডাকাতকে বিতারণের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করি, এটাও ঠিক তেমনি আমাদের দেশের প্রতিবেশী রাষ্ট্র হিসাবে আমাদের দায়িত্ব অনেক বেশী। তাই আমি বলছি আজকে মুজিবরের স্বাধীন সার্ব্বভৌমের ঘোষিত নীতি, তাদের আদর্শের সংগে আমাদের আদর্শের যথেষ্ট মিল আছে, সেই আদর্শকে রক্ষা করার জন্য, তাকে জয়যুক্ত করার জন্য, ভারত তার যথাশক্তি সাহায্য করুন, এই আশা আকাংখা নিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীসুরেশ চন্দ্র চৌধুরী—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, আজকে বিধানসভায় যে প্রস্তাব এনেছেন, আমি তা সমর্থন করি। পূর্ব্ব বাংলার সামরিক ধ্বংস লীলা সম্বন্ধে আমরা যাতে আলাপ আলোচনা করতে পরি, এই যে সুযোগ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমাদের দিয়েছেন, তার জন্য আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আমাদের প্রস্তাবে, পূর্ব্ব বাংলার বিপ্লবী সরকারকে আমরা সমর্থন জানিয়েছি এবং ইয়াহিয়া খাঁ বাংলার মানুষের উপর যে সামরিক নির্যাতন এবং যে ধ্বংসলীলা চালিয়েছেন মুজিবর রহমানের গণতান্ত্রিক সম্মত সরকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য অহিংস সংগ্রাম যে শুরু করেছিলেন সেটাকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার জন্য, অত্যাচার এবং অন্যায়কে আমরা ঘৃণা করি এবং এই প্রস্তাবে আমাদের সরকারের কাছে বলা হয়েছে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করার জন্য। আমরা ভারতবর্ষের মানুষ, আমাদের নিকটবর্ত্তী বাংলা দেশ, যে বাংলার জল, বাতাসে আমরা গঠিত হয়েছি, বর্দ্ধিত হয়েছি, আমাদের রক্তের সাথে বাংলার যোগ রয়েছে, সেই বাংলার মানুষের উপর আজকে বর্ব্বর নির্য্যাতন, বর্ব্বর অত্যাচার চলছে, সেই সামরিক নির্যাতনের বিরুদ্ধে আজকে সারা দেশের মানুষের রুখে দাঁড়ানো দরকার। বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষ আজকে ইয়াহিয়া অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাড়িয়েছে, আমাদের উচিত আমাদের সাধ্যমত সাহায্য করা এবং সহযোগিতা করা। আজকে বিভিন্ন সূত্রে যেসব খবর আমরা পাই, সারা বাংলার আকাশে বাতাসে সেই একই বৈপ্লবিক আওয়াজ হয়ে উঠেছে সেই সামরিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে, তাকে প্রতিরোধ করার জন্য। তাকে আমাদের উৎসাহ দিতে হবে, শক্তি দিতে হবে এবং আমাদের সরকারের বৈপ্লবিক সরকারকে স্বীকৃতি দিতে হবে এবং তাদের যথোপযুক্ত সাহায্য দেওয়া প্রয়োজন বলে আমি মনে করি। আজকে আমি এই প্রস্তাবকে সমর্থন করছি এবং এই হাউসে এই প্রস্তাবকে সাম্মিলিত ভাবে সমর্থন করতে পেরেছি বলে, আমি সকলকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীমতী রেণু চক্রবর্ত্তী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, পূর্ব্ব বাংলার বর্ত্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যে এখানে সরকারী প্রস্তাব রেখেছেন, আমি আন্তরিকভাবে সেটা সমর্থন করি ও অভিনন্দন জানাই। বহুদিন আগে আমরা আমাদের অভিব্যক্তি ব্যক্ত করেছিলাম আমাদের সমর্থন জানিয়েছিলাম বাংলার প্রতি, কিন্তু এখন সময় এসেছে সক্রিয়ভূমিকা গ্রহণ করার এবং আমাদের সক্রিয় সহযোগিতা করতে হবে। কারণ আজকে আমরা দেখতে পাই যে মানবতার অধিকার, গণতন্ত্রের অধিকার আজকে পদদলিত হচ্ছে, এবং পূর্ব্ব বাংলায় আজকে গণতন্ত্র বিপন্ন। বাংলাদেশের মানুষ শান্তিপূর্ণভাবে, অহিংস নীতিতে জনসাধারণের রায়ে যে সরকার গঠিত হয়েছে, সেই সরকারকে আজকে বুলেটের মাধ্যমে দমিয়ে রাখা হচ্ছে। আজকে আমরা দেখতে পাই যে, সেখানকার প্রকৃত যে সংবাদ সেটা আজকে আমরা পাচ্ছি না, এমন কোন নজীর আছে কিনা জানি না যে সংবাদ পত্রের কণ্ঠকেও আজকে রুদ্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। আজকে যেখানে একরকম পরিস্থিতি, যেখানে ইয়াহিয়া খাঁর বর্ব্বরোচিত অত্যাচার চলছে, নারী, পুরুষ, শিশু নির্বিশেষে গণহত্যা চালিয়ে যাচ্ছে, আমরা যে তার আংশিক খবর পাই, তাদের পার্শ্ববর্ত্তী রাষ্ট্র হিসাবে, তাদের এই ক্রন্দন, তাদের আর্ত্তনাদ শোনে নিশ্চেষ্টভাবে বসে থাকতে পারি না। আমাদের তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। আজকে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এই জঙ্গী শাসনের অবসানের সংকল্প নিয়ে, মুজিবরের নেতৃত্বে যে স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিল, সেই স্বাধীন বাংলাকে আমাদের স্বীকৃতি দিতে হবে এবং আমাদের যত রকমের সম্ভাব্য সাহায্য তাদের করবার জন্য এগিয়ে যেতে হবে। তাই ত্রিপুরার প্রত্যেকটি জনসাধারণ, জনপ্রতিনিধি এই প্রস্তাবের মাধ্যমে তাদের অন্তরের আকাংখা, তাদের ইচ্ছা, সেটাকে ব্যক্ত করার

জন্য, এবং প্রধান মন্ত্রীকে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানান উচিত। আজকে স্বাধীনতা সংগ্রামে যারা পূর্ব বাংলায় নিহত হয়েছেন, শহিদ হয়েছেন, তাদের আত্মার প্রতি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা এবং সংগ্রামী বন্ধুদের প্রতি আমার শুভ কামনা জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীরবীন্দ্রচন্দ্র দেব বাংখল :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমাদের পার্টি লীডার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী পূর্ব বাংলার সমস্যায় ব্যথিত হয়ে যে প্রস্তাব এনেছেন তাকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই এবং শেখ মুজিবুর রহমান গান্ধী নীতি অবলম্বন করে হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ জাতিধর্ম নির্বিশেষে একত্রিত হয়ে পূর্ব বাংলার পূর্ণ স্বাধীনতা পাওয়ার জন্য যে চেষ্টা নিয়েছে তার জন্য আমি আন্তরিক শ্রদ্ধা এবং ধন্যবাদ জানাই। তবে মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই সম্বন্ধে ইয়াহিয়া খাঁর যে দুর্নীতি, নরহত্যা, নারী পুরুষ নির্বিশেষে যে নরহত্যা করছে তা যেন অতি সত্বর রাষ্ট্রপুঞ্জে পৌঁছে দেওয়া হয়। এই বলেই এই প্রস্তাবের সমর্থনে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে পার্টি লীডার বিধান সভায় মধ্যে পূর্ব বাংলার স্বাধীনতাকামীদের প্রতি সহানুভূতি জানিয়ে যে প্রস্তাব এনেছেন সেটা আমরা যারা এখানে সদস্য আছি এক বাক্যে এই প্রস্তাব আমরা সমর্থন করছি। তার কারণ ইয়াহিয়া খাঁ যে বর্বরোচিত অত্যাচার পূর্ব বাংলার মানুষের উপর চালিয়েছে সেটা ভাষায় বলে শেষ করা যায় না। তাতে পূর্ব বাংলার নাগরিক এবং জনসাধারণ এই যুদ্ধে জয়যুক্ত হবে। কারণ স্বাধীনতা আনয়নের মূলে পূর্ব বাংলা বাসীই ছিল। স্বাধীনতার সংগ্রাম এবং স্বাধীনতার তাৎপর্য্য তারা জানে। তাই ইয়াহিয়া খাঁর স্বেচ্ছাচারী শাসন তারা বরদাস্ত করতে পারে নি। আজকে পূর্ব বাংলার নদী, নালা, সমুদ্র, মেঘনা শিশুদের রক্তে, যুবকের রক্তে, নারীর রক্তে প্রবাহিত হচ্ছে। আজকে পূর্ব বাংলায় মুজিবুর সরকার স্বাধীনতা সংগ্রাম সুরু করেছে। সেই যুদ্ধে তারা জয়যুক্ত হবে। আমাদের এই বিশ্বাস আছে বলেই আজকে প্রত্যেক সদস্য অন্তরের সংগে এই প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন। তাই আমি এ প্রস্তাবের উপর বেশী আলোচনা করতে চাই না। তার কারণ ভারত সরকারও এই প্রস্তাব নিয়েছেন এবং বিভিন্ন রাজ্যসরকারও এই নিন্দা প্রস্তাব নিয়েছেন এবং যাতে রাষ্ট্রসঙ্ঘের উপর চাপ সৃষ্টি করা যায় সেজন্য আমরা প্রধান মন্ত্রীর কাছে আবেদন করছি। আমি অধ্যক্ষ মহোদয়ের মাধ্যমে এই কথাটা বলতে চাইছি যে রোজ রোজ যেভাবে বর্ডার থেকে লোক উঠছে কি হিন্দু কি মুসলমান প্রাণ নিয়ে সকলে ত্রিপুরায় ঢুকছে তারজন্য ত্রিপুরা সরকার থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর চাপ দেওয়া উচিত। তার কারণ আমি জানি উদয়পুরে কিছু হিন্দু কিছু মুসলমান মহাদেব বাড়ীতে এসে পৌঁছেছে। কিছু লোক আমার এখানে গিয়েছিল। আমরা কালকের মত খাওয়ার ব্যবস্থা করেছি। ওদের

স্থান দিতেই হবে তাই বেশী আলোচনা করতে চাই না। কারণ প্রত্যেক সদস্যই এই প্রস্তাবের যৌক্তিকতা প্রমাণ করেছেন। তাই আমি এই প্রস্তাবকে সমর্থন জানাচ্ছি যাতে পার্টি লীডার আরও শক্তিশালীভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করতে পারেন। এই বলেই প্রস্তাবের সমর্থনে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীমনমোহন দেববর্ম্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে যে প্রস্তাবটা এসেছে আমি তাকে সমর্থন করি। যদিও আমরা পূর্ব্ব বাংলার কাছাকাছি থাকি তবুও প্রস্তাবটা দেরীতে এসেছে। কেন দেরীতে এল বুঝতে পারছি না। প্রতিবেশী হিসাবে আমাদের এখান থেকে সাহায্যের প্রস্তাব সব চাইতে আগে আসা উচিত ছিল। কিন্তু তা হয়নি। আরও আগেই বিভিন্ন বিধান সভায় এই প্রস্তাব পাশ হয়েছে, এমন কি পার্লামেন্টেও এই সম্পর্কে একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এরপর আমরা এটা করেছি। সে যাই হোক যখন আমরা এনেছি এটাকে নিশ্চয়ই আমি স্বাগত জানাই। স্বাগত জানাই এই কারণে যে পূর্ব্ব বাংলার যে সংগ্রাম সেই সংগ্রাম একনায়কতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, সেই সংগ্রাম তাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম, সেই সংগ্রাম তাদের বাঁচার সংগ্রাম, সেই সংগ্রাম কলোনাইজেশন করার যে পরিকল্পনা পশ্চিম পাকিস্তানের ছিল তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম। সেজন্য এই রিজলিউশনকে আমি সমর্থন জানাচ্ছি। কারণ আমরা যদিও জানি যে পূর্ব্ব বাংলার লোক সংখ্যা পশ্চিম পাকিস্থানের লোক সংখ্যার চেয়ে অনেক বেশী তবুও পূর্ব্ব বঙ্গের যে আয় এবং এখান থেকেই বেশী আয় হয়, সেই আয় এবং এখানকার যে রিসোর্স, যে কলকারখানা তার ফল ভোগ করে পশ্চিম পাকিস্তান। শুধু তারা ফল ভোগ করে না তারা কাঁচা মাল এবং অন্যান্য জিনিষপত্র অনেক সস্তা দরে নিয়ে যায়। কিন্তু উন্নয়নের কাজ কর্ম্মের জন্য যে সব খরচ পত্রের দরকার সেই সব খরচপত্র অনেক কম পায় পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় যদিও লোক সংখ্যা অনেক বেশী। সেজন্য তারা মনে করে যে পূর্ব পাকিস্তান আর কিছু নয় সেটা তাদের একটা কলোনীর মত। তারা পরিশ্রম করবে আর পশ্চিম পাকিস্তানের লোকেরা খাবে এবং তাদের উপর মাতব্বরী করবে। তারা এটাই মনে করত এবং পূর্ব্ব পাকিস্তানের মানুষ যাতে টু শব্দটি না করতে পারে সেজন্য তারা মিলিটারী শাসন করেছে এবং বেসিক ডেমোক্রেসীর মুখোশ পড়ে ডিকটেটরশিপ কায়েম রাখবার জন্য এইসমস্ত ছল চাতুরী করে ডেমোক্রেসীর নাম করে। কাজেই আজকের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম, গণতন্ত্রের সংগ্রাম। গণতান্ত্রিক সরকার গড়ার জন্য সেই সংগ্রামকে পশ্চিম পাকিস্তান সহ্য করেনি। সেজন্য তারা মিলিটারী পাঠিয়েছে। যেখানে তারা খাদ্য চায় সেই খাদ্য তারা দেয়নি, যেখানে তারা টাকা চায় সেই টাকা তারা দেয়না। কিন্তু তারা যা চায় সেটা তারা না দিয়ে তার বদলে তারা বুলেট দিয়েছে এবং তাদের দাবীদাওয়া যা আছে সেটাকে তারা স্তব্ধ করে দেওয়ার জন্য তারা মিলিটারী এনে সমস্ত কিছুকে স্তব্ধ করে দিতে চায়। সুতরাং এর অর্থনীতিক দিকের সংগেই এর রাজনীতিক দিকটা বিচার বিবেচনা করে দেখতে হবে। এই অভ্যুত্থান শুধুমাত্র ইয়াহিয়ার বিরুদ্ধে নয়, এই অভ্যুত্থান হচ্ছে আজকে যে পশ্চিম পাকিস্তান পূর্ব্ব বাংলার উপর কর্ত্তৃত্ব করছে তার বিরুদ্ধে আজকে এই

সংগ্রাম। কারণ আপনারা জানেন যে রাজনৈতিক দিক দিয়ে এবং অন্যান্য দিক দিয়ে তারা আজ ক্ষতিগ্রস্থ। আজকে এই সংগ্রাম তাদের কাছে হঠাৎ করে আসেনি, আজকে দীর্ঘ ২৩ বৎসর যাবত পশ্চিম পাকিস্তানীরা যেভাবে তাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক ক্ষতি করে আসছে, তারই পরিপ্রেক্ষিতে এই সংগ্রামের বীজ বহুদিন আগে থেকে দানা বেঁধে উঠেছে। আর আজকে হল সেই সংগ্রামের শুরু মাত্র। আজকে যদি পাকিস্তান ভারতের সংগে ব্যবসা বানিজ্য করত, তাহলে এমন অনেক জিনিষ আছে, যেগুলি নাকি তারা এখন বিদেশ থেকে আনছে, সেগুলির দাম অনেক কম পড়তো এবং সেখানকার মানুষ ঐ কম দামে তাদের প্রয়োজনীয় জিনিষ কিনতে পারতো। কিন্তু ধর্মের দোহাই দিয়ে পাকিস্তানের শাসকেরা চিরাচরিত অভ্যাস বশতঃ সেগুলি করে যাচ্ছে। তাতে সাধারণ মানুষের কোন লাভ হচ্ছে না বরং তাদের এর জন্য অনেক মূল্য দিতে হচ্ছে। পাকিস্তানের শাসকেরা আজকে সমস্ত বোঝা চাপিয়ে দিচ্ছে ঐ পূর্ব্ব পাকিস্তানের উপর। কিন্তু পূর্ব্ব পাকিস্তানের মানুষ তো আর সেটা বেশীদিন বইতে পারে না? তাদের মধ্যে এখন এমন একটা বোধ এসেছে যে পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকেরা শুধু তাদের শোষণ করে নিয়ে যাচ্ছে, তার পরিবর্ত্তে তাদের কোন কিছু দিচ্ছে না। কাজেই আজকের এই সংগ্রাম আরও জোরদার হয়ে উঠেছে এবং এই সংগ্রামে যে তারা জয়লাভ করবে, তাতে আমাদের কারো কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। কিন্তু শুধুমাত্র একটা প্রস্তাব পাশ করলেই তো তাদের সব সাহায্য দেওয়া হয় না, আমরা তাদের কিভাবে আরও এফেক্টিভ সাহায্য দিতে পারি সেই বিষয়ে আমাদের আরও ভাল করে নজর দেওয়া উচিত। তাদের আমরা যে সাহায্য দেব, সেটা যাতে ফলপ্রসূ হয়, সেজন্য আমরা আমাদের কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবা পেশ করতে পারি এবং এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীএস, এল, সিংহ:—প্রথমে আমি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়কে আমার আন্তরিক অভিনন্দন জানাই, তারপরে আরও অভিনন্দন জানাই এই হাউসের প্রত্যেকটি সদস্যকে যারা একমত হয়ে আমার এই প্রস্তাবকে সমর্থন জানিয়েছেন। তারপরে অভিনন্দন জানাই লাখ লাখ মুক্তি যোদ্ধাকে যারা নাকি তাদের মাতৃভূমির স্বাধীনতাকে রক্ষার জন্য, গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠা করবার জন্য এবং বিশ্বের মানবতাবোধকে প্রতিষ্ঠা করবার জন্য মরণপণ সংগ্রাম করে আত্মাহুতি দিচ্ছেন। আমরা এই প্রস্তাবের মাধ্যমে আমাদের ভারত সরকারের কাছে অনুরোধ জানিয়েছি যে ভারত সরকার যেন পূর্ব্ব বাংলায় শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে যে স্বাধীন সার্ব্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেই সরকারকে মেনে নেন। আজকে পূর্ব্ব বাংলায় যে সব ভাইয়েরা শহিদের প্রাণ দিচ্ছেন সেখানে সমাজবাদকে রূপ দেওয়ার জন্য, শোষিত মানুষের অধিকারকে ঘোষণা করবার জন্য, তাদের আমরা যাতে সর্ব্ব প্রকারে সাহায্য করতে পারি সেজন্যও আমরা আমাদের ভারত সরকারের কাছে এই প্রস্তাবের মাধ্যমে অনুরোধ রাখছি। তাই আজকে যারা এই সংগ্রামকে পরিচালনা করে সাফল্যের দিকে নিয়ে যাচ্ছেন তাদেরকে আমরা

জানাচ্ছি আমাদের অভিনন্দন আর সেই সঙ্গে ঐ যে পশু শক্তি তাকে আমরা করছি নিন্দা। তাই আমি বলতে পারি আমরা এই যে প্রস্তাব এখানে পাশ করতে যাচ্ছি, তারই মাধ্যমে আমরা তাদের সর্বপ্রকারে সাহায্য করার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাব। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

Mr. Speaker :— Discussion on the Govt. Resolution is over. Now, I am putting the resolution to vote.

The question before the House is the resolution moved by Shri Sachindra Lal Singh that—"In view of the grave situation arising out of denial of human rights of the people of East Bengal and attrocity committed by Yahia and his followers on the people of Bangla Desh, this House extends its full support to the freedom loving people of Bangladesh in the struggle for establishing democratic right and request the Govt. of India to recognise the newly formed Government of Bangladesh headed by Seikh Majibur Rahman ; and extend all kinds of help to the people of Bangladesh in their struggle for freedom.

This House also keeps on record its sorrow and regard for those who laid their lives for the cause of freedom and democracy of Bangladesh", was then put and PASSED unanimously.

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে আমরা এই হাউসে একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব পাশ করেছি এবং এই প্রস্তাব পাশ করতে গিয়ে আমরা আমাদের যে সব বক্তব্য রেখেছি, তাতে এখানে এমন একটা পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে, যাতে করে আজকের বাকী যে সব বিজনেস আছে, সেগুলি সম্পর্কে আর আলোচনা না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কাজেই আমি আপনাকে অনুরোধ করব এরপরে যে সব বিজনেস আছে, সেগুলি আলোচনা না করে যেন আপনি এই হাউসকে এ্যাডজোর্ণ করে দেন।

মিঃ স্পীকার :—এটা যে গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রস্তাব, তাতে কারো কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু আমাদের লিষ্ট অব বিজনেসে অনেকগুলি আইটেম আছে, সেগুলি আমাদের আজকের দিনের মধ্যে শেষ করা উচিত…

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—স্যার, আমিও একটা কথা বলতে চাই। সেটা হল এই প্রস্তাবটা পাশ হয়ে যাওয়ার পর আমাদের হাতে আর বিশেষ একটা সময় নেই যাতে করে আমরা সেগুলি আলোচনা করে শেষ করতে পারি। কাজেই আমার অনুরোধ হল যে সব বিজনেস আছে সেগুলি যেন আগামীকালের জন্য ডেফার করে দেয়া হয়। কেন আমি এই কথা বলছি, বলছি এই কারণে যে এই প্রস্তাবটা পাশ করতে গিয়ে এখানে যে একটা পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে, তাকে সম্মান দেওয়ার জন্য যেন আমাদের হাউসের আর কোন কাজ না করে এ্যাডজোর্ণ করে দিলে ভাল হয়।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, এই মুহূর্ত্তে হাউসকে এ্যাডজোর্ণ করে দেওয়ার কোন প্রশ্ন আসে না। কারণ হল আমরা যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে এই রিজলিউশানটার আলোচনা করেছি…

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, বিষয়টা হচ্ছে আমরা খুব গুরুত্ব সহকারে এই প্রস্তাবটার আলোচনা করেছি এবং আমরা সেটাকে গ্রহণও করেছি। তবে আমরা যেটা চাই, সেটা হল এই ধরণের একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব পাশ করতে গিয়ে হাউসের মধ্যে যে একটা পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে সেটাকে সম্মান দেওয়ার জন্য বাকী যে কাজগুলি আছে, সেগুলির আলোচনা না করে যদি হাউসকে এ্যাডজোর্ণ করে দেওয়া হয়, তাহলে আমার মনে হয় যে একটা ভাল কাজ হবে।

শ্রীসুনীলচন্দ্র দত্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে আমাদের আলোচনা করার জন্য যে সব ডিমাণ্ডগুলি আছে, সেগুলি মুভ করে যদি সম্ভব হয়, তাহলে এই হাউসকে এ্যাডজোর্ণ করলে আমার মনে হয় ভাল হয়।

মিঃ স্পীকার :—দেন, আউ উড লাইক টু টেক দি সেনস অব দি হাউস।

শ্রীএস, এল, সিংহ :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমরা যে প্রস্তাব এই হাউসের সামনে রেখেছি, সেটাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করেছি এবং সেটি সর্ব্বসম্মতভাবে গ্রহণওকরেছি। কিন্তু উনারা যেটা বলছেন, তাতে আমার মনে হয়, তারা চাইছেন এটার উপর যাতে একটা সংশোধনী আনা যায়। একটা প্রস্তাব পাশ হয়ে যাওয়ার পর সেই রকম কোন কিছু আসতে পারে কিনা, সেটা মাননীয় স্পীকারই ঠিক করবেন, সেটা আমি ঠিক করতে পারি না।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—এটা তো স্যার, কোন সংশোধনী নয়। এটা হচ্ছে আমাদের সদস্যদের তরফ থেকে আপনার কাছে একটা অনুরোধ যে একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব পাশ হয়ে গেল, এবং সেটা পাশ করতে গিয়ে এই হাউসের মধ্যে যে একটা পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে, তাকে সম্মান দেওয়ার জন্যই আমরা আপনাকে অনুরোধ করছি যে হাউসের আর কোন কাজ না করে বা সেগুলিকে আগামী কালের জন্য ডেফার করে দিয়ে হাউসকে এ্যাডজোর্ণ করে দেওয়া।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, আজকে আমাদের হাউসের অনেক বিজনেস আছে, সেগুলি যদি আজকে আমরা শেষ না করতে পারি, তাহলে হয় তো সেগুলি আলোচনা করবার সময় আর পাওয়া যাবে না। সেজন্য আমি বলছি যে আমাদের যে সব বিজনেস আছে, সেগুলি যতটা সম্ভব আমরা যেন আজকেই শেষ করতে পারি।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—স্যার, যে সব বিজনেস আছে তার জন্য যে সময়ের দরকার সেটা তো আমাদের উপর নির্ভর করবে। আমরা না হয় প্রত্যেকে কিছু কম সময় নিয়ে আমাদের বক্তব্য রাখব। আমরা আরও দেখেছি যে এই হাউসের মধ্যে এমন কন্‌ভেনশান আছে যদি কোন গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব পাশ হয় তাহলে সেটা পাশ করতে গিয়ে হাউসের মধ্যে যে

পরিবেশের সৃষ্টি হয়, সেটাকে সম্মান দেওয়ার জন্য অনেক সময়ে হাউস এ্যাডজোর্ণ করে দেওয়া হয়ে থাকে। কাজেই আমার যে বক্তব্য সেটা হল, আজকে যেটা আমরা করেছি সেটাকে সম্মান দেওয়ার জন্য আমাদের এই হাউসকে আজকেও এ্যাডজোর্ণ করে দেওয়া উচিত বলে আমি মনে করি আজকে কাটমোশানগুলি উঠলে, যে পরিবেশের সৃষ্টি এখানে হবে, যে পরিবেশের মধ্যে আমরা সেগুলি আলাপ আলোচনা করি, তাতে আজকের এই স্পিরিট, যে পরিবেশ এখানে সৃষ্টি হয়েছে, সেটা ব্যহত হবে, তাই আজকে এই স্পিরিটটা যাতে মেনটেন করা যায়, তার জন্য আমি বলছি আজকের দিনের জন্য হাউস এ্যাডজোর্ণ করা হউক।

শ্রীএস, এল, সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ডিম্যাণ্ড এবং কাট মোশান পাশ করিয়ে নেওয়া হচ্ছে আমাদের পবিত্র দায়িত্ব, অতএব তাকে অবহেলা করা আমি কোনদিক থেকেই যুক্তিসংগত বা ন্যায়সঙ্গত হবে বলে মনে করি না।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের মিস আণ্ডারষ্ট্যাণ্ড করা হচ্ছে, আমরা ডিম্যাণ্ড এবং কাটমোশানের উপর সবসময়েই গুরুত্ব দেই। তবে আমরা যে পরিবেশ কাট মোশানগুলি আলাপ আলোচনা করি, তাতে দেখা যায় যে অনেক সময় হাউসের পরিবেশ নষ্ট হয়। এটা আমাদের সংশোধনী প্রস্তাব নয়, ইট ইজ এ্যাপীল টু দি স্পীকার।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, আমাদের দায়িত্ব আছে আজকে ডিম্যাণ্ড এবং অন্যান্য যে বিজনেস আছে, যতটুকু পারি সেটা শেষ করা, তা না হলে গলোটিন করে সেটা শেষ করতে হবে—it is unpleasant job on the part of the Speaker. So I want to proceed with the business of to-day.

PRESENTATION OF THE REPORTS OF THE PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

Mr. Speaker :—Next item in the List of Business is presentation of the Reports of the Public Accounts Committee.

I would call on Shri Ghanashyam Dewan, Chairman of the Committee to proceed to present before the House the SIXTH AND SEVENTH REPORT of the Committee on Public Accounts.

Shri Ghanasyam Dewan :—Mr. Speaker, Sir, I beg to present before the House the Sixth and Seventh Report of the Committee on Public Accounts.

Mr. Speaker :—Members are requested to collect their copies of the Reports from the Notice Office.

GOVERNMENT BUSINESS (FINANCIAL)

Voting on Demands for Grants for 1971-72.

Mr. Speaker : –To-day in the List of Business, 6 Demands viz. Demand

Nos. 1—Taxes on Income Other than Corporation Tax—Agricultural Income Tax, 3—State Excise Duties, 4—Taxes on Vehicles, 5—Other Taxes and Duties, 12—Police and 19—Animal Husbandry are to the disposed of.

Members have received the List of Business along with be Appendix showing demands to be moved by the Finance Minister and the Cut Motions to be moved by the Members. Now the Finance Minister will move his demands standing in his name one be one when called by me and as soon as the Finance Minister has moved his demands. I shall take all the Cut Motions to be moved together and there will be discussion on the demand and the Cut Motions. Thereafter when the debate is closed, I shall dispose of them one after another by voice vote.

I may also inform the Hon'ble Members that I have decided to request the Finance Minister to move the Demand Nos. 1, 3, 4 & 5 together and I shall have one general debate on these demands as they are of allied nature, of course I shall dispose of the demands (Main Motion) separately.

Now, I call on Hon'ble Finance Minister to move his Demand Nos. 1—Taxes on Income Tax other than Corporation Tax—Agricultural Income Tax, 3—State Excise duties, 4—Taxes on Vehicles and 5—Other Taxes and Duties, together.

Shri Krishnadas Bhattacharjee (Finance Minister) :—Mr. Speaker Sir on the recommendation of the Administrator, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 13,000/- [inclusive of the sums specified in clumn 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1971], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1972 in respect of Demand No. 1—Major Head—4—Taxes on Income other than Corporation Tax—Agricultural Income Tax.

Mr. Speaker Sir, on the recommendation of the Administrator, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 2,00,000/- [inclusive of the sum specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1971], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1972 in respect of Dcmand No.3—, Major Head, 10—State Excise Duties.

Mr. Speaker Sir, on the recommendation of the Administrator, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 1,10,000/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1971], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year

ending on the 31st day of March, 1972, in respect of demand No. 4/- Major Head—11, Taxes on Vehicles.

Mr. Speaker Sir, on the Recommendation of the Administrator, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 2,000/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1971] be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1972, in respect of Demand No. 5—Other Taxes and Duties.

Mr. Speaker :—There are several cut motions on Demand for Grant Nos. 3 and 4. I shall call on Shri Aghore Deb Barma to move his Cut Motions first.

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ডিমাণ্ড নাম্বার—৩ এখানে আমার একটা কাট মোশান আছে, সেটা হচ্ছে—the Demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on—"Corruption and malpractices in issuing the license for liquor business." মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, খুব বিস্তারিত ইতিহাসের মধ্যে আমি যেতে চাইনা, তবে এই সম্পর্কে হাউসের মাননীয় সদস্যরা অনেকেই জানেন, যে সমস্ত লাইসেন্স ইত্যাদি দেওয়া হয়, সাধারণতঃ যে সমস্ত নিয়ম কানুন আছে সেই সমস্ত নিয়ম কানুনের ব্যতিক্রম করে লাইসেন্স ইত্যাদি দেওয়া হয়। এই অবস্থা শেষ পর্য্যন্ত কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে এই সম্পর্কে সকলেই অবগত আছেন। কাজেই সেইদিক দিয়ে আজকে এই কাট মোশানের মাধ্যমে একথাই বলতে চাই যে, যে সমস্ত ঘটনা ঘটছে, যেমন মিঃ অমর চক্রবর্ত্তীকে লাইসেন্স দেওয়ার ব্যাপারে, একটা কমিটির মধ্যে ডি, এম, এক কথা বলেন, পরবর্ত্তী সময়ে আরেকজন অন্যরকম কথা বলেন। একজন বলেন নিগসিয়েশন, আর একজন বলেন অকশান। এইভাবে অনেক জল ঘোলানোর পর সেটা ক্যানসেল হল। শেষপর্যন্ত সেটা কোথায় গেল ? কোর্ট পর্যন্ত সেটা চলে গেল। এই যে মেলপ্রেকটিস করা হয়, ভবিষ্যতে সেটা যাতে না করা হয়, তার জন্যই আমি এখানে এই কাট মোশান রেখেছি। পরবর্ত্তী সময়ে নিয়ম কানুন ইত্যাদি যে আছে, সেইগুলি যেন মেনে চলা হয়, তার জন্য আমি এখানে অনুরোধ রাখছি।

আমার আরেকটা কাট মোশান, ডিম্যাণ্ড নাম্বার—৪ ট্যাক্সেস অন ভিহিক্যালস 'এর উপর আছে, সেটা হচ্ছে—

The Demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on—"Mismanagement in issuing licenses to vehicles and to the drivers." এটা সম্বন্ধে সকলেই জানেন, কিন্তু সাক্ষী সাবুদের কথা যদি বলা হয়, তাহলে অস্বীকার করবেন। একটা জীপের লাইসেন্স যদি পেতে হয়, তাহলে তাকে ৩০০ টাকা সেলামী দিতে হয়, বাসের হলে ৫০০ টাকা। এইভাবে সেলামী দিলে পরে লাইসেন্স দেওয়া হয়, এই বিষয়ে এই হাউসে আলোচনা করেছিলাম। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বললেন, আমরা আগেও এটা করেছি এখনও

[illegible] এটা সংপৃক্তি হচ্ছে। এই লেনাদীর টাকা না দিলে লাইসেন্স দেওয়া হয় না। আজকে লাইসেন্স ইত্যাদি দেওয়ার ব্যাপারে টাকা যদি দেওয়া হয় তাহলে, [illegible], জীপই হউক, খারাপ আছে, ভাল আছে, সেটা চলার পক্ষে সম্ভব কি না, সেটা দেখার ধার তারা ধারেন না। তার মাপকাঠি হচ্ছে টাকা দিয়েছে কি না। টাকা দিলেই লাইসেন্স দিয়ে দেওয়া হয়। আজকে এই অবস্থায় আমরা এসে পৌঁচেছি। ভারতবর্ষ আজকে পরিবর্ত্তনের পথে চলেছে, কাজেই আমি আমার কাট মোশানের মধ্য দিয়ে এই বক্তব্যই রাখতে চাই যে আমাদের এখানকার যে রুলিং পার্টি, যারা সরকার চালান, তাদের দৃষ্টিভঙ্গী যাতে ইম্পারশ্যাল হয়, সেইদিকে নজর দেওয়া দরকার এবং এটা যাতে ঠিক ঠিক ভাবে করা হয়, এই কথা বলার জন্যই আমি এখানে কাট মোশন রেখেছি। তাদের দৃষ্টিভংগী অন্তত ইম্পার্শিয়াল হওয়া দরকার, অর্থাৎ যথাযথভাবে যাতে এটা করা হয় সেজন্য আমি এই কাট মোশনটা এখানে রাখছি। তারপর আর একটা হল অনেক অভিজ্ঞ ড্রাইভার আছে। বছরের পর বছর তারা লাইসেন্স পায় না। কাদের কাদের দিতে হয় সেটা তাদের জানা আছে। যদি টাকা পয়সা না দিতে পারে তা হলে জীবনেও আর লাইসেন্স পাওয়ার সম্ভাবনা নাই। যদি টাকা দেওয়া হয় তাহলে পরীক্ষার কোন দরকার নাই। এই যে দুর্নীতি, এইগুলি দূর করা দরকার। ঠিক ঠিকভাবে বিবেচনা করে, পরীক্ষা করে আজকে বিভিন্ন জায়গায় যে সমস্ত অ্যাকসিডেন্ট ঘটছে সেই সমস্ত তদন্ত করা দরকার। শুধু ষ্টিয়ারিং ঘুরাতে জানলেই সে ড্রাইভার হয়ে যায়। কাজেই আজকের দিনে এইগুলি বন্ধ হওয়া দরকার এবং পরীক্ষা করে লাইসেন্স দেওয়া দরকার এবং যারা অভিজ্ঞ তাদের টাকা পয়সার অভাব। যারা টাকা দিতে পারে না তারা পায় না। এইগুলি বন্ধ করার জন্য কাট মোশনটা এখানে রাখা হয়েছে।

Mr. Speaker :—I would call on Hon'ble Member Shri Abhiram Deb Barma to move his cut motion. The Hon'ble Member is absent, So the cut motion falls through. Now I would request the Hon'ble Member Shri Promode Ranjan Dasgupta,

Shri P. R. Dasgupta—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি প্রথম যে কাটমোশন এনেছে ডিমাণ্ড ফি উপর তার উপর আমি বক্তব্য রাখছি। তারপর রাখছি ডিমাণ্ড ফোরের উপর। এই যে লিকার বিজনেস, তার লাইসেন্স ইস্যু করা হয়, সেই ইস্যু করার পদ্ধতি এবং সেই ইস্যু করার ব্যাপারে করাপ্ট প্র্যাকটিস সম্বন্ধে। মাননীয় স্পীকার, স্যার, এষ্টিমেট কমিটিতে মাননীয় সদস্য সুনীলবাবুর সভাপতিত্বে এটাকে বিচার বিশ্লেষণ করে দেখা হয়েছে, দেখে এর উপর বক্তব্য রাখা হয়েছে যে এই হোলসেল যে লাইসেন্স, এটা নিগোসিয়েশনে এবং এক্সটেনশান দেওয়া হয়েছে একসাথে দুই বছরের পাঁচ বছর শ্রীযুক্ত অমর চক্রবর্তীকে সেটা নীতি বহির্ভূত, আইন বহির্ভূত। কারণ এইগুলি অকশান করা হয়। যে উপযুক্ত ডাক দেয় তাকেই দেওয়া হয়। কিন্তু অকশান না করে নিগোসিয়েশন, তার উপর এক্সটেনশান, এই যে প্র্যাকটিস, সেই প্র্যাকটিসটা চলতে পারে না।

এ ২ অনুকরণের প্র্যাকটিস নয়, এটা হচ্ছে অ্যাডমিনিস্ট্রেশনকে ডিজেনারেট করার প্র্যাকটিস। তাদের উপর প্রভাব বিস্তার করে আইনকানুনগুলি বাদ দিয়ে তাদের যে বাধ্য করানো হয় এইভাবে লাইসেন্স দেওয়ার জন্য নিগোসিয়েশন করে আর একটেগান দিয়ে উইদাউট অনকার্ডিং অফ্যাব্লি- টিজ অ্যাণ্ড প্রসিডিউরস, সেগুলির দরুণ অ্যাডমিনিস্ট্রেশান ডিজেনারেট করে। তার জন্য আজকে যে কাট মোশন এসেছে সেই কাট মোশনের ভিত্তিটা আমি বলছি এবং এষ্টিমেট কমিটি যে রিপোর্ট দিয়েছেন তা পড়লেই কাট মোশনের যথার্থতা প্রমাণ হবে।

ডিমাণ্ড ফর গ্র্যান্ট নাম্বার ফোর সম্বন্ধে বলতে গিয়ে আমি বলব যে অনেক উদ্বাস্তু ত্রিপুরায় আসে। কারণ ত্রিপুরার যে সমস্যা সেই সমস্যার দুটি দিক। একটা দিক হচ্ছে যে জমিজমা খুব সীমিত। কারণ ত্রিপুরার মাত্র ৩ লক্ষ একর কালটিভেবল ল্যাণ্ড। তার উপর অন্যান্য ব্যবসায়ও সীমিত। তার কারণ হচ্ছে ত্রিপুরার তিন দিকে পাকিস্তান। আর একটা কথা হচ্ছে যে যেহেতু ত্রিপুরার কোন শিল্প নাই, অতএব সেখানে অন্যভাবে বাঁচবার কোন পথ নাই। আমরা দেখেছি পাকিস্তান থেকে যে উদবাস্তু আগে এসেছে তারা সেই টাকা পয়সা দিয়ে গাড়ী বাস অথবা ট্যাকসির মধ্যে ইনভেষ্ট করে এবং তারা তাদের জীবিকা অর্জন করার চেষ্টা করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে ট্যাকসি, জীপ, বাস, ট্রাক এইগুলিতে যখন লাইসেন্স ইস্যু করা হয় তখন দেখা যায় এই লাইসেন্স ইস্যু করে কে? মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের সংবিধানে, আমাদের ত্রিপুরার অ্যাক্টে অ্যাডমিনিষ্ট্রেটর শাসন করেন উইথ দি অ্যাডভাইস অব দি মিনিষ্টারস্ ইন কাউনসিল। অতএব ডি ফ্যাক্টো হচ্ছে মিনিষ্টার ইন কাউনসিল এবং ডি জুরে হচ্ছে অ্যাডমিনিষ্ট্রেটর। তিনি সই করে দেন এবং সেটা রাষ্ট্রশক্তি বা ডি জুরে সেখানে তিনি সেটা অনুমোদন করেন এবং ফ্যাক্টো হচ্ছে পার্লামেন্ট। এই লাইসেন্সের ব্যাপারেও ডি ফ্যাক্টো এবং ডি জুরে আছে। একজন আছেন একজিকিউট করেন। কিন্তু আর এক জায়গা থেকে কোন না আসা পর্যন্ত যে তুমি একজিকিউট কর। সেটা হচ্ছে কি? একটা দক্ষিণা না দিলে পরে সেটা একজিকিউট করা হয় না। মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই কাটমোশনের জন্য আমি বলছি যে এর জন্য যদি একটা জুডিসিয়াল এনকোয়ারী করা যায় তাহলে অনেক কিছু বের হয়ে আসবে। অনেক সময় অনেক দল টাকা নেন। আমাদের মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী বলেন, হ্যা * * * * ঠিক কথা।

শ্রীএস, এম, সিংহ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আই অবজেক্ট স্যার। ইট ইজ নট মাই ভার্সান ইট ইজ হিজ ম্যানুফ্যাচারিং।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার—পয়েন্ট অব অর্ডার মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই কথাটা যেহেতু অসত্য সেই হেতু উনার ভাষণটা এক্সপাঞ্জ করে দেওয়া হোক।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—কি কথায় কথায় এক্সপাঞ্জ।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য—মাননীয় স্পীকার স্যার, ইট ইজ এসপারসান। তার এটাকে প্রুফ করতে হবে।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাসগুপ্ত—মননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় জুডিসিয়াল এনকোয়ারী হলে এটা প্রুফ হবে। আমি চ্যালেঞ্জ করছি।

* Expunged as ordered by the chair.

মিঃ ডেপুটি স্পীকার—অনারেবল মেম্বার, আপনার এমন কোন এভিডেন্স আছে যে মাননীয় চীফ মিনিষ্টার এই কথা বলছেন ?

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত—স্যার, প্রুভ করতে হলে একটা জুডিসিয়েল ইন্‌কোয়েরী সেট আপ করতে হবে এবং তবেই সেটা প্রুভ করা যাবে।

শ্রীএস এল সিংহ—স্যার, হোয়েদার হি ক্যান প্রুভ দীস জাষ্ট নাউ ?

মিঃ ডেপুটি স্পীকার—মাননীয় সদস্য আপনার কাছে এমন কোন প্রুফ আছে যে মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী এই কথাটা বলেছেন।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাসগুপ্ত—এখন আমার কাছে নাই, তবে তিনি এই হাউসেই বলেছিলেন যখন না কি চাঁদার কথা উঠেছিল।

শ্রীএস, এল, সিংহ—স্যার, উনি যেটা বল্লেন, তা অসত্য। মোটর থেকে চাঁদা নেওয়া হয়, এই কথাটাই আমি বলেছিলাম। এখন যেটা বলছেন, সেটা তাঁকে প্রুভ করতেই হবে ?

মিঃ ডেপুটি স্পীকার—মাননীয় সদস্য, এই কথাটা কোন তারিখে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, তা কি আপনি এখন বলতে পারেন ?

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—এটা আমি সময় সাপেক্ষে বলব।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার—উইদাউট এ্যানি এভিডেন্স, আপনি এসব কথা এখানে বলতে পারেন না।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত—স্যা , উনি কোন তারিখে বলেছেন, সেটা তো আমাকে প্রসিডিংস থেকে দেখে বলতে হবে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার—মাননীয় সদস্য, একজন মিনিষ্টারের এগেইনষ্টে কনক্রিট প্রুফ ছাড়া আপনার এটা বলা ঠিক হয়নি।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার, প্রত্যেকটি এ্যাসেম্বলীয় মধ্যে যে বক্তব্য রাখা হয়, তাতে আমি চার্জ সাট দিয়ে বলছি উনি সেটাকে নাকচ করতে পারেন কিন্তু বিধান সভার রুলসে এমন কোন প্রভিশান নেই যে চীফ মিনিষ্টার বা অন্য কোন মিনিষ্টারদের বিষয়ে এই রকম কোন কিছু বলা যাবে না।

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—স্যার, তিনি এখানে অসত্য কোন কথা বলতে পারেন না।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—স্যার, আমি যে বক্তব্য রেখেছি, সেটা উইথ রেস্পনসিবিলিটি রেখেছি। আমি বলছি যদি জুডিসিয়াল ইন্‌কোয়েরী সেট আপ করা হয়, তাহলে আমি সেটা প্রুভ করতে পারব।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, আপনি বলেছেন যে মুখ্যমন্ত্রী কংগ্রেস ফাণ্ডের চাঁদা নিয়েছেন, এই কথাটা তিনি কোন সময়ে কোন তারিখের প্রসিডিংসের মধ্যে বলেছেন সেটা যখন আপনি বলতে পারছেন না, তখন আমি আপনার এই কথাটা এ্যাক্সপাঞ্জড করে দিচ্ছি।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—স্যার, এই যে ভিহিক্যালস এবং ড্রাইভারদের লাইসেন্স পাওয়ার ব্যাপারে যে মেল-প্রেক্টিস হচ্ছে, তার দরুন অনেকে এই লাইসেন্স পাওয়ার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। মাননীয় স্পীকার স্যার, এই মোশানের উপর বলতে গিয়ে আমি বলব যে এখানে এমন অনেক বাড়ী চালু আছে, যেগুলি নাকি কণ্ডেম্ড এ্যাণ্ড আউট-মডেল এবং এই সব গাড়ীগুলি চালু থাকার জন্য আজকে অনেক এ্যাক্সিডেণ্ট হচ্ছে......

শ্রীশচীন্দ্রলাল সিংহ :—স্যার, হাউ ম্যানি টাইম উইল বি টেকেন বাই হিম ফর মুভিং হিজ কাট মোশান ?

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, আপনার সময় হয়ে আসছে। আপনি আর ৫ মিনিটের মধ্যে আপনার বক্তব্য শেষ করে ফেলুন।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত : - মাননীয় স্পীকার স্যার, এই গাড়ীর সম্বন্ধে বলতে গিয়ে আমি বলছি যে কণ্ডেম্ড গাড়ীকে লাইসেন্স দেওয়ার জন্য আজকে এই রকম ভাবে এ্যাক্সিডেণ্টগুলি হচ্ছে। তারপরে আর একটা কথা যে কথা মাননীয় সদস্য অঘোর বাবু একটু আগে বলেছেন যে লাইসেন্স দেওয়া হচ্ছে এমন সব ড্রাইভারকে যাদের গাড়ী চালাতে হলে যে মেকানিক্যাল নলেজ থাকার দরকার, তাদের সেই নলেজ নাই। কাজেই আমি বলব এরজন্যও এ্যাক্সিডেণ্ট হচ্ছে। আর এ্যাক্সিডেণ্ট হচ্ছে ওভারলোডের জন্য। কাজেই যে তিনটা কারণে এ্যাক্সিডেণ্ট হয়, সেই তিনটার কথা আমি আপনার মাধ্যমে এই হাউসে রেখেছি। এবং সেগুলিকে যদি এভাবে চলতে দেওয়া হয়, তাহলে এ্যাক্সিডেণ্ট বন্ধ করা যাবে না এবং জনসাধারণের এদিক দিয়ে যে অসুবিধা হচ্ছে, সেটাও দূর করা যাবে না। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্ম্মা :—কেন এ্যাক্সিডেণ্ট হচ্ছে, সেই সম্পর্কে আমি বলব। এ্যাক্সিডেণ্টগুলি হচ্ছে, তার কারণ হচ্ছে সরকারের যে সমস্ত দায়িত্ব আছে, সেই সমস্ত দায়িত্ব সরকার পালন করেন না, তার জন্যই এই এ্যাক্সিডেণ্টগুলি হচ্ছে। আজকে আমরা দেখছি যে সমস্ত ট্রাক বা মোটরগুলিকে লাইসেন্স দেওয়া হয়, সেগুলি অতিরিক্ত যে মাল বহন করে নিয়ে যায়, সেইদিকে যে সরকারের কিছু করণীয় আছে, সেটা তারা করেননা এবং সেই ট্রাকগুলি বা গাড়ীগুলিকে ঠিক ঠিক মত পরীক্ষা করে লাইসেন্স দেওয়া হয় কি না, সেই সম্বন্ধে আমার সন্দেহ আছে। আরেকটা হচ্ছে ওভার লোড, সেটা হামেশাই হচ্ছে, যার জন্য এ্যাক্সিডেণ্টের সংখ্যা দিনের পর দিন বাড়ছে। তাছাড়া আমরা আরও বলেছিলাম যে ধর্ম্মনগর টু সাব্রুম টু আগরতলা যে সমস্ত বাস সার্ভিসগুলি আছে, তার সংখ্যা বৃদ্ধি করা সরকার, কারণ সেই সমস্ত রাস্তায় যে সমস্ত গাড়ীগুলি চলছে, সেখানে ওভারলোড বেশী থাকে, এই বাসগুলি করে যারা আছেন তাদের অবস্থা সংঘাতিক হয়ে উঠে। সেইদিকে দৃষ্টি রাখার জন্য আমরা বলেছিলাম এবং ওভার লোড যাতে না হয়, সেই সমস্ত নিয়ম কানুন যা আছে, সেই সমস্ত নিয়ম কানুনগুলি যাতে মেনে চলা হয়, সেই দিকে যে সরকারের দায়িত্ব আছে, সেটা পালন করা দরকার। কিন্তু আমরা দেখছি যে সেই

সমস্ত কাজগুলি পালন করা হচ্ছে না। আমরা জানতে পারলাম যে অমরপুরের বাস সার্ভিস নাকি চলছেনা। বিভিন্ন প্রদেশে আমরা দেখেছি যে ছাত্রদের কন্সেশন দেওয়া হয়, কিন্তু আমাদের এখানে বাসে তাদের কোন কন্সেশান দেওয়া হচ্ছে না। যাতে সেই সমস্ত কনসেশন ছাত্রদের দেওয়া হয়, এবং সরকারের দায়িত্ব যাতে ঠিক ঠিক মত পালন করা হয়, সেই কথা বলার জন্যই আমি এখানে এই কাট মোশান রেখেছি এবং মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মাধ্যমে আমি এই হাউসে অনুরোধ রাখছি। এই বলেই আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—নাউ আই কল অন শ্রীউপেন্দ্র কুমার রায়।

শ্রীউপেন্দ্র কুমার রায় :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি ট্যাক্সেস অন ভেহিক্যালসের পক্ষে দুই একটি কথা বলছি। বিলোনয়া—আগরতলা একটা রেগুলার বাস সার্ভিস আছে এবং তার ভাড়া হচ্ছে ৪.৮৩ পয়সা। এখন বাসের অফিস হল, বিলোনিয়ার টাউনের মধ্যে, সেন্ট্রাল রোডের উপর, সেখান থেকে বাস আসে আর এখানে এসে থামে। সম্প্রতি একবার আমি আসলাম, টাউন থেকে আমার বাসার কাছ থেকে উঠলাম বাসে, আর যাওয়ার পথে আমাকে নামিয়ে দেওয়া হল নদীর এপারে। এই যে পথটা, অনেক ডিফারেন্স। আমি এখান থেকে গেলাম লাষ্ট বাসে, ৮-৩০ মিঃ সেখানে যেয়ে পৌছাই। সেই গাড়ীতে একজন মহিলাও ছিলেন, তার সঙ্গে লাগেজ পত্র ছিল, ছোট একটা শিশুও ছিল। কিন্তু তাদের নদীর এপারে নামিয়ে দেওয়া হল। এখন নদীর উপর একটা টেম্পোরারী ব্রীজ আছে। এখন যাই হউক আমারতো জানা ছিল না, কাজেই আমি খুব অসুবিধায় পড়লাম। আমার সংগে টর্চ ছিল, তাই দিয়ে আমি কোন রকমে একজন ছেলেকে ধরে সেই ভদ্র মহিলাকে ওপারে নিয়ে গিয়ে তাকে রিক্সা করে, তার যাওয়ার ব্যবস্থা করে দিলাম। আমি সেখানে চেঁচামেচি করেছিলাম, যে আমি যাওয়ার সময় উঠলাম আমার বাসার কাছ থেকে. আর যাওয়ার পথে আমাকে কেন এখানে নামিয়ে দেওয়া হল, কিন্তু তারা বলেন যে সেখানে বাস ষ্ট্যাণ্ড নেই। আমি ডিষ্ট্রীক্ট পারসন্যালকেও তার অফিসে জানিয়েছি, কিন্তু নো রিড্রেস। এটা আমি মাননীয় স্পীকার মহোদয়ের মাধ্যমে হাউসের সামনে রাখছি। কিসের জন্য এইরকম হয়, সেটা যেন তদন্ত করে দেখেন, এই বলেই আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—শ্রীনিশিকান্ত সরকার।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে এখানে ডিম্যাণ্ড নাম্বার—৪'এর উপর একটা কাট মোশান এসেছে—Mismanagement in issuing licenses to vehicles and to the drivers, এই সম্বন্ধে এসটিমেট কমিটির রিপোর্টেও আছে। কিন্তু আমি এখানে দুই একটি যুক্তি রাখতে চাই যে শিকার লাইসেন্স সম্পর্কে তথ্য সরকার রাখেন কি কি না আমি জানি না। আমি যতটুকু জানি, লাইসেন্স একটা ট্যাক্স একটা লাইসেন্স এবং ট্যাক্স দুইটা আলাদা জিনিষ। যেমন দেশী শিকার

যদি হয়, সেখানে যত লি'টার মাল বিক্রি হয়, তার উপর এখানে একটা ডিউটি হয়—লিটার প্রতি ১.২০ পয়সা, অথবা ঐরকম একটা হয়। কাজেই ১০ হাজার লিটার মাল যদি বিক্রী হয়, তার উপর সেই ডিউটি দিতে হয়, আর লাইসেন্স ফিস আলাদা। পশ্চিম বঙ্গে অকশান এবং নিগসিয়েশান দুই আছে। কাজেই এখানেও অকশানেও দিতে পারে। কিন্তু তাতে হয় কি, অকশান করলে পরে, গভর্ণমেন্টকে টাকা বেশী দেখিয়ে সেটা ডেকে নেয়, কিন্তু পরে সে টাকা তার কাছ থেকে আদায় করা যায় না। আমি এই এ্যাসেম্বলীতে অনেক বলেছি যেমন জামজুরী বাজার জারা ডাকা হল, ৩ হাজার ৫ শত টাকায়, কিন্তু একটা কিস্তি দিয়েই, বাস আর টাকা আদায় হয় না, তারপর নোটিশ ইস্যু হয়, গভর্ণমেন্ট অনেক মামলা মকদ্দমা করেন. কিন্তু সেই টাকা আর আদায় হয় না। আমার দক্ষিণাঞ্চলের ইজারা সম্পর্কে বলব যে এক লক্ষ ৩৬ হাজার টাকা এখনও আদায় করতে পারেন নি সরকার। অনেক সদস্য লিকার সম্পর্কে যে জিনিষটা বলেছেন, লাইসেন্স ফি'র কথা, সেই সম্পর্কে আমি বলব যে লাইসেন্স ফি হচ্ছে একটা সিকিউরিটি মানীর মত আর বাকীটা হচ্ছে এক্সাইজ ডিউটি। এক্সাইজ ডিপার্টমেন্ট আছে, সেখানে থেকে মালট নেওয়ার সময় কত সেল হল, কত দেশী মদ বিক্রী হল, সে ভাবে তাকে সেটা দিতে হয়। পশ্চিম বংগে সিলেকশান বিলি হয়। গতবার এখানে সাবডিভিশনে অকশান ডাকা হল, আবার পার্টিকুলার একটা দোকানকে নিগসিয়েশানে দেওয়া হল, এবং বলা হল যে ভুল হয়েছে সেইজন্য অকশান হয়েছে। এই বছর দেখা যায়, কোথাও ২২ হাজার টাকা ডাক হয়েছে, আবার কোন কোন জায়গায় ২৩ হাজার হয়েছে, এই টাকাটা সরকার আদায় করতে পারেনি। সরকার একটার জায়গায় দশটা লাইসেন্স দিচ্ছেন, বিজনেস বাড়ছে, বাড়ুক আপত্তি নাই। কিন্তু এই ফাঁকে নজরানা যে ডাকছে, তার ফলে কতকগুলি টাউট লাভবান হচ্ছে, কাজেই আমি বলব যে এইগুলি নিগসিয়েশানে দেওয়া উচিত। এসটিমেট কমিটির কথা আমি এখানে বলতে চাই যে, কাজেই আমার যুক্তি এখানে রাখছি এবং কাট মোশানের কোন যুক্তি নাই এখানে অমর চক্রবর্তীর কথা বলা হয়েছে। অমর চক্রবর্তীকে নিগসিয়েশনে দুইবার দেওয়া হয়েছে, তিন বছর একসটেনশান পেয়েছে। আইনতই সেটা পেয়েছে, লাইসেন্স ফি সে দিয়েছে। এবং এখন সে আইনগতভাবে কোর্টের আশ্রয় নিয়েছে। কাজেই এই কাটমোশানের কোন যুক্তি নাই।

আরেকটা কাট মোশান হচ্ছে—ত্রিপুরায় মোটরগাড়ী চলাচলে অরাজকতা। গাড়ীতে বেশী বুঝাই, ড্রাইভারকে লাইসেন্স দেওয়া হয় না, ইত্যাদি। ত্রিপুরা রাজ্যে যতগুলি বাস, ট্রাক, এ্যাম্বাসাডর চলছে, কোন গাড়ীটা ড্রাইভার ছাড়া চলছে? ড্রাইভার গাড়ী চালায়, লাইসেন্স না থাকে, তাকে পুলিশে ধরে তার বিচার হওয়া দরকার। আরেক ভদ্রলোক বলেছেন, বোঝাই বেশী। এখানে দুই শত টনের গাড়ী আছে, দেড়শত টনের গাড়ীও আছে। কারো দুই টনের গাড়ী আছে, কারো দেড় টনের গাড়ী আছে, কারো পাঁচ টনের গাড়ী আছে। আবার টাটা থেকে গাড়ী এসেছে, সগুলি দেখলেই ভয় করে। বেশী বোঝাই করলে তার চাকা ফাটবে, তার এক্সেল ভাঙবে, তার টিউব ফাটবে। এর আমি কোন অর্থ বুঝি না।

আর এক দিকে বলছে অভার লোড। আমি বলব অভার লোড খুব কমই একসিডেন্ট হয়। আমার মনে হয় অন্যান্য দেশে তারা যায় নাই, কলিকাতা শহরে তারা যায় নাই। সেখানে অসংখ্য অভার লোড হচ্ছে। যখন টাউনবাসগুলির মধ্যে অভার লোড হয় তখন তারা এই কথা বলে না। আমি বলছি অভার লোড জিনিষটা ধরাই উচিত নয়। কেন উচিত নয় বলছি, পুলিশকে তারা ভয় করে। অভার লোড ধরে কিন্তু অভার লোড বন্ধ করতে পারে না। হয়ত একটা গাড়ীতে পাঁচ জন নেওয়ার কথা। সেকের কোর্ট গিয়ে দেখল যে আমরা প্যাসেঞ্জার এমন আছি যে আমাদের দুইজন লোক না গেলেই চলেনা। কোন ড্রাইভার বলে না নেওয়া যাবেনা। আবার পুলিশেও ধরল। পুলিশের মধ্যে কিছু তারতম্য নাই এই কথা আমি বলছি না। রাস্তায় রাস্তায় এটা মনের আদান প্রদান আর কি। সুতরাং উঠবার যারা তারা উঠবেই। এটা আমরা গাড়ীতে যারা চড়ি তাদেরও বিচার করা উচিত, ড্রাইভারেরও উচিত, পুলিশেরও এটা দেখা উচিত। হয়ত ৮।১০ জন নিয়ে চলল। তখন দেখল মোবাইল কোর্ট আসছে। তখন ড্রাইভার একেবারে নার্ভাস হয়ে যায়। সে যদি ঘাবড়াইয়া না যায় তাহলে আমার মনে হয় অ্যাকসিডেন্ট কম হবে। তারপর বলছি অনেকে গাড়ী চালাতে পারে না। গাড়ীর পার্টস্ যে কোন সময় নষ্ট হয়ে যায়। নূতনও বিগড়াবে, পুরানো বিগড়াবে কিন্তু যখন গাড়ীর পারমিট ইস্যু করা হয় তখন পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেয়। আমার মনে হয় সেই সময়ে গাড়ী ভালই থাক। সেই সময়ে চলার সময় ঠিকই চলে। কাজেই এই কাটমোশনগুলির কোন অর্থ হয় না। এইজন্য বলছি যে কাটমোশনের সংগে বক্তৃতার কোন মিল নাই। তাই এই ডিমাণ্ডটি সমর্থন করে এবং কাট মোশনের বিরোধিতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীদেবেন্দ্র কিশোর চৌধুরী—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বাজেটে ডিমাণ্ড ফর গ্র্যান্ট নাম্বার ফোর এসেছে এখানে। সেটাকে আমাদের পাশ করতেই হবে। তবুও এর মধ্যে আমি আমার কিছু বক্তব্য রাখছি। আজকে আমি দেখতে পাই যে আবগারী বিভাগের ট্যাক্স এবং লাইসেন্স সম্বন্ধে আমার মাননীয় সদস্য শ্রী শিশু কান্ত সরকার মহাশয় যা বললেন, তিনি বললেন, আমরাও শুনলাম, অনেক কিছুই বললেন। কিন্তু কথা হচ্ছে তা নয়, কথা হচ্ছে যে আজকে আবগারী লাইসেন্স, হোলসেল লাইসেন্স এবং রিটেল লাইসেন্স তা আমরা দেখছি। এই ১৯৭০-৭১এর আগে আমরা দেখেছি সেখানে অ্যানামলি রয়ে গেছে তবে সেই অ্যানা-মলিগুলি দূর করতেই হবে। সেই অ্যানামলিগুলি দূর না করলে যে সমস্ত দুর্নীতি এর মধ্যে প্রবেশ করেছে তা দূর করা যাবে না এবং দুর্নীতি হয়ত আমরা বলব দুর্নীতি, কিন্তু আমরা যে হেতু দুর্নীতি বলব আবার কেউ কেউ বলবেন যে না এটা দুর্নীতি নয়। এই কথা আমরা শুনতে পেলাম। আজকে আমরা আশা করব ভবিষ্যতে এইসমস্ত দুর্নীতি হবে না। আর যে টরগাড়ী ট্রেনসপোর্টের বেলায় আমরা দেখতে পাচ্ছি মাননীয় সদস্য প্রমোদ দাশগুপ্ত যে কথা বললেন যে সব চেয়ে আমাদের চিন্তার কথা হয়ে দাড়িয়েছে গাড়ীর অ্যাকসিডেন্টের ব্যাপারটা। পুরানো মডেলর যে সমস্ত গাড়ী চলেনা সেইসব গাড়ী রিপ্রেস করা দরকার। কারণ বাস্তব পক্ষে দেখতে গেলে সেই-গুলি নানারকম অ্যাকসিডেন্ট ঘটায় এবং সেইগুলি যাতে লাইসেন্স না পেতে পারে। কিন্তু

লাইসেন্স না পেলেও চলবে না। এটাই তাদের পরিবার চালানোর এবং ভরণ পোষণের একটি উপায়। তাকে যদি গাড়ীট বদল করার জন্য সরকার থেকে সাহায্য করবার চেষ্টা করা হয় তাহলে আমার মনে হয় ভাল হবে। যে সমস্ত দুর্নীতি আছে তার মাধ্যমে সেই গাড়ীগুলি লাইসেন্স পাবেই। তার উপর আছে অভার লোডের ব্যাপার। অভার লোডের ব্যাপার নিশি কান্ত বকার মহাশয় ঠিকই বলেছেন যে এটা রোধ করবার কারো ক্ষমতা নাই। একটা কথা আছে যে সর্ব অংগে ব্যথা, ঔষধ দেবে কোথা। পয়সা যদি না দিতে পারে তাহলে স অভারলোডও টানতে পারবে না, তাদের অ্যাগেনষ্টে কোন কেসও হবে না। সেই সমস্ত দুর্নীতি সরকার ইচ্ছা করলে বন্ধ করতে পারেন। সরকার যদি সচেষ্ট হন তাহলে এইগুলি বন্ধ করা যায়। এই আশা করেই আমার বক্তব্য শেষ করলাম

শ্রীসুরেশচন্দ্র চৌধুরী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, এই ষ্টেট এ্যাক্সাইজ সম্পর্কে আমার একটা কথা বলার আছে বলেই আমি বলছি। আমরা নীতিগতভাবে স্বীকার করে নিয়েছি যে আমরা মদ খাওয়াটা আস্তে আস্তে উঠিয়ে দেব। এই দিকে দৃষ্টি রেখে আমরা নূতন যে সব দোকান খোলার কথা, সেগুলি বন্ধ রেখেছি। কিন্তু গত কিছু দিন আগে আমি জানি যে কয়েকটি নূতন দোকান খোলার জন্য লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে অবশ্য সেগুলি যাতে না খোলা হয়, সেজন্য লাইসেন্স হোল্ডারদে বলে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তা সত্বেও আমার জিজ্ঞাসা হল, আমরা এদিক দিয়ে কতটা অগ্রসর হয়েছি। আমাদের প্রত্যেক সাব-ডিভিশানে এর জন্য কিছু কর্মচারী আছে, তারা এই মদ খাওয়াটা বন্ধ করতে পেরেছে কিনা? আমার মনে হয় আগে যে অবস্থা ছিল, এখন এটা যেন তুলনা মূলকভাবে অনেক বেড়ে গেছে, যেমন যদি একটা বাজারে যাওয়া হয়, তাহলে দেখা যাবে সেই বাজারে যে সব সাধারণ দোকান আছে, সেগুলিতেও মদ বিক্রি হচ্ছে। এখানে অনেকে বক্তৃতা দিয়ে অনেক দুর্নীতির কথা বলেছেন কিন্তু আসল কথা হল আজকাল শুনা যায় এখানে মদ তৈরী হয়ে পাকিস্তানেও যাচ্ছে। কিন্তু আমাদের যে সব কর্ম্মচারী আছে, এদিকে তাদের কোন দৃষ্টি নেই। কাজেই কর্ম্মচারীদের এদিক দিয়ে দৃষ্টি দেওয়ার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি। আর এর প্রতি এখনই যদি ভাল ভাবে দৃষ্টি না দেওয়া হয় তাহলে অদূর ভবিষ্যতে এমন এক দিন আসছে, তখন দেখা যাবে মানুষ যেন মদ না খেয়ে বেচে থাকতে পারছে না। এবং আমরা দেখছি এই অভ্যাসের বশীভূত হয়ে আজকে রাস্তাঘাটে হাটে-বাজারে অনেক মারধোর হচ্ছে এবং এর পরিমাণ ক্রমশঃ দিনের পর দিন বেড়ে চলেছে। কাজেই আমি বলব এই দিকে দৃষ্টি দেওয়ার জন্য যেন একটা ভিজিলেন্স ডিপার্টমেন্ট করা হয় আমি জানি না আমাদের যেসব কর্ম্মচারী এটা তদারক করার জন্য রাখা হয়েছে, তারা কি বসে বসে মাইনে গণার জন্য আছে, না অভার টাইম করে কিছু বেশ রোজগারের তালে আছে? আজকাল আমরা হামেশাই দেখতে পাচ্ছি যে ১৮ বছর বয়স্ক এমন কি ১৫ বছরের ছেলেরাও মদ খায়। আবার এও নাকি শুনা যায় যে আজকাল ফেরি করেও মদ বিক্রি করা হয়। এইসব কারণে আমি বিশেষভাবে সরকারকে অনুরোধ করব, তারা যেন এদিকে দৃষ্টি দিয়ে এটাকে বন্ধ করা যায়, সেজন্য যেন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তারপরে আছে

মোটর ভেহিকেলস এর লাইসেন্সের ব্যাপার এই লাইসেন্স দেওয়ার ব্যাপারে একটা কমিটি করা হয়েছে এবং এই কমিটির নির্দেশ অনুসারে লাইসেন্স দেওয়া হয়। কাজেই আমি আর এই সম্পর্কে বেশী কিছু বলছি না। তবে ওভার লোডের সম্পর্কে আমার কিছু বলার আছে। সেটা হচ্ছে এই অভার লোডের জন্য যাত্রীদের যে অসুবিধা হয়, তার জন্য আমি অনুরোধ করব যে এখানে ষ্টেট বাস চালু করা যায় কিনা, সেটা ভেবে দেখা দরকার, আর তা না হলে কোন অবস্থাতেই ওভার লোডের জন্য যাত্রীদের যে অসুবিধা হয়, সেটা দূর করা যাবে না। এই বলে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে ডিমাণ্ড এখানে রেখেছেন, সেটাকে আমি সমর্থন করছি আর বিরোধী পক্ষ থেকে যে সব কাট মোশান রাখা হয়েছে, সেগুলির মধ্যে কোন যুক্তি আছে বলে আমি মনে করি না।

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—মানীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় অর্থ মন্ত্রী এখানে যে ডিমাণ্ড রেখেছেন, তার উপরে আমাদের কতগুলি কাট মোশান রয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সেটা পাশ হয়ে যাবে যেহেতু সরকার পক্ষের সদস্যরা সবাই এখানে উপস্থিত আছেন। এখানে ডিমাণ্ড নাম্বার ওয়ানে ১৩ হাজার টাকা খরচ করবার জন্য মাননীয় অর্থমন্ত্রী ব্যয় বরাদ্দ চেয়েছেন। এই ১৩ হাজার টাকা খরচ করে এখানে যে কি হবে, সেটা আমি বলছি স্যার। এই হেডে গত বছরে অর্থাৎ ১৯৭০-৭১ সালে ৬৫ হাজার টাকা রেভিনিয়্যু পাওয়ার এ্যান্টিসিপেট করা হয়েছিল, কিন্তু এই বছরে দেখছি এক পয়সাও পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। তাছাড়া আমরা ল্যাণ্ড রেভিনিয়্যু মারফতে যেটা পেতাম সেটা বন্ধ হয়ে গেছে স্যার। আমরা এই বাজেট বইর ৪ পৃষ্ঠা দেখলে দেখব যে এই হেড থেকে ল্যাণ্ড হোল্ডার্সদের কাছ থেকে কিছু পেতাম, আর কিছু পেতাম টি এষ্টেটস থেকে। এখানে যে ১৩ হাজার টাকা এই হেডে চাওয়া হয়েছে, এটা আমি মনে করি অযৌক্তিক হয়েছে। কাজেই এই হেডে টাকা না রেখে যদি অন্য কোন হেডে রাখা হত, তাহলে আমি মনে করি যে আমরা সেখান থেকে কিছু পেতে পারতাম। তারপরে আমি ডিমাণ্ড নাম্বার ৩ সম্পর্কে বলছি, সেটা হল ষ্টেট এ্যাকসাইজ। এই ডিমাণ্ডের উপর বলতে গিয়ে মাননীয় সদস্য সুরেশ চৌধুরী মহাশয় যা বলেছেন, আমিও তার সঙ্গে এক মত। কারণ হল ত্রিপুরাতে মদের লাইসেন্স দেওয়ার ব্যাপারে যে টাকা আমরা খরচ করছি সেটার পরিমাণ হল প্রায় ২ লক্ষ টাকা, এই ২ লক্ষ টাকা খরচ করে আমরা পাচ্ছি ৭ লক্ষ ১১ হাজার টাকার মত। আজকে আমরা যদিও এটার থেকে কিছু টাকা আয় করছি সত্য, কিন্তু অন্য দিকে দেখতে গেলে দেখা যাবে যে আজকে ত্রিপুরার মানুষের মধ্যে মদ খাওয়ার অভ্যাসটা ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছে, এটা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় স্যার। যেমন আমরা দেখছি যে ত্রিপুরা রাজ্যে বহু জায়গাতে বে-আইনীভাবে মদ বিক্রি করছে, আমাদের শান্তির বাজারেও এই রকম অনেক দোকান আছে যেগুলির নাকি কোন লাইসেন্স নাই, অথচ তারা সেখানে বে-আইনীভাবে মদ বিক্রি করছে এবং এভাবে মদ বিক্রি করার ফলে মানুষের মধ্যে মদ খাওয়ার একটা অভ্যাস হয়ে উঠছে এটা যদি সত্য হয়, তাহলে দুঃখের কথা। বে-আইনীভাবে শান্তির বাজারে মদ বিক্রী হচ্ছে, এটার ফলে জনসাধারণের ক্ষতি হল স্যার। আমরা এই

হেড়ে ২ লক্ষ টাকা খরচ করে কর্মচারী রেখেছি, উনাদের কর্ত্তব্য বলে মনে করি যে লাইসেন্স ইস্যু করে লিগালাইজড যে সব ডিলার আছেন তাদের মারফত মদ বিক্রী হচ্ছে কি না সেটা তদন্ত করে দেখা, এবং আনঅথোরাইজ ওয়েতে যারা মদ বিক্রী করছেন, সেইগুলি এনকোয়েরী করে দেখা উচিত। আমাদের কান্ট্রি লিকার, দেশী মদ তৈরী করার পদ্ধতি ত্রিপুরার উপজাতিদের অনেকদিন থেকেই জানা ছিল, সেটা ত্রিপুরার উপজাতীদের পূজার উপকরণ হিসাবেই, তারা সেটা ত্রিপুরা রাজ্যে ব্যবহার করে আসছে এবং এখনও তারা সেটা পূজার উপকরণ হিসাবেই ব্যবহার করেন, তাদেরও লাইসেন্স দেওয়া উচিত হবে বলে আমি মনে করি। কিন্তু খোলা বাজারে মদ বিক্রী করা, বন্ধ করে দেওয়া উচিত হবে স্যার।

আরেকটা ডিম্যাণ্ড, ডিম্যাণ্ড নাম্বার :—ট্যাকসেস অন ভেহিক্যালস, এটাতে যে টাকা ধরা হয়েছে, ১ লক্ষ ১০ হাজার টাকা এবং এই এক লক্ষ দশ হাজার টাকা, কর্মচারীদের বেতন ও অন্যান্য টাকা দিয়ে আমাদের মাত্র থাকছে ৩ লক্ষ ১০ হাজার টাকা, যেটা আমাদের ইনকাম হচ্ছে, এটা খুবই কম হয়েছে বলে আমি মনে করি। যদি এই ডিপার্টমেন্ট আদায় ঠিক ঠিক মত করার চেষ্টা করতেন, তাহলে আমাদের ইনকাম আরও বাড়ানো যাবে বলে আমি মনে করি। ত্রিপুরাতে অনেক গাড়ী বাড়ছে, এই গাড়ীর পেছনে ড্রাইভার এবং মালীকের বহু টাকা খরচ করতে হয়, সেটা হয়তো আমাদের সরকারের কাছে ডাইরেক্ট না যেয়ে, আমাদের দেশে যে করাপটেড পারসন আছে, তাদের পকেটে চলে যাচ্ছে, সেজন্য এই হেডে ইনকাম অনেক কম।

ডিম্যাণ্ড নাম্বার ৫—আদার ট্যাকসেস এণ্ড ডিউটিজ, এখানে যে দুই হাজার টাকা দেখান হয়েছে, এই দুই হাজার টাকা খরচ করে আমরা ৪ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা পাব, এটা বড় আনন্দের কথা। ইতিপূর্ব্বে আমি যে তিনটি ডিম্যাণ্ডের উপর আলোচনা করেছি. এর তুলনায় খরচের তুলনায় আমরা এক্ষেত্রে লাভবান হচ্ছি বলে আমি মনে করি। তাই আমি এই ডিমাণ্ডকে সমর্থন করে; বাকী তিনটি ডিমাণ্ডের উপর মাননীয় সদস্যগণ যে কাট মোশান এনেছেন, সেই সব কাটমোশানকে আমি সমর্থন করছি এবং এইখানেই আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—নাউ আই কল অন অনারব্যাব। চীফ মিনিষ্টার টু গিভ হিজ রিপ্লাই।

শ্রীএস, এল, সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে যে কাট মোশান রাখা হয়েছে, তার আমি বিরোধিতা করছি, কারণ তাঁরা মটিভিটেড ওয়েতে এখানে তাঁদের বক্তৃতা পেশ করেছেন।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—পয়েন্ট অব অর্ডার—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মটিভিটেড কথাটা উইদড্র করা হউক, কারণ ইট ইজ নট মটিভিটেড।

শ্রীএস, এল, সিংহ :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মটিভিটেড কথার অর্থ হল, উদ্দেশ্য প্রণোদিত, উদ্দেশ্য প্রোদিত হয়েই এখানে বলা হয়েছে একসাইজ সম্বন্ধে রিপ্রেসিয়েশন না

অকশান, অতএব নিগসিয়েশনও আছে অকশানও আছে এবং সেই অনুসারেই সেটা দেওয়া হচ্ছে। অতএব এই জায়গাতে এই সম্পর্কে বলতে গিয়ে অমর চক্রবর্তী সম্বন্ধে একটা কথা বলা হয়েছে, সেটা রিট পিটিশন আছে, কেস আছে, অতএব আমি সেই সম্বন্ধে আর কিছু এখানে বলতে পারব না' তাঁরা সে সম্বন্ধে বলতে পারেন, কারণ তারা এইসব জিনিষের ধার ধারেন না, এবং আইন কানুন পরোয়া করে না। তারপর কথা হল, নিগসিয়েশানেও আছে, সেই অনুসারেও দেওয়া চলে এবং অকশানও আছে, সেই ভাবেও দেওয়া চলে, অতএব এটা আইনানুভাবেই করা হয়েছে, সেখানে বে-আইনী কিছু করা হয় নি। আমরা ওয়েষ্ট বেঙ্গলের এ্যাক্ট এণ্ড রুলসকে ফলো করি, সেই অনুসারেই সেটা করা হয়েছে।

তারপর বলা হয়েছে মোটর ভেহিক্যাল সম্বন্ধে, আমার মনে হয় এই সম্বন্ধে যে এ্যাক্ট আছে, সেই সম্পর্কে উনারা কিছু জানেন না, ষ্টেট ট্রান্সপোর্ট আছে, সেখানে লোক আছেন, গভর্ণমেন্ট অব ইণ্ডিয়ার লোক আছে, তারা সেটা ঠিক করে দেন, কোন কোন জায়গাতে মোটর ইউজ করা হবে, কোন্ কোন্ জায়গায় ট্রাক দেওয়া হবে এবং কোথায় টি. আর. এ হবে সেটা নির্দ্দিষ্ট করে দেন, কোথায় কোন ধরণের গাড়ী হবে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, উনারা হয়তো কোথায় কার কি পাওয়ার আছে, কি রুল আছে, সেই সম্পর্কে অবগত আছেন, কিন্তু এখানে ভয়ে ভীত হয়ে, সন্ত্রস্ত হয়েই একথা এখানে বলছেন, কাজেই আমি তাঁদেরকে আমাদের যে আইন কানুন আছে, সেইদিকে দৃষ্টি দিতে বলব। আমার মনে হয়, উনারা যে কাট মোশন এখানে রখেছেন, সেটা উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে রেখেছেন, তাই আমি তার বিরোধিতা করছি।

তারপর বলা হয়েছে এ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে, তার কারণ কি,—ড্রাইভার অনভিজ্ঞ, ড্রাইভারকে প্রপার ওয়েতে লাইসেন্স দেওয়া হয়, তার প্রসিডিউর আছে, সেই প্রসিডিউর অনুসারে লাইসেন্স দেওয়া হয় নি, এমন কোন নজীর উনারা রাখতে পারেন নাই। এমন কোন জায়গা আছে যে এ্যাক্সিডেন্ট হয় না, অভিজ্ঞ ড্রাইভার হলেও এ্যাকসিডেন্ট হয়। লাইসেন্স বিধি নিয়মের ভিতর দিয়েই করা হচ্ছে এবং সেটা দেখেই করা হচ্ছে। তবে যাতে কম এ্যাকসিডেন্ট হয়, সেইদিকে নিয়ন্ত্রণ করা উচিত, সেইদিক দিয়ে যদি কোন সাজেশন, থাকত, তাহলে আমরা চিন্তা করতাম এবং তাঁদের সাজেশনকে ওয়েল কাম করতাম, উপকৃত হতাম। তারপর বলা হয়েছে ওভার লোডিং সম্বন্ধে। ওভারলোড সম্বন্ধে যদি কেস্ থাকে তাহলে তারা তা দায়ের করতেন, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত কোন কেস্ দায়ের করেছেন বলে আমরা জানিনা। আমার মনে হয়, সেই সৎসাহস তাদের নেই, কারণ বাইরে বলা তাঁদের পক্ষে সম্ভব নয়, কিন্তু এখানে সেটা বলছেন, কারণ এখানে মন্ত্রীরা আছেন, তাঁদের কার্যকলাপ সুনিয়ন্ত্রিত ভাবে চলছেনা, তাই এখানে সেটা রাখছেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত একটা কেসও তারা দিতে পারেন নি।

তারপর একজন সদস্য ডিমাণ্ড নাম্বার—১, ট্যাক্সেস অন ইনকাম আদার দ্যান কো-অপারেশন ট্যাক্স, এ্যাগ্রিকালচারাল ইনকাম ট্যাক্স সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলেছেন ইনকাম অন এ্যাগ্রিকালচারাল ট্যাক্স ১৩ হাজার টাকা বলেছে,এটা সত্য কথা নয়, ইনকাম হচ্ছে ৬৫ হাজার টাকা এবং ব্যয় হচ্ছে ১৩ হাজার টাকা, কিন্তু এটা এই হেডে রাখা উচিত হয়নি, তার কারণ ল্যাণ্ড রেভিনিউ পরিবর্ত্তন হচ্ছে, কাজেই এইদিক থেকে আমি প্রত্যেককে চিন্তা করে বলব, ভাবতে বলব। কারণ রিসিট হল আমাদের ৬৫,০০০। আমাদের যে টি গার্ডেনগুলি আছে সেটা ধরে করা হয়। অতএব সেটা ধরে আমি চিন্তা করতে বলব। কারণ টি গার্ডেনগুলি আমাদের উঠে যাচ্ছে না। অতএব সেই দিক দিয়ে চিন্তা করে বললে পরে আমরা চিন্তা করতে পারতাম, ভাবতে পারতাম। তাই তারা যতগুলি কাট মোশন এনেছেন সেগুলি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে এনেছেন। এই জন্য আমি কাট মোশনগুলির বিরোধিতা করছি এবং ডিমাণ্ডগুলিকে সমর্থন করে হাউসকে অনুরোধ করব যাতে এই ডিমাণ্ডগুলিকে গ্রহণ করা হয়। এই বলেই আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—অনারেবল ফিনান্স মিনিষ্টার।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মুখ্য মন্ত্রী যে বক্তব্য পেশ করলেন তার পরিপ্রেক্ষিতে আমি আশা করব যে হাউস এই ডিমাণ্ডগুলি গ্রহণ করবেন।

Mr. Speaker :—Now I am putting to vote the demand for grant No. 1, Major Head—4—Taxes on Income other than Corporation Tax—Agricultural Income Tax.

The question that a sum not exceeding Rs. 13,000/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1971], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1972 in respect of Demand No. 1—Taxes on Income other than corporation Tax—Agricultural Income Tax was then put and passed.

Mr. Speaker :—Now I am putting to vote the cut motion moved by Shri Aghore Deb Barma on Demand for Grant No. 3 that the demand be reduced by Rs. 100/- to discuss on—Corruption & malpractices in issuing the license for liquor business.

The cut motion was put to vote and lost.

Mr. Speaker :—Now I am putting the Demand for Grant No. 3, Major Head—10—State Excise Duties.

The question that a sum not exceeding Rs. 2,00,000/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on

Account) Bill, 1971], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1972. in respect of Demand No. 1—Taxes on Income other than Corporation Tax—Agricultural Income Tax was then put to vote and passed.

Mr. Speaker :—Now I put to vote cut motion moved by Shri Aghore Deb Barma on the Demand for Grant No. 4, Major Head—11—Taxes on Vehicles that the demand to reduced by Rs. 100/- to discuss on—Mismanagement in issuing licenses to vehicles & to the drivers.

The Cut motion was put to vote and lost.

Mr. Speaker :—Now I am putting to vote the Demand for Grant No. 4, Major Head 11—Taxes on Vehicles.

The question that a sum not exceeding Rs. 1,10,000/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1971], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1972. in respect of demand No. 4—Taxes on Vehicles, was put to vote and PASSED.

Mr. Speaker—Now I am putting to vote the Demand for Grant No. 5, Major Head—13—other taxes and duties.

The question that a sum not exceding Rs. 2,000/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1971], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1972, in respect of Demand No. 5—Other Taxes and Duties was then put to vote and PASSED.

Mr. Speaker—I would now call on the Hon'ble Finance Minister to move his demand for Grant No. 12 Major Head : '23'—Police.

Shri Krishnadas Bhattacharjee :—Mr. Speaker, Sir, on the recommendation of the Administrator, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 1,88,00,000/- (inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill 1971), be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1972, in respect of Demand No. 12—Police.

Mr. Dy, Speaker – Under Rule 236 of the Rules of Procedures extension of time is sought for taking the following Reports of the Committee on Privileges :-

Privilege case given notice of by Shri Binoy Bhushan Banerjee against the editor, Sandhani, Tribeg and Shri Ajoy Roy upto the next Session of the

Assembly. Is it the sense of the House ?

Shri S. L. Singh—Yes, Sir,

Mr. Speaker :—The other business of the day will be taken up to morrow. The House stands adjourned till 11 A. M. on Thursday the 1st April, 1971.

PAPERS LAID ON THE TABLE.

Un-Starred Question No. 194.

By Shri Aghore Deb Barma, M. L. A.

Question

Will the Hon'ble Minister-in-charge of the Education Deptt. be pleased to state.

1. Whether there is any scheme to expand the area of Budhjang Girls' Higher Secondary School ?
2. If so, the total area of land proposed to acquire near the Budhjang Higher Secondary (Girls) School ; and
3. the position of that scheme in details.

ANSWER

1. Yes.
2. 8·795 acres of land.
3. Land plan and land statement of the area proposed to be aequired has been prepared and approval of Site Selection Committee o :tained. Assessment of valuation of land is awaited for which administrative approval could not yet been issued.

PROCEEDINGS OF THE TRIPURA LEGISLATIVE ASSEMBLY ASSEMBLED UNDER THE PROVISIONS OF THE GOVERNMENT OF UNION TERRITORIES ACT : 1963.

The 1st April, 1971.

The House met in the Assembly Chamber, Agartala at 11 A. M. on Thursday, the 1st April, 1971.

PRESENT

Shri Manindra Lal Bhowmick, Speaker in the Chair, three Ministers, the Deputy Speaker, the Deputy Minister and 25 Members.

QUESTIONS

Mr. Speaker :—To-day in the List of Business are the following questions to be answered by the Ministers concerned. Short Notice Question—Shri Naresh Roy.

Shri Naresh Roy :—Short Notice Question No. 295.

Shri Krishnadas Bhattacharjee :—Short Notice Question No. 295, Sir.

QUESTIONS

১। শিক্ষা লাভের ক্ষেত্রে "কপালী" সম্প্রদায়ের ছাত্রগণকে কি কি সুযোগ সুবিধা দেওয়া হইয়া থাকে ;

২। কলেজ পর্য্যায়ে ও অন্যান্য উচ্চ শিক্ষার পর্যায়ে উক্ত সম্প্রদায়ের ছাত্রগণ free studentship বা অন্য কোনও সুবিধা পাইয়া থাকে কি ?

ANSWERS

১। কপালী সম্প্রদায় অন্যান্য অনুন্নত সম্প্রদায় ভুক্ত হওয়ায় শিক্ষা ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত সুযোগ সুবিধা ভোগ করিয়া থাকে :—

(ক) স্কুল পর্য্যায়ে বিনা বেতনে অধ্যয়ন (শুধু মাত্র দুঃস্থ ছাত্রদের ক্ষেত্রে);

(খ) সর্ব্বসাকুল্যে শতকরা ৪০ নাম্বর পাইয়া উর্দ্ধতন শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইলে ভারত সরকারের নির্দ্ধারিত হারে স্কুল পর্য্যায়ে book grant পাইয়া থাকে ;

(গ) শতকরা ৫০টি বিদ্যালয় বৃত্তি তপশিলী জাতি, উপজাতি ও অন্যান্য অনুন্নত সম্প্রদায়ের ছাত্রছাত্রীদের জন্য সংরক্ষিত রাখা হইয়াছে।

শ্রীনরেশ রায় :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, কলেজ পর্যায়ে বা অন্যান্য উচ্চ পর্য্যায়ের শিক্ষাক্ষেত্রে কপালী সম্প্রদায়ের ছেলে মেয়েরা অন্যান্য সুযোগ সুবিধাগুলি না পাওয়ার কারণ জানাবেন কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—কলেজ পর্য্যায়ে যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা দেওয়ার রুলস আছে, তাতে সিডিউলড কাষ্ট, সিডিউলড ট্রাইবস এবং লো ইনকাম গ্রুপের মধ্যে যারা পড়ে, তারা পায়। এই সম্প্রদায়টাও লো ইনকাম গ্রুপের মধ্যে পড়ে। কাজেই তারা যে একেবারে পায় না, এমন নয়।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিং :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই যে স্কুলগুলির মধ্যে ফিফটি পার্সেন্ট ষ্টুডেন্ট সিডিউলড কাস্ট এবং সিডিউল ট্রাইবসদের যে ফেসিলিটিজ দেওয়া হয়, তার মধ্যে কত পার্সেন্ট আদার ব্যাকওয়ার্ড ক্লাশ কমিউনিটি বলে দেওয়া হয়, বলতে পারেন কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—শতকরা ৫০টি বিদ্যালয় বৃত্তি তপশিলী জাতি, উপজাতি ও অন্যান্য অনুন্নত সম্প্রদায়ের ছাত্রছাত্রীদের জন্য সংরক্ষিত রাখা হয়েছে।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিং :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, কত পার্সেন্ট সিডিউল কাস্টের জন্য, কত পার্সেন্ট সিডিউলড ট্রাইবসের জন্য আর কত পার্সেন্ট আদার ব্যাকওয়ার্ড ক্লাস কমিউনিটির জন্য রাখা হয়েছে, সেটাই আমি জানতে চাইছি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভাচার্য :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীনরেশ রায় :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, লো ইনকাম গ্রুপ বলতে সব সম্প্রদায়ের লোককে বুঝায় কিনা, জানাবেন কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—লো ইনকাম গ্রুপ বলতে সব সম্প্রদায়ের লোকেই পড়ে।

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :—অন এ পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান স্যার। লো ইনকাম গ্রুপ বলতে আমরা সাধারণতঃ যেটা বুঝি সেটা হল যাদের আয় মাসিক ২০০ টাকার কম...

মিঃ স্পীকার :—অনারেবল মেম্বার, ইজ ইট ইয়োর পয়েন্ট অব ক্ল্যারিফিকেশান ?

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—ইয়েস স্যার, দীস ইজ দি ক্ল্যারিফিকেশান অব দি স্টেটমেন্ট হোইচ হি হ্যাজ মেড। উনি যেটা বলেছেন লো ইনকাম গ্রুপ অর্থাৎ যাদের মাসিক আয় ২০০ টাকার কম তারা এই স্টাইপেণ্ডের সুযোগ সুবিধা পাবে। লো ইনকামের যে এ্যামাউন্টটা ধরা হয়েছে, সেটা হল ২ হাজার টাকার বেশী হবে না, বছরে সেটা ২ হাজার টাকার কম হতে হবে। কিন্তু এই কপালী সম্প্রদায়ের যদি কারও বছরে ২০০১ টাকা আয় হয়-তাহলে তার জন্য এই স্টাইপেণ্ড পাওয়ার কোন বিশেষ ব্যবস্থা নেই। কাজেই ব্যাকওয়ার্ড কমুনিটি হিসাবে তাদের যে সুযোগ সুবিবিধা পাওয়ার কথা, সেটা পাওয়ার জন্য সরকার আর কোন বিশেষ সুবিধার কথা চিন্তা করছেন কিনা, সেটা আমরা জানতে চাইছি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—স্কুল বা উচ্চ পর্যায়ের শিক্ষার জন্য, সেইরকম অন্য কোন সুবিধা তাদের জন্য নেই। শুধু স্কুল পর্যায়ে আছে, সেটাও আবার ক্লাশ এইট পর্য্যন্ত, এটা অবশ্য সকল শ্রেণীর লোকেরাই পাচ্ছেন। কাজেই এর বেশী আর কিছু বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

শ্রীএরসাদ আলী চৌধুরী :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে লো ইনকাম গ্রুপের জন্য যে এ্যামাউন্ট আছে, সেটা কত ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—এটা রুলসে আছে, এটার বিভিন্ন শ্লেব রয়েছে। কাজেই মাননীয় সদস্য যদি জানতে চান, তাহলে দয়া করে যদি আমার অফিসে যান তাহলে আমি তাঁকে সেটা দেখিয়ে দেব। এখনই সেটার কি কি শ্লেব আছে, তা আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়।

শ্রীউপেন্দ্র কুমার রায় :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে আদার ব্যাকওয়ার্ড ক্লাশ কমিউনিটির মধ্যে ছাত্রীরা কলেজ পর্য্যায়ে কি কি বিশেষ সুবিধা পেয়ে থাকে ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—কলেজ পর্য্যায়ে আদার ব্যাকওয়ার্ড ক্লাশ কমিউনিটিকে কোন বিশেষ সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয় না।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, এটাতো কপালী সম্প্রদায় সম্পর্কে ?

শ্রীউপেন্দ্র কুমার রায় :—স্পীকার স্যার, এটাতো উত্তরের মধ্যে আছে সেজন্য আমি জানতে চাইছি।

শ্রীনরেশ রায় :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই সম্প্রদায়ের ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকদের স্কুল এবং কলেজ পর্য্যায়ে অনেক অভাব অনটনে পড়তে হয়, কাজেই সেদিক দিয়ে চিন্তা করে তাদেরকে এই পর্য্যায়ে বিশেষ কোন সুযোগ সুবিধা দেওয়ার কথা চিন্তা করবেন কি না, সেটা আমি জানতে চাই ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—আমাদের যে রুলস আছে, তাতে বিশেষ কোন সুবিধা দেওয়ার প্রভিশান নেই। তবে ভারত সরকার যদি সিডিউলড কাষ্ট এবং সিডিউলড ট্রাইবসের মত এই সম্প্রদায়কে সিডিউলড ভুক্ত করেন, তাহলে তারা যে সমস্ত সুযোগ সুবিধা পায়, এই সম্প্রদায়ও সেই সব সুযোগ সুবিধা পাবে। কিন্তু ভারত সরকার যদি সেই রকম কিছু না করেন, তাহলে আমাদের পক্ষে এই রুলসের মধ্যে থেকে কিছু করা সম্ভব নয়।

শ্রীনরেশ রায় :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এটা কি আপনার জানা আছে যে ত্রিপুরাতে এই সম্প্রদায় অন্যান্য সম্প্রদায়ের তুলনায় সবচাইতে বেশী খারাপ। কাজেই এই কথা চিন্তা করে, এই সম্প্রদায়কে বিশেষ সুযোগ সুবিধা দেওয়ার জন্য ভারত সরকারের কাছে কোন প্রস্তাব করবেন কি না, এটা আমি জানতে চাই ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—বিশেষ কোন সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করা যেতে পারে তাদের জন্য, যারা নাকি সিডিউলড ভুক্ত। কাজেই এই কপালী সম্প্রদায় সিডিউলড ভুক্ত নয় বলে তাদের জন্য কোন বিশেষ সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করার অসুবিধা আছে।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—আদার ব্যাকওয়ার্ড কমিউনিটিজ যারা আছে, তারা কলেজ এবং উচ্চ পর্য্যায়ে শিক্ষার সুযোগসুবিধাগুলি পাচ্ছেনা, তাদের এই যে সুযোগসুবিধা পাওয়ার জন্য কি উপায় অবলম্বন করলে তারা সেটা পেতে পারে, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলতে পারেন কি

মিঃ স্পীকার :—This is also a broad question.

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—কাপালি সম্প্রদায় ব্যাকওয়ার্ডনেসের মধ্যে থাকায় ত্রিপুরা সরকার এই বিষয়ে গুরুত্ব দেবেন কি না যে তাদের শিক্ষা ব্যাপারে সুযোগ সুবিধাগুলি পাওয়া উচিত এবং যদি ব্যাকওয়ার্ড ক্লাশে রেখে তাদের সেগুলি না দিতে পারেন তাহলে ত্রিপুরা সরকার স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তাদের সিডুাল কাষ্টের সঙ্গে শিক্ষাক্ষেত্রে সুবিধা পাওয়ার জন্য প্রস্তাব আনয়ন করবেন কিনা এবং কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে সেটা পাঠাবেন কিনা ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—তারা সেই সিড্যুল ভুক্ত হবেন কিনা, যারা অনুন্নত এবং ব্যাকওয়ার্ড আছেন, তারা যদি সেই সিড্যুলভুক্ত হতে চান তারা গভর্ণমেন্টের কাছে দাবী করলে গভর্ণমেন্ট বিবেচনা করে দেখবেন ভারত সরকারকে এই বিষয়ে লেখবেন কি না ?

শ্রীনরেশ রায় :—কপালি সম্প্রদায়ের দেবনাথ কমিউনিটি এবং অন্যান্য কমিউনিটি সমান সুযোগ সুবিধা পায় কি না ?

Mr. Speaker :—That should be separate question.

Mr. Speaker :—Shri Promode Ranjan Das Gupta.

Shri P. R. Das Gupta :—Question No. 72.

Shri Krishnadas Bhattacharjee :—Question No. 72, Sir.

QUESTIONS

1. Whether the following sanctioned Plan works (communication) for the year 1970-71 under Major Head "103—Capital outlay on Public Works have been completed ;

    (1) Black topping of Agartala—Simna Road/Portion from Kalacherra to Simna (12 miles).

    (2) Widening and metalling of Kalacherra Padmabill road ;

2. If not, the reasons therefor ?

ANSWERS

1. (1) No.

    (2) Partly completed.

2. Black topping Agartala—Simna Road/Portion from Kalacherra to Simna.

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, যেখানে আমি প্রশ্নে পরিষ্কার বলে দিয়েছি আণ্ডার মেজর হেড—১০৩, ১৯৭০-৭১ইং সনে প্রভিশন ধরা হয়েছে সেই প্রভিশন থাকা সত্বেও কেন সেটা করা হল না, তার উত্তর আমি চাই।

Shri Krishnadas Bhattacharjee :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বলেছি—this work could not be taken up as it was not provided for. This provision may not be for black topping, it may be for other work.

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :—মিঃ স্পীকার স্যার, আমার প্রশ্নে আমি বলেছি যে অ্যাংশান ব্ল্যাক টপিং'এর জন্য দেওয়া হয়েছে, বাজেট কনসাল্ট করলে দেখা যাবে যে ব্ল্যাক টপিং'এর জন্য এটা ধরা হয়েছে। সেই জিনিষটা আমি এখানে উল্লেখ করে দিয়েছি এবং তারপর আমি জিজ্ঞাসা করেছি কেন সেটা করা হচ্ছে না।

Shri K. Bhattachrjee :—This Black topping of Agartala – Simna Road/ Portion from Kalacherra to Simna could not be taken up for want of fund.

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি এই যে ১৯৭ —৭১'এর বাজেট প্রভিশান, সেখানে কোন ফাণ্ড এর জন্য ধরা হয়েছিল কি না?

Shri K. Bhattacharjee —I demand notice.

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি, সি, পি, ডব্লিউ, ডি কলস অনুসারে যে স্কীমে, যে পারপাসে যে টাকা ধরা হয়, সেটা অন্য স্কীমে ডাইভার্ট করা যায় কি না?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য : কোন স্কীমে ধরা হলে অন্য স্কীমে ডাইভার্ট করা যাবে না, সেই রকম কথা নয়।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, রুলসে বলা আছে যে স্কীমের যে টাকা ধরা হয়, ঠিক সেই পারপাসেই সেটা খরচ করতে হবে। আগরতলা টু সামনা রোড ব্ল্যাক টপিং'এর জন্য আট লক্ষ টাকা বাজেটে ঐ বছর ধরা হয়েছিল, সেটা অন্য হেডে ডাইভার্ট করার কারণ কি?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—যেখানে আট লক্ষ টাকা ধরা হয়েছে বলা হয়েছে সেখানে কত টাকা ব্যয় হয়েছে, কত টাকা বাকী আছে, এবং কি কারণে ব্যয় হয়েছে, মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আমাদের এই জিনিষটা জানাবেন কি?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত : স্যার, এটা একটা ইমপোর্টেন্ট কোয়েশ্চান, মাননীয় মন্ত্রীর প্রিপিয়ার্ড হয়ে আসা উচিত, কারণ আমরা তার উত্তর পাচ্ছি না। কাজেই এটা সেপারেট কোয়েশ্চান হতে পারে না। এই বিষয়ে ফুল ক্ল্যারিফিকেশানের জন্য এই সেশানের মধ্যে উনি আরেক দিন আলোচনার সুযোগ দিবেন কিনা?

Mr. Speaker :—You can not demand this.

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—মিঃ স্পীকার স্যার, আমি যে প্রশ্ন করেছি সেখানে কোন কিছু ভেগ না রেখে ১৯৭০-৭১ সালে, পরিষ্কার ভাবে লিখে দিয়ে বলেছি যে এই টাকা ধরা হয়েছে। এখানে যদি ডিমাণ্ড নোটিশ করা হয়, তাহলে কোয়েশ্চান করার সার্থকতা

থাকে না, কাজেই পাবলিক ইন্টারেষ্টে আমি হাউসে উত্তর দেবার জন্য আরেকদিন, যেহেতু মিনিষ্টার আনপ্রিপেয়ার্ড, আরেক দিন সুযোগ দেবার জন্য আপনার মারফত আবেদন রাখছি।

Shri Krishnadas Bhattacharjee :—There is no question of unpreparedness. That should be a separate question.

Shri Tarit Mohan Dasgupta :—It is most relevant question Sir. এর জন্য ডিমাণ্ড নোটিশ হতে পারে না। এত টাকার ফাণ্ড রয়েছে, তার মধ্যে কত টাকা খরচ হয়েছে এবং কত টাকা বাকী আছে, এটা এর সংগে রিলেটেড।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আপনি শর্ট নোটিশ কোয়েশ্চান করে এই ইনফরমেশান চাইতে পারেন।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিং :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মেইন কোয়েশ্চানের উত্তর দেওয়া হয়েছে।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি মেইন কোয়েশ্চানের উত্তর দিয়েছি, উনি সাপ্লিমেন্টারী কোয়েশ্চান করেছেন, তার উত্তরে আমি ডিমাণ্ড নোটিশ বলেছি। কাজেই আরেকদিন বলার প্রশ্ন আসে না।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাসগুপ্ত :—মাননীয় স্পীকার স্যার আমি যে প্রশ্ন করেছি সেই প্রশ্নের উত্তর তিনি দেন নি।

Mr. Speaker :—Hon'ble Members, I cannot compel the minister to give reply.

Shri Tarit Mohan Dasgupta :—Mr. Speaker, Sir, Assembly is for the public interest and we are putting questions for the public interest. So, for the interest of both Government and Public the question hour has been fixed, and you are the custodian to see that the questions for which proper notices have been given whether those have been replied on the floor of the House. If that has not been done then it is within your competence sir that you can direct the ministers concerned to furnish replies. If materials are not collected within the prescribed date then they can be given 15 days more to collect it. That is why we want protection from you.

Mr. Speaker :—I am citing a reference from Moor regarding question. "A member of Government cannot be compelled to satisfy by his answer any particular member. A member of Government is at liberty to give any answer he considers appropriate."

Shri T. M. Dasgupta :—I may not be satisfied sir with the reply. But the criteria would be whether the desired and relevant questions which has been asked by the member has been replied and should be replied to. The

supplementary question should not be wider than the main one. But if the supplementary question comes within the meaning of that question then it is incumbent on the member concerned that he must reply.

Shri Krishnadas Bhattacharjee :—Mr. Speaker, Sir, I am sorry that I cannot oblige the Hon'ble member because if the supplementary question raised by any member is not within the scope of the question then such supplementary question cannot be replied to. But if it is within the scope of the question and if the ministers are not with me then I can demand notice and that is provided in the law.

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—স্পীকার, স্যার, প্রথমত এই সম্বন্ধে আপনি যুবের য বক্তব্য দিয়েছেন সেটাকে আমি মেনে নিয়ে বলছি যে এই সম্বন্ধে ডিসকাশন হলে আমি বলতে পারি যে এখানে উল্লেখ আছে যে স্পীকার যদি নিজে স্যাটিসফায়েড না হন তাহলে তিনি নিজেও সেটা সম্বন্ধে জেনে নিতে পারেন। আমি পরে আপনার চেম্বারে সেটা দেখাব।

মিঃ স্পীকার :—ইয়েস, ইউ মে শো মী ইন মাই চেম্বার।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—তারপরে হচ্ছে সিক্সটি পারসেন্ট ফেল্যুর অব দি ওয়ার্ক, ওয়াইডেনিং অ্যানড মেটালিং অব কালাছড়া পদ্মবিল রোড। তার জন্য ফেল্যুর অব দি কন্ট্রাক্টর। আমি জানতে চাইছি সেজন্য কি ষ্টেপ নেওয়া হয়েছে কন্ট্রাক্টরের বিরুদ্ধে।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—নেসেসারী স্টেপস আর বিয়িং টেকেন।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—নেসেসারী স্টেপ বলতে কি নেচারের স্টেপ নেওয়া হচ্ছে সেটাই আমরা জানতে চাই।

Shri Krishnadas Bhattacharjee : — Step as provided for in the law is being taken.

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—কিন্তু আমরা উত্তর পাচ্ছি না স্যার। এটা স্পেসিফিক রিপ্লাই হল না। What step has already been taken we like to know.

Mr. Speaker :—Can you clarify the position ?

Shri Krishnadas Bhattacharjee :—Mr. Speaker, Sir, contractor has been finally allowed time upto 31. 3. 71. So it is just completed. If he fails action will be taken against him as per terms of the agreement.

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাদের মাননীয় মন্ত্রী বলেছেন যে কন্ট্রাক্টারের ফেল্যুর এর জন্য সিক্সটি পারসেন্ট ওয়ার্ক ফেল্যুর হয়েছে। তাহলে তাকে টাইম একসটেনশান করা হয়েছে। সেটা বললেই তো হত। কিন্তু ফেল্যুরটা কেন হয়েছে তার অন্য কারণ আছে কিনা যেমন সাপ্লাই অব ব্রিকস, সাপ্লাই অব আদার মেটেরিয়ালস। এইসব কোন কারণ আছে কিনা সেটা আমি জানতে চাই।

Mr. Speaker :—He wants to know the reasons of faluire.

Shri Krishnadas Bhattacharjee :—I demand notice.

Mr. Speaker :—Shri Monoranjan Nath.

Shri Monoranjan Nath :—Question No. 96.

Shri Krishnadas Bhattacharjee :—Mr. Speaker ; Sir, question No. 96.

প্রশ্ন

কৈলাসহর সাব ডিভিসনের নিম্নলিখিত রাস্তাগুলির estimate Sanction এর জন্য বিগত ১৮।৪।৭০ইং সরকারের আদেশ হওয়া সত্ত্বেও দীর্ঘদিন যাবৎ তাহা ঐ Departmant এর Technical Section এ আটকে থাকার কারণ কি ?

১। ভাগাপুর জুনিয়র বেসিক স্কুল হইতে কৈলাসহর ফটিকরায় রোড (ডলুগাও) পর্যান্ত রাস্তা ;

২। K. K. Road (সুনাইমুড়ী) হইতে হালাম বস্তী রাস্তার Bridge and Culverts ;

৩। কুমারঘাট হইতে নিবেদি হইয়া ফটিকরায় পর্যান্ত রাস্তায় Bridge and Culverts ?

উত্তর

এষ্টিমেট তৈরী হইয়াছে এবং বর্ত্তমানে উহার কারিগরি বিষয়ক পরীক্ষা নিরীক্ষা চলিতেছে। এ বিষয়ে এ পর্যান্ত সময় অতিবাহিত হইয়াছে তাহা এরূপ কারিগরী বিষয়ক পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য যাহা সাধারণতঃ প্রয়োজন তাহার চেয়ে বেশী নহে। যদিও কাজগুলি খসড়া চতুর্থ পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত নহে, সম্ভব হইলে কিছু টাকা পুনঃ বণ্টন (রিএপ্রপ্রিয়েশন) করা হয়তঃ যাইতে পারে।

শ্রীমনোরঞ্জন নাথ :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, যে জায়গাতে স্যাংশন হলো ১৮।৪।৭০ এ, প্রায় এক বছর হয়ে গেল, এর কারীগরি পরীক্ষা আর কতদিন চলবে ?

Shri Krishnadas Bhattacharjee :— There are some formalities, Orders were passed by the Chief Minister on 18.4.70 for taking up some works. Accordingly estimates were called for from the executive Engineer who submitted the same on 22.7.70. As the estimates were beyond the financial power of the Executive Engineer for sanction the same had to be technically checked in Principal Engineers office. After preliminary checking the estimates were returned to the Executive Engineer for technical reason on 5.9.70 The estimates were resubmitted by the Executive Engineer on 8.2.71. They are now under technical check According to C. P. W. D. Code which is applicable in Tripura P. W. D. except for very small works the minimum

period of 12 to 21 months depending on nature of site and work. The same was returned by the department for proper plann ng and designing of the work. Hence it could not be considered to be delayed. The estimated cost of the works mentioned at Sl. Nos. 1,2 and 3 above is Rs. 62, 200/-, Rs. 65,500/- and Rs. 3,68,500/- respectively. Due to paucity of funds, these were not included in the draft 4th five year plan. But some funds would need to be provided by reappropriation or by dropping some other schemes as the work is to be started as per order of the Chief Minister.

Mr. Speaker :— Shri Ghanashyam Dewan.

Shri Ghanashyam Dewan :— Starred Question No. 112.

Shri Krishnadas Bhattacharjee :— Starred Question No. 112, Sir.

প্রশ্ন

১। ছামনু টি ডি ব্লকে গত ১৯৬৭ সন থেকে বর্ত্তমান আর্থিক সন পর্য্যন্ত ক্ষুদ্র জলসেচের জন্য কতটাকা ব্যয় করা হইয়াছে ; এবং

২। তাহাতে কত একর জমি জলসেচের আওতায় আসিয়াছে ?

উত্তর

১। ১৯৬৯ সন হইতে ২০শে মার্চ ১৯৭১ সাল পর্য্যন্ত—২১,৮২৫ টাকা (১৯৬৭ এবং ১৯৬৮ সালের কাগজপত্র নাই)

২। ,৭০ একর ।

Mr. Speaker :— Shri Nishi Kanta Sarkar.

Shri Nishi Kanta Sarkar :— Starred Question No. 121.

Shri Krishnadas Bhattacharjee :— Starred Question No. 121, Sir.

প্রশ্ন

১। মিজো আক্রমণের ফলে গোমতী প্রজেক্টের কোন কোন মেসিন নষ্ট হইয়াছে এবং ঐগুলি বর্ত্তমানে কোথায় এবং কি অবস্থায় আছে ;

২। ইহাতে ক্ষতির পরিমাণ কত এবং ঐ ক্ষতির assessment কাহার দ্বারা করা হইয়াছে ।

৩। মিজো আক্রমণের ফলে গোমতী প্রজেক্টের কোন কোন building নষ্ট হইয়াছে এবং উহার ফলে ক্ষতির পরিমাণ কত ?

উত্তর

১। ১০০ কে, ডব্লিউ জেনেরেটিং সেট—১টা সামান্য ক্ষতি হইয়াছিল ; ইহার মেরামত করা হইয়াছে এবং বর্তমানে প্রজেক্টের কাজ চালু আছে।

৫০ কে, ডব্লিউ জেনেরেটিং সেট—১টা সামান্য ক্ষতি হইয়াছিল ইহার মেরামত করা হইয়াছে এবং উদয়পুরে পাওয়ার হাউসে চালু আছে।

৫০ কে, ডব্লিউ জেনেরেটিং সেট—১টা বেশী ক্ষতি হইয়াছে। বর্তমানে প্রজেক্ট এলাকায় মেরামতের অপেক্ষায় আছে।

কম্প্রেসর সেট (এন, পি, সি, সির)—১টা। বেশী ক্ষতি হইয়াছিল। বর্তমানে প্রজেক্ট এলাকায় মেরামতের অপেক্ষায় আছে।

২। মিজো আক্রমণের জন্য প্রজেক্টের ক্ষতি :—২·১০ লাখ টাকা পূর্ত বিভাগ দ্বারা নিরূপিত।

এন, পি, সি, সি,র ক্ষতি :—১ ৭৩ লাখ টাকা

৩।	অস্থায়ী বেরেক	—১টী।
	অফিস ও গুদামঘর	—১টী।
	ইনস্পেকসন বাংলা	—১টী।
	অফিসঘর	—১টী।
	আবাসিক ঘর	—১টি।
	পাওয়ার হাউস	—৮টি টিন নষ্ট হইয়াছে।
	পাম্পঘর	—১টি।

ক্ষতির পরিমাণ—১৬,০০০ টাকা।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি সে বিলডিংগুলি পাকা ছিল, না কাচা ছিল।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—আমি বলেছি যে—অস্থায়ী ঘর—১টি, অফিস ঘর—১টি, ইন্‌স্‌পেক্‌সান্‌ বাংলা—১টি, গুদাম ঘর—১টি, আবাসিক ঘর—১টি এবং পাম্প ঘর—১টি। এখন এগুলির মধ্যে কোনটি পাকা, আর কোনটি কাঁচা, সেটা আমার জানা নেই। কাজেই মাননীয় সদস্য যদি জানতে চান, তাহলে আবার নতুন করে প্রশ্ন করবেন।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে যখন এই মিজো আক্রমণ হয়েছিল, তখন ঐ পাওয়ার হাউস বা প্রজেক্টের মধ্যে আমাদের কোন সিকিউরিটি ফোর্স ছিল কিনা ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—স্পীকার স্যার, ইট ইজ এ সেপারেট কোয়েশ্চান।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই যে ক্ষতির পরিমাণ নির্দ্ধারণ করা হয়েছে, তা সরকারের কোন ডিপার্টমেন্ট থেকে করা হয়েছে জানাবেন কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—ইহা পূর্ত বিভাগ কর্তৃক করা হয়েছে।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই ডম্বুর প্রজেকটের যে ২ লক্ষ ১০ হাজার টাকা ক্ষতি হল, এর জন্য সে সরকারের কাছে কোন ক্ষতিপূরণ দাবী করেছে কিনা, জানাবেন কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—যে ২ লক্ষ ১০ হাজার টাকা ক্ষতি হয়েছে, সেটা আমরা গভঃ অব ইণ্ডিয়াকে জানিয়ে দিয়েছি।

শ্রীরাজকুমার কমলজিৎ সিং :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, যে ২টি জেনারেটিং সেটের ক্ষতি হয়েছে বললেন, সেগুলিকে রিপেয়ার করার পর, একটাকে কেন উদয়পুর পাওয়ার হাউসে চালু করা হয়েছে, তার কারণ কি, বলতে পারেন ?

Shri Krishnadas Bhattacharjee :—I demand notice.

Mr. Speaker :—Shri Aghore Deb Barma.

Shri Aghore Deb Barma :—Starred Question No. 142.

Shri Krishnadas Bhattacharjee :—Starred Question No. 142, Sir.

প্রশ্ন

১। ডম্বুর হাইড্রোইলেকট্রিক প্রজেক্টের ফলে শম্মা এবং রাইমা এলাকায় যে সমস্ত জায়গা জমি জলমগ্ন হবে সেই জায়গাগুলির দখলকার এবং মালিকের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার রাজ্য সরকার কোন ব্যবস্থা করেছেন কি ;

২। যদি ব্যবস্থা করে থাকেন তাহার বিস্তৃত বিবরণ এবং

৩। না করে থাকেন, তাহার কারণ ?

উত্তর

১। আইনানুযায়ী ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে।

২। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার জেলা শাসক ও সমহর্তার অধীনে একজন ল্যাণ্ড এক্যুইজিশন কালেক্টর ভূমির জন্য ক্ষতির মূল্যায়ন এবং ক্ষতিপূরণ দানের জন্য নিযুক্ত হইয়াছেন।

৩। ২নং উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এ প্রশ্ন উঠে না।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে এই এলাকায় যে সব জনসাধারণ আছে, যাদের নামে জায়গা আছে বা যারা জায়গা দখল করে আছে, তাদের নামে কোন নোটিশ দেওয়া হয়েছে কিনা ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—সেখানে ল্যাণ্ড একুইজিশানের কাজ চলছে এবং কোন কোন জায়গাতে নোটিশ দেওয়া হয়েছে।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে রাইমা . শর্মা এলাকায় জোতদার কৃষকের সংখ্যা কত ?

মিঃ স্পীকার :—দীস ইজ এ সেপারেট কোয়েশ্চান।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, যা'দরকে নোটিশ দেওয়া হয়েছে, তাদেরকে কানি প্রতি বা একর প্রতি কত টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে বলতে পারেন কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—সেখানে অনেক রকম জায়গা রয়েছে। কাজেই সেইসব জায়গার অবস্থানের সুবিধা অসুবিধা প্রভৃতি দেখে, এই ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে।

শ্রীরাধিকা রঞ্জন গুপ্ত :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, তাদের যে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে সেটা কি ওয়েষ্ট বেঙ্গল ল্যাণ্ড ডেভেলাপমেণ্ট এ্যাক্ট অথবা ওয়েষ্ট বেঙ্গল ল্যাণ্ড একুইজিশান এ্যাক্ট, কোন অনুসারে দেওয়া হবে জানাবেন কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :——আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীরাধিকা রঞ্জন গুপ্ত :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানেন কিনা যে ওয়েষ্ট বেঙ্গল ল্যাণ্ড ডেভেলাপমেন্ট একুইজিশান এ্যাক্টে যেখানে ক্ষতিপূরণের সাথে ফিফটিন পার্সেণ্ট সলিসিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা আছে, কিন্তু ওয়েষ্ট বেঙ্গল ল্যাণ্ড ডেভেলাপমেণ্ট এ্যাণ্ড প্লেনিং এ্যাক্টে এই ফিফটিন পার্সেণ্ট সলিসিয়া পাওয়ায় কোন ব্যবস্থা নেই। কাজেই এখানে ল্যাণ্ড ডেভেলাপমেণ্ট এ্যাণ্ড প্লেনিং এ্যাক্ট অনুসারে যদি তাদেরকে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়, তাহলে তারা ডিপ্রাইভ হবে ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :——সেটা সরকার পরীক্ষা করে দেখবেন।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত--এখানে যে প্রশ্নটা আছে, তার মধ্যে দুইটি জিনিষ লক্ষ্য করার বিষয়, একটা হচ্ছে জমির মালীক এবং দখলদারকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য রাজ্য সরকার কোন ব্যবস্থা করেছেন কি না ? আরেকটা হচ্ছে যদি ব্যবস্থা করে থাকেন, তাহলে তার বিস্তৃত বিবরণ। আমরা শুধু হাউসের মধ্যে এই উত্তরই পেলাম, যে এ, ডি, এম সেটা পরীক্ষা করছেন, কিন্তু আজকে পর্যন্ত কি ব্যবস্থা সরকার নিয়েছেন. সেই উত্তর আমরা পাই নাই। প্রশ্নোত্তরটাকে ইভেড করা হচ্ছে।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় কোন রকম ইভেড করা হয় নাই,তিনি শুধু একটা এ্যাসপারশান করেছেন।

শ্রীতড়িৎমোহন দাশগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাকে বলবার সুযোগ দেওয়া হয়নি, অতএব আমাকে বলতে বাধ্য করা হচ্ছে।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মন্ত্রী ইভেড করার চেষ্টা করছেন একথাটা প্রসিডিংস থেকে বাদ দেওয়া হউক।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার প্রশ্ন হচ্ছে এই বিষয়ে সরকার এর কোন ডাইরেকটিভ আছে কি না, যারা দখলকার তাদের কি ভাবে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে এবং যারা জমির মালিক তাদেরকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার প্রস্তাব করেছেন কিনা এবং যদি করে থাকেন তাহলে কোন্ আইনের বলে ক্ষতিপূরণ দেবেন এবং এই বিষয়ে ডি, এম, এবং কালেক্টারকে কোন ইন্‌ষ্ট্রাকশান দিয়েছেন কি না ?

শ্রীএরসাদ আলী চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, যিনি জমির মালিক তিনি দখলকার। যদি কেউ খাস জায়গা দখল করে থাকে বে-আইনীভাবে তাহলে একরকম প্রশ্ন হবে আর মালিক হলে আরেক রকম প্রশ্ন হবে। তিনি এখানে কোন্ জিনিষটা জানতে চান ?

মিঃ স্পীকার :—মন্ত্রী ক্ল্যারিফাই করবেন এই পয়েণ্টটা।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বলেছি যে আইন অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। স্পেসিফিক কোন ডাইরেকটিভের প্রশ্ন এখানে আসে না।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার প্রশ্নটা ক্লীয়ার এণ্ড ক্যাটাগরিক্যালি, একটা অংশ হচ্ছে মালীক এবং আরেকটা অংশ হচ্ছে জবর দখলকার, তাদের যদি ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়, তাহলে কাণি প্রতি কত, এই সম্পর্কে পরিস্কার জবাব পাওয়া দরকার।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য—আমি বলেছি যে আইন অনুযায়ী দখলকারের যা প্রাপ্য তাই পাবে এবং মালীকের যা প্রাপ্য তাই দেওয়া হবে, তারপর বলেছি যে ল্যাণ্ড এক্যুইজিশন প্রসীডিংস ইজ ইন প্রগ্রেস। কি পরিমাণ টাকা দেওয়া হবে, সেটা বলা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি অস্বীকার করতে চান, বাগমা সরমায় কাণি প্রতি আটশত টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা, সেইভাবে তাদের নোটিশ দেওয়া হয়েছে কিন্তু তারা এই বিষয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছে ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—আইন অনুযায়ী করা হচ্ছে, আইনে তার প্রতিকারের জন্যও প্রভিশন আছে, কাজেই আইন অনুযায়ীই সেটা হবে।

শ্রীসুরেশ চন্দ্র চৌধুরী :—ঐ অঞ্চলে খাস জমি দখল করে যারা আছে, তারা ক্ষতিপূরণ পাবে কি না ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—আইন অনুযায়ী যাহা প্রাপ্য তাহাই পাবে।

শ্রীসুরেশ চন্দ্র চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার প্রশ্ন হচ্ছে খাস জমি দখল করে আছে, তাদের যদি জমি থেকে এবং তাদের সরকার থেকে যদি ইভেড করা হয়, তারা ক্ষতিপূরণ পাবে কি না ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—আইনের মধ্যে যা আছে, যাহা প্রাপ্য তাহাই পাবে। আইনটা কি, মাননীয় সদস্য অনুগ্রহ করে দেখে নেবেন। আইনতো পাবলিক ফর অল।

শ্রীবিদ্যা চন্দ্র দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই যে দখলকার, আজ ১৫।১৬ বৎসর যাবত তারা সেই জমি দখল করে আছে, কিন্তু তাদের সরকার থেকে আজও বে-আইনি দখলকার বলেই স্বীকৃতি দেওয়া হচ্ছে, এটা আইনের মধ্যে পরে কি না, এবং তাদের ক্ষতিপূরণ বাবদ কিছু দেওয়া হবে কি না ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—কোর্ট এবং আদালত যদি বলে বে-আইনি দখলকার আইনে পড়ে তাহলে হবে।

শ্রীসুরেশ চন্দ্র চৌধুরী—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলবেন কি যেসব খাস জমি বে-আইনিভাবে দখল করে আছে, তাদের যদি আইনগতভাবে কোন ক্ষতিপূরণ দেওয়া না যায়, তাদের অন্য জায়গায় পুনর্বসতি দেওয়ার কোন ব্যবস্থা করা হবে কি না সরকার থেকে ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—দ্যাট শুড বি এ সেপারেট কোয়েশ্চান।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন, যারা আজকে ৪০।৫০ বৎসর যাবত রাইমা সরমা অঞ্চলে জমি দখল করে আছে, চাষ-আবাদ করছে, তাদেরকে জোত-দার হিসাবে স্বীকৃতি না দেওয়ার কারণ কি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—দ্যাট শুড বি এ সেপারেট কোয়েশ্চান।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—মিঃ স্পীকার স্যার, এখানে দুই নম্বর কোয়েশ্চান-এ স্পষ্ট লিখা আছে যদি ব্যবস্থা করে থাকেন তাহা হইলে বিস্তৃত বিবরণ, অতএব কি কি ব্যবস্থা করা হয়েছে, এবং কি কি ভাবে টাকা দেওয়া হয়েছে, টাকা আদৌ দেওয়া হয়েছে কি না এবং দেওয়া হয়ে থাকলে কি দিয়েছেন, সেটার বিস্তৃত বিবরণ হাউসে দিলে এত প্রশ্ন করতে হয় না স্যার।

Shri Krishnadas Bhattacharjee :—I have already given the reply.

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ, মহোদয়, আমার একটা প্রশ্ন ছিল যে স্থানীয় লোকেদের আট শত টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নোটিশ তাদের দেওয়া হলে তারা সরকারের কাছে কোন দরখাস্ত করেছেন কি না, এবং সরকার যদি দরখাস্ত পেয়ে থাকেন, তাহলে এই সম্পর্কে সরকারের বক্তব্য কি ?

মিঃ স্পীকার :—সাপ্লিমেন্টারী করেছিলেন কি না ?

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—সাপ্লিমেন্টারী আমি করেছিলাম যে এই দরখাস্ত করেছিল কিনা ?

মিঃ স্পীকার :—Minister says that he has already replied to all the questions. মাননীয় মন্ত্রী কি উত্তর দেন সেটা শুনে প্রশ্ন করবেন।

শ্রীবাজুবন রিয়াং :— মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে জরীপের কোন জমির দখলদারকে বন্দোবস্ত দেওয়া হয়েছে কিনা ?

Mr. Speaker :—That is a separate question.

শ্রীআবদুল ওয়াজিদ :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন আইন অনুযায়ী। ভারতে আইন তো অনেক। কোন আইনের কোন ধারা অনুযায়ী ?

(no reply)

Mr. Speaker :—Shri Abhiram Deb Barma.

Shri Abhiram Deb Barma :—Question No. 154.

Shri Krishnadas Bhattacharjee :—Mr. Speaker, Sir, Question No. 154.

প্রশ্ন

১) অমরপুর ডম্বুর জল বিদ্যুৎ প্রকল্প কার্যকরী হলে কোন্ কোন্ এলাকা জলমগ্ন হবার সম্ভাবনা ; এবং

২) ঐ সকল এলাকায় অধিবাসীদের পুনর্বাসনের কি ব্যবস্থা হবে ?

উত্তর

১) প্রথম দফে ৮টি এবং দ্বিতীয় দফে প্রায় ১৬টি মৌজা জলমগ্ন হওয়ার সম্ভাবনা আছে। প্রথম দফে যে ৮টা মৌজা জলমগ্ন হইবে তাহা হইল :—
পশ্চিম রাইমা, পূর্ব্ব রাইমা, কমলাখাল, কমলা আশ্রম, জারিমুড়া, মুখচরী, পশ্চিম পাতাছড়ি এবং চাকপুর।
দ্বিতীয় দফে যে মৌজাগুলি জলমগ্ন হইবে তাহার বিস্তৃত বিবরণ পরীক্ষাধীন আছে।

২) উপজাতি জুমিয়া এবং ভূমিহীন কৃষকদের পুনর্বাসনের পরিকল্পনা আছে। কাবুক এলাকায় জমি আবাদের (রিক্লেমেশন) কাজ চলিতেছে। সেখানে কিছু সংখ্যক লোকের পুনর্ব্বাসন হইবে। অন্যান্য পরিকল্পনাও পরীক্ষাধীন আছে। বেশীর ভাগ উদ্বাস্তু জলাধারের (রিজার্ভোয়ার) তীরে এবং নিকটবর্তী এলাকায় পুনর্বাসন দেওয়া যাইবে বলিয়া আশা করা যায়।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন প্রথম দফায় যে আটটি মৌজা জলমগ্ন হবে তার মধ্যে কত পরিবারের লোক সেখানে বসবাস করছে ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমার টোটেল ফিগার আছে অ্যাপ্রোক্সিমেটলী ২,৬৩৮টি পরিবার উইল বি অ্যাফেক্টেড বাই গোমতী প্রজেক্ট।

শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে ২,৬৩৮টি পরিবার অ্যাফেক্টেড হবে তাদের মধ্যে উপজাতি ও অ-উপজাতির সংখ্যা কত ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা :—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় কি বলতে পারেন যে, এই যে আট মৌজা অ্যাফেক্টেড তাদের মধ্যে জোতদার কত এবং নন-জোতদার কত ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—ইট ইজ টিল আণ্ডার ইনভেষ্টিগেশন।

Mr. Speaker :—Shri Suresh Ch. Choudhury.

Shri Suresh Ch. Choudhury :—Mr. Speaker Sir, Question No. 170.

Shri Krishnadas Bhattacharjee :—Question No. 170.

প্রশ্ন

১) বিলোনীয়া বিভাগের দেবীপুর (খয়মুখ) সেচ বিভাগ হইতে নালা কাটার জন্য কত টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছিল ?

২) এই কাজ এখনও শেষ না হওয়ার কারণ কি ?

উত্তর

১) এখনও কোন অর্থ মঞ্জুর হয় নাই।

২) ১ নং উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্ন উঠে না।

Mr. Speaker :—Shri Sunil Ch. Dutta.

Shri Sunil Ch. Dutta :—Question No. 217.

Shri Krishnadas Bhattacharjee :—Mr. Speaker, Sir, Question No. 217.

প্রশ্ন

১) চলতি আর্থিক বৎসরে চেবরীর নিকট খোয়াই নদীর উপর পুলটির নির্মান কার্য্য সম্পন্ন হইবে কি ?

উত্তর

১) কারিগরি বিষয়ক অসুবিধার জন্য কাজটি চলতি আর্থিক বৎসরে সম্পন্ন করা শক্ত ব্যাপার, যাহা হউক কাজটি সম্পন্ন করার চেষ্টা করা হইবে।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত—মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় জানাবেন কি যে এই পুলটা সম্পর্কে ইতিপূর্বেই এই হাউসে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই উত্তর দিয়েছিলেন যে পুলটা ১৯৭০ সালের মধ্যেই নির্মিত হবে ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য—The work was awarded to Rabindra Kr. Bhattacharya, contractor in February 1966. The time for completion of the work was two working seasons. Sinking of well took longer time because the soil data encountered being actually sinking was different from that was anticipitated earlier. This is expected to be completed this year.

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত—সয়েল ডাটা কলেক্ট না করেই কি কাজে হাত দিয়েছেন ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য—সয়েল ডাটা কালেক্ট করা হয়েছিল।

শ্রীসুনীল চন্দ্র দত্ত—ইহা কি সত্য এই সয়েল ডাটা ডিফেক্টের জন্য কনট্রাকটর পূর্ত বিভাগের দৃষ্টি আকর্ষণ করে যথা সময়ে উত্তর পান নি ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য—আই ডিমাণ্ড নোটিশ।

'Mr. Speaker—There are 3 Unstarred questions to-day. The Ministers may lay on the table of the House the replies of the Unstarred questions. Now, regarding question, supplementaries & reply, I gave a ruling sometime past. For information of the members I am reading out of my ruling again to-day.

Members, in Zero hours raised discussion which mainly dealt with two points (1) Ministers' demand notice frequently in replying to supplementary questions (2) Postponed questions are not dealt with properly though there is a ruling of the Speaker that Postponed questions should be shown in Order Paper generally after two weeks. I am in agreement with the members that ministers should give reply to the question as far as possible and satisfy the members by replying the different supplementary questions raised in the House. It is not denying fact that ministers are responsible to the Legislature and asking of questions by the members are their parliamentary privilege seeking clarification on different aspects of the administration. Therefore, it is the basic responsibility of the minister to be fully prepared with the question and well equipped with the possible supplementaries. It reminds me a ruling of Shri Sardar Hukum Singh in Lok Sabha sometime past during his tenure of office as Speaker of the Lok Sabha.

Supplementary should come from the members like shooting arrows and ministers should be fully prepared to reply to those supplementaries. From the position stated above, I have understood that Sardar Hukum Singh intended to mean that the ministers should not come unprepared to the House and be ready for the supplementaries that may come up from the members. I also appreciate that ministers have also some difficulties to reply to the supplementaries on the floor of the House. But attempt should be made to demand notice to the supplementary questions in very exceptional circumstances.

Regarding postponed questions, though ministers are not debarred to ask postponment of the questions, they should not take shelter of that recourse very frequently. I should request the Hon'ble ministers to make it a point and instruct their Secretaries so that postponement of question is not sought for too often.

Regarding asking of supplementary questions, I would draw the attention of the members that the rules which are applicable in matters of admitting original questions are also applicable in case of supplementary questions. I would request the Hon'ble members to follow the rules in asking the supplementary questions. It has further come to my notice that during question hour arguments are made on the replies furnished by the Ministers, which should be avoided in future.

Raising of Point of Order during the question hour should be restricted to the bearest possible necessity.

I have noticed in Parliament and other State Legislatures that asking of supplementary questions by any number are not allowed in the House, as asking too many supplementaries deprive other members to ask their original question given notices of. I would, therefore, request the members to help me to create a healthy parliamentary convention in this respect by giving all the members the opportunity in asking their original questions.

As already pointed out by me that it is the privilege of the members to collect information on the various aspects of the Government by asking questions and it is also the duty of the ministers to reply to all the questions and attain other legislative business of the House with due regard to the Parliamentary democracy.

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্ম।—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ইট ইজ জিরো আওয়ার। আমরা যে সব প্রশ্নের উত্তর পেয়েছি, সেই সম্পর্কে আমি কিছু বলতে চাই।

মিঃ স্পীকার—দেয়ার ইজ নো জিরো আওয়ার।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্ম।—স্যার, আপনি যদি এ্যালাউ করেন, তাহলে আমি আমার বক্তব্য এখানে রাখতে পারি।

Mr. Speaker—No. I can't allow you. To-day, in the List of Business 7 demands Viz. Demand Nos: 6—Stamps. 7—Registration Fees. 15—Medical 16—Public Health, 36—Capital Outlay on Imporvement of Public Health, 17—Family Planning and 23—Labour & Employment are to be disposed of.

Moreover, there are 2 demands namely—12—Police and 19—Animal Husbandry, carried over from the list of Business for 31st March, 1971 will be taken up to-day the 1st April, 1971.

Members have received the List of Business along with the Appendix showing demands to be moved by the Finance Minister and the Cut Motions to be moved by the Members. Now, the Finance Minister will move his demands standing in his name one by one when called by me and as soon as the Finance Minister has moved his demands, I shall take all the cut motions to be moved and there will be discussion on the demand and the cut motions. Thereafter, when the debate is closed, I shall dispose of them one after another by voice vote.

I may also inform the Hon'ble members that I have decided to request the Finance Minister to move the Demand Nos: 6 & 7—together and 15, 16, 36 & 17—together respectively and I shall have one general debate on these demands as they are of allied nature, of course I shall dispose of the demands (Main Motion) seperately.

Mr. Speaker :—Now, I call on Hon'ble Finance Minister to move his Demand No. 12—Police.

Now the discussion will be raised on Demand No. 12 Police. There are several Cut Motions given notices of by Shri Abhiram Deb Barma, Shri Bidya Ch. Deb Barma and Shri Aghore Deb Barma. I would now call on Shri Abhiram Deb Barma to move his cut motions.

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ডিমাণ্ড ফর গ্র্যান্ট নাম্বার ১২—পুলিশ, এখানে ১৯৭১-৭২ সালের জন্য মাননীয় অর্থমন্ত্রী ১,৮৮,০০,০০০-টাকা ব্যয় বরাদ্দ চেয়েছেন। যে ব্যয় বরাদ্দ এই হাউসে উপস্থিত করেছেন, আমি তার বিরোধীতা করছি এবং আমি আমার কাট মোশান মুভ করছি। 'ত্রিপুরার সহরগুলিতে গুণ্ডা দমনে ব্যর্থতার প্রতিবাদ।' আজকে যে পুলিশের জন্য এই বিধানসভায় বরাদ্দ পাশ করে দেব এই পুলিশ ত্রিপুরার শহর আগরতলা এবং সাব-ডিভিশনের বিভাগীয় শহরগুলিতে শান্তি রক্ষা করবে, জনসাধারণের নিরাপত্তা রক্ষা করবে, জনসাধারণের কাছে শান্তির দূত হিসাবে কাজ করবেন, কিন্তু আজ আমরা সেটা দেখতে পাচ্ছি না। আমরা দেখতে পাচ্ছি শহরগুলিতে গুণ্ডার রাজত্ব চলছে। গুণ্ডারা মানুষের উপর ঝাপিয়ে পড়ে তার ধন, সম্পত্তি, মান ইজ্জত আজকে তারা কেড়ে নিচ্ছে এব তাদের হয়রানি করছে, এবং পুলিশ সেখানে নীরব দর্শক। আজকে ধর্মনগরে যে শিক্ষক হত্যা হয়েছে, সেখানে আমরা কি দেখছি? শিক্ষক তার মৃত্যুকালে যে বিবৃতি দিয়েছেন তাতে তিনি কয়েকজন গুণ্ডার নাম বলেছেন, কিন্তু পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করেনি, সম্পূর্ণ নীরব ভূমিকা গ্রহণ করেছে। আর যখন নির্মমভাবে এই শিক্ষককে হত্যা করার প্রতিবাদে জনসাধারণ'এর মধ্যে বিক্ষোভ দেখা দেয়, তখন দেখা গেছে যে সেই শিক্ষক যাদের নাম বলেছিল তাদের গ্রেপ্তার না করে, অন্যান্য যারা নিরপরাধী, যারা ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলনা, তাদের গ্রেপ্তার করা হল। এরপর প্রবল বিক্ষোভ যখন দেখা দিল যে যারা সত্যিকারের অপরাধ করেছে, শিক্ষক হত্যা করেছে, তাদের গ্রেপ্তার না করে যারা নির্দোষ তাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে, তখন পুলিশ বাধ্য হয়, তাদের গ্রেপ্তার করতে, এই হচ্ছে পুলিশের ভূমিকা। আমরা উদয়পুরে কি দেখি? প্রকাশ্য দিবালোকে ছাত্রের উপর ছুরিকাঘাত, জীপ গাড়ী পুড়িয়ে দিয়েছে, সেখানে পুলিশ নীরব থাকছে, সক্রিয় ভূমিকা নিয়ে সেখানে অগ্রসর হচ্ছে না। এই যে অবস্থা সেই অবস্থায় সেই পুলিশের খাতেই একটা বিরাট অংকের টাকা আমরা পাশ করে দেব? কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে এই গুণ্ডা দমনের ক্ষেত্রে এই পুলিশ বিভাগ ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে, পক্ষপাতিত্ব নিয়ে কাজ কর্ম করছে, এটা আমরা নিশ্চয়ই চাইনা। পুলিশের কর্ত্তব্য হবে শান্তি রক্ষা, পুলিশের কর্ত্তব্য হবে দুর্বলকে রক্ষা করা এবং অন্যায় যারা করে তাদের শায়েস্তা করা। আমি এখানে একটা ছোট্ট উদাহরণ তুলে ধরতে চাই তাহলেই বুঝা যাবে পুলিশ সাধারণ মানুষের কাছে কি? গত ৫ই ফেব্রুয়ারী, আমি যখন বাইমা এলাকায় নির্বাচনের প্রচারের জন্য যাই, সেখানকার মনমোহন রোয়াজার বাড়ীতে তার মেয়ের

বিয়ে উপলক্ষে আমি নেমন্তন্ন খেতে যাই। সেখানে একজন কনস্টেবল-ভীম বাহাদুর, আমাকে বলে কিনা, স্মাংক্রাক নাম দিয়ে আপনাকে আমি দিনের পর দিন, মাসের পর মাস জেলখানায় আটক করে রাখতে পারি। আমরা এইভাবে পুলিশের রাজত্ব চালাচ্ছি। আমি তখন তাকে চ্যালেঞ্জ দিয়েছি যে আমাকে মিজো স্মাংক্রাক নাম দিয়ে এ্যারেস্ট করার ক্ষমতা কোন পুলিশের নাই। আজকে আমি একজন নির্বাচিত সদস্য, আমার প্রতি একজন সাধারণ পুলিশ যখন এই হুমকি দেখাতে পারেন তারপর চিন্তাকরে দেখা উচিত তারা গ্রামে গ্রামে সাধারণ মানুষের উপর কিভাবে অত্যাচার, জুলুম করে, মিথ্যা মামলার নাম করে তাদের কাছ থেকে টাকা পয়সা আদায় করতে পারে। সেই জিনিষটা এই সাধারণ ঘটনার ভিতর দিয়ে চিন্তা করে দেখতে হবে। এই পুলিশ কাদের জন্য রাখা হয়েছে ? পুলিশকে রাখা হয়েছে ত্রিপুরার বেকার যুবক যখন কাজের দাবীতে, কাজ আদায়ের জন্য আন্দোলন করবে, তাকে দমন করার জন্য, তাদের লাঠিপেঠা করার জন্য রাখা হয়েছে। গ্রামের সাধারণ কৃষক যখন তাদের বাঁচার দাবী নিয়ে অগ্রসর হবে, আন্দোলন করবে, তাদের দমন করার জন্য পুলিশকে রাখা হয়েছে। অভাবগ্রস্ত মানুষ, বুভুক্ষু মানুষ, দরিদ্র মানুষ যখন তার খাদ্যের জন্য আন্দোলন করবে, সেই আন্দোলনকে দমন করার জন্য এই পুলিশকে রাখা হয়েছে। কাজেই এই পুলিশ রাখার কোন অর্থ হয় না। যেখানে. আজকে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করা হচ্ছে, যেখানে রুলিং পার্টির সদস্যরা, মন্ত্রীমহোদয়রা বলে থাকেন যে আমরা সমাজতন্ত্র, সমাজবাদ প্রতিষ্ঠা করছি, আমরা সাধারণ মানুষকে রক্ষা করব, সেই রক্ষা করার চিত্র কি এই ? পুলিশ একজন বিধানসভার সদস্যকে যেখানে মিজো স্মাংক্রাকের নামে গ্রেপ্তার করবে বলে হুমকি দেখাতে পারে, তারা গিয়ে গ্রামের সাধারণ মানুষের হয়ে অন্যায় অবিচার দমন করে, তাদের রক্ষার জন্য অগ্রসর হবে কি ? মাননীয় অর্থমন্ত্রী আজকে পুলিশের যে ব্যয় বরাদ্দ এই বিধানসভায় উপস্থিত করেছেন, তার বিরোধিতা না করে আমি পারছিনা।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার আরেকটা কাটমোশান হচ্ছে 'সীমান্ত রক্ষীদলে ত্রিপুরার বেকার যুবকদের নিয়োগের ব্যবস্থা না করার প্রতিবাদ।' এই কাটমোশানের মাধ্যমে আরও একটা কথা এখানে রাখতে চাই। আমরা দেখছি ত্রিপুরা রাজ্যে বেকারের কোন সংখ্যা নাই। মাননীয় লেফটেনেন্ট গভর্ণর তার বক্তৃতার মধ্যে বলেছেন ত্রিপুরা রাজ্যে বেকারের সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়ছে এবং এটা অত্যন্ত বিপজ্জনক। আজকে যেখানে সীমান্তরক্ষী বাহিনীতে লোক নেওয়া হচ্ছে সেখানে কেন ত্রিপুরার বেকার যুবকদের নিয়োগ করা হয় না ? ত্রিপুরার বেকার যুবকদের নিয়ে কেন সীমান্ত রক্ষী বাহিনী গঠন করে সীমান্তকে মজবুত করা হয় না ? আমি মনে করি তাদের নিয়ে একটা সীমান্ত বাহিনী গঠন করা উচিত।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার আরেকটা কাটমোশান হচ্ছে 'ত্রিপুরার পুলিশ ও ত্রিপুরার বাহির থেকে আমদানী করা সশস্ত্র বাহিনীর পুলিশদের বেতন, ভাতা, রেশন প্রভৃতির হারে তারতম্য দূর না করার প্রতিবাদ।' আমরা দেখছি যে ত্রিপুরায় বহিরাগত এবং ত্রিপুরার

বাহিরে সশস্ত্র বাহিনী এবং ত্রিপুরার মধ্যে যারা টি, এ, পি, টি, আর, পি, এই সমস্ত যে রেশন পাচ্ছে তাদেরকে আজকে সাবসিডি রেশন দেওয়া হচ্ছে না।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, আপনি আর তিন মিনিটের মধ্যে শেষ করুন।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি শেষ করতে চেষ্টা করব। আজকে ত্রিপুরার পুলিশ বাহিনী এবং সশস্ত্র বাহিনী বহিরাগতদের মধ্যে বেতন, ভাতা, প্রভৃতি ক্ষেত্রে একটা তারতম্য করা হচ্ছে। সেই তারতম্যগুলি দূর করার ব্যবস্থা করা হল না। এই বাজেটের মধ্যেও সেকথার কোন উল্লেখ নাই। আজকে তারা সেই যে সাবসিডী রেশন পাচ্ছেনা, বেতন এবং ভাতার ভিতরও একটা পার্থক্য রয়েছে এবং প্রত্যেকটি সুযোগ সুবিধার ক্ষেত্রে পার্থক্য রয়ে গেছে এবং তারা তা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, অন্তত এই বাজেটের মাধ্যমে তাদের এই অসুবিধাগুলি দূর করা উচিত ছিল। কিন্তু এর মধ্যে তার অভাব রয়েছে, তাই আমি এর প্রতিবাদ করছি। ত্রিপুরা রাজ্যের এই যে পুলিশ বাহিনী এবং সশস্ত্র বাহিনী, তাদের বহিরাগতদের মতো সমানভাবে সুযোগ সুবিধাগুলি দেওয়া একান্ত প্রয়োজন বলে আমি মনে করি। কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই যে পুলিশ খাতে টাকাগুলি বরাদ্দ করা হয়েছে এটা মূলত শাসক গোষ্ঠী আজ যেখানে জনসাধারণের সামান্যতম দাবীগুলি পূরণ করতে পারেন না, মানুষ যখন তার বাঁচার দাবীতে ঐক্যবদ্ধ হয়ে অগ্রসর হয় তখন তাদের সেই বিক্ষোভকে দমন করবার জন্য পুলিশ বাহিনীকে রক্ষা করছেন। এটাই কি সমাজতন্ত্রের চেহারা, এটাই কি সমাজতন্ত্রের রীতি? যে সমাজতন্ত্রে সবল দুর্বলকে আক্রমণ করবে না, দুর্বলের উপর কোনরকম জুলুম করবে না সেটাই সমাজতন্ত্র সাধারণভাবে আমরা যা বুঝি। কিন্তু আজকে দেখছি সমাজের মধ্যে যারা সবল তারাই দুর্বলকে আরও বেশী শোষণ করছে, তার মেরুদণ্ড ভেঙ্গে চুরমার করে দিচ্ছে। তাদের রক্ষা কবচের কোন ব্যবস্থা নাই। তাই আমরা দেখছি ২৩ বছরের কংগ্রেস রাজত্বের ভিতর দিয়ে। কাজেই ধ্বংস হচ্ছি আমরা আরও বেশী করে এবং যারা সবল তাদের আরও শক্তিশালী হওয়ার জন্য এবং দুর্বলকে আরও তীব্রভাবে আক্রমণ করার জন্য তাদের বিক্ষোভকে দমন করার জন্য এই পুলিশ বাহিনী রাখা হয়েছে। কাজেই তাদের যে সমাজতন্ত্রের স্বপ্ন সেটা একদিন ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে। এই বলেই আমি শেষ করছি।

শ্রীবিদ্যাচন্দ্র দেববর্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে আমি ডিমাণ্ড নাম্বার ১২এর উপর কাটমোশন রেখেছি'—ত্রিপুরার সীমান্ত এলাকায় মিজো স্যাংক্রাক আক্রমণ প্রতিহত না করার প্রতিবাদ'। আর একটি হল—'ত্রিপুরার সীমান্ত এলাকায় গরু চুরি বন্ধ করার জন্য কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ না করার প্রতিবাদ'। এই কাটমোশনগুলি রেখেছি এই জন্য যে প্রায় ৩।৪ বছর যাবত এই মিজো স্যাংক্রাক সুদূর ধর্মনগর থেকে আরম্ভ করে শিলাছড়ি পর্যন্ত বর্ডার এলাকাগুলিতে হামেশা লুঠপাট করে চলছে, আগুন দিচ্ছে, ইত্যাদি বহু রকমে তারা

সেখানে মানুষের উপর আক্রমণ করছে এবং ডাকাতিও করছে। কিন্তু সরকার পক্ষ কেন নীরব সেই জিনিষটাই আজকে বিশেষ করে দেখা দরকার। ধর্মনগর থেকে আরম্ভ করে শিলাছড়ি পর্যন্ত বর্ডার এর যে সমস্ত এলাকা আছে প্রথমেই নিজেদের আত্মরক্ষার জন্য, নিজেদের নিরাপত্তার জন্য যখনি হ্যাংক্রাকের আক্রমণের সম্ভাবনা থাকে তখনি গভর্ণমেন্টের কাছে জানিয়ে দেয়। কিন্তু কয়েক বছরের মধ্যে দেখা গেল দরখাস্ত লেখার পরে তারা সরকারের তরফ থেকে কোন সাড়া পান না। তাছাড়া আমরা দেখছি রাইমা শর্মাতে বার বার মিজো হ্যাংক্রাক হানা দিয়ে থাকে। কিন্তু বিধানসভায় যখন আমরা প্রশ্ন করি কয়জন হ্যাংক্রাক ধরা হয়েছে এবং তারা কারা তখন সরকার তাদের বাঁচিয়ে রাখবার জন্য একজনের নামও করেন নাই। তাহলে আমরা দেখি মিজো হ্যাংক্রাক দমনে যে ব্যর্থতা সেটা সরকারের একটা অপদার্থতার পরিচয়। আর একদিকে দেখছি, যে অপদার্থতার জন্য তারা তো কিছুই করতে পারছেন না বরং পুলিশ খাতে টাকা বাড়িয়েই চলেছেন। কিন্তু অন্য খাতে টাকা ধরার কোন প্রয়োজন বোধ করেন না। শুধু তাই নয়, আগরতলা শহরে দিবালোকে গুণ্ডারা অনেক কিছু করে। কিন্তু পুলিশ নিষ্ক্রিয় থাকে। শিবনগরে একটা বাড়ীতে হানা দিয়েছিল। কিন্তু যারা আত্মরক্ষার জন্য বাড়ী পাহারা দিয়েছিল তাদেরকে অ্যারেষ্ট করার ভয় দেখিয়েছে। কিন্তু সরকার গুণ্ডাদের বিরুদ্ধে কিছুই করছেন না এবং যারা গুণ্ডামি করে তাদের অ্যারেষ্ট করছেন না। সাব্রুমে আমাদের এস, এফ, এর ছাত্র কর্মীদের উপর আঘাত করা হয়েছিল। কিন্তু যারা গুণ্ডামি করেছিল তাদের কাউকেই অ্যারেষ্ট করা হয়নি। উল্টা ছাত্র কর্মীদের অ্যারেষ্ট করা হয়। ত্রিপুরার মানুষ দেখিয়েছে এই নির্বাচনের মধ্য দিয়ে যে দুর্নীতিপরায়ণের ত্রিপুরায় স্থান হওয়া উচিত নয়। আমরা মনে করি ত্রিপুরায় হ্যাংক্রাক দমনের জন্য এবং বর্ডারে যাতে গরু চুরি না হয় তার জন্য সীমান্ত এলাকায় যে সমস্ত সীমান্ত রক্ষী আছে তারা মিজো হ্যাংক্রাক দমন করা তো দূরের কথা এমন কি ছামনু, ছৈলেংটা ইত্যাদি এলাকাতে যখন হ্যাংক্রাক আক্রমণ করার সম্ভাবনা দেখা দেয় তখন যারা খবর দিয়েছিল তাদের আটক করে রাখা হয়েছিল। মানুষের উপর লুটপাট করা হয়েছে। কিন্তু তাদের আত্মরক্ষার জন্য কিছু করছে না। যে ভাবে ডম্বুর প্রজেক্টের উপর মিজো আক্রমণ হল তখন পূর্ব্বেই সেখানকার ব্যবসায়ী এবং কর্ম্মচারীদের পক্ষ থেকে সরকারের কাছে নিরাপত্তার জন্য জানিয়েছিল। কিন্তু তখন একজন পুলিশও ছিলনা সেখানে। সেই ডম্বুর প্রজেক্ট আক্রমণে যে এত ক্ষতি হয়ে গেল তার জন্য দায়ী থাকবে আমাদের এই শাসক গোষ্ঠী। তাদের যাতে স্থান না হয় ত্রিপুরায়, সেজন্য নির্ব্বাচনের মাধ্যমে জনগণ রায় দিয়েছে। এতদিন যে তারা সমাজতন্ত্র করেছে তার দিকটা কি রকম সেটা আগামী বছর তারা দেখিয়ে দিবেন। আমাদের বর্ডার যাতে সুরক্ষিত থাকে এবং মানুষের ধন প্রাণ যাতে রক্ষা পায় সেজন্য আমার কাটমোশনটা এখানে রেখেছি। এছাড়া দেখছি সীমান্ত এলাকায় সীমান্ত রক্ষী রাখা হয়, কিন্তু সীমান্তের গরু চুরি আর বন্ধ করা যাচ্ছে না। আমরা এমনও দেখছি প্রত্যেকটি সীমান্ত এলাকায় দিনের বেলায়ও গরু চুরি হচ্ছে, আর রাত্রির বেলায় তো হচ্ছেই। সরকার সীমান্ত বাসীদের গরু চুরি বন্ধ করা তো দূরে থাক, যারা সীমান্ত

এলাকা দিয়ে এখান থেকে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ ব্লেক করছে, সেটাও বন্ধ করতে পারছে না। আজ যদি সরকার থেকে একটা হাই পাওয়ার কমিটি করে এই ধরণের দুষ্কর্মগুলির একটা তদন্ত করা হত এবং যারা এসব করার জন্য দোষী, তাদেরকে যদি শাস্তি দিত, তাহলে হয়তো কিছু পরিমাণে গরু চুরি এবং ব্লেক করাটা বন্ধ হত। কিন্তু সেদিকে সরকারের কোন নজর নেই। তাই আমি সরকারের কাছে এই অনুরোধ রাখব যে, সরকার অনতিবিলম্বে যেন সীমান্ত এলাকার বাসীন্দাদের গরু চুরি বন্ধ এবং সীমান্ত এলাকা দিয়ে যে স্মাগলিং হচ্ছে, সেগুলি বন্ধ করার একটা বাস্তব ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, প্রথমে আমার কাটমোশানের উপর বক্তব্য রাখছি। আমার কাটমোশানটা হল— Unnecssary harrasment in giving appoinment to the Scheduled tribes. অর্থাৎ পূর্বে যে সমস্ত ট্রাইবেল ত্রিপুরা রাজ্যে বসবাস করত, বা যারা এখানে তাদের জন্ম সময় থেকে বসবাস করছে, তাদেরও নাকি পুলিশ ডিপার্টমেন্টে চাকুরী পেতে হলে সিটিজেনসীপ এবং ইলিজিবিলিটি ইত্যাদি লাগবে। আর এগুলি যদি তারা অথরিটির কাছে প্রডিউস না করতে পারে, তাহলে তাদের সেই চাকুরীতে রাখা যাবে না। এমন কি তাদেরকে কোন চাকুরীই দেওয়া হচ্ছে না। ভারতবর্ষ দুই ভাগ হয়ে যাওয়ার পর এই রাষ্ট্রের মানুষ ঐ রাষ্ট্রে গিয়েছে আবার ঐ রাষ্ট্রের মানুষ এই রাষ্ট্রে এসেছে। সেই ক্ষেত্রে হয়তো চাকুরীর বেলায় এগুলি লাগতে পারে। কিন্তু যারা নাকি এখানেই তাদের জন্মকাল থেকে বসবাস করে আসছে, তাদের এই সব লাগার কোন প্রয়োজন আছে বলে আমার মনে হয় না। তবে যদি এই সব মানুষদের সরকারের ডিপার্টমেন্টে চাকুরী না দেওয়ার কোন ইচ্ছা থাকে তাহলে হয়তো হতে পারে। তারা তো এমনিতেই সরকারের অন্য কোন ডিপার্টমেন্টে চাকুরী পায় না, এই পুলিশ ডিপার্টমেন্টে পাওয়ার একটা সুযোগ ছিল, তার মধ্যেও আজ কাল এই সিটিজেনসীপ কার্ড এবং ইলিজিবিলিটি কার্ডের জন্য তারা সেখানে চাকুরী পাচ্ছে না। কাজেই আমি বলব, আজকে ট্রাইবেলদের একটা হেরাসমেন্ট করার জন্যই এই সব করা হচ্ছে। তারপরে এই সুযোগে বাহির থেকে লোকজন এনে আমাদের এই রাজ্যের পুলিশ ডিপার্টমেন্টকে ভর্তি করা হচ্ছে। তারা ত্রিপুরা রাজ্যের লোক হয়েও ত্রিপুরার কোন সরকারী ডিপার্টমেন্টে কোন চাকুরী পাবেনা, আর বাহির থেকে এনে এক একটা বাহিনী তৈরী করা হবে, এটা শুনতেও বেশ মজা লাগছে। আসল কথা হল, যেহেতু তারা ট্রাইবেল সেহেতু তাদের কোন চাকুরী এই ত্রিপুরা রাজ্যে হবেনা। এভাবে আজকে ত্রিপুরার এত বড় একটা ট্রাইবেল জাতিকে সরকার ধ্বংসের মুখে ঠেলে ফেলে দিচ্ছে, এই কথা মনে করার যথেস্ট কারণ আছে। সেজন্য আমি এখানে আমার কাটমোশানের মাধ্যমে বক্তব্য রাখছি।

তারপরে আমাদের পুলিশদের কি কর্ত্তব্য? পুলিশের কর্ত্তব্য হচ্ছে রাজ্যের মধ্যে শান্তি রক্ষা করা এবং ল এ্যাণ্ড অর্ডার মেইনটেইন করা। কিন্তু আজকে আমরা যদি এই ত্রিপুরা রাজ্যের সামগ্রিক অবস্থাটা একবার চিন্তা করে দেখি, তাহলে দেখব যে এই পুলিশ বাহিনী রেখে রাজ্যে শান্তি এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করা তো দূরের কথা বরং দিনের পর দিন-সেটার অবনতি

ঘটছে। যদিও আজকে শান্তিশৃঙ্খলার নাম করে পুলিশ খাতে লক্ষ লক্ষ টাকা বাজেটে ধরা হচ্ছে কিন্তু যেসব ঘটনা ঘটছে, সেগুলি যদি মিলিয়ে দেখা হয়, তাহলে এই পুলিশ বাজেট বাড়ানোর পরেও বি, এস, এফ, তো আছেই; আর অফিসারের তো ছড়াছড়ি, তা সত্বেও এইসব ঘটনা ঘটে চলছে। এইতো গত পরশু দিনের একটা ঘটনার কথা আমি এখানে বলছি। আমি যখন সেদিন রাত্রি ৯টার সময়ে বাড়ী ফিরছি, তখন বাড়ীর সামনে গিয়ে দেখছি যে পাড়ার যত ছেলে মেয়ে বুড়ো ঘরের বৌ সব ঘর থেকে বের হয়ে এসেছে। এসব দেখে আমি ভাবলাম হয়তো কিছু একটা হয়েছে। সেখানে মঠ চৌমুহনী থেকে প্রায় ৫০/৬০ জন যুবক এই পাড়াতে এসে একটা গণ্ডগোল বাধাতে চেয়েছিল, তারা সেখানে দুইটি বোমাও ফাটিয়ে গেছে, তাদের অনেকেব হাতে আবার নাকি ভোজালি এবং ছোরা ইত্যাদি ছিল। তখন আমি সবাইকে বললাম তোমরা যার যেমন ঘরে চলে যাও. আমি দেখছি ব্যাপারটা কি? কিন্তু আমি যখন একটা হারিকেন নিয়ে রাস্তায় বের হয়ে আসলাম, তখন দেখলাম যে তারা সবাই সেখান থেকে পালিয়ে গেছে। এই ধরনের ঘটনা আজকাল এই আগরতলা শহরের মধ্যে হামেশা ঘটছে, কিন্তু পুলিশের পক্ষে সেগুলিকে কন্ট্রোল করা সম্ভব হয়ে উঠছে না। অথচ বছর বছর নূতন নূতন পুলিশ নিয়োগ করা হচ্ছে এবং পুলিশের খাতে বাজেট বরাদ্দ বাড়ানো হচ্ছে, আর এসব করে সরকার থেকে বলা হচ্ছে যে তারা পুলিশকে মজবুত করছে। তারপরে আমাদের উমাকান্ত একাডেমির সামনে কবি গুরু রবীন্দ্রনাথের একটা মূর্তি ছিল, কিন্তু মাত্র কয়েকদিন হল, কে বা কারা সেটার মাথা কেটে নিয়ে গেছে। এটা যে একটা জঘন্য ব্যাপার, এই সম্পর্কে অবশ্য কারো দ্বিমত নেই। একটা কথা হল, আজকে আমাদের মুনি ঋষিদের উপর যেভাবে আক্রমণ করা হচ্ছে, ইতিহাসের কোথাও এই ধরণের কিছু হয়েছে কিনা, অন্ততঃ আমার জানা নেই। অথচ এত সব ঘটনা যে ঘটছে, সেই সম্পর্কে আমাদের পুলিশ ডিপার্টমেন্ট যেন একেবারে নীরব দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করে আছে, তাদের যেন এর প্রতিকার করবার কোন ক্ষমতা নেই বা তারা এর প্রতিকার করার কোন প্রয়োজনই মনে করছে না। কিন্তু আমি বলব, আমাদের পুলিশ বাহিনীতে কি পুলিশ কিছু কম আছে? পুলিশের মধ্যে যে সব আই, বি, আছে, তাদের কি এসব সম্পর্কে কিছু জানা নেই, না তারা সংখ্যায় কিছু কম আছে। আসল কথা হল তারা সবই জানে এবং জেনেশুনে নিরপেক্ষ হয়ে বসে আছে। কাজেই তাদেরকে আমার একটা উপদেশ দিতে ইচ্ছা হচ্ছে, সেটা হচ্ছে, তারা যেন আর এসব দুষ্কৃতিকারীদের মোকাবিলা না করে, দেশের শান্তি শৃঙ্খলার জন্য কোন কাজ না করে শুধু রামাবলি গায়ে দিয়ে কোন আশ্রমে গিয়ে বসবাস করেন। আজকে যদি সামগ্রিকভাবে এসব ঘটনাগুলির বিচার করা হয়, তাহলে শুধু মাত্র তাদের উপর দোষ চাপিয়ে দিলে চলবে না। কেন আমি একথাটা বলছি? আমি এখানে একটা সাপ্লিমেন্টারী কোয়েশ্চান করেছিলাম এবং তার মধ্য দিয়ে হাউসে এই জিনিষটা বলেছিলাম যে আমি যখন সাবরুম গিয়েছিলাম স্কুল ঘরগুলি এক একটা করে আগুন নিয়ে সাফ করে দেওয়া হয়েছে। আজকে শুধু একটা জিনিস লক্ষ্য করার বিষয়। আজকে এই যে বাজার, স্কুল, কলেজ

পোড়ানো হচ্ছে, এইগুলি কি পুলিশ ইন্সপেক্টার আছেন, তাদের ডিপার্টমেন্ট আছে, তারা কি দেখেন না, তারা কি বলতে পারেন না, কারা এইগুলি করছে? আমি একটা ছোট্ট ঘটনা এই হাউসে রাখতে চাই। সিপাইজলা একটা জুনিয়ার হাই স্কুল, সেখানকার জনসাধারণ মিলিত-ভাবে তৈরী করেছিল, যদিও মুখ্যমন্ত্রীর নামে আমি কোন চার্জ আনছিনা, তিনি সেটা স্বীকার করেছেন। কিন্তু কথাটা এইভাবে উঠেছে, যে ঐ স্কুল ঘরটি পুড়িয়েছিল, সেই মানুষটাকে ধরা হয়েছিল, কিন্তু মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ইন্টারভেন করার পর তাকে আর এ্যারেষ্ট করা হল না। এখন যারা ধরেছে তাদের বিপদ অর্থাৎ গায়ে পড়ে বিপদ ডেকে আনা। কাজেই এদিক দিয়ে যে অবস্থাটা চলছে, খুবই দুঃখজনক। দিনের পর দিন যদিও পুলিশ বাজেট বাড়িয়ে, পুলিশের মান উন্নয়ন করে, তাদেরকে শক্তিশালী করা হচ্ছে, কিন্তু তুলনামূলকভাবে মানুষের নিরাপত্তার দিক দিয়ে তারা আজকে অসহায় অবস্থায় পৌঁছেছে। মানুষের নিরাপত্তা বলতে কিছুই নাই। আর আজকে যে স্কুল পোড়ানো ইত্যাদির কথা বলছি, অর্থাৎ একটা কথা স্বীকার করতে হবে যে যারা অপরাধ করবে, তাকে ধরা উচিত এবং তারে শাস্তি দেওয়া উচিত। স্কুলঘর পুড়িয়ে দিলে তার শাস্তি হওয়া উচিত। কিন্তু আজকে তা করা যাচ্ছেনা। আজকে যারা সরকার চালান, যারা মিনিষ্টার, আজকে আমরা শুধু পুলিশকে গালি গালাজ করি, যত দোষ নন্দ ঘোষ, তাদের কাঁধে চাপিয়ে দিয়ে খালাস। কিন্তু যারা রাজ্য চালান, তারাই এর মূলে। একটা আসামী ধরা হল, অমনিই তাকে বলা হল, সে কংগ্রেস কর্মী তাকে ছেড়ে দাও। এই যদি অবস্থা হয়, তাহলে পুলিশকে দোষ দিয়ে কি হবে। আসল গলদ ঐ রুলিং পার্টি—যারা এটা চালায়, এই সম্পর্কে মিনিষ্টার যারা আছেন তারাই দায়ী, মিনিষ্টাররাই এইসব এন্টি সোশ্যাল এ্যাকটিভিটিজ ইত্যাদিকে এনকারেজ করছেন বলে আমি মনে করি।

(রেড লাইট)

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাকে একটু সময় দিতে হবে। আমি অন্যান্য ডিমাণ্ডে কম করে বলব।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমার ধারণা ছিল যে অন্যান্য ডিপার্টমেন্ট এর তুলনায়, পুলিশ ডিপার্টমেন্ট রীতি নিয়ম শৃংখলা, ইত্যাদি নিশ্চয়ই মেনে চলে—অর্থাৎ প্রমোশান, এ্যাপয়েন্টমেন্ট ইত্যাদি ক্ষেত্রে এইসব নিয়ম কানুন যা আছে সেগুলি মেনে চলে বলে আমার ধারণা ছিল। কিন্তু আজকে যে সমস্ত ঘটনাগুলি চলছে, অন্যান্য ডিপার্টমেন্ট বাদ দিয়ে ও এই পুলিশ ডিপার্টমেন্টে বোধ হয় টিপটপ। কিন্তু প্রমোশানের বেলায় কি করা হয়েছে, তার একটা নজীর আমি এখানে রাখছি।

মিঃ স্পীকার :— মাননীয় সদস্য আপনি তিন মিনিট সময়ের মধ্যে শেষ করুন।

শ্রীঅঘোর দেববর্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বললাম যে আমি অন্যান্য ডিমাণ্ডের উপর কম বলব, এর উপর আমার একটু সময়ের দরকার।

এখানে সিনিয়রমোষ্ট শ্রীঅনিল দেববর্ম্মা, প্রমোশানের ক্ষেত্রে দেখা গেল প্রমোশানের যে একটা নীতি নিয়ম, সেটাকে লঙ্ঘন করে যারা জুনিয়রমোষ্ট যেমন শ্রীঅজিত চক্রবর্ত্তী, মিঃ ধাওয়ানী, মিঃ অমল ভট্টাচার্য, শ্রীকিষাণ চক্রবর্ত্তী, যারা জুনিয়র মোষ্ট ইন্সপেক্টার ছিলেন, তাদেরকে ডি, এস, পি, করে দিলেন, এই হচ্ছে অবস্থা। এইভাবে চললে, বিক্ষোভ সৃষ্টি হবে। যদি আন-স্যুটেবল তাকে না করা হয়ে থাকে, বা অন্য কিছু কারণ থাকে তাহলে সেটা তাকে জানান উচিত ছিল। কিন্তু যারা বর্ত্তমানে প্রমোশান পেয়েছেন, ডি, এস, পি হয়েছেন তাদের মধ্যে অনেকে অনেকবার সাসপেণ্ড হয়ে ছিলেন; তাদেরও প্রমোশান দেওয়া হয়েছে। কাজেই সেইদিক থেকে কি কারণে আজকে এই ভদ্রলোককে ডিপ্রাইভ করে শ্রীঅনিল দেববর্ম্মা ইন্সপেক্টার অব পুলিশ হোমগার্ড, সিনিয়র মোষ্ট ইন্সপেক্টার, তাকে ডিঙিয়ে বাকী পাঁচজনকে ডি, এস, পি করে দিল। এইরকম পুলিশ ডিপার্টমেন্টে হবে আমার ধারণা ছিলনা। কিন্তু সেটা আজকে হচ্ছে। আরেকটা ঘটনার কথা মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমি বলছি। রাত দুপুরে ডাকাতি গত ৩০শে ডিসেম্বর, ধর্ম্মনগরে। সংখ্যালঘু হলেতো কথাই নাই, কথায় কথায় মারধর। আমাদের সামগ্রিক দায় দায়িত্ব হচ্ছে যারা রিলিজিয়াস মাইনরিটি, যারা লিঙ্গুইষ্টিক মাইনরিটি, তাদের রক্ষা করা সরকারের কর্ত্তব্য। কিন্তু তাদের সমস্ত কবরখলা আজকে দখল হয়ে যায় পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করেনা। রাত দুই ঘটিকার সময় ধর্ম্মনগরে কুরপান আলীর বাড়ীতে উইদ আর্ম্মস পুলিশ সেখানে ডাকাতি করল, তাকে মেরে ফেলেছে, তাকে খুন করছে। আজকে রক্ষক হচ্ছে ভক্ষক। আরেকটা ঘটনার কথা আমি সংক্ষেপে রাখব। এখানে আমার কাছে একটা লিষ্ট আছে, তাতে বহু তথ্য আছে, সেটা পড়ে লাভ নাই।

শ্রীযতীন্দ্র কুমার মজুমদার :—পয়েন্ট অব অর্ডার—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য যে ডকুমেন্ট'এর কথা বলছেন, সেটা টেবিলে লে' করতে পারবেন কি ?

মিঃ স্পীকার :—ঠিক আছে আপনি বলুন।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি একশত বার রাজী আছি। এই সম্পর্কে আমি কনসাস। আমার প্রথম অভিযোগ হচ্ছে –A letter addressed to the Lt. Governor, Tripura, Agartala.

'One young lady clerk was appointed in the year 1966 in the Office of the Director of Fire Services. For her appointment in the post a conspiracy was made otherwise the clerk could not be appointed appearing in the competition for type test etc. There were so many good typists appearing in the Interview Board. I shall simply give you the idea how Shrimati Sipra Nag was appointed etc. ect.

মিঃ স্পীকার :—আপনি কি বলতে চান, নিজেই বলুন না।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—কথা হচ্ছে হেড ক্লার্ক এই সমস্ত টাইপ করে দেয়। করার ফলে যখন ইন্টারভিউ দেয় তখন ঐ মহিলা সেকেণ্ড হলেন এবং তাকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া

হয়। কিন্তু অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়ার পর টাইপিস্ট তো টাইপ করবে। কিন্তু টাইপ করতে পারে না। শেষে টাইপ করা বন্ধ করে দেওয়া হল। সে নিজেও আনমেরিড, মহিলাটিও আনমেরিড। অর্থাৎ একটা কনস্পিরেসি করে চাকুরী দেওয়া হল। এর মধ্যে আরও অনেক কেলেঙ্কারী আছে। আমি ব্যক্তিগতভাবে ইন্টারেষ্টেড নই। মাননীয় সদস্য যখন বলেছেন তখন আমি হাউসে জবাব দিয়েছি। তারপর দুইজনই ইন্স্যুরেন্স পলিসি করেছে, ইল্লীগেলভাবে গাড়ী চড়েছে। তারপর এক পুলিশ অফিসার এর এনকোয়ারী যখন করতে এলেন তখন কাগজপত্রগুলি নষ্ট করে দিল। আবার এনকোয়ারী হওয়ার পর এইগুলি সত্য বলে প্রমাণিত হল। কিন্তু পানিশমেন্ট হয় নাই।

শ্রীএরসাদ আলী চৌধুরী :—মাননীয় স্পীকার স্যার, তিনি যে কাগজটা দেখিয়েছেন এটা কি সার্টিফাইর্ড কপি না টাইপড কপি?

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—আরে মশাই বসুন এটা লেঃ গভর্ণরের কাছে দরখাস্ত, কপি টু অঘোর দেববর্ম্মা আছে। কাজেই আপনারা যতই হৈ চৈ করুন, এটাই বড় কথা নয়।

Shri Krishnadas Bhattacharjee :—Point of order sir, somebody has written to the Lt. Governor with a copy to M. L. A. Is it proper to read it out in the House? Whether he can read it out here? He can get it personally but he cannot read it in the House.

Mr. Speaker :—I have not allowed him to read it in the House.

শ্রীএরসাদ আলী চৌধুরী :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, যখন একটা কপি পড়া হয় তখন এটা স্পীকারের কাছে দিতে হবে।

মিঃ স্পীকার :—অনারেবল মেম্বার ইওর টাইম ইজ অভার।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—আমার কথা শেষ করে দিচ্ছি। আমি তো দিতে প্রস্তুত আছি। এটা তো আর আমার বাপের সম্পত্তি নয় যে বাড়ীতে নিয়ে যাব। যাই হোক আজকে যদি সীমান্তের দিক দেখি তাহলে দেখা যায় বর্ডার সিকিউরিটি পুলিশ অনেক আছে। কিন্তু সীমান্তে চোরা বাজার বন্ধ হচ্ছে না, গরু পাচার বন্ধ হচ্ছে না। আজকে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার দায়দায়িত্ব যাদের উপর ন্যস্ত, এ সম্পর্কে খুব চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে যে সমস্ত মানুষের জীবন সম্পত্তি রক্ষা তাদেরদ্বারা হচ্ছে না। এই সম্পর্কে এনকোয়ারী করা দরকার। এই কথা বলেই আমি শেষ করছি।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে আমাদের অর্থমন্ত্রী যে পুলিশের ডিমাণ্ড এনেছেন সেটা আমি সমর্থন করছি। এখানে ১৮৮ লক্ষ টাকা ধরা হয়েছে। তার উপর বিরোধী দল যে কাট মোশান এনেছেন সেগুলির আমি বিরোধিতা করছি। তারা প্রথমে পুলিশকে আক্রমণ করে কথা এমনভাবে বলছেন যে কংগ্রেসকে পর্যন্ত এর মধ্যে জড়িয়ে ফেলেছেন। রাগের চোটে কি বলেছেন না বলেছেন সেটা এখন

উনি চিন্তা করে দেখবেন। তারা বলছেন যে পুলিশ বিভাগে সব দুর্নীতি। গুণ্ডা দমন করতে পারছে না শহরগুলিতে। আবার সীমান্ত রক্ষীদলে ত্রিপুরার বেকার যুবকদের নিয়োগের ব্যবস্থা না করার প্রতিবাদ। এই যে রিজলিউশন এটা কি তারা জেনে শুনে এনেছে না পুলিশকে ভয় করেছে যে পুলিস যখন গুণ্ডা দলকে ধরতে যায়, আংক্রোককে এবং নকশালকে, সি, পি, এম, থেকেই এখন নকশাল হয়েছে। তাদের জন্য এখন তারা অস্থির। কিন্তু বাঁচার জন্য তারা উলটা চাপ দিচ্ছে পুলিশের উপর। সি, পি, এম, থেকে নকশাল জন্ম হয়েছে। তাই নকশালকে তাদের ভয়। এখন সেই চাপ থেকে মুক্ত হবার জন্য প্রস্তাব এনেছে মনে হয়। আমার যা ধারণা, ধারণা নয়, বাস্তব কথা। নকশাল সৃষ্টি হয়েছে সি, পি, এম, দ্বারা। আর শহরগুলিতে গুণ্ডা। অর্থাৎ গুণ্ডা কাকে বলছেন? শহরের ছেলেদের? গুণ্ডারা বলছেন। এক বচন নয়, বহু বচন। গুণ্ডার নাম ধাম কিছুই নাই। কোন একটা আক্রমণকারীর নাম বলেন নাই। তাহলে সমস্ত শহরের যুবকদের গুণ্ডা আখ্যা তারা দিচ্ছেন এবং দোষটা চাপাচ্ছেন পুলিশের উপর। কথা হল যদি পুলিশের কাছে কোন কম্‌প্ল্যান না থাকে—

Mr. Speaker :—The house stands adjourned till 2 P. M. to-day. The member speaking will have the floor.

শ্রীনিশিকান্ত সরকার—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বলতে ছিলাম যে তারা এই গুণ্ডামী করেছে, আগের তাদের মাথায় ছিল লাল টুপি আর এখন সেই লাল টুপিকে বাদ দিয়ে গলার মধ্যে একটা লাল রুমাল লাগিয়েছে, এই শুধু তাদের পোষাকের পার্থক্য। আর আজকে এখানে এসে তারাই বলছেন যে আমাদের পুলিশ নাকি সেই গুণ্ডার দলকে দমন করছে না, পুলিশের ঘাড়ে সব দোষ চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তারপরে আমাদের উদয়পুরে যে একটা ঘটনা ঘটেছে, সেটার কথা আমার নিজেরই জানা আছে। ঘটনাটা হয় উদয়পুরে অমরপুর রাস্তার উপরে একটা জীপ গাড়ীতে দিনে দুপুরে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং সেখানে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে কয়েকটি যুবকদের মধ্যে ছুরি মারামারি হয়েছে, তাতে একজন যুবক আহত হয়েছে। সেই যুবককে পরে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় এবং পরে তাকে আগরতলা জি, বি, হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছে এখন সে সুস্থ হয়ে উঠেছে। এই হল ঘটনা। কিন্তু তারা এখানে সেই ঘটনা সম্পর্কে কি বললো, তারা বলল যে এই ঘটনার কথা সবই নাকি পুলিশ জানে এবং যারা এই সব ঘটনা করেছে, তাদেরও পুলিশ চেনে। কিন্তু তা সত্বেও পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করলো না। আমি যেটা জানি স্যার, তা যদি হয়ে থাকে তাহলে পুলিশের কাছে কেন এজাহার দেওয়া হল না, নাম ধাম দিয়ে। কিন্তু সেটার কিছু না করে তারা পুলিশের ঘাড়ে সমস্ত দোষ চাপিয়ে দিয়ে সেখানে একটা হরতালের ডাক দেওয়া হয়েছে। কাজেই এই সব ঘটনা থেকে এটাই পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে, যে এটা ঐ সি, পি, এমের দল করেছে। আর তা যদি না হয়ে থাকে, তাহলে যারা দোষী বলে তারা বলছে, তাদের ধরার জন্য কেন পুলিশের কাছে বলা হল না বা তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয় না। স্যার,

এটা আমার নিজের বাড়ীর কাছে হয়েছে বললেও হয় এবং সেটাকে মিটমাট করার জন্য নিজেই চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু হঠাৎ দেখা গেল যে গাড়ীর ড্রাইভারটা ভয়ে গাড়ী থেকে পালিয়ে গেছে। এবং পুলিশ সেটার তদন্তও করেছে এবং কয়েকজনকে ধরেছেও। আজকে তারা যদি বলে যে যারা এসব ঘটনা করেছে, তাদের তারা চেনে তাহলে কেন তারা পুলিশের কাছে, তাদের নাম প্রকাশ করতে চাইছে না। এটার মধ্যে আমি মনে করি তাদের কিছু একটা অভিসন্ধি আছে। আর সেটা হল এখানে এসে তারা বলতে পারছে যে পুলিশ গুণ্ডামী দমন করতে পারছে না। কাজেই স্যার, ওদের এসব কথায় আমাদের দৃষ্টি না দেওয়াই উচিত। তারপরে তারা একটা বলেছে, সেটা হচ্ছে ত্রিপুরার বাহির থেকে সশস্ত্র পুলিশ আমদানী। আমি বলব এটা কি বিদেশ থেকে আনা হয়েছে? ভারতের মধ্যে যে কোন রাজ্য বসবাসকারী প্রত্যেক নাগরিকেরই ভারতের যে কোন রাজ্যে চাকুরী করার অধিকার আছে। তাহলে তারা কেন এই সব কথা বলছেন, বলছেন কি এই কারণে যে ত্রিপুরার মধ্যে আমাদের যে সমস্ত যুবক আছে তাদের পুলিশের চাকুরী দিলেই আমাদের বেকার সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে? কিন্তু আমরা সেটা মনে করি না। তবে হয়তো কিছু কিছু যুবককে চাকুরী দেওয়া যেতে পারে এবং সরকার সেদিক দিয়ে যে কিছু করছেন না, এমন নয়। সরকার ত্রিপুরার মধ্যে যেসব যুবক আছে, তাদের অনেককে এই পুলিশের চাকুরী দিয়েছে। তা সত্বেও তারা আবার কেন এইসব এখানে বলছে, এই বলার পিছনে নিশ্চয় তাদের কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য আছে। সেটা হচ্ছে তাদের দল আমাদের যে সব আদিবাসী সরল যুবক আছে, তাদের তারা ধরে ধরে বনে জঙ্গলে ট্রেনিং দিচ্ছে। এমন কি এই সব আদিবাসীদের ট্রেনিং দেওয়ার জন্য তারা তাদের চীন এবং পাকিস্তানে পাঠাচ্ছে।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :— পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, মাননীয় সদস্য বলছেন যে আদিবাসী ছেলেদের ধরে ধরে চীন এবং পাকিস্তানে গেরিলা ট্রেনিং দেওয়ার জন্য পাঠানো হচ্ছে। এটা তিনি প্রমাণ করতে পারবেন কিনা, সেটা আমরা জানতে চাই?

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :— এই যে সৃষ্টি করেছে সৃষ্টিকারী, এখন তাদের কবলে পরে সবদিক ধ্বংসের মুখে, তাই এখন চাপ দিচ্ছেন, মন্ত্রীর উপর, মন্ত্রীর সুপারিশ'এ ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তার কোন প্রমাণ তারা দিতে পারেননি অর্থাৎ তাদের কোন বিশ্বাস নাই। বিশ্বাস যার নাই, তার কথার মধ্যে আবল তাবল হবে। কাটমোশান আনবে একটা, মুখে বলবে আরেকটা। আমি বলছি কি স্যার, বিশ্বাস না থাকলে সেই লোকের কোনদিন শান্তি হয় না। তাই আমি বলব যে উনারা পুলিশকে বিশ্বাস করুন। কারণ পুলিশকে ভয় করে কারা, যারা ডাকাত, চোর আছে, খুনি আছে তারাই পুলিশকে ভয় করে, পুলিশকে ভয় করার কিছুতো কারণ নাই। পুলিশের কাছে কোন তথ্য না দিয়ে অকারণে তার উপর আক্রমণ করার প্রতিবাদ আমি করি স্যার। একটা কথা আছে স্যার যে বিশ্বাস থাকলে কৃষ্ণ পাওয়া যায়। আমি এখানে একটা গল্প বলছি, নারদ মুনির গল্প। সকলেই নারদ মুনিকে জানেন…

শ্রীউপেন্দ্রকুমার রায় :— পয়েন্ট অব অর্ডার— Is it a religious sermon or political speech Sir ?

Mr. Speaker :—He is narrating an anecdote in support of his speech.

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :— আমি বলছিলাম কি স্যার, বিশ্বাস যার নাই, তার মন সব সময় চঞ্চল থাকে, কথাবার্তায় বেশ কম থাকে, তাই উদাহরণস্বরূপ এখানে নারদমুনির কথা এখানে বলছি, তিনি সবসময় নারায়ণ নারায়ণ করতেন ! একদিন হঠাৎ সে ভাবে যে আমি নারায়ণ নারায়ণ করি, এত লোক রাস্তাঘাট দিয়ে যাওয়া আসা করে, তাদের মধ্যে রাজা, জমিদারও আছে, তারাতো নারায়ণের নাম করেন না। কিন্তু তারাতো আমার চেয়ে খারাপ নয়, তারা ভাল খায়, ভাল পড়ে, আমি যদি নারায়ণের নাম না করি তাহলে কি হয়, তার মনে এই সন্দেহ জাগল। চিন্তা করতে করতে তিনি ঠিক করলেন ব্রহ্মাতো সৃষ্টিকর্তা, বোধ হয় তিনি আমার এই কথার উত্তর ঠিকমত দিতে পারবেন, তাই তিনি ব্রহ্মার কাছে যেয়ে উপস্থিত হলেন। ব্রহ্মা নারদমুনিকে দেখেতো খুব খুশী, ব্রহ্মা বললেন আরে মহর্ষি যে, আসুন আসুন, কি ব্যাপার ? তখন তিনি ব্রহ্মাকে বললেন যে আমার একটা বিষয় জানবার আছে, সেটা হচ্ছে নারায়ণের নাম করলে কি হয়, এবং না করলেই বা কি হয়, সেটা আমি জানতে এসেছি। কারণ অনেকেই নারায়ণ বলে না, তারাতো ভালই আছে, তবে আমার সে নাম করে লাভ কি, আর লোকসানই বা কি ? ব্রহ্মা তখন বললেন ঠিকই তো বলেছেন মহর্ষি, তবে আমিতো একথার উত্তর দিতে পারব না, আপনি বরং কৈলাশপুরীতে চলে যান, সেখানে শিবঠাকুর হয়তো তার উত্তর দিতে পারবেন। তখন নারদমুনি কৈলাশে শিবঠাকুরের কাছে গেলেন, নারদমুনিকে দেখে শিব ঠাকুরতো খুব খুশী, কারণ নারদ মানুষটাতো খারাপ ছিলেন না স্যার, তাঁর একমাত্র দোষ হচ্ছে মানুষের নামে কুটনামী করা। শিবের কাছে যেয়ে, নারদমুনি বললেন যে ঠাকুর নারায়ণের নাম করলে কি হয় আর না করলেই বা কি হয়, তার উত্তর আমি চাই। ব্রহ্মার কাছে গিয়েছিলাম, কিন্তু ব্রহ্মা আপনার কাছে আমাকে পাঠিয়েছেন যে আপনি নাকি ঠিক উত্তর দিতে পারবেন। শিব দেখেন যে সত্যিইতো এতো ভারী মুস্কিল, তখন তিনি বললেন যে মহর্ষি আমি তো ঠিক উত্তর দিতে পারবন, আপনি বরং নারায়ণের কাছে চলে যান, তিনিই এটার ঠিক উত্তর দিতে পারবেন। তখন নারদমুনি নারায়ণের কাছে গেলেন। নারায়ণ তখন বললেন যে আমি তার উত্তর নাই বা দিলাম, আপনি বরং যমরাজের কাছে যান, তিনি ঠিক তার উত্তর দিতে পারবেন। তখন নারদমুনি যমরাজের কাছে যেয়ে উপস্থিত হলেন। যমরাজাতো যমপুরীতে নারদমুনিকে দেখে অবাক, জিজ্ঞাসা করলেন কি ব্যাপার, মহর্ষি, আপনি আজকে আমার যমপুরীতে ? তখন নারদমুনি তাঁকে সব কথা বুঝিয়ে বললেন যে নারায়ণের নাম করলে কি হয়, আর না করলেই বা কি হয়, সেটা জানার জন্য স্বয়ং নারায়ণ আমাকে আপনার কাছে পাঠিয়েছেন। আপনি নাকি তার ঠিক উত্তর দিতে পারবেন, তাই আপনার কাছে আমি এসেছি। তখন যমরাজ সব বুঝতে পারলেন এবং

বললেন আচ্ছা মহর্ষি তার উত্তর আপনি পাবেন, আগে আপনি আমার রাজ্যটা ভাল করে পরিদর্শন করুন। তখন যমরাজা মহর্ষী নারদকে নিয়ে তার রাজ্য ঘুরিয়ে দেখাতে লাগলেন।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি একটা জিনিষের প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। কালকের ডিমাণ্ডই আমাদের শেষ হয় নাই, আরেকটা ডিমাণ্ড মুভ করা বাকী আছে, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় যদি টাইম রেষ্ট্রিক্ট না করে দেন, তাহলে আজকে আমরা সবগুলি ডিমাণ্ড শেষ করতে পারব না।

মিঃ স্পীকার :—আমিতো টাইম রেষ্ট্রিক্ট করতে চাই, কিন্তু মাননীয় সদস্যরাতো সেটা মানেননা।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—আজকের ডিমাণ্ড এবং কালকের ডিমাণ্ড আজকের মধ্যে শেষ করা দরকার বলে আমি মনে করি।

শ্রীউপেন্দ্র কুমার রায় :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই যে গল্প এটা একটা ইরিলিভ্যান্ট লম্বা গল্প, এবং এটা কোন নূতন গল্প নয়, যদি ১৯৬১ ইং সনের প্রসিডিংস দেখা যায়, তাহলে দেখা যাবে যে এই গল্প সেখানেও বলা হয়েছিল।

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য আপনি আপনার বক্তব্য সংক্ষেপ করুন।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার :—আমি সংক্ষেপেই বলছি স্যার। তারপর নারদমুনিতো যমরাজার রাজত্ব দেখতে চলেছেন, পাপী, তাপী যেখানে রাখা হয়েছে সেখান দিয়ে যেতে যেতে তাদের ভয়াবহ অবস্থা দেখে তিনি বলেন সর্বনাশ এ কোথায় নিয়ে এসেছেন যমরাজ তাঁকে। তিনি ভয়ে তখন নারায়ণ নারায়ণ বলতে লাগলেন, আর যত পাপী তাপী ছিল, তারা সব সশরীরে স্বর্গে চলে যাচ্ছে, যমরাজ তখন বলেন মহর্ষি আপনি এখানে থামুন, আর নারায়ণ বলবেন না, নারায়ণ নামের অর্থই হল এই। কাজেই এই হচ্ছে অবস্থা। কাজেই আমি বিরোধী দলের সদস্যদের বলব যে আপনারা কংগ্রেসকে বিশ্বাস করুন, পুলিশকে বিশ্বাস করুন মন শান্ত হবে, শান্তিতে বাস করতে পারবেন। আরেকজন সদস্য বলেছেন, তাঁদের কাট মোশানের উত্তর আমি দিচ্ছি স্যার। গরু চুরি হচ্ছে, এই সম্পর্কে বিধান সভায় অনেক আলোচনা হয়েছে, কিন্তু তার কোন প্রতিকার হচ্ছে না। আমি বলছি স্যার, পুলিশকে যদি এ্যাজাহার দেয়, তাহলে পুলিশ সেই কেস নিতে পারে। তা নাহলে গরু চুরি হচ্ছে, পাকিস্তান চলে যাচ্ছে, উদয়পুরের গরু সাব্রুম চলে যাচ্ছে, লাউগাঙ'এর গরু উদয়পুর চলে যাচ্ছে, সেটা পুলিশ কি করে জানবে। গরু চুরি হতে পারে, সেটা আমি অস্বীকার করছি না, কিন্তু পুলিশকে যদি না জানান হয়, তাহলে পুলিশ কি করবে স্যার। অতএব কারণেই এখানে যে কাট মোশান রাখা হয়েছে যে পুলিশ কন্ট্রোল করতে পারে না, সে কাট মোশানের কোন অর্থ হয় না। অতকারণে গরু চুরি বন্ধ করতে পারে নাই বলে পুলিশ দুর্নীতিপরায়ণ। কাজেই এর কোন অর্থ হয় না। আর মিজো স্যাংক্রাক সম্বন্ধে তো বললাম। এটা তো তাদের সৃষ্টি। তাদের এখন অসুবিধা হয়, তাই তারা চেঁচামেচি করে। কাজেই কাট

গোশানের বিরোধীতা করে দুই একটা কথা রাখছি পুলিশের কাজ কর্ম সম্বন্ধে। প্রথমত পুলিশে অসংখ্য হোমগার্ড নেয়, অসংখ্য কনষ্টবল নেয়। এটা প্রয়োজন হয়েছে মিজো আক্রমণের জন্য, ন্যাংক্রাক আক্রমণের জন্য। কাজেই পুলিশের সংখ্যা বাড়াতে হয়। পুলিশের যে একটা মাপ কাঠি বাপ দাদার আমল থেকে রাখা হয়েছে, আমার যুক্তি হচ্ছে যারা গ্রামের ছেলে, যারা আদিবাসী, তারা একটু বেঁটে ঠিকই। যেমন গারো সম্প্রদায়, তাদের চেহারাই বেঁটে। যেমন রিয়াং সম্প্রদায়, তাদের চেহারাই বেঁটে। তাছাড়া আমরা যারা গ্রামের লোক আছি, আমাদের বিভিন্ন পরিশ্রমে, বিভিন্ন কারণে তাগরা তোগরা খুব কম। আমি আর একবার বিধান সভায় বলেছিলাম যে মাপ কাঠিটা একটু কমিয়ে দিতে হবে। আধ ইঞ্চি এক ইঞ্চিতে কিছু আসে যায় না। কেন আমি এই কথাটা বলছি, উদয়পুর সাব ডিভিশনে একবার ইন্টারভিউ নিতে গেল। সেখানে বিভিন্ন গ্রামের শিক্ষিত লোক এসেছে, অশিক্ষিত এসেছে, হায়ার সেকেণ্ডারী পাশ এসেছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম কি রকম লোক নেওয়া হবে। তারা বলল যে শ' দুইশ' লোক নেওয়া হবে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় মাপটা এত তাড়াহুড়া করে, আর ছেলেরাও তো দূর থেকে আসে একেবারে হয়রান হয়ে, টানা হেচড়ায় তাদের ট্রাইবেলের মতই দেখা যায়। কিন্তু কি হল না হল শেষ পর্যন্ত খবরটাই পাওয়া গেল না। তাই আমি বলছি যে পুলিশের মাপ কাঠিটা কমিয়ে যাতে চাকরী পায় সেই দিক দিয়ে—

মিঃ স্পীকার ঃ—অনারেবল মেম্বার ইউর টাইম ইজ ওভার।

শ্রীনিশিকান্ত সরকার ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমাকে আরো একটু সময় দিতে হবে। তারপর কোথাও কোথাও তবুও পুলিশের সংখ্যা কম। যেমন উদয়পুর একটা পুলিশ ষ্টেশন আছে। সেখানে লোক সংখ্যা অনেক, ট্রাইবেল এলাকার মধ্যে রাস্তাঘাট হয় নাই, ১৯ মাইল দূরেও এলাকা আছে, নদীতে ছড়ায় ভাগ করে রেখেছে। সেখানে ভয় আছে ন্যাংক্রাক, মিজো এবং আগুন লাগানোর দল। আর এক দল আছে সি, পি, এম এর দল। অতকারণে আমি বলছি যে উদয়পুরে একজন ও, সি একজন সি, আই, একজন সেকশন অফিসার আছেন। কিন্তু উদয়পুরের মত সাবডিভিশনে আমি পুলিশের ষ্ট্রেন্থ বাড়ানো উচিত বলে মনে করি। আর একদিক দিয়ে উদয়পুরে এলাকার মধ্যে আমি কয়েকবার বলেছি যে তুলামুড়া একটা জায়গা আছে, তার মধ্যে একটা পুলিশ ফাঁড়ি করার জন্য আমি অনেকবার বলেছি। এটা করা বিশেষ প্রয়োজন বলে আমি মনে করি। সুতরাং উদয়পুর তুলামুড়ার মধ্যে যাতে একটা পুলিশ ফাঁড়ি করা হয় তার জন্য আমি অনুরোধ করছি। আর এক দিক দিয়ে আমি অনুরোধ করছি পুলিশ মন্ত্রীকে। একজন বলেছেন যে আগুন লাগা নিয়া, বম ফেলা নিয়া— অতএব এইসব দিক দিয়ে পুলিশকে নজর দিতে হবে। আজকে অসংখ্য স্কুল পোড়ানো হচ্ছে বাড়ী পোড়ানো হচ্ছে। এটা আমার মনে হয় একটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য নিয়ে করা হচ্ছে। এটা আমার ব্যক্তিগত ধারণা যে মানুষের সেন্টিমেন্টকে বিভ্রান্ত করার জন্য এটা সৃষ্টি করা হয়েছে। যারা চিল্লাচ্ছে এবং এখানে কাট মোশন এনেছে আমি বলেছি যে তারা এটা সৃষ্টি করে এখন

সামলাতে পারছে না। তাই গভর্ণমেন্ট তাদের কত সাহায্য দিবে? তার একটা সীমিত ক্ষমতা আছে। তাই তারা আগামী দিনের কথা চিন্তা করে নিজেরা বাঁচবার জন্য আবার আগুন লাগানোর কথা বলছে। তাই আমি পুলিশ মন্ত্রীকে অনুরোধ করব যে সমস্ত গুণ্ডাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আসবে তাদের বিরুদ্ধে যেন আইনগতভাবে তদন্ত করা হয় এবং যে কোন অ্যাক্টে পড়ে তারা, সেই অ্যাক্টে যেন তাদের আটক করা হয়। তাহলে এই যে আগুন জ্বলছে, অনেক পোড়ানো হয়েছে, তাই সরকার পক্ষের কতটুকু সম্ভব তাদের সাহায্য করা, সেটা আমরা অ্যাসেম্বলীর প্রত্যেকেই বলেছি। কিন্তু পুলিশের সংখ্যা বাড়িয়ে এবং সি, আই, ডি,এর সংখ্যা বাড়িয়ে যেন সেটা নিবৃত্ত করা হয়। এই বলেই আমি ডিমাণ্ডটিকে সমর্থন করছি এবং কাট মোশনের বিরোধিতা করছি।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত—মাননীয় স্পীকার স্যার, আমি ডিমাণ্ড ফর গ্রাণ্ট নাম্বার ১২এর উপর যে কাট মোশন এসেছে তার উপর বলতে গিয়ে আমি আমার বক্তব্য রাখছি। প্রথমে ত্রিপুরার যে পুলিশ, পুলিশের একাংশের মধ্যে যে ব্যর্থতা আছে সেটা অস্বীকার করে লাভ নাই। আমি বলছি না সমস্ত পুলিশ খারাপ, তবে পুলিশের মধ্যে একটা বেশ সংখ্যক, তাদের কার্যকলাপের মধ্যে ব্যর্থতা পরিলক্ষিত হচ্ছে. এবং আরেকটা হচ্ছে পুলিশের এ্যাডমিনিষ্ট্রেশনের মধ্যে— যেহেতু তাদের সিনিয়ারিটি রক্ষা করা হচ্ছে প্রমোশানের ব্যাপারে এবং কোন কোন জায়গায় ট্রান্সফার ব্যাপারে, তাতে এ্যাডমিনিষ্ট্রেশানের মধ্যে একটা ডিজেনারেশন এসেছে, অর্থাৎ অনেকগুলি পুলিশ অফিসারকে বছরের পর বছর তাদের রেখে দেওয়া হয়েছে, কাউকে সাব-ইন্সপেক্টার করে, এবং কাউকে ইন্সপেক্টার করা হচ্ছে, কিন্তু সেই জায়গাতে সিনিয়ারিটি অবজার্ভ করা হচ্ছে না, যে জায়গাতে আমরা বলছি সিনিয়রিটি বেসিসে, সেইভাবে প্রমোশান দেওয়া হচ্ছে না। মাননীয় স্পীকার স্যার, একটা কথা শোনা যায়, সিনিয়ারিটির সাথে এফিসিয়েন্সী কিন্তু আমি বলব যে, পুলিশের মধ্যে প্রমোশনের ব্যাপারে যেখানে পুলিশের বিরুদ্ধে রিপোর্ট আছে, তার বিরুদ্ধে পানিশমেন্ট আছে, কিংবা সাসপেনশান হয়েছে, সেই রকম অফিসারের যদি কোনরকম সিনিয়ারিটি থাকেও, তার প্রমোশান না হওয়াই উচিত। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অনেকগুলি অফিসার, যার বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে, সাসপেনশান হয়েছে, তারাও প্রমোশান পেয়ে গেছে, অনেক অফিসার সিনিয়র হয়েও প্রমোশান পাচ্ছে না।

মাননীয় স্পীকার স্যার, তারপর পুলিশ কর্ম্মচারীদের সম্পর্কে আমি দুই চারিটি কথা বলছি, পুলিশের কর্ম্মচারীদের ও অন্যান্য কর্ম্মচারীদের মত তাদের বেতনের মধ্যে এনমেলী রয়ে গেছে, সেইগুলি দূর করা হয়নি। তাই বলছি যে এই এনমেলীজ থাকার দরুণ তাদের মধ্যে একটা বিরাট বিক্ষোভ আছে, এবং সেইদিক দিয়ে আমাদের যে বাজেট, সেই বাজেটের উপর বলতে গিয়ে আমি সেইদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। তারপর

আরেকটা হচ্ছে, সাব-ইন্সপেক্টার অব পুলিশ হউন, আর ইন্সপেক্টার অব পুলিশই হউন, আমি তদন্ত করে দেখবার……

শ্রীএরসাদ আলী চৌধুরী :—পয়েন্ট অব অর্ডার—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে কাট মোশানে আছে সীমান্তে গরু চুরি সম্বন্ধে, কাজেই উনি স্পেসিফিক পয়েন্ট'এর উপর ডিসকাস করতে পারেন, কারণ আমাদের রুলসে আছে—the discussion shall be on the point or points mentioned in the notice.

Mr. Speaker :—Hon'ble Member is speaking on the Demand for Grants.

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত—আমার নামে কোন কাট মোশন নাই, আমি কাট মোশান মুভ করছি না, অতএব আরম্ভেই আপনি ভুল করছেন।

মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আমি যে কথা বলছিলাম, আজকে সাব-ইন্সপেক্টার হউক বা ইন্সপেক্টারই হউক, হাউস রেন্ট'এর ব্যাপারে তারতম্য করা হচ্ছে, আপনি যদি খবর নিয়ে দেখেন, তাহলে দেখা যায় কোন সাব-ইন্সপেক্টার সেই হাউস রেন্ট পাচ্ছেন, আবার কোন সাব-ইন্সপেক্টার হাউস রেন্ট পাচ্ছেন না, কিন্তু তার কারণ কোন দর্শান হয়নি। মাননীয় স্পীকার স্যার, খুব অল্প সময় নেব, গল্পটা বড় জিনিষ নয়, বক্তব্যটা ঠিক ঠিক জায়গায় রাখাটাই বড় জিনিষ। এরপর আমার আরেকটা কথা হচ্ছে আমাদের এই যে বাজেট, সেখানে রেইজিং অব আরমড ব্যাটেলিয়ন, তার উপর একটা অংক রাখা হয়েছে, বোধ হয়, ৩০ লক্ষ কি ৩১ লক্ষ টাকা, এখানে আমি যে কথাটা বলছি, সেটা হচ্ছে প্রত্যেক প্রভিন্সে—বিহার, ইউ, পি, যে কোন ষ্টেট চান, সান্স অব দি সয়েল—এ কথাটা আজকে সব জায়গায় আছে, আজকে ত্রিপুরার সান্স অব দি সয়েল, যেখানে আজকে বেকার সমস্যা এতবড় হয়ে দেখা দিয়েছে, সেই বেকার সমস্যার কথা চিন্তা করে, এদেরকে ভর্ত্তি করা, এবং ওদের রিক্রুট করার সম্বন্ধে বলতে গিয়ে আমি বলছি, আমাদের ট্রাইবেল এবং বাংগালী উভয় ছেলেদেরই ভর্ত্তির ব্যাপারে কতকগুলি প্রতিকূলতা রয়েছে, সেটা হচ্ছে মেজারমেন্ট, সেই মেজারমেন্টের মধ্যে দেখা যাচ্ছে যে ট্রাইবেল এবং বাংগালী ছেলেদের মধ্যে মেজারমেন্ট এর পার্থক্য থাকায় এই বেকার ছেলেরা পুলিশ ফোর্সে যেতে পারছে না, সেখানে এই মেজারমেন্ট একটা বিরাট অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে, এটা কিভাবে রিলাকজেশান করা যায়, সেটাকে চিন্তা করবার জন্য আমি বলছি। বলছি এই জন্য যে আমাদের ত্রিপুরা সরকারের ফার্ষ্ট এণ্ড ফোরমোস্ট কর্ত্তব্য হচ্ছে দেশের যে প্রবলেম, সেই প্রবলেমটাকে কিভাবে দূর করা যায় এবং দেশের যে প্রবলেমটা আজকে সমস্যাসংকুল হয়ে দাঁড়িয়েছে, সেটা হচ্ছে আন-এ্যামপ্লয়মেন্ট, সেই জায়গায় আজকে এই রিলাকজেশান দিলে পরে যদি আমার এলাকার হাজার হাজার ছেলে, এক একটা ব্যাটেলিয়ান যে খোলা হচ্ছে, তার মধ্যে ৮/৯ শত বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স এবং আরমড ব্যাটেলিয়ান যদি হয়, তার মধ্যে আমার মনে হয়, ৩৪ শত বা ৩২ শত লোককে যদি রিক্রুট করা হয়, তার মধ্যে আমাদের দুই হাজার থেকে আড়াই

ছাড়াও ছেলে চলে যেতে পারে। কিন্তু তার অন্তরায় বর্তমানে হচ্ছে এই মেজারমেন্ট এবং সেই মেজারমেন্ট'র সুযোগে বাইরের অনেক ছেলে আমাদের আরমস ব্যাটেলিয়ান'এ ভর্তি করা হচ্ছে। মাননীয় স্পীকার, স্যার আমার এই কথার অর্থ এই নয় যে আমি আমার ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের থেকে যাদের রিক্রুট করা হচ্ছে তাদের প্রতি অন্যরকম মনোভাব নিচ্ছি, আমার কথা হচ্ছে যে আমার ঘর আগে ঠিক করতে হবে— 'চ্যারিটি বিগিন্স এ্যাট হোম', কাজেই আমার ঘর ঠিক করে তারপর আমাদের এগিয়ে যেতে হবে, আমার দেশের সমস্যা সমাধান করাই হচ্ছে আমার প্রাইমারী কর্তব্য। মাননীয় স্পীকার, স্যার আজকে এই সম্পর্কে বলতে গিয়ে আরেকটা জিনিষ আমি বলছি ট্রান্সফার ব্যাপারে, ট্রান্সফার সম্পর্কে আমার বক্তব্য হচ্ছে. একজন পুলিশ অফিসারকে বেশীদিন এক জায়গায় রাখলে পরে কি হয়, আরেকটা দিক হচ্ছে যদি বাই রোটেশান নিয়ম মাফিক ট্রান্সফার না করা হয়, কাউকে বঞ্চিত করা হয় কিনা? একটা হচ্ছে একজন পুলিশ অফিসার—যেমন একটা আইন-কানুন আছে, মিলেটারীদের দেখি যে বেরুতে দেয় না, রুলস এবং রেগুলেশান'এর মধ্যে তাদের থাকতে হয়, তার কারণ হচ্ছে, সিভিল লাইফের সংগে যদি তারা পরিচিত হয়, তবে তার মধ্যে শ্ল্যাকনেস এবং করাপশান আসে, অর্থাৎ যে কোন জায়গায় আজকে পুলিশ অফিসারই হউক বা যে কেউই থাকুক, তার একটা সময় সীমানা বাধা আছে, পুলিশ কোড যে আছে, তার মধ্যে আছে, যে একজন পুলিশ অফিসার, সে থানাই হউক বা অন্য জায়গায়ই হউক, সেই জায়গায় বেশীদিন থাকা উচিত নয়, কারণ তারা দুইটি কাজ ডীল করছেন, একটি হচ্ছে সে ডাকাতি এবং আদার এনটি সোশ্যাল এ্যাকটিভিটিজকে প্রিভেন্ট করছে, এবং সেটা করতে গিয়ে সেই সমস্ত কাজ যারা করে, তাদের সান্নিধ্যে বেশী আসছে, কাজেই এক জায়গায় তাদের বেশীদিন থাকলে পরে তার মধ্যে একটা অবলাইজিং'এর প্রশ্ন আসে, তাদের মধ্যেও কিছুটা করাপশান আসতে পারে। তাই এই সমস্ত পুলিশ অফিসার পুলিশ অফিসার পারসনালকে নিয়ম মাফিক ট্রান্সফার করা উচিত। আরেকটা হচ্ছে একজন পুলিস অফিসারকে যদি জম্পুই পাহাড় অথবা সাব্রুমের কোন একটা পাহাড়ের ভিতর বেশীদিন রেখে দেওয়া হয়, তাহলে আমাদের যে পুলিশকে দেশের শান্তি শৃঙ্খলার জন্য রাখা হয়েছে, তার মধ্যে একটা বিশেষ ধরণের মনোভাব জেগে উঠবে, সেটা হচ্ছে সাম সর্ট অব ইন-জাষ্টিস হ্যাজ বীন ডান টু হিম। এই ধরণের কোন ভাব যদি তাদের মধ্যে জেগে উঠে তাহলে পরে আমাদের শান্তি ও শৃঙ্খলার ক্ষেত্রে অনেক অসুবিধা দেখা দেবে। কাজেই ট্রেন্সফারটা এমন ভাবে করা উচিত, যেখানে নাকি এর জন্য বিশেষ নিয়ম রয়েছে, সেটা ঠিক ভাবে পালিত হচ্ছে কি না, তা আমাদের দেখতে হবে। আমি যে জন্য এই কথা বলছি, তার পরিপ্রেক্ষিতে যদি একটা উদাহরণ দেই, তাহলে সেটা সবার কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে। যেমন জানি আমি নাইনটি ওয়ান.বি, এস, এফ, যে ও,সি, সে অনেক দিন ধরে এখানে থাকার দরুণ, তার গাড়ীতে কতগুলি ব্লেকের জিনিষ নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এবং সে রীতিমত ধরা পড়ে। কিন্তু নাইনটি

ওখান বি, এস, এফ, থেকেই সেই ও, সিকে প্রটেকশান দেওয়া হয়েছিল, যদিও সে স্লেকিং এর সঙ্গে জড়িত ছিল। স্যার, আমার এই ষ্টেটমেন্ট করার কারণ হল যদি আপনারা অনুসন্ধান করে দেখেন তাহলে দেখতে পাবেন যে তার সম্বন্ধে এই ধরণের রিপোর্ট রয়েছে এবং তার সঙ্গে কিভাবে স্মাগলার্সদের পরিচয় রয়েছে। সেজন্যই আমি বলছি যে ট্রেন্সফারটা রুটিন মাফিক হওয়া দরকার, আর তা না হলে এর মধ্যে একটা করাপশান না এসে পারে না। তাই আমি আশা করব যে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, এই জিনিষটা অনুসন্ধান করে দেখবেন যে বি, এস, এফের মধ্যে এই ধরণের ঘটনা ঘটেছে কিনা। মাননীয় স্পীকার মহোদয়, আমাদের সব চেয়ে দুঃখ এবং পরিতাপের বিষয় হল এই যে ৫০০ মাইল বর্ডার আছে, তার মধ্যে অনেক বি, এস, এফ এর পোষ্ট, আউট পোষ্ট এবং অনেকগুলি থানা রয়েছে কিন্তু এগুলি থাকা সত্বেও আমাদের বর্ডার এলাকায় যে গরু চুরি হয়ে চলছে, সেটাকে কোন মতেই বন্ধ করা যাচ্ছে না। এটা বন্ধ না করতে পারার পেছনে কি কারণ আছে, সেটা আমরা বুঝতে পারি না। আমরা যদি থানার রেকর্ড দেখি, তাহলে দেখতে পাব যে থানার পুলিশ সেখানে কয়টা গরু চুরির কেস ধরেছে আর জনসাধারণ কয়টা কেস ধরে দিয়েছে। সেখানে থানার পুলিশ যেটা ধরেছে, সেটার সংখ্যা খুবই নগণ্য। আমাদের এই কারণটা খুঁজে বের করা দরকার। তদুপরি আমাদের গরুগুলি চুরি করে নিয়ে যাওয়ার পর অনেক সময় দেখা যায় যে পাকিস্থানী কিছু গরু এখানে এসে পড়ে এবং গরুগুলি যদি কারো বাড়ীতে পাওয়া যায়, আইনতঃ যদিও তাদের শাস্তি দেওয়া যায়, কিন্তু তাদের যে গরুগুলি চুরি হয়ে গেল, তার কোন প্রটেকশান দেওয়া হয় না। শুধু তাই নয়, তারা যদি এই ব্যাপারে নালিস করতে যায়, তাহলে তখন তাদের শাসিয়ে দেওয়া হয়। মাননীয় স্পীকার স্যার, আমাদের এখানে যে সব সদস্য বর্ডার অঞ্চলে থাকেন, আমি আশা করি তারাও আমার সাথে এই ব্যাপারে একমত হবেন যে থানায় যখন ডায়েরী করা হয় তখন তাদের বলা হয় যে তোমরা তোমাদের গরু বিক্রি করে দিয়েছ, যেহেতু পাকিস্থানে গরুর দাম বেশী, আর আজকে তোমরা এখানে ডায়েরী করতে এসেছ। এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে; আজকে গ্রামের মধ্যে কারো যদি গরু চুরি হয়, তাহলে তাকেই বলা হয় যে তোমার থানায় যেতে হবে। এই যে সীমান্ত অঞ্চলে গরু চুরি হচ্ছে, এটা সত্য কিনা, আপনারা সেটা অনুধাবন করে দেখবেন। আর এখানে যে সব সদস্য বর্ডার এলাকাতে আছে, তাদেরকে এই কথাটা জিজ্ঞাসা করে দেখবেন যে এটা সত্য কিনা? অবশ্য আমি জানি যে তাদের এখানে সেই সত্য কথাটা বলতে কিছু অসুবিধা আছে। বাহিরে গিয়ে জিজ্ঞাসা করে নিতে পারেন, এটা সত্য কিনা। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করার পর আমার কাটমোশানের শেষ কথাটুকু বলতে চাইছি। সেটা হচ্ছে আমাদের শহরে আজকে কি অবস্থা চলছে? আজকে শহরের মধ্যে প্রায় সর্বত্রই চুরি মারামারি হচ্ছে। রাত্রির বেলায় কোন অবস্থায় আমাদের মা বোনেরা নিশ্চিন্ত মনে রাস্তায় বের হতে পারেন না। রাত্রি ৮।৯টার মধ্যে যদি কৃষ্ণনগরে বাহির হওয়া যায়, তাহলে দেখা যাবে যে রাস্তার উপর মাতালদের দল চীৎকার করে বেড়াচ্ছে। যদিও আমাদের পুলিশ আছে, কিন্তু তারা ঐ মাতালদের

বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নিচ্ছে না। স্যর, আমার এই কথা সত্য কিনা সেটা যাচাই করার জন্য যদি আপনি একবার ছদ্মবেশে রাত্রির বেলায় রাস্তায় বের হয়ে দেখেন তাহলে বুঝতে পারবেন। আমরা কিন্তু আমাদের যুবকদের ভালবাসি এবং আমরা চাই যে আমাদের যুবকরা সৎ পথে যাক। এখানে আমি আমাদের যুবকদের নিন্দা করছি না, আজকে যারা মাতাল হয়ে এসব গোলমাল করছে এবং অঘোর বাবু একটু আগে যে কথাটা বললেন যে এই ব্যাপারে পুলিশের কোন এ্যাকশান নেই। আমাদের এই শহরের কৃষ্ণনগরে রাস্তার উপর কি হচ্ছে? তা আমি স্বচোখে দেখেছি। আমার শেষ কথা হল পুলিশকে দিয়ে যদি এই সব গুণ্ডা দমন, এন্টিসোসিয়েলকে দমন করা না যায়, তাহলে সমাজের মধ্যে আরও বেশী করে শৃঙ্খলাহীনতা দেখা দেবে এবং পরে এটাকে দমন করা সরকারের পক্ষে মোটেই সম্ভব হবে না। আজকে আমরা একটা জিনিষ দেখতে পাচ্ছি, সেটা হল আজকে যদি এই ধরণের কোন অপরাধের জন্য কাউকে গ্রেপ্তার করা হয়, তাহলে থানাতে ফোন আসে যে ওকে ছেড়ে দাও। এই অবস্থায় পুলিশের কিছু করার থাকে না। কাজেই আমাদের পুলিশকে স্বাধীনভাবে কাজ করতে দিতে হবে। আমি আমাদের সব পুলিশের দোষ দিচ্ছি না, এই পুলিশের মধ্যে এমন অনেক আছে, যারা নাকি অনেষ্টলী তাদের সার্ভিস দিচ্ছে, তাদের প্রতি আমাদের অনেক শ্রদ্ধা আছে। আর সে সব পুলিশ তাদের সার্ভিস দিতে গিয়ে দুর্নীতির আশ্রয় নিচ্ছেন, তাদের আমরা সেই সঙ্গে নিন্দা না করে পারি না। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীএসা'দ আলী চৌধুরী:—মাননীয় স্পীকার স্যার, মাননীয় অর্থ মন্ত্রী এখানে ডিমাণ্ড নাম্বার টুয়েলভে যে ব্যয় বরাদ্দ চেয়েছেন, আমি সেটাকে সমর্থন করছি, আর বিরোধী দলের পক্ষ থেকে এই ডিমাণ্ডের উপর যে সব কাট মোশান রাখা হয়েছে, আমি সেগুলির বিরোধীতা করছি। মাননীয় স্পীকার, স্যার, এই ডিমাণ্ড ফর গ্র্যান্ট নাম্বার ১২ কে আমি সমর্থন করি এবং বিরোধী দল থেকে যে কাট মোশন এনেছে তার বিরোধীতা করছি। কারণ কাট মোশন তারা একটা ফরমে আনে এবং একটা অলটারনেটিভ সাজেশান থাকতে হয় যে কি পলিসি করতে হবে। কিন্তু বিরোধী পক্ষ যে সমস্ত সংশোধনী প্রস্তাব এনেছেন তার কোন অলটারনেটিভ সাজেশান তারা আনতে পারছেন না। সে জন্য আমি এটা মানতে পারি না। আগে যেখানে ৭ লক্ষ লোক ছিল এখন সেখানে ১৫ লক্ষ লোক হয়েছে। সেই হিসাবে পুলিশের ষ্ট্রেন্থটা কম সেটা আমরা স্বীকার করি। এত লোকের যদি শৃঙ্খলা বজায় রাখতে হয় তাহলে পুলিশের ষ্ট্রেন্থ বাড়াতে হবে ঠিকই তবে প্রত্যেক সাব ডিভিশনে ইন্সপেক্টর আছে, ও, সি, আছে। কিন্তু যারা আছে তারা যদি যথাযথ ভাবে তাদের কর্ত্তব্য পালন করে তাহলে হয়ত ল' অ্যাণ্ড অর্ডার মেন্টেন হত। আমার মনে হয় তারা অনেক সময় নেগলিজেন্স অব ডিউটি করে, এটা ঠিক। একটা পুলিশের দোষের ফলে যে একটা লোকের কি বিরাট ক্ষতি হতে পারে, আমি দেখেছি উদয়পুরে একটা ঘটনা হয়েছে। একটা ছেলের আট কাণি সম্পত্তি আছে। তার মাও নাই বাপও নাই। ৪০ বছর ধরে তার দখলে জমিটা। বর্ত্তমান সেটেলমেন্টেও সেটা তার বাপের নামে রেকর্ড করা হয়েছে। এরপর দেখা গেল একজন সরকারী কর্ম্মচারী হয়ত অংশীদার

বা তস্য অংশীদার, এই রকম একটা অংশীদারের কাছ থেকে ভুয়া কাওলা করে সে বলল যে আমি এই জমি কিনেছি, এই জমি আমার হয়ে গেল। সে বলল এটা আমার ৪০ বছরের জমি। তারা তার অংশ পায় না। যাই হোক, দেখা গেল সে এটার মধ্যে শালি ধান রোপন করল। একদিন দেখা গেল কয়েকজন লোক নিয়ে এসে সেই সরকারী কর্মচারী সেই জমি থেকে ধান কেটে নিয়ে গেল। এরপর সে পুলিশের কাছে এজাহার দিল। পুলিশ গেছে, ধান সীজ করেছেন, তার পর জামিনও দিয়েছে। তার দুইটা ছেলেকে অ্যারেষ্ট করেছে। তারপর দীর্ঘ চার মাস পরে একটা চার্জ শীট দিল। তাতে দেখা গেল যে সরকারী কর্মচারী কিনেছে তার স্ত্রীকে দিল সাক্ষী, আর যে দুইজনকে আসামী দিয়েছে তাদের বাপ হল চোরাই মালের জিম্মাদার। তাদের দিয়েছে সাক্ষী। অর্থাৎ বাদী পক্ষের যে সমস্ত সাক্ষী ছিল, বিবাদী ছিল তাদের মেনেছে সাক্ষী এবং যারা নাকি অ্যাকচুয়াল সাক্ষী তাদের বিবাদীর মত। আর ফল্স একটা দলিল ছিল। সেটাকে সীজ করল, আর বিবাদী পক্ষের যে সমস্ত পর্চা, খতিয়ান, দাখিলা এবং যে সমস্ত অন্যান্য দলিল আছে, রিলেভেন্ট পেপার্স সেই জিনিষ দিতে চাইল, কিন্তু নিল না। তারপর কোর্টে কেস্ হল। ছেলেকে বাঁচানের জন্য বাপ মিথ্যা কথা বলবেই আর স্বামীকে বাঁচানোর জন্য স্ত্রীও মিছে কথা বলবেই। তারপর মোকদ্দমায় হেরেছে। এটা খুব সম্ভবত জি, আর ১৩। ৬৯ কেস। এই যদি পুলিশের ভূমিকা হয়, আমরা টাকা দিই ঠিকই কিন্তু সামান্য একটা ত্রুটির ফলে লোক সর্বস্বান্ত হয়ে যাচ্ছে। আমার একটা অলটারনেটিভ সাজেশান এখানে যে এই ক্ষেত্রে পুলিশ জি, আর কেস কেন ৯৯ পারসেন্ট খালাস হয়ে যায়, কারণ প্রমাণ হয় না। তার জন্য যে নাকি তদন্তকারী তার উপর কেন এই কেসটা ডিসমিস হল, তার উপর একটা এক্সপেলনেশন করতে হবে এবং যার তদন্তের ফলে একজনের সর্বনাশ হয়ে গেল তার ভুলের জন্য, কেন এই ভুলটা হল তার জন্য যাতে নাকি একটা এক্সপ্লেনেশন কল করা হয় এবং একটা সেন্সার দিয়ে যাতে ভবিষ্যতে এই রকম না করে তার জন্য আমার মনে হয় ল' অ্যাণ্ড অর্ডার ভাল থাকবে। এই বলে আমি মাননীয় স্পীকারকে বলছি যে, যে টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে এটা বাস্তবিকই ১৫ লক্ষ ১৭ লক্ষ লোকের মধ্যে এই টাকায় পুলিশ ফোর্স কিছুই নয়। তারা যে কাটমোশন এনেছে তার উপর অলটারনেটিভ কোন সাজেশন দিতে পারছেনা। সেজন্য আমি তার বিরোধিতা করছি। তবে প্রমোদবাবু যে সমস্ত কথা বলেছেন তার মধ্যে সাজেশান আছে ঠিকই। তবে ভুল ত্রুটি হতে পারে। তবে এটা নেগলিজেবল, এটা কিছু না। তবে আমি মনে করি যে বরাদ্দ রাখা হয়েছে সেটা মোটামুটি ঠিকই আছে। এই বলে আমি ডিমাণ্ডের পক্ষে আমার বক্তব্য রেখে শেষ করছি।

শ্রীমনসুরাম দেওয়ান—মাননীয় স্পীকার, স্যার, আমি ডিমাণ্ড নাম্বার ১২ পুলিশ খাতে যে টাকা রাখা হয়েছে তাকে সমর্থন করি এবং এই ডিমাণ্ডের উপর যে সমস্ত কাট মোশন এনেছে এই কাট মোশনের আমি বিরোধিতা করছি। বিরোধিতা করছি এই কারণে নয় যে পুলিশ বিভাগের যে সমস্ত শান্তি রক্ষার জন্য ত্রিপুরার যে বিরাট একটা বর্ডার উত্তর পূর্বাঞ্চলে, যেখানে

স্যাংক্রাকের উৎপাত হয়ে থাকে তাকে দমন করবার জন্য এবং আভ্যন্তরীণ ত্রিপুরাতে আজকাল যেভাবে সমাজদ্রোহীরা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে ত্রিপুরার শহরাঞ্চলে বিশেষভাবে এবং গ্রামাঞ্চলে উপদ্রব ঘটছে সেজন্য ত্রিপুরার পুলিশ বাহিনী এবং হোমগার্ডস এবং ত্রিপুরার বর্ডার পুলিশ বিশেষভাবে একটা পুলিশ ব্যাটালিয়ান আমরা গড়ে তুলব। কারণ ত্রিপুরার লোকসংখ্যা বাড়ার সংগে সংগে ত্রিপুরার পুলিশের সংখ্যাও বাড়া উচিত এবং বিশেষভাবে আমি খুশী হতাম যদি ত্রিপুরাতে সমাজদ্রোহীদের আমরা দেখতে পেতাম যে সমাজদ্রোহীর সংখ্যা, তাদের অত্যাচার যেমন স্কুল ঘর পোড়ানো, যেমন হামলা ইত্যাদি অথবা নিরীহ মানুষের উপর হামলা এই সমস্ত যদি আমরা দেখতে পেতাম দিন দিন প্রশমিত হচ্ছে এবং যেভাবে সীমান্তের মধ্যে মিজো হামলা এবং স্যাংক্রাকের হামলা পুলিশ দমন করেছে, আমি জানি যে হামনু অঞ্চলে গোমতী হাইড্রো ইলেকট্রিক প্রজেক্টের কাছে যেখানে মিজো এবং স্যাংক্রাক আক্রমণ করেছিল, অতি তৎপরতার সংগে আমাদের পুলিশ বাহিনী তার মোকাবিলা করেছে। তার জন্য আমি ত্রিপুরার পুলিশ বাহিনীকে ধন্যবাদ দিচ্ছি এবং সেই সংগে আমি মাননীয় স্পীকার মহোদয়ের মারফতে পুলিশ মন্ত্রীকে অনুরোধ করব যে ত্রিপুরার সীমান্ত রক্ষার কাজে ত্রিপুরার উপজাতি লোকদেরও সমান সুযোগ দেওয়া দরকার। কারণ আমি জানি যে ত্রিপুরার উপজাতি যুবকেরা যেভাবে স্কুল কলেজে লেখাপড়া শিখছে এবং ত্রিপুরার বিভিন্ন যুবক যেভাবে সমাজসেবায় সুযোগ পাচ্ছে ঠিক সেই ভাবেই ত্রিপুরার সীমান্তবর্তী অঞ্চলে এবং অভ্যন্তরীন শান্তি শৃঙ্খলার কাজেও যদি অংশ নিতে পারে তার সুযোগ দেওয়া দরকার। আমি জানি যে ত্রিপুরার ট্রাইবেলদের যে আর্মড পুলিশে ভর্তির ব্যাপারে আমাদের বিভিন্ন সদস্য মন্তব্য করেছেন, অর্থাৎ মাপের বেলায় অ্যাকচুয়ালী যে মাপ আছে দেখা যায় সে মাপে হয়না। যে হাইট আছে তাতে কিছুটা কম পড়ে। নেপালীদের বেলায় নাকি কিছু রিলাকজেশান আছে, কাজেই আমি সাজেশন রাখব মাননীয় স্পীকার মহোদয়ের মারফত আমাদের পুলিশ মন্ত্রীর কাছে, যাতে ত্রিপুরার উপজাতি যুবকদের এই সম্বন্ধে শিথিলতা করা হয়, যাহাতে এই সব ছেলে সীমান্ত রক্ষার কাজে, শান্তি রক্ষার কাজে তাদের নিয়োগ করতে পারে এবং আমি জানিনা, ত্রিপুরার পুলিশ বিভাগের উর্দ্ধতন মহলে যারা আছেন, রিক্রুটমেন্টের বেলায় আমার কাছে সংবাদ আছে যে ত্রিপুরা রাজ্যে তিন চার বৎসর আগে কতগুলি ট্রাইবেল ছেলেকে এ্যাসিসন্টে সাব-ইনস্পেক্টারের পদে নিয়োগ করার জন্য ইন্টারভিউ নেওয়া হয়, কিন্তু তিন বছর অতীত হয়ে যাচ্ছে তাদের বেলায় এখনও কিছু জানান হয়নি, এতে ট্রাইবেল ছেলেদের মধ্যে একটা অসন্তোষ দেখা দিয়েছে এবং জানিনা, কি অজুহাতে এই উপজাতি ছেলেরা রিক্রুটমেন্টের বেলায় এই সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন এবং কেন তাদের এপ্লয়মেন্ট দেওয়া হচ্ছেনা। আমি জানি যে ত্রিপুরার পুলিশ বিভাগে, বিশেষ করে আরমড পুলিশ, সাধারণ পুলিশের বেলায় নয়, কিন্তু এস, আই, ইনস্পেক্টার এই পদে, ট্রাইবেলদের জন্য সংরক্ষিত কোটা যে আছে, সেটা পূর্ণ হওয়ার অনেক বাকী আছে, ট্রাইবেলদের এখানে নগণ্য সংখ্যক এ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয়, আমি জানিনা কি কারণে দেশের শান্তি শৃঙ্খলা এবং দেশ সেবার কাজ থেকে ট্রাইবেলদের

বঞ্চিত করা হচ্ছে। অনেক গ্রেজুয়েট ছেলে এবং হায়ার সেকেণ্ডারী পাশ করেছে এমন সব ছেলে আছে, যাদের এস, আই'র পদে যদি নিয়োগ করা হয়, আমার মনে হয় যে ত্রিপুরার উপজাতির যে একটা বিরাট দায়িত্ব আছে, সেটা ঠিক ঠিক ভাবে এই ছেলেরা কার্যকরী করতে পারবে যদি তাদের সেই সুযোগ দেওয়া হয়। ত্রিপুরার পুলিশ বিভাগে যে সমস্ত উর্দ্ধতন কর্ম্মচারী আছেন, তাঁদের এইদিকে লক্ষ্য রাখবার জন্য, তারা যাতে ঠিক ঠিক ভাবে কাজ করেন, সেই দিকে লক্ষ্য রাখবার জন্য আমি পুলিশ মন্ত্রীর কাছে অনুরোধ রাখছি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের মারফত। তারপর ত্রিপুরার পুলিশ বাহিনীতে আমি মনে করি যদি তৎপরতার সহিত কাজ করা হয়, তাহলে এই সমস্ত বর্ডার অশান্তি যে আছে, আভ্যন্তরীণ গোলযোগ এইগুলি দমন করা যায়, তাহলে আমি মনে করি আমাদের ত্রিপুরা এগিয়ে যাবে, কারণ ত্রিপুরার পুলিশের খাতে ১ কোটি ৮৮ হাজার টাকা যে ব্যয় করা হয়, সেটা সমিচীন নয়, ত্রিপুরাবাসী গরীব, আমরা উন্নয়নমূলক কাজে যদি এই টাকা ব্যয় করতে পারতাম—যেমন কৃষি, শিল্প এবং বাণিজ্য খাতে, তাহলে আমরা আরও এগিয়ে যেতে পারতাম।

মিঃ স্পীকার—অনারয়াবল মেম্বার ইউর টাইম ইজ ওভার। ইউ হ্যাভ টেকেন মোর দ্যান ফাইভ মিনিটস।

শ্রীঘনশ্যাম দেওয়ান—সুতরাং মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আমি অনুরোধ রাখব যাতে সমাজদ্রোহীদের আমরা দমন করতে পারি, সেইদিকে সজাগ নজর রাখবেন, এই বলে ডিম্যাণ্ডকে সমর্থন করে, আমি কাট মোশানের বিরোধীতা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার—শ্রীবাজুবন রিয়ান। আপনি দয়া করে পাঁচ মিনিট বলুন।

শ্রীবাজুবন রিয়ান :—আমার পাঁচ মিনিটে হবেনা স্যার।

মিঃ স্পীকার :—আপনাদের বলতে দিতে আমার আপত্তি নেই, তবে আমি কিন্তু শেষ সময়ে গিলোটিন দব।

শ্রীবাজুবন রিয়ান :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ডিম্যাণ্ড নাম্বার ১২—পুলিশ, এই ডিম্যাণ্ডকে সমর্থন করতে গিয়ে সরকার পক্ষের অনেক সদস্য আমাদের অপোজিশনের কয়েকজন সদস্য'এর অধিকারকে যে ভুল বুঝেছেন, সেটার জন্য আমি সরকার পক্ষের সদস্যদের অনুরোধ করব তারা যাতে আপনার চেম্বারে যেয়ে সেটা শিখে আসেন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে পুলিশ ডিম্যাণ্ডে যে ১ কোটি টাকা দেখানো হয়েছে, এর মধ্যে পাঁচটি গ্রুপে এটাকে ভাগ করা হয়েছে, এই পাঁচটি গ্রুপের মধ্যে—গ্রুপ নাম্বার 'ডি', তাতে আছে পুলিশ হাসপাতালের প্রয়োজনে ১ লক্ষ ১০ হাজার টাকা যে দেখানো হয়েছে স্যার, এই ১ লক্ষ ১০ হাজার টাকা বেশী ধরা হয়েছে বলে আমি মনে করি। কারণ পুলিশের যে ইণ্টারভিউ হয়, যে ক্রাইটারীয়া আছে, ফিজিক্যাল হচ্ছে তার মধ্যে একটা, এই ফিজিক্যাল ফিটনেস, শারীরিক উপযুক্ততা তাদের দেখা হয়, যদি সেটা ঠিক ঠিক মত দেখে তাদের রিক্রুট করা হয়, তাহলে এই হাসপাতালের নামে, যেখানে ত্রিপুরায় অন্যান্য হাসপাতাল আছে, সেই জায়গায় এই

হাসপাতালের নামে ১ লক্ষ ১০ হাজার টাকা খরচ করা যুক্তি সংগত বলে আমি মনে করিনা। আমার অন্যান্য সদস্যরা বলেছেন যে উচ্চতার যে ক্রাইটারীয়া, সেটার রিলাক্জেশান দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা আছে, কারণ উচ্চতা শরীরের শক্তি বাড়ায়না কাজেই সেই ক্ষেত্রে রিলাকজেশনের দরকার আছে, কিন্তু ফিজিক্যাল ফিটনেস তাদের থাকতে হবে। তাছাড়া পুলিশ বিভাগে যোগ্য লোক নিয়োগ করার যে সমস্ত ক্রাইটারিয়া আছে, এইগুলি ছাড়া আরও কতকগুলি ক্রাইটারিয়া যোগ করার জন্য আমি সরকার পক্ষকে অনুরোধ করব। সাধারণ পুলিশ এবং কনষ্টেবল ইত্যাদি যে নেওয়া হয়, তাদের ফিজিক্যাল ফিটনেস, ইত্যাদির সঙ্গে যাতে তাদের অনেষ্টি যাচাই করে নেওয়া হয়, সেদিকে দৃষ্টি দিতে বলব। কারণ আমাদের এখানে পুলিশ রাখার উদ্দেশ্য হচ্ছে ত্রিপুরা সরকার এবং মানুষের চরিত্র নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, সেই চরিত্রকে সংশোধন করার জন্যই পুলিশ স্যার। আপনি এখানে দেখুন স্যার, এখানে পুলিশ বাজেট ১ কোটি ৮৮ লক্ষ টাকা বাজেট ধরা হয়েছে, এটা যদি মাথা পিছু ভাগ করা হয়, তাহলে পার কেপিটা খরচ হচ্ছে ১০ টাকা, এর দ্বারা কি প্রমান হচ্ছে না স্যার, যে মানুষের চরিত্র নষ্ট হয়ে গেছে ? এটা অত্যন্ত দুঃখের কথা স্যার। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমাদের পুলিশের মত ইংরেজী পুলিশ অস্ত্র নিয়ে চলেনা, রাইফেল নিয়ে চলে না, কিন্তু আমাদের এখানে চলে, যদিও সেটা কাজে লাগাতে পারে না। আসামী যদি পালিয়ে যায়, তবুও আমাদের পুলিশের অধিকার নেই তাকে গুলি করার। আমাদের অস্ত্র হচ্ছে লোক এবং তার দ্বারা খুব একটা পারপাস সার্ভ হয় বলে আমার মনে হয় না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, পুলিশের যে কি ডিউটি, ত্রিপুরাতে আরমড পুলিশের সংখ্যা বেশী এবং কন্ষ্টেবল এর সংখ্যাও বেশী কিন্তু কার যে কি ডিউটি সেই সম্পর্কে ত্রিপুরাবাসী জানে না, সেই সম্পর্কে তাদের জানানো দরকার। কারণ দেশের অভ্যন্তরে যারা আছেন, তারা মনে করেন পুলিশ একজন মহাপুরুষ এবং তাদের টাকা দিতে হয়, দিয়েও যাচ্ছে। মহারাজার আমলে পুলিশ ছিল, রাজা মহারাজারা পুলিশ দিয়ে লোককে দমিয়ে রাখতেন, তখন কোন গণতন্ত্র ছিলনা, স্যার, কিন্তু এখনও সেটা কায়েম হচ্ছে। আমরা জানি আমাদের সেই দিন আর নেই, এখনকার পুলিশের চরিত্র, সেদিনের পুলিশের চরিত্র থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হওয়া উচিত বলে আমি মনে করি।

কারণ, আমি এখানে যেটা দেখছি, সেটা হল পুলিশের সঙ্গে গ্রামবাসীদের সম্পর্ক হয়, যখন নাকি তারা সেখানে আসামী ধরতে যায়। আসামী যদি বা ধরা হল, তখন যদি পুলিশকে কিছু টাকা দেওয়া যায়, তাহলে খালাস হয়ে যায়। তারপরে আমরা আরও যেটা দেখছি, সেটা হল পুলিশদের সঙ্গে গাড়ীর মালিকদের সম্পর্ক। রাস্তা দিয়ে যেসব গাড়ী যাতায়াত করছে সেগুলি সব সময়ে ওভার লোড হয়ে যাতায়াত করছে। অথচ এই ওভার লোড যাতে কোন গাড়ী না বইতে পারে, সেজন্য একটা আইন আছেএবং সেই আইনটা কার্য্যকরী করার ভার হচ্ছে আমাদের ঐ সভ্য পুলিশের উপর। কিন্তু কর্য্যক্ষেত্রে দেখা যায় যে পুলিশ সেই আইনটা কার্যকরী করছে না। আমাদর মাননীয় মন্ত্রীরা যদি নিজের গাড়ী ছেড়ে

দিয়ে লাইনের গাড়ীগুলিতে অন্ততঃ একদিনের জন্য যাতায়াত করেন, তাহলে সেটা বুঝতে পারবেন যে গাড়ীগুলি এমন ভাবে ওভার লোড টানছে যে সেগুলি মানুষের ঝুলে যাওয়া ছাড়া আর কোন উপায় নাই। অবশ্য রাস্তায় রাস্তায় যে সব পুলিশ আছে, তারা সেগুলিকে পথি মধ্যে থামাচ্ছে না, তা নয়। তারা সেগুলিকে থামিয়ে কিছু একটা তাদের নোট বুকে লেখার ভান করে, কিন্তু পরবর্ত্তী সময়ে যখন কিছু দিয়ে দেওয়া হয়, তখন সে ঐ গাড়ীকে যাওয়ার জন্য ছেড়ে দেয়। আমরা এও জানি যে কোন ক্ষেত্রে গাড়ীর মালিকদের সঙ্গে মাসো হারা ভিত্তিক একটা বুঝাপড়া থাকে, এই ওভার লোড টানবার জন্য এবং মাসের শেষে তাদেরকে সেটা দিয়ে দেওয়া হয়। এভাবে পুলিশদের সঙ্গে একটা বুঝাপড়া করে গাড়ীর মালিক বা ড্রাইভার সব সময়ের জন্য ওভার লোড টেনে চলেছে। কিন্তু এর মাধ্যমে মানুষের জীবন নিয়ে একটা ছিনিমিনি খেলা হচ্ছে, সেদিকে কেউ নজর দিচ্ছে না। এভাবে যে আইন করা হয়েছে মানুষের কল্যাণের জন্য এবং সেই আইন কার্য্যকরী করবার জন্য ভার রয়েছে যে পুলিশের উপর, তারাই নাকি সেটা ফাঁকি দিয়ে চলেছে, এটা ভাবতেও আমাদের কাছে কেমন লাগে। কাজেই এদিকে দৃষ্টি দেওয়ার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে মাননীয় স্পীকারের মাধ্যমে অনুরোধ জানাব। তারপরে আছে সাধারণ ট্রাইবেল্‌স্ যারা, তাদের সম্পত্তির ফসল রক্ষা করার জন্য বন্দুকের লাইসেন্‌স্ পাওয়ার জন্য ডি, এম, এর কাছে দরখাস্ত করে, তখন ডি, এম, সেটাকে তদন্ত করার জন্য ঐ পুলিশকে পাঠায়। এটা নাকি সাধারণ আইন আমরা শুনে আসছি। কিন্তু পুলিশ যেখানে তদন্ত করতে যাওয়ার কথা সেখানে যায় না। ফলে ঐসব ট্রাইবেলদের উল্টা ঐ পুলিশের কাছে এসে কিছু দক্ষিণা দিয়ে তবেই ব্যাপারটাকে চুকিয়ে নিতে হয়। আজকে এভাবে পুলিশেরা কাজ করে চলছে। তাই আমি মাননীয় স্পীকারের মাধ্যমে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে বলব যে এসব দুর্নীতির মাধ্যমে যদি জনসাধারণ দুঃখ দুর্দ্দশা ভোগ করেন, তাহলে যে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথা তারা বলেছেন, সেটা কোন দিনই সম্ভব হবে না। আর সেজন্য আমি বলব এই পুলিশের পিছনে আমরা যে টাকা খরচ করছি, তা দিয়ে এতদিনে আমদের বেকারদের বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য কিছু কাজ করা সম্ভব হত এবং বেকাররা চাকুরী পেয়ে তাদের পরিবারের ভরণ পোষণের যে মানবিক দিক, সেটাকে তারা সার্থক করে তুলতে পারত। কাজেই ত্রিপুরার আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করার জন্য এই যে পুলিশ বাজেট করা হয়েছে বলে বলছেন সেটা আমরা মনে করতে পারি না। স্যার, আমার সময় খুব কম, সেজন্য আমি আর বেশী কিছু বলছি না। তবে আমাদের এই দিকের বেঞ্চের মাননীয় সদস্যরা এই ডিমাণ্ডের উপর যেসব কাট মোশান এনেছেন, সেইগুলিকে সমর্থন করে এই ডিমানডে পুলিশ খাতে যে টাকা ব্যয় বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে, তার কতগুলি অপ্রয়োজনীয় হয়েছে বলে আমার বক্তব্য রেখে, আমি এখানে শেষ করছি।

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস :— মাননীয় স্পীকার স্যার, ডিমানড নাম্বার টুয়েল্‌ভ এর উপর মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয় যে ব্যয় বরাদ্দ চেয়েছেন আমি সেটাকে সমর্থন করছি আর বিরোধী

পক্ষ থেকে এই ডিমান্ডের উপর যে সব কাট মোশান রয়েছে, সেগুলির আমি বিরোধীতা করছি। স্যার, আমাকে কতটুকু সময় দেবেন ?

মিঃ স্পীকার :— আপনি কিরকম সময় চান, সেটা আগে বলুন ?

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস :— স্যার, আপনি যে রকম সময় আমাকে দেবেন, তারই মধ্যে আমাকে বলতে হবে। মাননীয় স্পীকার স্যার, এই পুলিশ ডিমান্ডের বিরোধী দলের মাননীয় সদস্যরা তাদের বক্তব্য রাখতে গিয়ে যে সমস্ত প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন, আমার মনে হয় সেগুলি অবাস্তব এবং কাল্পনিক, সেগুলির সঙ্গে সত্যের কোন মিল নেই। বিশেষ করে আমরা মনে করি আজকের দিনে পুলিশের যে সার্ভিস ল এ্যাণ্ড অর্ডার মেনটেইন করার, সেটা জনসাধারণের সহযোগিতা ভিন্ন পুলিশের একার পক্ষে সম্ভব নয় এবং আমরা সেটা আশা করতে পারি না। এখানে মাননীয় সদস্য বাস্কু বান বাবু বলেছেন দেশের মধ্যে যেন একটা চরিত্রহীনতা বা মরাল ডিটারীয়েশান চলছে। তারা আজকে একদিক দিয়ে এইকথা বলছেন, আবার অন্যদিকে বলছেন পুলিশের বাবদে যে ব্যয় বরাদ্দ ১ কোটি ৮৮ লক্ষ টাকা রাখা হয়েছে, সেটা যদি মাথাপিছু প্রত্যেক নাগরিককে ভাগ করে দেওয়া যায়, তাহলে পার ক্যাপিটা তার হিসাবে ১০ টাকা করে পড়তো। সুতরাং বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে আমরা যা বুঝি পুলিশের সার্ভিসের কোন প্রয়োজন নেই, আর ডিটেরিয়েশান যেটা হচ্ছে পুলিশের অবর্তমানে সেটা চলতে থাকলে দেশ একেবারে জাহান্নামে যাক, এবং এটাই তাদের কাম্য। কাজেই এই যে পরস্পর বিরোধী উক্তি তারা কি করে করতে পারেন, সেটা আমরা বুঝতে পারি না। তারপরে মাননীয় বিরোধী দলের সদস্য বলেছেন তিনি কিছুদিন আগে গঙ্গাছড়াতে গিয়েছিলেন এবং সেখানে পুলিশ নাকি তাকে বলেছে যে তাকে সেংক্রাক বলে এরেষ্ট করার ভয় দেখিয়েছিলেন। কিন্তু আমরা জানি যে যেখানে নাকি আইন আছে, শৃঙ্খলা আছে সেখানে তাদের কেউ যদি সেই আইন শৃঙ্খলাকে অমান্য করবার জন্য আদিবাসীদের উস্কানি দেন বা যারা আইনকে মান্য করে চলতে চান, সেখানে যদি তাদের উস্কানিরদ্বারা একটা ল-লেসনেস বাড়িয়ে তুলতে চান, তাহলে পুলিশের হাতে যে আইন আছে সেই আইনের বলে তারা যদি সেইসব উৎশৃঙ্খলাকে দমন করতে আসে, তাহলে তারাই আবার বলতে শুরু করবে যে পুলিশ তাদের উপর অর্থাৎ সাধারণ মানুষের উপর আক্রমণ করছে বা পুলিশ তাদের উপর জুলুম চালাচ্ছে। এটা করে তারা সরকারের বিরুদ্ধে তাদের রাজনৈতিক লাভের জন্য এমন একটা পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে যাবে এবং এরই ফলে আজকে এখানে সেখানে তারা একটা ল-লেসনেস বাড়িয়ে যাচ্ছে। আজ তাদের বলব, "ছাত্রদের উপর পুলিশ জুলুম চালাচ্ছে" এই বলে যে গভর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যলাভের জন্য অপপ্রয়াস চালানো হচ্ছে তারজন্য এই ল' লেসনেস বেড়ে যাচ্ছে। সুতরাং তাদের কারণেই ল' লেসনেস বাড়ছে। এইভাবে যদি ল'লেসনেস বাড়িয়ে চলেন তাহলে আমরা আগামী বাজেটে ১,৮৮,০০,০০০ এর জায়গায় কয়েক কোটি হয়ত বাড়ানোর চেষ্টা করব। (নয়েজ) গুণ্ডাদের কাছ থেকে কি করে নাগরিকদের রক্ষা করতে হয় সেটা আইনের মধ্য দিয়েই দেখবেন।

কাজেই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, সেই সমস্ত সদস্তদের সাবধান করে দিতে চাই যে তারা যেন ল' লেসনেস বাড়ানোর চেষ্টা না করেন।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—অন পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, তিনি বলছেন যে তিনি অপোজিশনকে সাবধান করে দিচ্ছেন যে অপোজিশন ল' লেসনেস্ বাড়াচ্ছে। অপোজিশন কি ল' লেসনেস বাড়িয়েছে তা জাষ্টিফাই করতে হবে। আর তা' না হলে উইথড্র করতে হবে। তিনি তিনবার বলেছেন, আমি চুপ করে ছিলাম। (নয়েজ) এই ওয়ার্নিং তিনি দিয়েছেন। আর না হলে তাকে এইকথা উইথড্র করতে হবে।

শ্রীক্ষিতিশচন্দ্র দাস :—পয়েন্ট অব অর্ডার. স্যার। মাননীয় সদস্য তড়িৎ দাশগুপ্ত মহাশয় এই যে বারবার এইভাবে—

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্যর এটা হ্যাবিট।

শ্রীক্ষিতিশচন্দ্র দাস :—আমি কি করে বুঝব যে এটা তার হ্যাবিট। আমার অন্যরকম হ্যাবিট রয়েছে।

শ্রীঅঘোর দেববর্ম্মা :—মাননীয় স্পীকার, স্যার, একজন যদি পয়েন্ট অব অর্ডার তুলেন, তিনি না বসা পর্য্যন্ত অন্য কোন সদস্য কথা বলতে পারেন না।

মিঃ স্পীকার :—পারেন না।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—এঁরা সম্বন্ধে আমাদের পণ্ড মন্ত্রী যা বল্লেন—

মিঃ স্পীকার :—আই টেক একসেপশন অব দি ওয়ার্ড ইউজড। আই থিংক ইউ শুড নট হ্যাভ ইউজড দিস।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—আমাদের মেম্বারদের যদি ইনসাইট করে বলা হয় তাহলে এছাড়া আমাদের আর কোন— (নয়েজ)

মিঃ স্পীকার :—অনারেবল মেম্বাস শুড মেন্টেন ল' এণ্ড অর্ডার। আমি লক্ষ্য করছি মাননীয় সদস্তদের অনেকেই পয়েন্ট অব অর্ডার রেজ করেন। আমার ধারণা যে অনেকে ঠিক তার অর্থ লক্ষ্য করেন না। অনেক সময় দেখা যায় অনেক ব্যাপারে পয়েন্ট অব অর্ডার রেজ করা হয় যার কোন অর্থই হয় না। কাজেই অনেক সময় বাধ্য হয়ে আমাকে বলতে হয় ইট ইজ নট পয়েন্ট অব অর্ডার। কাজেই বারবার পয়েন্ট অব অর্ডার তুললে পরে হাউসের কাজের বিঘ্ন ঘটে। কাজেই মাননীয় সদস্তদের অনুরোধ করব ভবিষ্যতে মাননীয় সদস্যগণ পয়েন্ট অব অর্ডার তুলবার সময় যেন চিন্তা করেন।

শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাস :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি পুলিশ ডিমাণ্ডের উপর বক্তব্য রাখছিলাম। কাজেই আমি আশা করব যে আজকে মাননীয় সদস্তদের মধ্যে আলোচনা করতে গিয়ে স্পেসিফিক যে সমস্ত প্রসঙ্গ তারা উল্লেখ করেছেন আমি মনে করি যে এইগুলি বাস্তবের সঙ্গে মিল নাই, এইগুলি যে কাল্পনিক সেটা বিভিন্ন ডিটেলস দিয়ে আমি আশা করব ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী মাননীয় কৃষ্ণদাস বাবু

বলবেন। আমার হাতে সময় কম বলে আমি ডিটেলসে যাচ্ছি না। তবে এইটুকু আমি আশা করব যে এই যে পাকিস্তানের সংগে দীর্ঘ বর্ডার এবং পাকিস্তানের সংগে আমাদের সম্পর্ক সামরিক শাসনের সময়ে খুব বন্ধুত্বপূর্ণ ছিলনা বলে আমাদের বর্ডার অঞ্চলে দীর্ঘ ৭২০ মাইল অ্যাপ্রোক্সিমেটলী, সেই অঞ্চলে যে সমস্ত কৃষক ভায়েরা বাস করে তাদের যে সমস্ত গরু বাছুর চুরি হচ্ছে এবং যে সমস্ত সমাজবিরোধী কাজ হচ্ছে বা হওয়ার আশঙ্কা আছে সেই সমস্ত প্রতিরোধ করবার জন্য আজ পুলিশকে নিযুক্ত করতে হচ্ছে বর্ডার সিকিউরিটির জন্য এবং সীমান্ত পুলিশের নিরাপত্তার জন্য। কাজেই পুলিশের ক্ষেত্রে ব্যয় বিরাট সেটা বলার কোন কারণ নাই। কারণ আমরা জানি পুলিশ তার কর্ত্তব্য পালন করতে গিয়ে যদি গুণ্ডাইজমের বিরুদ্ধে জনসাধারণের নিরপত্তাকে অক্ষুন্ন রাখতে চায় তাহলে অনেক বিপদের ঝুঁকি নিতে হয় তাদের এবং তারমধ্যে অনেক পুলিশ কর্ম্মচারী ন্যাশনেল রিওয়ার্ডও পেয়েছে। সুতরাং আমাদের ত্রিপুরা পুলিশের যে পারফরমেন্স তাদের যে কর্ত্তব্য পালন করছেন এটা ক্ষেত্র বিশেষে ক্রটি বিচ্যুতি ধরা পড়ছে। সেটা নিশ্চয়ই তদন্ত করে উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা করতে পারি এবং হয়েও থাকে। কাজেই সেখানে শাস্তি পেয়েছে, ডিপার্টমেণ্টাল কেস হয়েছে, তাদের সাসপেনশান হয়েছে, পুলিশ ডিপার্টমেণ্টের এইরকম কেস আছে। একটা পরিবারে যেমন ভাল লোক থাকতে পারে, তেমনি মন্দ লোকও থাকতে পারে। ঠিক তেমনি একটা দেশের মধ্যে, একটা ডিপার্টমেণ্টের মধ্যে ভাল মন্দ দুইই থাকতে পারে। সেই ডিপার্টমেণ্টে যদি দুর্নীতি পরায়ন কোন লোক থাকে, তাই বলে সমস্ত পুলিশ ফোর্সকে দোষী বলা চলে না, কিন্তু আজকে মাননীয় সদস্যরা বলতে গিয়ে এমন ভাবে বলেছেন যে ত্রিপুরার সমস্ত পুলিশই অকেজো এবং দুর্নীতিপরায়ন এবং সেটা সত্যের অপলাপ মাত্র। আজকে আমরা যখন চারদিক থেকে দেখি, আজকে ওয়েষ্ট বেঙ্গলে আমরা দেখি যে দিনের বেলায় একটা লোক অফিসে, স্কুলে, কলেজে যেতে পারছে না, একবার বাইরে গেলে পরে, তার যে হিতাকাঙ্খীরা আছেন, তারা উদ্বিগ্ন চিত্তে অপেক্ষা করে থাকেন, কারণ সে ফিরবে কি ফিরবে না, যতক্ষণ বাড়ীতে ফিরে না আসছেন, ততক্ষণ কিছু বলতে পারছেন না, এই সমস্ত ঘটনা আমরা জানি যে পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রন্টের আমলে প্রশ্রয় পেয়েছে, তার যে ফলশ্রুতি, তাতে আমরা দেখছি যে নাগরিক জীবন সেখানে বিপর্যস্ত, নিরাপত্তাহীন। কিন্তু সেই অবস্থা আজকে ত্রিপুরা রাজ্যে নেই। তবে আজকে সেই ওয়েষ্ট বেঙ্গলের ঢেউ এখানেও এসে কিছু কিছু লেগেছে, আমরা দেখছি যে স্কুল পুড়াচ্ছে, বাজার ইত্যাদি পুড়াচ্ছে, খুন হচ্ছে, ডাকাতি হচ্ছে, সেটা আমরা জানি যে ওয়েষ্ট বেঙ্গল থেকে তার প্রেরণা আসছে, বিশেষ করে যে সমস্ত লোকের সঙ্গে যোগাযোগ আছে, সেই সমস্ত সমাজবিরোধীরা এখানে সেই ওয়েষ্ট বেঙ্গলের ঘটনাবলীকে নিয়ে আসতে চাইছেন। ওয়েষ্ট বেঙ্গলে পুলিশকে কারারুদ্ধ করে গুলি করে মারা হয়েছে, সেইভাবে এখানেও পুলিশকে নিষ্ক্রিয় রেখে, দুষ্কৃতিকারীদের সুযোগ দিতে চাইছে যাতে তারা আরও সমাজ বিরোধী কার্য কলাপ করতে পারে। তাই আজকে মানুষকে পুলিশের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলা হচ্ছে

গুণ্ডাদের লাগাম ছাড়া, যথেচ্ছ কাজ করার সুযোগ দেওয়ার জন্য। আজকে আমরা ওয়েষ্ট বেঙ্গলে কি দেখছি, সেখানে নিরীহ মাতাকে ছেলে হারাতে দেখেছি, স্ত্রীকে স্বামী হারাতে দেখেছি, কত ছাত্র যুবক, কৃষক, শ্রমিক আন্দোলনের নামে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে, তার কোন সীমা সংখ্যা নাই, ত্রিপুরা রাজ্যে যাতে সেটা রিপীটেড হতে না পারে সেইজন্যই ত্রিপুরা রাজ্যের পুলিশ বাহিনীকে শক্তিশালী করা সরকারের কর্ত্তব্য। আমাদের সীমান্তে আজকে পূর্ব বাংলার যে গুণ্ডামি চলছে. সেটাকে যদি আমরা প্রতিরোধ করতে চাই, তাহলে আমাদের সকলের কর্ত্তব্য আজকে এই যে সমাজদ্রোহী কাজ যা দেশের আভ্যন্তরে চলছে, সেটা বন্ধ করা এবং পুলিশের সঙ্গে সহযোগিতা করা। আজকে শুধু মাত্র বক্তৃতা দিয়ে কর্তব্য খালাস হবে না, সরকার পক্ষকে গালি গালাজ করেই দায়িত্ব খালাস হবে না, শান্তি ও শৃংখলা যদি দৃঢ়ভাবে দেশে প্রতিষ্ঠিত করতে হয়, তাহলে সরকার পক্ষের সংগে সহযোগিতা করা দরকার। আজ কোন নির্দিষ্ট অভিযোগ এখানে কোন সদস্য আনতে পারেন নি। একজন মাননীয় সদস্য এখানে বলেছেন যে একজন পুলিশ নাকি উনাকে বলেছেন আক্রমক হিসাবে আপনাকে এ্যারেস্ট করব, কিন্তু এই বিষয়ে তিনি উর্দ্ধতন কর্তৃ-পক্ষের কাছে কোন নালিশ করেন নি, যদি এটা সত্য হত, তাহলে কোন একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে যদি অকারণে এ কথা বলে থাকে, তাহলে তাঁর উচিত ছিল নালিশ করা, কিন্তু তিনি তা করেন নি বা কোন প্রতিবাদ করেন নি, তাহলে আমাদের এখানে বুঝতে হবে যে উনি তার প্রতিকারের চেষ্টা না করে, অন্যায়কে তিনি প্রশ্রয় দিচ্ছেন। কাজেই আমি আশা করব, আজ পুলিশ যেভাবে সীমান্তের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য চেষ্টা করছেন, তাদের মধ্যে কোন কোন ক্ষেত্রে ত্রুটি বিচ্যুতি থাকতে পারে, যদি সেটা উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের গোচরীভূত করেন, তাহলে নিশ্চয়ই সরকার তার প্রতিকার করবেন।

আজকে চাকুরী ক্ষেত্রে আমি যতদূর জানি, বি, এস, এফ' এ, বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স সেটা কেন্দ্রের হাতে, ইউনিয়ন টেরিটরির সরকারের হাতে নয়, তথাপি আমার জানা মতে ত্রিপুরার বাঙ্গালী ছেলেকে সেখানে এ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হয়েছে, তাছাড়া এখানে লোক্যাল গভর্ণমেন্টের আণ্ডারে যে পুলিশ ফোর্স আছে, সেখানে ট্রাইবেলদের নেওয়া হচ্ছে। এখানে যে মাপের কথা বলা হয়েছে, আমার মনে হয়, মেজারমেন্টের রিলাকজেশান ট্রাইবেলদের ক্ষেত্রে আছে, যদি না থাকত, আজকে আর্মড্ ফোর্সে, সিভিল ফোর্সে যে সমস্ত ট্রাইবেল ছেলেদের আমি কাজ করতে দেখেছি, তাদের অনেককেই চাকুরী দেওয়া যেতনা। আমি চিন্তাবাহাদুর নামে একজন কর্ম্মচারীকে দেখেছি, সে যদি রিলাকজেশান না পেত, তাহলে তার চাকুরী হত না। তেমনি আরও অনেক আছে, সকলের নাম আমি জানি না। তাছাড়া আজকে চাকুরীক্ষেত্রে অন্যান্য ক্ষেত্রেও রিলাকজেশান দিয়ে, তাদের চাকুরীর যে কোটা আছে, সেটা পূরণ করার চেষ্টা চলছে। সেইদিকে থেকে পুলিশ ডিপার্টমেন্টে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। তাছাড়া নুতন যে সমস্ত পুলিশ ত্রিপুরা বাসীদের দিয়ে নুতন ব্যাটেলিয়ান খোলার পরিকল্পনা নিয়েছি। কাজেই আজকে পুলিশ

ডিপার্টমেন্টের ব্যয় বরাদ্দের উপর মাননীয় সদস্যরা যে সমস্ত কাট মোশান এনেছেন, আমি মনে করি তা ধোপে টিকে না এবং আজকে আমাদের দেশের নিরাপত্তাকে যদি আমাদের নিশ্চিন্ত করতে হয়, তাহলে পুলিশকে আমাদের সাপোর্ট করা দরকার, পুলিশকে আমাদের সাহায্য করা দরকার, পুলিশকে আমাদের বিপদজনক মনে করার কোন কারণ নেই, তারা আমাদেরই দেশের লোক, কৃষকদের ছেলে, শ্রমিকদের ছেলে, তাদের থেকেই পুলিশ হয়েছে। কাজেই আজকে আমাদের যে পুলিশ ডিপার্টমেন্টের ব্যাপারে অভিযোগ এনেছেন, বিশেষ করে যেমন আন্দোলন দমন করার জন্য এখানে বলা হয়েছে যে ন্যায়সঙ্গত আন্দোলনকে দমন করাই নাকি তাদের কাজ, কিন্তু আমি জানি না, কোথায় পুলিশ ন্যায় সঙ্গত আন্দোলনকে দমন করতে গেছেন, তার কোন নির্দিষ্ট ঘটনার কথা এখানে উনারা উল্লেখ করেন নাই। আজকে আমরা জানি যে মিজো, স্যাংক্রাক কাদের উৎপত্তি, মাননীয় সদস্য নিশিবাবু সে কথা বলেছেন, মিজো এবং স্যাংক্রাক একটা দলের প্ররোচনায় সৃষ্টি হয়েছে, তার একটা ইতিহাস তিনি এখানে বলেছেন। আজকে উপজাতি ছেলেদের নিয়ে তাদের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার মনোভাব সৃষ্টি করার জন্য, অল্প শিক্ষিত ট্রাইবেল যুবকদের নিয়ে সেই দল প্রথমে সৃষ্টি করা হয়, এবং তাদের আইন ও শৃঙ্খলা নষ্ট করার জন্য তালিম দেওয়া হয়, তারা ছিল এমনি একটা পার্টির সৃষ্টি, যাদেরকে তালিম দিয়ে বলা হল, যে তোমরা আস্তে আস্তে চল, কিন্তু তারা সেটাতে রাজী হলেন না, কারণ তরুণের রক্ত অত্যন্ত গরম, তারা এই তালিম পেয়ে তারা আজকে বন্দুক মারা, মেসিনগান মারার কাজে নেমে যায়, তারা আর বসে থাকতে রাজী নয়, আমাদের হাতে যখন অস্ত্র আছে, বিপ্লবে নেমে যাও, কাজেই তাদের আর কনট্রোলে রাখতে পারলেন না, তারা আন্দোলনে নেমে গেল কাজেই সেংক্রাক নাম দিয়ে তারা এমন একটা দলের সৃষ্টি করেছে যে তারা সেটাকে বাঙ্গালীদের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়েছে। তাই দেখছি তারাই আজ এই সেংক্রাক নিয়ে নানা ধরণের গোলমাল করছে। আমরা আরও জানি যে বলংবাসা অঞ্চলে, চৈলেংটা অঞ্চলে এবং ডম্বুর হাইড্রো ইলেকট্রিক প্রজেক্টের মধ্যে যে সব গোলমাল হয়েছে, তাতে সেখানে তারা কৃষকদের উপর যে অত্যাচার করছে, তাদের উপর জোর করছে, এটার রিপোর্ট পুলিশের কাছে আছে এবং এগুলি করে তারা আজকে সেখানকার কৃষকদের হাত করতে চাইছে আর সেজন্য নানাবিধ উপায়ে তারা তাদের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। কাজেই তাদের সৃষ্ট এই সব মিজো এবং সেংক্রাকদের এবং বাহির শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করবার জন্য আমাদের পুলিশের বিশেষ প্রয়োজন হয়েছে এবং এই মুহূর্তে তাদের এই সব অসামাজিক ক্রিয়াকর্ম বন্ধ করবার জন্য আমাদের পুলিশকে আরও শক্তিশালী করে তোলার দরকার আছে।

শ্রীসুরেশ চন্দ্র চৌধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয় এখানে যে পুলিশ ডিমাণ্ড রেখেছেন, আমি তাকে সমর্থন করি এবং বিরোধী সদস্যরা এই ডিমাণ্ডের উপর যে সব কাটমোশান রেখেছেন, আমি সেগুলির বিরোধিতা করছি। তাদের বিরোধিতা করতে গিয়ে আমি এখানে কয়েকটি কথা বলতে চাই। এখানে বিরোধী পক্ষের মাননীয়

সদস্যদের একজন বলেছেন যে পুলিশের জন্য যে ব্যয় বরাদ্দ রাখা হয়েছে, সেটা একটা অবান্তর বলেই তার মনে হয়। তার কারণ হচ্ছে এই পুলিশ বাজেটের মধ্যে পুলিশদের জন্য একটা হাসপাতালের ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে, সেটাতে নাকি উনার আপত্তি আছে। উনি বলেছেন যেহেতু পুলিশ নিয়োগের সময়ে তাদের ফিটনেস ইত্যাদি দেখে নেওয়া হয়, কাজেই তাদের জন্য আলাদা কোন হাসপাতালের দরকার নেই। আমি বলব, তাদের নেওয়ার সময়ে তাদের ফিটনেস দেখে নেওয়া হয়, এই কথাটা সত্য কিন্তু নেওয়ার পরে সে যতদিন পুলিশে থাকবে, ততদিন আর তার কোন রোগ হবে না, এটা কেমন করে হতে পারে আমি বুঝতে পারছিনা। কাজেই পুলিশ কর্মচারীদের জন্য যদি কোন হাসপাতাল হয়, তাহলে সেখানে তার চিকিৎসার সুযোগ সুবিধা হতে পারে, এই ভেবে যদি তাদের জন্য আলাদা হাসপাতাল হয় তাহলে দোষের কিছু হতে পারেনা বলে আমাদের বিশ্বাস আছে। আর সেই জন্যই মাননীয় মন্ত্রীমহোদয় বলেছেন যে তারা বিরোধিতা করতে গিয়ে যে সব বক্তব্য রেখেছেন, তাতে স্পেসিফিক কোন কিছু তাদের বলার নেই। তাদের শুধু এখানে এসে কিছু বলার দরকার, তাই তারা বলে যাচ্ছেন; কিন্তু স্পেসিফিক কোন সাজেশান তারা এখানে রাখতে পারছেনা। তারপরে আমি এখানে বিলোনীয়া পাইখোলার একটা ঘটনার কথা উল্লেখ করব। সেটা মাননীয় বিরোধী পক্ষের সদস্য শ্রদ্ধেয়, ইউ, কে, রায় মহাশয় এর কনষ্টিটিউয়েন্সী, উনিও নিশ্চয় এই ঘটনার কথাটা জানেন। তাছাড়া বিরোধী পক্ষের মাননীয় সদস্য অঘোর বাবুও এই ঘটনার কথাটা জানেন। সেই জায়গাতে সূর্য্যপাল এবং রাজেন্দ্র পাল বলে দুইজন সাধারণ লোক আছে তাদের ৫/৭ কানি জমি সেখানে আছে, তারা সেগুলি চাষবাস করে কোন রকমে চলতো, তারা যখন তাদের সেই জমিতে পৌষ মাসে ধান কাটতে গেল, তখন কয়েকজন লোক তাদের জমিতে ধান কাটতে বাধা দিতে চেষ্টা করে। কিন্তু তারাও সেখানে তাদের বাধা না মেনে ধান কাটতে শুরু করলো। তারপরে তাদের সঙ্গে এখানে টিকতে না পেরে তাদের বাড়ী ঘর পুড়িয়ে দেওয়া হল. এমনভাবে পুড়ে দেওয়া হল যে তাদের পরনের কাপড় ছাড়া আর কিছু তারা পেল না। তারপরে তাদের সেই জমি থেকে তারা জোর করে ধান কেটে নেয় এবং পরে তাদের বাড়ী থেকে ৭/৮ জনকে ধরে লাল মিয়ার বাড়ীতে ধরে নিয়ে যায়, সেখানে পাইখোলার কয়েকজন বাঙালী এটা প্রত্যক্ষ করে এবং তারা দলবদ্ধ হয়ে এই ঘটনার প্রটেস্ট করে। কাজেই এই যে ঘটনাটা হল, এটা কাদের দ্বারা হয়েছে, আমি বলতে পারি যে এই ঘটনাটা করেছে একটা রাজনৈতিক দলের লোকেরা। শেষে অবশ্য ঐ কয়েকজনের প্রটেষ্টে তারা তাদেরকে ছেড়ে দিল। সেখানে এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি করা হয়েছে যে পুলিশও সেখানে আসামীকে গ্রেপ্তার করতে যেতে ভয় পায়। তারপরে অবশ্য সি, আর, পি, নিয়ে যাওয়া হয় যারফলে কিছু আসামীকে ধরা হয় এবং আর কিছু আসামী পরে পুলিশের কাছে সারেণ্ডার করে। তারপরে আবার কি হল? তখন সেখানে তারা একটা আন্দোলন শুরু করে দিল এবং একটা শ্লোগান উঠলো যে কৃষকদের আন্দোলনে যাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে তাদের মুক্তি দিতে হবে। যারা সাধারণ মানুষের ঘর বাড়ী পুড়ালো তাদের মুক্তির জন্য তারা সেখানে

লাল ঝাণ্ডা উঠিয়ে শ্লোগান দিতে শুরু করলো যে কৃষক আন্দোলনে যাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে, তাদের মুক্তি দিতে হবে। আমি এগুলি লুকিয়ে চুকিয়ে বলছিনা, আমি এগুলি বিরোধী দলের মাননীয় সদস্যদের সামনে রেখে এগুলি বলছি। তাই বলব আজকে যদি এটার একটা নিরপেক্ষ তদন্ত হয়, তাহলে এটার সত্যতা বেরিয়ে পড়বে। তারপরে আর একটা ঘটনার কথা আমি এখানে বলছি। সেটার উপরে একটা কেসও হয়ে গেছে। সেটা হচ্ছে তোকমাছড়ার ঘটনা। সেখানে অনিল বিশ্বাসের বাড়ীতে তারা একটা আক্রমণ করেছিল। এই ঘটনার কথা শুধু আমি যে ‌ানি তা নয়, এই ঘটনার কথা মাননীয় সদস্য অঘোর বাবু এবং শ্রদ্ধেয় ইউ, কে, রায় মহাশয়ও জানেন।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার, উনি বলেছেন যে এটার একটা কেস চলছে। কাজেই এটা একটা সাব-জুডিস, তিনি এটা সম্পর্কে কোন আলোচনা করতে পারেন কিনা, এটা আমি জানতে চাইছি ?

মিঃ স্পীকার :—মাননীয় সদস্য, উনি তো ঘটনার কথা বলছেন, মাত্র।

শ্রীসুরেশ চন্দ্র চৌধুরী :—স্যার, আমি একটা রাস্তার ঘটনার কথা বলছি। সেখানে ব্রজমোহন জমাতিয়া বলে কেউ ছিলেন কিনা, তারা সেখানে একটা মার খেয়েছে। তারা এই আগরতলা শহরে দীর্ঘদিন ছিল। সে যে কোন পর্যায়ের লোক, তারাও সেটা জানে। এখন ব্রজমোহন জমাতিয়া কোথায় ? তারপর দেবদারুতে যে ঘটনা হয়েছে, তাতে সেখানে লুটপাট হয়েছে, বাজারের মধ্যে অগ্নি সংযোগ করা হয়েছে এবং মানুষকে খুন করা হয়েছে, এই সব ঘটনা সেখানে হয়েছে। আমি সেজন্য বলছি যে সেখানে পুলিশ দেওয়ার জন্য স্থানীয় লোক-দের কাছ থেকে দাবী এসেছে, কিন্তু আমাদের পুলিশের খুবই অভাব, তাই সেখানে পুলিশ সম্ভব হচ্ছে না। আজকে আমাদের পরীক্ষার সময়ে পুলিশ না গেলে পরীক্ষা হয় না, সেখানেও নানা রকমের গণ্ডগোল হয়। তাছাড়া আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যের প্রায় তিন দিকে সীমান্ত রয়েছে এবং সীমান্ত অঞ্চল রক্ষার জন্যও আমাদের পুলিশের দরকার। কাজেই পুলিশ কি সীমান্ত অঞ্চলে প্রহরা দেবে, না পরীক্ষার হলে প্রহরা দেবে না কি ধান কাটার মরশুমে সেখানে যে গণ্ডগোল তারা বাধাচ্ছে. সেগুলির জন্য পুলিশ দেওয়া হবে। এরপরেও তারা বলছেন যে আমাদের পুলিশ বাজেট নাকি অবান্তর। তাহলে আমি বলব যে তাদের আসলে বলার কিছু নেই। কাজেই আমি এখানে যে সব ঘটনার কথা বললাম, সেগুলির প্রত্যেকটির হচ্ছে বাস্তব ঘটনা সম্বন্ধে আমি বললাম এবং এটা দৃষ্টান্ত নয়, বাস্তব ঘটনা। এইভাবে যে সর্বত্র সন্ত্রাসের সৃষ্টির চেষ্টা চলছে এটা রোখা দরকার। আজকে তকমাছড়াতে পুলিশ ফাঁড়ি দরকার. বাইথোরাতে পুলিশ ফাঁড়ি দরকার, দেবদারুতে পুলিশ ফাঁড়ি দরকার, কলসীতে পুলিশ ফাঁড়ি দরকার। দেবদারুতে যখন ঘটনা হয়, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি বলে-ছিলাম পূজার পরে যে দেবদারুতে ঘটনা হওয়ার সম্ভাবনা আছে। কারণ যে অ্যাকটিভিটি চলছে এই অ্যাকটিভিটিতে বুঝা যাচ্ছে সেখানে একটা কিছু ঘটনা হতে পারে। হয়ত পুলিশ

সেখানে টহল দিত। কিন্তু টহল দিয়ে কোথা যায় না। আমি সারা ত্রিপুরার কথা বলছি না। আমি বিলোনীয়া এবং অন্যান্য জায়গার কথা বলছিনা। আমি কয়েকটা জায়গার কথা বলছি। আমি বিরোধী পক্ষের সকলকে বলছি না, আমি বাস্তব ঘটনার কথা বলছি। এই বলে যে পুলিশ বাজেট এনেছেন তাকে আমি সমর্থন করি এবং বিরোধী পক্ষ যে অবান্তর কতগুলি কাটমোশান এনে সময় নষ্ট করেছে আমি তার বিরোধিতা করি। আর চেয়ারম্যানেরও দোষ আছে। এই দিক থাকলে এরকম হবে, ঐদিকে থাকলে আর এরকম হবে। এটা চেয়ারের দোষ। এই বলে আমি বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় সদস্য যে কয়টা জায়গায় পুলিশ ফাঁড়ির কথা বলছেন তার জন্য আমি পূর্ণ সমর্থন আমার পক্ষ থেকে দিচ্ছি এবং তিনি যে প্রকাশ্যে এনকোয়ারীর কথা বলেছেন অপোজিশনে বসে আমরা বলছি আমাদের পূর্ণ সমর্থন আছে যে এনকোয়ারী করা হোক।

Shri Krihnadas Bhattacharjee :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি যে ১২ নম্বর ডিমাণ্ডটি হাউসে পেশ করেছিলাম কালকে আজকে তার বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। এই ডিমাণ্ডটি সম্বন্ধে যে কাটমোশান এসেছে তার বিরোধিতা করে আমি দুই একটি বক্তব্য রাখছি। আমার মাননীয় সদস্যগণ অনেকগুলির উত্তর দিয়েছেন, আমি বেশী সময় বলব না। আমি দুই একটা পয়েন্টের উত্তর দেব। মাননীয় সদস্য শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা মহাশয় কয়েকটা স্পেসি-ফিক কম্প্লেন করেছেন, ধর্ম্মনগর শিক্ষক হত্যার ব্যাপারে আসামীকে গ্রেপ্তার করা হয় নি। এটা সম্পূর্ণ অসত্য।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা :—আমি বলছি কবে অ্যারেষ্ট করা হয়েছে। (নয়েজ)

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—তারা যদি উত্তর শুনতে চান তাহলে চুপ করে শুনতে হবে। ধর্ম্মনগরের ব্যাপারে আসামীকে গ্রেপ্তার করা হয়নি। এটা সত্যি নয়। ধর্ম্মনগরের ব্যাপারে আসামীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং সেই আসামী এখনও জেলে আছে। সুতরাং মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ধর্ম্মনগরের আসামীকে গ্রেপ্তার করা হয়নি এটা ঠিক নয় এবং পুলিশ নিষ্ক্রিয় একথাও ঠিক নয়। উদয়পুরে যে জীপ গাড়ী পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল সেই সম্বন্ধে পুলিশ নিষ্ক্রিয় এটা একটা ভিত্তিহীন অভিযোগ ছাড়া আর কিছুই নয়। কারণ উদয়পুরে যে ঘটনা ঘটেছে তাতে পুলিশ যথা সম্ভব অ্যকশান নিয়েছে এবং চার জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সুতরাং এই অভিযোগও ঠিক নয়। মনেনীয় সদস্য শ্রীঅভিরাম দেববর্ম্মা মহাশয় কোথায় নিমন্ত্রণ খেতে গিয়েছিলেন আর সেখানে ভীম বাহাদুর তাঁকে কি বলেছেন যে জানেন আমি আপনাকে অ্যারেষ্ট করতে পারি। ভীম যে হঠাৎ কেন ক্ষেপে গেল আমি বুঝতে পারি না তিনি বোধ হয় ভীমের সংগে দুর্যোধনের মত ব্যবহার করতে গিয়েছিলেন নাকি আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। কিন্তু তিনি সেখানেও গদা ঘুরালেন না, হাউসে তিনি এসে গদা ঘুরাতে আরম্ভ করলেন। তাকে বলেছে গদা মারবে, তিনি একজন নির্বাচিত সদস্য।

ভীমকে তিনি কিছু বলতে সাহস করলেন না. হঠাৎ এসে হাউসের মধ্যে আমাদের দিকে গদা ঘুরাতে সুরু করেছেন সুতরাং ভীম যখন গদা ঘুরিয়েছে তখন আমাদের প্রপার ওয়েতে কমপ্ল্যান করুন। যদি কোন পুলিশ তাকে ভয় দেখিয়ে থাকে যে তাকে অ্যারেষ্ট করবে তাহলে তিনি কমপ্ল্যান করুন আমাদের কাছে। আমরা নিশ্চয়ই তদন্ত করে দেখব।

শ্রীবাজুবন রিয়াং :—এই তো কমপ্ল্যান হল।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—এইভাবে কমপ্ল্যান হয় না। প্রপার ওয়েতে কমপ্ল্যান করতে হবে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, পুলিশ বাহিনীতে ত্রিপুরার ছেলেদের নেওয়া হয় না এবং বেকার সমস্যার সমাধান করতে হলে পুলিশ বাহিনীতে নেওয়া প্রয়োজন তারা বলছেন। প্রয়োজন ঠিকই। কিন্তু নেওয়া হয়না সেটা ঠিক নয়। ত্রিপুরার ছেলেদের নেওয়া হয়। বি, এস, এফ যেটা ত্রিপুরা গভর্ণমেন্টের কন্ট্রোলে নয়, সেন্ট্রাল গভর্ণমেন্টের কন্ট্রোলে, সেই বি, এস, এফ, এও ত্রিপুরার ছেলেদের প্রথম সুযোগ দেওয়া হয় এবং তাদের বেলায় জেনারেলী যে মাপ আছে, ট্রাইবেলের বেলায় সেই মাপে ব্যতিক্রম করা হয়। তাদের একটা রিলেকজেশন দেওয়া হয় মাপের বেলায়। এবং তাদের বেলায় যেখানে জেনারাল মাপ হচ্ছে পাচ ফুট, সাড়ে পাচ ইঞ্চি, সেখানে ট্রাইবেলদের বেলায় রিলাগজেশান করে করা হয়েছে পাচ ফুট তিন ইঞ্চি। তাছাড়া ত্রিপুরার ছেলে ট্রাইবেল হউক বা নন-ট্রাইবেলই হউক, তাদের প্রথম সুযোগ দেওয়া হয়, শুধু ত্রিপুরার পুলিশেই নয়, বি, এস, এফ, এও তাদের সুযোগ দেওয়া হয়, কিন্তু মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, দুঃখের বিষয়...

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—বাংগালী ছেলেদের মেজারমেন্ট'এর বেলায় রিলেকজেশান আছে কি না এবং কত জনকে দেওয়া হয়েছে ?

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য :—রিলাগজেশান দেওয়া হয়, তবে কতজনকে দেওয়া হয়েছে, সেটা এখন বলতে পারব না।

ত্রিপুরার পুলিশের মেজারমেন্ট,এর নিয়ম যেটা ফলো করা হয়, সেটা ওয়েষ্ট বেঙ্গলের বাংগালী ছেলেদের যে মেজারমেন্ট নেওয়া হয়, আমাদের এখানেও সেই মেজারমেন্টই নেওয়া হয়, কাজেই এখানে বাংগালীদের রিলাকজেশান দেওয়ার প্রশ্ন উঠে না, এখানে রিলাকজেশানের প্রশ্ন আসে, ট্রাইবেলদের বেলায়। কারণ নেপালীদের, গোরখালীদের বেলায় যেট দেওয়া হচ্ছে, সেইভাবে আমাদের ট্রাইবেলদের বেলায় যাতে করা যায়, তার জন্য বিশেষ অর্ডার গভর্ণমেন্ট অব ইণ্ডিয়া থেকে এনে আমাদের এখানে ট্রাইবেলদের ক্ষেত্রে সেই রিলাকজেশান আমরা করেছি। কাজেই রিলাকজেশান হয়নি সেটা ঠীক নয়। তাছাড়া ট্রাইবেলদের ছেলেদের চাকুরীর সুযোগ দেওয়া হয় না বলে যে কথা বলা হয়েছে, সেটাও ঠিক নয়, তারা সর্ব্বাগ্রে চাকুরীতে সুযোগ পায়। বি, এস, এফ'এর একজন কমানডেণ্ট তিনি আমাকে বলেছেন যে দেখুন আমরা এখানকার ছেলেদের সমস্ত বিষয়ে প্রেফারেন্স

দিয়ে থাকি, কিন্তু কয়েকদিন ট্রেনিং দিয়েই তারা পালিয়ে যায়, এমন কি তাদের পোষাক পরিচ্ছদ যে দেওয়া হয়, সেই সমস্ত জিনিষপত্র নিয়ে তারা পালিয়ে যায়, কাজেই তাদের কতকগুলি ক্রিটিসিজম ফেস করতে হয়,গভর্ণমেন্ট অব ইণ্ডিয়া থেকে তাদের একস্প্ল্যানেশান ফেস করতে হয়। এটা এখানে আমার বলার উদ্দেশ্য ছিল না, আমি বাই দি বাই একথা বললাম। কাজেই তাদের সুযোগ দেওয়া হয়না, এটা ঠিক নয়, মাপমত হলে তাদের সবচেয়ে আগে অধিকার দেওয়া হয়। মাননীয়, অধ্যক্ষ মহোদয়, বহিরাগত পুলিশের সংগে ত্রিপুরার পুলিশের পার্থক্যের কথা যেটা এখানে বলেছেন, সেটা ঠিক কারেকটলী বলতে পারেননি, কারেকট পিকচার উনারা দিতে পারেন নি। কারণ আগে এখানে পি, এ, সি এবং বি, এম, পি আনা হত, কিন্তু এখন তাদের নেওয়া হয় না, এখন শুধু বি, এস, এফ এবং ত্রিপুরা পুলিশ, আর্ম্মড ফোর্স আছে। আমাদের এখানে যে পুলিশ আছে, তাদের পে-স্কেল, ওয়েষ্ট বেংগলের মত পে-স্কেল এবং এ্যালাউয়েন্স ঠিক ওয়েষ্ট বেংগলের মত দেওয়া হয়। কাজেই বি, এস, এফ দের যেটা দেওয়া হয়, সেটার সংগে এটার সামঞ্জস্য করা উচিত নয়। তবে রেশান সাবসিডি যেটা রয়েছে বেংগলে যেটা দেওয়া হয়, সেটা আমাদের এখানে পুলিশেরা পায় না, তার জন্য আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে লেখালেখি করেছি এবং সেটা কেন্দ্রীয় সরকারের বিবেচনাধীন আছে, তারা বিবেচনা করে দেখছেন এখানকার পুলিশকে রেশান সাবসিডি দেওয়া যায় কি না। লোক্যাল গভর্ণমেন্ট, যেহেতু তারা রেশন সাবসিডি পায় না, সরকার সেটা বিবেচনা করছেন এবং কেন্দ্রীয় সরকারের সংগে এই বিষয়ে যোগাযোগ করছেন এবং সেটা কেন্দ্রীয় সরকারের বিবেচনাধীন আছে। পে-স্কেল এনমলী রয়েছে, যেটা এই হাউসে কয়েকবার বলা হয়েছে, তবে যেটা বড় রকমের এনমলীজ ছিল, সেটা হচ্ছে রেডিও অপারেটারদের, সেটা আমরা ঠিক করে দিয়েছি, ওয়েষ্ট বেংগলে যে র‍্যাংকে তাঁরা আছেন, সেই র‍্যাংকেই তাদের সেটা দেওয়া হয়েছে—এবং তারা সেই পে-স্কেল পাচ্ছে।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ধর্মনগরে কুরপানালীর বাড়ীতে দিনে দুপুরে পুলিশ ডাকাতি করতে গিয়েছে বলে যে কথা বলা হয়েছে, সেটা আসল ঘটনাটাকে অসত্যভাবে পরিবেশন করা হয়েছে। মাননীয় অঘোর বাবু বেশীরভাগ তথ্যই বাজে পত্রিকা থেকে, তা না হলে অন্য জায়গা থেকে এনে এখানে পরিবেশন করেন এবং কাট মোশানের পক্ষে যে সমস্ত তথ্য এখানে পরিবেশন করেন, তার বেশীর ভাগ তথ্যই অসত্য, এটা আমি মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়ের সামনে তুলে ধরব। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় এখানে বলা হয়েছে যে পুলিশ কুরপানালীর বাড়ীতে ডাকাতি করতে গিয়েছিল, চমৎকার, আসলে পুলিশ তার বাড়ীতে একটা কোর্টের সমন নিয়ে ওয়ারেন্ট নিয়ে কুরপানালীর বাড়ীতে গিয়েছিল, তাকে এ্যারেষ্ট করতে, তখন সে তাকে দা, ইত্যাদি নিয়ে আক্রমণ করতে আসে, পুলিশ তখন তার আত্ম রক্ষার জন্য গুলি করে। এই হচ্ছে সত্য ঘটনা, কিন্তু সেই পুলিকেও সাসপেণ্ড করা হয়েছে। এবং কোর্টে বিচারাধীন আছে। কাজেই তিনি যে কথা, যে তথ্য এখানে

পরিবেশন করেছেন, এটা সম্পূর্ণ অসত্য। তবে ঐ সময়ে গুলি ছোড়া ঠিক হয়েছে কিনা, সেটা কোর্টের বিচার্য্য বিষয়। তিনি যেটা বলেছেন, এটা ডিসটরটেড স্টরী।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ট্রাইবেল ছেলেদের চাকুরীর ক্ষেত্রে হ্যারাসমেন্ট করা হয়, এইভাবে একটা কাট মোশান এখানে এনেছেন, এনেছেন অঘোর দেববর্ম্মা মহাশয়, কিন্তু কোন হ্যারাসমেন্টের ঘটনা আছে বলে আমার জানা নেই। তাদের থেকে সার্টিফিকেট চাওয়া হয়, পুলিশের চাকুরী করবে, নাগরিক হিসাবে সার্টিফিকেট দেবে না, সেটা চাওয়া যদি হ্যারাসমেন্ট হয়, তাহলে আমার বলার কিছু নাই। পুলিশের চাকুরীতে রিক্রুটমেন্টের ব্যাপারে তাকে রিলাকজেশান দেওয়া হচ্ছে মেজারমেন্টের ব্যাপারে, কিন্তু চাকুরী পাওয়ার পর তার যে রিকুইজিট সার্টিফিকেটগুলি সেগুলি দেবে না, সেটা হতে পারে না। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমরা যারা এখানে পুরানো লোক আছি, আমাদের যাদের জন্ম এখানে, আমাদেরও একটা কাজের জন্য গেলে একটা সার্টিফিকেট দিতে হবে, পাশপোর্ট করতে গেলে সার্টিফিকেট দিতে হবে, যদি কেউ রিফিউজী হয়ে আসে তাহলে তার বেলায় এরকম সার্টিফিকেট, আর যারা বাই বার্থ এখানে আছেন, তাদের বেলায় এরকম সার্টিফিকেট দিতে হয়। হয়তো কোন বিশেষ কারণে ঐ সমস্ত সার্টিফিকেটের প্রয়োজন হয়। এইসব ক্ষেত্রে কোন রিলাকজেশানের প্রশ্ন উঠে না।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে আর একটা কথা বলেছেন সেটা হল স্কুল কলেজ এবং বাজার ইত্যাদি পুড়িয়ে দেওয়া সম্বন্ধে। এই সম্বন্ধে মাননীয় মন্ত্রী প্রফুল্ল কুমার দাস মহাশয় অনেক কিছু বলেছেন, কাজেই আমি আর এদিক দিয়ে বলতে চাই না। তার পরে অঘোর দেববর্ম্মা মহাশয় বলেছেন যে পুলিশ ডিপার্টমেন্টে নাকি কাকে কাকে সুপারসিড করে প্রমোশন দেওয়া হয়েছে। কিন্তু আমি চেলেঞ্জ করছি, এবং মাননীয় স্পীকারের মাধ্যমে তাকে অনুরোধ করছি, তিনি যেন সেই সবগুলি আমার কাছে প্রডিউস করেন যে অনিল দেববর্ম্মাকে সুপারসিড করে প্রমোশন দেওয়া হয়েছে। আমি মনে করি তিনি সেগুলি এখানে প্রডিউস করতে পারবেন না। তিনি শুধু কতগুলি ভুল তথ্য সংগ্রহ করে এনে এই হাউসকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছেন, ইট ইজ ভেরী আন-ডিজাইরেবল ফর এ মেম্বার। কাজেই উনি যে সব তথ্য এখানে দিয়েছেন, আমি মনে করি সেগুলি সবই অসত্য। তিনি শুধু এই হাউসের মূল্যবান সময়কে নষ্ট করার জন্য এই সব অভিযোগগুলি এখানে পেশ করেছেন। আর অঘোর দেববর্ম্মা মহাশয়, যে সব অভিযোগ করেছেন, সেগুলির একটা একটা করে আমি উত্তর দিয়েছি। কানপুরের কোম্পান আলি এবং অনিল দেববর্ম্মা এবং ডাইরেক্টার অব ফায়ার সার্ভিস সম্পর্কে তিনি যে অভিযোগ করেছেন, সেগুলি দুইজন ডি, এস, পিকে দিয়ে তদন্ত করানো হয়েছে, কিন্তু তদন্ত করার পর দেখা গেল যে সেই সব অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি। যদিও তিনি বলেছেন যে লেঃ গভর্ণারকে যে চিঠি দেওয়া হয়েছে তার একটা কপি তাকে দেওয়া হয়েছে। এই সব কমপ্লেন্ট সম্পর্কে আমি বলব এটা তিনি করেছেন একটা উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে। সেখানে কোন সুপারসিড এর ঘটনা হয়নি। তাই মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আমি একটা একটা করে এখানে দেখালাম যে মাননীয়

সদস্য যে সব অভিযোগ করেছেন, সেগুলির সবই অসত্য। আর মাননীয় সদস্য প্রমোদবাবু রিক্রু- ইটমেন্ট রুলস, ট্রেন্সফার এবং অনেক এর বিরুদ্ধে যে সব শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ এবং অনেককে আবার সাস্পেনশান করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন। এগুলি সম্পর্কে আমার যতটুকু বলবার তা আমি বলেছি এবং তাতে তাঁর যে অভিযোগ সেগুলির সবটাই কভার হয়েছে, এর বেশী কিছু প্রয়োজন আছে বলে আমার মনে হয় না। আর বাজুবন বাবু বলেছেন যে পুলিশের বাজেটে ১ কোটি ৮৮ লক্ষ টাকা যেটা ধরা হয়েছে সেটা যদি আমাদের সাধারণ নাগরিকের প্রত্যেকের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হত তাহলে তারা মাথাপিছু ১০ টাকা করে পেতেন। এটা আবার সমর্থন করেছেন, মাননীয় সদস্য তড়িৎমোহন দাশগুপ্ত মহাশয়। কাজেই এর থেকে বুঝা যাচ্ছে আমরা এই পুলিশ বাজেটে যে টাকাটা ধরেছি, সেটা খুবই কম। তাছাড়া একজন সদস্য তো বলেই ফেলেছেন যে এই বাজেটে যে টাকা ধরা হয়েছে, সেটাকে আরও বাড়ানো দরকার। কাজেই তাদের বক্তৃতা থেকে স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে এবং প্রমাণিত হচ্ছে আমরা পুলিশের জন্য যে ব্যয় বরাদ্দ ধরেছি, সেটার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

Mr. Speaker :—Now, discussion on the cut motions and the demand for grant No. 12 is over. I am putting to vote the cut motions first.

Now, the question before the House is the cut motion moved by Shri Abhiram Deb Barma that the demand be reduced to Rs. 1/- to raise discussion on—ত্রিপুরার শহরগুলিতে গুণ্ডা দমনে ব্যর্থতায় প্রতিবাদ।

The cut motion was put and lost by voice vote.

Mr. Speaker :—Now, the question before the House is the cut motion moved by Shri Abhiram Deb Barma that the demand be reduced to Re. 1/- to raise discussion on—সীমান্ত রক্ষীদলে বেকার যুবকদের নিয়োগের ব্যবস্থা না করার প্রতিবাদ।

The cut motion was put and lost by voice vote.

Mr. Speaker :—Now, the question before the House is the cut motion moved by Shri Abhiram Deb Barma that the demand be reduced to Re. 1/- to raise discussion on— ত্রিপুরার পুলিশ ও ত্রিপুরার বাহির থেকে আমদানী করা সশস্ত্র বাহিনীর পুলিশদের বেতন, ভাতা, রেশন প্রভৃতির হারে তারতম্য দূর না করার প্রতিবাদ।

The cut motion was put and lost by voice vote.

Mr. Speaker :—Now, the question before the House is the cut motion moved by Shri Aghore Deb Barma that the demand be reduced by Rs. 100/- to raise discussion on—"Unnecessary harrasment in giving appointment to the Scheduled Tribes".

The cut motion was put and lost by voice vote.

Mr. Speaker :—Now, the question before the House is the cut motion moved by Shri Bidya Ch. Deb Barma that the demand be reduced to Re. 1/- to raise discussion on—ত্রিপুরার সীমান্ত এলাকায় মিজো স্যাংক্রাক আক্রমণ প্রতিহত না করার প্রতিবাদ।

The cut motion was put and lost by voice vote.

Mr. Speaker :—Now, the question before the House is the cut motion moved by Shri Bidya Ch. Deb Barma that the demand be reduced to Re. 1/- to discuss on—ত্রিপুরার সীমান্ত এলাকায় গরু চুরি বন্ধ করার জন্য কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ না করার প্রতিবাদ।

The cut motion was put and lost by voice vote.

Mr. Speaker :—Now, I am putting to vote the main demand for grant No, 12—Police.

The question before the House is the motion moved by the Hon'ble Finance Minister that a sum not exceeding Rs. 1,88,00,000/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1971], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1972 in respect of Demand No. 12—Police.

The motion was put and passed by voice vote.

Mr. Speaker :—Now, I would request the Hon'ble Finance Minister to move his demand No. 19.

Shri Krishnadas Bhattacherjee :—Mr. Speaker Sir, on the recommendation of the Administrator, I beg to move that a sum not exceeding Rs. 62,01,000/- [inclusive of the sums specified in column 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1971], be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1972 in respect of Demand No. 19—Animal Husbandry.

Mr. Speaker :—There is one cut motion on this demand for grant No. 19. Now, I would request the Hon'ble member Mono Mohan Deb Barma to move his cut motion.

শ্রী মনোমোহন দেববর্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এটা মুভ করার আগে একটা কথা বলছি। আগামীকাল সারা ত্রিপুরা বন্ধ ডাকা হয়েছে। আমাদের পক্ষে পিপলস সেন্টিমেন্টকে অগ্রাহ্য করে হাউসে আসা সম্পূর্ণ অসম্ভব। আমি জানিয়ে দিতে চাই আমরা যারা বিরোধী দলে আছি তারা কেউই আগামীকাল হাউসে আসতে পারব না। ছাত্র সংগঠন এবং মোটরস ইউনিয়ন ইত্যাদি সংগঠন বন্ধ কল করেছে। সেজন্য পিপল সেন্টিমেন্টকে অগ্রাহ্য করে আমরা আসতে পারব না।

শ্রী প্রফুল্ল কুমার দাস :—আমার একটা পয়েন্ট অব অর্ডার স্যার। উনি না এলে কি তাকে প্রেজেন্ট মার্ক করতে হবে নাকি।

শ্রীপ্রমোদ রঞ্জন দাশগুপ্ত :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই ষ্ট্রাইকটা যেহেতু পূর্ব বঙ্গের গণ অভ্যুত্থানের প্রতি সহানুভূতি দেখানের জন্য ডাকা হয়েছে এবং আমরাও যেহেতু পূর্বঁবঙ্গের গণঅভ্যুত্থানের প্রতি সহানুভূতিশীল সেজন্য আমরা আগামীকাল আসতে পারব না হাউসে। আশা করি এটা সবাই মনে রাখবেন এবং এটার সঙ্গে প্রেজেন্টের কোন কথা নয়। মনে রাখা উচিৎ এটা পূর্ব বংগের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে হচ্ছে।

মিঃ স্পীকার :—আপনি কি একা আবেদন জানিয়েছেন।

শ্রীপ্রমোদরঞ্জন দাশগুপ্ত :—আপনার মারফতে জানিয়েছি।

মিঃ স্পীকার :—নাউ, শ্রীমনমোহন দেববর্ম্মা।

শ্রীমনমোহন দেববর্ম্মা :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ডিমাণ্ড ফর গ্র্যান্ট নাম্বার ১৯— এনিমেল হাজবেনড্রী, এতে আমার কাট মোশন হচ্ছে— Failure to open sufficient dispensaries to meet minimum need.

আমাদের ত্রিপুরাতে হচ্ছে শতকরা আশি জনই গ্রামের লোক, কৃষক। কাজেই আমাদের কৃষক ভাই যারা আছে তারা স্বভাবতই গরু এবং মহিষের উপর নির্ভরশীল। গরু মহিষ যদি ওদের না থাকে তাহলে চাষাবাদ সম্ভব নয় এবং চাষাবাদ সম্ভব না হলে আমাদের সমগ্র ত্রিপুরার অর্থনীতি বিকল হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। কাজেই আমাদের এই গরু বাছুর এবং মহিষকে রক্ষা করা এইগুলিকে তত্ত্বাবধান করা উচিত যাতে আমাদের চাষাবাদ আরও সুন্দরভাবে হতে পাবে। আমি জানি তারই জন্য আজকে এনিমেল হাজবেনড্রী ডিপার্টমেন্ট হয়েছে। কিন্তু এই ডিপার্ট-মেন্ট অনেকদিন আগে থেকে বিশেষ করে স্বাধীনতার পর থেকে যে ডেভেলাপমেন্ট প্রগ্রাম নেওয়া হয়েছে সেই ডেভেলাপমেন্ট প্রগ্রামের সঙ্গে যে বাজেট সেই বাজেটের সঙ্গে এনিমেল হাজবেনড্রী যুক্ত রয়েছে। মাননীয় ফিনানস্ মিনিষ্টার যে ভাষণ দিয়েছেন সেখানে দেখা যায়— ১টি পশু হাসপাতাল, ১৩টি পশু চিকিৎসার ডিস্পেনসারী, ২টি ভ্রাম্যমান পশু চিকিৎসা ইউনিট, ১৭টি ষ্টকম্যান সেন্টার, ৭টি পশু চিকিৎসার ইউনিট, ৫টি গ্রামীন পশু চিকিৎসা ডিস্-পেনসারী ১টি রোগনির্ণয় গবেষণাগার এবং ১টি ষ্টোর চালু রেখেছেন। কাজেই এই যে বিভিন্ন জায়-গার আমরা যা দেখেছি তাতে দেখা যায় এই সমস্ত পশু ডিস্পেনসারী যেগুলি আছে সেই ডিস্-পেনসারীগুলি আজকে যদি দেখি তাহলে দেখব সদর এলাকাতে যেখানে গাড়ী ঘোড়া চলে অন্তত এই সমস্ত জায়গাতে রয়েছে। যেমন আগরতলায় পশু হাসপাতাল আছে। কিন্তু আগরতলায় কৃষকের সংখ্যা অত্যন্ত কম। এই হাসপাতাল থেকে যারা সুযোগ নেন তারা হয়ত শহরবাসী আছেন তাদের গাই বাছুরের জন্য সেই সুযোগ নিয়ে থাকেন। কিন্তু কৃষকের কৃষির জন্য যে সমস্ত পশুদের চিকিৎসার প্রয়োজন সেই চিকিৎসা এখানে হয় না। আর বিশেষ করে

বাইরে যেগুলি আছে সেগুলিও পাহাড়ের অভ্যন্তরে খুব কম। যেমন বিশালগড় থেকে জম্পুই-জলা, বা হাওরবাড়ী—এটার দূরত্ব প্রায় ৬০।৭০ মাইল হবে। কাজেই এই দূর অঞ্চলগুলি থেকে চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা নাই। তাদের যদি চিকিৎসা করাতে হয়, তারা জানেও না কোথায় ডিস্‌পেনসারী আছে। এখন বৃষ্টি পড়েছে, কৃষির সময় এসেছে। বিশেষ করে এই সময়েই গরু বাছুরের রোগ বিস্তার লাভ করে। এই সময়টার মধ্যে যদি টিকা বা ইনজেক্‌শান না দেওয়া যায়, যদি প্রতিষেধক ঔষধ পত্র না দেওয়া হয় তাহলে হালের সময় গরীব কৃষকেই হোক আর ধনী কৃষকেই হোক, তাদের যদি একটা বলদও মারা যায় বা হয় যদি মারা যায় তাহলে তারা কিনতে পারে না। কাজেই এই যে তাদের অসুবিধা সেই অসুবিধাগুলি দূর করতে হলে এবং ইমারজেন্সী যে কেস্ আছে, হঠাৎ মরে যেতে পারে অনেক বিপদে সেটা অচল হয়ে যেতে পারে, তখন সেটাকে রক্ষা করা অনেক সময় সম্ভব হয় না। কারণ দূর দূরান্তর থেকে এসে বিশালগড় বা আগরতলায় এসে চিকিৎসা করানো তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। যখন বীজ ধান থাকে না বা যখন জালা ধান করে সেই সময়েও অনেক গরু মারা যায় হঠাৎ। তখন মহাজনের কাছে ঋণ নিতে হয় এবং সারা জীবন ধরে এই ঋণের বোঝা বহন করে চলতে হয়। সেজন্য যে সমস্ত পশু চিকিৎসালয় আছে সেগুলি যদি প্রচুর হয় তবে কৃষকের প্রয়োজন মেটাতে পারে এবং প্রকৃতই যারা চাষী তাদের প্রয়োজন মেটাতে এখনকার ব্যবস্থা অক্ষম। কাজেই আমি এমন একটা ব্যবস্থা করা দরকার মনে করি যাতে দূর দূরান্তর থেকে এসে তাহাদের হয়রাণি হতে না হয়। যেমন টাকারজলায় একটা ষ্টেশন খোলা হয়েছে। কিন্তু সেই ষ্টেশনে ষ্টকম্যান বা ভেটেরিনারী অ্যাসিষ্টেন্ট সার্জ্জন কেউ থাকে না। আমি অনেক সময় নিজে ষ্টক-ম্যানকে থাকার জন্য অনুরোধ করেছি। কিন্তু তারা কেউ না থাকাতে সামান্য একটা ঔষধের জন্য কৃষকদের ফিরে যেতে হয়। সেজন্য তিন বছর ধরে আমি অনেক অনুরোধ তাদের করেছি। তারপর নিজে ব্যক্তিগতভাবে ভেটেরিনারী মিনিষ্টারকে অনুরোধ করেছি। কিন্তু কিছুই হয় নি। এইখানে যে ভেটেরিনারী সেন্টার আছে সেটা কেউ জানেও না। কোথায় আছে অফিস, কেউ সেটা জানে না এবং সেটা ডিপার্টমেন্ট কোন তত্ত্বাবধান হচ্ছে বলে আমি জানি না এবং আমি নিজে সেখানে তত্ত্বাবধান করেছি সেখানেও কোন প্রতিকার বা প্রতিবিধান বা তার কোন ফল আমি দেখি নি। কাজেই ত্রিপুরায় ক্যাটল পপুলেশন সম্পর্কে কোন সেন্‌সাস হয় নি। সেটা যদি হত তাহলে দেখতাম যে ক্যাটল এর সংখ্যা কত এবং ১ লক্ষ গরুর চিকিৎসার জন্য হয়ত আমরা একটা ডিসপেনসরী দেখতে পেতাম। যেহেতু ক্যাটল সেনসাস আমাদের হয় নি, হয়েছে কি না আমি জানিনা, কোন পত্র পত্রিকায়ও আমি সেটা দেখিনি, কাজেই ঠিকমত হিসেব দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়—যে কত লক্ষ ক্যাটলের জন্য একটা হাসপাতাল বা ডিসপেনসারী দেওয়া হয়েছে, সেটা থাকলে আমরা দেখতে পারতাম কিভাবে আমরা অগ্রসর হয়েছি। আর বিশেষ করে আমাদের যে পিত্রা অঞ্চলে একটা ভেটারনারী ডিসপেনসারী দেওয়ার কথা ছিল, প্রায় বছর তিন আগে, আমি পারম্পরিক খবর নিয়ে জানলাম যে যদিও সেটা কাগজে পত্রে সেন্টার ওপেন করা হয়েছে, সেটা কাগজে পত্রেই রয়েছে, বাস্তবে তার কোন অস্তিত্ব কেউ খোঁজে

পায়নি। কাজেই সেখানে কিছু হয়েছে বলে আমি জানিনা। তাই আমি বলব আজকে আমরা গ্রো মোর ফুডের জন্য বলছি, বিশেষ করে আমরা সবুজ বিপ্লবের পক্ষে রায় দিয়েছি, সেই সবুজ বিপ্লবকে যদি কার্য্যকরী করতে হয়, কৃষিকার্য এখনও আধুনিকিকরণ হয়নি, কাজেই কৃষকের গরুর উপর আমাদের নজর রাখতে হবে, সেটা যদি আমরা না করতে পারি, কৃষকের প্রয়োজনের সময়, তার অভাবের সময় যদি তাদের সাহায্যের প্রস্তাব বা ব্যবস্থা না থাকে, চিকিৎসার ব্যবস্থা না থাকে, তাহলে সবুজ বিপ্লব আমাদের ব্যর্থ হয়ে যাবে, এটা মিথ্যা কথা নয়। আজকে কৃষির উপর আমরা যখন গুরুত্ব দিয়েছি, ঠিক সেইভাবে তাদের গরু বাছুরের উপরও আমাদের গুরুত্ব দিতে হবে—এবং সেইদিকে লক্ষ্য রেখে অনেক নতুন জায়গায় আমাদের নতুন সেন্টার খোলা দরকার, তারজন্য আমি মাননীয় ফিনানস্ মিনিষ্টার এখানে যে ব্যয় বরাদ্দের দাবী এনেছেন, সেটা সমর্থন করতে পারছিনা, কারণ এখানে নতুন ডিসপেনসারীর প্রয়োজনীয়তা রয়েছে এবং এখানে যে ব্যয় বরাদ্দ চাওয়া হয়েছে, সেটা খুব কম, এবং এর দ্বারা এখানকার প্রয়োজন মেটাতে পারবে না, সেজন্যই আমি এখানে কাট মোশান এনেছি।

মিঃ স্পীকার ঃ—শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত।

শ্রীতড়িৎ মোহন দাশগুপ্ত ঃ—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে ডিম্যাণ্ড নাম্বার ১৯—এনিমেল হাজবেনড্রী যে এসেছে, তার উপর আমি বক্তব্য রাখতে গিয়ে কয়েকটি বিষয়ের প্রতি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। প্রথমে আমি আগরতলা ডেয়ারী সম্পর্কে কিছুটা দৃষ্টি আকর্ষণ করব। আগরতলা ডেয়ারী, এটা ঠিক কথা যে দুগ্ধ সরবরাহ করে আগরতলা শহরে দুগ্ধের ব্যবস্থা করেছেন, কিন্তু অতি ঘন ঘন সেই দুগ্ধ সরবরাহ'এর ব্যাঘাত হয় এবং এই মাসেও প্রায় পাঁচ ছয় দিন দুগ্ধ সরবরাহ করা হয়নি, কোন কোন সময় অর্ধেক দুগ্ধ দেওয়া হয়, যা দেওয়া হয়, সেটা পূর্বাহ্নে জানান হয় না, ফলে অনেক বাড়ীতে শিশু আছে, তাদের অসুবিধা হয়। এটা অনবরতই ঘটছে, সেটা কিভাবে দূরিভুত করা যায়, আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে বিশেষভাবে ভেবে দেখতে বলব। একদিন, দুইদিন হলে সেটা বলার কিছু ছিল না, কিন্তু সেটা রেফার করছে। কিছুদিন পরপরই সেটা হচ্ছে, অসুবিধা যে না আছে, সেটা নয়, অসুবিধা আছে, কিন্তু কোন অসুবিধাই মানুষের চেষ্টার বাইরে নয়। যদি আগে থেকে প্রিকশনারী মেঝার নেওয়া হয়, তাহলে সেটা দূর করা যেতে পারে, যদি কিছু ড্রাই মিল্ক বা টোণ্ড মিল্ক গভর্ণমেন্ট স্টকে রাখা যায় এবং ঠিক সেই অভাবের সময়, যখন ষ্ট্রাইক বা ঐ জাতীয় কিছু হলে পরে দেখা গেল যে দুধ আসছে না, তখন সেটা যদি সরবরাহ করা যায়, তাহলে কোয়ান্টিটিটা ঠিক থাকে, গরুর দুধ দিয়েই হউক বা টোণ্ড মিল্ক দিয়েই হউক সেটা যাতে পূরণ করা যায়, সেইদিকে বিবেচনা করে দেখার জন্য আমি এখানে বক্তব্য রাখছি। আরেকটা জিনিষ হচ্ছে যে অনেক সময় দেখা যায় যে বোতলের পরিবর্তে ড্রাম থেকে দুধ দেওয়া হয়। এখন ডেয়ারী থেকে দুই রকম'এর দুধ সরবরাহ করা হয়, একটা হচ্ছে ষ্ট্যাণ্ডার্ড মিল্ক এবং আরেকটা হচ্ছে মাখন তোলা দুধ। সেখানে দামেরও পার্থক্য আছে, কাজেই যখন ড্রাম থেকে দুধ দেওয়া হয়, তখন কোন্ দুধ দেওয়া হচ্ছে, সেটা বুঝে উঠা মুস্কিল, সেখানে ঘি

পারসেণ্ট দুধ আছে কিনা, সেটা বুঝাও মুস্কিল। এ্যাড্মিনিষ্ট্রেশান ভাল কাজ করছেন, কিন্তু আরও কাজ ভাল হওয়া উচিত, কাজেই এটা যাতে লক্ষ্য রাখা হয়, সেইদিকে আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আমি নিজেও দুধ খাই, অন্য জিনিষের চেয়ে দুধটা একটু পরিমাণে বেশীই খাই, কিন্তু আমি দেখি যে দুধের ষ্ট্যাণ্ডার্ড সব দিনে ঠিক থাকে না, দুধ সেণ্টারে আসলে পরে মাপা হয়, এই বিষয়ে যদি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় বা অফিসার'এর দিক থেকে ভিজিলেন্স রাখতে পারেন, টাইম টু টাইম, শুধু ফ্যাক্টরীর দুধ এগজামিন না করে, যে দুধগুলি সেণ্টারে আসে, তার থেকে নিয়ে যদি পরীক্ষা করা হয়, তাহলে আমার মনে হয় ভাল হবে। সেই রকম একটা এ্যারেঞ্জমেণ্ট করার জন্য আমি অনুরোধ রাখব। যদি আমার সাজেশন'এর মধ্যে কোন বাস্তবানুগতা তাহলে সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে ভেবে দেখতে বলব। কারণ ঐ দুধ খেয়ে অনেক শিশু বড় হচ্ছে, মানুষ হচ্ছে, যারা আমাদের ভবিষ্যৎ নাগরিক হিসাবে তৈরী হবে, সেইদিকে লক্ষ্য রাখা দরকার।

এখানে আমি দুইটি স্কীম দেখলাম, যদিও তাতে অনেক টাকা কম তবুও আমি এটাকে স্বাগত জানাই, একটা হচ্ছে প্ল্যানে—Intensive Eggs & Poultry Production cum মার্কেটিং সেণ্টার'এর পুরোপুরি কাজটা যদি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় পরিষ্কার করে বলেন, তাহলে আমাদের বুঝতে সুবিধা হবে, আরেকটি হচ্ছে ইম্প্লিমেণ্টেশন অব পোলট্রি Development under Applied Nutrition Programme, আমি এই স্কীমগুলিকে স্বাগত জানাচ্ছি, স্কীমগুলি ভাল সন্দেহ নেই, তাহলেও একটা জিনিষের প্রতি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, সেটা হচ্ছে এই যে অর্থ এখানে রাখা হয়েছে, তাতে খুব বেশী স্কীম নেওয়া যাবে না। আমার নজরে যেটা এসেছে, আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে বেকারদের জন্য যে কথা চিন্তা করছি, আমার গভর্ণমেণ্ট এবং অর্থমন্ত্রীর বক্তব্যেও রেখেছেন, একথা সেল্ফ এমপ্লয়েড হওয়ার জন্য, তাদের সেল্ফ এমপ্লয়েড যদি করতে হয়, তাহলে একটা শিক্ষিত যুবক, তাদের যদি সাবস্টেনটিভ, রিমিউনারেটিভ না দেওয়া হয়, তাহলে সেটা তারা করতে যাবে না, তাদের বক্তব্যে একথা যদিও উল্লেখ করেছেন, পোল্ট্রি করার জন্য, কিন্তু এটা যদি সায়েণ্টিফিক বিজনেস হত, তাহলে তারা আকৃষ্ট নিশ্চয়ই হত। কারণ আমরা আজকে দেখছি যে বাজারে মুরগীর ডিমের অভাব, আমি নিজে দিনে দুইটি মুরগীর ডিম খাওয়ার কথা, কিন্তু আমি সেটা বাজারে পাচ্ছি না, দুর্ভাগ্যের কথা আমি আজকে নিজে মুরগী পালতে আরম্ভ করেছি, কিন্তু চারটি মুরগী থেকেই আমি দৈনিক দুইটি ডিম পাচ্ছি না, হয়তো সেটা আমার দোষ হতে পারে, যাই হউক আমার বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে এটাকে কমার্শিয়াল বিজনেস হিসাবে করা যায় কিনা, সেটার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে চিন্তা করতে বলব। যদিও এই বাজেটে হবে না, ভবিষ্যতে বাজেটের প্রভিশন রাখা যায় কিনা, সেটা আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে ভেবে দেখতে বলব। আমি আগেও বলেছি যে আজকে যদি পাকিস্তান থেকে ডিম না আসে তাহলে বাজারে ডিমের সরবরাহ হবে না। কিন্তু আমাদের এই আগরতলা শহরে যে ডিমের চাহিদা আছে, সেটা সরকার থেকে সরবরাহ করা সম্ভব নয়

যদিও এখানে সরকারের একটা পল্‌ট্রি ফার্ম আছে। কাজেই এদিক দিয়ে যদি একটা স্কীম করে আমাদের বেকার যে যুবক আছে, তাদের যদি উৎসাহ দেওয়া যায়, ঋণ দিয়ে বা অন্যান্য সরকারী এ্যাসিস্‌টেন্স দিয়ে তাহলে একদিকে যেমন বেকারদের কিছু রোজগারের ব্যবসা হবে, অন্যদিকে তেমনি বাজারের যে চাহিদা, সেটা সরবরাহ করা কিছুটা সম্ভব হবে। এটা যাতে আপাততঃ এ্যাক্‌সপেরিমেন্ট্যাল বেসিসে করা যায় কিনা সেটা আমাদের সরকারের ভেবে দেখা দরকার আছে। তা ছাড়া আমি হায়দারাবাদে দেখে এসেছি যে সেখানে একজন এ্যাম্‌প্লয়ী চাকুরী ছেড়ে দিয়ে এই ধরনের একটা পল্‌ট্রি ফার্ম খোলেছে। তাতে তিনি আমাকে এটা বুঝিয়ে দিয়েছেন, যে সে চাকুরীতে থাকতে যা রোজগার করত, এখন ঐ পল্‌টি করে তার চাইতে অনেক বেশী রোজগার করছে। তারপরে আমি জানি যে আমাদের যখন কাউন্সিল ছিল, তখন একটা প্রভিশান ছিল ১ লক্ষ বা ২ লক্ষ টাকার, যাতে করে একটা বিশেষ জয়গাতে বেশ কিছু গাভী কিনে রেখে সেখানে যদি তার তত্ত্বাবধান করা যায়, তাহলে বেশ পরিমাণে দুধ পাওয়ার ব্যবস্থা হতে পারে। আমরা এখন যা দেখছি সেটা হল এজন্য সরকারের কোন নিজস্ব ফার্ম নেই। সেটাকে অন্য ভাবে করা যেতে পারে. যেমন আমি বলছি যদি কয়েকটা অঞ্চলের লোকদের মধ্যে কো-অপারেটিভ বেসিসে কোন একটা প্রভিশান করা যায় এবং তার মাধ্যমে তাদের যদি ভাল জাতের গাভী কিনে দেওয়া হয়, সেই সব গাভী থেকে যে দুধ পাওয়া যায় সেটা যদি সরকারীভাবে তাদের কাছ থেকে কালেক্‌শান করা হয় তাহলে আমাদের আগরতলাতে যে ক্রমবর্ধমান দুধের চাহিদা হচ্ছে, সেটা পূরণ করা সম্ভব হতে পারে। আমরা এও জানি যে পশ্চিম বঙ্গের হরিণঘাটাতে এই ধরনের একটা ফার্ম আছে। কিন্তু তা সত্বেও তারা সেখানে আজকাল পাবলিকের মধ্যে লোন দিচ্ছে এবং এই লোন দিয়ে তারা ভাল জাতের গাভী কিনছে। এই যে তাদের লোন দেওয়া হচ্ছে, তাতে করে তারা সেখানে ফার্মের মধ্যে এসে রীতিমত দুধ সাপ্লাই দিয়ে যাচ্ছে। তাতে সরকারের দুধ পাওয়ার যে একটা সমস্যা ছিল, সেটা অনেক পরিমাণে কমেছে আর পাবলিকও এদিকে লোন পেয়ে সেটাকে ইউটিলাইজ করে কিছু রোজগার করছে। এইভাবে আজকাল বোম্বে অঞ্চলে কাজ হচ্ছে। কাজেই আজকে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে বেকার সমস্যার সমাধানের জন্য, যেসব শিক্ষিত ছেলে বেকার হয়ে আছে, অথচ তারা পুঁজির অভাবে কিছু করতে পারছেন না তাদের এই ধরনের পল্‌ট্রির ট্রেনিং দিয়ে এনে, তার পরবর্তী পর্য্যায়ে যদি তাদেরকে ছোট ছোট ফার্ম করার জন্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র সরকার থেকে দেওয়া হয়, তাহলে আমার বিশ্বাস আছে, তারা এদিক দিয়ে কিছু উন্নতিলাভ করবে এবং তারা চাকুরীর আশায় বসে না থেকে নিজেদের রুজি রোজগারের দিকে মন দিবে। কাজেই আমি বলব যে এর মধ্যে তাদের ভবিষ্যত রুজি রোজগারের একটা যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়ে গেছে। স্যার, এই বিষয়ের উপর অনেক বিস্তারিত আলোচনা করার আছে, কিন্তু আমার সময় খুব কম। তাই আমি যে সব বক্তব্য এখানে রাখলাম, সেগুলি সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় গভীরভাবে চিন্তা করে দেখবেন বলে আমি আশা রাখি। তবে এই বছরে কিছু হচ্ছে না, আগামী বছরে বা এই বছরের জন্য আবার

যখন রিভাইজড বা বাজেট হবে, তখন এগুলি সম্পর্কে কিছু করা যায় কি না, সেটা মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়েরা চিন্তা করে দেখবেন। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীঅভিরাম দেববর্মা। :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখানে ডিমাণ্ড নাম্বার নাইনটিনে ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে ৬২ লক্ষ ১ হাজার টাকা। কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থার এই যে অর্থ এখানে রাখা হয়েছে, তা আমাদের প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম হয়েছে বলে আমার কাছে মনে হচ্ছে। কারণ আজকে এই এ্যানিম্যাল হাজবেণ্ড্রি ডিপার্টমেন্টটা হচ্ছে আমাদের কৃষকদের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। তার কারণ হচ্ছে, আমরা প্রায় দেখতে পাচ্ছি য গো-মড়ক দেখা যায়, কিন্তু উপযুক্ত সময়ে এই গো-মড়কের চিকিৎসা করা হয় না। ফলে বহু গরু বাছুর এই রোগে মারা যায়। কাজেই এই গো-মড়ককে চেক করার জন্য উপযুক্ত সময়ে এই চিকিৎসার ব্যবস্থা করার দরকার। তাই ত্রিপুরা রাজ্যের গ্রামাঞ্চলের মধ্যে যাতে পশু চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় হাসপাতাল এবং ডিসপেনসারী থাকে, সেজন্য সরকারকে আরও উদ্যোগী হতে হবে। যেমন আমরা দেখতে পাচ্ছি উত্তর দেবেন্দ্রনগর এলাকায় কোন ডিসপেনসারী নেই অথচ সেই এলাকার লোকদের জিরানীয়া ডিসপেনসারী থেকে ঔষধ পত্র এনে গরু বাছুরের চিকিৎসা করাতে হয়। তারপরে আছে মান্দাই এলাকা, এটা একটা বিরাট এলাকা, এখান থেকে জিরানীয়া হচ্ছে ৫ মাইল অথচ এই এলাকায় কোন একটা ডিসপেনসারী নেই। কিন্তু দেখা যায় এই এলাকার মধ্যে প্রতি বছরই গো-মড়ক দেখা দেয়, কিন্তু সেখানকার লোকেরা এই ডিসপেনসারীর অভাবে তাদের গরু বাছুরের উপযুক্ত সময়ে চিকিৎসা করতে পারছে না এবং জিরানীয়া এসে ঔষধপত্র নিয়ে সেগুলির চিকিৎসা করা সম্ভব নয়। কাজেই এই মান্দাই এলাকায় একটা ডিসপেনসারী হওয়া দরকার। তাছাড়া কামানমুড়া এলাকাটাও একটা বিরাট এলাকা, সেখানেও কৃষকদের গরু বাছুরদের চিকিৎসা করার জন্য কোন ব্যবস্থা নেই। কাজেই আমি যে সব এলাকাগুলির কথা এখানে বললাম, সেগুলির মধ্যে পশু চিকিৎসালয় স্থাপন করার একান্ত প্রয়োজন আছে। এই কামানমুড়া এলাকার জম্মেজয়নগরে এক বছর আগে কিছুদিনের জন্য একটা অস্থায়ী চিকিৎসালয় খোলা হয়েছিল, কিন্তু সেটা আজকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তারপর অবশ্য সেখানকার স্থানীয়জনসাধারণ সেখানে যাতে পার্মানেন্টলী একটা পশু চিকিৎসালয় খোলা হয়, সেজন্য দরখাস্ত করেছিল, কিন্তু এখন পর্য্যন্ত সেটার কিছু করা হবে কি না, কিছুই বুঝা যাচ্ছে না। কাজেই এই যে একটা বিরাট এলাকা, এটা পশু চিকিৎসার দিক থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। যদিও আজকে সবুজ বিপ্লবের অনেক বড় বড় কথা বলা হচ্ছে কিন্তু বাস্তবে সেগুলির কোন কিছু করা হচ্ছে না। কিন্তু আমাদের কৃষকদের যে গো-সম্পদ সেটাকে গো-মড়ক বা অন্য জাতীয় রোগের হাত থেকে যাতে রক্ষা করা যায়, সেজন্য আমাদের আরও অগ্রসর হতে হবে। আমরা যেটা দেখছি, সেটা হল এদিক দিয়ে সরকার সম্পূর্ণভাবে ফেলিউর হয়েছে এবং সেজন্য সরকারের উচিত এই কৃষক সমাজকে রক্ষার জন্য তাদের গো-সম্পদকে রক্ষা করার জন্য যে সব অঞ্চলে বর্ত্তমানে কোন পশু চিকিৎসালয় বা

ডিসপেনসারী ইত্যাদি নেই, সেখানে যেন এগুলি অবিলম্বে স্থাপন করা হয়। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

শ্রীসুরেশচন্দ্র চোধুরী :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ডিমাণ্ড নাম্বার ১৯—এনিমেল হাজবেন্ড্রী খাতে যে টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে তাতে বিরোধী পক্ষের যে কাট মোশন আছে আমি তার বিরোধীতা করছি। এনিমেল হাজবেন্ড্রীর আজকে গ্রাম দেশে খুবই প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। একদিকে যেমন মানুষের চিকিৎসার দরকার অপরদিকে পশুর চিকিৎসারও দরকার। বরং পশু চিকিৎসা আরও সায়েন্টিফিক কর দরকার। কারণ মানুষের চিকিৎসা সম্পর্কে মানুষ কথা বলতে পারে, জ্ঞান আছে। কিন্তু পশু কথা বলতে পারে না, জ্ঞান নাই। সায়েন্টিফিক যদি না হয় তাহলে ঠিক ঠিক পশুর চিকিৎসা হয় না। হঠাৎ এক এক সময় গো-মড়ক দেখা দেয়। কিন্তু সেটা চেক করা যায় না যদি অভিজ্ঞ ডাক্তার না থাকে। আজকে সারা ত্রিপুরায় আরও বৈজ্ঞানিকভাবে পশু চিকিৎসার জন্য ডিসপেনসারী এবং মেডিক্যাল ইউনিট খোলা দরকার বলে আমি মনে করি। একদিকে যখন তার চিকিৎসার দরকার অন্যদিকে পশু ডেভেলাপমেন্টের ব্যবস্থা রাখা দরকার। যেমন আমাদের দেশে গরু বা গাভী যে দুধ দেয় সাধারণতঃ দেশী গরুতে দুধ কম দেয়। বড় বড় জাতের গরু যে দুধ দেয় সেই রকম গরু যদি রাখা হয় এবং গরুর ডেভেলাপমেন্টের যদি ব্যবস্থা করা হয় তাহলে আমাদের দুধের অভাব কমতে পারে। একদিকে গ্রামে গ্রামে বড় বড় জাতের বুল দেওয়া এবং স্টকমেন সেন্টারের মারফতে সায়েন্টিফিক ওয়েতে ইনসেমিনেশনের ব্যবস্থা করা যেমন দরকার, অপরদিকে কলোনাইজেশন স্কীম লাইক বোম্বে, হরিণঘাটা স্কীম যদি নেওয়া হত তাহলে দুধের অভাব কমত অন্যদিকে কিছু বেকারের প্রভিশনও হতে পারে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় নিজে বোধ হয় বোম্বে মিল্ক ডিপো দেখে এসেছেন। সে রকম বিরাট স্কীম না হলেও ছোট্ট আকারে করা যায় কিনা তারজন্য আমি অনুরোধ করছি এবং আরও যাতে বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা হতে পারে সেইদিকে দৃষ্টি রাখার জন্য আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করছি। যেমন আমার বিলোনীয়া এলাকায় পশু চিকিৎসা নাই। যেমন কলসী র দক্ষিণ অংশে কোন ব্যবস্থা নাই। আমি সেই দিক থেকে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করি পশ্চিমাঞ্চলে পশু চিকিৎসার ব্যবস্থা খুবই প্রয়োজন। নলুয়া থেকে কৃষ্ণনগর এন্টায়ার এলাকাতে কোন ব্যবস্থা নাই। শ্রীনগরে আছে কিনা জানি না। ঋষ্যমূখেও ডিস্পেন্সারী নাই। আমাদের ত্রিপুরা কৃষি প্রধান এলাকা। সেইজন্য আমি অনুরোধ করছি এইসব এলাকাতে বিভিন্ন জায়গা দেখে কিছু কিছু এক্সটেনশান করার দরকার আছে। এই বলে এই বাজেট বরাদ্দ সমর্থন করে আমি শেষ করছি।

শ্রীবাজুবান রিয়াং :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় সময় কিছু বাড়িয়ে দেওয়া হতে পারে।

মিঃ ডেপুটি স্পীকার :—আজকের ডিমাণ্ডটা যাতে শেষ হয়ে যায় তাতে হাউস এগ্রি করবে কিনা।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্য :—মাননীয় স্পীকার স্যার, তিনি হাফ এন আওয়ারে শেষ করতে পারলে এটা এক্সটেণ্ড করা হোক।

(হাউস এগ্রিড টু দি এক্সটেনশন অব টাইম)

শ্রীবাজুবান রিয়াং :—মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আজকে মাননীয় অর্থমন্ত্রী এনিমেল হাজবেন্ড্রী হেডে ডিমাণ্ড নাম্বার ১৯ যে ব্যয় বরাদ্দ রেখেছেন সেটাকে সমর্থন করতে পারতাম যদি এখানে টাকার বণ্টন ঠিক ঠিকভাবে হত। ত্রিপুরাতে এই এনিমেল হাজবেন্ড্রী ডিপার্টমেন্টের প্রয়োজন আছে। ত্রিপুরাতে যে গৃহপালিত পশু আছে এইগুলিকে রক্ষা করার জন্য এবং ত্রিপুরাতে বেশীর ভাগ মফস্বল হসপিটালের সংখ্যা বাড়ানো দরকার। কিন্তু দুঃখের বিষয় এখানে যে টাকা দেখানো হয়েছে—'স' হেডে হসপিটালস অ্যাণ্ড ডিস্পেনসারী আর 'ই' হেডে মিল্ক সাপ্লাই স্কীম সেখানে দেখানো হয়েছে ১০,০০,০০০ টাকা। আর একটা আইটেমে হচ্ছে ব্রিডিং অপারেশন, সেখানে ১৪,০০,০০০ টাকা। আমার মনে হয় এখানে যে ৩২ লক্ষ ২৪ হাজার টাকা রাখা হয়েছে, সেটা একটু দেখেশুনে করলে ভাল হত। এখানে মিল্ক সাপ্লাই স্কীমে কম রেখে, হাসপাতাল এবং ডিস্পেনসারীতে আরেকটু বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য আমি বলছি। তাই আমি মাননীয় পশু মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে এই অনুরোধ রেখে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মিঃ স্পীকার :—নাউ আই কল অন অনারেবল মিনিষ্টার টু গিভ হিজ রিপ্লাই।

শ্রীপ্রফুল্ল কুমার দাস :—মাননীয় উপাধ্যক্ষ মহোদয়, ডিমাণ্ড নাম্বার ১৯। এনিমেল হাজবেনড্রীর জন্য অর্থমন্ত্রী যে ব্যয় বরাদ্দের দাবী করেছেন, আমি তাকে সমর্থন করছি এবং এই ডিমাণ্ডের উপর যে মাননীয় সদস্য মনমোহন বাবু কাট মোশান এনেছেন তার আমি বিরোধীতা করছি। মাননীয় সদস্য মনমোহন বাবু উনার বক্তব্যে বলেছেন যে ত্রিপুরা রাজ্য কৃষি প্রধান দেশ, কাজেই কৃষকের উন্নয়নের প্রতি আমাদের নজর বিশেষ করে দেওয়া উচিত এবং সেইদিক থেকে আজকে কৃষকদের উন্নয়নের দিকে দেখতে গেলে এনিম্যাল হাজবেনড্রী ডিপার্টমেন্ট তার দায়িত্ব এবং কর্ত্তব্য, একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে আছে। সেই দিক থেকে এনিম্যাল হাজবেন্ড্রী ডিপার্টমেন্টের উপর প্রধান গুরুত্ব দেওয়া উচিত, কৃষকের কল্যাণ করতে গেলে, এই বিষয়ে আমি তাঁর সংগে একমত এবং সেইদিকে লক্ষ্য রেখেই এনিমেল হাজবেন্ড্রী ডিপার্টমেন্টএ বিভিন্ন স্কীম এবং প্রগ্রাম করা হয়েছে। তিনি প্রসংগতঃ একথা বলেছেন যে ক্যাটল সেনসাস, লাইভ ষ্টক সেনসাস হয় নি, কিন্তু একথাটা ঠিক নয়। উনি জানেন না, প্রতি পাঁচ বছর পর পর সেনসাস নেওয়া হয়, লাস্ট সেনসাস যেটা হয়েছে, তারপর এখনও পাঁচ বছর পূরতি হয় নি, লাস্ট ইয়ারে যে সেনসাস হয়েছে সেখানে ক্যাটল পপুলেশান হচ্ছে ৮, ১০, ৯২৬, এবং এটা ফিফথ ইয়ার রানিং এবং এই পপুলেশনের উপর ভিত্তি করে, অল ইণ্ডিয়া প্যাটার্ণ যেটা আছে, সেটার সংগে সঙ্গতি রেখে, আমরা যদি বিচার করি, তাহলে দেখব অল ইণ্ডিয়া প্যাটার্ণে যে ডিসপেনসারী

হওয়ার কথা ছিল, ৩৩টি চিকিৎসা কেন্দ্র, সেই জায়গায় আমাদের আছে ৫৬টি অর্থাৎ প্রতি ২৫ হাজার হেডস অব লাইভ স্টকের এ্যাগেইনিষ্টে একটি করে ভেটারিনারী ইনষ্টিটিউশান হওয়ার কথা, কিন্তু ত্রিপুরার অবস্থা বিশেষভাবে চিন্তা করে, এখানকার ট্রাইবেল পপুলেশান গরীব, উদ্বাস্তু পরিবার গরীব, পাহাড়ি অঞ্চল-এ আদিবাসী তারা ইলিটারেট, কমিউনিকেশনের অবস্থা, ইত্যাদি অবস্থা চিন্তা করে, সেনট্রাল গভর্ণমেন্ট একথা বিশেষচিন্তা করে, এখানে৩৩টির জায়গায় আমরা ৫৬টি করতে পেরেছি। তাছাড়া এই 'ফোর্থ' প্ল্যান পিরিয়ডে আরও ২০টি ষ্টকম্যান সেণ্টার নূতনভাবে করব এবং তিনটি ষ্টকম্যান সেণ্টার ডিসপেন্সারীতে রূপায়িত করব। বর্ত্তমানে ডিসপেন্সারী আছে ২৩টি, হাসপাতাল আছে আগরতলা শহরে একটি, কাজেই আমরা ফোর্থ প্ল্যানের শেষে, অর্থাৎ ১৯৭৪ পর্যন্ত আমাদের ডিসপেন্সারী দাঁড়াবে ৩১টি, ষ্টকম্যান সেণ্টার দাঁড়াবে ৩৭টি। ভেটারিনারী ইউনিট ট্রাইবেল এলাকাতে, ট্রাইবেলদের বিশেষ অসুবিধার কথা চিন্তা করে, যোগাযোগ ব্যবস্থার অসুবিধার কথা চিন্তা করে আমরা ট্রাইবেল এলাকাতে সাতটি ভেটানারী ইনষ্টিটিউট করেছি, এছাড়া যে সমস্ত এলাকাতে আমরা করতে পারিনি, সেই সমস্ত এলাকাতে সার্ভিস দেওয়া জন্য আরও তিনটি মবাইল ইউনিটের কাজ আমরা মোতায়েন রেখেছি, যখন যেখান থেকে এপিডেমিকের খবর আসে, যেখানে ভেটারিনারী ইউনিট নাই, সেখানে এই মোবাইল ইউনিট উপযুক্ত পরিমাণ ঔষধ পত্র নিয়ে যায়। তাছাড়া ৬টি কিভিলেজ সেণ্টার আছে, ফোর্থ প্ল্যান পিরিয়ডে আরও ৯টি কীভিলেজ সেণ্টার করা হবে। তাছাড়া রুরাল এরিয়াতে ডেয়ারী সেণ্টার আর তিনটি করা হবে এবং এই পিরিয়ডের মধ্যে চার হাজার লিটার দুধ আমরা বিলি করছি, ফোর্থ প্ল্যানে বিভিন্ন সেণ্টারের মাধ্যমে প্রায় ১০ হাজার লিটার দুধ বিলি করার চিন্তা আমরা করছি। কাজেই যে সমস্ত পরিকল্পনা আমাদের আছে, এবং যা করা হবে, সেইসব পরিকল্পনার কথা আমি এখানে উল্লেখ করলাম। এই বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে মাননীয় সদস্য মনমোহন বাবু বলেছেন যে হাসপাতাল শুধু আগরতলা টাউনের মানুষ সুযোগ পাবে, সেটা আমি মেনে নিতে পারছিনা। জি, বি, হাসপাতালের সুযোগ যদি সারা ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ নিতে পারেন, তাহলে আজকে ভেটারিনারী হাসপাতালের সুযোগ ত্রিপুরার মানুষ কেন নিতে পারবেন না, আমি বুঝিনা। তাছাড়া যে ২৩টি ডিসপেন্সারীর কথা উল্লেখ করলাম, সেইগুলি গ্রামের মধ্যে অবস্থিত এবং নূতন করে যেগুলি করা হবে, সেইগুলিও গ্রামেই করা হবে, সেখানে ভেটারিনারী সারজন আছেন, তাদের মারফত সেই সমস্ত গ্রামাঞ্চলে চিকিৎসার ব্যবস্থা সম্প্রসারণ করা হয়েছে, বর্ত্তমানে ঐ ২৩টি ডিসপেন্সারীতে এ্যাসিষ্টেণ্ট ভেটারিনারী সার্জ্জন চিকিৎসার কাজ করে যাচ্ছেন, আমাদের কণ্টামপ্লেশান আছে যে আমরা ফোর্থ প্ল্যানে আরও ডিসপেন্সারী করব এব যদি এই সময়ের মধ্যে প্রয়োজন হয়, আমাদের ডাক্তাররা যদি এপিডেমিকের খবর পান, তাহলে মোবাইল ইউনিট দিয়ে ডাক্তার পাঠিয়ে উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা আমরা করতে পারব, নূতন যে সমস্ত জায়গার কথা উল্লেখ করেছেন, সেই সমস্ত জায়গাতে, নূতন সেণ্টার খোলার যে প্রভিশন আছে, তখন সেখানে দিতে পারা যায় কি না, সেট বিচার বিবেচনা

করে দেখব। আমাদের মাননীয় সদস্য তড়িৎমোহন দাশগুপ্ত মহাশয় উল্লেখ করেছেন যে কোন কোন সময় দুধের সাপ্লাই হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায়, তার প্রধানতম কারণ হচ্ছে এই, অনেক সময় আকস্মিক যে বন্ধ ইত্যাদি কল দেওয়া হয়, তার জন্য সাপ্লায়াররা ঠিক সময়ে সাপ্লাই দিতে পারেনা, সেই জন্য কখনও কখনও দুধের সাপ্লাই বন্ধ থাকে। এছাড়া আকস্মিক বৈদ্যুতিক গোলযোগেও অনেক সময় দুধ নষ্ট হয়ে যেতে পারে। এছাড়া আরও আছে ধরুণ আকস্মিক কারণে হয়তো কোন এ্যাকসিডেন্টের কবলে পরে গেল, দুধ কমে গেল, এই সমস্ত কারণে দুধ সাপ্লাইর বিঘ্ন সৃষ্টি করে। এই সমস্ত দিক বিবেচনা করে যাতে এ্যাক্সিডেন্ট না হতে পারে, তার জন্য আমরা ব্যাবস্থা নিয়েছি। যদিও সরাসরি লোকদের সাপ্লাই করার ব্যাপারে আমাদের প্রপার কন্ট্রোল নেই। আমরা যে মাঝে মাঝে বোতলে সাপ্লাই দেইনা তা নয়। তবে সব সময়ে বোতলে করে সাপ্লাই দেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। তার কারণ হচ্ছে এই বোতল আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে ম্যানুফেক্চার হয় না, এগুলি আমাদের বাহির থেকে আনতে হয়, যেমন কলকাতা থেকে আনতে হয়। কিন্তু সেখানে গত যুক্তফ্রণ্টের আমলে শ্রমিক বিশৃঙ্খলার দরুন অনেকগুলি বোতল ম্যানুফেক্চারিং ইউনিট বন্ধ হয়ে যায় এবং যেগুলিতে কিছু কিছু ম্যানুফেক্চার হচ্ছে, সেগুলি কলকাতার চাহিদা পূরণ করতে পারছেনা। আমাদের মত বাহিরের চাহিদা পুরণ করা তো দূরের কথা। কিন্তু তা সত্বেও আমরা যাতে এই ডায়েরীর দুধ বোতলে সাপ্লাই দিতে পারি সেজন্য অনেক চেষ্টা করে যাচ্ছি, যদিও বোতল ম্যানুফেক্চারের ব্যাপারটা আমাদের হাতে নেই। এই অসুবিধাটা যে আমাদের এখানে আছে, তা নয়, এটা কলকাতা এবং অন্যান্য জায়গাতেও আছে। সে যা হউক উনি যে সাজেশানটা এখানে রেখেছেন, সেটা আমাদের বিচার বিবেচনার মধ্যে রয়েছে এবং যখন আমরা নরম্যাল পিউর মিল্ক সাপ্লাই দিতে পারিনা তখন যাতে স্কীম মিল্ক দিয়ে আমাদের সাপ্লাইটাকে অব্যাহত রাখা যায়, সেজন্য আমরা চেষ্টা করে যাব। আর যেখানে হোলমিল্কের দরকার, সেখানে সেই স্কীম মিল্ক দিয়ে সাপ্লাইটাকে অব্যাহত রাখা অনেক সময়ে আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়না। তথাপি আমরা সেটাকে পার্টলি করতে চেষ্টা করে যাব। আর পোলট্রি ডেভেলাপমেন্টের ব্যাপারে তিনি বলেছেন যে নিউট্রিশন অব পোলট্রি ডেভেলাপমেন্ট প্রগ্রাম অনুযায়ী এই পোলট্রি ব্যাবস্থাকে যেন পপুলারাইজ করা হয়। এটা সত্য কথা যে আজকালকার বেকার সমস্যার সময়ে আমরা যাতে কমার্সিয়েল বেসিসে পোলট্রি ফার্মকে ব্যবহার করতে পারি এবং সেটা যাতে আমাদের ডেভেলেপমেন্টের সহায়ক হতে পারে সেজন্য আমাদের যে সব বেকার আছে, যারা নাকি কোন এমপ্লয়মেন্ট পাচ্ছেনা, তারা যাতে এদিকে উৎসাহিত হতে পারে সেজন্য আমরা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার কথা বিবেচনা করে দেখব। তারপরে আমাদের শহর অঞ্চলে যাতে ডিমের সরবরাহ পর্য্যাপ্ত হয় সেজন্য এই ফার্মিং ব্যবস্থাটাকে যাতে আরও এক্সটেণ্ড করা যায়, তার জন্য আমরা শহরের নির্দ্ধারিত কতক ফার্মারকে আর্থিক সাহায্য দিচ্ছি, টু-ওয়ার্ডস কষ্ট অব পোলট্রি হাউস, পোলট্রি ফিডিংস, পার্টলী এ্যাজ লোন এ্যাণ্ড পার্টলী এ্যাজ গ্রেন্টস। তাছাড়া মুরগীর বাচ্চা যেটা দিচ্ছি সেটাও ফ্রি অব কষ্ট দিচ্ছি। তারপরে যে টাকাটা

[illegible] দেওয়া হয়েছে, সেটা আমরা অত্যন্ত সহজ কিস্তিতে আদায়ের ব্যবস্থা করেছি। এটা পলট্রি ফার্মারেরা অনায়াসে ফেরৎ দিতে পারেন। আর এখানে এ্যাপ্লাইড নিউট্রিশান দিচ্ছি যেটা, সেটা আমরা ৪টি ব্লককে ঠিক করেছি। আর বাকী যে আরও ১৭টি ব্লক সেগুলিতে যাতে সম্প্রসারণ হতে পারে, সেজন্য আমরা চেষ্টা করছি। এই ব্যাপারে নির্দ্ধারিত ফার্মারকে, যাতে তারা পলট্রি ফার্ম্ম করতে পারে, সে সাহায্য দেওয়া হচ্ছে, সেটার মধ্যে তারা যাতে রেশনটা ফ্রি পেতে পারে তার ব্যবস্থাও আমরা করছি, এছাড়া টেক্নিক্যাল এডভাইস বা এ্যাসিষ্টেন্টস্ যেটার দরকার হয়, সেটাও আমরা আমাদের যে সব ভেটারিনারী এ্যাসিষ্টেণ্ট আছেন, তাদের এ্যাসিসাষ্টেন্সে করার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গ তিনি বলেছেন যে বাজারে অনেক সময়ে ডিম পাওয়া যায় না। কিন্তু আমরা বাজারে ডিম সাপ্লাই দেওয়ার জন্য কোন স্কীম করিনি। আমরা আমাদের যে সমস্ত স্কীম আছে সেগুলিকে যাতে এ্যাক্সটেণ্ড করা যায়, যাতে মানুষের মধ্যে এই মুরগী পালার ব্যবস্থাটা পপুলারাইজ হয় এবং তারজন্য প্রয়োজনীয় টেক্নিক্যাল এডভাইস এবং চিকিৎসার ব্যবস্থা করা যায়, সেই সম্পর্কে আমরা সচেষ্ট রয়েছি। কাজেই আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে সেটাকে কমার্শিয়েল লাইনে না নিয়ে জনসাধারণের স্বার্থে তাদের মধ্যে যাতে এই পলট্রি ফার্মিংটা পপুলারাইজ হতে পারে, তার ব্যবস্থা করা। আমরা বাহিরে ডিম বিক্রি করার জন্য কোনরকম স্কীম এই যাবত চালু করিনি। তবে ডিম থেকে বাচ্চা করে এবং পলট্রি থেকে ডিম সাপ্লাই যাতে মানুষ পেতে পারে, সেই ব্যবস্থাই আমরা করছি। আমাদের যে উদ্দেশ্য সেটা হল আজকে আমাদের যে বেকার আছে বা আমাদের কৃষকদের সাথে তাদের অর্থনীতিকে যাতে আরও শক্তিশালী করা যায় তার জন্য আমরা যত বেশী পরিমানে এই পলট্রি ফার্মকে পপুলারাইজ করতে পারি, সেদিকে আমাদের মনোযোগ দেওয়া দরকার। কাজেই এদিক দিয়ে আমাদের এই ডিপার্টমেন্ট, তাদের যেসব পরিকল্পনা আছে, সেগুলি বাস্তবে রূপায়ণের জন্য এগিয়ে যাচ্ছেন। সেজন্য আমরা আমাদের যে নাগরিক বা যারা নাকি ইন্টেলেক্চুয়েলস আছেন, তাদের কাছে আমাদের অনুরোধ হল, তারা যেন আমাদের যে সব সাধারণ কৃষক এবং সাধারণ নাগরিক আছেন, তারা এই পলট্রি ফার্মিং এর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে এবং সেটাকে তাদের মধ্যে পপুলাইরাজই করার জন্য বুঝিয়ে দেন। তারপরে মাননীয় সদস্য অভিরাম বাবু এবং আমাদের মাননীয় প্রাক্তন স্বাস্থ্য মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে আমরা ফোর্থ প্লেনে একটা ক্যাটেল কলোনী করতে পারি কিনা, সেই বিষয়ে সরকার যেন চিন্তা করে দেখেন। আমি বলব আমরাও এদিকে লক্ষ্য রেখে একটা কেট্যাল ফার্ম বা কলোনী রাধাকৃষ্ণনগরে, খয়েরপুরের কাছে আপাততঃ মিনিয়েচার ফার্ম হিসাবে রেখেছি এবং সেখান থেকে আমরা বর্ত্তমানে কিছু পরিমাণ দুধও পাচ্ছি। কিন্তু এটাকে যাতে আমাদের ফোর্থ প্লেনের মধ্যে আরও সম্প্রসারিত করা যায়, সেখানে যেন অন্ততঃ পক্ষে ১০০টি ভাল জাতের গাভী রেখে আরও বেশী পরিমানে দুধ উৎপাদন করা যায়, সেজন্য আমরা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করব বলে আশা রাখছি। যেখানে হান্ড্রেড কাউজ, দুগ্ধবতী মিলক কাউজ থাকবে এবং সেখানে একটা স্থায়ী সরবরাহ সেটার ব্যবস্থা আমরা রাখছি এবং ফোর্থ প্ল্যানে সেটা করা হয়েছে। কেন্দ্রীয়

[illegible] আছে। সেটা হয়ে গেলে নেক্সট ইয়ারে আমরা আরম্ভ করার চেষ্টা করব। সেটা উন্নত ধরণের ক্রশ বা ধারণ করে, এই জাতীয় উন্নত ধরণের গরুর মাধ্যমে আর্টিফিসিয়াল ইনসেমিনেশান বা নেচারেল পথে আমরা ক্যাটল পপুলেশনকে উন্নত করতে পারি। এছাড়াও আমাদের প্রগ্রাম থাকবে, আমাদের ফোর্থ প্ল্যানের মধ্যে আরও তিনটা কী—ভিলেজ প্রগ্রাম। তার মধ্যে আমাদের ক্যাটল পপুলেশনকে উন্নত করা এবং আমাদের কৃষকদের দুগ্ধ উৎপাদনে সাহায্য করে শিশুদের খাদ্য বেশী করে পাওয়ার ব্যবস্থা করার, দুগ্ধ উৎপাদকদের উৎসাহিত করার লক্ষ্য নিয়েই আমরা এই স্কীমগুলি কার্য্যকরী করার জন্য এগিয়ে যাচ্ছি। সেইদিক দিয়ে আমি এই ব্যয় বরাদ্দকে সমর্থন করি এবং কাটমোশনের বিরোধিতা করছি। এইখানেই আমার বক্তব্য শেষ করছি।

শ্রীকৃষ্ণদাস ভট্টাচার্য্যঃ— মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় মন্ত্রী প্রফুল্ল কুমার দাস মহাশয় এই ডিমাণ্ডের উপর যে বক্তব্য পেশ করেছেন তার পরিপ্রেক্ষিতে আমি আশা করব যে হাউস আমার এই ডিমাণ্ডকে গ্রহণ করবে।

Mr. Speaker : — Now I put to vote the cut motion first.

The cut motion moved by Shri Monomohan Deb Burma to discuss n— "Failure to open sufficient dispensaries to meet the minimum [illegible]" was then put to vote and lost.

Mr. Speaker. — Now I put the Demand for Grant No. 19 to [illegible]

The question that a sum not exceeding Rs. 62,01,000/- [inclusive of the sums specified in colum 3 of the schedule to the Appropriation (Vote on Account) Bill, 1971, be granted to defray the charges which will come in course of payment during the year ending on the 31st day of March, 1972, in respect of Demand No. 19—Animal Husbandry was then put and PASSED.

Mr. Speaker :—The other business of the day will be carried over and taken up next day .

Mr. Speaker :—The House stands adjourned till 11 A, M. on Friday the 2nd April, 1971.

PAPERS LAID ON THE TABLE Appendix—"A".

Starred Question No. 93

By—Shri Promode Ranjan Dasgupta

QUESTIONS

1. Whether the Govt. has any scheme of improvement of Mohanpur to Newgaon Kutcha road via Taranagar with soiling and metalling ; and
2. If so, the present position of the road ?

ANSWERS

1. Not just now.
2. Does not arise.

Starred Questiou No. 98
By — Shri Monoranjan Nath

প্রশ্ন

(ক) কৈলাশহর সাবডিভিশনে সওদাবাড়ী হইতে সোনাইমুড়া হইয়া নটিংছড়া পর্য্যন্ত বন্যা নিরোধ কল্পে বাঁধ দেওয়ার Estimate দীর্ঘদিন যাবৎ Sanction না হওয়ার কারণ কি?

(খ) অবিলম্বে উহা Sanction হবে কি?

(গ) কৈলাশহর সাবডিভিসনে (সওদাবাড়ী) Saidabari Sluice Gate এর কাজ হইতেছে, তথায় কোন বাঁধ দেওয়ার কোন পরিকল্পনা সরকারের আছে কি?

উত্তর

(ক এবং খ) এষ্টিমেট এখনও পরীক্ষা নিরীক্ষা করিয়া দেখা হইতেছে।

(গ) হাঁ।

STARRED QUESTION NO. 104
By—Shri Manoranjan Nath

Questions

(১) ত্রিপুরায় বর্ত্তমান বৎসরে আলু ফসল ভয়ঙ্কর ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে ইহার কারণ অনুসন্ধান করা হইয়াছে কি;

(২) ইহার প্রতিষেধক কৃষক বা জনসাধারণকে অবগত করান হইয়াছে কি?

Answers

(১) বর্ত্তমান বৎসরে ত্রিপুরায় আলু ফসল ভয়ঙ্করভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই। ইহার কারণানুসন্ধান করার কোন প্রয়োজন হয় নাই।

(২) প্রশ্ন উঠে না।

STARRED QUESTION NO. 114
By—Shri Ghanashyam Dewan

QUESTIONS

(১) ছামনু টি, ডি, ব্লকে গত ১৯৬৭ সন থেকে বর্ত্তমান আর্থিক সন পর্যন্ত কত টাকা পতিত ও জংলা জমি আবাদ বাবত ব্যয় করা হইয়াছে।

(২) তন্মধ্যে উপজাতি ও অ-উপজাতির আবাদী জমিনের পরিমাণ কত;

(৩) কমলপুর ব্লকে ১৯৬৮ সন থেকে বর্ত্তমান আর্থিক সন পর্যন্ত কত টাকা পতিত ও জলাজমি আবাদের জন্য ব্যয় করা হইয়াছে এবং ঐ জমির পরিমাণ?

ANSWER

তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে।

STARRED QUESTION No. 118
By Shri Ghanashyam Dewan

QUESTIONS

(১) ছামনু মানিকপুর গুরুত্বপূর্ণ সীমান্ত রাস্তাটির ইমপ্রুভমেন্ট (Improvement) প্রয়োজন মনে করেন কিনা ; এবং.

(২) যদি করিয়া থাকেন তবে কবে কাজ আরম্ভ করা হইবে ?

ANSWERS

(১) হঁ্যা ;

(২) রাস্তাটির উন্নয়নের জন্য কিছু কিছু ইতিপূর্ব্বেই আরম্ভ হইয়াছে। অর্থাভাবে রাস্তাটির সামগ্রিক উন্নয়নের বড় কাজ আরম্ভ করা সম্ভব হইতেছে না।

STARRED QUESTION No. 145
By Shri Aghore Deb Barma

QUESTIONS

(১) চড়িলাম বাজারের সংলগ্ন দক্ষিণ দিকে রাঙ্গাপানি ছড়ার উপর পুল দেওয়ার প্রয়োজন, ইহা রাজ্য সরকার অনুভব করেন কিনা ; এবং

(২) যদি প্রয়োজন মনে করে থাকে, দীর্ঘদিন যাবৎ স্থানীয় জনসাধারণের আবেদন নিবেদন সত্বেও রাজ্য সরকার পুল দেওয়ার ব্যবস্থা করেন না কেন ?

ANSWER

(১ এবং ২) পুলের প্রয়োজনীয়তা আছে কিন্তু অর্থাভাবে কাজটি করিতে পারা যাইতেছে না।

STARRED QUESTION NO. 147
By—Shri Abhiram Deb Barma

QUESTIONS

(১) আসামের উমিয়াম জল বিদ্যুৎ প্রকল্প হতে ত্রিপুরায় বিদ্যুৎ সরবরাহের কাজ কতখানি অগ্রসর হয়েছে ;

(২) এই বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন তার বসানোর কনট্রাক্ট কি কামানী কোম্পানীকে দেওয়া হইয়াছে ;

(৩) যদি দেয়া হয়ে থাকে তবে উহার কাজ কবে শেষ করার সর্ত ছিল ; এবং

(৪) নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে কাজ শেষ না হইয়া থাকলে তার কারণ কি ?

ANSWER

(১) ১৩২ কে, ভি, লাইন ও সাবষ্টেশনের নির্ম্মাণ কার্য্য সম্পন্ন হওয়া সাপেক্ষ অস্থায়ী ব্যবস্থা করিয়া বিগত ১৬-১-৭০ ইং তারিখ হইতে ধর্মনগর কৈলাসহর এবং কুমারঘাট এলাকায় আসাম হইতে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হইতেছে।

১৩২, কে, ভি, লাইনের নির্মাণ কার্য্য যথেষ্ট অগ্রসর হইয়াছে এবং আগামী আগষ্ট মাসে (আগষ্ট ১৯৭১) ইহার কাজ শেষ হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

ধর্মনগর ১৩২ কে, ভি, সাব-ষ্টেশনের যন্ত্রাদি স্থাপনের পাকা ভিত্তি নির্ম্মাণের কাজ শেষ হইয়াছে, কন্ট্রোল বিল্ডিং এবং ৯০ /. ভাগ কাজ শেষ হইয়াছে এবং যন্ত্রাদি স্থাপনের কাজ শীঘ্রই আরম্ভ হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

আগরতলা ১৩২ কে, ভি, সাব ষ্টেশনের জায়গায় গ্রেডিং ও লেভেলিং এর কাজ শেষ হইয়াছে, কন্ট্রোল বিল্ডিং নির্মাণের কাজও আরম্ভ হইয়াছে, যন্ত্রাদি স্থাপনের জন্য পাকা ভিত্তির ঢালাই এর কাজ শীঘ্রই আরম্ভ হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

২। হাঁ।

(৩ ও ৪) চুক্তির সর্ত্ত অনুসারে কাজের উপযোগী ১৮ মাস সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করার কথা।

Starred Question NO. 152—By Shri Abhiram Deb Barma.

প্রশ্ন

১। আগরতলা বন্যা নিরোধ বাঁধের ফলে রাধানগর ও অন্যান্য কয়েকটি এলাকার জলমগ্ন হয়, সরকার তা অবগত আছেন কি ?

২। যদি অবগত থাকেন রাধানগরকে বন্যার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য কি ব্যবস্থা গ্রহন করেছেন।

উত্তর

১। নদীর পাড়ের বাঁধ নিকটবর্ত্তী এলাকায় বন্যার প্রকোপ কিছু পরিমাণ বর্দ্ধিত করিয়া থাকে। আগরতলার বাঁধ নিকটবর্ত্তী রাধানগর ও অন্যান্য এলাকার বন্যার কারণ বলা যাইতে পারে না। ইহা বন্যার প্রকোপ কতকটা বাড়াইতে পারে মাত্র।

২। রাধানগরসহ অন্যান্য এলাকায় হাওড়া নদীর বন্যার প্রকোপ নিরোধের উপায় উদ্ভাবনের জন্য নদী উপত্যকার একটি মাষ্টার প্লেন তৈরী করা হইতেছে।

Starred Question No. 177—By Shri P. R. Dasgupta.

QUESTION

1. Whether any tender was called on the construction of Hajiram Bund (Seasonal Bund) under Mohanpur Block, West Tripura in 1970 and

2. If so, the present position.

ANSWER

1. Yes.

2. The original Contractor having failed to execute, the work has recently been awarded to another contractor.

Starred Question No. 178—By Shri Aghore Deb Barma.

QUESTION

1. Whether any Lift Irrigation Scheme has been sanctioned at Golaghati area in 1970—71 financial year ;

2. If so, when the work will be started ?

ANSWER

1. No.

2. A Lift Irrigation scheme proposed at Golaghati is being investigated and will be considered for implementation early if found feasible and viable.

Unstarred Question No. 153
By Shri Abhiram Deb Barma

প্রশ্ন

ক) ত্রিপুরার কোন কোন শহরে বন্যা নিরোধ পরিকল্পনা কার্য্যকরী করা হইতেছে তাহার বিবরণ ; এবং

খ) বন্যা নিরোধ পরিকল্পনা কার্যকরী করায় বিলম্ব হয়ে থাকলে তার কারণ ;

উত্তর

ক) ১। আগরতলা, ২। সোনামুড়া, ৩। বিলনীয়া, ৪। সাব্রুম, ৫। উদয়-পুর, ৬। অমরপুর, ৭। খোয়াই, ৮। কৈলাসহর, ৯। ধর্ম্মনগর।
Estimated cost যথাক্রমে :—(১) ১৩,৫৩,৭০১ (২) ৪,৪৩,৯০০ (৩) ১২,৭৮,০০০ (৪) ৮৩,০০০ (৫) ৩,৩০,২০০ (৬) ৩.১১,৮৪০ (৭) ৭,৫০,২০০ (৮) ৭২,৬০০ (৯) ১,০৫,৭০০ টাকা।

খ) কাজের জন্য প্রয়োজনীয় জায়গা না পাওয়ায় নিম্নলিখিত সহরে বন্যা নিরোধ কাজে বিলম্ব হইয়াছে/হইতেছে :—
(১) বিলনীয়া (২) অমরপুর (৩) ধর্ম্মনগর।

UNSTARRED QUESTION NO. 162
By Shri Bidya Ch, Deb Barma.

প্রশ্ন

১। বন বিভাগ কি ফরেষ্ট প্রডাক্টস এর উপর রয়েলটির হার সম্প্রতি বাড়িয়েছেন, যদি বাড়িয়ে থাকেন তবে বর্দ্ধিত হার কোন বনজ সম্পদের উপর কত . এবং

২। এই রয়েল্‌টি বৃদ্ধির কারণ কি ?

উত্তর

১। না, প্রশ্নই উঠে না।

২। ১নং উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্নই উঠেনা।

UNSTARRED QUESTION NO. 209
By Shri Abhiram Deb Barma.

প্রশ্ন	উত্তর
১) Hind Transport Coop. Society. ১৯৬৯-৭০ এবং ১৯৭০-৭১ এ কোন কোন সরকারী মালের Carrying Agent হিসাবে কাজ করেছেন তার বিবরণ :	তথ্যাদি সংগ্রহাধীন আছে।
২) এই Carrying Agent এর মাপ ঘাটতি যাওয়া সম্পর্কে কোন অভিযোগ আছে কি ? যদি থাকে তার বিবরণ ;	